বসুমতী-শাস্ত্রপ্রচার-গ্রন্থমালা

বাশিষ্ঠ মহারামায়ণম্

বা

বাল্মীকি-মহর্ষি-প্রণীতম্

(স্থিতি প্রকরণম্)

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীসর্ব্বজ্ঞসরস্বতী প্রশিষ্য-
শ্রীমদানন্দবোধেন্দুভিক্ষুবিরচিতয়া
বাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশাখ্যয়া টীকয়া যুতম্।

বেদান্তবাগীশোপাখ্যেন
শ্রীকালীবরদেবশর্ম্মণা
অনূদিতম্ পরিশোধিতম্ সম্পাদিতঞ্চ

সন ১৩৩৩ সাল।
উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন প্রতিষ্ঠিত-
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

...কি-মহর্ষি-প্রণীতম্

(স্থিতি প্রকরণম)

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীসব্বজ্ঞসরস্বত্য প্রাশিষ্য-
শ্রীমদানন্দবোধেন্দুভিক্ষুবিরচিতয়া
বাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশাখ্যয়া টীকয়া যুতম্ ।

বেদান্তবাগীশোপাধ্যেন
শ্রীকালীবরদেবশর্ম্মণা
অনূদিতম্ পরিশোধিতম্ সম্পাদিতঞ্চ

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়েন প্রতিষ্ঠিত-
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্

কলিকাতা রাজধান্যাং
১৬৬ সংখ্যক বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে বসুমতী-মুদ্রণ-যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম্

বাশিষ্ঠমহারামায়ণম্।

স্থিতিপ্রকরণম্।

প্রথমঃ সর্গঃ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অথোৎপত্তিপ্রকরণাদনন্তরমিদং শৃণু।
স্থিতিপ্রকরণং রাম জ্ঞাতং নির্ব্বাণকারি যৎ ॥ ১ ॥

সদভয়নিজপূর্ণানন্দসম্বিৎপ্রতিষ্ঠং
যদিহ নিজমহিম্না বিশ্বরূপাণি বিভ্রৎ।
বিহরতি চ বিমোহাৎ তেষু নানাত্মবদ্ধ্যা
শ্রুতিবিদিতসতত্ত্বং তৎ পরং ব্রহ্ম বন্দে ॥ ১ ॥
প্রসিদ্ধচিত্রবৈধর্ম্ম্যং জগচ্চিত্রস্য বর্ণ্যতে।
সাঙ্খ্যাদিমতমুন্মৃজ্য সাধ্যতে ব্রহ্মমাত্রতা ॥ ২ ॥

উৎপত্তিপ্রকরণে "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদীনাং সর্ব্বেষাং সৃষ্টিপ্রতিপাদকবাক্যানামদ্বয়ে ব্রহ্মণি জগদধ্যারোপ প্রদর্শনদ্বারা তটস্থলক্ষণতয়া তাৎপর্য্যবিশ্রান্তিপ্রদর্শনমুখেন জগজ্জীবাদিভেদং নিরস্য প্রত্যগ্ব্রহ্মৈক-

এবন্তাবদিদং বিদ্ধি দৃশ্যং জগদিতি স্থিতম্।
অহঞ্চেত্যাদ্যনাকারং ভ্রান্তিমাত্রমসন্ময়ম্ ॥ ২ ॥
অকর্ত্তৃকমরঙ্গঞ্চ গগনে চিত্রমুত্থিতম্।
অদ্রষ্টৃকঞ্চানুভব মনিদ্রং স্বপ্নদর্শনম্ ॥ ৩ ॥
ভবিষ্যৎপুরনির্ম্মাণং চিত্তসংস্থমিবোদিতম্।
মর্কটানলতাপান্ত মসদেবার্থসাধকম্ ॥ ৪ ॥

রস্তং ব্যুৎপাদিতম্। ইদানীং তাবৎ "যেন জাতানি জীবন্তি" "যেন দ্যৌঃ পৃথিবী দৃঢ়া" "এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" 'এষ হ্যেবানন্দয়াতি' ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে" "একোদধারভুবনানি বিশ্বা" "য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ পরমশক্তিভিঃ অণুস্তাতা হয়মাত্মাস্য সর্ব্বস্য স্বাত্মানং দদাতি" ইত্যাদিসাম্প্রতিকজগৎস্থিতিনির্ব্বাহকতাপ্রতিপাদকশ্রুতীনাং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যাদিপ্রলয়কালিকজগৎসত্তানির্ব্বাহকত্বপ্রতিপাদকশ্রুতীনাঞ্চ পুরুষমতিবৈচিত্র্যপ্রভব-নানাতাৎপর্য্যোৎপ্রেক্ষণযুক্তভ্রান্তিবৈচিত্র্যনিরাসেন সচ্চিদানন্দৈকরসে ব্রহ্মণি সচ্চিদ্রূপতোপপাদনেন তটস্থলক্ষণতাৎপর্য্যপর্য্যবসানপ্রদর্শনমুখেনাপি বিস্তরোপপাদিতং ব্রহ্মৈক্যজ্ঞানং স্থিরীকর্ত্তুং স্থিতিপ্রকরণমারভমাণো ভগবান্ বশিষ্ঠঃ সঙ্গতিং প্রদর্শয়ন্ প্রতিজানীতে অথেতি। উৎপত্তেঃ স্থিতিহেতুত্বাদ্ধেতুতা-সঙ্গতিরিতি ভাবঃ। এবমেককার্য্যত্বসঙ্গতিরপ্যস্তীত্যাশয়েনাহ জ্ঞানমিতি। আনন্তর্য্যাধিকারপরোপ্যথশব্দঃ শঙ্খবীণামৃদঙ্গধ্বনিবৎ স্বরূপতোমঙ্গলমেবেতি প্রকরণাদৌ মঙ্গলমপ্যাচরিতমিত্যপি বোধ্যম্ ॥ ১ ॥

জগদুৎপত্তৌ মিথ্যাত্বপ্রদর্শনায় ব্যুৎপাদিতা ন্যায়াঃ স্থিতাবপি তুল্যা ইত্যতিদেশেন দর্শয়তি এবং তাবদিত্যাদিনা ॥ ২ ॥

অকর্ত্তৃকং হেতুকরণোপকরণসম্পন্নলেখকশূন্যম্। অরঙ্গমুপাদানরঞ্জকদ্রব্য-শূন্যম্। গগনে ইত্যনেনাধারভিত্ত্যাদিশূন্যতাপি চিত্রস্য দর্শিতা। দ্রষ্টুরপি দৃশ্যান্তঃপাতাদদ্রষ্টৃকম্। মোহনিদ্রয়া প্রমাতুরভিভবেপি সাক্ষিণোনভিভবাদ-নিদ্রম্ ॥ ৩ ॥

মর্কটৈঃ কল্পিতোহনলো গুঞ্জাগৈরিকাদিসঞ্চয়রূপঃ তত্তাপোন্তোদৃষ্টান্তো

ব্রহ্মণ্যনন্যদন্যাভ মম্বাবর্ত্তবদাস্থিতম্।
সদ্রূপমপি নিঃশূন্যং তেজঃ সৌরমিবাম্বরে ॥ ৫ ॥
রত্নাভাপুঞ্জমিব খে দৃশ্যমানমভিত্তিমৎ।
গন্ধর্ব্বাণাং পুরমিব দৃশ্যং নিত্যমভিত্তিমৎ ॥ ৬ ॥
মৃগতৃষ্ণাম্বিবাসত্যং সত্যবৎ প্রত্যয়প্রদম্।
সঙ্কল্পপুরবৎ প্রৌঢ় মনুভূতমসন্ময়ম্ ॥ ৭ ॥
কথার্থপ্রতিভানাত্ম ন ক্বচিৎ স্থিতমস্থিতম্।
নিঃসারমপ্যতীবান্তঃসারং স্বপ্নাচলোপমম্ ॥ ৮ ॥
ভূতাকাশমিবাকার ভাস্বরং শূন্যমাত্রকম্।
শরদভ্রমিবাগ্রস্তমলমক্ষয়মক্ষতম্ ॥ ৯ ॥
বর্ণোব্যোমমলস্যেব দৃশ্যমানমবস্তুকম্।
স্বপ্নাঙ্গনারতাকার মর্থনিষ্ঠমনর্থকম্ ॥ ১০ ॥
চিত্রোদ্যানমিবোৎফুল্ল মরসং সরসাকৃতি।
প্রকাশমপি নিস্তেজশ্চিত্রার্কানলবৎ স্থিতম্ ॥ ১১ ॥

যস্য। তেনাপি তেষাং শীতনিবৃত্তিরৈতিহ্যপ্রসিদ্ধেত্যাশয়েনোক্তমসদেবার্থসাধকমিতি ॥ ৪ ॥

সৌরং তেজ আলোকো ন ত্বাতপঃ অম্বুনোজলস্য আবর্ত্তঃ ভ্রমিঃ ॥ ৫ ॥

অভিত্তিমদনাধারম্ মৃগতৃষ্ণাম্বু ইতিচ্ছেদঃ ॥৬॥

প্রৌঢ়ং বিস্তৃতম্। স্ফুটমনুভূতমিতি বা ॥ ৭ ॥

কবিকল্পিতকথার্থনগরপর্ব্বতাদিসংস্থানপ্রতিভানমিবাত্মা স্বরূপং যস্য। কচিদপি দেশে কালে বা ন স্থিতমিতি হেতোরস্থিতমসৎ। অন্তঃসারং অতিদৃঢ়ম্ ॥ ৮ ॥

অবাঙ্মুখীকৃতেন্দ্রনীলমহাকটাহাকারভাস্বরম্। যাবদগ্রস্থং তাবদলং আতপনিরোধাদিসমর্থম্। ক্ষেতুমশক্যমক্ষতমবিচ্ছিন্নঞ্চ ॥ ৯ ॥

ব্যোমমলস্য কালিম্নো বর্ণঃ নিগ্ধতা। রাহোঃ শির ইতি বদা। ব্যোমতলস্যেতি পাঠে স্পষ্টম্। অর্থনিষ্ঠং ভোগলক্ষণার্থক্রিয়াকারি ॥ ১০ ॥

অনুভূতং মনোরাজ্য মিবাসত্যমবাস্তবম্ ।
চিত্রপদ্মাকর ইব সারসৌগন্ধ্যবর্জ্জিতম্ ॥ ১২ ॥
শূন্যে প্রকচিতং নানাবর্ণমাকারিতাত্মকম্ ।
অপিণ্ডগ্রহনাশূন্যমিন্দ্রচাপমিবোত্থিতম্ ॥ ১৩ ॥
পরামর্শেন শুষ্কাভির্ভূতপেলবপল্লবৈঃ ।
কৃতং জড়মসারাত্ম-কদলীস্তম্ভভাস্বরম্ ॥ ১৪ ॥
স্ফুরিতেক্ষণদৃষ্টান্ধ-কারচক্রকবর্ত্তনম্ ।
অত্যন্তমভবদ্রূপমপি প্রত্যক্ষবং স্থিতম্ ॥ ১৫ ॥
বার্ব্বুদ্বুদমিবাভোগি শূন্যমন্তঃস্ফুরদ্বপুঃ ।
রসাত্মকম্পাপ্যরস মবিচ্ছিন্নক্ষয়োদয়ম্ ॥ ১৬ ॥
নীহার ইব বিস্তারি গৃহীতং সন্ন কিঞ্চন ।
জড়শূন্যাস্পদং শূন্যং কেষাঞ্চিৎ পরমাণুবৎ ॥ ১৭ ॥

অরসং শুষ্কং নির্মকরন্দঞ্চ ॥ ১১

অসত্যং স্বতঃ। অবাস্তবং ফলতোপি। সারো মকরন্দপরাগাদিঃ ॥১২॥

পিণ্ডগ্রহোমূর্ত্ততা তচ্ছূন্যম্ ॥ ১৩ ॥

পরস্থ পরমাত্মন আমর্শেন ঈষদ্বিচারেণাপি পরস্যান্যস্য বায়াতপজনাদেরামর্শেন ঈষদভিঘাতেনাপি চ। কদলীস্তম্ভঃ কদলীতরুঃ ॥ ১৪ ॥

স্ফুরিতেক্ষণেনাক্ষিরোগবিশেষেণ। অভবদ্রূপমসম্ভবদ্রূপম্ ॥ ১৫ ॥

আভোগি কল্পিতাকারম্। রস আপাতরমণীয়তা তদাত্মকমপ্যরসং পরিণামকটুকম্। তদেব প্রপঞ্চয়তি অবিচ্ছিন্নেতি। ক্ষয়োদয়া জন্মমরণানি ॥১৬॥

সাঙ্খ্যানাং কেবলজড়াত্মকং জড়শূন্যমবিদ্যা তদাস্পদং বেদান্তিনাং শূন্যং মাধ্যমিকানাং ক্ষণিকত্বাৎ কালতঃ পরমাণুবৎ যোগাচার্য্যাণাং কালতো দেশতশ্চ পরমাণুবৎ সৌত্রান্তিকবৈভাষিকয়োঃ দেশত এব পরমাণুবৎ কণাদগৌতমীয়য়োঃ অনিয়তস্বভাবপরমাণুবদার্হতানামিতি বাদিভির্ব্বহুধা বিকল্পিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চিদ্ভূতময়োঽস্মীতি স্থিতং শূন্যমভূতকম্।
গৃহ্যমাণোঽপ্যসদ্রূপো নিশাচর ইবাস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাম উবাচ।

মহাকল্পক্ষয়ে দৃশ্যমাস্তে বীজ ইবাঙ্কুরঃ।
পরে ভূয় উদেত্যেতত্তত্র এবেতি কিং বদ ॥ ১৯ ॥
এবম্বোধাঃ কিমজ্ঞাঃ স্যুরুতজ্ঞা ইতি চ স্ফুটম্।
যথাবদ্ভগবন্ ব্রূহি সর্ব্বসংশয়শান্তয়ে ॥ ২০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইদং বীজেঽঙ্কুর ইব দৃশ্যমাস্তে মহাশয়ে।
ব্রূতে য এবমজ্ঞস্বমেতত্তস্যাস্তি শৈশবম্ ॥ ২১ ॥
শৃণ্বেতৎ কিমসম্বন্ধং কথমেতদবাস্তবম্।

বাহ্যে জগতি উক্তন্যায়মাধ্যাত্মিকেঽপি দর্শয়ন্নাহ কিঞ্চিদিতি ॥ ১৮ ॥

নন্বেবং জগৎ স্বতঃ সত্তাশূন্যং ব্রহ্মসত্তা চ জগৎ ন স্পৃশতি তদা সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদীনাং সৎকার্য্যবাদিশ্রুতীনাং তদনুসারিব্যাসকপিলাদ্যাপবৃংহণানাং কথং সামঞ্জস্যং স্যাদিতি মন্যমানো রামঃ পৃচ্ছতি মহাকল্পেতি। ইতি যদ্ব্যাসাদিভিরুক্তং তৎ কিং কথং সমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

এবং প্রলয়ে স্বসত্তয়া কারণে জগদস্তীতি প্রকারেণ বোধো যেষাং তে কপিলাদয়ঃ ॥ ২০ ॥

মহতি শয়ে শয়নে প্রলয়ে। এতদ্বক্ষ্যমাণপ্রকারং শৈশবমসঙ্গাত্মবিবেচনেঽপি জগৎসত্যতাবিশ্বাসদার্ঢ্যলক্ষণং বালামস্তি ॥ ২১ ॥

এতৎ বক্ষ্যমাণযুক্তিজাতং শৃণু। কারণে প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যমস্তীতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ কিং তৎ সত্তাসামান্যেনাস্তি উত বীজাদিসত্তয়া উতাঙ্কুরাদিসত্তয়া। আদ্যে তদঙ্কুরাদি কিমসম্বন্ধং কেন অসম্বন্ধো যস্য তথাবিধম্। সামান্যসত্তায়াঃ সর্ব্ববস্তুসাধারণ্যাৎ জায়মানাঙ্কুরাদেঃ সর্ব্বত্র সম্বন্ধপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। অস্তিষ্টাপত্তিরিতি চেৎ এতদঙ্কুরাদি ক্ষেত্রে অঙ্কুরিতবীজে দৃষ্টমেব বাস্তবং কুশূলস্থবীজে শিলাশকলে বা প্রাগ্দৃষ্টমবাস্তবমিতো তৎ কথমিত্যর্থঃ। দ্বিতী-

তৎ সূক্ষ্মমসদাভাস মসদেব হ্যতাদৃশম্ ।
কীদৃশী বীজতা তত্র বীজাভাবে কুতোঙ্কুরঃ ॥ ২৭ ॥
গগনাঙ্গাদপি স্বচ্ছে শূন্যে তত্র পরে পদে ।
কথং সন্তি জগন্ত্যত্র শৈলসংসারভূময়ঃ ॥ ২৮ ॥
ন কিঞ্চিৎ যৎ কথং কিঞ্চিৎ তস্মাদেব প্রবর্ত্ততে ।
অস্তি চেৎ তৎ কথং তত্র বিদ্যমানং ন দৃশ্যতে ॥ ২৯ ॥
ন কিঞ্চিদাত্মনঃ কিঞ্চিৎ কথমেতি কুতোঽথবা ।
শূন্যরূপাৎ ঘটাকাশাজ্জাতোঽদ্রিঃ ক কুতঃ কদা ॥ ৩০ ॥
প্রতিপক্ষে কথং কিঞ্চিদাস্তে চ্ছায়াতপে যথা ।
কথমাস্তে তমোভানৌ কথমাস্তে হিমোঽনলে ॥ ৩১ ॥
মেরুরাস্তে কথমণৌ কুতঃ কিঞ্চিদনাকৃতৌ ।
তদতদ্রূপয়োরৈক্যং ক চ্ছায়াতপয়োরিব ॥ ৩২ ॥
সাকারবটধানাদৌ বঙ্কুরাঃ সন্তি যুক্তিমৎ ।
নাকারে তন্মহাকারং জগদস্তীত্যযুক্তিকম্ ॥ ৩৩ ॥

চ স্বয়ম্ভুঃ কূটস্থাদ্বিতীয়চিদাত্মা । তথাচ যস্য বীজত্বমেব দুর্ঘটং দূরে তত্র জগতঃ স্বসত্তয়াস্থিতিরিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

এবং তত্ত্বজ্ঞদৃশা বীজত্বাসম্ভবমুক্ত্বা অজ্ঞদৃশাপি তস্য তদসম্ভবমাহ তদিতি । বস্তুতঃ অতাদৃশং সদেকরসমপি সূক্ষ্মত্বাদজ্ঞদৃশা অসদাভাসমিত্যসদেবেত্যর্থঃ । অঙ্কুরোজগদঙ্কুরঃ ॥ ২৭ ॥ ২৯ ॥

ন কিঞ্চিদাত্মনঃ "অথাত আদেশো নেতি নেতীতি" সর্ব্বনিষেধাত্মনঃ ॥৩০॥

চিদেকরসসত্তায়া জড়ানেকরসসত্তাপ্রতিপক্ষত্বাদপি তত্র ন জগৎসত্তাসম্ভাবিতেত্যাহ প্রতিপক্ষে ইতি ॥ ৩১ ॥

নন্বস্তু ভেদেন সৎ তদৈক্যেন তু স্যাৎ তত্রাপ্যাহ তদতদ্রূপয়োরিতি । চিদচিদ্রূপয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

নাকারে অনাকারে । নায়ং নঞ্ কিন্তু নশব্দোঽন্যঃ প্রতিষেধার্থঃ সমস্যতে ॥ ৩৩ ॥

দেশান্তরে যচ্চ নরান্তরে চ
বুদ্ধ্যাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিদৃশ্যম্ ।
নাস্ত্যেব তত্তদ্বিধবুদ্ধিবোধে
ন কিঞ্চিদিত্যেব তদুচ্যতে চ ॥ ৩৪ ॥
কার্য্যস্য তৎ কারণতাং প্রযাতং
বক্তীতি যস্তস্য বিমূঢ়বোধঃ ।
কৈর্নাম তৎকার্য্যমুদেতি তস্মাৎ
স্বৈঃ কারণাদ্যৈঃ সহকারিরূপৈঃ ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চায়ং সাংখ্যাদিভিঃ কল্পিতঃ কারণে জগৎসদ্ভাবঃ স কিং লৌকিকপ্রমাণবলাদুত সদেবসৌম্যেদমগ্র আসাদিত্যাদিশ্রুতিবলাৎ নাদ্য ইত্যাহ দেশান্তরে ইতি। যৎ বুদ্ধ্যাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিদৃশ্যং ঘটপটাদি তদধিকরণদেশাদ্দেশান্তরে তদধিকরণকালাৎ কালান্তরে চ সাক্ষাৎ স্বয়ং দ্রষ্টরি নরান্তরে বা দ্রষ্টরি সত্যপি চ তত্তদ্বিধপ্রত্যক্ষানুমানাদিবুদ্ধিবৃত্তিলক্ষণে বোধে নাস্ত্যেব ন ভাত্যেব তদ্দৃশ্যাদর্শনাদিযোগ্যানুপলব্ধিবশান্ন কিঞ্চিদসদেবেতি সর্ব্বৈর্লৌকিকপ্রামাণিকৈরুচ্যতে। অতঃ সর্ব্বলৌকিকানুপলম্ভবিরুদ্ধং প্রলয়ে জগৎসদ্ভাবকল্পনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ন দ্বিতীয়োপীত্যাহ কার্য্যস্যেতি। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতিষু ন কার্য্যকারণয়োর্দ্বৈ সত্ত্বে প্রতীয়েতে। একমেবাদ্বিতীয়মিতি বাক্যশেষবিরোধাৎ। তত্রৈতদ্বিমৃশ্যতাম্। কিং কার্য্যমেব সৎ তৎকার্য্যসত্ত্বমেব কারণতাং প্রযাতং কারণে আরোপিতং শ্রুতির্ব্বক্তীতি বা কারণমেব সৎ তৎসত্ত্বমেব কার্য্যে আরোপিতমিতি শ্রুতির্ব্বক্তীতি বা। অথবা সদেব সৎ তৎসত্ত্বৈব কার্য্যকারণয়োরারোপিতেতি। তত্র তস্য সাংখ্যস্য বোধঃ স আদ্যপক্ষানুসারী চেৎ স বিমূঢ়বোধো ভ্রম এব। "বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়" মিত্যাদিকার্য্যানৃতত্বপরশ্রুত্যননুগুণত্বাৎ কারণানৃতত্বাপাদকত্বেন স্বসিদ্ধান্তবাধকত্বাচ্চেত্যাশয়েনাহ কৈর্নামেতি। কারণানাং গুণানামেবানৃতত্বে তন্মহদাদিকার্য্যং কৈঃ কারণৈরুদেতুমুৎপদ্যতে নাম। কারণে অসতি কার্য্যস্যোৎপত্তুমেবাশক্তেরিত্যর্থঃ। অতএব ন দ্বিতীয়োপি। কার্য্যে অসতি তত্তৎকারণতায়া

দুর্ব্বুদ্ধিভিঃ কারণকার্য্যভাবং
সঙ্কল্পিতং দূরতরে ব্যুদস্য।
তদেব তৎসত্যমনাদিমধ্যং
জগত্তদেতৎ স্থিতমিত্যবেহি॥ ৩৬॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে জন্যজনিনিরাকরণং নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

অপি তদ্ঘটিতায়া নিরূপয়িতুমশক্তেরিতি পরিশেষাৎ তৃতীয়কল্প এব শ্রুত্যভিপ্রেতোযুক্তশ্চ পরিগ্রাহ্য ইত্যাহ তস্মাদিত্যাদ্যুত্তরশ্লোকেন॥ ৩৫॥

তস্মাৎ কার্য্যকারণভেদসত্যতায়াঃ শ্রুত্যসম্মতত্বাৎ দুর্বুদ্ধিভিঃ সাংখ্যাদিভিঃ সঙ্কল্পিতং কারণকার্য্যভাবমুপাদানোপাদেয়ভাবং স্বৈঃ স্বীয়ৈঃ সহকারিরূপৈঃ কারণৈর্দ্যৌনিমিত্তপ্রয়োজনাদিভেদৈঃ সহ দূরং ব্যুদস্য মিথ্যেতি নিরস্য যদেবাবশিষ্টমনাদিমধ্যান্তং সন্মাত্রং বস্তু তদেব অহিকুণ্ডলবজ্জগদিতি স্থিতং নান্যদিত্যবেহি বিদ্ধীত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথৈতদভ্যুপগমে বচ্মি বেদ্যবিদাম্বর ।
সমস্তকলনাতীতে মহাচিদ্ব্যোম্নি নির্মলে ॥ ১ ॥
জগদাদ্যণুবস্ত্বত্র সন্ত্যস্তি তদসৌ তদা ।
কৈরিবোদেতি কথয় কারণৈঃ সহকারিভিঃ ॥ ২ ॥
সহকারিকারণানামভাবে স্বঙ্কুরোদ্গতিঃ ।
বন্ধ্যাকন্যেব দৃষ্টেহ ন কদাচন কেনচিৎ ॥ ৩ ॥
সহকারিকারণানামভাবে যদ্যবোদিতম্ ।
মূলকারণমেবাঙ্গ তৎস্বভাবস্থিতিং গতম্ ॥ ৪ ॥

তর্কৈঃ স্বরূপভেদেন নিরস্য জগতঃ স্থিতিম্ ।
পূর্ণানন্দাত্মসন্মাত্রস্থিতিঃ শিষ্টাত্র বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

এতস্য জগতঃ প্রলয়ে পৃথক্সত্তাভ্যুপগমে বচ্মি দোষানিতি শেষঃ। নমু যদি নাস্তি জগৎ তর্হি সর্গ এব ন সিদ্ধ্যেৎ উৎপত্তিক্রিয়াহি কর্তৃসাধ্যা ন হ্যসতি কর্ত্তরি সিধ্যতি ন চোৎপদ্যমানাৎ অন্যৎ কর্ত্রস্তি সর্বস্যৈব সত্ত্বাৎ তৎ কর্তৃ চেৎ তদেবোৎপদ্যেত ন জগৎ ন চ কূটস্থমুৎপত্ত্যাদিভির্বিকারৈর্যুজ্যতে তস্মাৎ উৎপত্তিসিদ্ধয়ে প্রলয়ে জগতোঽপি সত্তাভ্যুপেয়েত্যাশঙ্কামনূদ্য নিরস্যতি সমস্তেত্যাদিনা ॥ ১ ॥

ভবেৎ কর্তৃসত্তাকল্পনং যদি কর্তৃমাত্রাদুৎপত্তিক্রিয়া সিদ্ধ্যেৎ সা হি কর্ত্তারমিব স্বসিদ্ধয়ে করণোপকরণাধিকরণাদীনি কারকান্তরাণ্যপি সহকারীণ্যপেক্ষতে তদভাবাৎ সত্ত্বেন কল্পিতমপি জগন্নোৎপত্তুং শক্নোতীত্যাশয়েনাহ জগদাদীতি। আদিপদং বৈচিত্র্যপ্রপঞ্চার্থম্। ইব কারস্তত্যন্তাসম্ভাবিতত্বদ্যোতনার্থঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

তস্মাৎ রজ্জুসর্পাদিবৎ সহকারিকারণানামভাবেঽপি অবোদিতমাবির্ভূতং

সর্গাদৌ সর্গরূপেণ ব্রহ্মৈবাত্মনি তিষ্ঠতি।
যথাস্থিতমনাকারং ক্ব জন্যজনকক্রমঃ ॥ ৫ ॥
অথ পৃথ্ব্যাদয়োঽন্যে বা কেচিদত্রোপকুর্ব্বতে।
সহকারিকারণত্বং তৎ পূর্ব্বঞ্চাত্র দূষণম্ ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ পদে জগচ্ছান্তমাস্তে তৎসহকারিভিঃ।
চিত্তাৎ প্রসরতীত্যুক্তির্ব্বালস্য ন বিপশ্চিতঃ ॥ ৭ ॥
তস্মাৎ রাম জগন্নাসীন্ন চাস্তি ন ভবিষ্যতি।
চেতনাকাশমেবাশু কচতীত্থমিবাত্মনি ॥ ৮ ॥
অত্যন্তাভাব এবাস্য জগতোবিদ্যতে যদা।
তদা ব্রহ্মেদমখিলমিতি তৎ রাম নান্যথা ॥৯॥
পূর্ব্বং প্রধ্বংসনান্যোন্যাভাবৈর্যদুপশাম্যতি।

যদাভ্যুপগচ্ছসি তর্হি মূলকারণমেব ভ্রান্তিকৃতজগৎ স্বভাবস্থিতিং গতং ন বস্তুতোজগৎসর্গোঽস্তীতি ব্যর্থা তস্য প্রলয়ে সত্ত্বকল্পনেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ সর্গাদাবিতি ॥ ৫ ॥

নন্থু প্রলয়ে সর্ব্বজগৎসত্ত্বস্বীকারাৎ ন সহকারিদৌর্লভ্যং তদন্তর্গতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ পরস্পরমুপকর্ত্তুং শক্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি অথেতি। তৎ পূর্ব্বং পৃথব্যাদ্যুৎপত্তিপূর্ব্বকং বাচ্যম্। ন হি স্বয়মেবানুৎপন্নমন্যস্যোৎপত্তৌ সহকারি ভবিতুং শক্নোতি। তথাচোৎপত্তিসিদ্ধৌ সহকারিত্বসিদ্ধিস্তৎ সিদ্ধাবুৎপত্তিসিদ্ধিরিত্যন্যোন্যাশ্রয়োত্র দূষণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইত্থঞ্চ সাঙ্খ্যাদিকল্পনাবালিশকল্পৈবেত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি। পদে স্বপ্রকৃতৌ শান্তং প্রলয়ে তিরোহিতম্ ॥ ৭ ॥

পরমতে নিরস্তে পরিশিষ্টং স্বসিদ্ধান্তং দর্শয়তি তস্মাদিতি ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদিত্যাদিশ্রুতীনামপি বাধায়াং সামানাধিকরণ্যাদত্রৈব তাৎপর্য্যমিত্যাশয়েনাহ অত্যন্তাভাব ইতি। তৎ প্রসিদ্ধং শ্রুতিতাৎপর্য্যম্ ॥৯॥

এবঞ্চ শ্রৌতবাধাৎ পূর্ব্বং জাগতং ঘটপটাদি মুদ্গরপ্রহারাদিনা প্রধ্বংসৈকস্বন্তরাত্মনান্যোন্যাভাবৈশ্চ যদুপশাম্যতি ইদমিদানীং নাস্তি ইদং ন ভবতীতি গৃহ্যমাণমভাবরূপ উপশমঃ ভজতু ইতি সঃ তন্ন শাম্যত্যেব নাসাবুপশমঃ কিন্তুতি-

ন শাম্যত্যেব তচ্চিত্তে শাম্যত্যেব তু দৃশ্যতে ॥ ১০ ॥
অত্যন্তাভাব এবাস্য ভাবৈর্যদুপশাম্যতি ।
ন শাম্যত্যেব সচ্চিত্তে ক্ব শাম্যত্যেব দৃশ্যতা ॥ ১১ ॥
অত্যন্তাভাব এবাতো জগদ্দৃশ্যস্য সর্ব্বথা ।
বর্জ্জয়িত্বেতরা যুক্তির্নাস্ত্যেবানর্থসংক্ষয়ে ॥ ১২ ॥
চিদাকাশস্য বোধোয়ং জগৎ ভাতীতি যৎ স্থিতম্ ।
অয়ং সোহমিদং নাহং লোকে চিত্রকথা যথা ॥ ১৩ ॥
ইদমদ্যাদিপৃথ্যাদি তথেদং বৎসরাদি চ ।
অয়ং কল্পঃ ক্ষণশ্চায়মিমে মরণজন্মনী ॥ ১৪ ॥

বোধাদেনেন তস্য চক্ষুরাদিদৃশ্যতায়া এবোপরমঃ । যতশ্চিত্তে বাসনাত্মনা ন শাম্যত্যেব ইত্যর্থঃ । অয়ং ন্যায়ঃ প্রাগভাবাহত্যন্তাভাবয়োরপি যোজ্যঃ । স্বসত্তয়া ব্রহ্মসত্তয়া বা সতোঘটাদের্ব্বাধনগবেণ রূপাসত্তাযোগাৎ মৃৎপিণ্ডভূতলাদাবদর্শনস্য তিরোধানেনাপ্যুপপত্তেরিতি । ১০ ॥

যৎ যদি দৃশ্যং ভাবৈঃ কামকর্ম্মবাসনাদিবীজৈঃ সহ উপশাম্যতি তদাহস্য দৃশ্যস্যাত্যন্তাভাব আত্যন্তিকোচ্ছেদ এব ভবেৎ । চিত্তে তু সতি কামাদিভাবানাং দুর্ব্বারত্বান্ন শাম্যত্যেব । অতো দৃশ্যতা বিনা জ্ঞানং ক্ব শাম্যতি । তদুপশমোদুর্লভ এবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অতএব সমূলমনোনাশাত্মশ্রৌতবাধাতিরিক্তঃ সর্ব্বদৃশ্যানর্থসঙ্ক্ষয়রূপে মোক্ষে উপায়ো নাস্তীত্যাহ অত্যন্তেতি । অত্যন্তাভাবোধিষ্ঠানদর্শনেন বাধ এবাত্র যুক্তিঃ । ইমাং যুক্তিং বর্জ্জয়িত্বা ॥ ১২ ॥

যৎ যদা জগত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারবশাচ্চিদাকাশস্য বোধঃ । রাহোঃ শির ইতিবৎ ষষ্ঠী । বোধৈকরসশ্চিদাকাশ এব নাণুমাত্রমপ্যচিদ্রূপমস্তীতি স্থিতং পরিনিষ্ঠিতং জ্ঞানং ভবতি তদা অয়ং দেবদত্তাদিনামা দেহঃ সবিশিষ্টমাতাপিতৃজন্যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়মান এবাহম্ ইদং পরকীয়দেহকুড্যাদি নাহমিতি লোকে প্রসিদ্ধঃ পামরব্যবহারশ্চিত্রকথা যথা তথা ভাতি । ভিত্তিলিখিতচিত্রস্য সর্ব্বস্য পরমার্থতোভিত্তিমাত্রত্বেপি চিত্রপ্রাসাদভিত্তৌ ইয়ং ভিত্তিরিতি ভবতি চিত্রমনুষ্যগজাদৌ নেয়ং ভিত্তিরিতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

চিত্রকথান্যায়মেব পৃথ্ব্যাদিষু অপি প্রপঞ্চয়তি ইদমিত্যাদিনা ॥ ১৪ ॥

অয়ং কল্পান্তসংরম্ভো মহাকল্পান্ত এষ সঃ।
অয়ং স সর্গপ্রারম্ভো ভাব্যভাবক্রমস্ত্বসৌ ॥ ১৫ ॥
লক্ষ্মাণীমানি কল্পানা মিমা ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ।
এতে চেমে পরিগতা ইমে ভূয় উপাগতাঃ ॥ ১৬ ॥
ইমানি ধিষ্ণ্যজালানি দেশকালকলা ইমাঃ।
মহাচিৎপরমাকাশমনাবৃতমনন্তকম্ ॥ ১৭ ॥
যথাপূর্ব্বং স্থিতং শান্তমিত্যেবং কচতি স্বয়ম্।
পরমাণুসহস্রাংশু-ভাস এতা মহাচিতেঃ ॥ ১৮ ॥
স্বয়মন্তশ্চমৎকারো যঃ সমুদ্দীর্য্যতে চিতা।
তৎসর্গভানং ভাতীদমরূপং ন তু ভিত্তিমৎ ॥ ১৯ ॥
নোদ্যন্তি ন চ নশ্যন্তি নায়ান্তি ন চ যান্তি চ।
মহাশিলাসু লেখানাং সন্নিবেশা ইবাচলাঃ ॥ ২০ ॥

এষ দৃশ্যমানঃ স শ্রুতিপুরাণপ্রসিদ্ধো ভাব্যানাং সৃজ্যানামাকাশাদীনাং ভাবক্রমঃ সৃষ্টিক্রমঃ ॥ ১৫ ॥

লক্ষ্মাণি লক্ষণানি। পরিগতা অতীতাঃ সর্গাঃ ॥ ১৬ ॥

ধিষ্ণ্যজালানি চতুর্দ্দশধাভিন্না দেবমনুষ্যাদিস্থানভেদাঃ। দেশানাং সপ্তদ্বীপানাং কালানাং কৃতত্রেতাদ্বাপরাদীনাং কলাঃ কল্পনাঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যেবং বর্ণিতেন চিত্রকথান্যায়েন মহাচিৎপরমাকাশমেব স্বয়ং স্বাত্মনি কচতি স্ফুরতি নান্যদিত্যর্থঃ। তর্হি কিং মহাচিৎপ্রকাশ এতাবানেব নেত্যাহ পরমাণ্বিতি। যথা গবাক্ষচ্ছিদ্রান্তর্গতপরমাণুষু সহস্রাংশোর্ভাসঃ প্রভাঃ পরিচ্ছিন্নাস্তথা মনোনির্গতব্রহ্মাণ্ডকোটিষু পরিচ্ছিন্না এতাশ্চিদ্ভাসঃ। যথা চ নভোবিস্তৃতেন সূর্য্যপ্রকাশেন পরমাণুভেদভ্রমণাদি দৃশ্যতে তথা মহাচিৎপরমাকাশেপীতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

তথা চ মনঃপরিচ্ছেদপীড়িতা চিৎ স্বান্তর্গতং জগদমতীবেত্যুৎপ্রেক্ষমাণ আহ স্বয়মিতি ॥ ১৯ ॥

স্ফটিকশিলান্তর্নয়নদোষাৎ প্রতীয়মানা রেখা ইব ন পদার্থভেদাঃ সন্তীত্যাহ নোদ্যন্তীত্যাদিনা ॥ ২০ ॥

ইমে সর্গাঃ প্রস্ফুরন্তি স্বাত্মনাত্মনি নির্ম্মলে।
নভসীব নভোভাগা নিরাকারা নিরাকৃতৌ ॥ ২১ ॥
দ্রবত্বানীব তোয়স্য স্পন্দা ইব সদাগতৌ।
আবর্ত্তা ইব চাম্ভোধের্গুণিনো বা যথা গুণাঃ ॥ ২২ ॥
বিজ্ঞানঘনমেবৈক মিদমেবমবস্থিতম্।
সোদয়াস্তময়ারম্ভ মনন্তং শান্তমাততম্ ॥ ২৩ ॥
সহকার্য্যাদিহেতূনামভাবে শূন্যতোজগৎ।
স্বয়ম্ভূর্জ্জায়তে চেতি কিলোন্মত্তকফূৎকৃতম্ ॥ ২৪ ॥
প্রশান্তসর্ব্বার্থকলাকলঙ্কো
নিরস্তনিঃশেষবিকল্পতল্পঃ।
চিরায় বিদ্রাবিতদীর্ঘনিদ্রো
ভবাভয়ো ভূষিতভূঃ প্রবুদ্ধঃ ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ইন্দ্রজালোপাখ্যানং নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

নভসীবেত্যাদয়ঃ পৃথক্‌সত্তাশূন্যত্বে দৃষ্টান্তাঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

সোদয়াস্তময়ারম্ভমিদং জগৎ এবং উক্তদৃষ্টান্তানুসারেণ শান্তং ব্রহ্মৈবাততং বিস্তৃতম্ ॥ ২৩ ॥

এবঞ্চ সহকার্য্যভাবে সত্যপি কর্ত্তরি উৎপত্ত্যাদ্যসিদ্ধেঃ সাঙ্খ্যানাং কল্পনা উন্মত্তচেষ্টৈবেত্যুপসংহরতি সহকারীতি। স্বয়ং ভবতি অস্তীতি স্বয়ম্ভূঃ। প্রাগুৎপত্তেঃ পৃথক্‌সত্ত্বেনাভ্যুপগতোপি পদার্থ ইত্যর্থঃ। শূন্যতঃ শূন্যকল্পপ্রধানাদিত্যর্থঃ। জায়তে চেতি চকারো জন্যান্তরভাবিনী সত্তা প্রাগেবাভ্যুপগতা চেৎ জনিকল্পনবৈয়র্থ্যমপীতি দোষান্তরসমুচ্চয়ার্থঃ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বার্থস্বপ্নদর্শনহেতুত্বাৎ বিকল্পাস্তল্পমিব তৎকল্পনেপি হেতুর্দীর্ঘনিদ্রা অবিদ্যা সৈব স্বরূপজাগরেণ বিদ্রাবিতা চেৎ স্বাপব্যাঘ্রাদিকল্পজন্মমৃত্যাদিভয়হেতুবাধাদভয়ঃ। তল্লাভুত্থিতেন রাজ্ঞা স্বসভাভূরিব ভূষিতা অলঙ্কৃতা ব্রহ্মবিৎ সম্ভাভূর্যেন তথাবিধো ভবেত্যুপদেশ আশীশ্চ ॥ ২৫ ॥

ইতি বাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥২॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

—*—

রাম উবাচ।

মহাকল্পান্তসর্গাদৌ প্রথমোসৌ প্রজাপতিঃ।
স্মৃত্যাত্মা জায়তে মন্যে স্মৃত্যাত্মৈব ততোজগৎ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

মহাপ্রলয়সর্গাদা বেবমেতৎ রঘূদ্বহ।
স্মৃত্যাত্মৈব ভবত্যাদৌ প্রথমোসৌ প্রজাপতিঃ ॥ ২ ॥
তৎসঙ্কল্পাত্মকজগৎ স্মৃত্যাত্মৈবমিদং ততঃ।
ভাতি সঙ্কল্পনগরং স্থিতং পূর্ব্বং প্রজাপতেঃ ॥ ৩ ॥
স্মৃতির্ন সম্ভবত্যেব সর্গাদৌ পরমাত্মনঃ।
জন্মাভাবাৎ কথং কুত্র নভসীব মহাদ্রুমঃ ॥ ৪ ॥

বিবর্ত্তত্বং প্রতিষ্ঠাপ্যাহপবাদোত্র প্রদর্শ্যতে।
বোধদৃষ্ট্যাজ্ঞদৃষ্ট্যা তু জগদানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ১ ॥

বাহ্যঘটাদ্যুৎপত্তাবুৎপত্তিকর্ত্র তিরিক্তসহকার্য্যাপেক্ষাস্তু জগত্তু ত্বয়া হিরণ্য-গর্ভমনঃসঙ্কল্পজং তদীয়স্মৃতিমনোরাজ্যকল্পমুক্তং ন চ তত্র সহকার্য্যপেক্ষা দৃষ্টা এবঞ্চ প্রলয়ে প্রকৃতৌ স্বসত্তায়াং তিরোভূয় সন্নেব মনোরূপঃ প্রজাপতিঃ স্মৃত্যাত্মা জায়তে তস্মিংশ্চ সংস্কারাত্মনা সদেব জগৎ স্মৃত্যাত্মৈব জায়তে চেৎ কোবিরোধ ইতি গূঢ়াভিসন্ধিনা রামঃ পৃচ্ছতি মহাকল্পান্তেতি ॥ ১ ॥

অস্ত্বেবং তথাপি জগতোন প্রলয়ে সত্ত্বসিদ্ধিঃ স্বপ্নমনোরথস্মৃত্যাদিবিষয়স্ত স্বকালেপি সত্ত্বাপ্রসিদ্ধেস্তদ্বলেন প্রলয়ে সত্ত্বকল্পনাসিদ্ধেরিতি গূঢ়াভিসন্ধিরেব গুরুরভ্যুপগমেন সমাধত্তে মহাপ্রলয়েতি ॥ ২ ॥

প্রজাপতেঃ পূর্ব্বং প্রাথমিকং সঙ্কল্পনগরমেবৈতজ্জগদিতি স্থিতমিত্যর্থঃ ॥৩॥

তর্হি বাহ্যবিকারমনোতিরিক্তবিধাত্মনা জগৎ মাভূৎ সত্যং মনোবিকারা-

রাম উবাচ।

ন সম্ভবতি কিং ব্রহ্মন্ সর্গাদৌ প্রাক্তনী স্মৃতিঃ।
মহাপ্রলয়সম্মোহৈর্নশ্যতি প্রাক্স্মৃতিঃ কথম্॥ ৫॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যে মহাপ্রলয়ে প্রাজ্ঞাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ পুরা।
কিল নির্ব্বাণমায়াতাস্তেবশ্যং ব্রহ্মতাং গতাঃ॥ ৬॥
প্রাক্তনঃ কঃ স্মৃতেঃ কর্ত্তা তস্মাৎ কথয় সুব্রত।
স্মৃতির্নির্ম্মূলতাং যাতা স্মর্ত্তুর্ম্মুক্ততয়া যতঃ॥ ৭॥
অতঃ স্মর্ত্তুরভাবেন স্মৃতির্ব্বোদেতি কিং কথম্।

স্বনা তু সত্যমেব যথা চিত্রতুরগো মাংসবিকারাত্মনা হ্যসত্যোপি রঙ্গদ্রব্য-বিকারাত্মনা সত্যস্তবদিতি রামঃ শঙ্কাং লিঙ্গরূপলক্ষ্যাহ স্মৃতিরিতি। অয়ং ভাবঃ। সতি হি স্মর্ত্তরি স্মৃত্যাদয়ো মনঃপরিণামা স্যুঃ। তত্র ন তাবৎ পর-পরিকল্পিতং প্রধানং স্মৃতিসমর্থম্। মৃদাদিবদচেতনত্বাৎ। নাপি পুরুষাঃ। পরৈস্তেষামসঙ্গোদাসীননির্ব্বিকারত্বাভ্যুপগমাৎ। পরস্পরব্যাবর্ত্তকধর্ম্মানভ্যুপ-গমেন ভেদাসিদ্ধ্যা পরমাত্মাভেদে তু সুতরাং স্মৃতির্ন সম্ভবত্যেব। জন্মাভাবাৎ বিকারান্তরাণাং তৎপূর্ব্বকত্বাৎ অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদিশ্রুত্যা তস্য মনো-নিষেধাৎ তদ্দ্বারা স্মর্ত্তৃত্বাসিদ্ধেস্তস্য স্মৃতির্নভোক্রমকল্পৈবেতি॥ ৪॥

নমু যথা প্রাত্যহিকী সুষুপ্তিস্তথা প্রলয়োপি তত্র চ লীনস্য মনসোজাগরা-দাবিব সর্গাদাবপ্যাবির্ভাবাৎ তদবচ্ছিন্নপ্রজাপতেরন্যস্য বা স্মর্ত্তৃত্বে কোবিরোধ ইত্যাশয়েন রামঃ শঙ্কতে ন সম্ভবতীতি। প্রাক্স্মৃতিঃ পূর্ব্বকল্পীয়সংস্কারঃ॥৫॥

অভিসন্ধিমুদ্ঘাটয়ন্ বশিষ্ঠঃ পরিহরতি যে মহাপ্রলয়ে ইত্যাদিনা। অয়ং ভাবঃ। ইয়ং তব শঙ্কা কিং হিরণ্যগর্ভজীব এক এব স্বমনসা নানাজীবশরীরা-দিভেদান্ পরিকল্প্য সংসরতীতি মতেন বা নানা জীবাঃ স্বস্বোপভোগযোগ্য-প্রপঞ্চভাগং কল্পয়ন্তো হিরণ্যগর্ভমপি স্বস্ববুদ্ধ্যনুসারেণ সর্ব্বস্রষ্টারং কল্পয়ন্তীতি মতেন বা। তত্র দ্বিতীয়ে মহাকল্পান্তসর্গাদৌ প্রথমোসৌ প্রজাপতিরিত্যাদি ত্বদীয়শঙ্কোপক্রমবিরোধাৎ সৃষ্টিশ্রুত্যননুগুণত্বাৎ প্রথমকল্পঃ পরিশিষ্যতে। তত্র চ প্রাক্তনকল্পীয়জীবজগতাং মহাপ্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভমুক্ত্যৈব মুক্তত্বাৎ জীবা-

অবশ্যং হি মহাকল্পে সর্ব্বে মোক্ষৈকভাগিনঃ ॥ ৮ ॥
নানুভূতেনুভূতে চ স্বতশ্চিদ্ব্যোম্নি যা স্মৃতিঃ।
সা জগদ্ভূরিতি প্রোঢ়া দৃশ্যা সাস্ত্যেব চিৎপ্রভা ॥ ৯ ॥
ভাতি সম্বিৎপ্রভৈবেয় মনাদ্যন্তাবভাসিনী।
যত্তদেতজ্জগদিতি স্বয়ম্ভূরিতি চ স্থিতম্ ॥ ১০ ॥
অনাদিকালসংসিদ্ধং যদ্ভানং ব্রহ্মণোনিজম্।
স আতিবাহিকোদেহো বিরাজো জগদাকৃতিঃ ॥ ১১ ॥
পরমাণাবিদং ভাতি ত্রিজগৎ সবনাভ্রখম্।
দেশকালক্রিয়াদ্রব্য দিনরাত্রিক্রমান্বিতম্ ॥ ১২ ॥
পরমাণুঃ প্রবিততস্তস্যাস্তে তাদৃগেব চ।
ভাতি ভাস্বরতাকারি তাদৃগ্গিরিকুলং পুনঃ ॥ ১৩ ॥
তত্রাপি তাদৃগাকারমেব প্রত্যনুসন্ততম্।

স্তরাপরিশেষাৎ স্মর্ত্তা ন কশ্চিদস্তীতি নৈতৎসর্গসিদ্ধিরিত্যাশয়ঃ। অক্ষরার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

এবং পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পীয়সর্গা অপি স্মৃতিরূপা ন সিদ্ধ্যন্তীতি যা স্মৃতিরিতি স্বয়া শঙ্কিতা জগৎভূর্জ্জগৎস্থিতিঃ সা প্রোঢ়া ব্রহ্মচিৎপ্রভৈব সাস্ত্যেব সদেতি সংকার্য্যবাদিনীনাং শ্রুতীনামাশয় ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

উক্তার্থমেব স্পষ্টমাহ ভাতীতি ॥ ১০ ॥

বিরাজো ব্রহ্মাণ্ডশরীরস্যোপাদানভূত আতিবাহিকঃ সূক্ষ্মোদেহঃ স পরমাত্মৈবেত্যর্থঃ। তথা চ ব্রহ্মৈব সূক্ষ্মস্থূলভাবারোপক্রমেণ জগদাত্মনা ভাতীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

অব্যবস্থিতস্বভাবত্বাদপি জগতোন জগদ্রূপেণ সত্তা কিন্তু ব্রহ্মরূপেণৈবেত্যাশয়েনাব্যবস্থিতস্বভাবমুপপাদয়ন্তি পরমাণাবিত্যাদিনা ॥ ১২ ॥

তস্য পূর্ব্বপরমাণোরন্তরন্তঃ প্রবিততঃ পরমাণুরাস্তে স চ তাদৃক্পূর্ব্বপরমাণুসদৃশ এব। পুনস্তত্রাপি তাদৃক্ সবনাভ্রখং গিরিকুলং ভাতীত্যেবং প্রত্যনুসন্ততমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

দৃশ্যমাভাতি ভাদ্রূপমেতদঙ্গ ন বাস্তবম্ ॥ ১৪ ॥
ইত্যস্ত্যন্তোন সদ্দৃষ্টেরসদ্দৃষ্টেশ্চ বা ক্বচিৎ।
অত্যাস্ত্বভ্যুদিতং বুদ্ধং নাবুদ্ধং প্রতি বানঘ ॥ ১৫ ॥
বুদ্ধং প্রতীদং ব্রহ্মৈব কেবলং শান্তমব্যয়ম্।
অবুদ্ধং প্রতি বুদ্ধ্যৈতৎ ভাস্বরং ভুবনান্বিতম্ ॥ ১৬ ॥
যথেদং ভাস্বরং ভাতি জগদণ্ডকতৃম্ভিতম্।
যথা কোটিসহস্রাণি ভান্ত্যন্যান্যপ্যণাবণৌ ॥ ১৭ ॥
যথা স্তম্ভে পুত্রিকাস্তস্যাঃ স্বাঙ্গেষু পুত্রিকা।
তস্যাশ্চ পুত্রিকাস্ত্যঙ্গে তথা ত্রৈলোক্যপুত্রিকা ॥১৮॥
নাভিন্না নাপি সংখ্যেয়া যথাদ্রৌ পরমাণুকাঃ।
তথা ব্রহ্মবৃহন্মেরৌ ত্রৈলোক্যপরমাণবঃ ॥ ১৯ ॥
সূর্য্যাদ্যংশুষু সংখ্যাতুং শক্যন্তে লঘবোণবঃ।
উৎপদ্যন্তে চিদাদিত্যে ত্রৈলোক্যপরমাণবঃ ॥ ২০ ॥
যথাণবোবহন্ত্যর্ক দীপ্তিষ্বপ্সু রজঃসু চ।
তথা বহন্তি চিদ্ব্যোম্নি ত্রৈলোক্যপরমাণবঃ ॥ ২১ ॥
শূন্যানুভবমাত্রাত্ম ভূতাকাশমিদং যথা।

উপপাদিতেন যৎ ফলিতং তদাহ। এতদিতি ॥ ১৪ ॥

এবঞ্চ সন্মাত্রদৃষ্টিস্তত্ত্বজ্ঞং প্রতি স্বতো যথা অনন্তা এবমসদনৃতজগদ্দৃষ্টিরপ্যজ্ঞং প্রতি সংখ্যয়া অনন্তৈবেত্যাহ ইতীতি। অভ্যুদিতং পরমাভ্যুদয়ং প্রাপ্তম্। বুদ্ধং তত্ত্বজ্ঞং প্রতি। ন আবুদ্ধং যেন স নাবুদ্ধোঽজ্ঞস্তং প্রতি বা ॥ ১৫ ॥

তদেব স্পষ্টীকৃত্য দর্শয়তি বুদ্ধং প্রতীত্যাদিনা ॥ ১৬ ॥ ১৯ ॥

শক্যন্তে যদীতি শেষঃ। পূর্ব্বশ্লোকাস্তেতি বানুষঞ্জনীয়ম্ ॥ ২০ ॥

বহন্তি প্রবহন্তি ভ্রমন্তীতি যাবৎ ॥ ২১ ॥

নমু নিষ্প্রপঞ্চস্য কূটস্থস্য কথং সবিকারসর্গাত্মনা-ভানমিতি চেৎ যথা নীরূপস্যাশূন্যস্য চাকাশস্য তদ্বিরুদ্ধরূপবচ্ছূন্যতয়া ভানং তদ্বদিত্যাহ শূন্যেতি। শূন্য-

সর্গানুভবমাত্রাত্ম চিদাকাশমিদং তথা ॥ ২২ ॥
সর্গস্তু সর্গশব্দার্থ-তয়াবুদ্ধো নয়ত্যধঃ।
স ব্রহ্মশব্দার্থতয়া বুদ্ধঃ শ্রেয়োভবত্যলম্ ॥ ২৩ ॥
বিজ্ঞানাত্মা শাসিতা বিশ্ববীজং
ব্রহ্মৈবালং স্বং চিদাকাশমাত্রম্।
যস্মাজ্জাতং যত্তদেবেতি বিদ্যাৎ
বেদ্যং স্বান্তর্ব্বোধসম্বোধমাত্রম্ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জগদানন্ত্যবর্ণনং নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

মাবরণাভাবঃ অসন্নৈল্যঞ্চ তদনুভবমাত্রাত্ম তথাহনুভূয়মানং ন তু বাস্তবপূর্ণনীরূপানুভবাত্মেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নয়ত্যধ ইতি "উদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। শ্রেয়োভবতীতি "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

কিং তটস্থতয়াপি জ্ঞাতং ব্রহ্ম শ্রেয়ো ভবতি নেত্যাহ বিজ্ঞানাত্মেতি। যো বিজ্ঞানাত্মা জীবাখ্যঃ প্রত্যগাত্মা যশ্চ বিশ্বস্য বীজং কারণং শাসিতা চেশ্বরস্তৌ পরমার্থদৃশা পরিশোধনে অলং পূর্ণং স্বং প্রত্যগেকরসং চিদাকাশমাত্রং ব্রহ্মৈব। যতোহি বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ ভেদকোপাধিদ্বয়ং ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব জাতং শ্রূয়তে। যদ্যস্মাজ্জাতং তত্তদেবেতি চ তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য ইত্যাদিনাবগতং তস্মাৎ সর্ব্বং বেদ্যং স্বান্তর্ব্বোধে সম্বোধমাত্রং শুদ্ধং চিন্মাত্রমিত্যর্থঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইন্দ্রিয়গ্রামসংগ্রামসেতুনা ভবসাগরঃ।
তীর্য্যতে নেতরেণেহ কেনচিন্নাম কর্ম্মণা ॥ ১ ॥

শাস্ত্রসৎসঙ্গমাভ্যাসাৎ সবিবেকোজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অত্যন্তাভাবমেতস্য দৃশ্যস্যাপ্যবগচ্ছতি ॥ ২ ॥

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং স্বরূপং রূপিণাং বর।
সংসারসাগরশ্রেণ্যো যথায়ান্তি প্রয়ান্তি চ ॥ ৩ ॥

বহুনাত্র কিমুক্তেন মনঃ কর্ম্মদ্রুমাঙ্কুরঃ।
তস্মিংশ্ছিন্নে জগচ্ছাখী ছিন্নঃ কর্ম্মতনুর্ভবেৎ ॥ ৪ ॥

মনঃ সর্ব্বমিদং রাম তস্মিন্নন্তশ্চিকিৎসিতে।
চিকিৎসিতোবৈ সকলো জগজ্জালাময়োভবেৎ ॥৫॥

ইহ বিশ্বস্থিতের্মূলং সেন্দ্রিয়ং মন ঈর্য্যতে।
তস্যোচ্ছেদে জগচ্ছৃন্যং দৃশ্যাসম্ভবদর্শনাৎ ॥ ১ ॥

ইন্দ্রিয়গ্রামাণাং সংগ্রামো জয়স্তল্লক্ষণেন সেতুনা ॥ ১ ॥

ইন্দ্রিয়জয়ে চ বিবেক উপায়স্তত্র চ সজ্জনসচ্ছাস্ত্রৈকনিষ্ঠতোপায় ইত্যাশয়েনাহ শাস্ত্রেতি ॥ ২ ॥

বিহিতস্যেন্দ্রিয়জয়স্য প্রকৃতং সম্বন্ধং বক্তুং প্রাগুক্তং স্মারয়তি এতদিতি। রূপিণাং সৌন্দর্য্যবতাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। প্রয়ান্তি অপগচ্ছন্তি। ন যান্তীতি পাঠেপ্যয়মেবার্থঃ ॥ ৩ ॥

ভোক্তুর্ভোগ্যভোগাকারপরিণতানি বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মাণ্যেব তনুঃ শরীরং যস্য তথাবিধোজগচ্ছাখী সংসারবৃক্ষশ্ছিন্নো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

জগজ্জাললক্ষণ আময়োরোগঃ ॥ ৫ ॥

তদেতজ্জায়তে লোকে মনোমননমাকুলম্।
মনসোব্যতিরেকেণ দেহঃ ক্ব কিল দৃশ্যতে ॥ ৬ ॥
দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবেন ঋতেনান্যেন হেতুনা।
মনঃপিশাচঃ প্রশমং যাতি কল্পশতৈরপি ॥ ৭ ॥
এতচ্চ সম্ভবত্যেব মনোব্যাধিচিকিৎসিতে।
দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবাত্ম পরমৌষধমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥
মনোমোহমুপাদত্তে ম্রিয়তে জায়তে মনঃ।
তৎ স্বচিন্তাপ্রসাদেন বধ্যতে মুচ্যতে পুনঃ ॥ ৯ ॥
স্ফুরতীদং জগৎ সর্ব্বং চিত্তে মননমূর্চ্ছিতে।
শূন্যমেবাম্বরে স্ফারে গন্ধর্ব্বাণাং পুরং যথা ॥ ১০ ॥
মনসীদং জগৎ কৃৎস্নং স্ফারং স্ফুরতি চাস্তি চ।
পুষ্পগুচ্ছ ইবামোদস্তৎস্থং তস্মাদিবেতরৎ ॥ ১১ ॥

নন্বু মনসি চিকিৎসিতেপি দেহাধীনে সুখদুঃখে স্যাতাং তত্রাহ তদেতদিতি। মনসোদেহাকারমননমেব স্বপ্ন ইব আকুলং ক্রিয়াসমর্থং দেহো জায়তে ॥ ৬ ॥

তর্হি মনশ্চিকিৎসায়াং কিমৌষধং তদাহ দৃশ্যেতি। দৃশ্যস্য অত্যন্তাভাবো-বাধস্তস্মাদৃতে। তৃতীয়া ছান্দসী ॥ ৭ ॥

নন্বু মনোরোগ আভ্যন্তরো দৃশ্যন্তু বাহ্যং তৎ কথং বাহ্যার্থাত্যন্তাসম্ভবাদান্তরমনশ্চিকিৎসাসম্ভবস্তত্রাহ এতদিতি। এতদ্দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবাত্মকং পরমৌষধং মনোব্যাধিচিকিৎসিতে সম্ভবত্যেবোপায় ইতি শেষঃ। চিকিৎসিতে ইতি ভাবে ক্তঃ ॥ ৮ ॥

কথং সম্ভবতি তদাহ মন ইতি। ন হি মনস আন্তরতা অর্থানাং বাহ্যতা চ বাস্তবী কিন্তু মন এব তথা দ্বৈবিধ্যাদিকল্পনয়া মোহং ভ্রান্তিমুপাদত্তে। জন্মমৃত্যুবন্ধমোক্ষাদি চ কল্পয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কথমিদং জ্ঞাতমিতি চেদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিত্যাহ স্ফুরতীতি। মননেন মূর্চ্ছিতে সমুচ্ছ্রিতে ॥ ১০ ॥

তথাচ বিমর্শো জগন্মনোধর্ম্ম এবেতি ন ধর্ম্মিনিবৃত্তৌ স্থাতুমর্হতীত্যাশয়েন

যথা তিলকণে তৈলং গুণো গুণিনি বা যথা ।
যথা ধর্ম্মিণি বা ধর্ম্ম স্তথৈব চিত্তকে জগৎ ॥ ১২ ॥
রশ্মিজালং যথা সূর্য্যে যথোষ্ণত্বঞ্চ তেজসি ।
যথৌষ্ণ্যং চিত্রভানৌ চ মনসীদং তথা জগৎ ॥ ১৩ ॥
শৈত্যং যথৈব তুহিনে যথা নভসি শূন্যতা ।
যথা চঞ্চলতা বায়ৌ মনস্যিদং তথা জগৎ ॥ ১৪ ॥

মনো জগজ্জগদখিলং তথা মনঃ
পরস্পরং হ্যবিরহিতে সদৈব হি ।
তয়োর্দ্বয়োর্মনসি নিরন্তরং ক্ষিতে
ক্ষিতং জগন্ন তু জগতি ক্ষিতে মনঃ ॥ ১৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে স্থিত্যঙ্কুরকল্পনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

দৃষ্টান্তানাহ মনসীত্যাদিনা । ধর্ম্মস্তু ধর্ম্মিভেদেন বাস্তব ইতি দ্যোতনায়াস্য ইবকারঃ । ১১ । ১২ ।

চিত্রভানৌ অগ্নৌ । ১৩ । ১৪ ।

মনোজগতোর্দ্বয়োর্ম্মধ্যে ভাবেনাভেদেঽপি ধর্ম্মিমনোনাশাদেব জগন্নাশো ন তু বৈপরীত্যেন তথৈব লোকে দর্শনাদিত্যাশয়েনোপসংহরতি মন ইতি । অবিরহিতে অবিনাভূতে । ক্ষিতে নষ্টে সতি ক্ষিতং নষ্টং ভবতি ॥ ১৫ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

রাম উবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পূর্ব্বাপরবিদাম্বর ।
অয়ং মনসি সংসারঃ স্ফারঃ কথমিব স্থিতঃ ॥১॥
যথায়ং মনসি স্ফারঃ সংসারঃ স্ফুরতি স্ফুরন্ ।
দৃষ্টান্তদৃষ্ট্যা স্ফুটয়া তথা কথয় মেনঘ ॥ ২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যথৈন্দবানাং বিপ্রাণাং জগন্ত্যবপুষামপি ।
স্থিতানি জাতদার্ঢ্যানি মনসীদং তথা স্থিতম্ ॥ ৩ ॥
লবণস্য যথা রাজ্ঞশ্চেন্দ্রজালাকুলাকৃতেঃ ।
চণ্ডালত্বমনুপ্রাপ্তং তথেদং মনসি স্থিতম্ ॥ ৪ ॥
ভার্গবস্য চিরং কালং স্বর্গভোগবুভুক্ষয়া ।
যথাভোগাধিনাথত্বং সংসারিত্বং বভূব চ ॥ ৫ ॥
ভোগেশ্বরত্বং চ তথা তথেদং মনসি স্থিতম্ ।

ভৃগাবত্র সমাধিস্থে শুক্রস্য ক্রীড়তো গিরৌ ।
অপ্সরোদর্শনে মোহাত্তন্ময়ী ভাব ঈর্য্যতে ॥ ১ ॥

কথং কীদৃশদৃষ্টান্তপ্রকারেণেব বহিঃ স্ফুরন্নয়ং স্ফারঃ সংসারোমনসি যথা স্ফুরতি প্রত্যক্ষং প্রতিভাতি তথা দৃষ্টান্তদৃষ্ট্যা দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেন কথয়েত্যর্থঃ ॥১-২॥

উক্তান্যেবাত্রৈন্দবাদিজগন্তি দৃষ্টান্ত ইত্যাহ যথেতি ॥ ৩ ॥

আকুলাকৃতের্ব্যাকুলচিত্তস্য ॥ ৪ ॥

ভার্গবোপাখ্যানমপ্যত্র দৃষ্টান্তত্বেন অবতারয়তি ভার্গবস্যেতি। ভোগাধি-নাথত্বমপ্সরো ভোগলিপ্সুত্বম্। সংসারিত্বং তদর্থং স্বর্গাদিগন্তৃত্বং জন্মান্তরবত্ত্বঞ্চ। নাথত্বিনত্রোগযাচ্ঞায়াম্ ॥ ৫ ॥

রাম উবাচ।

ভগবন্ ভৃগুপুত্রস্য স্বর্গভোগবুভুক্ষয়া ॥ ৬ ॥
কথং ভোগাধিনাথত্বং সংসারিত্বং বভূব চ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাম পুরাবৃত্তং সম্বাদং ভৃগুকালয়োঃ ॥ ৭ ॥
সানৌ মন্দরশৈলস্য তমালবিটপাকুলে।
পুরা মন্দরশৈলস্য সানৌ কুসুমসঙ্কুলে ॥ ৮ ॥
অতপ্যত তপোঘোরং কস্মিংশ্চিদ্ভগবান্ ভৃগুঃ।
তমুপাস্তে স্ম তেজস্বী বালঃ পুত্রোমহামতিঃ ॥ ৯ ॥
শুক্রঃ সকলচন্দ্রাভঃ প্রকাশ ইব ভাস্বরঃ।
ভৃগুর্ব্বনবরে তস্মিন্ সমাধাবেব সংস্থিতঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বকালং সমুৎকীর্ণো বনোপলতলাদিব।
শুক্রঃ কুসুমশয্যাসু কলধৌতাজিরেষু চ ॥ ১১ ॥
মন্দারোদ্দামদোলাসু বালোরমণলীলয়া।
বিদ্যাবিদ্যাদৃশোর্ম্মধ্যে শুক্রোপ্রাপ্তমহাপদঃ ॥ ১২ ॥
ত্রিশঙ্কুরিব রোদোন্তরবর্ত্তত তদাকুলঃ।

ভোগেশ্বরত্বং স্বর্গে অপ্সরোভোক্তৃত্বম্। প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

সানৌ প্রস্থে ভূতং ভৃগুকালয়োঃ সম্বাদং শৃণ্বিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। উক্তস্তো-পোদ্ঘাতমাহ পুরেত্যাদিনা ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

সকলঃ পূর্ণঃ। ভাস্বর ইতি পাঠে প্রকাশত ইতি প্রকাশঃ স্ফুরন্ ভাস্কর ইব ॥ ১০ ॥

সর্ব্বকালং সংস্থিত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। বনোপলতলাৎ প্রস্তুতেঃ সমুৎকীর্ণ ইষ্কচ্ছেদনিষ্পাদিত ইবেতি নিশ্চলত্বেনোৎপ্রেক্ষা। কলধৌতাজিরেষু রূপ্যহেম-বেদিকাসু ॥ ১১ ॥

বিদ্যাদৃক্ পারমার্থিকাত্মতত্ত্বদর্শনং অবিদ্যাদৃক্ পামরাদিপ্রসিদ্ধজগৎসত্য-ত্বাদর্শনং তয়োর্ম্মধ্যে ॥ ১২ ॥

নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থে স কদাচিৎ পিতর্য্যথ ॥ ১৩ ॥
অব্যগ্রোভবদেকান্তে জিতারিরিব ভূমিপঃ।
দদর্শাপ্সরসং তত্র গচ্ছন্তীং নভসঃ পথা ॥ ১৪ ॥
ক্ষীরোদমধ্যলুলিতাং লক্ষ্মীমিব জনার্দ্দনঃ।
মন্দারমালাবলিতাং মন্দানিলচলালকাম্ ॥ ১৫ ॥
হারঝাঙ্কারিগমনাং সুগন্ধিতনভোনিলাম্।
লাবণ্যপাদপলতাং মদঘূর্ণিতলোচনাম্ ॥ ১৬ ॥
অমৃতীকৃততদ্দেশাং দেহেন্দূদয়দীপ্তিভিঃ।
কান্তামালোক্য তস্যাভূদুল্লসত্তরলং মনঃ ॥ ১৭ ॥
দৃষ্টনির্ম্মলপূর্ণেন্দু বপুরম্বুনিধেরিব।
সাপ্যালোক্য শুক্রমুখং তথা পরবশা হ্যভূৎ ॥ ১৮ ॥

মনসিজেষু পরাহতমাশয়ং
স পরিবোধ্য মনস্তদনূশনা।
বিগলিতেতরবৃত্তিতয়াত্মনা

রোদস্যোর্দ্যাবাভূম্যোরন্তর্মধ্যে বিশ্বামিত্রনির্ম্মিতে স্বর্গে ত্রিশঙ্কুরাজর্ষিরিব অবর্ত্তত। অতএব রাগাদিনা আকুলঃ ॥ ১৩ ॥

অব্যগ্রো বিষয়ান্তরে অব্যাক্ষিপ্তচিত্তঃ ॥ ১৪ ॥

ক্ষীরোদস্য মধ্যাৎ লুলিতাং মথনেনোৎপাদিতাম্। লক্ষ্ম্যা ইবাপ্সরসামপি ক্ষীরোদাদুৎপত্তিপ্রসিদ্ধেরুভয়বিশেষণম্ ॥ ১৫ ॥

সুগন্ধিতৌ নভোনিলৌ যয়া। নভোগ্রহণমপগতেপ্যনিলে তৎপ্রদেশস্য চিরং সুগন্ধিত্বদ্যোতনার্থম্ ॥ ১৬ ॥

দেহলক্ষণাদিন্দোরুদয়ো যাসাং তাভির্দীপ্তিভিঃ কিরণৈঃ ॥ ১৭ ॥

অম্বুনিধের্ব্বপুঃসংস্থানমিব উল্লসৎ তরলং চ ॥ ১৮ ॥

স চ উশনা তদনু অপ্সরোদর্শনানন্তরং মনসিজস্যেষুভিঃ পরাহতনাশেতে বিষয়েষু মুহুর্তীত্যাশয়ং মনো যথাশক্তি বিবেকৈঃ পরিবোধ্য বহিঃশারীরকান্তা-নুসরণাদিব্যাপারাৎ নিরুদ্ধৈকাগ্রতামাপাদ্যাপি অন্তর্ব্বিগলিতেতরবৃত্তিতয়া

স চ বধূময় এব বভূব হ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে ভার্গবমনঃ স্খলনং নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

বধ্বেকাগ্রচিত্তত্বাৎ তদাত্মনা বধূময় এব বভূব। "যচ্চিত্তস্তন্ময়ো ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যাদ্যুক্তপ্রসিদ্ধিদ্যোতনায় হ ইতি নিপাতঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথ তাং মনসা ধ্যায়ংস্তত্রৈবামীলিতেক্ষণঃ ।
আরব্ধবান্ মনোরাজ্যমিদমেকঃ কিলোশনা ॥ ১ ॥
এষা হি ললনা ব্যোম্নি সহস্রনয়নালয়ে ।
সম্প্রাপ্তোঽয়মহং স্বর্গমালোলসুরসুন্দরম্ ॥ ২ ॥
ইমে তে মৃদুমন্দার কুসুমোত্তংসসুন্দরাঃ ।
দ্রবৎকনকনিষ্যন্দ বিলাসিবপুষঃ সুরাঃ ॥ ৩ ॥
ইমাস্তা লোচনোল্লাস দৃষ্টনীলাব্জদৃষ্টয়ঃ ।
মুগ্ধহাসবিলাসিন্যঃ কান্তা হরিণদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪ ॥
ইমে তে কৌসুমোদ্যোতা অন্যোন্যপ্রতিবিম্বিতাঃ ।
বিশ্বরূপোপমাকারা মরুতোমণ্ডকাশিনঃ ॥ ৫ ॥

ইহ শুক্রস্য মনসা স্বর্গে গমনমুচ্যতে ।
তত্র শক্রেণ সম্মানাৎ সন্নিধাবুপবেশনম্ ॥ ১ ॥

ইদং বক্ষ্যমাণপ্রকারং মনোরাজ্যম্ । এবকারঃ প্রকারান্তরবারণাদ্দেহ-বিস্মৃতিপর্য্যন্ততাদ্যোতনার্থঃ ॥ ১ ॥

এষা পুরোবর্ত্তিনী ময়ানুগম্যমানা সহস্রনয়নস্যেন্দ্রস্যালয়ে স্বর্গে গচ্ছতীতি শেষঃ । অয়ং তামনুগচ্ছন্নহম্ ॥ ২ ॥

কনকনিষ্যন্দো দ্রুতসুবর্ণম্ । তদ্ধি অত্যন্তং কান্তিমৎ প্রসিদ্ধম্ । তদিব বিলাসি শোভমানং বপুর্যেষাম্ ॥ ৩ ॥

লোচনোল্লাসেন প্রত্যক্ষেণ দৃষ্টানি নীলাব্জানীব দৃষ্টয়ো যাসাং তা ইমাঃ কান্তা অপ্সরসঃ ॥ ৪ ॥

কৌসুমৈঃ পারিজাতাদিকুসুমরচিতৈর্মাল্যৈরুদ্দ্যোতন্তে প্রকাশন্ত ইতি কৌসুমোদ্যোতাঃ । কৌস্তুভোদ্যোতা ইতি পাঠে কৌস্তুভবদুদ্দ্যোতমানাঃ ।

ঐরাবণকটামোদবিরক্তমধুপশ্রুতাঃ ।
ইমাস্তাঃ কাকলীগীতা গীর্ব্বাণগণগীতয়ঃ ॥ ৬ ॥
ইয়ং সা কনকাম্ভোজ চলদ্বৈরিঞ্চ সারসা ।
মন্দাকিনীতটোদ্যান বিশ্রান্তসুরনায়কা ॥ ৭ ॥
এতে তে যমচন্দ্রেন্দ্র সূর্য্যানলজলানিলাঃ ।
লোকপালাস্তনূদ্যোত কীর্ণদীপ্তানলার্চ্চিষঃ ॥ ৮ ॥
অয়ং সরণবৃত্তান্ত হেতিকণ্ডূয়িতাননঃ ।
ঐরাবণোরণে দন্ত প্রোতদৈত্যেন্দ্রমণ্ডলঃ ॥ ৯ ॥
ইমে তে ভূতলস্থানাদ্ব্যোম্নি তারকতাং গতাঃ ।
বৈমানিকাশ্চরচ্চারু চামীকরময়াতপাঃ ॥ ১০ ॥
মেরূপলতলাস্ফাল সীকরাকীর্ণদেবতাঃ ।
এতাস্তাঃ কীর্ণমন্দারা গঙ্গাসলিলবীচয়ঃ ॥ ১১ ॥
এতাঃ প্রসৃতমন্দার মঞ্জরীপুঞ্জপিঞ্জরাঃ ।
দোলালোলাপ্সরঃ শ্রেণ্যঃ শক্রোপবনবীথয়ঃ ॥ ১২ ॥

অন্যোন্যপ্রতিবিম্বিতত্বাদেব বিশ্বরূপঃ সর্ব্বাকারোঽহরিস্তত্সমাকারাঃ । মণ্ডাঃ স্থিতাঃ কাশন্তে দীপ্যন্তে শুচ্চীলাঃ । মরুতো দেবাঃ । প্রাগ্বর্ণিতানামপি দেবানাং প্রকারান্তরেণ বর্ণনাং ন পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৫ ॥

ঐরাবণস্যৈরাবতস্য কটৌ গণ্ডৌ । তাভ্যাং মদজলং লক্ষ্যতে । তদামোদেঽপি বিরক্তৈরনাসক্তৈর্ম্মধুপৈঃ শ্রুতা আকর্ণিতাঃ কাকল্যা মধুরাস্ফুটধ্বনিনা গীতা আলাপিতাঃ ॥ ৬ ॥

কনকাম্ভোজেষু চলন্তোভ্রমন্তো বৈরিঞ্চা বিরিঞ্চিসম্বন্ধিনোহংসাঃ সারসাশ্চ যস্যাম্ ॥ ৭ ॥

তনূদ্যোতৈঃ শরীরকান্তিভিঃ কীর্ণাঃ পরিতঃ প্রসারিতা দীপ্তানলার্চ্চিষো যৈঃ ॥ ৮ ॥

রণবৃত্তান্তেষু যুদ্ধপ্রসঙ্গেষু হেতিভিরায়ুধৈঃ কণ্ডুয়িতমিব আননং যস্য ॥৯॥

চরন্তঃ প্রসরন্তশ্চারুচামীকরময়া ইব আতপা দেহবিমানাদিকান্তয়ো যেষাম্ ॥ ১০ ॥ ১২ ॥

ইমে তে কুন্দমন্দার মকরন্দসুগন্ধয়ঃ।
চন্দ্রাংশুনিকরাকারাঃ পারিজাতসমীরণাঃ ॥ ১৩ ॥
পুষ্পকেসরনীহার পটবাসরণোৎসুকৈঃ।
লতাঙ্গনাগণৈর্ব্ব্যাপ্তমিদং তন্নন্দনং বনম্ ॥ ১৪ ॥
কান্তগীতরবানন্দ প্রনর্ত্তিতসুরাঙ্গনৌ।
ইমৌ তৌ বল্লকীস্নিগ্ধস্বরৌ নারদতুম্বুরূ ॥ ১৫ ॥
ইমে তে পুণ্যকর্ত্তারো ভূরিভূষণভূষিতাঃ।
ব্যোমন্যুড্ডীয়মানেষু বিমানেষু চ সংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
মদমন্মথমত্তাঙ্গ্য ইমাস্তাঃ সুরযোষিতঃ।
দেবেশ্বরং নিষেবন্তে বনং বনলতা ইব ॥ ১৭ ॥
ইন্দ্রাশ্মজালকুসুমা শ্চিন্তামণিগুলুচ্ছকাঃ।
কল্পবৃক্ষা ইমে পক্ক ফলস্তবকদন্তুরাঃ ॥ ১৮ ॥
ইহ তাবদিমং শক্রমহমাসনসংস্থিতম্।
দ্বিতীয়মিব ত্রৈলোক্য স্রষ্টারমভিবাদয়ে ॥ ১৯ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য শুক্রেণ মনসৈব শচীপতিঃ।

চন্দ্রাংশুনিকরা ইব সুখস্পর্শ আকারঃ শৈত্যমান্দ্যাদিযুক্তঃ সন্নিবেশো যেষাম্ (চন্দ্রাংশু জ্যোৎস্না) ॥ ১৩ ॥

পুষ্পৈঃ কেসরৈর্নীহারৈর্হিমমকরন্দকণৈঃ পটান্ বাসয়ন্তি সুগন্ধয়ন্তীতি পটবাসাঃ পরাগাস্তৈশ্চ যঃ পবনান্দোলনক্রীড়ার্থঞ্চ পরস্পরতাড়নলক্ষণোরণস্তত্র উৎসুকৈরাসক্তৈর্লতাগণৈ রঙ্গনাগণৈশ্চ লতালক্ষণৈরঙ্গনাগণৈর্ব্বা লতাসদৃশৈরঙ্গনাগণৈর্ব্বা ব্যাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥

নারদতুম্বুরূ গন্ধর্ব্ববিশেষৌ ঋষী বা ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

দেবেশ্বরমিন্দ্রম্ ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রাশ্মজালানীন্দ্রনীলসমূহরূপাণি। চন্দ্রাশ্মেতি পাঠে চন্দ্রকান্তসমূহসদৃশানি কুসুমানি যেষাম্। চিন্তামণয় এব গুলুচ্ছকাঃ কলিকাগুচ্ছানি যেষাম্। পক্কৈঃ ফলস্তবকৈর্দন্তুরা উন্নতদন্তা ইব শোভমানাঃ ॥ ১৮ ॥

ত্রৈলোক্যস্রষ্টারং ব্রহ্মাণম্ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

তেনাভিবাদিতস্তত্র দ্বিতীয় ইব খে ভৃগুঃ ॥ ২০ ॥
অথ সাদরমুত্থায় শুক্রঃ শক্রেণ পূজিতঃ।
গৃহীতহস্ত আনীয় সমীপমুপবেশিতঃ ॥ ২১ ॥
ধন্যস্ত্বদাগমেনাথ স্বর্গোয়ং শুক্র শোভতে।
উষ্যতাং চিরমেবেহ শক্র ইত্থমুবাচ তম্ ॥ ২২ ॥
অথ তত্রোপবিশ্যাসৌ ভার্গবঃ শোভিতাননঃ।
শ্রিয়ং জহার শশিনঃ সকলস্যামলস্য চ ॥ ২৩ ॥

সকলসুরগণাভিবন্দিতোসৌ
ভৃগুতনয়ঃ শতমন্যুপার্শ্বসংস্থঃ।
চিরতরমতুলামবাপ তুষ্টিং
নরপতিসত্তমলালনং বভূব ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে ভার্গবমনোরাজ্যং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সমীপমানীয় উপবেশিতঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

সকলস্য পূর্ণস্য। অমলস্য রজঃকলঙ্করহিতস্য ॥ ২৩ ॥

নরপতিসত্তমস্য রাজোত্তমস্য ইন্দ্রস্য পালনং লালনীয়ঃ পুত্রাদিরিব প্রিয়তম ইতি যাবৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি বাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি শুক্রঃ পুরং প্রাপ্য বৈবুধং স্বেন তেজসা।
বিসস্মার নিজং ভাবং প্রাক্তনং ব্যসনং বিনা ॥ ১ ॥
মুহূর্ত্তমিব বিশ্রম্য তস্য পার্শ্বে শচীপতেঃ।
স্বর্গং বিহর্ত্তুমুত্তস্থৌ স্বর্গাভিপরিমোদিতঃ ॥ ২ ॥
স্বঃশ্রিয়ং স সমালোক্য লোললোচনবাঞ্ছিতাম্।
স্ত্রৈণং দ্রষ্টুং জগামাসৌ নলিনীমিব সারসঃ ॥ ৩ ॥
তত্র তাং মৃগশাবাক্ষীং কান্তামধ্যগতামসৌ।
দদর্শ বিপিনান্তঃস্থাং ভৃগুশ্চূতলতামিব ॥ ৪ ॥
সাপি তং ভার্গবং রাম দৃষ্ট্বা পরবশাভবৎ।
তামালোক্য লসল্লোল বিলাসবলিতাকৃতিম্ ॥ ৫ ॥
আসীদ্বিলীয়মানাঙ্গো জ্যোৎস্নামিন্দুমণির্যথা।
বিলীয়মানসর্ব্বাঙ্গস্তামবৈক্ষত কামিনীম্ ॥ ৬ ॥

ইহ ভূয়ঃ স্বকান্তায়াঃ স্বর্গে শুক্রেণ দর্শনম্।
পরস্পরানুরাগেণ সঙ্গমশ্চোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

ইতি উক্তমনোরাজ্যপ্রকারেণ। বিবুধানাং নিবাসঃ বৈবুধং পুরং স্বর্গম্। স্বেন স্বকীয়েন তেজসা পুণ্যসামর্থ্যেন। ব্যসনং মরণদুঃখং বিনাপি। স্বর্গেণ সুখাতিশয়েনাভিতঃ পরিমোদিতো হর্ষিতঃ। স্বর্গামিপরিমোদিত ইতি পাঠে স্বর্গসঞ্চরণশীলৈর্দ্দেবৈরুৎসাহিত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

স্বঃশ্রিয়ং স্বর্গশোভাং স্বসৌদর্য্যঞ্চ লোললোচনস্য স্ত্রীজনস্য বাঞ্ছিতামভীষ্টতমামিতি সমালোক্য বিচার্য্য। স্ত্রৈণং স্ত্রীসমূহম্ ॥ ৩ ॥

তাং পূর্ব্বদৃষ্টামপ্সরসম্। ভৃগুর্ভার্গবঃ ॥ ৪ ॥

তামালোক্য স ভার্গবোপি পরবশোভবদিত্যনুষঙ্গঃ পরেণ বান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

চন্দ্রকান্ত ইব জ্যোৎস্নাং শীতলাং খে বিলাসিনীম্ ॥
তেনাবলোকিতা সাপি তৎপরায়ণতাং গতা ॥ ৭ ॥
নিশান্তে চক্রবাকেন কান্তেব পরিকূজিতা ।
রসাদ্বিকসিতা নূনমন্যোন্যমনুরক্তয়োঃ ॥ ৮ ॥
প্রাতরর্কনলিন্যোর্যা শোভা সৈব তয়োরভূৎ ।
সঙ্কল্পিতার্থদায়িত্বাদ্দেশস্যাভূচ্চ তেন সা ॥ ৯ ॥
সর্ব্বাঙ্গং বিবশীকৃত্য কামায়ৈব সমর্পিতা ।
পেতুঃ স্মরশরাস্তস্যা মৃদুষ্বঙ্গেষু ভূরিশঃ ॥ ১০ ॥
পলাশেষ্বিব পদ্মিন্যা ধারা ইব পয়োমুচঃ ।
সা বভূব স্মরোদ্ধূতা লোলালিবলয়াকুলা ॥ ১১ ॥
মন্দবাতাভিনুন্নায়া মঞ্জর্য্যাঃ সহধর্ম্মিণী ।
নীলনীরজনেত্রান্তাং হংসসারসগামিনীম্ ॥ ১২ ॥
মদনঃ ক্ষোভয়ামাস গজঃ কমলিনীমিব ।
অথ তাং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা শুক্রঃ সঙ্কল্পিতার্থভাক্ ॥ ১৩ ॥
তমঃ সঙ্কল্পয়ামাস সংহার ইব ভূতভুক্ ।
ত্রিবিষ্টপস্য দেশোসৌ বভূব তিমিরাকুলঃ ॥ ১৪ ॥

স্বেদাখ্যং সঞ্চারিভাবং দর্শয়তি বিলীয়মানাঙ্গ ইতি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

নিশি বিয়োগাৎ পরিতঃ কূজিতং রুদিতং যয়া সা কান্তা চক্রবাকিনী নিশান্তে প্রাতশ্চক্রবাকেনাবলোকিতেব। রসাৎ প্রেমাতিশয়াৎ বিকসিতা আবিষ্কৃতা শোভা। নূনমিত্যভেদোৎপ্রেক্ষাদ্যোতনায় ॥ ৮ ॥

দেশস্য নন্দনোদ্দেশস্য ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

পলাশেষু পত্রেষু। তস্যাঃ কম্পাখ্যং সঞ্চারিভাবং দর্শয়তি সেতি। স্মরেণোদ্ধূতা কম্পিতা ॥ ১১ ॥

সহশব্দঃ সাদৃশ্যে। সদৃশধর্ম্মিণীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

সংহারে প্রলয়কালে। ভূতভুক্ রুদ্রঃ। ত্রিবিষ্টপস্য স্বর্গস্যাবয়বোসৌ নন্দনোদ্দেশঃ নন্দনাখ্যং কাননম্ ॥ ১৪ ॥

ভূলোকস্থান্ধতমসা লোকালোকতটৌ যথা।
লজ্জান্ধকারতীক্ষ্ণাংশৌ তস্মিংস্তিমিরমণ্ডলে ॥ ১৫ ॥
প্রতিষ্ঠামাগতে তস্য মিথুনস্যেব মণ্ডলে।
তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু গতেষ্বভিমতাং দিশম্ ॥ ১৬ ॥
তস্মাৎ প্রদেশাদ্ভূলোকে দিনান্তে বিহগেষ্বিব।
সা দীর্ঘচঞ্চলাপাঙ্গী প্রবৃদ্ধমদনব্যথা ॥ ১৭ ॥
আজগাম ভৃগোঃ পুত্রং ময়ূরী বারিদং যথা।
ধবলাগারমধ্যস্থে পর্য্যঙ্কে পরিকল্পিতে ॥ ১৮ ॥
বিবেশ ভার্গবস্তত্র ক্ষীরোদ ইব মাধবঃ।
সা করাববলম্ব্যাস্য বিবেশাবনতাননা ॥ ১৯ ॥
ররাজ চ সুরেভস্য হৃদি লগ্নেব পদ্মিনী।
উবাচ চেদং মধুরং রসস্নেহাক্তয়া গিরা ॥ ২০ ॥
বচোমধুরমানন্দ বিলাসবলিতাক্ষরম্।
পশ্যামলেন্দুবদন মণ্ডলীকৃতকার্ম্মুকঃ ॥ ২১ ॥
অবলামনুবধ্নাতি মামেষ কিল নাঙ্গকঃ।
পাহি মামবলাং নাথ দীনাস্ত্বচ্ছরণামিহ ॥ ২২ ॥
কৃপণাশ্বাসনং সাধো বিদ্ধি সচ্চরিতব্রতম্।
স্নেহদৃষ্টিমজানদ্ভির্মূঢ়ৈরেব মহামতে ॥ ২৩ ॥

লজ্জালক্ষণস্যান্ধকারস্য তীক্ষ্ণাংশৌ সূর্য্যবন্নিবারকে তিমিরমণ্ডলে তস্মিন্ মণ্ডলে নন্দনপ্রদেশে তস্য মিথুনস্য স্ত্রীপুংসদ্বন্দ্বস্যেব প্রতিষ্ঠাং স্থৈর্য্যং আগতে-প্রাপ্তে সতীতি পরেণ সহান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ভূতেষু তস্যাঃ সখীজনেষু তস্মাৎ প্রদেশাদভিমতাং দিশং গতেষু সৎষু ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

ধবলাগারং স্ফাটিকগৃহং তন্মধ্যস্থে ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সুরেভস্য ঐরাবণস্য ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

নাঙ্গকোঽনঙ্গকঃ অবলাং মামনুবধ্নাতি নির্ব্বন্ধয়তি। অতএব পাহি ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

প্রণয়া অবগণ্যন্তে ন রসজ্ঞৈঃ কদাচন।
অশঙ্কিতোপসম্পন্নঃ প্রণয়োহন্যোন্যরক্তয়োঃ ॥ ২৪ ॥
অধঃকরোতি নিষ্যন্দং চন্দ্রমাহ্লাদনং প্রিয়।
ন তথা সুখয়ত্যেষা চেতস্ত্রিভুবনেশিতা ॥ ২৫ ॥
যথা পরস্পরানন্দঃ স্নেহঃ প্রথমরক্তয়োঃ।
ত্বৎপাদস্পর্শনেনেয়ং সমাশ্বস্তাস্মি মানদ ॥ ২৬ ॥
চন্দ্রপাদপরামৃষ্টা যথা নিশি কুমুদ্বতী।
সংস্পর্শামৃতপানেন তব জীবামি সুন্দর ॥ ২৭ ॥
চন্দ্রাংশুরসপানেন চকোরী চপলা যথা।
মামিমাং চরণালীনাং ভ্রমরীং করপল্লবৈঃ ॥ ২৮ ॥
আলিঙ্গ্যামৃতসম্পূর্ণে স্বপদ্মহৃদয়ে কুরু।
ইত্যুক্ত্বা পুষ্পমৃদ্বঙ্গী সা তস্য পতিতোরসি।
ব্যাঘূর্ণিতালিনয়না স্মরতরোরিব মঞ্জরী ॥ ২৯ ॥

তৌ দম্পতী তত্র বিলাসকান্তৌ
বিবেশতুস্তাসু বনস্থলীষু।

প্রণয়াঃ প্রীত্যতিশয়াঃ। অবগণ্যন্তে ন বহুমন্যন্তে। অশঙ্কিতে অন্যগোচরতা সোপাধিকত্ববিচ্ছেদাপরাধগণনাদিশঙ্কারহিতং যথাস্যাৎ তথা উপসম্পন্নঃ সঞ্জাতঃ ॥ ২৪ ॥

নিষ্যন্দং দেবসঞ্জীবনামৃতস্রাবিণম্। অধঃকরোতি সঞ্জীবকাদাহ্লাদকাচ্চ চন্দ্রসহস্রাদপি প্রিয়তমপ্রণয় এবাতিশেতে ইতি যাবৎ। ত্রিভুবনেশিতা ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যম্ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

অমৃতসম্পূর্ণে স্নেহদয়ামৃতভরিতে হৃৎপদ্মান্তঃস্থে হৃদয়ে চিত্তে। স্মরতরোঃ কল্পবৃক্ষস্য ॥ ২৯ ॥

বিবেশতুঃ নির্ব্বিবিশতুঃ। গুণশ্ছান্দসঃ। কিঞ্জল্কৈঃ কেসরৈস্তদীয়পরাগৈর্গৌরেণ পীতেনানিলেন ঘূর্ণিতাসু কম্পিতাসু। বনস্থলীপদ্মিন্যোঃ সাধারণং বিশেষণম্ ॥ ৩০ ॥

কিঞ্জল্কগৌরানিলঘূর্ণিতাসু
রক্তৌ দ্বিরেফাবিব পদ্মিনীষু ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে নবসঙ্গমো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

ইতি বাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি চিত্তবিলাসেন চিরমুৎপ্রেক্ষিতৈঃ প্রিয়ৈঃ।
প্রণয়ৈর্ভার্গবস্যাসীত্তুষ্টয়ে সুসমাগমঃ ॥ ১ ॥

মন্দারমালাকলয়া বিবুধাসবমত্তয়া।
তদা তেন তয়া সার্দ্ধং দ্বিতীয়েনাগলেন্দুনা ॥ ২ ॥

বিহৃতং মত্তহংসাসু হেমপঙ্কজিনীষু চ।
তটীষ্বমরবাহিন্যাঃ সহ চারণকিন্নরৈঃ ॥ ৩ ॥

পীতমিন্দুদলস্যন্দৈর্দেবৈঃ সহ রসায়নম্।
পারিজাতলতাজাল নিলয়েষু বিলাসিনা ॥ ৪ ॥

চারুচৈত্ররথোদ্যান লতালোলাসু দোলয়া।
চিরং বিলসিতং ব্যগ্রৈঃ সহ বিদ্যাধরীগণৈঃ ॥ ৫ ॥

নন্দনোপবনাভোগো মন্দরেণেব বারিধিঃ।
ভৃশমালোড্যতাং নীতঃ প্রথমৈঃ সহ শাম্ভবৈঃ ॥ ৬ ॥

বিবিধস্বর্গভোগান্তে পতিতস্যাত্র ভূরিশঃ।
জন্মানি বাসনাযোগাত্তাপসত্বং চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

উৎপ্রেক্ষিতৈঃ কল্পিতৈঃ ॥ ১ ॥

মন্দারমালাঃ আকলয়তি সর্ব্বতোধারয়তীতি তথোক্তয়া। মন্দারমালাল-কয়েতি পাঠঃ স্পষ্টঃ। বিবুধাসবমমৃতং দেবভোগ্যমাসবান্তরং বা ॥ ২ ॥

অমরবাহিন্যা মন্দাকিন্যাঃ ॥ ৩ ॥

ইন্দুদলানাং চন্দ্রকলানাং স্যন্দৈর্নিষ্যন্দরূপৈশ্চন্দ্রকলারব্ধশরীরৈরিতি যাবৎ। লতাজালনিলয়েষু কুঞ্জেষু ॥ ৪ ॥

লতাকল্পিতয়া লীলার্থয়া সুদোলয়া বিলসিতং ক্রীড়িতম্ ॥ ৫ ॥

শাম্ভবৈঃ শিবানুচরৈঃ প্রমথৈঃ সহ আলোড্যতাং পরিভ্রান্তস্তাম্ ॥ ৬ ॥

বালহেমলতাজাল জটালাস্থ নদীষু চ।
ভ্রান্তমুন্মত্তনাগেন মৈরবীষ্বব্জিনীষ্বিব ॥ ৭ ॥
কৈলাসবনকুঞ্জেষু তয়া সহ বিলাসিনা।
হরেন্দুধবলা রাত্র্যঃ ক্ষিপিতা গুণগীতিভিঃ ॥ ৮ ॥
গন্ধমাদনশৈলস্য বিশ্রম্যোপরিসানুষু।
সা তেন কনকাম্ভোজৈরাপাদমভিমণ্ডিতা ॥ ৯ ॥
লোকালোকতটান্তেষু বিচিত্রাশ্চর্য্যহারিষু।
ক্রীড়িতং কৃতহাসেন রাম তেন তয়া সহ ॥ ১০ ॥
মন্দরান্তরকচ্ছেষু সার্দ্ধং হরিণশাবকৈঃ।
অবসৎ স সমাঃ ষষ্টিং কল্পিতামরমন্দিরে ॥ ১১ ॥
ক্ষীরার্ণবতটীস্বস্য বনিতা সহচারিণঃ।
ক্ষীণং কৃতযুগাদর্দ্ধং শ্বেতদ্বীপজনৈঃ সহ ॥ ১২ ॥
গন্ধর্ব্বনগরোদ্যান লীলাবিরচনৈরসৌ।
স্রষ্টানন্তজগৎসৃষ্টেঃ কালস্যানুকৃতিং গতঃ ॥ ১৩ ॥
অথাবসদসৌ শুক্রঃ পুরন্দরপুরে পুনঃ।
সুখং চতুর্যুগান্যষ্টৌ হরিণেক্ষণয়া সহ ॥ ১৪ ॥

উন্মত্তনাগেন মত্তগজেন। মৈরবীষু মেরুসম্বন্ধিনীষু ভূমিষু ॥ ৭ ॥

হরস্যেন্দুনা চূড়ামণিনা কৃষ্ণপক্ষেপি ধবলাঃ। ক্ষিপিতাঃ ক্ষিপ্তা অতিবাহিতা ইতি যাবৎ। ইট্ ছান্দসঃ ॥ ৮ ॥

সা বধূঃ ॥ ৯ ॥

লোকালোকো ভূপ্রান্তপর্ব্বতঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ১০ ॥

কচ্ছেষু জলপ্রায়শিশিরদেশেষু। হরিণশাবকৈর্মৃগপোতৈঃ। ষষ্টিং সমাঃ সম্বৎসরান্ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

মনোরথমাত্রেণ শুক্র এব সর্ব্বজগৎসৃষ্টেঃ ক্রমেণ স্রষ্টা সন্ কালস্যানুকৃতিং সাম্যং গতঃ প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

পুণ্যক্ষয়ানুসন্ধানাৎ ততশ্চাবনিমণ্ডলে।
তয়ৈব সহ মানিন্যা পপাতোপহতাকৃতিঃ ॥ ১৫ ॥
পরালূনসমস্তাঙ্গো হৃতস্যন্দননন্দনঃ।
চিন্তাপরবশোধ্বস্তঃ সমিতীব হতোভটঃ ॥ ১৬ ॥
পতিতস্যাবনৌ তস্য চিন্তয়া সহ দীর্ঘয়া।
শরীরং শতধা জাতং শিলাপাতীব নির্ঝরঃ ॥ ১৭ ॥
সংশীর্ণয়োর্দেহকয়োশ্চিত্তকে ব্যসনাবিলে।
বিচেরতুস্তয়োর্ব্যোম্নি নির্নীড়ৌ বিহগৌ যথা ॥ ১৮ ॥
তত্রাবিবিশতুশ্চান্দ্রং তে চিত্তে রশ্মিজালকম্।
প্রালেয়তামুপেত্যাশু শালিতামথ জগ্মতুঃ ॥ ১৯ ॥
শালীংস্তান্ ভুক্তবান্ পক্কান্ দশার্ণেষু দ্বিজোত্তমঃ।
স শুক্রঃ শুক্রতামেত্য তদ্ভার্য্যাতনয়োভবৎ ॥ ২০ ॥
ততোমুনীনাং সংসর্গাত্তপস্যগ্রে ব্যবস্থিতঃ।
অবসন্মেরুগহনে মন্বন্তরমনিন্দিতঃ ॥ ২১ ॥
তত্র তস্য সমুৎপন্নোমৃগ্যাঃ পুত্রোনরাকৃতিঃ।

উপহতা পতনপ্রতিসন্ধানভয়াৎ গলিতা আকৃতির্দিব্যশরীরং যস্য ॥ ১৫ ॥

পরালূনানি দ্রবীভাবেন বিচ্ছিন্নানি সমস্তাঙ্গানি যস্য। হৃতে দৈবৈর্ব্বলাৎ গৃহীতে স্যন্দনং বিমানং নন্দনং বনং বাসোলঙ্কারাদ্যুপভোগানন্দসাধনং চ যস্য। ধ্বস্তঃ অধঃপতিতঃ। সমিতি যুদ্ধে ॥ ১৬ ॥

শরীরং দ্রবীভূতস্বরূপম্ ॥ ১৭ ॥

চিত্তকে লিঙ্গশরীরে দ্বে। ব্যসনেন দুঃখেন আবিলে অস্বচ্ছে ॥ ১৮ ॥

তত্র ব্যোম্নি আবিবিশতুঃ প্রবিষ্টে। প্রালেয়তাং হিমজলতাম্ ॥ ১৯ ॥

দশার্ণেষু দেশবিশেষেষু। শুক্রতাং রেতস্তাম্ ॥ ২০ ॥

মেরুগহনে ইলাবৃতাদিবর্ষে ॥ ২১ ॥

মৃগ্যা ইতি। অর্থাৎ সাপ্সরাঃ শাপাৎ মৃগীসম্পন্নেতি গম্যতে ॥ ২২ ॥

তৎস্নেহেন পরং মোহং পুনরপ্যাযযৌ ক্ষণাৎ ॥ ২২ ॥
পুত্রস্থাস্থ ধনং মেস্তু গুণাশ্চায়ুশ্চ শাশ্বতম্।
ইত্যনারতচিন্তাভির্জহৌ সত্যামবস্থিতিম্ ॥ ২৩ ॥
ধর্ম্মচিন্তাপরিভ্রংশাৎ পুত্রার্থং ভোগচিন্তয়া।
ক্ষীণায়ুষং তমহরন্ মৃত্যুঃ সর্প ইবানিলম্ ॥ ২৪ ॥
ভোগৈকচিন্তয়া সার্দ্ধং সমমুৎক্রান্তচেতনঃ।
প্রাপ্য মদ্রেশপুত্রত্বমাসীন্মদ্রমহীপতিঃ ॥ ২৫ ॥
মদ্রদেশে চিরং কৃত্বা রাজ্যমুৎসন্নশাত্রবম্।
জরামভ্যাজগামাত্র হিমাশনিরিবাম্বুজম্ ॥ ২৬ ॥
মদ্ররাজতনুং চারুং তপোবাসনয়া সহ।
তত্যাজ তেন জাতোসৌ তপস্বী তাপসাত্মজঃ ॥ ২৭ ॥
সমঙ্গায়া মহানদ্যাস্তটমাসাদ্য তাপসঃ।
তপস্তেপে মহাবুদ্ধিঃ স রাম বিগতজ্বরঃ ॥ ২৮ ॥
বিবিধজন্মদশাং বিবিধাশয়ঃ
সমনুভূয় শরীরপরম্পরাঃ।

সত্যাং শ্রুত্যাদিপ্রমাণনিয়ন্ত্রিতামবস্থিতিং তপোধ্যানদানাদিনিষ্ঠাং জহৌ॥২৩

অহরৎ অগ্রসৎ ॥ ২৪ ॥

মদ্রেশো মদ্ররাজস্তস্য পুত্রত্বং প্রাক্তনব্রাহ্মণ্যাপেক্ষয়া নিকৃষ্টাং ক্ষাত্রযোনিমিত্যাশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অভ্যাজগাম প্রাপ ॥ ২৬ ॥

তপোবাসনয়া বানপ্রস্থধর্ম্মসঞ্চিন্তয়েত্যর্থাদ্গম্যতে ॥ ২৭ ॥

বিগতজ্বরঃ শাস্ত্যাদিনিরস্তরাগাদিসন্তাপঃ ॥ ২৮ ॥

অসৌ প্রশুক্রোভৃগুনন্দনঃ শুক্রো বিবিধাশয়ো নানাবিধবাসনাবাসিতঃ সন্ স তত্তদনুসারিণীং বিবিধজন্মদশাং প্রাপ্য শরীরপরম্পরাঃ নানাশরীরাণি সম্যগনুভূয় দৈবাদ্বৈরাগ্যাদিসাধনসম্প্রাপ্ত্যা সুখং নির্ব্বিক্ষেপং যথাস্যাৎ তথা বরনদ্যাঃ সমঙ্গায়াঃ শুভতটে দৃঢ়বৃক্ষবৎ ছেদনভেদনাদিবিক্ষেপসহস্রেপ্যচঞ্চল-

সুখমতিষ্ঠদসৌ ভৃগুনন্দনো

বরনদীস্থ তটে দৃঢ়বৃক্ষবৎ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে ভার্গবোপাখ্যানে শুক্রবিবিধজন্মানুভবোনাম

নবমঃ সর্গঃ।

——(*)——

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি চিন্তয়তস্তস্য শুক্রস্য পিতুরগ্রতঃ।
জগামাতিতরাং কালো বহুসম্বৎসরাত্মকঃ॥ ১॥
অথ কালেন মহতা পবনাতপজর্জ্জরঃ।
কায়স্তস্য পপাতোর্ব্যাং ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥ ২॥
মনস্তু চঞ্চলাভোগং তাসু তাসু দশাসু চ।
বভ্রামাতিবিচিত্রাসু বনরাজিম্বিবৈণকঃ॥ ৩॥
ভ্রান্তমুদ্ভ্রান্তমভিতশ্চক্রার্পিতমিবাকুলম্।
মনস্তস্য বিশশ্রাম সমঙ্গাসরিতস্তটে॥ ৪॥
অনন্তবৃত্তান্তঘনাং পেলবাং সুদৃঢ়ামপি।
তাং স স্মৃতিদশাং শুক্রোবিদেহোনুভবন্ স্থিতঃ॥ ৫॥
মন্দরাচলসানুস্থা সা তনুস্তস্য ধীমতঃ।

ইহ শুক্রশরীরস্য ভৃগুসন্নিধিবর্ত্তিনঃ।
মৃতপ্রায়স্য পতনং শুষ্কতা চোপবর্ণ্যতে॥ ১॥

ইতি উক্তপ্রকারেণ চিন্তয়তো মনোরাজ্যৈঃ কল্পয়তঃ। পিতুর্ভৃগোরগ্রতঃ॥ ১॥

পবনাতপাভ্যাং জর্জ্জরঃ শিথিলীকৃতঃ॥ ২॥

তাসু তাসু স্বকল্পিতস্বর্গগমনাদিদশাসু। এণকো হরিণঃ॥ ৩॥

ভোগকল্পনাভির্ভ্রান্তম্। জন্মমরণপরম্পরাকল্পনয়োদ্ভ্রান্তম্। বিশশ্রাম বিশ্রান্তিং প্রাপ॥ ৪॥

মনঃকল্পনামাত্রত্বাৎ পেলবাম্। সত্যতাভ্রান্ত্যা প্রাক্তনদেহবিস্মরণাৎ সুদৃঢ়াম্। বিদেহঃ শুক্রদেহনিরপেক্ষঃ॥ ৫॥

চর্ম্মশেষা বহিঃ। অন্তস্ত্বস্থিশেষা॥ ৬॥

তাপপ্রসরসংশুষ্কা চর্ম্মশেষা বভূব হ ॥ ৬ ॥
শরীররন্ধ্রপ্রবহদ্বাতসীৎকাররূপয়া ।
চেষ্টাদুঃখক্ষয়ানন্দাৎ কাকল্যেব প্রগায়তি ॥ ৭ ॥
মনোবরাকমবটে লুঠিতং ভবভূমিষু ।
হসতীবেতি শুভ্রাভ্রসিতয়া দন্তমালয়া ॥ ৮ ॥
দর্শয়ন্তী জগচ্ছূন্যং বপুরক্ষোরকৃত্রিমম্ ।
মুখারণ্যজরৎকূপ রূপয়া গর্ত্তশোভয়া ॥ ৯ ॥
তাপোপতপ্তা সংসিক্তা বর্ষাজলভরেণ সা ।
প্রাগনুস্মরণোল্লাসমিব বাষ্পং বিমুঞ্চতি ॥ ১০ ॥
চণ্ডানিলবিলাসেন লুলিতা বনভূমিষু ।
ধারানিকরপাতেন বিনুন্না জলদাগমে ॥ ১১ ॥
প্রাবৃড়্নির্ঝররূপেণ প্লুতা গিরিনদীতটে ।
পাংশুনা পবনোত্থেন কুঙ্কুমেনেব রূষিতা ॥ ১২ ॥

সা তনুরভিমানদুঃখক্ষয়প্রযুক্তাদানন্দাদ্ধেতোঃ শরীররন্ধ্রেষু বেণুরন্ধ্রেষ্বিব প্রবহতঃ সঞ্চরতো বাতস্য যে বেণুধ্বনিবৎ সীৎকারাস্তদ্রূপয়া কাকল্যা সূক্ষ্মাব্যক্তমধুরধ্বনিনা দেহস্য ঈদৃশী গতিরিতি তচ্চেষ্টাঃ প্রগায়তীবেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥৭॥

তামেব দেহদশামুৎপ্রেক্ষান্তরৈরপি বর্ণয়তি মনোবরাকমিত্যাদিনা । সা তনুর্ভবভূমিষু ভোগাশালক্ষণে অবটে শুষ্কপল্বলে ইতি প্রাগ্বর্ণিতপ্রকারেণ লুঠিতং মনো বরাকং শুভ্রাভ্রসিতয়া দন্তমালয়া হসতীব ॥ ৮ ॥

সা তনুর্ম্মুখমণ্ডলরূপে অরণ্যে জরৎকূপসমূহরূপয়া নাসানয়নবক্ত্রাদিগর্ত্তানাং শোভয়া অকৃত্রিমং স্বাভাবিকং জগতঃ শূন্যমসদ্রূপতাং বিবেকিনাং বপুরক্ষোঃ প্রত্যক্ষং দর্শয়ন্তীব স্থিতেত্যর্থঃ। বপুর্গ্রহণং তদাশ্রিতপ্রমাণান্তরোপলক্ষণার্থম্ ॥ ৯ ॥

প্রাক্ তাপোপতপ্তা পশ্চাৎ সংসিক্তা। প্রাগনুস্মরণং স্ববন্ধুভূতপূর্ব্বপূর্ব্বদেহপরম্পরানুস্মরণং তৎপ্রযুক্তাৎ দুঃখাৎ আনন্দাদ্বা উল্লসতীতি প্রাগনুস্মরণোল্লাসং বাষ্পম্। অশ্রুধূমাভাসয়োঃ শ্লেষাদভেদারোপঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

প্রাবৃড়্নির্ঝরস্য রূপেণ ধাতুরাগেণ প্লুতা রঞ্জিতা ॥ ১২ ॥

শুষ্ককাষ্ঠবদালোলা বাতেষু কৃতখাকৃতিঃ।
তারমারুতসীৎকারে বনে তপ ইবাস্থিতা ॥ ১৩ ॥
বক্রা শুষ্কান্ত্রতন্ত্রী চ ভূতভাঙ্কারকারিণী।
অরণ্যলক্ষ্মীর্ব্বাল্যেব শূন্যা চর্ম্মময়োদরী ॥ ১৪ ॥
রাগদ্বেষবিহীনত্বাৎ তস্য পুণ্যাশ্রমস্য তু।
মহাতপস্ত্বাচ্চ ভৃগোর্ন ভুক্তা মৃগপক্ষিভিঃ ॥ ১৫ ॥
যমনিয়মকৃশীকৃতাঙ্গযষ্টি
শ্চরতি তপঃ স্ম ভৃগূদ্বহস্য চেতঃ।
তনুরথ পবনাপনীতরক্তা
চিরমলুঠন্মহতীষু সা শিলাসু ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে ভার্গবকলেবরবর্ণনং নাম
নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

খাকৃতির্ব্বিলোড়নোত্থখড়্শব্দকরণম্। অব্যক্তানুকরণাড্ডাচি বহুলগ্রহণান্ন দ্বিত্বম্ ॥ ১৩ ॥

ভূতানাং ভাঙ্কারো ভয়ঙ্করধ্বনিস্তৎকরণশীলা অরণ্যলক্ষ্মীঃ অলক্ষ্মী। বাল্যা বলিকর্ম্মণা আহারেণেতি যাবৎ। ব্রাহ্মণাদেরাকৃতিগণত্বাৎ কর্ম্মণি ষ্যঞ্ ঙীষ্। চর্ম্মময়োদরী চর্ম্মমাত্রশেষোদরী ॥ ১৪ ॥

তর্হি সা তনুঃ শ্বাপদগৃধ্রাদিভিঃ কুতোন ভক্ষিতা তত্রাহ রাগেতি। সপ্রাণত্বাচ্চ ন বিশীর্ণেত্যপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৫ ॥

যমনিয়মাভ্যাং কৃশীকৃতা অঙ্গযষ্টিঃ স্বকল্পিতশরীরান্তরং যেন। ক্লীবেপি বিভক্ত্যলুক্ ছান্দসঃ। ভৃগূদ্বহস্য শুক্রস্য চেতশ্চিত্তং তপশ্চরতি স্ম সমঙ্গাতটে। সা প্রাক্তনী শুক্রতনুঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারাগায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

—)()(—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ বর্ষসহস্রেণ দিব্যেন পরমেশ্বরঃ।
ভৃগুঃ পরমসম্বোধাৎ বিররাম সমাধিতঃ॥ ১॥
নাপশ্যদগ্রে তনয়ং বিনয়াবনতাননম্।
সামন্তং গুণসেনায়াঃ পুণ্যং মূর্ত্তমিব স্থিতম্॥ ২॥
অপশ্যৎ কেবলং কায়কঙ্কালং পুরতোমহৎ।
দেহযুক্তমিবাভাগ্যং দারিদ্র্যমিব মূর্ত্তিমৎ॥ ৩॥
তাপশুষ্কবপুঃ কৃত্তি রন্ধ্রস্ফুরিততিত্তিরি।
সংশুষ্কান্ত্রোদরগুহা ছায়াবিশ্রান্তদর্দুরম্॥ ৪॥
নেত্রগর্ত্তকসংসক্ত প্রসূতনবকীটকম্।
পর্শুকাপঞ্জরপ্রোত কোশকারকৃমিব্রজম্॥ ৫॥

দৃষ্টপুত্রতনোঃ কোপো ভৃগোরত্রোপবর্ণ্যতে।
কালং প্রত্যথ কালেন বোধনঞ্চাত্মবিদ্যয়া॥ ১॥

পরমং পরমাত্মানং সম্বোধয়তি স্ফুটং দর্শয়তীতি পরমসম্বোধঃ সমাধিস্তঃ॥ ১॥

গুণসেনায়া গুণসমূহস্য সামন্তমধিষ্ঠাতারম্॥ ২॥

কায়লক্ষণং কঙ্কালং শবম্॥ ৩॥

কঙ্কালমেব বর্ণয়তি তাপেত্যাদিনা। তাপেনাতপেন শুষ্কবপুঃ। রাহুঃ সর্পশিরা ইতিবৎ বহুব্রীহিঃ। কৃত্তিরন্ধ্রেষু চর্ম্মচ্ছিদ্রেষু কৃতনীড়ত্বাৎ স্ফুরিতা স্তিত্তিরয়ঃ পক্ষিভেদা যত্র। সংশুষ্কান্ত্রায়া উদরগুহায়াশ্ছায়ায়াং বিশ্রান্তা দর্দুরা ভেকা যস্য॥ ৪॥

নেত্রগর্ত্তকে সংসক্তা প্রসূতা অপত্যপরম্পরাভির্বৃদ্ধা নবকীটকা যস্য। পর্শুকানি পার্শ্বাস্থীনি তল্লক্ষণে পঞ্জরে প্রোতাঃ কোশকারকৃময়ঃ পূর্ব্বদেশ-

প্রাক্তনীমুপভোগেহা-মিষ্টানিষ্টফলপ্রদাম্।
ধারাধৌতান্ত্রয়া তদ্বৎ ভৃশং শুষ্কাস্থিমালয়া ॥ ৬ ॥
শিরোঘটেন শুভ্রেণ মসৃণেনেন্দুবর্চ্চসা।
বিড়ম্বয়ঞ্চ কর্পূরা-প্লুতলিঙ্গশিরঃশ্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥
ঋজ্ব্যা সংশুষ্কশিরয়া স্বাস্থিমাত্রাবশেষয়া।
গ্রীবয়াত্মানুসৃতয়া দীর্ঘীকুর্ব্বদিবাকৃতিম্ ॥ ৮ ॥
মৃণালিকাপাণ্ডুরয়া ধারাবভৃতমাংসয়া।
নাসাগ্রাস্থিকয়া বক্ত্রে কৃতসীমাকৃতিং দধৎ ॥ ৯ ॥
দীর্ঘকন্ধরয়া নূনমুন্নতীকৃতবক্ত্রয়া।
প্রেক্ষমাণমিব প্রাণানুৎক্রান্তানম্বরোদরে ॥ ১০ ॥
জঙ্ঘোরুজানুদোর্দ্দণ্ডৈ র্দ্বিগুণাং দীর্ঘতাং গতৈঃ।
প্রতিষ্ঠানমিবাশান্তং দীর্ঘাধ্বশ্রমভীতিতঃ ॥ ১১ ॥
উদরেণাতিরিক্তেন চর্ম্মশেষেণ শোষিণা।

প্রসিদ্ধা (রেশম পোকা ইতি বিখ্যাতা) লূতা বা ॥ ৫ ॥

উপভোগেহাং ভোগবাসনাং শুষ্কাস্থিমালয়া বিড়ম্বয়দিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। নানা-বৈচিত্র্যসন্ধিবন্ধৈর্দ্দেহারম্ভকত্বেন চাস্থ্নাং বাসনানাঞ্চ সাম্যাৎ ॥ ৬ ॥

ত্বচোবিশীর্ণত্বেনাস্থিমাত্রশেষাদিন্দুবর্চ্চসা পূজাবিশেষে কর্পূরৈরাপ্লুতস্যাভি-ষিক্তস্য শিবলিঙ্গশিরসঃ শ্রিয়ং শোভাং বিড়ম্বয়ৎ অনুকুর্ব্বৎ ॥ ৭ ॥

বাসনাপ্রসৃতমাত্মানমনুসৃতয়েব ॥ ৮ ॥

বর্ষধারাভিরবভৃতমাংসয়া শীর্ণমাংসয়া নাসাগ্রাস্থিকয়া বক্ত্রে মুখমণ্ডলে কৃতঃ সীমা মধ্যাবধারণশঙ্কুর্যস্য তদাকৃতিং দধৎ। নাসাস্থ্যগ্রস্য মুখমণ্ডল-মধ্যত্বাদিত্যর্থঃ। নাসাগ্রস্থিতয়েতি পাঠে অস্থিকয়েতি বিশেষ্যমধ্যাহার্য্যম্ ॥৯॥

দীর্ঘয়া কন্ধরয়া গ্রীবয়া ॥ ১০ ॥

দণ্ডশব্দস্য প্রাণ্যঙ্গবচনত্বাভাবান্ন দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। জঙ্ঘাদিভিরষ্টভিঃ আ শান্তং অষ্টদিগন্তং প্রতি প্রতিষ্ঠানং প্রতিষ্ঠমানং প্রস্থানং কুর্ব্বাণমিব বিশ্লিষ্য পলায়নকামমিবেত্তি যাবৎ। সুগভাবশ্ছান্দসঃ। দীর্ঘাধ্বশ্রমভীতিত ইতি

প্রদর্শয়দিবাজ্ঞস্য হৃদয়স্যাতিশূন্যতাম্ ॥ ১২ ॥
প্রেক্ষ্য তচ্ছুষ্ককঙ্কাল মালানং দুঃখদন্তিনঃ।
পূর্ব্বাপরপরামর্শমকুর্ব্বন্ ভৃগুরুত্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
আলোকনমকালে হি প্রতিভানং ততোভৃগোঃ।
চিরমুৎক্রান্তজীবঃ কিং মৎপুত্রোয়মিতি ক্ষণাৎ ॥ ১৪ ॥
অচিন্তয়ত এবাস্য ভবিষ্যং তনয়ং ততঃ।
কালং প্রতি বভূবাশু কোপঃ পরমদারুণঃ ॥ ১৫ ॥
অকাল এব মৎপুত্রো নীতঃ কিমিতি কোপিতঃ।
কালায় শাপমুৎস্রষ্টুং ভগবানুপচক্রমে ॥ ১৬ ॥
অথাকলিতরূপোসৌ কালঃ কবলিতপ্রজঃ।
আধিভৌতিকমাস্থায় বপুর্ম্মুনিমুপাযযৌ ॥ ১৭ ॥
খড়্গপাশধরঃ শ্রীমান্ কুণ্ডলী কবচান্বিতঃ।
ষড়্ভুজঃ ষণ্মুখোবহ্ব্যা বৃতঃ কিঙ্করসেনয়া ॥ ১৮ ॥
যচ্ছরীরসমুত্থেন জ্বালাজালেন বল্গতা।
ফুল্লকিংশুকবৃক্ষস্য বভারাদ্রেঃ শ্রিয়ং নভঃ ॥ ১৯ ॥
যৎকরস্থত্রিশূলাগ্র নিঃস্থৈতেরগ্নিমণ্ডলৈঃ।

তত্র হেতুঃ প্রেক্ষা। ন হি দীর্ঘে পরলোকাধ্বনি কায়বহনশ্রমঃ সোঢ়ুং শক্যত ইতি ভয়াদিবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

আলানং বন্ধনস্তম্ভম্ ॥ ১৩ ॥

আলোকনমালোকস্তৎসমকালং প্রতিভানং বক্ষ্যমাণবিতর্কঃ অভূদিতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

ভবিষ্যমবশ্যভাবার্থমচিন্তয়তঃ। তনয়ং মৃতং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

অকলিতরূপঃ অরূপোপীতি যাবৎ। আকলিতং কল্পিতং রূপং যেনেতি বা ॥ ১৭ ॥

প্রতিপার্শ্বং ষড়্ভুজোদ্বাদশমাসভুজ ইত্যর্থঃ। ষড়্ঋতুমুখঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

বিরেজুরুদিতৈরাশাঃ কানকৈরিব কুণ্ডলৈঃ ॥ ২০ ॥
যৎপরশ্বসনাপাস্ত শিখরা মেদিনীভৃতঃ।
দোলামিব সমারূঢ়াশ্চেলুঃ পেতুশ্চ ঘূর্ণিতাঃ ॥ ২১ ॥
যৎখড়্গমণ্ডলোদ্যোতৈঃ শ্যামং বিম্বং বিবস্বতঃ।
কল্পদগ্ধজগদ্ধূম পর্য্যাকুলমিবাবভৌ ॥ ২২ ॥
স উপেত্য মহাবাহো কুপিতং তং মহামুনিম্।
কল্পক্ষুব্ধাব্ধিগম্ভীরং সান্ত্বপূর্ব্বমুবাচ হ ॥ ২৩ ॥
বিজ্ঞাতলোকস্থিতয়ো মুনে দৃষ্টপরাবরাঃ।
হেতুনাপি ন মুহ্যন্তি কিন্নু হেতুং বিনোত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥
ত্বমনন্ততপা বিপ্রো বয়ং নিয়তিপালকাঃ।
তেন সম্পূজ্যসে পূজ্যঃ সাধো নেতরয়েচ্ছয়া ॥ ২৫ ॥
মা তপঃ ক্ষপয়াবুদ্ধে কল্পকালমহানলৈঃ।
যোন দগ্ধোস্মি মে তস্য কিং ত্বং শাপেন ধক্ষ্যসি ॥ ২৬ ॥
সংসারাবলয়োগ্রস্তা নিগীর্ণারুদ্রকোটয়ঃ।

আশা দিশঃ। কানকৈঃ কনকময়ৈঃ ॥ ২০ ॥

পরেণ প্রবলেন শ্বসনেন শ্বাসবায়ুনা অপাস্তশিখরাঃ ॥ ২১ ॥

কল্পে প্রলয়কালে দগ্ধস্য জগতোধূমেন পর্য্যাকুলং মুখমিব বিকৃতম্ ॥২২॥

মহাবাহো ইতি রামস্য রাজ্ঞোবা সম্বোধনম্ ॥ ২৩ ॥

হেতুনা পরাপরাধাদিনিমিত্তেন সতাপি ॥ ২৪ ॥

ইতরয়া শাপভয়াদিনিমিত্তয়া ॥ ২৫ ॥

শাপদানে প্রত্যুত তবৈবানিষ্টং স্যান্ন মমেত্যাশয়েনাহ মা তপ ইতি। অবুদ্ধে ব্যর্থবুদ্ধে ইতি ক্ষেপচ্ছলেন জ্ঞানবাধিতত্বাদবিদ্যমানবুদ্ধে ইতি প্রশংসা। সমানবাক্যে যুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যা ইতি কাত্যায়নবচনবিরোধাদ্ভিন্নবাক্যস্থপদাৎ পরস্য মে ইত্যাদেশচ্ছান্দসঃ ॥ ২৬ ॥

অপ্রধৃষ্যতামুক্ত্বা স্বস্যাব্যাহতশক্তিতামাহ সংসারেতি। সংসারাবলয়ো ব্রহ্মাণ্ডপংক্তয়ঃ। ক কস্মিন্ বিষয়ে ন শক্তাস্তমুদাহরেত্যর্থঃ। ক মু শপ্তা ইতি

ভুক্তানি বিষ্ণুবৃন্দানি ক ন শক্তা বয়ং মুনে ॥ ২৭ ॥
ভোক্তারোহি বয়ং ব্রহ্মন্ ভোজনং যুষ্মদাদয়ঃ।
স্বয়ং নিয়তিরেষা হি নাবয়োরেতদীহিতম্ ॥ ২৮ ॥
স্বয়মূর্দ্ধং প্রয়ান্ত্যগ্নিঃ স্বয়ং যান্তি পয়াংস্যধঃ।
ভোক্তারং ভোজনং যাতি সৃষ্টিং চাপ্যন্তকঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥
ইদমিত্থং মুনেরূপং মমেহ পরমাত্মনঃ।
স্বাত্মনি স্বয়মেবাত্মা স্বতএব বিজৃম্ভতে ॥ ৩০ ॥
নেহ কর্ত্তা ন ভোক্তাস্তি দৃষ্ট্যা নষ্টকলঙ্কয়া।
বহবশ্চেহ কর্ত্তারো দৃষ্ট্যাঽনষ্টকলঙ্কয়া ॥ ৩১ ॥
কর্ত্তৃতাকর্তৃতে ব্রহ্মন্ কেবলং পরিকল্পিতে।
অসম্যগ্দর্শনেনৈব ন সম্যগ্দর্শনস্য তে ॥ ৩২ ॥
পুষ্পাণি তরুখণ্ডেষু ভূতানি ভুবনেষু চ।

পাঠে তু ক কস্মিন্নপরাধে কেন বা শাপেনাভিভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

স্বয়ং নিয়তিঃ স্বাভাবিকী মর্যাদা। ঈহিতমিচ্ছাদ্বেষাদিনিমিত্তান্তরকৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সৃজ্যাত ইতি সৃষ্টিস্তাং জন্মভাবমিত্যর্থঃ। অন্তকো বিনাশকালঃ। স যদ্যদেবাসৃজত তত্তদত্তুমধ্রিয়তে ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

কুতস্তব সর্বভোক্তৃতা কিম্বা স্বরূপং তত্রাহ ইদমিতি। ইহ মূর্ত্তামূর্ত্তং জগৎ পরমাত্মনো মম ইত্থং ভোজ্যস্বভাবতয়ৈব স্বস্মিন্ কল্পিতং রূপম্। যতঃ পরমাত্মা স্বাত্মনি স্বয়মেব জগদাত্মনা বিজৃম্ভতে। অতঃ স্বয়মেবোপসংহরতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ইদমপ্যৌপনিষদব্যবহারদৃশোক্তং পরমার্থদৃশা ত্বাহ নেহেতি। কর্ম্মঠদৃষ্ট্যা ত্বাহ বহব ইতি। অনষ্টকলঙ্কয়েতি চ্ছেদঃ ॥ ৩১ ॥

সম্যগ্দর্শনং তত্ত্বসাক্ষাৎকারো যস্য তস্য তে কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতে ন স্তঃ ॥ ৩২ ॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুরিত্যাদি ভগবদ্দর্শিতং পক্ষমাশ্রিত্যাহ পুষ্পাণীতি হেতুনামভিঃ কর্ত্তাদিশব্দৈঃ। হেতুনা বিধিরিতি পাঠে বিধীয়ত ইতি বিধিঃ প্রাণিকর্ম্মৈব স্বাক্ষিপ্তেন হেতুনা নিমিত্তবৈচিত্র্যেণ বিচিত্র-

স্বয়মায়ান্তি যান্তীহ কল্পতে হেতুনামভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অবিবম্বিতস্য চন্দ্রস্য চলনে কত্র্´কর্ত্তৃতে।
ন সত্যে নানৃতে যদ্বৎ তদ্বৎ কালস্য স্বষ্টিষু ॥ ৩৪ ॥

মনোমিথ্যাভ্রমাভোগে কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতাময়ীম্।
করোতি কলনাং রজ্জ্বাং ভ্রান্তেক্ষণ ইবাহিতাম্ ॥ ৩৫ ॥

তেন মা গা মুনে কোপ মাপদামীদৃশঃ ক্রমঃ।
তৎ যথা তৎ তথৈবাশু সত্যমালোকয়াকুলঃ ॥ ৩৬ ॥

ন বয়ম্প্রতিভার্থেহা নাভিমানবশীকৃতাঃ।
স্বতোহি তাত বশগাঃ কেবলং নিয়তৌ স্থিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রকৃতব্যবহারেহা নিয়তীর্নিয়তের্ব্বশাৎ।
প্রাজ্ঞাঃ সমভিবর্ত্তন্তে নাভিমানমহাতমঃ ॥ ৩৮ ॥

কর্ত্তব্যমেব নিয়তং কেবলং কার্য্যকোবিদৈঃ।
সুষুপ্তিবৃত্তিমাশ্রিত্য কদাচিত্ত্বন্ন নাশয় ॥ ৩৯ ॥

কার্য্যেহপি কল্পতে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

পরমার্থদৃশা অভাবাৎ ন সত্যে ব্যবহারসম্বাদাৎ নানৃতে। কালস্য কালরূপস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

ভ্রান্তেক্ষণো দুষ্টদৃষ্টিঃ ॥ ৩৫ ॥

তেন বর্ণিতরীত্যা অপরাধাসম্ভবেন। আকুলঃ সন্ কোপং মা গাঃ ॥ ৩৬ ॥

রাগাভিমানাদিবশাৎ ত্বৎপুত্রবধে অপরাধিতা স্যাৎ ন চ মেতৌ স্ত ইত্যাহ ন বয়মিতি প্রতিভার্থে ভ্রান্তিকল্পিতখ্যাতিপূজাদ্যর্থে ঈহা রাগো যেষাম্। অস্মদোর্দ্বয়োশ্চেতি বহুবচনম্। ত্বৎসমীপাগমনমপি ন ত্বৎক্রোধভয়াৎ কিন্তু তপস্বিনো মান্যা ইতি নিয়তিবশাদিত্যাশয়েনাহ স্বত ইতি ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বপ্রাজ্ঞানুসারিত্বাৎ নিয়তিবশ্যতা মমোচিতা তব তু ক্রোধাভিমানতমোঽনুবৃত্তিরনুচিতেত্যাশয়েনাহ প্রকৃতেতি। জগন্মর্য্যাদাপালকেশ্বরেচ্ছালক্ষণ মহানিয়তের্ব্বশাদবাস্তরপ্রকৃতব্যবহারেচ্ছা নিয়তীঃ সমনুবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

কার্য্যকোবিদৈর্ব্যবহারচতুরৈঃ কর্ত্তব্যমেব অবশ্যং কর্ত্তব্যং নিয়তং মত্বা

ক সাজ্ঞানময়ী দৃষ্টিঃ ক মহত্ত্বং ক ধীরতা।
মার্গে সর্ব্বপ্রসিদ্ধেপি কিমন্ধ ইব মুহ্যসি ॥ ৪০ ॥
স্বকর্ম্মফলপাকোত্থামবিচার্য্য দশাং মুনে।
কিং মূর্খ ইব সর্ব্বজ্ঞ মুধা মাং শপ্তুমিচ্ছসি ॥ ৪১ ॥
দেহিনামিহ সর্ব্বেষাং শরীরং দ্বিবিধং মুনে।
কিং ন জানাসি তং দেহমেকমন্যন্মনোভিধম্ ॥ ৪২ ॥
তত্র দেহো জড়োত্যর্থমাবিনাশপরায়ণঃ।
মনস্তুচ্ছঞ্চ নিয়তং কদর্থীক্রিয়তে তব ॥ ৪৩ ॥
চতুরেণ যথা সাধো রথঃ সারথিনোহ্যতে।
কুর্ব্বতা কিঞ্চন স্নেহাদ্দেহোয়ং মনসা তথা ॥ ৪৪ ॥
অসৎসঙ্কল্পঃ ক্রিয়তে সচ্ছরীরং বিনাশ্যতে।
ক্ষণেন মনসা পঙ্কপুরুষঃ শিশুনা যথা ॥ ৪৫ ॥
চিত্তমেবেহ পুরুষস্তৎ কৃতং কৃতমুচ্যতে।
তদ্বদ্ধং কলনাহেতোঃ কলনাস্তং বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

চিত্তমর্য্যাদাপালনং ত্বং সুষুপ্তবৃত্তিং তমোবৃত্তিমাশ্রিত্য ন নাশয়। কদাচিদপি নাশয়া ইতি পাঠে তু স্পষ্টম্ ॥ ৩৯ ॥

সর্ব্ব প্রাজ্ঞপ্রসিদ্ধে ॥ ৪০ ॥

মুধা ব্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥

ইত্থং ভৃগোর্ম্মোহং বিনিন্দ্য প্রসুপ্তং জ্ঞানং প্রোবোধয়িতুমুপক্রমতে—দেহিনামিত্যাদিনা। তং প্রসিদ্ধং স্থূলম্ ॥ ৪২ ॥

আবিনাশঃ ঈষৎ নিমিত্তেনাপি বিনাশঃ। নিয়তং আমোক্ষস্থায়ি। তুচ্ছং প্রাতিভাসিকম্। কদর্থীক্রিয়তে ক্রোধাদিনা পীড্যতে ॥ ৪৩ ॥

স্নেহাদভিমানাৎ কিঞ্চন ঈদৃশমিতি বিশিষ্য বক্তুমশক্যং অন্তর্ব্যাপারং কুর্ব্বতা ॥ ৪৪ ॥

অসৎ দেহান্তরবিষয়ঃ সঙ্কল্পঃ ক্রিয়তে। সৎ পূর্ব্বসিদ্ধং বিনাশ্যতে। পঙ্কপুরুষঃ আর্দ্রমৃৎপুত্রিকা ক্রীড়ার্থা ॥ ৪৫ ॥

অসৎসঙ্কল্পনমেব কলনা তদ্রূপাৎ হেতোর্ব্বদ্ধম্ ॥ ৪৬ ॥

অয়ং দেহ ইবাত্রস্থ গিদমঙ্গমিদং শিরঃ।
ইদং স্ফারবিকারং তন্মন এবাভিধীয়তে ॥ ৪৭ ॥
মনো হি জীবাজ্জীবাখ্যং নিশ্চয়ৈকতয়ানুধীঃ।
অহঙ্কারোভিমন্তৃত্বান্নানাতা স্বয়মেব হি ॥ ৪৮ ॥
দেহবাসনয়া চেতস্ত্বন্যানি স্বানি চেচ্ছয়া।
পার্থিবানি শরীরাণি হ্রসন্তি পরিপশ্যতি ॥ ৪৯ ॥
আলোকয়তি চেৎ সত্যং তদা সত্যময়ীং মনঃ।
শরীরভাবনাং ত্যক্ত্বা পরামায়াতি নির্বৃতিম্ ॥ ৫০ ॥
তন্মনস্তব পুত্রস্য সমাধৌ ত্বয়ি সংস্থিতে।
স্বমনোরথমার্গেণ দূরাদ্দূরতরং গতম্ ॥ ৫১ ॥
ইমমৌশনসং ত্যক্ত্বা দেহং মন্দরকন্দরে।
প্রযাতোবৈবুধং সদ্ম নীড়োড্ডীনঃ খগোযথা ॥ ৫২ ॥
তত্র মন্দরকুঞ্জেষু পারিজাততলেষু চ।
নন্দনোদ্যানখণ্ডেষু লোকপালপুরেষু চ ॥ ৫৩ ॥
মুনে চতুর্যুগান্যষ্টৌ বিশ্বাচীং দেবসুন্দরীম্।
অসেবত মহাতেজাঃ ষট্পদঃ পদ্মিনীমিব ॥ ৫৪ ॥

তস্য দেহকলনাপ্রকারমভিনয়ন্নাহ অয়মিতি ॥ ৪৭ ॥

একমেব মনো যথা পূর্ব্বপূর্ব্বজীবাজ্জীবান্তরাখ্যং ভবতি তথা জীবটোপাখ্যানে বক্ষ্যতে। মনঃসঙ্কল্পিতের্থে নিশ্চয়ৈকতয়া মন এব তদনুধীর্ভবতি। অভিমন্তৃত্বাদহঙ্কার ইতি মনঃ স্বয়মেব নানাতা নানাত্বং ভবতীত্যর্থঃ॥৪৮॥ ॥৪৯॥

ইদং চ মনসো দেহাদিকল্পকত্বমাত্মসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তমেব নোত্তরত্রেত্যাহ আলোকয়তীতি ॥ ৫০ ॥

এবং ভৃগুং প্রবোধ্য মনোবিলাসমাত্রকৃতাস্তৎপুত্রকথাং প্রস্তৌতি তদিতি ॥ ৫১ ॥

ইমং ত্বয়া দৃশ্যমানম্ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

দেবসুন্দরীমপ্সরসম্ ॥ ৫৪ ॥

তীব্রসম্বেগসম্পন্ন স্বসঙ্কল্পোপকল্পিতে।
অথ পুণ্যক্ষয়ে জাতে নীহার ইব শার্ব্বরে ॥ ৫৫ ॥
প্রম্লানকুসুমোত্তংসঃ খিন্নাঙ্গাবয়বোল্লসঃ।
স পপাত তয়া সার্দ্ধং কালপক্কং ফলং যথা ॥ ৫৬ ॥
বৈবুধং তৎ পরিত্যজ্য নভস্যেব শরীরকম্।
ভূতাকাশমথাসাদ্য বসুধায়াং ব্যজায়ত ॥ ৫৭ ॥
আসীদ্বিপ্রো দশার্ণেষু কোসলেষু মহীপতিঃ।
ধীবরোথ মহাটব্যাং হংসস্ত্রিপথগাতটে ॥ ৫৮ ॥
সূর্য্য বংশে নৃপঃ পৌণ্ড্রঃ সৌরশাল্বেষু দেশিকঃ।
কল্পং বিদ্যাধরঃ শ্রীমান্ ধীমানথ মুনেঃ সুতঃ ॥ ৫৯ ॥
মদ্রেম্বথ মহীপালস্ততস্তাপসবালকঃ।
বাসুদেব ইতিখ্যাতঃ সমঙ্গায়াস্তটে স্থিতঃ ॥ ৬০ ॥
অন্যাস্বপি বিচিত্রাসু বাসনাবশতঃ স্বয়ম্।
বিষমাস্বেব পুত্রস্তে চচারান্তরযোনিষু ॥ ৬১ ॥
অভূদ্বিন্ধ্যনগে ভূয়ঃ কিরাতঃ কৈকটেষু চ।
সৌবীরেম্বথ সামন্ত স্ত্রিগর্ত্তেষু চ গর্দ্দভঃ ॥ ৬২ ॥
বংশগুল্মঃ কিরাতেষু হরিণশ্চীনজঙ্গলে।

স্বর্গ ইব পুণ্যক্ষয়াৎ তৎপাতোপি মনঃকল্পনয়ৈবেত্যাশয়েনাহ তীব্রেতি॥৫৫॥
উত্তংসকুসুমম্লান্যাদিকং স্বর্গে পুণ্যক্ষয়চিহ্নম্ ॥ ৫৬ ॥
অজায়ত জন্মলেভে ॥ ৫৭ ॥
তস্য তত্তদ্বাসনাকর্ম্মানুসারীণি পূর্ব্বমুক্তান্যমুক্তানি চ বহূনি জন্মান্যাহ। আসীদিত্যাদিনা ॥ ৫৮ ॥
পৌণ্ড্রঃ পুণ্ড্রদেশাধিপতিঃ দেশিকো মন্ত্রসিদ্ধঃ অন্যেষামুপদেষ্টা। অতএব মন্ত্রোপাস্তিপ্রভাবাৎ কল্পং বিদ্যাধরঃ অথ অনন্তরং মুনেঃ সুতোজাতঃ ॥৫৯॥৬০॥
নৈতাবন্ত্যেবাস্য জন্মানি কিন্ত্বন্যান্যপ্যাসন্নিত্যাহ অন্যাস্বপীতি ॥ ৬১ ॥
সামন্তোমণ্ডলেশ্বরঃ তত্র কৃতৈঃ পাপৈঃ তির্য্যক্স্থাবরাদিজন্মান্যপি দর্শ-

সরীসৃপস্তালবৃক্ষে তমালে বনকুক্কুটঃ ॥ ৬৩ ॥
অয়ং স পুত্রোভবতো ভূত্বা মন্ত্রবিদাম্বরঃ।
প্রজজাপ পুরা বিদ্যাং বিদ্যাধরপুরপ্রদাম্ ॥ ৬৪ ॥
তেনাসাবভবৎব্রহ্মন্ ব্যোম্নি বিদ্যাধরোমহান্।
হারকুণ্ডলকেয়ূর লীলানিচয়লালকঃ ॥ ৬৫ ॥
নায়িকানলিনীভানুঃ পুষ্পচাপ ইবাপরঃ।
বিদ্যাধরীণাং দয়িতো গন্ধর্ব্বপুরভূষণঃ ॥ ৬৬ ॥
স কল্পাবধিমাসাদ্য দ্বাদশাদিত্যধামনি।
জগাম ভস্মশেষত্বং শলভঃ পাবকে যথা ॥ ৬৭ ॥
জগন্নির্ম্মাণরহিতে স্ফারে নভসি সা ততঃ।
বাসনা তস্য বভ্রাম নির্নীড়া বিহগী যথা ॥ ৬৮ ॥
অথ কালেন সঞ্জাতে বিচিত্রারম্ভকারিণি।
সংসাররচনারম্ভে ব্রাহ্মে রাত্রিবিপর্য্যয়ে ॥ ৬৯ ॥
সা মুনে বাসনা তস্য বাতব্যাচলিতা সতী।
কৃতে ব্রাহ্মণতামেত্য জাতোদ্য বসুধাতলে ॥ ৭০ ॥
বাসুদেবাভিধানোসৌ মুনে বিপ্রকুমারকঃ।
জাতোমতিমতাং মধ্যে সমধীতাখিলশ্রুতিঃ ॥ ৭১ ॥
কল্পং বিদ্যাধরোভূত্বা নদ্যাস্ত্বথ মহামুনে।

য়তি ত্রিগর্ত্তেষ্বিত্যাদিনা ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

কল্পং বিদ্যাধরোভবদিতি যদুক্তং প্রাক্ তৎ সনিমিত্তং প্রপঞ্চয়তি—অয়ং স ইত্যাদিনা ॥ ৬৪ ॥

হারকেয়ূরাদিভির্লীলানিচয়ৈশ্চ লালকো বিলাসয়িতা স্ত্রীণাম্ ॥ ৬৫ ॥

অতএব স তাসাং প্রিয়তম ইত্যাশয়েনাহ নায়িকেতি ॥ ৬৬ ॥

দ্বাদশাদিত্যধামনি কল্পান্তে যুগপদুদিতদ্বাদশাদিত্যার্চ্চিষি ভস্মতাম্ ॥ ৬৭-৬৮ ॥ ৬৯ ॥

কৃতে আদ্যযুগে ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

তপশ্চরতি তে পুত্রঃ সমঙ্গায়াস্তটে স্থিতঃ ॥ ৭২ ॥

বিবিধবিষয়বাসনানুবৃত্ত্যা
খদিরকরঞ্জকরালকোটরাসু।
জগতি জঠরযোনিষু প্রজাতো
গহনতরাসু চ কাননস্থলীষু ॥ ৭৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে কালবচনং নাম
দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

উপসংহরতি বিবিধেতি। খদিরকরঞ্জকণ্টককরালগিরিকোটরকল্লাসু জঠরযোনিষু গর্ভবাসভেদেষু প্রয়াতোভ্রান্তঃ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

একাদশঃ সর্গঃ।

—)()(—

কাল উবাচ।

অদ্যোদ্দামতরঙ্গৌঘ ভাঙ্কাররণিতানিলে।
তীর এব তরঙ্গিণ্যা স্তপস্তপতি তে সুতঃ॥ ১॥
জটাবানক্ষবলয়ী জিতসর্ব্বেন্দ্রিয়ভ্রমঃ।
তত্র বর্ষশতাম্যষ্টৌ সংস্থিতস্তপসি স্থিরে ॥ ২॥
যদীচ্ছসি মুনে দ্রষ্টুং তং স্বপ্নাভং মনোভ্রমম্।
তং সমুন্মীল্য বিজ্ঞান-নেত্রমাশু বিলোকয়॥ ৩॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্তে জগদীশেন কালেন সমদৃষ্টিনা।
মুনিঃ সঞ্চিন্তয়ামাস জ্ঞানাক্ষ্ণা তনয়েহিতম্॥ ৪॥
দদর্শ চ মুহূর্ত্তেন প্রতিভানবশাদসৌ।
পুত্রোদন্তমশেষেণ বুদ্ধিদর্পণবিম্বিতম্॥ ৫॥
পুনর্ম্মন্দরসানুস্থাং স্বস্থাং কালাগ্রসংস্থিতাম্।

ভৃগোর্যোগদশা সম্যক্ পুত্রবৃত্তান্তদর্শনাৎ।
বর্ণ্যতে কালসম্বাদাৎ মনঃক্রিড়া জগৎস্থিতিঃ॥ ১॥

তরঙ্গৌঘানাং ভাঙ্কারৈর্ম্মন্দ্রধ্বনিভিঃ রণিতা ধ্বনন্তোঽনিলা যত্র। তরঙ্গিণ্যাঃ সমঙ্গায়াঃ। তপস্তপতি তপঃ করোতি॥ ১॥ ২॥

তং পুত্রচরিত্রাত্মকং পুত্রমনোভ্রমম্। বিজ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানং যোগস্তন্নেত্রং সম্যগুন্মীল্য উদ্ঘাট্য॥ ৩॥

তনয়েহিতং পুত্রচরিত্রম্॥ ৪॥

পুত্রস্যোদন্তং বৃত্তান্তম্ যোগজধর্ম্মজবিশুদ্ধবুদ্ধিদর্পণে বিম্বিতমিব প্রত্যক্ষম্॥ ৫॥

অত্র ভৃগুঃ স্বদেহান্নির্গত্য তেষু তেষু প্রদেশেষু সমঙ্গাতটান্তেষু পুত্র-

সমঙ্গায়াস্তটাদেত্য বিবেশ স্বতনুং ভৃগুঃ ॥ ৬ ॥
বিস্ময়স্মেরয়া দৃষ্ট্যা কালমালোক্য কান্তয়া।
বীতরাগমুবাচেদং বীতরাগো মুনির্ব্বচঃ ॥ ৭ ॥
ভগবন্ ভূতভব্যেশ বালা বয়মনুজ্জ্বলাঃ।
ত্বাদৃশামেব ধীর্দ্দেব ত্রিকালামলদর্শিনী ॥ ৮ ॥
নানাকারবিকারাঢ্যা সত্যেবাসত্যরূপিণী।
বিভ্রমং জনয়ত্যেষা ধীরস্যাপি জগৎস্থিতিঃ ॥ ৯ ॥
ত্বমেব দেব জানাসি হৃদভ্যন্তরবর্ত্তি যৎ।
রূপমস্যা মনোবৃত্তে-রিন্দ্রজালবিধায়কম্ ॥ ১০ ॥
মৎপুত্রস্যাস্য ভগবন্ মৃত্যুঃ কিল ন বিদ্যতে।
তেনেমং মৃতমালোক্য জাতঃ সম্ভ্রমবানহম্ ॥ ১১ ॥
অক্ষীণাজ্জীবিতং পুত্রং কালো মে নীতবানিতি।
নিয়তের্ব্বশতোদেব তুচ্ছাপীচ্ছা মমোদিতা ॥ ১২ ॥
নন্বু বিজ্ঞাতসংসারগতয়োবয়মাপদাম্।

বৃত্তান্তং ক্রমেণ দৃষ্ট্বা পুনরাগত্য স্বদেহং বিবেশেতি ন ভ্রমিতব্যম্। যোগ-বলেন স্বস্থান এব সর্ব্বদর্শনসম্ভবাৎ। নির্গত্য ভ্রমণেপ্যতীতানাগতদর্শনা-যোগাৎ। তস্মাৎ সমঙ্গায়াস্তটাদেত্য স্বতনুং বিবেশেত্যুক্তেস্তচ্চিন্তাত্যাগস্বশরীর প্রতিসন্ধানমাত্রে তাৎপর্য্যং বোধ্যম্ ॥ ৬ ॥

বীতরাগঃ অপগতপুত্রস্নেহঃ ॥ ৭ ॥

বালাঃ অজ্ঞা অতোঽনুজ্জ্বলা রাগাদিমলিনচিত্তাঃ ॥ ৮ ॥

অসত্যরূপিণী জগৎস্থিতিঃ সত্যেব পরমার্থরূপেব ভাসমানঃ সতি পর-মার্থবস্তুন্যেব বিভ্রমং জনয়তীতি বা ধীরস্য বিদুষোপি ॥ ৯ ॥

বিষয়জগৎস্থিতিরিব করণীভূতং মনোরূপমপি মাদৃশাং দুর্জ্ঞেয়মিত্যাহ ত্বমেবেতি। ইন্দ্রজালসদৃশং মায়াব্যামোহবিধায়কম্ ॥ ১০ ॥

স্বব্যামোহে দ্বে নিমিত্তে আহ মৎপুত্রস্যেতি দ্বাভ্যাম্। ন বিদ্যতে আকল্পমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন ক্ষীণমাজীবিতমায়ুর্যস্য তম্ ॥ ১২ ॥

সম্পদাঞ্চৈব গচ্ছামো হর্ষামর্ষবশং বিভো ॥ ১৩ ॥
অযুক্তকারিণি ক্রোধঃ প্রসাদোযুক্তকারিণি।
কর্ত্তব্য ইতি রূঢ়েয়ং সংসারে ভগবন্ স্থিতিঃ ॥ ১৪ ॥
ইদং কার্য্যমিদং নেতি যাবৎ কার্য্যং জগদ্ভ্রমঃ।
তস্যৈতৎ সম্পরিত্যাগো হেয় এব জগদ্গুরো॥ ১৫ ॥
কেবলং তাবকীং চিন্তাং মনালোক্য যদা বয়ম্।
ভগবন্ ভবতে ক্রুদ্ধা যাতাঃ স্ম স্তেন বাধ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥
ত্বয়েদানীমহং দেব স্মারিতস্তনয়েহিতম্।
সমঙ্গায়াস্তটে তেন দৃষ্টোয়ং তনয়ো ময়া ॥ ১৭ ॥
মনোজগতি ভূতানাং দ্বে শরীরেত্র সর্ব্বগম্।
মন এব শরীরং হি যেনেদং ভাব্যতে জগৎ ॥ ১৮ ॥

কাল উবাচ।

সম্যগুক্তং ত্বয়া ব্রহ্মন্ শরীরং মন এব চ।
করোতি দেহং সঙ্কল্পাৎ কুম্ভকারোঘটং যথা ॥ ১৯ ॥

বিস্ময়স্যাপ্যর্থস্য চ দ্যোতকো নম্বশব্দঃ ॥ ১৩ ॥

নিয়তিরূপং দ্বিতীয়হেতুং বিবৃণোতি অযুক্তেতি স্থিতির্নিয়তিঃ ॥ ১৪ ॥

কিয়ৎ কালং সা রূঢ়া তত্রাহ ইদমিতি। যাবৎ কালং ইদমবশ্যং কর্ত্তব্যমিদং ন কর্ত্তব্যমিতীষ্টানিষ্টসাধনয়োঃ কার্য্যং ফলং সত্যমিতি জগৎ ভ্রমস্তাবদেব। তর্হি স কিমিদানীমপি তবোচিতো নেত্যাহ তস্যেতি। এতৎ এতর্হি তস্য ভ্রমস্য তত্ত্ববোধাৎ পরিত্যাগোবৃত্তঃ। অতস্তদর্থং ক্রোধপ্রসাদ-কর্ত্তব্যতানিয়মোপি হেয় এবেত্যনুচিত এব ক্রোধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

এবং সত্যপ্যপরাধে ক্রোধো ন যুক্তঃ অসতি তু তদারোপেণ ক্রোধে প্রভুত ক্রোদ্ধুরেব দণ্ডো যুক্ত ইত্যাশয়েনাহ কেবলমিতি। চিন্তাং বর্ণিতরূপং নিয়তিপরিপালনমাত্রাভিপ্রায়ন্। বাধ্যতাং স্বদণ্ড্যতাং যাতাঃ স্মঃ ॥১৬॥১৭॥

হি যস্মাৎ মন এব ভৌতিকং শরীরং কল্পয়তি অতোমন এব দ্বে শরীরে ইত্যর্থঃ। যেন মনসা ॥ ১৮ ॥

ইত্থং বিনীতবাদেন স্বোপদিষ্টসূক্ষ্মার্থগ্রহণেন চ তোষিতঃ কালস্তদুক্তিং

করোত্যকৃতমাকারং কৃতং নাশয়তি ক্ষণাৎ।
সঙ্কল্পেন মনোমোহাৎ বালোবেতালকং যথা ॥ ২০ ॥
তথা চ সম্ভ্রমস্বপ্ন মিথ্যাজ্ঞানাদিভাস্বরাঃ।
গন্ধর্ব্বনগরাকারা দৃষ্টা মনসি শক্তয়ঃ ॥ ২১ ॥
স্থূলদৃষ্টিদশাং ত্বেতামবলম্ব্য মহামুনে।
পুংসোমনঃ শরীরঞ্চ কায়ৌ দ্বাবিতি কথ্যতে ॥ ২২ ॥
মনোমননির্ম্মাণ মাত্রমেতজ্জগত্রয়ম্।
ন সন্নাসদিব স্ফার মুদিতং নেতরন্ মুনে ॥ ২৩ ॥
চিত্তদেহাঙ্গলতয়া ভেদবাসনয়েদ্ধয়া।
দ্বিচন্দ্রভ্রমিবাজ্ঞানাৎ নানাতেয়ং সমুত্থিতা ॥ ২৪ ॥
ভেদবাসনয়া পশ্যৎ পদার্থনিচয়ং মনঃ।
ভিন্নং পশ্যতি সর্ব্বত্র ঘটাবটপটাদিকম্ ॥ ২৫ ॥
কৃশোতিদুঃখী মূঢ়োহ মেতাশ্চান্যাশ্চ ভাবনাঃ।
ভাবয়ৎ সবিকল্পোত্থাং যাতি সংসারিতাং মনঃ ॥ ২৬ ॥
মননং কৃত্রিমং রূপং নমৈতন্ন যতোস্ম্যহম্।
ইতি তত্ত্যাগতঃ শান্তং চেতোব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ২৭ ॥

প্রশংসন্তামেবোপপত্তিভির্দ্রঢ়য়তি সম্যগুক্তমিত্যাদিনা ॥ ১৯ ॥ ॥ ২০ ॥

মনসঃ অসন্নির্ম্মাণশক্তিঃ সর্ব্বানুভবপ্রসিদ্ধেত্যাহ তথাচেতি ॥ ২১ ॥

মন এব শরীরং হীত্যুক্তেঃ সম্যক্ত্বমুপপাদ্য যেনেদং ভাব্যতে জগদিত্যুক্তেস্ততোপি সম্যক্ত্বমিত্যুপপাদয়িতুং পূর্ব্বাং নিন্দতি স্থূলদৃষ্টিদশামিতি ॥২২॥

কা তর্হি সূক্ষ্মদৃষ্টিস্তামাহ মন ইত্যাদিনা। যতোমন ইব সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়মিদমুদিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

চিত্তদেহস্য অবয়বভূতয়া লতয়েব প্রতন্যমানয়া। নানাতা জগদ্ভিদা ॥ ২৪ ॥-
॥ ২৫ ॥ ॥ ২৬ ॥

সংসরণক্রমমুপপাদ্য তন্নিবৃত্ত্যুপায়মাহ মননমিতি। কৃত্রিমমননরূপত্যাগে অকৃত্রিমস্বরূপাবস্থিতেরর্থপ্রাপ্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

যথা প্রবিততাম্ভোধৌ দ্রুতানেকতরঙ্গিণি।
শাম্যৎস্পন্দতয়ানেক কল্লোলাবলিশালিনি॥ ২৮॥
বার্য্যাত্মনি সমে স্বচ্ছে শুদ্ধে স্বাত্মনি শীতলে।
অবিনাশিনি বিস্তীর্ণে মহামহিম্নি স্ফুটে॥ ২৯॥
হ্রস্বস্তরঙ্গঃ স্বং রূপং ভাবয়ন্ স্বস্বভাবতঃ।
হ্রস্বোস্মীতি বিকল্পেন করোতি স্বেন ভাবনাম্॥ ৩০
দীর্ঘস্তরঙ্গঃ স্বং রূপং ভাবয়ন্ স্বস্বভাবতঃ।
দীর্ঘোস্মীতি বিকল্পেন করোতি স্বেন ভাবনাম্॥ ৩১।
হ্রস্বশ্চৈব পরিভ্রষ্টরূপোস্মীতি তলাতলম্।
ভাবয়ন্ ভূতলং যাতি তাদৃগ্‌ভাবনয়া স্বয়া॥ ৩২॥
উৎপন্নশ্চ পলাদূর্দ্ধমুত্থিতোস্মীতি ভাবিতঃ।
সরশ্মিরত্নজালস্তু শোভতে দীপ্তয়া শ্রিয়া॥ ৩৩॥
তুষারকরবিম্বস্থঃ শীতলোস্মীতি বিম্বতি।
সতটাচলদাবাগ্নিপ্রতিবিম্বোজ্বলদ্বপুঃ॥ ৩৪॥

উক্তেঽর্থে বিস্তরেণ সমুদ্রতরঙ্গদৃষ্টান্তং বর্ণয়িতুমারভতে যথেত্যাদিনা। অত্রত্য যথাশব্দস্য চতুর্দ্দশশ্লোকস্থেন তথৈবেত্যনেনান্বয়ঃ। বারিসামান্যাত্মনা অম্ভোধিরূপেণ তত্তৎপ্রদেশে স্থিতজলাত্মনা চ দৃশ্যমানদূরপ্রস্থানরূপস্পন্দাভাবাৎ শাম্যৎস্পন্দতয়া স্থিতে। কল্লোলগ্রহণং মহত্ত্বাদ্গোবলীবর্দ্দন্যায়েন॥ ২৮॥ ॥২৯॥

স্বরূপং ভাবয়ন্ ইত্যাদিঃ সর্ব্বস্তার্কিকাহহঙ্কারারোপবাদঃ। যদি ভাবয়তি তদা বক্ষ্যমাণভাবনাং করোতীত্যর্থঃ॥ ৩০॥ ॥ ৩১॥

তলাতলং পাতালং ভাবয়ন্ পতনভয়াৎ ভূতলং তীরভূমিমুদ্দিশ্য যাতি॥৩২।

পলাদল্পকালাদূর্দ্ধমনন্তর উত্থিতো ভোগযোগ্যং জন্ম প্রাপ্তোঽস্মীতি ভাবিতোঽভিমন্যমানো দৈবাদ্গিরিরিব প্রকৃষ্টরত্নরশ্মিজালসহিতঃ সন্ শোভতে ভূষিতোস্মীতি হৃষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

তস্যান্যান্যপি হর্ষভয়স্থানানি দর্শয়তি তুষারকরেত্যাদিনা। তুষারকরঃ চন্দ্রস্য বিম্বনং বিম্বস্তত্র উপাধিত্বেন স্থিতঃ সন্ শীতলোস্মীতি বিম্বত্যভিমন্যতে। তটস্থাচলদাবাগ্নিপ্রতিবিম্বেন সহিতস্তু জলদ্বপুরস্মীতি বিভেতি

বিভেতি বত দগ্ধোস্মীত্যাত্তমৌনশ্চ কম্পতে।
প্রতিবিম্বিতবেলাদ্রি তটপঙ্কবনক্রমঃ ॥ ৩৫ ॥
মহদারম্ভসংরম্ভ সংযুক্তোস্মীতি রাজতে।
বিশল্লোলানিলাত্যন্ত ধ্বস্তলোলশরীরকঃ ॥ ৩৬ ॥
খণ্ডশঃ পরিযাতোস্মীত্যাত্তক্রন্দ ইবারবী।
ন চোর্ম্ময়স্তে জলধের্ব্যতিরিক্তাঃ পয়োভরাৎ ॥ ৩৭ ॥
ন চৈকং রূপমেতেসাং কিঞ্চিৎ সম্প্রাপ্যসন্ময়ম্।
ন চৈতে হ্রস্বদৈর্ঘ্যাদ্যা গুণাস্তেষু ন তেষু তে ॥ ৩৮ ॥
নোর্ম্ময়ঃ সংস্থিতা হ্যব্ধৌ ন তত্ত্র ন সংস্থিতাঃ।
কেবলং স্বস্বভাবস্থ সঙ্কল্পবিকলীকৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥
নষ্টানষ্টাঃ পুনর্জ্জাতা জাতাজাতাঃ পুনঃ পুনঃ।
পরস্পরপরামর্শান্নান্যতামুপযান্ত্যলম্ ॥ ৪০ ॥
একরূপাম্বুসামান্য-ময়া এব নিরাময়াঃ।
তথৈবাস্মিন্ প্রবিততে সিতে শুদ্ধে নিরাময়ে ॥ ৪১ ॥

কম্পতে চেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রতিবিম্বিতাঃ বেলাদ্রিতটয়োঃ পঙ্কপ্রায়া বনক্রমা যস্মিংস্তথাভূতঃ সন্ মহতা রাজ্যপ্রাপ্ত্যাদিফলারম্ভাড়ম্বরেণ সংযুক্তঃ কৃতার্থোঽস্মীতি রাজতে ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

আত্তক্রন্দ আরব্ধরোদন ইব আরবী ধ্বনিমান্। দৃষ্টান্তে আরোপমুক্ত্বা অপবাদং দর্শয়তি ন চেত্যাদিনা। পয়োভরাৎ বারিসমূহরূপাৎ জলধেঃ ॥৩৭॥

তেষূর্ম্মিষু গুণা ন সন্তি তেষু গুণেষু ঊর্ম্ময়শ্চ নেতি দৃষ্টান্তার্থঃ ॥৩৮॥

তত্ত্রাব্ধৌ ন সংস্থিতা ইতি যৎ তন্ন। অধিষ্ঠানাত্মনা সত্ত্বাৎ বিবর্ত্তাত্মনা তু প্রতিযোগ্যসিদ্ধাবভাবাসিদ্ধেরিতি ভাবঃ। কে তর্হি তে ঊর্ম্ময়স্তত্রাহ কেবলমিতি। বিকলীকৃতা অঙ্গীকৃতাঃ পরিচ্ছেদভেদবিকল্পিতা ইতি যাবৎ ॥ ৩৯ ॥

পরস্পরপরামর্শাদন্যোন্যমেলনাৎ ॥ ৪০ ॥

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি তথৈবেত্যাদিনা। সিতে ভারূপে ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মমাত্রৈকবপুষি ব্রহ্মণি স্ফাররূপিণি।
সর্ব্বশক্ত্যাবনাদ্যন্তে পৃথগ্‌বদপৃথক্ কৃতাঃ॥ ৪২॥
সংস্থিতাঃ শক্তয়শ্চিত্রা বিচিত্রাচারচঞ্চলাঃ।
নানাশক্তির্হি নানাত্বমেতি স্বে বপুষি স্থিতিম্॥ ৪৩॥
বৃংহিতং ব্রহ্মণি ব্রহ্ম পয়সীবোর্ম্মিমণ্ডলম্।
স্ত্রীপুমান্‌ব্যঙ্গরূপেণ ব্রহ্মৈব পরিবর্ত্ততে॥ ৪৪॥
কল্পনান্যা জগন্নাম্নী নাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মণোজগতোভেদো মনাগপি ন বিদ্যতে॥ ৪৫॥
সম্পূর্ণং খল্বিদং ব্রহ্ম জগদ্ব্রহ্মৈব কেবলম্।
ইতি ভাবয় যত্নেন হ্যন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ॥ ৪৬॥
নানারূপিণ্যেকরূপা বৈরূপ্যশতকারিণী।
নিয়তির্নিয়তাকারা পদার্থমধিতিষ্ঠতি॥ ৪৭॥
জড়াজড়মুপাদত্তে চিত্তমায়াতি চিন্ময়ে।
বাসনারূপিণী শক্তিঃ স্বস্বরূপা স্থিতাত্মনঃ॥ ৪৮॥

ব্রহ্মমাত্রৈকবপুষি নিরঙ্কুশব্রহ্মণৈকস্বভাবে অতএব ব্রহ্মণি। পূর্ণতৈবাত্র বৃংহণং ন বৃদ্ধিক্রিয়েত্যাশয়েন তদ্ব্যাখ্যা স্ফাররূপিণীতি॥ ৪২॥

শক্তয়ঃ উপচারাৎ জগন্তি। অভেদোপচারে হেতুমাহ নানেতি॥ ৪৩॥

ব্যঙ্গো নপুংসকঃ। ত্রিপদদ্বন্দ্বে বিভক্ত্যলুক্ ছান্দসঃ॥ ৪৪॥

যৌক্তিকদৃষ্ট্যোপপাদ্য পরমার্থদৃষ্ট্যাপ্যাহ কল্পনেতি॥ ৪৫॥ ৪৬॥

অন্যপরিত্যাগোপায়তয়া সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রং ব্যুৎপাদয়তি নানেতি। নিয়তাকারা সদা সর্ব্বত্রৈকরূপা নিয়তিঃ সত্তা॥ ৪৭॥

নন্থ জড়াজড়সাধারণী সত্তা কথং নিয়তৈকরূপা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য ন চিত্তকৃতজড়াজড়বিকল্পাভ্যাং সন্মাত্রৈকরূপাক্ষতিরিত্যাশয়েনাহ জড়েতি। চিন্ময়ে চিদাভাসে চিত্তং আয়াতি প্রাপ্তে সতি তত্তদ্ব্যাপ্তমহঙ্কারমেবাত্মতয়া তদন্যসন্মাত্রঞ্চানাত্মতয়া মন্যমানমনাধ্যাত্মিকং জড়মাধ্যাত্মিকঞ্চাজড়মিতি ভেদমুপাদত্তে। সেয়ং চিত্তস্য ভেদবাসনারূপিণী শক্তিরধিষ্ঠানসন্মাত্রাতিরেকে মিথ্যাত্বাপত্তেরাত্মনঃ স্বস্বরূপৈব স্থিতেতি নৈকরস্যহানিরিত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

ব্রহ্মৈবানঘ তেনেদং স্ফারাকারং বিজৃম্ভতে।
নানারূপৈঃ প্রতিস্পন্দৈঃ পরিপূর্ণ ইবার্ণবঃ॥ ৪৯॥
নানাতাং স্বয়মাদত্তে নানাকারবিহারতঃ।
আত্মৈবাত্মন্যাত্মনৈব সমুদ্রাম্ভ ইবাম্ভসি॥ ৫০॥
ব্যতিরিক্তা ন পয়সো বিচিত্রা বীচয়োযথা।
ব্যতিরিক্তা ন বিশ্বেশাৎ সমগ্রাঃ কল্পনাস্তথা॥ ৫১॥
শাখাপুষ্পলতাপত্র ফলকোরকযুক্তয়ঃ।
যথৈকস্মিংস্তথা বীজে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিতা॥ ৫২॥
বিচিত্রবর্ণতা যদ্বৎ দৃশ্যতে কঠিনাতপে।
বিচিত্রশক্তিতা তদ্বৎ দেবেশে সদসন্ময়ী॥ ৫৩॥
বিচিত্ররূপোদেতীয় মবিচিত্রাৎ স্থিতিঃ শিবাৎ।
একবর্ণাৎ পয়োবাহাৎ শক্রচাপলতা যথা॥ ৫৪॥
অজড়াজ্জড়তোদেতি জাড্যভাবনহেতুকা।
ঊর্ণনাভাৎ যথা তন্তুর্যথা পুংসঃ সুষুপ্ততা॥ ৫৫॥
অচিতশ্চেতসঃ শক্তিং স্ববন্ধায়েচ্ছয়া শিবঃ।
তনোতি তান্তবং কোশং কোশকারক্রিমির্যথা॥ ৫৬॥
স্বেচ্ছয়াত্মাত্মনো ব্রহ্মন্ ভাবয়িত্বৈব বিস্মৃতিম্।

এবঞ্চ বর্ণিতদৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকসাম্যমব্যাহতমিত্যাহ ব্রহ্মৈবেত্যাদিনা॥ ৪৯॥ ৫০॥ ॥ ৫১॥

একস্মিন্ বীজে॥ ৫২॥

পরিণামবাদদৃষ্টান্তেনোপপাদ্য বিবর্ত্তবাদপ্রসিদ্ধদৃষ্টান্তেনাপ্যুপপাদয়তি বিচিত্রেত্যাদিনা॥ ৫৩॥

পয়োবাহাৎ মেঘাৎ॥ ৫৪॥

চেতনাদচেতনোৎপত্তাবপি বাদদ্বয়ানুরূপে দ্বে দৃষ্টান্তে আহ অজড়াদিতি। সুষুপ্ততা স্বাপ্নরথাদিঃ॥ ৫৫॥

নন্নু চিত ঐকরূপ্যাৎ তৎকার্য্যে অচিতি কথং বৈচিত্র্যসিদ্ধিরিত্যত

করোতি কঠিনং বন্ধং কোশকারকৃমির্যথা ॥ ৫৭ ॥
স্বেচ্ছয়াত্মাত্মনো ব্রহ্মন্ ভাবয়িত্বা স্বকং বপুঃ।
সংসারাৎ মোক্ষমাপ্নোতি স্বালানাদিব বারণঃ ॥ ৫৮ ॥
যথৈব ভাবয়ত্যাত্মা সততং ভবতি স্বয়ম্।
তথৈবাপূর্য্যতে শক্ত্যা শীঘ্রমেব মহানপি ॥ ৫৯ ॥
ভাবিতা শক্তিরাত্মানমাত্মতাং নয়তি ক্ষণাৎ।
অনন্তমখিলং প্রাবৃড়্নীহিকা মহতী যথা ॥ ৬০ ॥
যা শক্তিরুদিতা শীঘ্রং যাতি তন্ময়তামজঃ।
য এবর্ত্তুঃ স্থিতিং যাতস্তন্ময়োভবতি ক্রমঃ ॥ ৬১ ॥
ন মোক্ষোমোক্ষ ঈশস্য ন বন্ধো বন্ধ আত্মনঃ।
বন্ধমোক্ষদৃশৌ লোকে ন জানে প্রোত্থিতে কুতঃ ॥ ৬২ ॥
নাস্তি বন্ধোন মোক্ষোস্তি তন্ময়স্ত্বিব লক্ষ্যতে।
গ্রস্তং নিত্যমনিত্যেন মায়াময়মহোজগৎ ॥ ৬৩ ॥
যদৈব চিত্তং কলিতং কিলানেনাকলাত্মনা।
কোশকারবদাত্মায় মনেনাবলিতস্তদা ॥ ৬৪ ॥
অন্যোন্যরূপাস্তত্যন্তং বিকল্পিতশরীরকাঃ।

উক্তং চেতনঃ শক্তিমিতি। বাসনা বৈচিত্র্যামত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

স্বকং বপুঃ স্বীয়ং পূর্ণস্বরূপং ভাবয়িত্বা সাক্ষাদনুভূয় ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

ভাবিতা চিরভাবনয়া দৃঢ়ীকৃতা শক্তির্ব্বাসনা আত্মতাং স্বাত্মরূপতাম্। অনন্তমাকাশম্। প্রাবৃণ্নীহিকা প্রসিদ্ধা ॥ ৬০ ॥

উক্তমেব স্ফুটয়তি যা শক্তিরিতি ॥ ৬১ ॥

ইয়ং বন্ধমোক্ষকল্পনা অজ্ঞদৃশা তত্ত্বদৃশা তু তৎসম্ভাবনৈব নাস্তীত্যাহ নেতি ॥ ৬২ ॥

তন্ময়োবন্ধমোক্ষবিকারবানিব লক্ষ্যতে ভ্রান্ত্যা। কুতঃ যতোস্য নিত্যং পূর্ণাত্মরূপমনিত্যেন আবিদ্যকেন বাসনাধ্যস্তভোক্তৃভোগ্যাদিভাবেন গ্রস্তং তিরোহিতম্। তদেব মায়াময়ং জগদিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

তত্র মুখ্যং বন্ধং দর্শয়তি যদৈবেতি ॥ ৬৪ ॥

মনঃশক্তয় এতস্মা-দিমা নির্যান্তি কোটয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
তজ্জাস্তৎস্থাঃ পৃথগ্‌রূপাঃ সমুদ্রাদিব বীচয়ঃ ।
তজ্জাস্তৎস্থাঃ পৃথক্‌স্থাশ্চ চন্দ্রাদিব মরীচয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
অস্মিন্ স্পন্দময়ে স্ফারে পরমাত্মমহাম্বুধৌ ।
চিজ্জলে বিততাভোগে চিন্মাত্ররসমালিনি ॥ ৬৭ ॥
কাশ্চিৎ স্থিরা ব্রহ্মবিষ্ণু কাশ্চিদ্রুদ্রত্বমাগতাঃ ।
কাশ্চিৎ পুরুষতাং প্রাপ্তাঃ কাশ্চিদ্দেবত্বমাগতাঃ ॥ ৬৮ ॥
(লহর্য্যঃ প্রস্ফুরন্ত্যেতাঃ স্বভাবোদ্ভাবিতাত্মকাঃ ।
কাশ্চিৎ যমমহেন্দ্রার্ক বহ্নিবৈশ্রবণাদিকাঃ ॥
ঘ্নন্তি কুর্ব্বন্তি তিষ্ঠন্তি লহর্য্যশ্চপলৈষণাঃ ।
কাশ্চিৎ কিন্নরগন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরসুরাদিকাঃ ॥
উৎপতন্তি পতন্ত্যগ্রা লহর্য্যঃ পরিবল্লিতাঃ ।
কাশ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থিরাকারা যথা কমলজাদিকাঃ ॥
কাশ্চদুৎপন্নবিধ্বস্তা যথাসুরনরাদিকাঃ) ।
কৃমিকীটপতঙ্গাহি গোমশাজগরাদিকাঃ ।
কাশ্চিৎ তস্মিন্ মহাম্ভোধৌ স্ফুরন্ত্যেতেম্বুবিন্দুবৎ ॥৬৯॥
কাশ্চিচ্চলা নরমৃগগৃধ্রজম্বূলকাদিকাঃ ।

অন্যে বন্ধাস্ত তৎকৃতা এবেত্যাহ অন্যোন্যেতি ॥ ৬৫ ॥

পৃথগিব ভূতাঃ । কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়ভেদাৎ তামসসাত্বিকভেদাদ্বা বিভাগ-বিবক্ষয়া ক্রমাৎ দৃষ্টান্তদ্বয়োপন্যাসঃ ॥ ৬৬ ॥

মুখ্যামুখ্যবন্ধোপাধিকজীবাখ্যসম্বিদ্ভেদানেব নামরূপক্রিয়াদিবৈচিত্র্যৈর্বিস্ত-রেণ দর্শয়িতুমুপক্রমতে অস্মিন্নিত্যাদিনা ॥ ৬৭ ॥

পুরুষতাং মনুষ্যতাম্ ॥ ৬৮ ॥

মশা মশকাঃ । মহাম্ভোধৌ বাদোরূপেণেতি শেষঃ । দৃষ্টান্তশেষোবা ॥ ৬৯ ॥

জম্বূলকা জম্বুকাঃ । চঞ্চুলকা ইতি পাঠে পক্ষিভেদাঃ । বেলাবনতটেষ্বিব চলা অস্থিরাঃ । তেষু হি বায়ুপ্রাবল্যাৎ সদৈব তরুগুল্মলতাদীনাং চলতা প্রসিদ্ধা ॥ ৭০ ॥

স্ফুরন্তি গিরিকুঞ্জেষু বেলাবনতটেষ্বিব ॥ ৭০ ॥
সুদীর্ঘজীবিতাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদত্যল্পজীবিতাঃ।
অতুচ্ছকলনাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ তুচ্ছশরীরকাঃ ॥ ৭১ ॥
সংসারস্বপ্নসংরম্ভে কাশ্চিৎ স্থৈর্য্যেণ ভাবিতাঃ।
সুবিকল্পহতাঃ কাশ্চিৎ শঙ্কন্তে সুস্থিরং জগৎ ॥ ৭২ ॥
অল্পাল্পভাবনাঃ কাশ্চিৎ দৈন্যদোষবশীকৃতাঃ।
কৃশোঽতিদুঃখী মূঢ়োহমিতি দুঃখৈর্বশীকৃতাঃ ॥ ৭৩ ॥
কাশ্চিৎ স্থাবরতাং যাতাঃ কাশ্চিদ্দেবত্বমাগতাঃ।
কাশ্চিৎ পুরুষতাং প্রাপ্তাঃ কাশ্চিদর্ণবতাং গতাঃ ॥ ৭৪ ॥

কাশ্চিৎ স্থিতা জগতি কল্পশতান্যনল্পাঃ
কাশ্চিৎ ব্রজন্তি পরমং পদমিন্দুশুদ্ধাঃ।
ব্রহ্মার্ণবাৎ সমুদিতা লহরীবিলোলা
শ্চিৎসম্বিদোহি মননাপরনামবত্যঃ ॥ ৭৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে সংসারপ্রবৃত্তিদর্শনং নাম একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

অতুচ্ছা মহতী কলনা দেহসংস্থানকল্পনা যাসাং তাঃ ॥ ৭১ ॥

স্থৈর্য্যেণ চিরস্থায়িত্বেন। সুবিকল্পৈর্দৃঢ়বিকল্পৈর্হতা মোহিতাঃ। শঙ্কন্তে সম্ভাবয়ন্তি ॥ ৭২ ॥

অল্পভাবনামেব ত্রিধা দর্শয়তি কৃশ ইতি ॥ ৭৩ ॥

পুরুষতাং সদেহতাম্। অর্ণবতাং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরিবানাবির্ভূতবাসনাং মোহার্ণবতাম্ ॥ ৭৪ ॥

ইন্দুরিব জ্ঞানামৃতপূর্ণত্বাৎ শুদ্ধাঃ সত্যঃ পরমং পদং পূর্ণস্বরূপাবস্থিতি-লক্ষণং মোক্ষং ব্রজন্তি। লহর্য্য ইব বিলোলাশ্চিতঃ সম্বিদ ঔপাধিকসম্বে-দনভেদাঃ মননং মনস্তত্তাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ তন্নামধেয়াঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

কাল উবাচ ।

সুরাসুরনরাকারা ইমা যাঃ সম্বিদোমুনে ।
ব্রহ্মার্ণবাদভিন্নাস্তাঃ সত্যমেতন্মৃষেতরৎ ॥ ১ ॥
মিথ্যাভাবনয়া ব্রহ্মন্ স্ববিকল্পকলঙ্কিতাঃ ।
ন ব্রহ্ম বয়মিত্যন্ত নিশ্চয়েন হ্যধোগতাঃ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মণোব্যতিরিক্তত্বং ব্রহ্মার্ণবগতা অপি ।
ভাবয়ন্ত্যো বিমুহ্যন্তি ভীমাসু ভবভূমিষু ॥ ৩ ॥
যা এতাঃ সম্বিদো ব্রাহ্ম্যো মননৈককলঙ্কিতাঃ ।
এতৎ তৎ কর্ম্মণাং বীজমপ্যকর্ম্মৈব বিদ্ধি তাঃ ॥ ৪ ॥
সঙ্কল্পরূপয়ৈবাশু মুনে কলনয়ৈতয়া ।
কর্ম্মজালকরঞ্জানাং বীজমূর্ত্ত্যা করালয়া ॥ ৫ ॥
ইমা জগতি বিস্তীর্ণাঃ শরীরে পলপংক্তয়ঃ ।
তিষ্ঠন্তি পরিবল্গন্তি রুদন্তি চ হসন্তি চ ॥ ৬ ॥

তরঙ্গাম্বুবিদৃষ্টান্তাৎ প্রাপ্যমাত্মবিকারতাম্ ।
বারয়ন্ বক্তি মোহোত্থবৈচিত্র্যস্য বিবর্ত্ততাম্ ॥ ১ ॥

তত্রাদৌ সর্ব্বজীবানাং ব্রহ্মৈক্যং ভেদকপ্রপঞ্চমিথ্যাত্বং চোপপাদয়িতুং প্রতিজানীতে সুরাসুরেতি ॥ ১ ॥

যদ্যভিন্নাস্তর্হি কুতস্তথা নানুভবন্তি তত্রাহ মিথ্যেতি। মিথ্যাভাবনা অনাত্মন্যাত্মতাভ্রান্তিস্তয়া হেতুনেত্যর্থঃ। অধোগতাঃ নিকৃষ্টাং দশাং প্রাপ্তাঃ ॥২॥

ব্যতিরিক্তত্বং পরিচ্ছিন্নতাং ভাবয়ন্ত্যঃ কল্পয়ন্ত্যঃ ॥ ৩ ॥

মননং দেহাত্মভাবস্য পুনঃপুনরনুসন্ধানং তদেবৈতৎ কর্ম্মণাং পুণ্যপাপপ্রবৃত্তীনাম্। এবম্ভূতা অপি তাঃ সম্বিদঃ অকর্ম্ম নিষ্ক্রিয়ং ব্রহ্মৈবেতি বিদ্ধি ॥৪॥

প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তীতি শ্রুতেঃ

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং স্পন্দনৈঃ পবনোযথা।
উল্লসন্তি নিলীয়ন্তে ম্লায়ন্তি বিহসন্তি চ ॥ ৭ ॥
তা এতাঃ কাশ্চিদত্যচ্ছা যথা হরিহরাদয়ঃ।
কাশ্চিদল্পবিমোহস্থা যথোরগনরামরাঃ ॥ ৮ ॥
কাশ্চিদত্যন্তমোহস্থা যথা তরুতৃণাদয়ঃ।
কাশ্চিদজ্ঞানসংমূঢ়াঃ কৃমিকীটত্বমাগতাঃ ॥ ৯ ॥
কাশ্চিত্তৃণবদুহ্যন্তে দূরে ব্রহ্মমহোদধেঃ।
অপ্রাপ্তভূমিকা এতা যথোরগনগাদয়ঃ ॥ ১০ ॥
সত্বমাত্রং সমালোক্য কাশ্চিদেবমুপাগতাঃ।
জাতাজাতানি খন্যন্তে কৃতান্তজরঠাখুনা ॥ ১১ ॥
কাশ্চিদন্তরমাসাদ্য ব্রহ্মতত্ত্বমহাম্বুধেঃ।
গতাস্তত্তাং সমং কার্য্যৈর্হরিব্রহ্মহরাদিকাঃ ॥ ১২ ॥

কর্ম্মবীজপ্ররোহবৈচিত্র্যব্যবস্থায়ামপি সঙ্কল্পোহেতুরিত্যাহ সঙ্কল্পরূপয়েতি॥৫॥৬॥৭॥

ইদানীং তরঙ্গস্থানীয়াংশ্চিৎসম্বিচ্ছব্দিতান্ জীবানুপাধিবৈশদ্যতারতম্যেন জ্ঞানভূমিকাভেদেন কর্ম্মগতিবৈচিত্র্যপ্রযুক্তসংসরণপ্রকারভেদেন চ বিভজ্যোদাহরতি তা এতা ইত্যাদিনা। জ্ঞানৈশ্বর্য্যোৎকর্ষাবধিত্বাদত্যচ্ছাঃ। জ্ঞানাধিকারযোগ্যতাপ্রাপ্তেরল্পবিমোহস্থাঃ ॥ ৮ ॥

ইষ্টানিষ্টয়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিক্ষমত্বাৎ কৃমিকীটাদেঃ স্থাবরবন্নাত্যন্তমোহস্থতেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মমহোদধের্ম্মুক্তে দূরে উহ্যন্তে প্রবাহ্যন্তে। শাস্ত্রপ্রতিকূলপ্রবৃত্তিভিরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

এবং সংসরণক্রমেণ নরাদিভাবমুপাগতাঃ সন্তঃ সত্ত্বং সংসরণশ্রমবিশ্রান্তিহেতুভূতযোগভূমিকাসম্ভাবস্তন্মাত্রম্। তটমাত্রমিতি পাঠেপ্যয়মেবার্থঃ। সমালোক্য শাস্ত্রতঃ শ্রুত্বা তদুন্মুখাঃ জাতা জাতা অপি কৃতান্তো বিঘ্নকারিদূরদৃষ্টং তল্লক্ষণেন জরঠাখুনা নিখন্যন্তে ভূমিকাদূষণেন্ন পীড্যন্ত ইতি যাবৎ॥১১॥

অন্তরং ঈষদ্ভেদকং বিশুদ্ধজ্ঞানোপাধিম্। কার্য্যৈঃ সমং তত্তাং ব্রহ্মমহাম্বুধিতাং জীবন্মুক্তিমিতি যাবৎ ॥ ১২ ॥

অল্পমোহাত্মিকাঃ কাশ্চিৎ তমেব ব্রহ্মবারিধিম্।
অদৃষ্টপারভূম্যোঘ মবলম্ব্য ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥
কাশ্চিদ্ভোক্তৃব্যজম্মোঘ ভুক্তজম্মোঘকোটয়ঃ।
বন্ধ্যাঃ প্রকাশতামস্যঃ সংস্থিতা ভূতজাতয়ঃ ॥ ১৪ ॥
কাশ্চিদূর্দ্ধাদধোযান্তি যথা হস্তান্মহৎ ফলম্।
ঊর্দ্ধাদূর্দ্ধতরং কাশ্চিদধস্তাৎ কাশ্চিদপ্যধঃ ॥ ১৫ ॥
বহুসুখদুঃখকরাকরাক্ষয়েয়ং
পরমপদাস্মরণাৎ সমাগতেহ।
পরমপদাবগমাৎ প্রয়াতি নাশং
বিহগপতিস্মরণাদ্বিষব্যথেব ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে সংসারোৎপত্তিবিস্তারবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ন দৃষ্টা পারভূমির্যস্য তথাবিধ ওঘঃ পূর্ণতা যস্য তং সমাধিভিরবলম্ব্য ॥১৩॥
অধিকারিদেহপ্রাপ্ত্যা প্রকাশেপি রাগান্ধত্বাৎ তামস্যঃ ॥ ১৪ ॥
ঊর্দ্ধাৎ উৎকৃষ্টজন্মনঃ। অধঃ নিকৃষ্টপশ্বাদিজন্ম ॥ ১৫ ॥
এবমনর্থসহস্রনিদানং জীবভাবং প্রপঞ্চ্য তন্মূলং স্মারয়ংস্তন্নিবৃত্ত্যুপায়মাহ বহ্বিতি। বহবঃ সুখদুঃখকরাণাং জন্মনাং আকরাঃ খনীভূতা রাগাদয়ো যস্যাং তথাবিধা ইয়ং জীবতা পরমপদস্য স্বাত্মতত্ত্বস্যাস্মরণাদপর্য্যালোচন-দোষাৎ সমাগতা ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

কাল উবাচ ।

এতাসাং ভূতজাতীনামূর্ম্মীণামিব সাগরাৎ ।
বিবিধানাং বিচিত্রাণাং লতানামিব মাধবে ॥ ১ ॥
ভব্যা জিতমনোমোহা দৃষ্টলোকপরাবরাঃ ।
জীবন্মুক্তা ভ্রমন্তীহ যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ২ ॥
অন্যে তু কাষ্ঠকুড্যাভা মূঢ়াঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ ।
অপরে ক্ষীণমোহাস্তে কিং তেষাং প্রবিচার্য্যতে ॥ ৩ ॥
লোকে প্রবুধ্যমানানাং ভূতনামাত্মসিদ্ধয়ে ।
বিহরন্তীহ শাস্ত্রাণি কল্পিতান্যুদিতাত্মভিঃ ॥ ৪ ॥
সম্প্রবুদ্ধাশয়া যে তু দুষ্কৃতানাং পরিক্ষয়ে ।

উপবর্ণ্য মনঃ শক্তীরথাত্র ভৃগুকালয়োঃ ।
শুক্রস্য সন্নিধৌ গন্তমুত্থানং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১ ॥

উক্তাসু জীবজাতিষু জীবন্মুক্তানামেব কৃতার্থতা নান্যেষামিত্যাহ এতাসামিত্যাদিনা। সাগরাৎ আবির্ভূতানামিতি শেষঃ। এতাসাং মধ্যে যে জিতমনোমোহাস্তে ভবন্তীতি ভব্যাঃ কৃতার্থা ইতি পরেণান্বয়ঃ। ভব্যগেয়প্রবচনীয়েত্যাদিনা কর্ত্তরি যৎ। যক্ষাদিত্রিতয়োপাদানমুদাহরণার্থং ন তু পরিগণনায়। মনুষ্যাদিষ্বপি সম্ভবাৎ ॥ ১ ॥ ২ ॥

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্না অল্পজ্ঞা এব শাস্ত্রবিচারে অধিকারিণো ন তত্ত্বজ্ঞা ইত্যাশয়েনাহ কিং তেষামিতি ॥ ৩ ॥

কিমর্থং তর্হি তেষাং দেহধারণমিতি চেৎ শাস্ত্রপ্রকল্পনেনান্যোদ্ধারার্থমেবেত্যাশয়েনাহ লোকে ইতি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসঃ ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণ ইতি স্মৃতেঃ শাস্ত্রমপি শুদ্ধচিত্তেষ্বেব সফলং নান্যেষ্বিত্যাশয়েনাহ সম্প্রবুদ্ধেতি ॥ ৫ ॥

তেষাং শাস্ত্রবিচারেষু নির্ম্মলা ধীঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥
বিলীয়তে মনোমোহঃ সচ্ছাস্ত্রপ্রবিচারণাৎ ।
নভোবিহরণাদ্ভানোঃ শার্ব্বরং তিমিরং যথা ॥ ৬ ॥
অক্ষীয়মাণং হি মনো মোহায়ৈব ন সিদ্ধয়ে ।
নীহার ইব সঞ্ছাদ্য বেতাল ইব বল্গতি ॥ ৭ ॥
সর্ব্বেষামেব দেহানাং সুখদুঃখার্থভাজনম্ ।
শরীরং মন এবেহ ন তু মাংসময়ং মুনে ॥ ৮ ॥
যোয়ং মাংসাস্থিসঙ্ঘাতো দৃশ্যতে পাঞ্চভৌতিকঃ ।
মনোবিকল্পনং বিদ্ধি ন দেহঃ পরমার্থতঃ ॥ ৯ ॥
মনঃশরীরেণ তব পুত্রোয়ং কৃতবান্ মুনে ।
তদেব প্রাপ্তবানাশু বয়ং নাত্রাপরাধিনঃ ॥ ১০ ॥
স্বয়া বাসনয়া লোকো যৎ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ ।
স তথৈব তদাপ্নোতি নেতরস্ত্বেহ কর্ত্তৃতা ॥ ১১ ॥
স্বানুসংহিতমন্তর্বন্ মনো বাসনয়া স্বয়া ।
কোনাম ভুবনেশোস্তি তৎ কর্ত্তুং যস্য শক্ততা ॥ ১২ ॥
যে সর্গা নরকাভোগা যা জন্মমরণৈষণাঃ ।
স্বমনোমননেনেদং স নিষ্পন্দোপি দুঃখদঃ ॥ ১৩ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন শব্দসংগ্রহকারিণা ।

শর্ব্বর্য্যাং ভবং শার্ব্বরম্ ॥ ৬ ॥

নীহার ইবেত্যাবরণে বেতাল ইবেতি বিক্ষেপে দৃষ্টান্তৌ। বল্গতি নৃত্যতি॥ ৭

দেহানাং তদাত্মতাপন্নজীবানাম্ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

মনোবাসনয়া অনুসন্ধানমাত্রেণাপি ক্ষণাৎ যৎ ক্রিয়তে তদস্মাভির্ম্মহতাপি যত্নেন চিরেণাপি কর্ত্তুং ন শক্যত ইতি নাস্মাস্বপরাধসম্ভাবনাপীত্যাশয়েনাহ স্বানুসংহিতমিতি ॥ ১২ ॥

স মননাত্মকোনিষ্পন্দ ঈষচ্চলনমপি দুঃখদঃ ॥ ১৩ ॥

শব্দসংগ্রহঃ শ্রবণং তৎকারিণা ন ত্বর্থপ্রদর্শকেনেত্যর্থঃ। যাম ইত্যস্ম-

উত্তিষ্ঠ ভগবন্ যামো যত্র তে তনয়ঃ স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বং চিত্তশরীরেণ ভুক্ত্বা শুক্রঃ ক্ষণাদিব।
অথেন্দুরশ্মিসংঘট্টাৎ সমঙ্গাতাপসঃ স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
তৎপ্রাণপবনশ্চিত্তাৎ মুক্ত ইন্দ্বংশুবৎ ফলম্।
অবশ্যায়তয়া ভূত্বা বীর্য্যং তেনান্তরাস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কালোহসন্নিব জগদ্গতিম্।
হস্তাদ্ধস্তেন জগ্রাহ ভৃগুমিন্দুমিবাংশুমান্ ॥ ১৭ ॥
অহোনু চিত্রা নিয়তের্ব্যবস্থেতি বদঞ্ছনৈঃ।
ভগবান্ ভৃগুরুত্তস্থাবুদয়াদ্রের্যথা রবিঃ ॥ ১৮ ॥

তেজোনিধী হ সমমঙ্গ সমুত্থিতৌ তৌ
ভাতস্তদাম্বরতলে সতমালজালে।
তুল্যোদয়াবিব নভস্থমলে বিহর্ত্তু
মভ্যুত্থিতৌ সজলদৌ সকলেন্দুসূর্য্যৌ ॥ ১৯ ॥

দোম্বয়োশ্চেতি বা অনুচরসাহিত্যাৎ বা বহুবচনম্ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বং স্বর্গভোগং চিত্তকল্পিতশরীরেণ ভুক্ত্বা অথ আকাশাদিক্রমেণ ভূমাব-বতীর্ণ ইন্দুরশ্মিসম্পর্কাদোষধীঃ প্রবিশ্য অন্নাদিভাবক্রমেণ জন্মপরম্পরাং প্রাপ্য সম্প্রতিসমঙ্গায়াং তাপসোভূত্বা স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ইন্দুরশ্মিসংঘট্টাদিতি যদুক্তং তদ্বিশদয়তি তৎপ্রাণেতি। তস্য শুক্রস্য প্রাণপবনশ্চিত্তাৎ চেতনশক্তের্ম্মুক্তঃ সম্মুর্চ্ছিতঃ সন্ অবশ্যায়তয়া নীহার-ভাবেন ইন্দ্বংশুসম্পর্কাৎ তদ্বৎ ভূত্বা শস্যদ্বারা তৎফলং ব্রীহ্যাদি ভূত্বা পুরুষং প্রবিশ্য বীর্য্যং রেতো ভূত্বা অন্তরা স্ত্রীগর্ভে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

হস্তাদিতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী। হস্তং প্রসার্য্যেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তপক্ষে লক্ষি-তলক্ষণয়া হস্তশব্দেন করশব্দবাচ্যকিরণপরিগ্রহঃ ॥ ১৭ ॥

নিয়তের্দ্দৈবস্য কর্ম্মণোবা ॥ ১৮ ॥

হ ইতি কিলেত্যর্থে নিপাতঃ। অঙ্গেতি সম্বোধনে। সতমালজালে মন্দরে সমং যুগপৎ সমুত্থিতৌ তেজোনিধী তৌ ভৃগুকালৌ সজলদে অম্বর-

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবত্যথ মুনৌ দিবসোজগাম
সায়ন্তনায় বিধয়েস্তমিনো জগাম।
স্নাতুং সভাকৃতনমস্করণাজগাম
শ্যামাক্ষয়ে রবিকরৈশ্চ সহাজগাম॥ ২০॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে ভৃগুসমাশ্বাসনং নাম

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

অষ্টমো দিবসঃ।

তলে তুল্যোদয়ৌ সকলঃ পূর্ণ ইন্দুশ্চ সূর্য্যশ্চ তাবিব ভাতঃ প্রকাশত ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥ ২০॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ কালভৃগূ দেবৌ মন্দরাচলকন্দরাৎ।
গন্তুং প্রবৃত্তাববনৌ সমঙ্গাসরিতস্তটম্॥ ১॥
তৌ শৈলাদবরোহন্তৌ দৃষ্টবন্তৌ মহাদ্যুতী।
নবহৈমলতাজাল কুঞ্জস্থুপ্তনভশ্চরান্॥ ২॥
বল্লীবলয়দোলাভিঃ ক্রীড়তোগগনাঙ্গণে।
হরিণীমুগ্ধমুগ্ধাক্ষি প্রেক্ষিতস্মারিতোৎপলান্॥ ৩॥
সিদ্ধানধ্যাসিতোত্তুঙ্গ শিলাশকলবিষ্টরান্।
ধৃতাকারানিবোৎসাহান্ হেলাদৃষ্টজগত্ত্রয়ান্॥ ৪॥
কৃতাজস্রপতৎপুষ্প ধারাসারনিমজ্জনান্।
তালোত্তালকৃতোদ্ধস্ত হস্তান্ হস্তিঘটাপতীন্॥ ৫॥
মদাবলেপনিদ্রালূন্ মদান্মূর্ত্তানিব স্থিতান্।

গত্বা তাভ্যাং সমাধিস্থ-শুক্রস্যাত্র প্রবোধনম্।
স্মারণং পূর্ব্ববৃত্তস্যাগমনেচ্ছা চ কীর্ত্ত্যতে॥ ১॥

অবনৌ অবতীর্য্যেতি শেষঃ॥ ১॥

নভশ্চরান্ :দেবগণান্ পক্ষিণশ্চ॥ ২॥

হরিণীনামিব মুগ্ধমুগ্ধৈঃ অক্ষিপ্রেক্ষিতৈঃ কটাক্ষৈঃ স্মারিতান্যুৎপলানি যৈঃ। সদৃশদর্শনস্য স্মৃতিহেতুত্বাৎ সাদৃশ্যং গম্যতে॥ ৩॥

অধ্যাসিতান্যাশ্রিতানি উত্তুঙ্গশিলাশকলান্যেব বিষ্টরাণি আসনানি যৈঃ। ধৃতাকারান্ স্বীকৃতশরীরান্ উৎসাহানিব স্থিতান্। হেলয়া লীলয়া দৃষ্টং জগত্ত্রয়ং যৈঃ॥ ৪॥

তালবৃক্ষা ইবোত্তালাঃ স্থূলদীর্ঘাঃ করাঃ শুণ্ডা দণ্ডা যেষাং তান্ হস্তিঘটাপতীন্ গজযূথপান্ তৌ দৃষ্টবন্তৌ ইতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে॥ ৫॥

পুষ্পকেসররক্তাঙ্গ পবনারুণবালধীন্ ॥ ৬ ॥
চঞ্চলাংশ্চমরাংশ্চারূন্ ভূভৃন্মণ্ডলচামরান্ ।
কৃতাজস্রপতৎপুষ্প ধারাসারনিমজ্জনান্ ॥ ৭ ॥
কিন্নরান্ ভূমখর্জ্জূরান্ শাখাসরলতাঙ্গতান্ ।
পরস্পরফলাঘাত ক্ষ্বেড়াবর্জ্জিতকীচকান্ ॥ ৮ ॥
ধাতুপাটলদুর্ব্বক্ত্রান্ মর্কটান্নটনোৎকটান্ ।
লতাবিতানসঞ্ছন্ন সানূপবনমন্দিরান্ ॥ ৯ ॥
সিদ্ধানমরনারীভির্ম্মন্দারকুসুমাহতান্ ।
ধাতুপাটলনির্দ্ধার পয়োদপটসংবৃতান্ ॥ ১০ ॥
তটানজনসংসর্গান্ বৌদ্ধান্ প্রব্রজিতানিব ।
সরিতঃ কুন্দমন্দার পিনদ্ধলহরীঘটাঃ ।
সাগরোৎকতয়েবাত্ত মধুমাসপ্রসাধনাঃ ॥ ১১ ॥

তানেব বিশিনষ্টি মদেতি। পুষ্পকেশরৈঃ রক্তাঙ্গেন রঞ্জিতেন পবনেন পরাগৈঃ পূরণাদরুণবালধীনিতি দেহলীদীপন্যায়েন পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সম্বধ্যতে॥৬॥

চমরান্ মৃগবিশেষান্ । ভূভৃন্মণ্ডলস্য পর্ব্বতরাজসমূহস্য চামরানিব স্থিতান্ ॥ ৭ ॥

কিন্নরান্ দৃষ্টবন্তাবিতি পূর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। ভূমখর্জ্জুরান্ খর্জ্জুরোত্তমজাতি-ভেদান্ শাখাপর্য্যন্তং সরলতামৃজুতাং গতান্। পরস্পরস্য খর্জ্জূরফলৈরা-ঘাতাস্তাড়নানি তল্লক্ষণাভিঃ ক্রীড়াভিরাবর্জ্জিতাঃ সফলীকৃতা অধঃ প্ররূঢ়াঃ কীচকা বেণবো যৈস্তান্ মর্কটান্ ।৮॥

ধাতুগৈরিকমিব পাটলানি দুর্ব্বক্ত্রাণি বিকৃতমুখানি যেষাং তান্ । নটনে অবস্পন্দনে উৎকটান্ শৌণ্ডান্॥ ৯॥

সিদ্ধান্ দেবযোনিবিশেষান্। অমরনারীভিরপ্সরোভিঃ রতিকালজ্ঞাপনায় মন্দারকুসুমৈরাহতান্। অতএব ধাতুপাটলৈর্নির্দ্ধারৈরচ্ছিদ্রৈঃ পয়োদপটৈঃ সংবৃতান্॥ ১০ ॥

তটান্ প্রপাতদেশান্। অজনসংসর্গান্ জনসঞ্চারানর্হান্। বৌদ্ধপ্রব্র-জিতদৃষ্টান্তো বৃথাপতনযোগ্যতাবিবক্ষয়া। সাগরে কান্তে উৎকতয়া সোৎ-

পুষ্পভারপিনদ্ধাঙ্গান্ বৃক্ষান্ পবনকম্পিতান্।
ক্ষীবানিব মধুপ্রাপ্তৌ ঘূর্ণান্ মধুকরেক্ষণান্॥ ১২॥
শৈলরাজশ্রিয়ং স্ফাতাং পশ্যন্তৌ তাবিতস্ততঃ।
প্রাপ্তবন্তৌ বসুমতীং পুরপত্তনমণ্ডিতাম্॥ ১৩॥
ক্ষণাদবাপতুস্তত্র পুষ্পলোলতরঙ্গিণীম্।
সমঙ্গাং সরিতং সাধ্বীং সর্ব্বপুষ্পময়ীমিব॥ ১৪॥
দদর্শাথ তটে তস্মিন্ কস্মিংশ্চিত্তনয়ং ভৃগুঃ।
দেহান্তরপরাবৃত্তং ভাবমন্যমুপাগতম্॥ ১৫॥
শান্তেন্দ্রিয়ং সমাধিস্থ মচঞ্চলমনোমৃগম্।
সুচিরাদিব বিশ্রান্তং সুচিরশ্রমশান্তয়ে॥ ১৬॥
চিন্তয়ন্তমিবানন্তা শ্চিরভুক্তা চিরোজ্ঝিতাঃ।
সংসারসাগরগতীর্হর্ষশোকনিরন্তরাঃ॥ ১৭॥
নূনং নিশ্চলতাং যাত মতিভ্রমিতচক্রবৎ।
অনন্তজগদাবর্ত্ত বিবর্ত্তাতিশয়াদিব॥ ১৮॥
একান্তসংস্থিতং কান্তং কান্ত্যৈকাকিনমাশ্রিতম্।

কণ্ঠতয়া হেতুনেব আত্তানি গৃহীতানি মধুমাসশ্চৈত্রস্তৎসম্বন্ধীনি প্রসাধনানি পুষ্পপল্লবাদ্যলঙ্কারা যাভিস্তাঃ। উৎকটতা চাত্তমধুমাংসপ্রসাধনা ইতি পাঠে তু সাগরস্থোৎকটতা যৈঃ উপভোগমদায় আচান্তৈরুপযুক্তৈর্ম্মধুমাংসৈঃ প্রসাধনং যাসাং তাঃ॥ ১১॥ ১২॥ ১৩॥

পুষ্পলোলতরঙ্গামিতি বহুব্রীহিণৈব মত্বর্থলাভে অতিশয়নিত্যযোগদ্যোতনার্থ ইনি প্রত্যয়ঃ। তদেব স্পষ্টীকর্ত্তুমাহ সর্ব্বপুষ্পময়ীমিবেতি॥ ১৪॥

অন্যং ভাবং অশুক্রতাম্॥ ১৫॥

সুচিরভ্রমঃ অনাদিসংসারভ্রমস্তস্য শান্তয়ে॥ ১৬॥

চিরং ভুক্তা অচিরাৎ উজ্ঝিতাস্ত্যক্তাঃ॥ ১৭॥

অতিভ্রমিতচক্রবদিতি দৃষ্টান্তো রাগোপরমক্রমেণ চিত্তং স্বয়মেব বিশ্রাম্যতীতি দ্যোতনায়॥ ১৮॥

উপশান্তেহসন্তগ্ন-চিত্তসম্ভ্রমসঙ্গমম্ ॥ ১৯ ॥
নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থং বিরতং দ্বন্দ্ববৃত্তিতঃ।
হসন্তমখিলাং লোক-গতিং শীতলয়া ধিয়া ॥ ২০ ॥
বিগতাখিলবৃত্তান্তং বিগতাশেষভোক্তৃতম্।
নিরস্তকল্পনাজাল মালম্বিতমহাপদম্ ॥ ২১ ॥
অনন্তবিশ্রান্তি ততে পদে বিশ্রান্তমাত্মনি।
প্রতিবিম্বমগৃহ্নন্তং সিতং মণিমিবাস্থিতম্ ॥ ২২ ॥
হেয়োপাদেয়সঙ্কল্প বিকল্পাভ্যাং সমুজ্ঝিতম্।
সম্প্রবুদ্ধমতিং ধীরং দদর্শ তনয়ং ভৃগুঃ ॥ ২৩ ॥
তমালোক্য ভৃগোঃ পুত্রং কালোভৃগুমুবাচ হ।
বাক্যমব্ধিধ্বনিনিভং তব পুত্রস্ত্বসাবিতি ॥ ২৪ ॥
বিবুধ্যতামিতি গিরা সমাধের্ব্বিররাম সঃ।
ভার্গবোন্তোদঘোষেণ শনৈরিব শিখণ্ডভৃৎ ॥ ২৫ ॥
উন্মীল্য নেত্রে সোপশ্য-দন্তে কালভৃগূ প্রভূ।
সমোদয়াবিবায়াতৌ দেবৌ শশিদিবাকরৌ ॥ ২৬ ॥
কদম্বলতিকাপীঠাদথোত্থায় ননাম তৌ।
সমৌ সমাগতৌ কান্তৌ বিপ্রৌ হরিহরাবিব ॥ ২৭ ॥
মিথঃ কৃতসমাচারাঃ শিলায়াং সমুপাবিশন্।

চক্রদৃষ্টান্তাভিপ্রায়মেব স্পষ্টমাহ উপশান্তে হেতি ॥ ১৯ ॥

দ্বন্দ্ববৃত্তিতঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদেঃ ॥ ২০ ॥

বৃত্তান্তানি প্রবৃত্তয়ঃ। ভোক্তৃতা তৎফলানি। মহাপদং মহৎপদং অপরিচ্ছিন্নাত্মসুখমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

শিখণ্ডভৃৎ ময়ূরঃ ॥ ২৫ ॥

অন্তে অন্তিকে। সমোদয়ৌ সম্মুখোদিতৌ ন ত্বসমোদিতৌ ॥ ২৬ ॥

বিপ্রৌ বিপ্রবেশৌ ॥ ২৭ ॥

মিথঃ অন্যোন্যং কৃতাঃ সমাচারা তৎকালোচিতগৌরবাভিনন্দনাদ্যা-

মেরুপৃষ্ঠে জগৎপূজ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুহরা ইব ॥ ২৮ ॥
অথ শান্তজপোরাম স সমঙ্গাতটে দ্বিজঃ।
তাবুবাচ বচঃ শান্ত মমৃতস্যন্দসুন্দরম্ ॥ ২৯ ॥
ভবতোর্দ্দর্শনেনাহ মদ্য নির্ব্বৃতিমাগতঃ।
সমমাগতয়োর্লোকে শীতলোষ্ণরুচোরিব ॥ ৩০ ॥
যো ন শাস্ত্রেণ তপসা ন জ্ঞানেনাপি বিদ্যয়া।
বিনষ্টোমে মনোমোহঃ ক্ষীণোসৌ দর্শনেন বাম্ ॥ ৩১ ॥
ন তথা সুখয়ন্ত্যন্তর্নির্ম্মলামৃতবৃষ্টয়ঃ।
যথা প্রহর্ষয়ন্ত্যেতা মহতামেব দৃষ্টয়ঃ ॥ ৩২ ॥
চরণাভ্যামিমং দেশং ভবন্তৌ ভূরিতেজসৌ।
কৌ পবিত্রিতবন্তৌ নঃ শশাঙ্কার্কাবিবাম্বরম্ ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুক্তবন্তং প্রোবাচ ভৃগুর্জ্জন্মান্তরাত্মজম্।
স্মরাত্মানং প্রবুদ্ধোসি নাজ্ঞোসীতি রঘূদ্বহ ॥ ৩৪ ॥
প্রবোধিতোসৌ ভৃগুণা জন্মান্তরদশাং নিজাম্।
মুহূর্ত্তমাত্রং সস্মার ধ্যানোন্মীলিতলোচনঃ ॥ ৩৫ ॥
অথাসৌ বিস্ময়াৎ স্মেরমুখো মুদিতমানসঃ।
বিতর্কমন্থরাং বাচমুবাচ বদতাম্বরঃ ॥ ৩৬ ॥
জয়ত্যবিদিতারম্ভা নিয়তিঃ পরমাত্মনঃ।

চারা যৈঃ ॥ ২৮ ॥

শান্তজপঃ সমাপিতসমাধিঃ। জপ মানসে চেতি ধাত্বর্থদর্শনাৎ। ইদমর্দ্ধং পাঠক্রমাদার্থক্রমবলীয়স্ত্বাৎ কদম্বলতিকাপীঠাদিত্যতঃ প্রাগ্ যোজ্যম্ ॥২৯॥

নির্ব্বৃতিং সুখম্ ॥ ৩০ ॥

জ্ঞানেন উপাসনেন। বিদ্যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া। অতিশয়োক্তিরিয়ং প্রশংসার্থা। বাং যুবয়োঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

ধ্যানেন উন্মীলিতং উদ্ঘাটিতং দিব্যং লোচনং যস্য সঃ ॥ ৩৫ ॥

বিস্ময়াদাশ্চর্য্যদর্শনাৎ ॥ ৩৬ ॥

যদ্বশাদিদমাভোগি জগচ্চক্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥
মমানন্তান্যতীতানি জন্মান্যবিদিতান্যপি ।
দশাফলান্যনন্তানি কল্পান্তকলিতাদিব ॥ ৩৮ ॥
দৃষ্টাঃ কঠিনসংরম্ভা বিভবোপার্জ্জনভ্রমাঃ ।
বিহৃতং বীতশোকাসু চিরং মেরুস্থলীষু চ ॥ ৩৯ ॥
পীতমামোদিমন্দার কেসরারুণিতং পয়ঃ ।
মন্দাকিন্যাঃ সকহ্লারং তটীষমরভূভৃতঃ ॥ ৪০ ॥
ভ্রান্তং মন্দরকুঞ্জেষু ফুল্লহেমলতালিষু ।
মেরোঃ কল্পতরুচ্ছায়া পুষ্পসুন্দরসানুষু ॥ ৪১ ॥
ন তদস্তি ন যদ্ভুক্তং ন তদস্তি ন যৎ কৃতম্ ।
ন তদস্তি ন যদ্দৃষ্টমিষ্টানিষ্টাসু বৃত্তিষু ॥ ৪২ ॥
জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমধুনা দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমক্ষতম্ ।
বিশ্রান্তোঽথ চিরং শ্রান্তো গতোমে সকলোভ্রমঃ ॥ ৪৩ ॥
উত্তিষ্ঠ তাত গচ্ছামঃ পশ্যামোমন্দরস্থিতাম্ ।
তাং তনুং তাবদাশুষ্কাং শুষ্কাং বনলতামিব ॥ ৪৪ ॥
ন সমীহিতমস্তীহ নাসমীহিতমস্তি মে ।

নিয়তিঃ কর্ম্মফলব্যবস্থাহেতুর্ম্মায়াশক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

দশাফলানি মরণমূর্চ্ছাদিতদ্দশাফলানি দুঃখমোহাদীনি। কল্পান্তঃ প্রলয়স্তেন কলিতাৎ সম্পন্নাৎ বর্ষবাতদাহাদেরিব ॥ ৩৮ ॥

কঠিনঃ সংরম্ভঃ ক্রোধ উদ্যোগশ্চ যেষু তে বিভবো রাজানো দ্রব্যার্জ্জনভ্রমা অপি ॥ ৩৯ ॥

পয়োবারি ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

ন তদস্তীতি। সর্ব্বং কৃতং ভুক্তং দৃষ্টং চেত্যর্থঃ। ইষ্টানিষ্টাসু অনুকূলপ্রতিকূলাসু বৃত্তিষু দশাসু ॥ ৪২ ॥

একবিজ্ঞানেনাপি সর্ব্ববিজ্ঞানং দর্শয়তি জ্ঞাতমিতি। চিরং শ্রান্তোঽহং সম্প্রতি বিশ্রান্তঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

নিয়তেরচনাং দ্রষ্টুং কেবলং বিহরাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥

যদতিসুভগমার্য্যসেবিতং তৎ
স্থিরমনুযামি যদেকভাববুদ্ধ্যা।
তদলমভিমতা মতির্ম্মমাস্তু
প্রকৃতমিমং ব্যবহারমাচরামি ॥ ৪৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে ভার্গবজন্মান্তরস্মরণবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

কিং তে তয়া তস্বা সমীহিতং তত্রাহ নেতি ॥ ৪৫ ॥

নম্বু নিয়তেঃ রচনাং দ্রষ্টুং বিহরতস্তব তত্রাভিনিবেশাৎ পুনঃ পূর্ব্ববদ-প্সরোমনোরথানুগমনাদিসংসারাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য দৃঢ়তরতত্ত্বজ্ঞানবাধিতানুবৃত্তি-মাত্রত্বাৎ ন পূর্ব্ববদভিনিবেশপ্রসক্তিরিত্যাহ যদিতি। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ অহমেকভাববুদ্ধ্যা একএবাত্মা ভাবঃ পরমার্থসত্যো নান্যদিতি দৃঢ়নিশ্চয়েন যৎচরিত্রমতিসুভগমত্যন্তশুভাবহমার্য্যৈরন্যৈশ্চ জীবন্মুক্তৈঃ সেবিতং তদেব স্থিরং যথাস্যাৎ তথা অনুযাম্যনুসরামি ন পূর্ব্ববৎ মূঢ়বৃত্তং তৎ তস্মাৎ তব মম চ অভিমতা পূর্ব্বদেহজীবনাদিরূপা মতিরলং সম্যগস্তু নাম ন কাচিৎ তয়া ক্ষতিঃ। তয়া প্রকৃতং প্রারব্ধশেষভোজকব্যবহারমাচরামি ন মূঢ়বদ-ভিনিবেক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

—)(•)(—

বশিষ্ঠ উবাচ।

বিচারয়ন্তস্তত্ত্বজ্ঞা ইতি তে জাগতীর্গতীঃ।
সমঙ্গায়াস্তটাৎ তস্মাৎ প্রচেলুশ্চঞ্চলাসবঃ॥ ১॥
ক্রমাদাকাশমাক্রম্য নির্গত্যাম্বুদকোটরৈঃ।
সম্প্রাপুঃ সিদ্ধমার্গেণ ক্ষণাৎ মন্দরকন্দরম্॥ ২॥
অধিত্যকায়াং তস্যাদ্রেরার্দ্রপর্ণাবগুণ্ঠিতাম্।
দদর্শ ভার্গবঃ শুষ্কাং পূর্ব্বজন্মোদ্ভবাং তনুম্॥ ৩॥
উবাচেদঞ্চ হে তাত তন্বী তনুরিয়ং হি সা।
যা ত্বয়া সুখসম্ভোগৈঃ পুরা সমভিলালিতা॥ ৪॥
ইয়ং সা মত্তনুর্যস্যাঃ কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ।
অঙ্গমঙ্গীকৃতস্নেহা ধাত্রী চিরমলেপয়ৎ॥ ৫॥
ইয়ং সা মত্তনুর্যস্যা মন্দারকুসুমোৎকরৈঃ।
রচিতা শীতলা শয্যা মেরূপবনভূমিষু॥ ৬॥

অত্র তাং তনুমালোক্য শুক্রস্য পরিদেবনম্।
তন্নিমিত্তবিশেষোক্ত্যা স্বভাবশ্চোপদিশ্যতে॥ ১॥

ইতি প্রাগুক্তপ্রকারাঃ জাগতীঃ সাংসারিকীর্গতীর্ব্বিচারয়ন্তঃ সন্তঃ সমঙ্গাতটাৎ ভৃগ্বাশ্রমং প্রতি প্রচেলুঃ প্রচলিতাঃ। চঞ্চলাসব ইত্যনেন প্রাণক্রিয়য়ৈব তেষাং চলনোপচারো ন ত্বাত্মনি ক্রিয়াস্তীতি দ্যোতনায়॥ ১॥

অম্বুদকোটরৈর্মেঘচ্ছিদ্রৈঃ॥ ২॥

অধিত্যকায়াং ঊর্দ্ধভাগভূমৌ॥ ৩॥

ইদং বক্ষ্যমাণপ্রকারং বাক্যম্। তন্বী কৃশা॥ ৪॥

সুখসম্ভোগৈরিতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি কর্পূরেত্যাদিনা॥ ৫॥ ৬॥

ইয়ং সা মত্তনুর্ম্মত্ত-দেবস্ত্রীগণলালিতা।
সরীসৃপমুখক্ষুণ্ণা পশ্য শেতে ধরাতলে ॥ ৭ ॥
চন্দনোদ্যানখণ্ডেষু মম তন্বা যয়ানয়া।
চিরং বিলসিতং সেয়ং শুষ্ককঙ্কালতাং গতা ॥ ৮ ॥
সুরাঙ্গনাঙ্গসংসর্গাদুত্তুঙ্গানঙ্গভঙ্গয়া।
চেতোবৃত্ত্যা রহিতয়া তন্বাদ্য মম শুষ্যতে ॥ ৯ ॥
তেষু তেষু বিলাসেষু তাসু তাসু দশাসু চ।
তথা তদ্ভাবনাবন্ধঃ কথং স্বস্থোসি দেহক ॥ ১০ ॥
হা তনো শবনামাসি তাপসং শোষমাগতা।
কঙ্কালতাং প্রযাতাসি মাং ভীষয়সি দুর্ভগে ॥ ১১ ॥
দেহেনাহং বিলাসেষু যেনৈবমুদিতোভবম্।
কঙ্কালতামুপগতাত্তস্মাদেব বিভেম্যহম্ ॥ ১২ ॥
তারাজালসমাকারো যত্র হারোভবৎ পুরা।
মমোরসি বিলীয়ন্তে তত্র পশ্য পিপীলিকাঃ ॥ ১৩ ॥

সরীসৃপমুখৈঃ সর্পবৃশ্চিকপ্রভৃতিকীটৈঃ ক্ষুণ্ণা সঞ্চূর্ণিতা ছিদ্রিতেতি যাবৎ॥৭॥

চন্দনানাং হরিচন্দনানামুদ্যানখণ্ডেষু বিলসিতং ক্রীড়াভিঃ শোভিতম্। নন্দনেতি পাঠে স্পষ্টম্ ॥ ৮ ॥

উত্তুঙ্গা অনঙ্গভঙ্গাঃ কামতরঙ্গা যস্তাং তথাবিধয়া চেতোবৃত্ত্যা রহিতয়া ত্যক্তয়া। শুষ্যতে। ভাবে লট্ ॥ ৯ ॥

ইদানীং দেহমেব সম্বোধ্যানুশোচতি তেষু তেম্বিত্যাদিনা। তেষু তেষু বিচিত্রেষু অবকাশেষু দেবোদ্যানাদিপ্রদেশেষু। তাসু তাসু বিচিত্রাসু বাল্যযৌবনাদিদশাসু। তথা প্রাগনুভূতপ্রকারাস্তত্তৎসৌন্দর্য্যালঙ্কারগীতহাস্ত-রতিবিলাসাদিভাবনাসম্বন্ধা যস্ত স তথাবিধো ভূত্বা সম্প্রতি কথং স্বস্থোসি কুতস্তন্নানুশোচসীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কঙ্কালতাং অস্থিমাত্রাবশেষতাম্ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

হারো মুক্তাবলী ॥ ১৩ ॥

দ্রবৎকাঞ্চনকান্তেন লোভং নীতা বরাঙ্গনাঃ।
যেন মদ্বপুষা তেন পশ্য কঙ্কালতোহ্যতে ॥ ১৪ ॥
পশ্য মে বিততাস্যেন তাপসংশুষ্ককৃত্তিনা।
মৎকঙ্কালকুবক্ত্রেণ বিত্রাস্যন্তে বনে মৃগাঃ ॥ ১৫ ॥
পশ্যামি সংশুষ্কতয়া শবোদরদরী মম।
প্রকাশার্কাংশুজালেন বিবেকেনেব শোভতে ॥ ১৬ ॥
মত্তনুঃ পরিশুষ্কেয়ং স্থিতোত্তানাচলোপলে।
বৈরাগ্যং নয়তীবাত্ম-তুচ্ছত্বেনান্তরং সতাম্ ॥ ১৭ ॥
শব্দরূপরসস্পর্শ গন্ধলোভাদ্বিমুক্তয়া।
নির্ব্বিকল্পসমাধ্যেব তদেতচ্ছুষ্যতে গিরৌ ॥ ১৮ ॥
মুক্তা চিত্তপিশাচেন নূনং সুখমিবাস্থিতা।
তনুর্দ্দৈবতভঙ্গেভ্যো ন বিভেতি মনাগপি ॥ ১৯ ॥
সংশান্তে চিত্তবেতালে যামানন্দকলাং তনুঃ।
যাতি তামপি রাজ্যেন জাগতেন ন গচ্ছতি ॥ ২০ ॥

দ্রবৎকাঞ্চনং দ্রুতসুবর্ণমিব কান্তেন ভাস্বরেণ। লোভং কামভোগস্পৃহাম্। উহ্যতে ধার্য্যতে। পশ্যেতি পুনঃ পিতরং প্রত্যুক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

কুবক্ত্রেণ বিকৃতেন মুখেন ॥ ১৫ ॥

অন্তঃপ্রবিষ্টত্বাৎ প্রকাশেন প্রকাশমানেনার্কাংশুজালেন শোভতে। পশ্যামীত্যস্য পশ্য মৃগোধাবতীত্যত্রেব বাক্যার্থঃ কার্য্যঃ ॥ ১৬ ॥

আত্মনঃ স্বস্যাস্তুচ্ছত্বেন ফল্গুত্বেন কুৎসিতরূপতাপ্রদর্শনেনেতি যাবৎ। নয়ত্যুপদিশতীব ॥ ১৭ ॥

গন্ধান্তানাং লোভাদভিলাষাৎ বিমুক্তয়া মত্তন্বা তদেতাবৎ কালং মৎপরোক্ষমেতদিদানীং মৎপ্রত্যক্ষঞ্চ নির্ব্বিকল্পঃ সমাধির্যস্যাস্তয়েব শুষ্যতে তপ্যতে ॥ ১৮ ॥

সুখং স্বস্থম্ দৈবতোপপাদিতেভ্যো ভঙ্গেভ্যোবিপর্য্যস্তঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দস্য কলাং চমৎকৃতিম্। জাগতেন ত্রৈলোক্যসম্বন্ধিনা রাজ্যেনা-

পশ্য বিশ্রান্তসন্দেহং বিগতাশেষকৌতুকম্।
নিরস্তকলনাজালং সুখং শেতে কথং বনে॥ ২১॥
চিত্তমর্কটসংরম্ভ সংক্ষুব্ধঃ কায়পাদপঃ।
তথা বেগেন চলতি যথা মূলান্নিকৃন্ততি॥ ২২॥
চিত্তানর্থবিমুক্তোঽদ্রৌ গজাভ্রহরিবিগ্রহম্।
নাদ্য পশ্যতি মে দেহঃ পরানন্দ ইব স্থিতঃ॥ ২৩॥
সর্ব্বাশাজ্বরসংমোহ মিহিকাশরদাগমম্।
অচিত্তত্বং বিনা নান্যচ্ছ্রেয়ঃ পশ্যামি জন্তুষু॥ ২৪॥
ত এব সুখসম্ভোগসীমান্তং সমুপাগতাঃ॥

পীত্যন্বয়ঃ কলনা কল্পনা মানস পরিণতি বিশেষঃ॥ ২০॥ ২১॥

সংরম্ভেণ কামাদিচাপলেন সংক্ষুব্ধো ন কেবলং বিবেকসদ্বাসনাদিশাখা-পল্লবাদীন্যেব স্বস্য যথা বিশাতয়তি তথা চলতি কিন্তু আমূলাৎ যথা নিকৃন্ততি উন্মূলিতোভবতি তথা চলতি। বিবেকাদ্যনধিকৃতস্থাবরাদিযোনিষ্বেব জাবং পাতয়তীত্যর্থঃ॥ ২২॥

অদ্রৌ অস্মিন্ মন্দরে মে দেহঃ চিত্তলক্ষণেনানর্থেন বিমুক্তঃ সন্ অদ্য গজানামভ্রৈর্মেঘৈর্হরিভিঃ সিংহৈশ্চ বিগ্রহৈবৈরং যুযুৎসাপ্রতিগর্জ্জনাভিগমনাদিলক্ষণং ন পশ্যতি। প্রাক্ কৌতুকদর্শনপরানন্দে স্থিত ইব যথা প্রাক্‌বহিঃ কৌতুকদর্শনেন নন্দতি তথাদ্য নেত্যর্থঃ। অথবা অদ্রৌ স্ফটিকশিলাসু প্রতিবিম্বিতং গজাভ্রহরীণাং বিগ্রহং যুদ্ধং মূর্ত্তিং বাদ্য ন পশ্যতীত্যর্থঃ। নাট্যং পশ্যতীতি পাঠে তু যথা পরানন্দে পরমাত্মনি স্থিতো জীবন্মুক্তঃ প্রথমং গজমিব স্থূলং অভ্রমিব সূক্ষ্মং হরিমিব কারণঞ্চ বিগ্রহাঃ শরীরাণি যস্মিংস্তথাবিধমাত্মনটস্য নাট্যং পশ্যতি তথা মম দেহোঽপি চিত্তানর্থবিমুক্তত্বাদেব পৃথক্ স্থিতেন মদাত্মনা অস্মিন্নদ্রৌ কচিৎ গজাঃ কচিদভ্রাণি কচিদ্ধরয়ঃ সিংহমর্কটাদয় ইতি নানাবিগ্রহমাত্মনটস্য নাট্যং পশ্যতীত্যর্থঃ॥ ২৩॥

সর্ব্বে আশারূপা যে জ্বরাস্তন্নিদানভূতো যোমোহস্তল্লক্ষণায়া মিহিকায়া অভ্রবীজস্য শরদাগমভূতম্। সর্ব্বাসামাশানাং দিশাং বা সর্ব্বাস্বাশাসু দিক্ষু বা জ্বরভূতায়া মোহমিহিকায়াঃ শরদাগমম্। অচিত্তত্বং মনোনাশং বিনা॥২৪॥

মহাধিয়া শান্তধিয়ো যে যাতা বিমনস্কতাম্ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বদুঃখদশামুক্তাং সংস্থিতাং বিগতজ্বরাম্ ।
দিষ্ট্যা পশ্যাম্যমননাং বনে তনুমিমামহম্ ॥ ২৬ ॥

রাম উবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভার্গবেণ তদা কিল ॥
সুবহূন্যুপভুক্তানি শরীরাণি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৭ ॥
ভৃগুণোৎপাদিতে কায়ে তত্তস্মিংস্তস্য কিং পুনঃ ।
মহানতিশয়ো জাতঃ পরিদেবনমেব বা ॥ ২৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

শুক্রস্য কলনা রাম যাসৌ জীবদশাং গতা ।
কর্ম্মাত্মিকা সমুৎপন্না ভৃগোর্ভার্গবরূপিণী ॥ ২৯ ॥

সুখসম্ভোগা হৈরণ্যগর্ভানন্দাস্তা বিষয়সুখভোগাস্তেষাং সীমান্তং পরমাবধিং ভূমানন্দম্। অপরিচ্ছিন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারত্বাৎ মহাধিয়া। রাগাদিধীকার্য্যোপশমাচ্ছান্তধিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

স্বদেহে জীবন্মুক্তদেহসাম্যং সম্ভাব্যাভিনন্দতি সর্ব্বেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যোদয়েন ॥ ২৬ ॥

রামস্য প্রশ্নাশয়ঃ স্পষ্টঃ ॥ ২৭ ॥

তত্তেভ্যঃ শরীরেভ্যঃ। তস্মিন্ কায়ে। কিং কস্মাদ্ধেতোঃ। মহান্ প্রবৃদ্ধঃ। অতিশয়ঃ স্নেহস্যেতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥

শুক্রস্য সাম্প্রতিকগ্রহপদাধিকারোপভোগপ্রয়োজকপ্রাক্কল্পানুষ্ঠিতসৎকর্ম্মণামুৎক্রান্তিকালে এতৎকল্পভাবিভৃগূৎপাদ্যশরীরাকারেণ পরিণতানাং তাদৃশাকারবাসনাত্মনৈব প্রলয়ে চিরমবস্থানাদাকাশাদিক্রমেণৈতৎকল্পে ভৃগুশরীরোৎপত্তৌ অন্নদ্বারা প্রাণাপানপ্রবাহেণ তদ্ধৃদয়ং প্রবিশ্য রেতোরূপপরিণামদ্বারা চিরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতপ্রাক্তনকামকর্ম্মবাসনানুসারেণৈব শুক্রদেহারম্ভাৎ তেন কতিপয়কর্ম্মভোগেপি ভোক্তব্যপ্রারব্ধকর্ম্মণাং বহূনামবশিষ্টত্বাৎ যুক্তস্তস্মিন্ স্নেহাতিশয়ো ন দেহান্তরেষু তদ্ভোগ্যকর্ম্মণামনবশেষাদিত্যাশয়েনোত্তরং বশিষ্ঠ আহ শুক্রস্যেত্যাদিনা। কলনা প্রাক্তনোৎক্রান্তিকালিকী ভাবিদেহা-

সা হীদং প্রথমত্বেন সমুপেত্য পরাৎ পদাৎ।
ভূতাকাশপদং প্রাপ্য বাতব্যাবলিতা সতী ॥ ৩০ ॥
প্রাণাপানপ্রবাহেণ প্রবিশ্য হৃদয়ং ভৃগোঃ।
ক্রমেণ বীর্য্যতামেত্য সম্পন্নৌশনসী তনুঃ ॥ ৩১ ॥
বিহিতব্রাহ্মসংস্কারা তত্র সা পিতুরগ্রগা।
কালেন মহতা প্রাপ্তা শুষ্ককঙ্কালরূপতাম্ ॥ ৩২ ॥
ইদং প্রথমমায়াতা যদাসৌ ব্রহ্মণস্তনুঃ।
অতস্তাং প্রতি শুক্রেণ তদা তৎ পরিদেবিতম্ ॥ ৩৩ ॥
বীতরাগোপ্যনিচ্ছোপি সমঙ্গাবিপ্ররূপবান্।
স শুশোচ তনুং শুক্রঃ স্বভাবোহ্যেষ দেহজঃ ॥ ৩৪ ॥
জ্ঞস্যাজ্ঞস্য চ দেহস্য যাবদ্দেহময়ং ক্রমঃ।

কারকলনা। ভার্গবরূপিণী ভৃগুৎপাদ্যদেহাকারা যা প্রাক্ কল্পে আসিদিতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

সা হি সৈবেদানীমৌশনসী তনুঃ সম্পন্নেতি পরেণান্বয়ঃ। কেন ক্রমেণ তমাহ ইদং প্রথমত্বেনেত্যাদিনা। পরাৎ পদাৎ প্রলয়কালপরিশিষ্টাৎ মায়াশবলেশ্বরাৎ ইদং প্রথমত্বেন এতৎকল্পীয়প্রথমশরীরভাবেন সমুপেত্য সিক্তোচ্ছূনবীজান্তরঙ্কুরশক্তিবদীষদাবির্ভূয় ক্রমাদাকাশাদিপদং তত্তদ্ভূতসাম্যং প্রাপবাতেন বৃষ্টিদ্বারা অন্নাদিভাবেন ব্যাবলিতা অন্তর্ভাবিতা সতী ॥ ৩০ ॥

প্রাণক্রিয়াবিশেষাত্মনা অন্নগ্রাসিনা অপানপ্রবাহেণ ॥ ৩১ ॥

বিহিতা বিধিবদনুষ্ঠিতা ব্রাহ্মা ব্রাহ্মণজন্মোচিতা গর্ভাধানপুংসবনজাতকর্ম্মান্নপ্রাশনচৌলোপনয়নাদয়ঃ সংস্কারা যস্যাম্। ন হ্যসংস্কৃতয়া গ্রহাধিকারোভোক্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মণঃ সকাশাদুক্তরীত্যা ইদং প্রথমং যথা স্যাৎ তথা যদা যস্মাদ্ধেতোরায়াতা অতঃ। অকালে পঞ্চম্যা অপি ছান্দসো দাপ্রত্যয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানিনোপি ন প্রারব্ধমতিবর্ত্তন্ত ইত্যাশয়েনাহ বীতেতি ॥ ৩৪ ॥

যাবদ্দেহং যাবজ্জীবনং সদা সর্ব্বকালে ক্রমো মর্য্যাদানিয়মঃ। ন কদাচিদ্ব্যভিচরতীত্যর্থঃ। জ্ঞস্য সক্তা অজ্ঞস্য ত্বসক্তেতি বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

লোকবদ্ব্যবহারোয়ং সত্ত্যাসত্ত্যাথ বা সদা ॥ ৩৫ ॥
যে পরিজ্ঞাতগতয়ো যে চাজ্ঞাঃ পশুধর্ম্মিণঃ।
লোকসম্ব্যবহারেষু তে স্থিতা লোকজালবৎ ॥ ৩৬ ॥
ব্যবহারে যথৈবাজ্ঞস্তথৈবাখিলপণ্ডিতঃ।
বাসনামাত্রভেদোত্র কারণং বন্ধমোক্ষদম্ ॥ ৩৭ ॥
যাবচ্ছরীরং তাবদ্ধি দুঃখে দুঃখং সুখে সুখম্।
অসংসক্তধিয়োধীরা দর্শয়ন্ত্যপ্রবুদ্ধবৎ ॥ ৩৮ ॥
সুখেষু সুখিতা নিত্যং দুঃখিতা দুঃখবৃত্তিষু।
মহাত্মানোহি দৃশ্যন্তে দৃশ্য এবাপ্রবুদ্ধবৎ ॥ ৩৯ ॥
সূর্য্যস্য প্রতিবিম্বানি ক্ষুভ্যন্তি ন পুনঃ স্থিরম্।
চলাচলতয়া তজ্জ্ঞো লোকবৃত্তিষু তিষ্ঠতি ॥ ৪০ ॥
অবস্থিত ইব স্বস্থঃ প্রতিবিম্বেষু ভাস্করঃ।
সন্ত্যক্তলোককর্ম্মাপি বুদ্ধ এবাপ্রবুদ্ধধীঃ ॥ ৪১ ॥
মুক্তবুদ্ধীন্দ্রিয়োমুক্তো বদ্ধকর্ম্মেন্দ্রিয়োপি হি।

অতএবেতরব্যবহারেষপি তয়োস্তুল্যতৈবেত্যাহ যে ইতি ॥ ৩৬ ॥

তর্হি দ্বয়োঃ সাম্যে একস্য বন্ধোঽপরস্য মোক্ষ ইতি বিশেষঃ কুতস্তত্রাহ বাসনেতি ॥ ৩৭ ॥

দুঃখে দুঃখনিমিত্তপ্রাপ্তৌ। দর্শয়ন্তি বিড়ম্বয়ন্তি ॥ ৩৮ ॥

দুঃখবৃত্তিষু দুঃখনিমিত্তেষু দুঃখিতা দুঃখিতা ইব। দৃশ্যে ব্যবহারবিষয়ে এবাপ্রবুদ্ধবৎ বর্ত্তন্তে স্বাত্মতত্ত্বে তু সুস্থিরা নাজ্ঞবদ্বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

একস্যৈকদৈব স্থিরাস্থিরবৃত্তিবিরোধবারণায় দৃষ্টান্তমাহ সূর্য্যস্যেতি। যথা সূর্য্যস্য জলস্থানি প্রতিবিম্ববপুংষ্যেব ক্ষুভ্যন্তি সঞ্চলন্তি ন তু নভস্থং স্থিরং বিম্ববপুস্তদ্বদিত্যর্থঃ। স্বর্থে পুনঃ শব্দঃ ॥ ৪০ ॥

যথা প্রতিবিম্বেষ্ববস্থিতোভাস্করঃ স্বস্থ এবাস্বস্থো ভিন্নশ্চল ইব ভবতি তদ্বৎ বুদ্ধ এব ব্যবহারস্থোঽপ্রবুদ্ধধীর্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তর্হ্যজ্ঞবৎ বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তস্য বন্ধোপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বুদ্ধীন্দ্রিয়াসঙ্গপূর্ব্বককর্ম্মণামেব বন্ধকতা নান্যেষামিত্যাশয়েনাহ মুক্তেতি। ইদমেব

বদ্ধবুদ্ধীন্দ্রিয়োবদ্ধো মুক্তকর্ম্মেন্দ্রিয়োপি হি ॥ ৪২ ॥
সুখদুঃখদৃশোলোকে বন্ধমোক্ষদৃশস্তথা।
হেতুর্ব্বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যেব তেজাংসীব প্রকাশনে ॥ ৪৩ ॥
বহির্লোকোচিতাচারস্ত্বন্তরাচারবর্জ্জিতঃ।
সমোহৃতীব তিষ্ঠ ত্বং সংশান্তসকলৈষণঃ ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বৈষণাবিমুক্তেন স্বাত্মনাত্মনি তিষ্ঠতা।
কুরু কর্ম্মাণি কার্য্যাণি নূনং দেহস্য সংস্থিতিঃ ॥ ৪৫ ॥
আধিব্যাধিমহাবর্ত্ত গর্ত্তসংসারবর্ত্মনি।
মমতোগ্রান্ধকূপেস্মিন্ মা পতাতাপদায়িনি ॥ ৪৬ ॥
ন ত্বং ভাবেষু নোভাবাস্ত্বয়ি তামরসেক্ষণ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বভাবস্ত্বমাত্মান্তঃ সুস্থিরোভব ॥ ৪৭ ॥
ত্বং ব্রহ্ম হ্যমলং শুদ্ধং ত্বং সর্ব্বাত্মা চ সর্ব্বকৃৎ।

ভগবতোক্তম্। "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে" ইত্যাদিনা ॥ ৪২ ॥

সুখদুঃখদৃশঃ সুখদুঃখভোগস্য ॥ ৪৩ ॥

নমু তর্হি ময়া কথং স্থেয়ং তত্রাহ বহিরিতি। আচারবর্জ্জিতঃ কূটস্থাত্মদৃঢ়নিষ্ক্রিয়ঃ। অতএব সমো বৈষম্যশূন্যঃ ॥ ৪৪ ॥

এষণা কর্ম্মফলাসঙ্গঃ তদ্বিমুক্তেন আত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিতেনাত্মনা মনসা কর্ম্মাণি কুরু। নূনমিতি হেতৌ। যতোদেহস্য কার্য্যাণি কর্ম্মাণি সংস্থিতিঃ স্বভাব ইত্যর্থঃ। "ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষত" ইতি ভগবতাপ্যুক্তম্ ॥ ৪৫ ॥

আধয়ো মানসদুঃখানি ব্যাধয়ঃ শারীরদুঃখানি মহান্ত আবর্ত্তা মরণজন্মভ্যাং পরিবর্ত্তনানি তান্যেব গর্ত্তাঃ শ্বভ্রাণি যস্মিন্ তথাবিধে সংসারবর্ত্মনি মমতোগ্রান্ধকূপে মা পত ॥ ৪৬ ॥

তদপতনে উপায়মাহ ন ত্বমিত্যাদিনা। ভাবেষু দৃশ্যবস্তষু দেহাদিষু তিষ্ঠসীত্যর্থঃ। ত্বয়ি সন্তীতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাবয়ন্ বিচারেণানুভবন্ সন্ ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বং শান্তমজং বিশ্বং ভাবয়ন্ বৈ সুখীভব ॥ ৪০ ॥

ব্যপগতমমতামহান্ধকারঃ
পদমমলং বিগতৈষণং সমেত্য।
প্রভবসি যদি চেতসো মহাত্মন্
তদতিধিয়ে মহতে সতে নমস্তে ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতি-প্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে ভার্গবপরিদেবনপ্রসঙ্গেনোপদেশকরণং নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

হে মহাত্মন্ বিগতৈষণং সকলৈষণানিবর্ত্তকং পূর্ণানন্দমমলমবিদ্যাদিশূন্যং পদং সমেত্য সম্যগনুভবেন প্রাপ্য ব্যপগতমমতামহান্ধকারঃ সন্ চেতসশ্চিত্তস্য যদি বধে প্রভবসি সমর্থঃ স্যাস্তর্হি অতিধিয়ে অপরিমিতবুদ্ধয়ে মহতে পূর্ণায় সতে পরমার্থসত্যব্রহ্মভূতায় তে নমঃ। অস্মদাদীনামপি সদাবন্দ্যো ভবিষ্যসীত্যাশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥
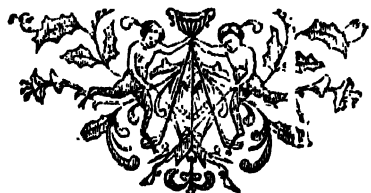
ষোড়শঃ সর্গঃ।

——(*)——

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাক্ষিপ্য বচস্তস্য তনয়স্য তথা ভৃগোঃ।
উবাচ ভগবান্ কালো বচোগম্ভীরনিঃস্বনঃ ॥ ১ ॥

কাল উবাচ।

সমঙ্গাতাপসীমেতাং তনুং সন্ত্যজ্য ভার্গব।
প্রবিশেমাং তনুং সাধো নগরীমিব পার্থিবঃ ॥ ২
কালে পূর্ব্বজয়া তন্বা তপঃ কৃত্বা তয়া পুনঃ।
গুরুত্বমসুরেন্দ্রাণাং কর্ত্তব্যং ভবতানঘ ॥ ৩ ॥
মহাকল্পান্ত আয়াতে ভবতা ভার্গবী তনুঃ।
অপুনর্গ্রহণায়ৈষা ত্যাজ্যা প্রম্লানপুষ্পবৎ ॥ ৪ ॥
জীবন্মুক্তপদং প্রাপ্তস্তন্বা প্রাক্তনরূপয়া।
মহাসুরেন্দ্রগুরুতাং কুর্ব্বংস্তিষ্ঠ মহামতে ॥ ৫ ॥

কালবাক্যাৎ গতে কালে প্রবেশঃ স্বতনৌ পুনঃ।
শুক্রস্য দৈত্যগুরুতা জীবন্মুক্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

তথা প্রাগ্বর্ণিতপ্রকারং ভৃগোস্তনয়স্য শুক্রস্য বচঃ পরিদেবনবাক্যমাক্ষিপ্য অযুক্তত্ববর্ণনেন নিরস্য ॥ ১ ॥ ২ ॥

কালে আধিকারিকপ্রারব্ধোদ্বোধকালে। পূর্ব্বজয়া ইদং প্রথময়া ॥ ৩ ॥

কদা তর্হি সা ত্যাজ্যা তদাহ মহাকল্পান্তে ইতি। মহতঃ সহস্রযুগপরিমিতস্য কল্পস্য ব্রহ্মদিনস্যান্তে। অপুনর্গ্রহণায় পুনঃশরীরান্তরাগ্রহণায়। উপভুক্তম্লানপুষ্পবৎ ॥ ৪ ॥

প্রাক্তনরূপয়া পূর্ব্বকল্পার্জ্জিতকর্ম্মারব্ধয়া ॥ ৫ ॥

কল্যাণমস্তু বাং যামো বয়ং ত্বভিমতাং দিশম্ ।
ন কিঞ্চিদপি যচ্চিত্তং যস্য নাভিমতং ভবেৎ ॥ ৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা মুঞ্চতোর্ব্বাস্পং তয়োস্‌সোন্তরধীয়ত ।
তপ্তাঙ্গ্যোরিব রোদস্যোঃ সমমংশুভিরংশুমান্ ॥ ৭ ॥
গতে তস্মিন্ ভগবতি কৃতান্তে ভবিতব্যতাম্ ।
বিচার্য্য ভার্গবোভেদ্যাং নিয়তের্নিয়তাং গতিম্ ॥ ৮ ॥
কালকারণসংশুষ্কাং ভাবিপুষ্পশুভোদয়াম্ ।
বিবেশ তাং তনুং বালাং স্থলতামিব মাধবঃ ॥ ৯ ॥
সা ব্রাহ্মণী তনুর্ভূমৌ বিবর্ণবদনাঙ্গিকা ।
পপাত কম্পিতা তূর্ণং ছিন্নমূলা লতা যথা ॥ ১০ ॥
তস্যাং প্রবিষ্টজীবায়াং পুত্রতন্বাং মহামুনিঃ ।

কল্যাণং শুভং বাং যুবাভ্যামস্তু। বয়মিত্যস্মদোদ্বয়োশ্চেত্যেকস্মিন্ বহুবচনমনুচরসাহিত্যবিবক্ষয়া বা। অভিমতামিতি দিগ্বিশেষণমনভিমতব্যাবৃত্তয়েনোপাত্তং পূর্ণাত্মনোনভিমতস্যৈবাপ্রসিদ্ধে। যস্য তু চিত্তস্যেদমভিমতমিদং নাভিমতমিতি বিকল্পোভবেৎ তৎ যদনভিমতং বিহায়াভিমতমুপসর্পচ্চিত্তং পর্য্যালোচ্যমানং ন কিঞ্চিৎ বস্তুরূপমস্তি তস্মাদভিমতাং দিশমিত্যস্য পরমপ্রেমাস্পদমাত্মভাবাবস্থানং যাম ইতি স্বাশয়সূচনায় বিশেষণমুপাত্তমিতি দর্শয়ন্নাহ ন কিঞ্চিদিতি ॥ ৬ ॥

তয়োর্ভৃগুশুক্রয়োঃ স্নেহাৎ বাস্পং মুঞ্চতোঃ। ষষ্ঠী চানাদরে ইতি ভাবলক্ষণে ষষ্ঠী সপ্তমী বা ॥ ৭ ॥

কৃতান্তে কালে। ভবিতব্যতামবশ্যভাবিকর্ম্মগতিম্। নিয়তেরীশ্বরেচ্ছায়া নিয়তামনিবার্য্যাং গতিং চ বিচার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কালশ্চিরকালো হেমন্তশিশিরকালশ্চ তেন কারণেন নিমিত্তেন সংশুষ্কাম্। মাধবী বসন্তঃ ॥ ৯ ॥

সা বাসুদেবাভিধানা সমঙ্গাতাপসতনুঃ ॥ ১০ ॥

তস্যাং শুক্রাখ্যায়াং পুত্রতন্বাং প্রবিষ্টো জীবো যস্যাং তথাবিধায়াং সত্যাম্ ॥ ১১ ॥

চকারাপ্যায়নং মন্ত্রৈঃ স কমণ্ডলুবারিভিঃ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বা নাড্যস্ততস্তন্বাস্তস্যাঃ পূর্ণা বিরেজিরে।
সরিতঃ প্রাবৃষীবাম্বু পূরপূরিতকোটরাঃ ॥ ১২ ॥
নলিনী প্রাবৃষীবাসৌ মধাবিব নবা লতা।
যদা পূর্ণা তদা তস্যাঃ প্রান্তাঃ পল্লবিতা বভুঃ ॥ ১৩ ॥
অথ শুক্রঃ সমুত্তস্থৌ বহৎপ্রাণসমীরণঃ।
রসমারুতসংযোগাদাপূর্ণ ইব বারিদঃ ॥ ১৪ ॥
পুরোভিবাদয়ামাস পিতরং পাবনাকৃতিম্।
প্রথমোল্লাসিতোমেঘঃ স্তনিতেনেব পর্ব্বতম্ ॥ ১৫ ॥
পিতা ঃ প্রাক্তনীং তন্বা আলিলিঙ্গাকৃতিং ততঃ।
স্নেহার্দ্রবৃত্তির্জ্জলদশ্চিরাদদ্রিতটীমিব ॥ ১৬ ॥
ভৃগুর্দ্দদর্শ সস্নেহং প্রাক্তনীং তানবীং তনুম্।
মত্তোজাতেয়মিত্যাস্থাং হসন্নপি মহামতিঃ ॥ ১৭ ॥
মৎপুত্রোয়মিতি স্নেহো ভৃগুমপ্যহরত্তদা।
পরমাত্মীয়তা দেহে যাবদাকৃতি ভাবিনী ॥ ১৮ ॥

ততঃ আপ্যায়নানন্তরম্ ॥ ১২ ॥

প্রান্তা অঙ্গুলিনখকেশাদয়ঃ পল্লবিতাঃ পল্লববন্নির্গতাঃ সন্তো বভুঃ ॥ ১৩ ॥

রসস্য জলস্য মারুতস্য পুরোবাতস্য চ সংযোগাৎ ॥ ১৪ ॥

স্তনিতেনেবেতি দৃষ্টান্তবলাৎ নামগোত্রকীর্ত্তনপূর্ব্বকতা অভিবাদনে গম্যতে ॥ ১৫ ॥

তন্বাঃ পুত্রতন্বাঃ। শোষবিশীর্ণাকৃত্যপেক্ষয়া প্রাক্তনীং পূর্ব্ববৎ যৌবনসৌন্দর্য্যাদিশালিনীমিতি যাবৎ। আকৃতিং আকারম্ ॥ ১৬ ॥

বালত্বাৎ তনুঃ সূক্ষ্মা সৈব তানবী তাং তনুং পুত্রদেহম্। তত্ত্বদৃশা অনৌচিত্যাচিন্তনাৎ হসন্নপি। চকারেতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

যাবদাকৃতি যাবজ্জীবং ভাবিনী। আবশ্যকে ণিনিঃ। প্রারব্ধপ্রাবল্যাদবশ্যভাবিনীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

বভূবতুঃ পিতাপুত্রৌ তাবথান্যোন্যশোভিতৌ।
নিশাবসানমুদিতা বর্কপদ্মাকরাবিব ॥ ১৯ ॥
চিরসঙ্গমসম্বদ্ধা বিবচক্রাহ্বদম্পতী।
ঘনাগমনসস্নেহৌ ময়ূরজলদাবিব ॥ ২০ ॥
চিরকালদৃঢ়োৎকণ্ঠৌ তুল্যযোগ্যতয়া তয়া।
স্থিত্বা তত্র মুহূর্ত্তং তাবথোত্থায় মহামতী ॥ ২১ ॥
সমঙ্গাদ্বিজদেহং তং ভস্মসাৎ তত্র চক্রতুঃ।
কোহি নাম জগজ্জাতমাচারং নানুতিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥
এবং তৌ কাননে তস্মিন্ পাবনে ভৃগুভার্গবৌ।
সংস্থিতৌ তাপসৌ দীপ্তৌ দিবীব শশিভাস্করৌ ॥ ২৩ ॥
চেরতুর্জ্জাতবিজ্ঞেয়ৌ জীবন্মুক্তৌ জগদ্গুরূ।
দেশকালদশৌঘেষু সুসমৌ সুস্থিরৌ ততঃ ॥ ২৪ ॥
অথাসুরগুরুত্বং স শুক্রঃ কালেন লব্ধবান্।
ভৃগুরপ্যাত্মনোযোগ্যে পদে তিষ্ঠদনাময়ে ॥ ২৫ ॥

শুক্রোসৌ প্রথমমিতি ক্রমেণ জাতঃ
তস্মাৎ সৎপরমপদাত্তুদারকীর্ত্তিঃ।

চক্রাহ্বদম্পতী চক্রবাকজায়াপতী। ঘনশব্দেন তৎকালো লক্ষ্যতে। বভূবতুরিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

চিরকালবিয়োগাৎ দৃঢ়ীকৃতসমাগমোৎকণ্ঠৌ। তয়া জগৎপ্রসিদ্ধয়া বর্ণিতরূপয়া চ তুল্যানন্দভরযোগ্যতয়া মুহূর্ত্তং স্থিত্বা জড়ীভূয় ॥ ২১ ॥

আচারং সদাচারম্। তথা চাচারপরিপালনমেব দাহাদিফলং ন ফলান্তরমত্রেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

দেশকালানাং শুভাশুভাদিদশৌঘেসু সমৌ হর্ষবিষাদবৈষম্যরহিতৌ। স্বতঃ স্বরূপে সুস্থিরাবিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অসুরগুরুত্বগ্রহণং গ্রহাধিকারস্যাপ্যুপলক্ষণম্। পদে প্রাজাপত্যাধিকারে॥২৫

স্বেনাশু স্মৃতিপদবিভ্রমেণ পশ্চা-

দন্যেষু প্রবিলুলিতোদশান্তরেষু ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে শুক্রস্য পুনর্জ্জীবনং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

উক্তাং শুক্রগতিং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি শুক্র ইতি। স্বেন স্বীয়েন স্মৃতি-পদং পুনঃ পুনঃ স্মরণারূঢ়া অপ্সরাস্তৎপ্রযুক্তেন মনোরাজ্যবিভ্রমেণ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ ।

রাম উবাচ ।

ভগবন্ ভৃগুপুত্রস্য প্রতিভা সানুভূতিতঃ ।
যথৈষা সফলা জাতা তথান্যস্য ন কিং ভবেৎ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইয়ং প্রথমমুৎপন্না সা তনুর্ব্রহ্মণঃ পদাৎ ।
শুদ্ধা জাতির্ভার্গবস্য নান্যজন্মকলঙ্কিতা ॥ ২ ॥

সর্ব্বৈষণানাং সংশান্তৌ শুদ্ধচিত্তস্য যা স্থিতিঃ ।
তৎ সত্যমুচ্যতে সৈষা বিমলা চিত্তভাস্বতা ॥ ৩ ॥

শুদ্ধানামিহ চিত্তানাং সত্যসঙ্কল্পতোচ্যতে ।
বাসনাদৃষ্টতুল্যাংশে মেলনঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ১ ॥

ননু শুক্রস্য স্বর্গাদিমনোরাজ্যস্য চিরং ভোগেন সাফল্যমিবান্যেষামপি তস্য তথাত্বং কিং ন স্যাদিতি রামঃ শঙ্কতে ভগবন্নিতি । যা মানোরথিকী প্রতিভা সৈষা যথা স্বর্গাদ্যনুভূতিতঃ সফলা জাতা তথা অন্যেষামপি কিং ন ভবেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

প্রতিভানাং ফলোপভোগসম্বাদেন সফলত্বে দ্বৌ হেতূ সত্যসঙ্কল্পত্বযোগ্যাচিত্তশুদ্ধিরুৎক্রান্তিকালোদ্বুদ্ধপরিপক্কভাবিভোগপ্রদকর্ম্মোদ্ভাবিতত্বঞ্চ । তত্রাদ্যং শুক্রস্য দর্শয়ন্ সমাধত্তে ইয়ং প্রথমমিত্যাদিনা । শুক্রস্য প্রাক্কল্পীয়সর্ব্বদোষাণাং তৎ চরমজন্মানুষ্ঠিতকর্ম্মোপাসনৈঃ ক্ষয়াৎ অস্মিন্ কল্পে সেয়ং তনুঃ প্রথমমুৎপন্নেত্যতৎকল্পীয়দোষাপ্রসক্তের্ব্রহ্মণঃ পদাদেবাধিকারভোগার্থং ধাতুঃ সঙ্কল্পাজ্জাতত্বেন তৎসাঙ্কল্পিকদোষস্যাপ্রসক্তেরুভয়কুলশুদ্ধা ব্রাহ্মণজাতিরিতি বীজগর্ভজাত্যাদিদোষস্যাপ্যপ্রসক্তের্নাসত্যসঙ্কল্পতা প্রাপ্তিরিত্যন্যেভ্যোঽস্য বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অন্যেষাং ব্রহ্মর্ষীণামপি সত্যসঙ্কল্পত্বে রাগাদিদোষক্ষয়প্রযুক্তশুদ্ধ্যা চিত্তস্য

মনোনির্ম্মলসত্ত্বাত্ম যদ্ভাবয়তি যাদৃশম্।
তত্তথাশু ভবত্যেব যথাবর্ত্তো ভবেৎ পয়ঃ ॥ ৪ ॥
যথা ভৃগুস্থতস্যৈব বিভ্রমঃ প্রোত্থিতঃ স্বয়ম্।
প্রত্যেকমপ্যেবমেব দৃষ্টান্তোত্র ভৃগোঃ সুতঃ ॥ ৫ ॥
বীজস্থাঙ্কুরপত্রাদি স্বং চমৎ কুরুতে যথা।
সর্ব্বেষাং ভূতসঙ্ঘানাং ভ্রমখণ্ডাস্তথৈব হি ॥ ৬ ॥
যদিদং দৃশ্যতে বিশ্বমেবমেবাখিলং জগৎ।
প্রত্যেকমুদিতং মিথ্যা মিথ্যৈবাস্তমুপৈতি চ ॥ ৭ ॥
নাস্তমেতি ন চোদেতি জগৎ কিঞ্চন কস্যচিৎ।
ভ্রান্তিমাত্রমিদং মায়া মুগ্ধেব পরিজৃম্ভতে ॥ ৮ ॥
যথা সম্প্রতি ভাসস্থঃ স্বয়ং সংসারখণ্ডকঃ।
তথা তেষাং সহস্রাণি মিথ্যাদৃষ্টানি সন্তি হি ॥ ৯ ॥
স্বপ্নসঙ্কল্পনগর ব্যবহারাঃ পরস্পরম্।
পৃথগ্ যথা ন দৃশ্যন্তে তথৈতে স স্মৃতিভ্রমাঃ ॥ ১০ ॥

সত্যাত্মভাবাপত্তিরেব হেতুরিত্যাশয়েনাহ সর্ব্বেষণানামিতি ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অন্যেষাং চিত্তশুদ্ধ্যভাবাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাসিদ্ধ্যা আদ্যকল্পাসম্ভবেপি দ্বিতীয়কল্পানুসারাৎ প্রাক্তনমরণোদ্বুদ্ধকর্ম্মবাসনাদানুগুণসুখদুঃখাভোগানুকূলজগৎপ্রতিভাসে শুক্রসাম্যমস্ত্যেবেত্যাশয়েনাহ যথেতি ॥ ৫ ॥

ভ্রমখণ্ডা ভ্রান্তিকৃতদ্বৈতবিভাগাঃ ॥ ৬ ॥

দৃশ্যতে অস্মাভিরিতি শেষঃ। প্রত্যেকং প্রতিজীবম্ ॥ ৭ ॥

পরমার্থদৃশা ত্বাহ নাস্তমিতি। মুগ্ধা উন্মত্তেব ॥ ৮ ॥

একৈকস্যাপি জীবস্য অনেকং জগদনুভবসিদ্ধমিত্যাহ যথেতি। সম্প্রতি জাগরে ভাসোঽপরোক্ষাবভাসস্তত্র তিষ্ঠতীতি ভাসস্থঃ অস্মাকমিতি শেষঃ। তেষাং সংসারখণ্ডানাম্। সন্তি স্বপ্নভ্রমাদাবিত্যর্থঃ। অথবা যদি প্রতিজীবং সংসারাঃ প্রত্যেকমুদিতা স্তর্হি কুতো ন ভাসন্ত ইতি চেৎ ভাসন্ত এবেত্যাহ যথেতি। সম্যক্প্রতিভাসঃ স্ফুটানুভবস্তৎস্থঃ অস্মাকমিতি শেষঃ। তেষাং জীবান্তরাণাং সহস্রাণি সংসারাণামিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

এবং নগরবৃন্দানি নভস্ সঙ্কল্পরূপিণি।
সন্তি তানি ন দৃশ্যন্তে মিথ্যাজ্ঞানদৃশং বিনা ॥ ১১ ॥
পিশাচযক্ষরক্ষাংসি সন্ত্যেবং রূপকাণি হ।
সঙ্কল্পমাত্রদেহানি সুখদুঃখময়ানি চ ॥ ১২ ॥
এবমেব বয়ং চেমে সম্প্রাপ্তা রঘুনন্দন।
স্বসঙ্কল্পাত্মকাকারা মিথ্যাসত্যত্বভাবিনঃ ॥ ১৩ ॥
এবংরূপৈব হি পরে বিদ্যতে সর্গসন্ততিঃ।
ন বাস্তবী বস্তুতা তু সংস্থিতৈবমবস্তুনি ॥ ১৪ ॥
প্রত্যেকমুদিতং বিশ্বমেবমেব মৃধৈব হি।
বনগুল্মকরূপেণ বসন্তৈকরসো যথা ॥ ১৫ ॥
প্রথমোয়ং স্বসঙ্কল্পঃ প্রথামভ্যাগতো যথা।
তথাতিপরমার্থেন দৃষ্টেনেত্থং বিভাব্যতে ॥ ১৬ ॥
প্রত্যেকমুদিতং চিত্তং স্বস্বভাবোদরস্থিতম্।
ইদমিত্থং সমারব্ধং জগৎ পশ্যন্ বিনশ্যতি ॥ ১৭ ॥
প্রতিভাসবশাদস্তি নাস্তি বস্ত্ববলোকনাৎ।
দীর্ঘস্বপ্নোজগজ্জাল মালানং চিত্তদন্তিনঃ ॥ ১৮ ॥

তর্হি সর্বৈঃ পরস্পরং সংসারাঃ পৃথক্ কুতো ন দৃশ্যন্তে তত্রাহ স্বপ্নেতি। যথান্যস্য স্বপ্নোহন্যৈর্ন দৃশ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১১॥ ১২ ॥

এবমেব শুক্রবদেব ॥ ১৩ ॥

ব্যষ্টেঃ পরে হিরণ্যগর্ভেহপি এবমন্ধপরম্পরয়ৈব সংস্থিতা ॥ ১৪ ॥

সর্বজীবজগদাকারেণ ব্রহ্মৈবোদিতমিত্যাহ প্রত্যেকমিতি ॥ ১৫ ॥

প্রাথমিক স্বসঙ্কল্পঃ এব জগদাকারপ্রথামভ্যাগত ইতি কথং জ্ঞায়তে তত্রাহ প্রথম ইতি। তত্ত্বদর্শনেন জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

স্বস্য স্বভাবঃ অনাদ্যজ্ঞানং তদুদরস্থিতং চিত্তমেব জগদিতি পশ্যন্ বিনশ্যতি স্বয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তথাচ প্রতিভাসকালিক্যেব জগৎসত্তা ন বাস্তবাধিষ্ঠানদর্শনে স্থাতুমর্হতী-

চিৎসত্তৈব জগৎসত্তা জগৎসত্তৈব চিত্তকম্।
একাভাবাদ্দ্বয়োর্নাশঃ স চ সত্যবিচারণাৎ ॥ ১৯ ॥
শুদ্ধস্য প্রতিভাসোহি সত্যোভবতি চেতসঃ।
প্রমার্জ্জনাদিব মণের্ম্মলিনস্যেহ যুক্তিতঃ ॥ ২০ ॥
চিরমেকদৃঢ়াভ্যাসাৎ শুদ্ধির্ভবতি চেতসঃ।
অনাক্রান্তস্য সঙ্কল্পৈঃ প্রতিভোদেতি চেতসঃ ॥ ২১ ॥
সুবর্ণং ন স্থিতিং যাতি মলবত্যংশুকে যথা।
একা দৃষ্টিঃ স্থিতিং যাতি ন ম্লানে চিত্তকে তথা ॥ ২২ ॥

রাম উবাচ।

প্রতিভাসাত্মনি জগত্যেতে কালক্রিয়াক্রমাঃ।
সোদয়াস্তময়া জাতাঃ কথং শুক্রস্য চেতসঃ ॥ ২৩ ॥

ত্যাহ প্রতিভাসেতি ॥ ১৮ ॥

তর্হি জগতি কিং প্রাক্ প্রতিভাতা সত্তা অত্যন্তাসতী নেত্যাহ চিৎসত্তৈবেতি। চিত্তসত্তৈব হি জগদিতি পাঠে আত্মানং চিত্তদন্তিন ইতি যদুক্তং তদাশয়ং স্ফুটয়তি চিত্তসত্তৈবেতি তৎফলমাহ একাভাবাদিতি ॥ ১৯ ॥

চিত্তসত্তয়া জগৎসত্তা ক দৃষ্টেতি চেৎ শুদ্ধচিত্তানাং সত্যসঙ্কল্পোত্থে বস্তুনি দৃষ্টেত্যাশয়েনাহ শুদ্ধস্যেতি। মণেঃ প্রমার্জ্জনাৎ মণিকার্য্যস্য প্রকাশবিষনির্হরণাদেরিবেত্যর্থঃ। যুক্তিত উপায়তঃ ॥ ২০ ॥

একদৃঢ়াভ্যাস ঐকাগ্র্যদার্ঢ্যাভ্যাসঃ। প্রতিভা স্বচ্ছতাপ্রযুক্তভাস্বরতা ॥২১॥

সুবর্ণং শোভনবর্ণং রঙ্গজদ্রব্যং দ্রুতস্বর্ণং বা। মলবত্যংশুকে মলিনবস্ত্রে। একা দৃষ্টিরদ্বৈতাত্মজ্ঞানম্ ॥ ২২ ॥

বাসনানুসারী জগদ্ভ্রম ইত্যুক্তং তত্রাননুভূতে স্বর্গাপ্সরোজন্মপরম্পরাদিবৈচিত্র্যক্রমে বাসনারূপবীজাসম্ভবাৎ শুক্রস্য কথং তদারোপক্রমঃ সম্পন্ন ইত্যাশয়েন রামঃ পৃচ্ছতি প্রতিভাসাত্মনীতি। শুক্রস্য চেতসশ্চিত্তস্য প্রতিভাসাত্মনি প্রাতিভাসিককল্পনাত্মকে জগতি। কথং কেন হেতুনা জাতাঃ। সোদয়াস্তময়া ইত্যনেন প্রতিভাসোদয়াস্তময়য়োঃ প্রতিভাসকালে গ্রহণাযোগাদপ্রতিভাসকালে চ তয়োরপ্যনুভবাসিদ্ধেঃ সুতরাং তদ্গোচরবাসনাসিদ্ধিস্তদসিদ্ধৌ ক্রমস্যাপ্যসিদ্ধিরিত্যাশয়ঃ সূচিতঃ ॥ ২৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যাদৃগ্ জগদিদং দৃষ্টং শুক্রেণ পিতৃশাস্ত্রতঃ।
তাদৃক্তস্য স্থিতং চিত্তে ময়ূরাণ্ডে ময়ূরবৎ ॥ ২৪ ॥
স্বভাবকোশস্থমিদং তদেতেন ক্রমোদিতম্।
বীজেনাঙ্কুরপত্রাদি লতাপুষ্পফলং যথা ॥ ২৫ ॥
জীবো যদ্বাসনাবদ্ধস্তদেবান্তঃ প্রপশ্যতি।
স্বরূপং চাত্র দৃষ্টান্তো দীর্ঘস্বপ্নস্ত্বিদং জগৎ ॥ ২৬ ॥
প্রত্যেকমুদিতো রাম নানা সংসৃতিখণ্ডকঃ।
রাত্রৌ সৈন্যনরস্বপ্ন জালবৎ স্বাত্মনি স্ফুটঃ ॥ ২৭ ॥

রাম উবাচ।

এষ সংসৃতিখণ্ডোঘো মিথঃ সংমিলতি স্বয়ম্।
নো বা মিলতি তন্মে ত্বং যথাবৎ বক্তুমর্হসি ॥ ২৮ ॥

পিতৃতঃ পিতৃচক্ষুরাদিবশাৎ পিতৃবাক্যাচ্চ শাস্ত্রতঃ শ্রুতিস্মৃত্যাদিভ্যশ্চ যাদৃক্ যাদৃশোৎপত্তিনাশাদিবিশিষ্টমস্তীত্যবগতমৈহিকং চ পারলৌকিকং তস্য চিত্তে তাদৃগেব সংস্কাররূপেণ স্থিতম্। তথাচ পিতৃশাস্ত্রাদিপ্রমাণতদাভাসৈরেব বাসনোদয়স্তস্যাপ্যাসীদেবেত্যর্থঃ। উৎপত্তিনাশক্রমমগোচরসংস্কারঃ সাক্ষিণৈব সেৎস্যতীতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

স্বভাবকোশশ্চিদধিষ্ঠিতা সজীবা অবিদ্যা। এতেন পিতৃশাস্ত্রনিমিত্তেন ॥২৫॥

স্বরূপং স্বপ্নে স্বকল্পিতং শরীরম্। নন্বয়ং স্বপ্নো নেত্যাহ দীর্ঘেতি ॥২৬॥

যথা সৈন্যস্থা নরা দিবা সৈন্যবাসনাবাসিতা রাত্রৌ স্বপ্নে প্রত্যেকং সৈন্যং স্বস্ববাসনাকল্পিতং নানাসৈন্যং পশ্যন্তোপি ঐক্যং মন্যন্তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নন্বেবং সতি নরস্তদীয়সংসারশ্চ পরৈর্ন দ্রষ্টুং শক্য ইতি গুরূণাং শিষ্যোদ্ধারায় প্রবৃত্তিঃ শাস্ত্রপ্রণয়নঞ্চ স্বপ্নকৃতপরোপকার ইব ন শিষ্যাং প্রাপ্নুয়াৎ তথা চোপদেশালাভাচ্ছিষ্যস্যানির্মোক্ষপ্রাপ্তৌ তুল্যযুক্ত্যা গুরোরপি স্বগুরোরুপদেশালাভাদনির্মোক্ষদোষানির্মোক্ষ ইতি মূলঘাতিত্বমেবেয়ং কল্পনেত্যাশয়েন রামঃ পৃচ্ছতি এষ ইতি। যদি ন মিলতি তদা উক্তদোষো যদি মিলতি তর্হি সাধারণোয়ং সংসারো নৈকৈকস্য জ্ঞানেন বাধিতুং শক্য

বশিষ্ঠ উবাচ।

মলিনং হি মনোবীর্য্যং ন মিথঃ শ্লেষমর্হতি।
অয়োঽয়সি চ সন্তপ্তে শুদ্ধে তপ্তন্তু লীয়তে ॥ ২৯ ॥
চিত্ততত্ত্বানি শুদ্ধানি সংমিলন্তি পরস্পরম্।
একরূপাণি তোয়ানি যান্ত্যৈক্যং নাবিলানি হি ॥ ৩০ ॥
শুদ্ধির্হি চিত্তস্য বিবাসনত্ব
মভূতসম্বেদনমেকরূপম্।
তস্যাশুশুদ্ধ্যা ভবতি প্রবুদ্ধ
স্তন্মাত্রযুক্ত্যা পরসঙ্গমেতি ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানে মনোরাজ্যসংমেলনং নাম সপ্তদশঃ সর্গ ॥ ১৭ ॥

ইত্যুভয়তঃপাশারজ্জুরিত্যাশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

দোষদ্বয়াস্পর্শায় ব্যবস্থয়োত্তরমাহ মলিনমিতি। অয়ং ভাবঃ। মলিনং হি মনঃ শুদ্ধে মনসি মিথঃ পরস্পরং সংশ্লেষং মেলনং নার্হতি। কুতঃ। যতঃ অবীর্য্যং শুদ্ধমেলনযোগ্যসৌক্ষ্ম্যসামর্থ্যহীনম্। তপ্তং কষায়পাচনশুদ্ধন্ত সন্তপ্তে অয়সি সন্তপ্তময়ঃ ইব লীয়তে ঐক্যং গচ্ছতি। যতস্তৎসমাধিজ্ঞানাভ্যস্তসৌক্ষ্ম্যেণ সবীর্য্যমিত্যাশয়ঃ। তথাচ সবীর্য্যত্বাদেব দেবানাং পরকীয়স্বপ্নপ্রবেশেন বরদানানুগ্রহ ইব শিষ্যমনঃকল্পিতজগদণ্ডঃপ্রবেশেন বোধনসমর্থমেবেতি নাদ্যো-দোষঃ। সাধারণত্বানভ্যুপগমাৎ ন দ্বিতীয়দোষোপীতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

চিত্তশুদ্ধেঃ পরাং কাষ্ঠাং দর্শয়ংস্তৎপ্রাপ্ত্যৈব তত্ত্বজ্ঞতা দৃঢ়া পরমপ্রাপ্তিশ্চ প্রতিষ্ঠিতা ভবতি নান্যথেত্যুপসংহরতি শুদ্ধির্হীতি। বিবাসনত্বমাত্যন্তিক-বাসনাক্ষয় এব চিত্তস্য পরমা শুদ্ধিরিত্যর্থঃ। তস্য চিত্তস্য তন্মাত্রস্য তাদৃশ-চিন্মাত্রপরিশেষলক্ষণশুদ্ধিমাত্রস্য যুক্ত্যা লাভেন পরেণ পরমকৈবল্যাত্মনা সঙ্গং মোক্ষমেতীতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

—(*)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বসংস্থতিখণ্ডেষু ভূতবীজকলাত্মনঃ।
তন্মাত্রপ্রতিভাসস্য প্রতিভাসেন ভিন্নতা ॥ ১ ॥
প্রবৃত্তির্ব্বা নিবৃত্তির্ব্বা তন্মাত্রাবৃত্তিপূর্ব্বকম্।
সর্ব্বস্য জীবজাতস্য সুষুপ্তত্বাদনন্তরম্ ॥ ২ ॥
প্রবৃত্তিভাজো যে জীবাস্তে তন্মাত্রপ্রদর্শিনঃ।

মলিনানান্তু মলিনৈর্যোগোবস্থাবিশোধতঃ।
তন্মাত্রযুক্তিরিত্যস্য পরসঙ্গশ্চ বর্ণ্যতে ॥

শুদ্ধমনোরাজ্যস্য শুদ্ধৈর্মলিনৈশ্চ সংমেলনপ্রকার উক্তঃ ইদানীং মলিনানাং মলিনৈর্ম্মেলনপ্রকারং জাগ্রদাদ্যবস্থানাং দ্রষ্টৃদৃশ্যাদীনাঞ্চ বিশোধনেন চরমশ্লোকোক্ততন্মাত্রযুক্তিং তয়া পরসঙ্গপ্রাপ্তিঞ্চ ব্যুৎপাদয়িতুং প্রাগুক্তং জাগ্রদাদিপ্রপঞ্চভেদমসাধারণস্বাত্মপ্রতিভাসাধীনপ্রতিভাসেন সাধয়তি সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং জীবানাং স্বস্বকল্পিতসংস্থতিরূপেষু সৃষ্টিসংস্থতেঃ খণ্ডেষু শকলেষু ভূতাত্মনঃ স্থূলস্য বীজাত্মনঃ সূক্ষ্মস্য কলনং কলা লিঙ্গভাবোন্মুখতা তদাত্মনঃ কারণরূপস্য প্রপঞ্চস্য প্রতিজীবং ভিন্নতা যোক্তা সা স এব তন্মাত্রঃ প্রতিভাসতে নান্যদিতি তন্মাত্রপ্রতিভাসঃ স্বপ্রকাশচিদেকরস আত্মা তস্য প্রতিভাসেন প্রতিনিয়তা আকারকল্পনয়া ন বস্তুবৃত্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তৎকুতোবগম্যতে তত্রাহ প্রবৃত্তিরিতি। যতঃ সর্ব্বস্য জীবজাতস্য সুষুপ্তত্বাৎ অনন্তরমব্যবহিতোত্তরক্ষণে স্থানাদিদ্বৈতব্যবহারায় যা প্রবৃত্তির্যা চ স্বপ্নে জাগরে চ বননদ্যাদ্যভিমুখী প্রবৃত্তিস্ততোনিবৃত্তিঃ পরাবৃত্তির্ব্বা সা সর্ব্বাপি তন্মাত্রস্য চিদেকরসস্য যা আ সমন্তাৎ বৃত্তির্ব্ব্যাপ্তিস্তৎপূর্ব্বকমেব প্রসিদ্ধা অতোহেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

প্রবৃত্তিং ভজন্তে ব্যবহরন্তি যে যে জীবাস্তে সর্ব্বেঽপি তন্মাত্রেণ চিন্মাত্রেণৈব প্রদর্শিনঃ অর্থপ্রকাশবন্তো নান্যেন জ্যোতিষা। অস্ত্বেবং তথাপি

তন্মাত্রৈকতয়া সর্গান্ মিথঃ পশ্যন্তি কল্পিতান্ ॥ ৩ ॥
তন্মাত্রৈক্যপ্রণালেন চিত্রাঃ সর্গজলাশয়াঃ।
পরস্পরং সংমিলন্তি ঘনতাং যান্তি চাভিতঃ ॥ ৪ ॥
কেচিৎ পৃথক্ স্থিতিগতাঃ পৃথগেব লয়ং গতাঃ।
কেচিন্মিথঃ সংমিলিতা জগদ্গুঞ্জা স্থিতাক্ষতা ॥ ৫ ॥
জগদ্গুঞ্জাসহস্রাণি যত্রাসঙ্খ্যান্যণাবণৌ।
অপরস্পরলগ্নানি কাননং ব্রহ্ম নাম তৎ ॥ ৬ ॥
মিথস্সংমিলনেনৈতা ঘনতাং সমুপাগতাঃ।
যদ্যদ্যত্র যথারূঢ়ং তৎ তৎ পশ্যতি নেতরৎ ॥ ৭ ॥
বর্ত্তমানং মনোরাজ্যং নৈস্ফল্যং সমুপাগতা।
সা কৃত্তির্ম্মনসোজ্ঞেয়া তস্য জীবপরম্পরা ॥ ৮ ॥

কথমন্যস্যান্যমনোরাজ্যপ্রপঞ্চদর্শনসিদ্ধিস্তত্রাহ তন্মাত্রেতি। তন্মাত্রস্য স্বস্ব-সাক্ষিচিন্মাত্রস্যোপাধিমেলনেন ব্রহ্মৈক্যদার্ঢ্যেন বা একতয়া একত্বপ্রাপ্ত্যা মিথঃ পরস্পরসর্গান্ পশ্যন্তি নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উক্তলক্ষণেন চিন্মাত্রৈকপ্রণালেন একমার্গেণেতি যাবৎ। ঘনতাং পর-কীয়ব্যবহারসম্বাদাদিনা সত্যতাভ্রান্তিদার্ঢ্যাৎ নিবিড়তাম্ ॥ ৪ ॥

পৃথক্ সর্গান্তরমেলনং বিনৈব কেচিৎ মিথঃ সম্মিলিতাঃ। এবং রীত্যা জগৎ ব্রহ্মাণ্ডং তল্লক্ষণা গুঞ্জা প্রসিদ্ধা ॥ ৫ ॥

অণাবণৌ প্রতিপরমাণু। ব্রহ্ম মায়াশবলম্। কাননং বনম্ ॥ ৬ ॥

এতা জগদ্গুঞ্জাঃ। ঘনতাং নিবিড়ীভাবাৎ সাধারণব্যবহারযোগ্যতাম্। কিং সর্ব্বভাবাঃ সর্ব্বেষাং দর্শনযোগ্যা নেত্যাহ যদ্যদিতি। যাবতাং প্রাণিনাং যাদৃশকর্ম্মভোগানুকূলং যত্র যথা রূঢ়ং তত্র তাবদেব পশ্যতি নেতরৎ। দেশান্তরীয়ং লোকান্তরীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অতএব চিত্তভেদস্তদুপাধিজীবভেদশ্চ সিদ্ধ্যতীত্যাশয়েনাহ বর্ত্তমান-মিতি। একস্য মনসো মনোন্তরে বর্ত্তমানং মনোরাজ্যং প্রতি নৈস্ফল্যং তদ্দর্শনোপভোগাদ্যসমর্থতালক্ষণাং নিস্ফলতাং সমুপাগতা যা স্থিতিঃ সৈব কৃত্তির্ব্বিচ্ছিত্তির্ম্মনোভেদহেতুর্জ্ঞেয়েত্যর্থঃ। তস্যা এব সকাশাৎ জীবপরম্পরা

পরস্পরং সংমিলতাং সর্গাণাং রূঢ়ভাবিনাম্ ।
দেহসত্তা ভৃশং রূঢ়া দেহভাবস্তু বিস্মৃতিঃ ॥ ৯ ॥
দেহত্বপরিরূঢ়ত্বাচ্চিদ্ধেম্না বিস্মৃতাত্মনা ।
মিথ্যানুভূতাঽবিদ্যা তু শুদ্ধা কটকতা মিতা ॥ ১০ ॥
যথা শুদ্ধাঃ প্রাণমরুৎ পরপ্রাণাদিবেদনাৎ ।
বেত্তি বেদ্যং মনোরাজ্যং তথা সর্গান্তরাশ্রয়ম্ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বেষাং জীবরাশীনামাত্মাবস্থাত্রয়ং স্থিতঃ ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যং মত্র দেহো ন কারণম্ ॥ ১২ ॥

জীবভেদা অপি জ্ঞেয়া ইত্যুপপদ্যতে । ৮ ।

এবং বিভিন্নমনোরাজ্যরূপাণাং সর্গাণাং তুল্যাকল্পবাসনাদীনাং যুগপৎ ফলোন্মুখেন মেলনেন ব্যষ্টিসমষ্টিস্থূলদেহসত্তাপি নিরূঢ়া জ্ঞেয়া তদ্বিস্মৃতৌ তু দেহাভাব এব স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ । ৯ ।

স্থূলদেহভাবে নিরূঢ়ে স্বাভাবিকাত্মাস্থিতির্বিস্মৃতা কাল্পনিকী সাংসারিক-স্থিতিঃ স্বীকৃতা চেত্যাহ দেহত্বেতি । চিদেব হেম চিদ্ধেম তেন বিস্মৃ-তাত্মনা শুদ্ধা কেবলা কটকতা মিতা কটকত্বসদৃশী সংসারলক্ষণা অবিদ্যা মিথ্যৈবানুভূতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ।

এবমশুদ্ধানামপি পরস্পরং ক্বচিৎ মেলনমুপপাদ্য শুদ্ধানাং পরমনো-রাজ্যবেদনে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি । যথা হঠযোগাভ্যাসেন শুদ্ধঃ প্রাণমরুৎ পরকায়প্রবেশেন পরপ্রাণানাং আদিপদাৎ তদীয়দেহেন্দ্রিয়াণাঞ্চ স্ববশ্যতা-বেদনাৎ তৈর্ব্বেদ্যং শব্দাদি বেত্তি তথা শুদ্ধং মনোপি সর্গান্তরাশ্রয়ং মনোরাজ্যং বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নন্নু যদি মনোরাজ্যানাং পরস্পরসংমিলনাদেব স্থূলদেহসত্তা রূঢ়া তর্হি সংমিলনে দেহাভাবাৎ "নেত্রস্থং জাগ্রতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং সমাদিশেৎ । সুষুপ্তং হৃদয়স্থস্তু তুরীয়ং মূর্দ্ধ্নি সংস্থিত" মিতি শ্রুতিবোধিতদেহপ্রদেশভেদা-ধীনা জাগ্রদাদ্যবস্থা অপি ন স্যুরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেষামিতি । জীবস্বস্বভা-বাদেবাবস্থাত্রয়কল্পনা ন দেহমপেক্ষ্য । জাগ্রৎকল্পনাং বিনা দেহাসিদ্ধা-বন্যোন্যাশ্রয়াপত্তেঃ । শ্রুতিস্তু পরদৃষ্টিসিদ্ধদেহানুবাদেন তদেকদেশদৃষ্টত্বাৎ ন জাগ্রদাদিপ্রপঞ্চবিস্তারঃ সত্য ইত্যেবংপরা ন দেহস্য তদ্ধেতুত্বপরেতি

এবমাত্মনি জীবত্বে সত্যবস্থাত্রয়াত্মনি।
ন চান্তর্গাব বীচিত্বমস্মিন্ কচতি দেহতা ॥ ১৩ ॥
চিৎকলাপদমাসাদ্য সুষুপ্তান্তপদস্থিতম্।
বুদ্ধোনিবর্ত্ততে জীবো মূঢ়ঃ সর্গে প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
দ্বয়োরেকস্বরূপেব স্বসৌহার্দ্দনিদর্শনাৎ।
অজ্ঞঃ সুষুপ্তোঽসম্বুদ্ধো জীবঃ কশ্চিৎ স সর্গভাক্ ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বগত্বাচ্চিতঃ কশ্চিৎ পরসর্গেণ নীয়তে।
সর্গে সর্গে পৃথগ্রূপং সন্তি সর্গান্তরাণ্যপি ॥ ১৬ ॥
তেষ্বপ্যন্তঃস্থসর্গোঘাঃ কদলীদলপীঠবৎ।
সর্ব্বসর্গান্তরাদূরং পত্রপীবরবৃত্তিমৎ ॥ ১৭ ॥

ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অম্ভ এব বীচ্যাদ্যাত্মকং প্রথতে ইতি তত্ত্বদর্শনে সতি ততঃ পৃথগ্বীচ্যাদিবত্ত্বিব জীব এবাবস্থাত্রয়াত্মেতি পর্য্যালোচনেঽপি ন জীবাদন্যা দেহতা বস্তুভূতা পরিশিষ্যত ইত্যাহ এবমিতি ॥ ১৩ ॥

এবমেব বুদ্ধস্তত্ত্ববিৎ সুষুপ্তস্যান্তমবসানভূতং যত্তুর্য্যং পদং স্বরূপং তত্র স্থিতং চিৎকলাপদং চৈতন্যৈকরসস্বভাবমাসাদ্য জ্ঞানেন প্রাপ্য জীবভাবান্নিবর্ত্ততে। যস্তু মূঢ়ঃ অতত্ত্ববিৎ স এব স্বকল্পনয়া পুনর্দ্দেহাদ্যাকারকল্পনারূপে সর্গে প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তর্হি কিং জ্ঞাজ্ঞয়োস্তু সুষুপ্তিরপি ভিদ্যতে নেত্যাহ দ্বয়োরিতি। একস্বরূপৈব সুষুপ্তিরিতি শেষঃ। স্বস্যাজ্ঞস্যাপি সৌহার্দ্দস্য সম্প্রসাদস্য শ্রুতৌ নিরতিশয়ানন্দমোক্ষনিদর্শনত্বেনোপন্যাসাৎ। তর্হি সৈকস্য সর্গবীজমন্যস্য নেতি কুতো বিশেষস্তত্রাহ অজ্ঞ ইতি। তয়োর্ম্মধ্যে অজ্ঞঃ সুষুপ্তোঽসম্বুদ্ধো বাস্তবাত্মজ্ঞানহীনো দেহাদ্যাত্মতা ভ্রমবাসনাবাসিতশ্চ অতস্মাদেব বিশেষাৎ স জীবঃ সর্গভাগিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রাপ্যবান্তরবিশেষমাহ সর্ব্বগত্বাদিতি। নীয়তে অন্তঃপ্রবেশ্যতে। পৃথগ্রূপমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥ ১৬ ॥

কদলীদলস্য পীঠাঃ আধারভূতাস্ত্বক্কোশাস্তদ্বদন্তরন্তঃ সন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্ম

স্বভাবশীতলং ব্রহ্ম কদলীদলমণ্ডপঃ ।
কদল্যামন্যতা নাস্তি যথা পত্রশতেষ্বপি ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মতত্ত্বেঽন্যতা নাস্তি তথা সর্গশতেষ্বপি ।
বীজমেব রসাৎ ফুল্লং ভূত্বা বীজং পুনর্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
তথা ব্রহ্ম মনোভূত্বা বোধাৎ ব্রহ্ম পরং ভবেৎ ।
রসকারণকং বীজং ফলভাবেন জৃম্ভতে ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মকারণকোঽর্থো জগদ্রূপেণ জৃম্ভতে ।
রসস্য কারণং কিং স্যাদিতি বক্তুং ন যুজ্যতে ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মণঃ কারণং কিং স্যাদিতি বক্তুং ন যুজ্যতে ।
স্বভাবো নির্বিশেষত্বাৎ পরো বক্তুং ন যুজ্যতে ॥ ২২ ॥

তু সর্বসর্গেষ্বপ্যেকরূপেণ স্থিতং কদলীদলমণ্ডপবদিত্যাহ সর্বেত্যাদিনা। সর্বেষামান্তরাণাং সর্গাণাং বাহ্যসর্গান্তরাণাঞ্চ অদূরং বাহ্যবিস্তীর্ণৈঃ পত্রৈরিব পীবরবৃত্তিমৎ বৃহদিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি কদল্যামিতি ॥ ১৮ ॥

ইত্থং জগদ্ভাবাপন্নস্য ব্রহ্মণঃ পুনঃ স্বভাবাপত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ বীজমিতি। যথা বটাদিবীজমেব রসাৎ জলাদিসংসর্গাৎ ফুল্লং বৃক্ষাদি ভূত্বা তদ্বিটপপ্রসরফলাদিদ্বারা পুনঃ প্রাক্তনবীজভাবেনাবির্ভবতি তথা ব্রহ্মাপি কামকর্মাদিরসসম্পর্কাৎ মনোভূত্বা জন্মমরণাদিকল্পনয়া অধিকারিদেহপ্রাপ্তৌ শ্রবণমননাদিক্রমেণ বোধোদয়াৎ প্রাক্তনব্রহ্মভাবেনাবির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যদি তস্যাপি বীজস্য রসসম্পর্কৈঃ পুনর্ব্রহ্মভাববন্মুক্তস্যাপি পুনর্জীবভাবঃ স্যাদিতি বীজমদৃষ্টান্তং মন্যসে তর্হি রস এব দৃষ্টান্তোঽস্ত্বিত্যাহ রসকারণকমিতি ॥ ২০ ॥

এবঞ্চ সতি ব্রহ্মণঃ কারণং কিং স্যাদিতি শঙ্কায়া অপি ন প্রসর ইত্যাহ রসস্যেতি ॥ ২১ ॥

নন্বু পত্রকাণ্ডবৃক্ষপুষ্পফলাদীনাং সরসতাদর্শনাৎ তৎস্বভাবভূতোরসস্তেষাং কারণমিব জগৎকারণং ব্রহ্মাপি জগদ্ধর্মস্বভাববিশেষ এব স্যাৎ তথা চ ব্রহ্মকারণতাসাধনং স্বভাবকারণতা বাদেন অর্থান্তরিতং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ

নাকারণে কারণাদি পরে বস্ত্বাদিকারণে।
বিচারণীয়ঃ সারোহি কিমসারবিচারণৈঃ ॥ ২৩ ॥
বীজং জহদ্বীজবপুঃ ফলীভূতং বিলোক্যতে।
ব্রহ্মাজহন্নিজবপুঃ ফলং বীজে চ সংস্থিতম্ ॥ ২৪ ॥
বীজস্যাকৃতিমৎ সর্ব্বং তেনানাকৃতিমৎ পদম্।
ন যুজ্যতে সমীকর্ত্তুং তস্মান্নাস্ত্যুপমা শিবে ॥ ২৫ ॥
স্বমেব জায়তে স্বাভং ন চ তজ্জায়তেন্যদৃক্।
অতোন জাতং নাজাতং বিদ্ধি ব্রহ্ম নভোজগৎ ॥ ২৬ ॥
দৃশ্যং পশ্যন্ স্বমাত্মানং ন দ্রষ্টা সম্প্রপশ্যতি।

স্বভাব ইতি। ন যুজ্যতে কুতঃ। নির্ব্বিশেষত্বাৎ কারণস্য কার্য্যসম্প্রোৎপত্তিকাসাধারণধর্ম্মবিশেষরূপতৎস্বভাবরূপত্বাযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তর্হি চিদ্ব্রহ্মমাত্রেণ কারণেন জগতি জাড্যাদিস্বভাবত্বাসিদ্ধের্জ্জাড্যদুঃখাদিস্বভাবং ব্রহ্মণি জগতঃ কারণান্তরং বৈচিত্র্যহেতূনি নিমিত্তান্তরাণি চাভ্যুপেয়ানি স্যুরিতি চেৎ নেত্যাহ নেতি। নির্ব্বিকারাদ্বিতীয়াসঙ্গত্বাৎ বস্তুতোঽকারণে সর্ব্বপ্রপঞ্চারোপস্যাদিকারণে ব্রহ্মণি কারণনিমিত্তাদিবস্ত্বপি ন সম্ভবতি তৎস্বভাববিরোধাদেবেত্যকারণবিবর্ত্তরূপং জগদনৃতমেবেত্যর্থঃ। তর্হি জড়ানৃতদুঃখরূপস্য জগতো জড়ানৃতদুঃখরূপমেবাদিকারণমুচিতমিতি তদেব বিচার্য্যতাং কিমকারণব্রহ্মবিচারণেনেতি চেৎ তত্রাহ বিচারণীয় ইতি। অসারবিচারণৈঃ কিং কঃ পুরুষার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অকারণমাদিকারণমিতি যদুক্তং তদাশয়োদ্ঘাটনায় প্রাগুক্তবীজদৃষ্টান্তাপেক্ষয়া ব্রহ্মণি যো বিশেষস্তমাহ বীজমিতি। বীজং বীজবপুর্ব্বীজাকারং জহৎ ত্যজৎ সৎ অঙ্কুরাদিফলীভূতং লোকে বিলোক্যতে ন তথা ব্রহ্মেতি। অত এব তৎবিবর্ত্তোপাদানং স্বসমসত্তাককার্য্যাভাবাদকারণমিত্যুক্তমিত্যাশয়ঃ ॥২৪॥

বিশেষান্তরমপি দর্শয়ন্নির্ব্বিশেষস্যোপচারাদেবোপমোপন্যস্তা ন বস্তুবৃত্ত্যেত্যাহ বীজস্যেতি। সর্ব্বং স্বরূপমবয়বগুণাদি চ আকৃতিমৎ ইতরব্যাবর্ত্তকজাতিসংস্থানাদিমৎ। তেন বীজেন সমীকর্ত্তুং তুলয়িতুম্ ॥ ২৫ ॥

তর্হ্যুপমোপচারস্য কিং ফলং তদাহ স্বমেবেতি। অস্বাভং অনাত্মাভাসম্ ॥ ২৬ ॥

প্রপঞ্চাক্রান্তসম্বিত্তেঃ কস্যোদেতি নিজা স্থিতিঃ ॥ ২৭ ॥
মৃগতৃষ্ণাজলভ্রান্তৌ সত্যাং নৈব বিদগ্ধতা ।
বিদগ্ধতায়াং সত্যান্তু নৈবাসৌ মৃগতৃষ্ণিকা ॥ ২৮ ॥
আকাশবিশদোদ্রষ্টা সর্ব্বাঙ্গোপি ন পশ্যতি ।
নেত্রং নিজমিবাত্মানং দৃশীভূতমহোভ্রমঃ ॥ ২৯ ॥
আকাশবিশদো দ্রষ্টা সর্ব্বাঙ্গোপি ন পশ্যতি ।
তেষাং নিজমিবাত্মানং দৃশীভূতমিবাভ্রমঃ ॥ ৩০ ॥
আকাশবিশদং ব্রহ্ম যত্নেনাপি ন লভ্যতে ।
দৃশ্যে দৃশ্যতয়া দৃষ্টে স্বস্য নাভঃ স্বরূপতঃ ॥ ৩১ ॥
তাদৃগ্ভাবস্বরূপেণ বিনা যত্র ন দৃশ্যতে ।
তত্রাপি দূরোনাস্ত্যেব দ্রষ্টুঃ সূক্ষ্মাস্য দৃশ্যতা ॥ ৩২ ॥

যদি স্বমেব জগদাভাসং পশ্যতি তর্হি কুতোঽজ্ঞানপ্রাপ্তিগতত্বংপরি-হারায় শাস্ত্র-সকল-শ্রমাং তত্রাহ প্রপঞ্চেতি । যথাভূতং স্বমাত্মানং ন পশ্যতীত্যত এবানর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভ্রান্ত্যানর্থে স্বাভাবিকাপাস্য পূর্ণানন্দস্বপ্রকাশতা বৃথা সম্পন্নেত্যাশয়েনাহ মৃগতৃষ্ণেতি । বিদগ্ধতা বিদ্বত্তা ॥ ২৮ ॥

নির্ম্মলস্বপ্রকাশসর্ব্বগতস্বভাবত্বাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা স্ফুটদর্শনার্হোপ্যাত্মা কদাপি কেনাপি তত্ত্বতোন বীক্ষ্যতে অহোবহির্ম্মুখানাং ভ্রান্তিপ্রাবল্যমিত্যাহ আকাশেতি । যথা নেত্রং পরাক্ প্রবণত্বাং স্বমাত্মানং ন পশ্যতি তদ্বৎ ॥ ২৯ ॥

নন্থ বহির্ম্মুখ আন্তরং স্বমাত্মানং ন পশ্যতু বাহ্যানান্তু পরেষামাত্মানং পশ্যত্বিতি চেত্তত্রাহ আকাশেতি । নিজাত্মানমিব তেষাং সর্ব্বেষাং বাহ্যানামপ্যাত্মানং পারমার্থিকরূপং ন পশ্যতি । যথা অভ্রমঃ নিঃশেষনিবৃত্ত-ভ্রান্তিমুক্তঃ দৃশীভূতং দৃশ্যতাপন্নং নৈতং ন পশ্যতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তথাচ দৃশ্যং দৃশ্যতয়া ন দ্রষ্টব্যং কিন্তু দৃষ্ট্যাত্মতয়েতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

নন্থ প্রমাতুরান্তর আত্মা বিষয়াভিমুখেন তেন ন দৃশ্যতাং ঘটাদি-বিষয়াধিষ্ঠানভূতস্ত বহির্বৃত্তিব্যাপ্ত্যা দৃশ্যতাং তত্র প্রত্যঙ্মুখত্বস্যাহমুপযোগাদি-ত্যাশঙ্ক্যাহ তাদৃগিতি । যত্র ঘটাদিবিষয়প্রদেশে বৃত্ত্যবচ্ছিন্নস্য দ্রষ্টুর্বৃত্তে-

দৃশ্যঞ্চ দৃশ্যতে তেন দ্রষ্টা রাম ন দৃশ্যতে।
দ্রষ্টৈব সম্ভবত্যেকো ন তু দৃশ্যমিহাস্তি হি ॥ ৩৩ ॥
দ্রষ্টা সর্ব্বাত্মকোদৃশ্যে স্থিতশ্চেৎ কৈব দ্রষ্টৃতা।
সর্ব্বশক্তিমতা রাজ্ঞা যদযৎ সম্পদ্যতে যথা ॥ ৩৪ ॥
তত্তথানুভবত্যাশু স এবোদেতি তত্তথা।
যথা মধুরসোল্লাসঃ খণ্ডোভবতি ভাস্বরঃ ॥ ৩৫ ॥
রসতামজহচ্চৈব ফলপুষ্পলতোন্নতঃ।
চিদুল্লাসস্তথা জীবোভূয়ো ভবতি দেহকঃ ॥ ৩৬ ॥
চিন্মাত্রতাং তামজহ-দেব দর্শনদৃগ্বয়ম্।

র্কাঃ সঘটাদ্যাকারানুরঞ্জনাং স্বস্যাপি তাদৃগ্‌ভাবস্বরূপেণ বিনা ঘটাদি দ্রষ্টুং ন শক্যতে তত্রাপি দ্রষ্টুর্দৃশ্যতা দর্শনার্হতা দূরোদস্তা দূরান্নিরস্তৈব। তত্র হেতু-গর্ভং বিশিনষ্টি সূক্ষ্মস্যেতি। বিষয়বৃত্তিতাদ্রূপ্যানুরক্তস্বরূপাৎ বিবিচ্য সূক্ষ্ম-চিন্মাত্রস্যাবধারণাশক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

যদি সর্ব্বথা দ্রষ্টা ন দৃশ্যতে তর্হি কথং তন্মাত্রযুক্ত্যা তল্লাভসিদ্ধিরি-ত্যাশঙ্ক্য তদুপায়মাহ দ্রষ্টৈব সম্ভবতীত্যাদিনা ॥ ৩৩ ॥

কুতোনাস্তি তদাহ দ্রষ্টেতি। দৃশ্যপ্রদেশাবস্থিতস্য দ্রষ্টৃত্বে অতিপ্রসঙ্গাং সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতেত্যাদিশ্রুতেশ্চ সর্ব্বাত্মা দৃশ্যে স্থিতশ্চ দ্রষ্টাহবশ্যং বাচ্যঃ এবঞ্চেৎ তস্য স্বাত্মভূতে সর্ব্বস্মিন্ দৃশ্যে স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ কুতোদ্রষ্টৃতেত্যর্থঃ। যদি তু সর্ব্বশক্তিমত্বাৎ সমর্থো রাজেব দৃশ্যং সম্পাদ্য তত্তথানুভবন্ দ্রষ্টা ভবিষ্যতীতি ব্রূয়াস্তর্হি স্বাতিরিক্তোপকরণাপেক্ষত্বে শক্তি-সঙ্কোচাপত্তেরবিকৃতঃ স এব তত্তদ্দৃশ্যরূপেণ তথা তথোদেতীতি পক্ষস্যৈব পরিশেষাৎ ন দ্রষ্টৃতেত্যতিরিক্তবস্তুসিদ্ধিরিত্যাশয়েনাহ সর্ব্বশক্তিমতেতি ॥ ৩৪ ॥

উক্তেহর্থে সমঞ্জসং দৃষ্টান্তমুপবর্ণ্য প্রকৃতে যোজয়তি যথেত্যাদিনা। মধু-রসস্য মধুররসস্যৈক্ষবরসস্য প্রসিদ্ধমধুরূপস্য বা রসস্য দেশবিশেষে মধুনোপি খণ্ডশর্করোৎপত্তিপ্রসিদ্ধেঃ খণ্ডঃ খণ্ডশর্করাঃ ॥ ৩৫ ॥

ফলপুষ্পাদিরসৈর্মধুমক্ষিকাহৃতৈরুন্নতঃ। অথবা মধুরসোবসন্তকালে বৃক্ষ-প্রবিষ্টোরসঃ ফলপুষ্পলতাত্মনোন্নতো বনখণ্ডো যথা ভবতি তদ্বদিতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

অন্তঃ স্বানুভবৈশ্চৈব জগৎ স্বপ্নং প্রপশ্যতি ॥ ৩৭ ॥
অহন্তাদিরসে ভৌমে খণ্ডকত্বমিবাত্মনি ।
নানাখণ্ডসহস্রৌঘৈরদ্বিতীয়ৈর্নিজাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥
যথোদেতি রসো ভৌমশ্চিৎ তথোদেত্যসম্ভ্রমম্ ।
চিদ্রসোল্লাসরক্ষাণাং কচতামাত্মনাত্মনি ॥ ৩৯ ॥
দৃশ্যশাখাশতাঢ্যানামিহ নান্তোঽবগম্যতে ।
খণ্ডঃ প্রত্যেকমেবায়ং যথা রসচমৎকৃতিম্ ॥ ৪০ ॥
স্বাদয়ত্যেবমেষা চিৎ পৃথক্ পশ্যতি সংস্থিতিম্ ।
যা যোদেতি যথা যস্যা জীবশক্তেঃ স্বসংস্থিতিঃ ॥ ৪১ ॥
তাং তাং তথৈতি সা স্বাত্ম-চিদ্রূপভুবনস্থিতিম্ ।
জীবসংস্থতয়ঃ কাশ্চিৎ প্রমিলন্তি পরস্পরম্ ॥ ৪২ ॥
স্বয়ং বিহৃত্য সংসারে শাম্যন্তি চিরকালতঃ ।
সূক্ষ্ময়া পরয়া দৃষ্ট্যা ত্বং পশ্য জ্ঞানচেতসা ॥ ৪৩ ॥

আত্মনি অহন্তাদি ভৌমে রসে লবণাদৌ খণ্ডকত্বমিবেতি প্রতিজ্ঞাতাংশস্য নানাখণ্ডসহস্রৌঘৈরিত্যাদি চিত্তথোদেত্যসম্ভ্রমমিত্যন্তমুপপাদনম্ । নিজাত্মনোলবণাদেরদ্বিতীয়ৈরভিন্নৈঃ ॥ ৩৮ ॥

নানাখণ্ডসহস্রৌঘৈরিতানেন ব্রহ্মাণ্ডানন্ত্যং দর্শিতমিত্যাশয়েনাহ চিদ্রসেতি ॥ ৩৯ ॥

তেষু তেষু ... চমৎকারা অপ্যনন্তা ইতি দর্শয়তি খণ্ড ইতি। অয়ং দৃশ্যমানঃ খণ্ডঃ এতদ্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণো বনখণ্ডো যথা যথা স্বরসচমৎকৃতিং স্বাদয়তি অনুভাবয়তি এবং তথা তথা এষা চিৎ পশ্যত্যনুভবতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥

পৃথগিতি বিপ্রীতং বোধ্যম । প্রতিব্রহ্মাণ্ডমিত্যর্থঃ । চমৎকৃতিবৈচিত্র্যে তৎকল্পকবিচিত্রতত্তজ্জীবসংস্কারোদ্বোধ এব হেতুরিত্যাহ যা যেতি ॥ ৪১ ॥

তত্র সমানাকারবাসনোদ্ভবে তত্তজ্জীবানামপি সংস্থতয়ো মিলন্তীতি জীবসংস্থতিমেলনমুপবর্ণিতমুপসংহরতি জীবসংস্থতয় ইতি ॥ ৪২ ॥

মম তর্হি পরসংস্থিতিসহস্রদর্শনে ক উপায়স্তমাহ সূক্ষ্ময়েত্যাদিনা জ্ঞান

জগজ্জালসহস্রাণি পরমাণ্বন্তরেষ্বপি।
চিত্তে নভসি পাষাণে জ্বালায়ামনিলে জলে ॥ ৪৪ ॥
সন্তি সংসারলক্ষাণি তিলে তৈলমিবাখিলে।
সিদ্ধিমেতি যদা চেতস্তদা জীবো ভবেচ্চিতিঃ ॥ ৪৫ ॥
শুদ্ধা চ সা সর্ব্বগতা তেন তন্মেলনং মিথঃ।
সর্ব্বেষাং পদ্মজাদীনাং স্বসত্তাভ্রমরূপকঃ ॥ ৪৬ ॥
জগদ্দীর্ঘমহাস্বপ্নঃ সোয়মন্তঃসমুত্থিতঃ।
স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং যান্তি কাশ্চিদ্ভূতপরম্পরাঃ ॥ ৪৭ ॥
তেনোপলম্ভঃ কুড্যাদা-বসৌ দৃঢ়তরঃ স্থিতঃ।
যদ্‌যত্র চিৎ ভাবয়তি তত্তত্রাশু ভবত্যলম্ ॥ ৪৮ ॥
তয়া স্বপ্নেপি যদ্দৃষ্টং তৎকালে সত্যমেব তৎ।
চিদণোরন্তরে সন্তি সমস্তানুভবাণবঃ।
(যথা বীজান্তরে পত্র-লতাপুষ্পফলাণবঃ) ॥ ৪৯ ॥
পরমাণুজগত্যন্তর্ম্মন্যে চিৎপরমাণবঃ।
লীনমাকাশমাকাশে দ্বৈতৈক্যভ্রমমুৎসৃজ ॥ ৫০ ॥

চেতসেতি। প্রাগুক্তেন শুদ্ধচিত্তানাং দর্শনোপায়েনেত্যর্থঃ ॥ ৪৩॥৪৪॥৪৫ ॥

পদ্মজাদীনামস্মদাদিসংসারদর্শনং শুদ্ধিবশাদেবেত্যাহ শুদ্ধা চেতি। সর্ব্ব-গতব্রহ্মৈকরসত্বাৎ সর্ব্বগতা। মেলনমপি স্বকীয়পরকীয়স্বপ্নানাং দৈবাৎ ক্বচিৎ সম্বাদবৎ স্বান্তঃকল্পনাত্মকমেবেত্যাশয়েনাহ সর্ব্বেষামিত্যাদিনা ॥ ৪৬ ॥ ॥ ৪৭ ॥

তেন স্বপ্নপরম্পরাভ্রমণেন। তদ্বাসনাদার্ঢ্যাৎ দৃঢ়তরঃ। চিতোবাসনো-দ্ভবাত্মরূপবিবর্ত্তসামর্থ্যং সার্ব্বত্রিকমিতি দর্শয়তি যদযত্রেতি ॥ ৪৮ ॥

অতএব চিৎসত্তায়া স্তত্রানুবেধানুভব ইত্যাহ তয়েতি। অনুভবাণবঃ সূক্ষ্মীভূতানুভবাজগদাকারবাসনা ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

পরমাণ্বিতি। তথাচ চিজ্জগতোঃ কাৎস্নে্যন পরস্পরান্তঃপ্রবিষ্টত্বমাশ্চর্য্যং মন্যে ইত্যর্থঃ। অথবা নেদমাশ্চর্য্যং চিদাকাশস্যৈব জগদ্রূপৈর্ভেদেন গৃহীতস্য স্বাত্মনি লীনত্বাদিত্যাশয়েনাহ লীনমিতি ॥ ৫০ ॥

দেশকালক্রিয়াদ্রব্যৈঃ স্বৈরেবাণুভিরেব চিৎ।
অণূননুভবত্যন্ত-রিতরাণি ন সম্ভবাৎ ॥ ৫১ ॥
স্বয়ং সর্গস্য কচিতঃ স্বপ্নে চিদণুখণ্ডকঃ।
ব্রহ্মাদেঃ কীটনিষ্ঠস্য দেহদৃষ্ট্যানুভাবিতঃ ॥ ৫২ ॥
কচিতং কিঞ্চিদেবেহ বস্তুতস্তু ন কিঞ্চন।
স্বয়ং সত্যং স্বাদয়ন্তে দ্বৈতং চিৎপরমাণবঃ ॥ ৫৩ ॥
স্বয়ং প্রকচতি স্ফার-দেহশ্চিদণুখণ্ডকঃ।
নেত্রাদিকুসুমদ্বারৈঃ সম্বিদামোদমুদ্গিরন্ ॥ ৫৪ ॥
সম্পশ্যতি তরাং কশ্চিৎ বহীরূপেণ চিদ্বটঃ।
সর্ব্বগত্বাদনাশিত্বাৎ দৃশ্যবীজস্য বৈ চিতেঃ ॥ ৫৫ ॥
অন্তরেবাখিলং কশ্চিৎ পশ্যত্যবিমলং জগৎ।
তত্রাতিকালকলনাদুন্মজ্জতি নিমজ্জতি ॥ ৫৬ ॥
স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং তত্র তথা পশ্যন্ পুনঃ পুনঃ।

উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি দেশেত্যাদিনা। অণুভিঃ সূক্ষ্মৈঃ স্বৈরেব চিদংশৈঃ স্বাত্মভূতানেবেতরাণীবানুভবতি ন তু বস্তুত ইতরাণি। ইতরেষাং ন সত্ত্বাদসম্ভবাৎ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মাদেঃ কীটনিষ্ঠস্য কীটান্তস্য সাধারণস্তদন্তঃকরণোপাধিবশাচ্চিদণুখণ্ডকঃ প্রলয়কালে অস্ফুটোপি সর্গস্য স্বপ্নে প্রসক্তে তত্তদ্দেহদৃষ্ট্যানুভাবিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

যদনুভূয়তে কিং তদিতি তত্রাহ কচিতমিতি। কিঞ্চিদেবেত্যনির্ব্বচনীয়মিত্যর্থঃ। তর্হি তৎ কিং তত্রাহ স্বয়ং সত্যমিতি। যথা কশ্চিদ্ভ্রান্তঃ স্বয়ং স্বস্কন্ধমারুরুক্ষতি তদ্বৎ চিৎপরমাণবো জীবাঃ স্বয়ং সত্যমাত্মরূপমেব দ্বৈতং মন্যমানা ভ্রান্ত্যা স্বাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

চিদেবাণুঃ অন্তঃকরণপরিচ্ছেদাদণুখণ্ডকঃ ॥ ৫৪ ॥

কশ্চিদ্ব্যষ্টিরূপশ্চিদেব ঘটসদৃশস্থূলদেহপরিচ্ছেদাৎ চিদ্বটঃ। দেশতঃ কালতশ্চ বহীরূপেণ। তত্র ক্রমাৎ হেতু সর্ব্বগত্বাদনাশিত্বাচ্চেতি ॥ ৫৫ ॥

কশ্চিৎ সমষ্ট্যাত্মা ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ। অতিকালকলনাৎ চিরাভ্যাসাৎ তাদা-

মিথ্যাবটেষু লুঠতি শিলেব শিখরচ্যুতা ॥ ৫৭ ॥
কেচিৎ সম্মিলিতাঃ কেচিৎ আত্মন্যেবাভ্রমে স্থিতা।
মগ্নাঃ স্বসম্বিৎপ্রসরে স্ফুরন্তোদেহখণ্ডকাঃ ॥ ৫৮ ॥
স্বয়মন্তঃ প্রপশ্যন্তি যে জগজ্জীববিভ্রমম্।
তৈস্তৈঃ কৈশ্চিৎ ততং দৃশ্য-মসৎস্বপ্নবদাশ্রিতম্ ॥ ৫৯ ॥
সর্ব্বাত্মত্বাৎ স্বভাবস্য তদ্দৃশ্যং সত্যমাত্মনি।
সর্ব্বগং বিদ্যতে যত্র তত্র সর্ব্বমুদেতি হি ॥ ৬০ ॥
জীবান্তঃ প্রতিভাসস্য সর্ব্বস্য পুনরন্তরে।
জীবখণ্ড উদেত্যুচ্চৈস্তস্যান্তরিতরোপি চ ॥ ৬১ ॥
জীবান্তর্জ্জায়তে জীবস্তস্যান্তরপি জীবকঃ।
সর্ব্বত্র রম্ভাদলবজ্জীবো জীবান্তরেব হি ॥ ৬২ ॥
দৃশ্যবুদ্ধিপরাবৃত্তৌ সমমেতদনন্তরম্।
হেম্নীব কটকাদিত্বং পরিজ্ঞাতং বিনশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
বিচারোযস্য নোদেতি কোহং কিমিদমিত্যলম্।
তস্যান্তর্ন বিমুক্তোসৌ দীর্ঘোজীবজ্বরভ্রমঃ ॥ ৬৪ ॥

স্যাভিমানেন নিমজ্জতি লীয়তে উন্মজ্জতি পুনরাবির্ভবতি ॥ ৫৬ ॥৫৭॥ ৫৮ ॥

অন্তর্দৃশ্যদ্রষ্টৄণাং তন্মিথ্যাত্বজ্ঞানং বিশেষ ইত্যাশয়েনাহ স্বয়মিতি ॥ ৫৯ ॥

তেষামন্তরেব বিশ্বোদরে চান্তস্তৎসত্তাহেতুর্ব্বহিঃ কেষাং চিৎ তদ্দর্শনে তু বহিরেব তৎসত্তাহেতুরিতি জীবব্যবস্থাং হৃদি নিধায়াহ সর্ব্বাত্মত্বাদিতি ॥৬০॥

জীবান্তর্জীবান্তরস্য তত্র তত্র চ জীবান্তরস্য সপ্রপঞ্চস্যানবস্থিতস্যোদয়েপি তত্রত্যাচিতি তৎ তৎ সত্বৈবাজ্ঞানসহিতা হেতুর্জ্জাতে তু ন কিঞ্চিৎ ক্বাপ্যাসীদস্তি ভবিষ্যতি বেত্যাশয়েনাহ জীবান্তরিত্যাদিনা ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

বুদ্ধেঃ পরাবৃত্তৌ পরাক্ প্রবণতাং ত্যক্ত্বা প্রত্যক্প্রবণত্বে সতি সমং যুগপদেব চৈতদান্তরং বাহ্যঞ্চ তত্ত্বতঃ পরিজ্ঞাতং সৎ বিনশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

এবং তত্ত্বদর্শনলক্ষণাং তন্মাত্রযুক্তিং দর্শয়িত্বা তৎপ্রাপ্তিপ্রতিষ্ঠোপায়ান্ ইন্দ্রিয়জয়াদিবিচারান্তান্ ব্যুৎক্রমেণ বক্তুমুপক্রমতে বিচার ইতি ॥ ৬৪ ॥

বিচারঃ সফলস্তস্য বিজ্ঞেয়োযস্য সন্মতেঃ।
দিনানুদিনমায়াতি তানবং ভোগগৃধ্নুতা ॥ ৬৫ ॥
যথাদেহোপযুক্তং হি করোত্যারোগ্যমৌষধম্।
তথেন্দ্রিয়জয়েভ্যস্তে বিবেকঃ ফলিতোভবেৎ ॥ ৬৬ ॥
বিবেকোস্তি বচস্যেব চিত্রেগ্নিরিব ভাস্বরঃ।
যস্য তেনাপরিত্যক্তা দুঃখায়ৈবাবিবেকিতা ॥ ৬৭ ॥
যথা স্পর্শেন পবনঃ সত্তামায়াতি নো গিরা।
তথেচ্ছাতানবেনৈব বিবেকোস্য বিবুধ্যতে ॥ ৬৮ ॥
চিত্রামৃতং নামৃতমেব বিদ্ধি চিত্রানলং নানলমেব বিদ্ধি।
চিত্রাঙ্গনা নূনমনঙ্গনেতি বাচা বিবেকস্ত্ববিবেক এব ॥৬৯॥

পূর্ব্বং বিবেকেন তদূত্তমেতি
রাগোপ বৈরঙ্গ সমূলমেব।

বৈরাগ্যপূর্ব্বকবিচার এব ফলপর্য্যবসায়ী ন বাগিক্ত ইত্যাহ সফল ইতি ॥ ৬৫ ॥

ইন্দ্রিয়জয়াভ্যাসপূর্ব্বকমেব বৈরাগ্যং বিবেকহেতুর্নান্যাদৃশমিত্যাহ যথেতি। দেহেনোপযুক্তং পথ্যাশনাদিনিয়মৈঃ সেবিতম্ ॥ ৬৬ ॥

বিবেকোপি বৈরাগ্যমুমুক্ষোৎকণ্ঠ্যাপাদনেন সন্ন্যাসশ্রবণাদিফলপর্য্যবসিত এব তস্মাত্রযুক্তিজন্মপ্রতিষ্ঠয়োরুপযুজ্যতে ন বাঙ্মাত্রপল্লবিত ইতি দর্শয়তি বিবেক ইত্যাদিনা। যস্য বচস্যেব বিবেকোস্তি ন মনসি তেন অবিবেকিতা অপরিত্যক্তেতি সা দুঃখায়ৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

তর্হি মনঃপ্রতিষ্ঠিতেহস্য বিবেকে কিং লিঙ্গমিতি চেৎ বৈরাগ্যদার্ঢ্যমেবেত্যাহ যথেতি। যথা প্রত্যক্ষঃ স্পর্শঃ পবনলিঙ্গং ন বাঙ্মাত্রং তদ্বদিত্যর্থঃ। তানবং অপক্ষয়ক্রমেণ নাশঃ ॥ ৬৮ ॥

রাগিণা বাঙ্মাত্রদর্শিতো বিবেকস্ত অবিবেকশাখোপশাখাত্মকত্বাদবিবেক এবেতি তুল্যোক্ত্যা দর্শয়তি চিত্রামৃতমিতি। চিত্রলিখিতমমৃতং পীযূষং বারি বা ॥ ৬৯ ॥

পশ্চাৎ পরিক্ষীয়ত এব যত্নঃ
স পাবনোযত্র বিবেকিতাস্তি ॥ ৭০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জীবনখণ্ডকাবতারো নাম
অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

যত্নঃ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারানুকূলা প্রবৃত্তির্জ্ঞানোদয়েন মূলোচ্ছেদাৎ পরিক্ষীয়ত এব। তস্মাৎ যত্র বিবেকিতাস্তি স এব পুমাংস্তন্মাত্রযুক্তি-প্রতিষ্ঠাযোগ্যঃ পাবন ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

জীববীজং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র স্বমিব স্থিতম্।
তেন জীবোদরজগন্ত্যপি জীবোস্ত্যনেকধা ॥ ১ ॥
চিদ্ঘনৈকঘনাগ্রস্থাজ্জীবান্তর্জ্জীবজাতয়ঃ।
কদলীদলবৎ সন্তি কীটা ইব ধরোদরে ॥ ২ ॥
যো যো নাম যথা গ্রীষ্মে কল্কস্বেদাৎ ভবেৎ কৃমিঃ।
যৎ যৎ দৃশ্যং শুদ্ধচিৎ খং তজ্জীবো ভবতি স্বতঃ ॥ ৩ ॥
যথা যথা যতন্তে তে জীবকাঃ স্বাত্মসিদ্ধয়ে।

যথোপাস্তিফলাবাপ্তির্বোধাৎ সত্যাত্মসংস্থিতিঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তীনাং স্থিতিস্তর্গস্য চোচ্যতে ॥ ১ ॥

নন্বু জীবান্তর্জীবপরম্পরাকল্পনায়াং বাহ্যবাহ্যজীবা আন্তরান্তরজীবজগতা মধিষ্ঠানত্বাৎ বীজং স্যুঃ তথান্তরান্তরাণাং বাহ্যবাহ্যজীবাত্মভাববোধাৎ তত্তদ্ভাবপ্রাপ্তিক্রমেণ সর্ব্ববাহ্যজীবস্য ব্রহ্মবোধোদয়ে মুক্তির্যুক্তা নান্তরাণাং সাক্ষাৎ ব্রহ্মবোধাৎ ব্রহ্মণস্তৎ তত্রাসন্নিধানেনাধিষ্ঠানত্বলক্ষণবীজত্বাসম্ভবাৎ তৎসম্ভবে চ সর্ব্বেষাং তুল্যতয়া তত্তদন্তঃসত্বকলনা নির্ম্মূলা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জীবোদরজগজ্জীবানামপি ব্রহ্মৈবাধিষ্ঠানত্বাৎ বীজমিতি সাধয়তি জীববীজমিতি। তেন সর্ব্বত্র স্থিতত্বেন হেতুনা ॥ ১ ॥

একান্তরেকস্তদন্তরপ্যেক ইতি পরম্পরাকল্পনায়াং কদলীদলবদেকৈকান্তঃস্থত্ব ইতি পরম্পরাকল্পনায়ান্তু ধরোদরে কীটা ইবেতি ভেদঃ ॥ ২ ॥

তুল্যাধিষ্ঠানকত্বে আন্তরত্বকল্পনা নির্ম্মূলেত্যস্য কঃ পরিহার ইতি চেৎ তমাহ যো য ইতি। গ্রীষ্মে কল্কাৎ মলাৎ স্বেদাচ্চ দেহান্তর্ব্বর্ত্তিনো নিমিত্তাৎ যো যঃ কৃমিঃ স তত্তদন্তরেব ভবতি তথা শুদ্ধচিত্ত্বমপি আন্তরং বাহ্যং বা যদ্যদেব যত্র দৃশ্যং ভবতি তত্তদ্ভোক্তা তত্র তত্র জীবো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তথা তথা ভবন্ত্যাশু বিচিত্রোপাসনক্রমৈঃ ॥ ৪ ॥
দেবান্ দেবযজো যান্তি যক্ষা যক্ষান্ ব্রজন্তি হি।
ব্রহ্ম ব্রহ্মযজো যান্তি যদতুচ্ছং তদাশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥
স মুক্তো ভৃগুপুত্রোহি নির্ম্মলত্বাৎ স্বসম্বিদঃ।
বদ্ধঃ প্রথমদৃষ্টেন দৃশ্যেনাশু স্বভাবতঃ ॥ ৬ ॥
ভুবি জাতা পরিম্লানা বালা যৎ প্রথমং পুরঃ।
সম্বিৎ প্রাপ্নোতি তদ্রূপা ভবত্যন্যা ন কাচন ॥ ৭ ॥

রাম উবাচ।

জাগ্রৎস্বপ্নদশাভেদং ভগবন্ বক্তুমর্হসি।
কথঞ্চ জাগ্রজ্জাগ্রৎ স্যাৎ স্বপ্নোজাগ্রদ্ভ্রমঃ কথম্ ॥ ৮ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্থিরপ্রত্যয়যুক্তং যৎ তজ্জাগ্রদিতি কথ্যতে।
অস্থিরপ্রত্যয়ং যৎ স্যাৎ তৎ স্বপ্নঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৯ ॥

প্রাক্তনপুরুষপ্রযত্নরূপকর্ম্মবশাৎ বা সর্ব্বব্যবস্থাসিদ্ধিরিত্যাশয়েনাহ যথেতি ॥৪

কর্ম্মোপাসনাতারতম্যানুসারিদেবতাজীবসাযুজ্যেঽপি তত্তদ্দেবজীবাস্তস্তার-তম্যেন ভোগপ্রসিদ্ধিঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ সিদ্ধেত্যাশয়েনাহ দেবানিতি। ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যং পরং চ। তেষু কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং তদাহ যদিতি ॥ ৫ ॥

ভার্গবোপাখ্যানমপ্যুক্তেঽর্থেঽনুকূলমিত্যাহ স ইতি। প্রথমদৃষ্টেনাপ্সরো-রূপেণ শুক্রো বদ্ধোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তথৈবাব্যুৎপন্না বালা সম্বিৎ যথৈব ব্যুৎপাদ্যতে তথৈব ভবতীতি বাস্তব-ব্রহ্মাত্মভাবেনৈব সা ব্যুৎপাদ্যা ন মিথ্যাজীবাদিভাবেনেত্যাশয়েনোপসংহ-রতি ভুবীতি। সাংসারিকব্যসনতাপৈর্যাবদপরিম্লানেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সম্বিৎ কদা বালা কদা বা প্রৌঢ়েতি বিশেষং জ্ঞাতুং জাগ্রৎস্বপ্নদশা বৈলক্ষণ্যহেতুং শ্রীরামঃ পৃচ্ছতি জাগ্রদিতি। অপরোক্ষাবভাসত্বাবিশেষেঽপি জাগ্রং কথং কেন হেতুনা জাগ্রৎসত্যতাব্যবহারহেতুঃ। স্বপ্নস্তু জাগ্রদা-কারোভ্রম ইতি কথমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

স্থিরপ্রতীতিযোগ্যতৈব পুনঃ পুনঃ সম্বাদিপ্রত্যভিজ্ঞোপনীতা জাগ্রদর্থেষু

জাগ্রত্ত্বে ক্ষণদৃষ্টঃ স্যাৎ স্বপ্নঃ কালান্তরে স্থিতঃ।
তজ্জাগ্রৎ স্বপ্নতামেতি স্বপ্নোজাগ্রত্ত্বমৃচ্ছতি ॥ ১০ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নদশাভেদো ন স্থিরাস্থিরতে বিনা।
সমঃ সদৈব সর্ব্বত্র সমস্তোনুভবোনয়োঃ ॥ ১১ ॥
স্বপ্নোপি স্বপ্নসময়ে স্থৈর্য্যাজ্জাগ্রত্ত্বমৃচ্ছতি।
অস্থৈর্য্যাজ্জাগ্রদেবাস্তে স্বপ্নস্তাদৃশবোধতঃ ॥ ১২ ॥
স্বপ্নোপি জাগ্রদ্বুদ্ধ্যংশো জাগ্রদ্ভ্রমনুগচ্ছতি।
স্বপ্নতা স্বপ্নবুদ্ধ্যা তু যথাসম্বেদনং স্থিরম্ ॥ ১৩ ॥
যত্তু যাবৎ স্থিরং বৃদ্ধং তদ্ভাবজ্জাগ্রদুচ্যতে।
ক্ষণভঙ্গাত্তু তৎ স্বপ্নো যথা ভবতি তচ্ছৃণু ॥ ১৪ ॥
জীবধাতুঃ শরীরেন্তর্ব্বিদ্যতে যেন জীব্যতে।
তেজোবীর্য্যং জীবধাতুরিত্যাদ্যভিধমঙ্গ যৎ ॥ ১৫ ॥

সত্যতাব্যবহারহেতুরিতি বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে স্থিরেতি ॥ ৯ ॥

স্বপ্নোপি চেৎ কালান্তরে স্থিতঃ স্যাৎ তদা জাগ্রত্ত্বে ক্ষণেন জাগ্রদে-বেদমিতি প্রত্যক্ষানুভবেন দৃষ্টঃ স্যাৎ এবং জাগ্রদপি কালান্তরে যদি ন স্থিতং স্যাৎ তৎ তর্হি স্বপ্ন এব স্যাদিতি জাগ্রৎস্বপ্নতাং স্বপ্নশ্চ জাগ্রত্ত্বং ঋচ্ছতি গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অনুভবঃ অনুভবা-শস্বনয়োঃ সমঃ ॥ ১১ ॥

অস্থৈর্য্যাদিতি। যথা জাগ্রন্মনোরথাদিঃ ॥ ১২ ॥

জাগ্রদ্বুদ্ধ্যংশো জাগ্রদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যস্থৈর্য্যাংশো যথা হরিশ্চন্দ্রস্য দ্বাদশবার্ষিকঃ। তর্হি তস্য কথং স্বপ্নতা তত্রাহ স্বপ্নতেতি ॥ ১৩ ॥

যথাসম্বেদনস্থিরমিত্যেতৎ বিশদয়তি যত্ত্বিত্যাদিনা ॥ ১৪ ॥

প্রতিজ্ঞাতবর্ণনোপোদ্ঘাতেন তদ্দৃষ্টজীবভাবং সাধয়তি জীবধাতুরিতি। যেন জীব্যতে ইত্যনেন জীবনমেব তৎসদ্ভাবসাধকং লিঙ্গং দর্শিতম্। তেজ ইতি নাম্না শরীরোষ্মা তল্লিঙ্গং বীর্য্যমিতি নাম্না শরীরচেষ্টানিমিত্তং বলং তল্লিঙ্গমুক্তম্। জীবধাতুরিত্যনেন জীবনহেতুঃ সারোনিরুপাধিপ্রেমা তল্লিঙ্গ-

ব্যবহারী যদা কায়ো মনসা কর্ম্মণা গিরা।
ভবেত্তদা মরুম্মুন্নো জীবধাতুঃ প্রসর্পতি ॥ ১৬ ॥
তস্মিন্ প্রসর্পত্যঙ্গেষু সর্ব্বা সম্বিত্নুদেতি হি।
দৃষ্টত্বাৎ ক্রৈতি চিত্তাখ্যমন্তর্ল্লীনজগদ্ভ্রমম্ ॥ ১৭ ॥
ঈক্ষণাদিষু রন্ধ্রেষু প্রসরন্তী বহির্ম্ময়ম্।
নানাকারবিকারাঢ্যং রূপগাত্মনি পশ্যতি ॥ ১৮ ॥
স্থিরত্বাৎ তত্তথৈবাথ জাগ্রদিত্যবগম্যতে।
জাগ্রৎক্রম ইতি প্রোক্তঃ সুষুপ্তাদিক্রমং শৃণু ॥ ১৯ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যদা ক্ষুভ্যতি নোবপুঃ।
শান্তাত্মা তিষ্ঠতি স্বস্থো জীবধাতুস্তদা ত্বসৌ ॥ ২০ ॥
সমতামাগতৈর্ব্বাতৈঃ ক্ষোভ্যতে ন হৃদম্বরে।
নির্ব্বাতসদনে দীপো যথালোকৈককারকঃ ॥ ২১ ॥
ততঃ সরতি নাঙ্গেষু সম্বিৎ ক্ষুভ্যতি তেন নো।
ন চেক্ষণাদীন্ যা যাতি রন্ধ্রাণ্যায়াতি নো বহিঃ ॥ ২২ ॥

মুক্তম্। আদিপদাদহমিত্যভিমাননিমিত্তং জ্ঞানাদ্যপি তথা প্রসিদ্ধং দর্শিতং বোধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

অস্ত দেহে জীবস্তস্থ রূপাদিদর্শনার্থপ্রবৃত্তৌ কিং নিমিত্তং তদাহ ব্যবহারীতি। প্রসর্পতি হৃদয়াৎ কুল্যাদ্বারা সরোজলমিব নির্গত্য সঞ্চরতীত্যর্থঃ॥১৬॥

তত্রাস্ত বাসনোদ্ভবাৎ স্বপ্নদর্শনমিত্যাহ তস্মিন্নিতি। অঙ্গেষু অঙ্গান্তর্গতনাড়ীষু ॥ ১৭ ॥

তস্ত জাগরণমাহ ইক্ষণাদিষ্বিতি। অনুভবকালে প্রত্যয়স্ত স্বপ্নাবিশেষেপ্যথ প্রাত্যহিকপ্রত্যভিজ্ঞানন্তরং স্থিরত্বকল্পনা জাগ্রদিত্যবগম্যত ইত্যর্থঃ। সুষুপ্তাদীত্যাদিপদাৎ তুরীয়ক্রমশ্চ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

বাচিককায়িকবিক্ষেপোপরমে স্বপ্নোদয়ো মানসবিক্ষেপস্থাপ্যুপরমে তু সুষুপ্তিরিত্যাশয়নাহ মনসেত্যাদিনা ॥ ২০ ॥

আলোকৈককারকঃ নির্ব্বিক্ষেপপ্রকাশমাত্রনিমিত্তম্ ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বার্দ্ধেন স্বপ্ননিমিত্তাভাব উত্তরার্দ্ধেন জাগ্রন্নিমিত্তাভাব উক্তঃ ॥ ২২ ॥

জীবোঽন্তরেব স্ফুরতি তৈলসম্বিদ্‌যথা তিলে।
শীতসম্বিদ্ধিম ইব স্নেহসম্বিদ্‌যথা ঘৃতে ॥ ২৩ ॥
জীবাকারা কলা কাচিৎ চিতিঃ স্বচ্ছতয়াত্মনি।
দশামায়াতি সৌষুপ্তিং সৌম্যবাতাং বিচেতনাম্ ॥ ২৪ ॥
জ্ঞাত্বা বৈ চিত্ত্যুপরতে সাম্যং ব্যবহরন্নপি।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু সম্বুদ্ধস্তুর্য্যবান্মতঃ ॥ ২৫ ॥
সুষুপ্তে সৌম্যতাং যাতৈঃ প্রাণৈঃ সংক্ষোভ্যতে যদা।
স জীবধাতুঃ সা সম্বিৎ তর্হি চিত্ততয়োদিতা ॥ ২৬ ॥

ননু যদা সৌম্যা তদা দশায়োঽবতি সমষ্টিচৈতন্যমিতি তথা সুষুপ্তে জীবস্য চৈতন্যাভাবঃ স্যাৎ তৎ কথং তদা দীপবজ্জীবাবস্থা ন দৃশ্যতে তত্রাহ জীব ইতি। জীবোঽপি তু সংস্কারসহিত এব সংস্কারোপাধিনা তদ্বি-মুক্ত ইতি তিলে তৈলসম্বিদিব তদ্ভাবাপন্নঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ননু যদি জীবোঽপি তদা সর্বান্ লোকান্ অদ্বয়স্য ভবতি সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবতীত্যাদিশ্রুতিভিরাত্মৈকত্বৈক্যোক্তেস্তর্হি কা গতিস্তত্রাহ জী-বাকারেতি। প্রাগুক্তজীবাকারা যা কাচিচ্চিতিঃ সা কলা উপাধিবিলয়াৎ স্বচ্ছতয়া ব্রহ্মাত্মনি বিচেতনাং পৃথক্‌চেতনশূন্যাং দশামায়াতীত্যংশমাদায় তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রবৃত্তা ন ভেদবাসনাবিলয়াভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ। প্রাণবাতকৃত-বিক্ষেপমাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি সৌম্যবাতামিতি ॥ ২৪ ॥

প্রসঙ্গাৎ তস্য তুর্য্যাবস্থাং দর্শয়তি জ্ঞাত্বেতি। চিত্তে উপরতে সর্ব্ব-ব্যবহারোপরমবতি সতি চিতি সাম্যং অবৈষম্যং শাস্ত্রতোজ্ঞাত্বা বিচারৈকা-গ্র্যাভ্যাং স্বপ্রযত্নৈঃ সম্বুদ্ধঃ প্রাপ্তসাক্ষাৎকারে। যোগী জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু প্রসিদ্ধেষু প্রাগুক্তভূমিকাভেদেষু ব্যব্যবহরন্। অপিশব্দাৎ সমাধিস্থোপি বোধদার্ঢ্যবলাৎ তুর্য্যাত্মস্বভাবাদপ্রচ্যুতঃ সদৈব তুর্য্যাবস্থাবান্ স্মৃত ইত্যর্থঃ ॥২৫॥

প্রস্তুতাং সুষুপ্তিমেবানূদ্য ততঃ প্রাগুক্তস্বপ্নাবতারং প্রপঞ্চয়িতুং চিত্তোৎ-পত্তিমাহ সুষুপ্তে ইতি। সৌম্যতাং প্রাপ্তৈঃ প্রাণৈরুপলক্ষিতঃ স জীবধাতু-র্যদা ভোজকাদৃষ্টপরিপাকাপাদিতবৈষম্যৈস্তৈরেব চাল্যতে তদা সা জীব-চিৎ তত্তদ্ভোগানুকূলপ্রাক্তনসংস্কারোদ্বোধাৎ চিত্ততয়োদিতা আবির্ভূতা ভব-তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

স্বান্তঃসংস্থজগজ্জালং ভাবাভাবৈঃ ক্রমভ্রমৈঃ।
পশ্যতি স্বান্তরেবাশু স্ফারং বীজ ইব দ্রুমম্ ॥ ২৭ ॥
জীবধাতুর্যদা বাতৈঃ কিঞ্চিৎ সংক্ষুভ্যতে ভৃশম্।
ততোস্ম্যহং সুপ্ত ইতি পশ্যত্যাত্মনি খে গতিম্ ॥ ২৮ ॥
যদাম্ভসা প্লাব্যতেসৌ তদা বার্য্যাদিসম্ভ্রমম্।
অন্তরেবানুভবতি স্বামোদং কুসুমং যথা ॥ ২৯ ॥
যদা পিত্তাদিনাক্রান্তস্তদা গ্রীষ্মাদিসম্ভ্রমম্।
অন্তরেবানুভবতি স্ফারং বহিরিবাখিলম্ ॥ ৩০ ॥
রক্তাপূর্ণোরক্তবর্ণান্ দেশকালান্ বহির্যথা।
পশ্যত্যনুভবাত্মত্বাৎ তত্রৈব চ নিমজ্জতি ॥ ৩১ ॥
সেবতে বাসনাং যাং তাং সোন্তঃ পশ্যতি নিদ্রিতঃ।
পবনক্ষোভিতোরন্ধ্রৈর্ব্বহিরক্ষাদিভির্যথা ॥ ৩২ ॥
অনাক্রান্তেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রো যতঃ ক্ষুব্ধোন্তরেব সঃ।
সম্বিদানুভবত্যাশু স স্বপ্ন ইতি কথ্যতে ॥ ৩৩ ॥
সমাক্রান্তেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রো যঃ ক্ষুব্ধোবায়ুনা যদা।

ততঃ স্বপ্নদর্শনমাহ স্বান্তঃসংস্থেতি। বীজ ইব ইতি যথা যোগী বীজে স্থিতং দ্রুমং যোগশক্ত্যা ভাবিবিস্তারযুক্তং বিবিচ্য পশ্যতি তদ্বৎ ॥ ২৭ ॥

উক্তমেব স্ফুটমনূদ্য চিত্তাদহঙ্কারোৎপত্তিং ভ্রান্তিভেদনিমিত্তানি চাহ জীবেতি। সুপ্তঃ পুরুষোযদা বাতৈঃ কিঞ্চিৎ সংক্ষুভ্যতে তদা অহমস্মীতি পশ্যতি। যদা তু ভৃশং সংক্ষুভ্যতে তদা খে গতিমাকাশগমনং পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অম্ভসা নাড্যন্তর্গতশ্লেষ্মদ্রবেণ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

রক্তেন নাড্যন্তর্গতরুধিরেণাপূর্ণা আপ্লুতঃ সন্ দেশান্ গৈরিকাদিব্যাপ্তদেশান্ কালান্ রক্তাভ্রব্যাপ্তসন্ধ্যাদিকালান্ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

ন আক্রান্তানীন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি চক্ষুরাদিস্থানানি যেন স তথাবিধঃ সন্। সঃ আন্তরার্থানুভবঃ ॥ ৩৩ ॥

অথ জাগ্রৎপ্রাপ্তিলক্ষণমাহ সমাক্রান্তেতি। যোজীবো যদা ক্ষুব্ধঃ সন

পরিপশ্যতি তজ্জাগ্রদিত্যাহুর্ম্মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি বিদিতবতা ত্বয়াধুনান্তঃ
প্রথিতমহামতিনেহ সত্যতাখ্যা।
অসতি জগতি নৈব ভাবনীয়া
মৃতিহতিসংহৃতিদোষভাবনীয়া ॥ ৩৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ততুরীয়স্বরূপবিচারো নাম
একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

সমস্তকারেন্দ্রিয়চ্ছিদ্রো ভূত্বা বহিঃ শব্দাদীন্ পরিপশ্যতি তদ্দর্শনং জাগ্রদিত্যাহুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

জাগ্রদাদিভেদৈঃ প্রপঞ্চিতে জগতি সত্যতাবুদ্ধিরেবাভিনিবেশহেতুত্বাদনর্থ ইতি নৈব হেয়েত্যাহ ইতীতি। ইহ অসতি জগতি সত্যতাখ্যা দৃষ্টির্নৈব ভাবনীয়া। কুতঃ। যতো যা দৃষ্টিস্মৃতিরাধ্যাত্মিকনিমিত্তৈর্ম্মরণং হতিরাধিভৌতিকনিমিত্তৈর্ম্মরণং সংহৃতিরাধিদৈবিকৈর্নিমিত্তৈর্ম্মরণং তদ্ধেতবশ্চ যে দোষাস্তেষাং ভাবনী অবশ্যং সম্পাদয়িত্রীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশতিতমঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং মনোরূপনিরূপণম্ ।
ময়া রাঘব ন্যায়েন কেনচিন্নাম হেতুনা ॥ ১ ॥
দৃঢ়নিশ্চয়বচ্চেতো যদ্ভাবয়তি ভূরিশঃ ।
তত্তৎ বাত্যনলাশ্লেষা দয়ঃপিণ্ডোগ্নিতামিব ॥ ২ ॥
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গ দৃশশ্চেতনকল্পিতাঃ ।
নাসত্যা নাপি সত্যাস্তা মনশ্চাপলকারিতাঃ ॥ ৩ ॥
মনো মোহে তু কর্ত্তৃ স্যাৎ কারণঞ্চ জগৎস্থিতেঃ ।
বিশ্বরূপতয়েবেদং তনোতি মলিনং মনঃ ॥ ৪ ॥
মনোহি পুরুষোনাম তং নিযোজ্য শুভে পথি ।

বিশ্বং হি মনসোভ্রান্তিঃ সত্যাত্মানবলম্বিনঃ ।
সত্যাত্মালম্বনে চেতো বিশ্বং চাত্মেতি বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

প্রাগ্বর্ণিতজাগ্রদাদিস্বরূপবর্ণনস্য প্রস্তুতার্থসম্বন্ধং দর্শয়তি এতদিতি। মনোরূপং নিরূপ্যতে যথাবৎ বোধ্যতে যেন উপায়েন তৎ তথাভূতম্। মনঃস্বভাবপরিজ্ঞানায় জাগ্রদাদিবর্ণনং প্রস্তুতং ন্যায়েন প্রয়োজনেনেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অনেন মনসঃ কীদৃশঃ স্বভাবঃ পরিজ্ঞাত ইতি চেৎ দৃঢ়ভাবিতার্থাকারধারণস্বভাব ইত্যাহ দৃঢ়েতি ॥ ২ ॥

তেন সদসদ্রূপহেয়োপাদেয়প্রত্যয়বিষয়াঃ সর্ব্বে মনঃকল্পনামাত্রত্বাৎ সদসদ্বিলক্ষণা ইতি সিদ্ধমিত্যাহ ভাবেতি ॥ ৩ ॥

তত্র মনসোব্যষ্টিরূপেণ ভ্রান্তিকর্ত্তৃতা সমষ্টিরূপেণ তদ্বিষয়জগদুপাদানতেতি বিশেষমাহ মন ইতি। বিশ্বরূপতয়া ব্যষ্টিসমষ্টিরূপতয়া ॥ ৪ ॥

তত্র কর্ত্রংশঃ শুভে পথি নিযুক্তশ্চেৎ উপাদানাংশগতা অণিমাদিবিভূতয়স্তত্ত্ববোধশ্চ বশে ভবন্তীত্যাহ মন ইতি ॥ ৫ ॥

তজ্জয়ৈকান্তসাধ্যা হি সর্ব্বা জগতি ভূতয়ঃ ॥ ৫ ॥
পুরুষশ্চেচ্ছরীরং স্যাৎ কথং শুক্রোমহামতিঃ ।
অগমদ্বিবিধাকারং জন্মান্তরশতভ্রমম্ ॥ ৬ ॥
অতশ্চিত্তং হি পুরুষঃ শরীরং চৈত্যমেব হি ।
যন্ময়ঞ্চ ভবত্যেতৎ তদবাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥
যদতুচ্ছমনায়াস মনুপাধিগতভ্রমম্ ।
যত্নাৎ তদনুসন্ধানং কুরু তত্ত্বামবাপ্স্যসি ॥ ৮ ॥

অভিপতিতি মনঃস্থিতং শরীরং
ন তু বপুরাচরিতং মনঃ প্রয়াতি ।
অভিপততু তবাত্র তেন সত্যং
সুভগ মনঃ প্রজহাত্বসত্যমন্যৎ ॥ ৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে মনোরূপবর্ণনং নাম
বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

নম্বু দেহ এব পুরুষোঽস্তু ন মন ইতি চেৎ নেত্যাহ পুরুষ ইতি ॥ ৬ ॥
শরীরস্য পুরুষত্বাসম্ভবে ঘটকুড্যাদিবচ্চৈত্যস্যৈব পরিশেষাদিত্যাহ অত ইতি। এতচ্চিত্তম্ ॥ ৭ ॥
মনঃ সর্ব্বাবাপ্তিসমর্থমস্তু ততোমম কো লাভস্তত্রাহ যদিতি। মোক্ষ-প্রযত্নে কৃতে তব তল্লাভোভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি অভিপততীতি। মনঃস্থিতং মনোভিলষিতং দেশং বিষয়ং বা শরীরমভিপততি বপুষা আচরিতং তু দেশং বিষয়ং বা মনো ন নিয়মেন প্রয়াতি অতোমনসঃ স্বাভিলষিতসিদ্ধৌ দেহেন্দ্রিয়াদিনিয়মনসমর্থত্বাৎ তবাপি মনঃ সত্যং পরমার্থভূতমাত্মতত্ত্বমভিপততু তৎপ্রাপ্তয়ে যততাম্। তেন দেহেন্দ্রিয়াদ্যসত্যং দ্বৈতভ্রমং প্রজহাত্বিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ।

—)(*)(—

রাম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সংশয়ো যোমহানয়ম্।
হৃদি ব্যাবর্ত্ততে লোলঃ কল্লোল ইব সাগরে॥ ১॥
দিক্কালাদ্যনবচ্চিন্নে ততে নিত্যে নিরাময়ে।
ম্লানা সম্বিন্মনোনাম্নী কুতঃ কেয়মুপস্থিতা॥ ২॥
যস্মাদন্যন্ন নামাস্তি ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
কুতঃ কীদৃক্ কথং তত্র কলঙ্কস্তস্য বিদ্যতে॥ ৩॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সাধু রাম ত্বয়া প্রোক্তং জাতা তে মোক্ষভাগিনী।

বিশুদ্ধে কল্পকাভাবাৎ মনঃকৢপ্তির্ন যুজ্যতে।
অবিশুদ্ধে মনঃ সিদ্ধেনানামতবিকল্পনাঃ॥ ১॥

যদতুচ্ছমনায়াসমনুপাধিগতভ্রমং সত্ত্বাত্তদনুসন্ধানং কুর্ব্বিতি গুরুণোক্তো রামঃ স্ববুদ্ধিকৌশলেন তদনুসন্ধায় তত্র মনঃকল্পনাযোগ্যতামপশ্যন্ প্রাগুক্তায়াং তত্র মনঃকল্পনায়ামাশ্বাসমলভমানোর্দ্ধবিকাসিতমতিঃ প্রষ্টুকামো গুরুমভিমুখীকৃত্য সংশয়ং দর্শয়তি ভগবন্নিতি। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞেতি শিষ্যাশয়পরিজ্ঞানকৌশলদ্যোতনায় বিশেষণম্॥ ১॥

দিক্কৃতপরিচ্ছেদাভাবাৎ ততে কালকৃতপরিচ্ছেদাভাবাৎ নিত্যে আদিপদোপাত্তবস্তুকৃতপরিচ্ছেদবিরহাৎ নিরাময়ে। ম্লানা বিষয়াকারকলুষা। কুত ইতি কারণাসম্ভবঃ কেতি স্বরূপাসম্ভব ইয়মিত্যপরোক্ষতা চ মনসোদর্শিতা॥২॥

যদ্যবিদ্যাকলঙ্কবশাদিতি ব্রূয়াস্তত্রাপ্যাহ যস্মাদিতি। যত্র কালত্রয়েপি দ্বিতীয়ং নাস্তি তত্র নিমিত্ততঃ স্বতঃ প্রকারতোপি কলঙ্কসদ্ভাবো ন সম্ভাবিত ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

এবং পৃষ্টো বশিষ্ঠো বস্তুপরিচয়চমৎকারিরামবুদ্ধিকৌশলং প্রথমং প্রশংসতি

মতিরুত্তমনিষ্যন্দা নন্দনস্যেব মঞ্জরী ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বাপরবিচারার্থ তৎপরেয়ং মতিস্তব ।
সম্প্রাপ্স্যসি পদং প্রোচ্চৈর্যৎ প্রাপ্তং শঙ্করাদিভিঃ ॥ ৫ ॥
প্রশ্নস্যাস্য তু হে রাম ন কালস্তব সম্প্রতি ।
সিদ্ধান্তঃ কথ্যতে যত্র তত্রায়ং প্রশ্ন উচ্যতে ॥ ৬ ॥
সিদ্ধান্তকালে ভবতা প্রষ্টব্যোঽহমিদং পরম্ ।
করামলকবত্তেন সিদ্ধান্তস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥
সিদ্ধান্তকালে প্রশ্নোক্তিরেষা তব বিরাজতে ।
প্রাবৃষীব হি কেকোক্তির্যুক্তা শরদি হংসগীঃ ॥ ৮ ॥
সহজোনীলিমা ব্যোম্নি শোভতে প্রাবৃষঃ ক্ষয়ে ।
প্রাবৃষি ত্বতনূদগ্র পয়োদপটলোত্থিতঃ ॥ ৯ ॥

সাধ্বিতি। উত্তমো মকরন্দনিষ্যন্দ ইব বস্ত্বনুভবচমৎকারো যস্যাঃ ॥ ৪॥৫ ॥

শুদ্ধে চিদাত্মন্যবিদ্যাকলঙ্কো ন যুক্ত ইতি প্রশ্নঃ শুদ্ধাত্মানমনুভূতবতঃ শোভেত ন চ তং প্রতি বয়ং মনোনিরূপয়ামো যেন স তথা পৃচ্ছেৎ। যস্তু শুদ্ধং নানুভূতবান্ বিদ্বাংসমেবাত্মানং মন্যমানস্তেন স্বানুভববিরুদ্ধা আত্মনঃ শুদ্ধিরেব কথমিতি শঙ্কিতবাং ন ত্বনুভববিরুদ্ধাং শুদ্ধিমভ্যুপগম্য শুদ্ধে মালিন্যং কথমিতি নাস্তোপদেশকালে বিজ্ঞবৎ প্রশ্নাবসর ইত্যাশয়েনাহ প্রশ্নস্যেতি। যত্র নির্ব্বাণপ্রকরণে তবাত্মদর্শনসমাধিপ্রতিষ্ঠানন্তরং সিদ্ধান্তো-হনুভবারূঢ় এবার্থোময়া স্বানুভবসম্বাদায় কথ্যতে তত্রায়ং প্রশ্ন উচ্যতে সমাধীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বক্ষ্যামি ন বেত্যনাশ্বাসে পুনর্ব্বা অহং প্রষ্টব্য ইত্যাহ সিদ্ধান্তকালে ইতি। তেন প্রশ্নেন ময়া সমাহিতেন সিদ্ধান্তঃ অনুভবারূঢ়তত্ত্ব আত্মা ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

শরদি তু হংসগীর্যুক্তা ন তু কেকোক্তি স্তদ্বদজ্ঞানুরূপ এব প্রশ্নো-যুক্তঃ। সর্ব্বেষাং শ্রোতৄণামদ্যাপ্যাত্মতত্ত্বপ্রতিবোধানুদয়াদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

সাম্প্রতং ত্বয়ং প্রশ্নঃ প্রাবৃষি নভসঃ সহজনীলিমবর্ণনবদিত্যাহ সহজ-ইতি ॥ ৯ ॥

অয়ং প্রকৃত আরব্ধো মনোনির্ণয় উত্তমঃ।
তদ্বশাজ্জনতাজন্ম তদাকর্ণয় সুব্রত ॥ ১০ ॥
এবম্প্রকৃতিরূপেয়ং মনোমননধর্ম্মিণী।
কর্ম্মেতি রাম নির্ণীতং সর্ব্বৈরেব মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১১ ॥
শৃণু দর্শনভেদেন তন্নামাভিমতাকৃতিম্।
বাগ্মিনাং বদতাং যাতং চিত্রাভিঃ শাস্ত্রদৃষ্টিভিঃ ॥ ১২
যং যং ভাবমুপাদত্তে মনোমননচঞ্চলম্।
তত্তামেতি ঘনামোদ মন্তঃস্থঃ পবনোযথা ॥ ১৩ ॥
ততস্তমেব নির্ণীয় তমেব চ বিকল্পয়ন্।
অন্তঃস্থয়া রঞ্জনয়া রঞ্জয়ন্ স্বামহঙ্কৃতিম্ ॥ ১৪ ॥
তন্নিশ্চয়মুপাদায় তত্রৈব রসমৃচ্ছতি।

এবং সমাধায় প্রস্তুতশ্রবণে রামমনুকূলয়তি অয়মিতি ॥ ১০ ॥

এবং প্রাগুক্তদিশা মালিন্যস্যাজ্ঞানুভবসিদ্ধত্বাৎ তদুপহিতা ইয়ং চিৎ ব্যাক্রিয়মাণা প্রকৃতিরূপা ভবতি মননধর্ম্মিণী সতী মনোভবতি পশ্যন্তী চক্ষুর্ভবতি শৃণ্বন্তী শ্রোত্রম্। "পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানোমনঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ভাবাপন্না ব্যাপারেণ ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যকর্ম্মাপি স্বয়মেব ভবতীতি মুমুক্ষুভিঃ শ্রুত্যাদি প্রমাণৈর্নির্ণীতমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বহুভির্বাদিভিঃ স্বস্বাভিমতনামরূপাকারেণান্যথাপ্যুৎপ্রেক্ষমাণং তদেবেত্যাহ শৃণ্বিতি ॥ ১২ ॥

তর্হি একমূলত্বে কুতস্তেষাং সিদ্ধান্তভেদ ইতি শঙ্কাপরিহারব্যাজেন কর্ম্মেতি নির্ণীতমিতি যদুক্তং তদ্দর্শয়তি যং যমিত্যাদিনা। যং যং ভাবং যাদৃশযাদৃশবাসনোদ্ভবম্। যথা সুরভিপূত্যুগ্রনির্হার্য্যাদিনানাগন্ধবৎকুসুমান্তঃস্থঃ পবনস্তত্তদ্গন্ধাত্মকতামেতি তদ্বৎ ॥ ১৩ ॥

তং স্বস্ববাসনাকল্পিতমেব যুক্তিভির্নির্ণীয় রঞ্জনয়া স্বকল্পিতার্থে স্বীয়তারাগেণ স্বামহঙ্কৃতিং রঞ্জয়ংস্তদ্ভাবমিবাপাদয়ন্ ॥ ১৪ ॥

রসং পুনঃ পুনরাস্বাদনচমৎকারম। বিষয়িণাং বিষয়াস্বাদরসেপ্যেবৈব গতিরিত্যাশয়েন তদনুরূপদেহধারণমাহ যন্ময়ত্বমিতি ॥ ১৫ ॥

যন্ময়ত্বং শরীরে তু ততোবুদ্ধীন্দ্রিয়েষু চ ॥ ১৫ ॥
যন্ময়ং হি মনোরাম দেহস্তদনু তদ্বশঃ।
তত্তামায়াতি গন্ধান্তঃ পবনোগন্ধতামিব ॥ ১৬ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়েষু বল্গৎসু কর্ম্মেন্দ্রিয়গণস্ততঃ।
স্ফুরতি স্বত এবোর্ব্বী রজোলোল ইবানিলে ॥ ১৭ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে ক্ষুব্ধে স্বশক্তিং প্রণয়ত্যলম্।
কর্ম্ম নিষ্পাদ্যতে স্ফারং পাংসুজালমিবানিলে ॥ ১৮ ॥
এবং হি মনসঃ কর্ম্ম কর্ম্মবীজং মনঃ স্মৃতম্।
অভিন্নৈব তয়োঃ সত্তা যথা কুসুমগন্ধয়োঃ ॥ ১৯ ॥
যাদৃশং ভাবমাদত্তে দৃঢ়াভ্যাসবশান্মনঃ।
তথা স্পন্দাখ্যকর্ম্মাখ্য প্রথাশাখা বিমুঞ্চতি ॥ ২০ ॥
তথা ক্রিয়াং তৎফলতাং নিষ্পাদয়তি চাদরাৎ।
ততস্তমেব চাস্বাদমনুভূয়াশু বধ্যতে ॥ ২১ ॥
যং যং ভাবমুপাদত্তে তং তং বস্ত্বিতি বিন্দতি।
তত্তচ্ছ্রেয়োন্যন্নাস্তীতি নিশ্চয়োস্য চ জায়তে ॥ ২২ ॥

গন্ধান্তঃ গন্ধবদ্দ্রব্যান্তঃপ্রবিষ্টঃ পবনস্তদ্গন্ধরূপতামিব ॥ ১৬ ॥

মনোনুসারিদেহধারণে তত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়াবির্ভাবে তৎপর্য্যালোচিতবিষয়-প্রাপ্তিহেতুক্রিয়ানিমিত্তকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাদুর্ভাব ইত্যাহ বুদ্ধিন্দ্রিয়েষ্বিতি। বল্গৎসু আবির্ভূয় স্বস্ববিষয়ে বল্গৎসু। রজোলোলে অনিলে বল্গতি তদন্তর্গতরজো-রূপা উর্ব্বীব ॥ ১৭ ॥

স্বশক্তিং ক্রিয়াশক্তিম্। প্রণয়তি প্রকটয়তি ॥ ১৮ ॥

উপপাদিতক্রমাং মনসঃ কর্ম্মরূপতাপ্রাপ্তিমুপসংহরন্ কর্ম্মমনসোঃ পর-স্পরবীজতামভিন্নসত্তাঞ্চাহ এবমিতি ॥ ১৯ ॥

এবং বাসনাকর্ম্মতৎফলানুভবানামপি সমানরূপত্বাদেকা সত্তেত্যাহ যাদৃশ-মিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

অস্ত্বেবং তথাপ্যসারেপি স্বস্বাভিমতে কথং পক্ষপাতঃ প্রাণিনাং বাদি-

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং প্রযতন্তে সদৈব হি।
মনাংসি দৃঢ়ভিম্মানি প্রতিপত্ত্যা স্বয়ৈব চ ॥ ২৩ ॥
মনোবৈ কাপিলানাস্তু প্রতিপত্তিনিজামলম্।
উররীকৃত্য নির্ণীয় কল্পিতাঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৪ ॥
মোক্ষে তু নান্যথা প্রাপ্তিরিতি ভাবিতচেতসঃ।
স্বাং দৃষ্টিং প্রতিবিম্বন্তি স্থিতাঃ স্বনিয়মভ্রমৈঃ ॥ ২৫ ॥
বেদান্তবাদিনোবুদ্ধ্যা ব্রহ্মেদমিতি রূঢ়য়া।
মুক্তিঃ শমদমোপেতা নির্ণীয় পরিকল্পিতা ॥ ২৬ ॥
মুক্তৌ তু নান্যথা প্রাপ্তিরিতি ভাবিতচেতসঃ।
স্বাং দৃষ্টিং প্রবিবৃণ্বন্তি স্বৈরেব নিয়মভ্রমৈঃ ॥ ২৭ ॥

নাঞ্চ তত্রাহ যং ষমিতি ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

তত্র কাপিলানাং মনস্তু বিবেকিত্বাদসঙ্গচিন্মাত্রত্বংপদার্থমাত্রপ্রতিপত্ত্যা নিজয়া অমলং নির্ম্মলমেব। তৎপদার্থবিষয়ে তু শ্রুত্যনবলম্বনেন ব্যামোহাৎ স্ববুদ্ধ্যৈব সুখদুঃখমোহাত্মকস্য জড়স্য জগতস্তাদৃশমেবোপাদানং ত্রিগুণাত্মকং প্রধানং ভবিতুমর্হতীত্যুররীকৃত্য পুনঃ পুনরাস্বাদনেন তদেব তত্ত্বমিতি নির্ণীয় তথৈব তেষাং শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ কল্পিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অন্যথা স্বোক্তোপায়মন্তরেণ মোক্ষে কস্যাপি প্রাপ্তির্নাস্তীতি নিশ্চিতচেতসঃ স্বকল্পিতনিয়মভ্রমৈঃ স্থিতা উপায়ান্তরমতিভ্যো নিবৃত্তাঃ সন্তঃ স্বাং দৃষ্টিং গ্রন্থনির্ম্মাণাদিনা প্রকাশয়ন্তঃ প্রতিবিম্বন্তি পরবুদ্ধিষু সংক্রাময়ন্তীত্যর্থঃ॥২৫

এবং বেদান্তিনোপীত্যাহ বেদান্তবাদিন ইতি। শ্রুতিপ্রামাণ্যাদধ্যারোপাপবাদন্যায়েনেদং জগৎ ব্রহ্মৈব নান্যদ্ব্রহ্মণোণুমাত্রমপ্যস্তীতি রূঢ়য়া। শমঃ সর্ব্বানর্থনিবৃত্তির্দ্দমোবাস্তবনিরতিশয়ানন্দাপরিচ্ছিন্নব্রহ্মাত্মভাবেনাবির্ভাবস্তাদ্রূপ্যেণ উপ সমীপে স্বস্থান এব ইতা প্রাপ্তা ন ত্বর্চ্চিরাদিমার্গেণ দূরগমনেনেত্যর্থঃ। শমদমোপেতা বেদান্তিন ইতি বা। পরিরুপর্য্যর্থে। সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া সমর্থিতেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নিয়মভ্রমৈরিত্যনেন বেদান্তিনামুপেয়তত্ত্বমাত্রং বাস্তবমুপায়প্রক্রিয়াভেদাস্ত পাণিনেরিব কল্পিতা এবেতি সূচিতম্ ॥ ২৭ ॥

বিজ্ঞানবাদিনোবুদ্ধ্যা স্ফুরৎ স্বভ্রমপূরয়া।
মুক্তিঃ শমদমোপেতা নির্ণীয় পরিকল্পিতা ॥ ২৮ ॥
মুক্তৌ তু নান্যথাপ্রাপ্তিরিতি ভাবিতচেতসঃ।
স্বাং দৃষ্টিং প্রবিবৃণ্বন্তি স্বৈরেণ নিয়মভ্রমৈঃ ॥ ২৯ ॥
আর্হতাদিভিরন্যৈশ্চ স্বয়াভিমতয়েচ্ছয়া।
চিত্রাশ্চিত্রসমাচারৈঃ কল্পিতাঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩০ ॥
নির্নিমিত্তোত্থসৌম্যাম্বুবুদ্বুদৌঘৈরিবোত্থিতৈঃ।
স্বনিশ্চিতৈরিতি প্রৌঢ়া নানাকারা হি রীতয়ঃ ॥ ৩১ ॥

শমেন সার্ব্বত্রিকোপপ্লবোপশমেন দমেনেন্দ্রিয়দ্বারসম্বরণেন চোপেতা মুক্তা সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধিধারানুপ্রবেশলক্ষণা। শমদমাদিপ্রসিদ্ধসাধনৈরুপেতা প্রাপ্তেতি বা॥২৮॥

নিয়মভ্রমৈঃ প্রক্রিয়ানিয়মভ্রমৈস্তপ্তশিলারোহণাদিসাধননিয়মভ্রমৈর্ব্বা ॥ ২৯ ॥

আর্হতাদিভিরিত্যাদিপদাৎ কাপিলকৌলিকাদয়োগৃহ্যন্তে। জীবাজীবাস্রবসম্বরনির্জ্জরবন্ধমোক্ষাদিপদার্থবিভাগকল্পনৈঃ স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি স্যাদস্তি চ নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যঃ স্যাদস্তিচাবক্তব্যশ্চ স্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ স্যাদস্তি নাস্তিচাবক্তব্যশ্চেত্যাদিসপ্তভঙ্গীনয়কল্পনৈশ্চ চিত্রাঃ। তথাহি—আর্হতমতে জীবাদয়োমোক্ষান্তাঃ সপ্ত পদার্থাঃ প্রসিদ্ধাঃ। তত্র জীবশ্চেতনঃ শরীরপরিমাণঃ (১) অজীবঃ অশ্মাদিঃ (২) আ স্রবতি জীবোঽনেনেত্যাস্রব ইন্দ্রিয়বর্গঃ (৩) সংবৃণোতীতিসম্বরোঽবিবেকঃ যমনিয়মাদিরিত্যন্যে (৪)। নিঃশেষতয়া জীর্য্যতি কামাদিরনেনেতি নির্জ্জরঃ কেশোল্লুঞ্চনাদিতপঃ (৫) বন্ধোমুহুর্জ্জন্মমরণে (৬) মোক্ষস্তদুচ্ছেদাদলোকাকাশে সদোর্দ্ধগমনং (৭) ইতি। এষাং সপ্তানাং সাধকঃ সপ্তভঙ্গী ন্যায়ঃ। সদ্বাদী (১) অসদ্বাদী (২) সদসদ্বাদী (৩) অনির্ব্বচনীয়বাদী (৪) ইতিচতুর্ব্বিধা বাদিনঃ। অনির্ব্বচনীয়বাদেপি সদাদিভেদাৎ পুনস্ত্রিবিধা ইতি সঙ্কলনয়া সপ্তবাদিনঃ। তত্র সদ্বাদিনা আর্হতম্প্রতি তব মতে মোক্ষাদিরস্তীতি পৃষ্টে স ব্রূতে স্যাদস্তীতি। স্যাদিতি তিঙন্তপ্রতিরূপকমীষদর্থকং কথঞ্চিদর্থকং বাঽব্যয়ং সর্ব্বত্র। এবমসদ্বাদ্যাদীন্ প্রতি ক্রমেণ স্যান্নাস্তীত্যাদীনি উত্তরাণি। তেন তেষাং তূষ্ণীম্ভাব ইত্যার্হতমনোরথঃ। চিত্রৈঃ সমাচারৈর্ব্বিবসনভিক্ষাচর্য্যাদ্যাচারৈঃ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বেষাং কল্পনাবৈচিত্র্যাণাং ন মানমেয়ে মূলং কিন্তু চিরাভ্যাসরূঢ়া

সর্ব্বাসামেব চৈত্যানাং রীতীনামেবমাকরঃ।
মনোনাম মহাবাহো মণীনামিব সাগরঃ॥ ৩২॥
ন নিম্বেক্ষুকটুস্বাদূ শীতোষ্ণৌ নেন্দুপাবকৌ।
যদ্যথাপরমাভ্যস্তমুপলব্ধং তথৈব তৎ॥ ৩৩॥
যস্ত্বকৃত্রিম আনন্দস্তদর্থং প্রযত্নৈর্নরৈঃ।
মনস্তন্ময়তাং নেয়ং যেনাসৌ সমবাপ্যতে॥ ৩৪॥
দৃশ্যং সম্পরিডিম্ভং স্বং তুচ্ছং পরিহরন্মনঃ।
তজ্জাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যাং নাবশ্যং পরিকৃষ্যতে॥ ৩৫॥
অপবিত্রমসদ্রূপং মোহনং ভয়কারণম্।
দৃশ্যমাভাসমাভোগি বন্ধং মা ভাবয়ানঘ॥ ৩৬॥
মায়ৈষা সা হ্যবিদ্যৈষা ভাবনৈষা ভয়াবহা।
সম্বিদস্তন্ময়ত্বং যৎ তৎ কর্ম্মেতি বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ৩৭॥
দৃষ্ট্বা দৃশ্যৈকতানত্বং বিদ্ধি ত্বং মোহনং মনঃ।
প্রমার্জ্জয়ৈব তন্মিথ্যা মহামলিনকর্দ্দমম্॥ ৩৮॥

মনঃকল্পনৈবেত্যাহ নির্নিমিত্তেতি দ্বাভ্যাম্॥ ৩১॥ ৩২॥

শীতোষ্ণাবিতি। অতএব হি চন্দ্রমণ্ডলে অর্কাগ্নিমণ্ডলাদিষু চ বসতাং দেবানাং ন শীতোষ্ণাদিপীড়েতি ভাবঃ। পরমাভ্যস্তং ভোজকাদৃষ্টফলোৎপাদপর্য্যন্তমভ্যস্তমিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

এবং তুচ্ছেপি ফলে দৃঢ়াভ্যাসাপেক্ষা চেৎ কিং বাচ্যমনাদিসাংসারিকবিপরীতভাবনাতিরস্কৃতে অকৃত্রিমানন্দমোক্ষফলে দৃঢ়াভ্যাসাপেক্ষেতীত্যাশয়েনাহ যস্ত্বিতি॥ ৩৪॥

কস্তু তর্হি দৃঢ়াভ্যাসোমুক্তয়ে কার্য্য ইতি চেৎ দৃশ্যমার্জ্জনস্তৈবেত্যাশয়েনাহ দৃশ্যমিত্যাদিনা। সম্যক্ পরিরভ্য ডিম্ভমর্ভকমিব স্নেহাৎ কড়াতীতি সম্পরিডিম্ভং এবংরূপং স্বং মনস্তদ্দৃশ্যং পরিহরৎ ত্যজৎ সৎ দৃশ্যজাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যাং ন পরিকৃষ্যতে। অবশ্যমিত্যবধারণে॥ ৩৫॥ ৩৬॥

তন্ময়ত্বং দৃশ্যপ্রায়ত্বং যৎ তদেব প্রাগুক্তক্রমেণ বন্ধকং কর্ম্ম ভবতীতি বিদুরিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥ ৩৮॥

দৃশ্যতন্ময়তা যৈষা স্বভাবস্থানুভূয়তে।
সংসারমদিরা সেয়মবিদ্যেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩৯ ॥
অনয়োপহতোলোকঃ কল্যাণং নাধিগচ্ছতি।
ভাস্বরং তাপনালোকং পটলান্ধেক্ষণো যথা ॥ ৪০ ॥
স্বয়মুৎপদ্যতে সা চ সঙ্কল্পাৎ ব্যোমবৃক্ষবৎ।
অসঙ্কল্পনমাত্রেণ ভাবনায়াং মহামতে ॥ ৪১ ॥
ক্ষীণায়াং স্বরসাদেব বিমর্শেন বিলাসিনা।
অসংসঙ্গঃ পদার্থেষু সর্ব্বেষু স্থিরতাং গতঃ ॥ ৪২ ॥
সত্যদৃষ্টৌ প্রপন্নায়ামসত্যে ক্ষয়মাগতে।
নির্ব্বিকল্পচিদচ্ছাত্মা স আত্মা সমবাপ্যতে ॥ ৪৩ ॥
ন সত্তা যস্য নাসত্তা ন সুখং নাপি দুঃখিতা।
কেবলং কেবলীভাবো যস্যান্তরুপলভ্যতে ॥ ৪৪ ॥
অভব্যয়া ভাবনয়া ন চিত্তেন্দ্রিয়দৃষ্টিভিঃ।
আত্মনোনন্যভূতাভিরপি যঃ পরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥

দৃশ্যেন কিমপরাদ্ধং যদর্থং তন্মার্জ্জনমুচ্যতে ইতি চেৎ তত্রাহ দৃশ্যেতি ॥৩৯॥

তপনঃ সূর্য্যস্তস্যেমং তাপনমালোকম্ ॥ ৪০ ॥

দৃশ্যমার্জ্জনে চাসঙ্কল্পনং হেতুরিত্যাহ স্বয়মিতি ॥ ৪১ ॥

বিমর্শেন বিচারেণ শ্রবণমননাত্মনা। বিলাসিনা সমাধ্যভ্যাসদার্ঢ্যবিলাসবতা ॥ ৪২ ॥

অচ্ছাত্মা স্বচ্ছস্বভাবঃ স পরমার্থসত্য আত্মা। অহং স আত্মা অহং স আত্মেতি বা পাঠান্তরে চ্ছেদঃ উভয়ত্রাপি প্রত্যগাত্মেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

সত্তা ব্যক্ততা। অসত্তা অব্যক্ততা। সুখং সাত্ত্বিকচিত্তবৃত্তিরূপম্। অন্তঃ স্বহৃদি স্বানুভবাদেবোপলভ্যতে ॥ ৪৪ ॥

অভব্যয়া অনর্থহেতুভূতয়া দেহাদ্যহন্তাবনয়া যোনোপলভ্যত ইত্যনুষজ্যতে। আত্মনস্তাদাত্ম্যাধ্যাসাদনন্যভূতাভিঃ ॥ ৪৫ ॥

অপিশব্দানুকর্ষাৎ বাসনাভিরপি পরিবর্জ্জিত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। এতদন্তবিশেষণানাং সর্ব্বেষাং স আত্মা সমবাপ্যতে ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ।

বাসনাভিরনন্তাভির্ব্ব্যোমেব ঘনরাজিভিঃ।
সন্দিগ্ধায়াং যথা রজ্জ্বাং সর্পতত্ত্বং তথৈব হি॥ ৪৬॥
চিদাকাশাত্মনা বন্ধস্ত্ববন্ধেনৈব কল্পিতঃ।
কল্পিতং কল্পিতং বস্তু প্রতিকল্পনয়ান্যথা॥ ৪৭॥
তদেবান্যত্বমাদত্তে খগহোরাত্রয়োরিব।
যদতুচ্ছমনায়াসমনুপাধিগতভ্রমম্॥ ৪৮॥
তত্তৎকল্পনয়াতীতং তৎ সুখায়ৈব কল্পতে।
শূন্য এব কুশূলে তু সিংহোঽস্তীতি ভয়ং যথা॥ ৪৯॥
শূন্য এব শরীরেন্তর্ব্বদ্ধোঽস্মীতি ভয়ং তথা।
শূন্য এব কুসূলে তু প্রেক্ষ্য সিংহো ন লভ্যতে॥ ৫০॥
তথা সংসারবন্ধার্থঃ প্রেক্ষিতোঽসৌ ন লভ্যতে।
ইদং জগদয়ং চাহমিতি সম্ভ্রান্তমুত্থিতম্॥ ৫১॥
বালানাং মধ্যমে কালে ছায়া বৈতালিকী যথা।
কল্পনাবশতোজন্তোর্ভাবাভাবশুভাশুভাঃ॥ ৫২॥

বন্ধনিরাসোপায়ং প্রপঞ্চ্য বন্ধকল্পনাকর্ত্তারমাহ সন্দিগ্ধায়ামিত্যাদিনা। সর্প-তত্ত্বং সর্পত্বম্॥ ৪৬॥

চিদাকাশাত্মনা স্বাত্মনীতি শেষঃ। কল্পিতবস্তুনুবেধাৎ প্রতিবস্তু ব্রহ্মৈব নানাবৈচিত্র্যমিব গতং দুঃখসংসারাত্মনা বিভাব্যত ইত্যাশয়েনাহ কল্পিতং কল্পিতমিতি॥ ৪৭॥

তদেব কল্পনাত্যাগে পরমপুরুষার্থসুখং পরিশিষ্যত ইত্যাহ যদতুচ্ছ-মিতি॥ ৪৮॥ ৪৯॥

অভয়েপ্যজ্ঞানাৎ ভয়দর্শনে প্রেক্ষণমাত্রেণ তন্নিবৃত্তৌ চ দৃষ্টান্তমাহ শূন্য এবেত্যাদিনা॥ ৫০॥

অয়ং দেহাদিসঙ্ঘাতঃ॥ ৫১॥

অতিশৈশবযৌবনয়োর্ম্মধ্যমে ত্রিচতুর্হায়নাদিকালে প্রকাশনিশয়োর্ম্মধ্যমে মন্দান্ধকারে কালে বা। ছায়াবৃক্ষমূলাদিপ্রদেশস্থগাঢ়ান্ধকারঃ। বৈতালিকী বেতালাকারা। ভাবোবৈভবমভাবো দারিদ্র্যং তদ্রূপাঃ শুভাশুভা ভাবাঃ॥৫২॥

ক্ষণাদসত্তামায়ান্তি সত্তামপি পুনঃ ক্ষণাৎ।
মাতৈব গৃহিণীভাব-গৃহীতা কণ্ঠলম্বিনী ॥ ৫৩ ॥
করোতি গৃহিণীকার্য্যং সুরতানন্দদা সতী।
কান্তৈব মাতৃভাবেন গৃহীতা কণ্ঠলম্বিনী ॥ ৫৪ ॥
নূনং বিস্মারয়ত্যেব মন্মথং মাতৃভাবনাৎ।
ভাবানুসারিফলদং পদার্থৌঘমবেক্ষ্য চ ॥ ৫৫ ॥
ন জ্ঞেনেহ পদার্থেষু রূপমেকমুদীর্য্যতে।
দৃঢ়ভাবনয়া চেতো যদ্‌যথা ভাবয়ত্যলম্ ॥ ৫৬ ॥
তত্তৎ ফলং তদাকারং তাবৎ কালং প্রপশ্যতি।
ন তদস্তি ন যৎ সত্যং ন তদস্তি ন যন্মৃষা ॥ ৫৭ ॥
যৎ যথা যেন নির্ণীতং তত্তথা তেন লক্ষ্যতে।
ভাবিতাকাশমাতঙ্গং ব্যোমহস্তিতয়া মনঃ ॥ ৫৮ ॥
ব্যোমকাননমাতঙ্গীং ব্যোমস্থামনুধাবতি।
তস্মাৎ সঙ্কল্পমেব ত্বং সর্ব্বভাবময়াত্মকম্ ॥ ৫৯ ॥
ত্যজ রাম সুষুপ্তস্থঃ স্বাত্মনৈব ভবাত্মনঃ।
মণির্হি প্রতিবিম্বানাং প্রতিসেধক্রিয়াং প্রতি ॥ ৬০ ॥

অসত্তাং তিরোভাবং পুনঃ সত্তামাবির্ভাবমপ্যায়ান্তীত্যর্থঃ। পদার্থানাং কল্পনানুসার্য্যর্থক্রিয়াকারিতা প্রসিদ্ধৈবেত্যাহ মাতৈবেত্যাদিনা ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥-॥ ৫৫ ॥ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

ভাবিতঃ আকাশে মাতঙ্গো যেন তথাবিধং মন স্তস্মিন্ কল্পিতয়া ব্যোমহস্তিতয়া আকাশগজভাবেন কামাতুরং সৎ ব্যোমকল্পিতকাননচারিণীং স্বসঙ্কল্পিতাং মাতঙ্গীং করেণুমনুধাবত্যনুসরতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

তস্মাৎ সঙ্কল্পত্যাগেনৈব স্বাভাবিকাত্মভাবেন স্থিতিরিত্যুপসংহরন্নুপদিশতি তস্মাদিতি ॥ ৫৯ ॥

আত্মনঃ স্বস্ত পারমার্থিকেনাদ্বয়ানন্দাত্মনৈব ভব ন ত্বপারমার্থিকদুঃখাত্মনেত্যর্থঃ। নন্থু ময়া সহ সঙ্কল্পৈস্ত্যক্তা অপি দ্বৈতভাবা অনিচ্ছেপি ময়ি মণৌ প্রতিবিম্বা ইব দুর্ব্বারাঃ স্যুরিত্যাশঙ্ক্য বিশেষমাহ মণিরিতি ॥ ৬০ ॥

ন শক্তো জড়ভাবেন ন তু রাম ভবাদৃশঃ।
যদাত্মনি জগৎ রাম তবেহ প্রতিবিম্বতি ॥ ৬১ ॥
তদবস্থিতি নির্ণীয় মা তেনাগচ্ছ রঞ্জনম্।
তদেব সত্যমিতি বাপ্যভিন্নং পরমাত্মনঃ ॥ ৬২ ॥
মত্বান্তস্ত্বমনাদ্যন্তং ভাবয়াত্মানমাত্মনা।
চেতসি প্রতিবিম্বন্তি যে ভাবাস্তব রাঘব।
রঞ্জয়ন্ত্বন্যসক্তত্বাৎ মা তে ত্বাং স্ফটিকং যথা ॥ ৬৩ ॥

স্ফটিকমমননং যথা বিশন্তি
প্রকটতয়া ন চ রঞ্জনা বিচিত্রা।
ইহ হি বিমননং তথা বিশন্তু
প্রকটতয়া ভুবনৈষণা ভবন্তম্ ॥ ৬৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে বিজ্ঞানবাদো নাম
একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

নিরুদ্ধে চেতসি দৈবাৎ কদাচিদ্দ্বৈতপ্রতিবিম্বনেপি তস্য মিথ্যাত্বানুসন্ধানেন তাদ্রূপ্যরঞ্জনং ত্যাজ্যমিত্যাহ যদেতি ॥ ৬১ ॥

তস্য চিদৈক্যানুসন্ধানেন প্রবিলাপনং বা কার্য্যমিত্যাহ তদেবেতি। এবকারোভিন্নক্রমঃ। তৎ সত্যং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

তে ত্বাং মা রঞ্জয়ন্তু ॥ ৬৩ ॥

অস্তু বা দ্বৈতপ্রতিভাসস্তথাপি নির্ব্বিকারাত্মবোধাৎ স্ফটিকস্যেব ন তৈস্তব রঞ্জনাস্থিত্যাহ স্ফটিকমিতি। মননং প্রতিবিম্বিতার্থানাং পুনঃপুনরনুসন্ধানে রাগাদিবাসনাধানং তদ্রহিতম্। ভুবনৈষণাঃ প্রারব্ধভোগোচিতজগদ্ব্যবহারেচ্ছাঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ উবাচ।

জন্তোঃ কৃতবিচারস্য বিগলদ্বৃত্তিচেতসঃ।
মননং ত্যজতোহস্যাত্মা কিঞ্চিৎ পরিণতাত্মনঃ ॥ ১ ॥
দৃশ্যং সন্ত্যজতোহেয়মুপাদেয়মুপেয়ুষঃ।
দ্রষ্টারং পশ্যতোদৃশ্যমদ্রষ্টারমপশ্যতঃ ॥ ২ ॥
জাগর্ত্তব্যে পরে তত্ত্বে জাগরূকস্য জীবতঃ।
সুপ্তস্য ঘনসংমোহময়ে সংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
পর্য্যন্তাত্যন্তবৈরাগ্যাৎ সরসেষ্বরসেষ্বপি।

ইহ প্ররূঢ়বোধস্য সর্ব্বদোষপরিক্ষয়ঃ।
প্রসাদঃ সুবিশুদ্ধাত্মদর্শনঞ্চোপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

জ্ঞানফলজীবন্মুক্তাবস্থানুভবপ্রকারং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রবণমননাদ্যুপচয়ক্রমেণ যথা যথা জ্ঞানদার্ঢ্যং তথা তথা দোষক্ষয়প্রকর্ষং প্রথমং দর্শয়তি বশিষ্ঠো জন্তোরিত্যাদিনা। সমাধ্যভ্যাসেন ক্রমাৎ বাহ্যমননমাত্মমননঞ্চ ত্যজতঃ কিঞ্চিৎ পরিণতোবিশুদ্ধাত্মাকারতয়া বিশ্রান্ত আত্মা মনোযস্য তথাবিধস্য জন্তোরধিকারিণো জীর্ণজাড্যে আত্মান্তসা একত্বং ব্রজতি সতি বিজ্ঞানবশতঃ স্বভাবঃ প্রসীদতীত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ১ ॥

হেয়মজ্ঞানভূমিকাভেদং সন্ত্যজতঃ। উপাদেয়ং জ্ঞানভূমিকাবিশেষমুপেয়ুষঃ। দ্রষ্টারং প্রমাতারমপি দৃশ্যং সাক্ষিচিদ্বেদ্যং পশ্যতঃ। অথবা সর্ব্বং দৃশ্যং দ্রষ্টারং ভাসকং চিন্মাত্রমেবেতি পশ্যতঃ। অদ্রষ্টারং ভাসকচিদ্ব্যতিরিক্তমপশ্যতঃ ॥ ২ ॥

ঘনে সংমোহময়ে অজ্ঞানবিকারাত্মকে সুপ্তস্য। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেরিতি ভগবদ্বচনাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বসুখলবাবধিবিরিঞ্চিপদপর্য্যন্তমত্যন্তবৈরাগ্যাৎ সরসেষু ক্রমমুক্তিরসবৎ

ভোগেষ্বাভোগরম্যেষু বিরক্তস্য নিরাশিষঃ ॥ ৪ ॥
ব্রজত্যাত্মাম্ভসৈকত্বং জীর্ণজাড্যে নভস্থলম্ ।
গলত্যপগতাসঙ্গে হিমাপূর ইবাতপে ॥ ৫ ॥
তরঙ্গিতা সুকল্লোল জললোলান্তরাসু চ ।
শাম্যন্তীষ্বথ তৃষ্ণাসু নদীষ্বিব ঘনাত্যয়ে ॥ ৬ ॥
সংসারবাসনাজালে খগজাল ইবাখুনা ।
ত্রোটিতে হৃদয়গ্রন্থৌ শ্লথে বৈরাগ্যরংহসা ॥ ৭ ॥
কাতকং ফলমাসাদ্য যথা বারি প্রসীদতি ।
তথা বিজ্ঞানবশতঃ স্বভাবঃ সম্প্রসীদতি ॥ ৮ ॥
নীরাগং নিরুপাসঙ্গং নির্দ্বন্দ্বং নিরুপাশ্রয়ম্ ।
বিনির্যাতি মনোমোহাৎ বিহগঃ পঞ্জরাদিব ॥ ৯ ॥
শান্তে সন্দেহদৌরাত্ম্যে গতকৌতুকবিভ্রমম্ ।

সু অরসেষু তদ্রহিতেষু আভোগং ভোগকালপর্য্যন্তমেব রম্যেষু ভোগেষু ভোগসাধনেষু স্রক্‌চন্দনাদিষু বিরক্তস্য। অতএব লোকসংগ্রহার্থং ক্রিয়মাণ-কর্ম্মফলেষু প্রারব্ধোপনীতভোগেষু চ নিরাশিষঃ। আবিরিঞ্চসুখেষু বৈরা-গ্যাৎ তৎসাধনাপ্সরোবিমানাদিবিষয়েষু ঐহিকভোগেষু চ বিরক্তস্যেতি পিণ্ডিতার্থঃ ॥ ৪ ॥

জীর্ণজাড্যে অনাদিজড়ে নভসি অজ্ঞানাকাশে গলতি সতি। কিং জলে সৈন্ধবখণ্ডবৎ রসাবশেষেণ নেত্যাহ আত্মাম্ভসা একত্বং ব্রজতীতি। আতপে হিমখণ্ডবন্নিরবশেষমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তরঙ্গিতাস্বিতি দ্বে নদীতৃষ্ণয়োর্দ্বয়োরপি বিশেষণে। তৃষ্ণাপক্ষে কল্লোল-জলমিব লোলান্তরাসু ॥ ৬ ॥

খগজালে পক্ষিবন্ধনানায়ে। আখুনা মূষকেণ ॥ ৭ ॥

কাতকং কতকসম্বন্ধিফলং তদ্রজ ইতি যাবৎ। স্বভাবোত্র মনঃ ॥ ৮ ॥

রাগঃ কামঃ উপ আসঞ্জয়তি প্রসঞ্জয়তি বিষয়েষ্বিত্যুপাসঙ্গো বিষয়গুণা-নুসন্ধানম্। দ্বন্দ্বং ভার্য্যাদিজনসাহিত্যম্। উপাশ্রয়ঃ পুনঃপুনর্ভোগলাভভূমিঃ। ইত্যেতেভ্যঃ প্রথমং নির্গতং পশ্চাৎ মোহাদজ্ঞানাৎ বিনির্যাতি ॥ ৯ ॥

পরিপূর্ণান্তরং চেতঃ পূর্ণেন্দুরিব রাজতে ॥ ১০ ॥
জনিতোত্তমসৌন্দর্য্যা দূরাদস্তময়োন্নতা।
সমতোদেতি সর্ব্বত্র শান্তে বাত ইবার্ণবে ॥ ১১ ॥
অন্ধকারময়ী মূকা জাড্যজর্জ্জরিতান্তরা।
তনুত্বমেতি সংসার বাসনেবোদয়ে ক্ষপা ॥ ১২ ॥
দৃষ্টচিদ্ভাস্করা প্রজ্ঞা-পদ্মিনী পুণ্যপল্লবা।
বিকসত্যমলোদ্যোতা প্রাতর্দ্যৌরিব রূপিণী ॥ ১৩ ॥
প্রজ্ঞাহৃদয়হারিণ্যো ভুবনাহ্লাদনক্ষমাঃ।
সত্বলব্ধাঃ প্রবর্দ্ধন্তে সকলেন্দোরিবাংশবঃ ॥ ১৪ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন জ্ঞাতজ্ঞেয়োমহামতিঃ।
নোদেতি নৈব যাত্যস্ত-মভূতাকাশকোশবৎ ॥ ১৫ ॥
বিচারণা পরিজ্ঞাত-স্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্রশঙ্করাঃ ॥ ১৬ ॥

বিনির্গতস্য পুনঃ কীদৃশী স্থিতিস্তাং বর্ণয়তি শান্তে ইত্যাদিনা ॥ ১০ ॥

সমতা সমদৃষ্টিতা ॥ ১১ ॥

মূকা বোধবাগ্ব্যবহারশূন্যা। ক্ষপাপক্ষে জাড্যেন তুষারশৈত্যেন বাসনা-পক্ষে মৌর্খ্যেণ জর্জ্জরান্তরা। তনুত্বমপক্ষয়ম্। উদয়ে সূর্য্যোদয়ে ক্ষপে-বেত্যন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

দৃষ্টঃ চিদ্ভাস্করো যয়া। পুণ্যানি গুরুসেবাশ্রবণসমাধ্যভ্যাসাদিসুকৃতান্যেব পল্লবাঃ কিসলয়ানি যস্যাস্তথাবিধা হৃদয়সরসি প্রজ্ঞাপদ্মিনী বিবেকপদ্মিনী বিলসতি। দ্যৌর্ব্ব্যোমেব ॥ ১৩ ॥

হৃদয়হারিণ্যোমনোহরা সত্বগুণোপচয়াল্লব্ধাঃ প্রজ্ঞা প্রবর্দ্ধন্তে ॥ ১৪ ॥

অভূতো বায়্বাদিভূতচতুষ্টয়রহিতো য আকাশকোশস্তদ্বদপরিচ্ছিন্ন ই-ত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তস্য মহাপ্রভাবতামাহ বিচারণেতি। সর্গাবতারাদ্যধিকারক্লেশদর্শনা-দনুকম্প্যাঃ ॥ ১৬ ॥

তস্য পুনঃ প্রমাদাৎ পূর্ব্ববৎ বিক্ষেপপ্রসক্তিং বারয়তি প্রকটাকারমিতি।

প্রকটাকারমপ্যন্তর্নিরহঙ্কারচেতসম্।
নাপ্নুবন্তি বিকল্পাস্তং মৃগতৃষ্ণাগিবৈণকাঃ ॥ ১৭ ॥
তরঙ্গবদিমে লোকাঃ প্রযাত্যাযান্তি চেতসঃ।
ক্রোড়ীকুর্ব্বন্তি চাজ্ঞং তে ন জ্ঞং মরণজন্মনী ॥ ১৮ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবৌ সংসারো নেতরক্রমঃ।
ইতি তাভ্যাং সমালোকো রমতে স নিবধ্যতে ॥ ১৯ ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে কুম্ভে কুম্ভনভোযথা ॥
ভূষিতে দূষিতে বাপি দেহে তদ্বদিহাত্মবান্ ॥ ২০ ।
বিবেক উদিতে শীতে মিথ্যাভ্রমমরূদিতা।
ক্ষীয়তে বাসনা সাগ্রে মৃগতৃষ্ণা মরাবিব ॥ ২১ ॥
কোহং কথমিদং চেতি যাবৎ ন প্রবিচারিতম্।
সংসারাড়ম্বরং তাবদন্ধকারোপমং স্থিতম্ ॥ ২২ ॥
মিথ্যাভ্রমভরোদ্ভূতং শরীরং পদমাপদাম্ ॥
আত্মভাবনয়া নেদং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৩ ॥
দেশকালবশোত্থানি ন মমেতি গতভ্রমম্।
শরীরে সুখদুঃখানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৪ ॥

মৃগতৃষ্ণা তৎসলিলপানং লক্ষণয়া ॥ ১৭ ॥

এবং জন্মমরণপ্রসক্তিমপি বারয়তি তরঙ্গবদিতি। আযান্তি জায়ন্তে। প্রযান্তি ম্রিয়ন্তে। চেতসঃ স্বচিত্তবাসনাবশাৎ ॥ ১৮ ॥

ইতরস্মিন্ ন জ্ঞভিন্নে তত্ত্বজ্ঞে ক্রমতে ইতিক্রমোস্তথাবিধো ন ইতি জ্ঞাত্বেতি শেষঃ। সম্যগালোকো বস্তুতত্ত্বদর্শনং যস্য স তত্ত্ববিৎ। মায়া ব্যাঘ্রাদিকৌতুকদর্শনেনেব রমতে সোহজ্ঞস্তু নিবধ্যতে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

সাগ্রে অগ্রভাগোদিতচন্দ্রসহিতে প্রদোষে। সায়ে ইতি বা পাঠঃ ॥২১॥২২॥

কীদৃশস্থিত্যা তর্হি নিস্‌সংসারান্ধকারং পূর্ণাত্মানং পশ্যতি তামাহ মিথ্যে-ত্যাদিনা। নেদমিতি বাধিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

দেশবশোত্থান্যাধিভৌতিকানি কালবশোত্থান্যাধিদৈবিকানি শরীরে উত্থা-

অপারপর্য্যন্তনভো দিক্কালাদিক্রিয়ান্বিতম্ ।
অহমেবেতি সর্ব্বত্র যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৫ ॥
বালাগ্রলক্ষভাগাত্তু কোটিশঃ পরিকল্পিতাৎ ।
অহং সূক্ষ্ম ইতি ব্যাপী যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৬ ॥
আত্মানমিতরচ্চৈব দৃষ্ট্যা নিত্যাবিভিন্নয়া ।
সর্ব্বং চিজ্জ্যোতিরেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বশক্তিরনন্তাত্মা সর্ব্বভাবান্তরস্থিতঃ ।
অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥
আধিব্যাধিভয়োদ্বিগ্নো জরামরণজন্মবান্ ।
দেহোহমিতি যঃ প্রাজ্ঞো ন পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ব্যাপকোমহিমা মম ।
দ্বিতীয়োন মমাস্তীতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।
চিত্তস্তু নাহমেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩১ ॥
নাহং ন চান্যদস্তীতি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ম্ ।

ন্যাধ্যাত্মিকানি চ সুখদুঃখানি ন মমেতি যঃ পশ্যতি ॥ ২৪ ॥

অপারপর্য্যন্তং যন্নভোদিক্কালাদি যচ্চ তত্র পরিচ্ছিন্নমুৎপত্তিচলনাদিক্রিয়ান্বিতং তত্র সর্ব্বত্রাহমেবেতি যঃ পশ্যতি ॥ ২৫ ॥

যো ব্যাপী সন্ কোটিশঃ পরিকল্পিতাৎ বালাগ্রলক্ষভাগাৎ। তুশব্দোহপ্যর্থে ॥ ২৬ ॥

আত্মানং স্বাত্মত্বেন প্রসিদ্ধং জীবং ইতরৎ তদ্দৃশ্যং চ সর্ব্বং চিজ্জ্যোতিরিতি তেন নিত্যমবিভিন্নয়া দৃষ্ট্যা যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

মহিমা বিস্তারঃ ॥ ৩০ ॥

চিদেব তন্তু স্তেন প্রোতে সর্ব্বমহমেবেতি বা চিত্তমন্তঃকরণস্তু নাহমেবেতি বা ॥ ৩১ ॥

অহমেবেতি পশ্যতীত্যুক্তে চিৎপরিত্যাগেন অহঙ্কার এব পরিগৃহীতো-

ইত্থং সদসতোর্ম্মধ্যে যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩২ ॥
যন্নাম কিঞ্চিত্ত্রৈলোক্যং স এবাবয়বো মম।
তরঙ্গোহব্ধাবিবেত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩৩ ॥
শোচ্যা পাল্যা ময়ৈবেয়ং স্বসেয়ং মে কনীয়সী।
ত্রিলোকীপেলবেত্যুচ্চৈর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩৪ ॥
আত্মতাপরতে স্বন্তা মন্তে যস্য মহাত্মনঃ।
ভবাদুপরতে নূনং স পশ্যতি সুলোচনঃ ॥ ৩৫ ॥
চেত্যানুপাতরহিতং চিদ্ভৈরবময়ং বপুঃ।
আপূরিতজগজ্জালং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৩৬ ॥
সুখং দুঃখং ভবোভাবো বিবেককলনাশ্চ যাঃ।
অহমেবেতি বা নূনং পশ্যন্নপি ন হীয়তে ॥ ৩৭ ॥
স্বাত্মসত্তাপরাপূর্ণে জগত্যংশেন বর্ত্তিনা।

মাভূদিতি সহাহঙ্কারেণ জগৎপ্রতিষেধেন চিদেকরসং ব্রহ্মৈব পরিশেষ্য দ্রষ্টব্যমিত্যাহ নাহমিতি। সতোবর্ত্তমানস্যাসতোতীতভবিষ্যতশ্চ মধ্যে। সতোব্যক্তস্যাসতোঽব্যক্তস্যেতি বা ॥ ৩২ ॥

অবয়ব ইতি। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানীতি শ্রুতের্বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদিতি ভগবদ্বচনাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বতঃ সত্তাশূন্যত্বেন মৃতপ্রায়ত্বাৎ শোচ্যা। অতএব স্বসত্তাস্ফূর্ত্ত্যর্পণেন পাল্যা। স্বসা অনুজা। কনীয়সী অল্পা। যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যামিতি কনাদেশঃ। দৃষ্টিমাত্রেণাপি পীড্যমানত্বাৎ পেলবা ॥ ৩৪ ॥

ভবঃ সাংসারিকদেহাদিস্তস্মাদুপরতে বিবেকবাধাভ্যাং নিবৃত্তে ॥ ৩৫ ॥

চেত্যানুপাতো দৃশ্যসম্বলনং তদ্রহিতম্। অতএব নিষ্প্রত্যূহস্বভাবস্ফূর্ত্ত্যা আপূরিতং প্রভয়া তম ইব সর্ব্বতোব্যাপ্তং জগজ্জালং যেন ॥ ৩৬ ॥

ভব অধিকারিকদেহস্তত্র ভাবো গুরুদৈবতশাস্ত্রাদিশ্রদ্ধা তত্র নিত্যানিত্যাদিবিবেকস্তেন কলনাঃ শ্রবণাদিক্রমেণাত্মপরিচয়তারতম্যভেদাশ্চ সর্ব্বে অহমেবেতি যঃ পশ্যতি ॥ ৩৭ ॥

আত্মসত্তয়ৈব পরয়া নিরতিশয়ানন্দঘনয়া আপূর্ণে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তে

কিং মে হেয়ং কিমাদেয়মিতি পশ্যন্ সুদৃঙ্নরঃ ॥ ৩৮ ॥

অপ্রতর্ক্যমনাভাসং সন্মাত্রমিদমিত্যলম্।
হেয়োপাদেয়কলনা যস্য ক্ষীণা স বৈ পুমান্ ॥ ৩৯ ॥

য আকাশবদেকাত্মা সর্ব্বভাবগতোপি সন্।
ন ভাবরঞ্জনামেতি স মহাত্মা মহেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

তমঃপ্রকাশকলনা মুক্তঃ কালাত্মতাং গতঃ।
যঃ সৌম্যঃ সুমনঃ স্বস্থস্তং নৌমি পদমাগতম্ ॥ ৪১ ॥

যস্যোদয়াস্তময়সঙ্কলনা কলাসু
চিত্রাসু চারুবিভবাসু জগদ্গতাসু।
বৃত্তিঃ সদৈব সকলৈকগতেরনন্তা
তস্মৈ নমঃ পরমবোধবতে শিবায় ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠে মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে অন্তস্তমপাদবিশ্রান্তিবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

আনন্দলবাপাদনেন অর্পিতে জগতি অংশেনৈকদেশেন বহ্নিনা ঐহিকপার লৌকিকভোগ্যবস্তুনা মে কিং দুঃখমস্তি যদ্ধেয়ং কিং বান্যৎ সুখমস্তি যদু-পাদেয়মিতি পশ্যন্ সুদৃক্ অভ্রান্তদৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অপ্রতর্ক্যং তর্কাগম্যম্। অনাভাসং বৃত্তিভেদপ্রতিফলনরহিতং নির্ব্বি-ক্ষেপমিতি যাবৎ ॥ ৩৯ ॥

মহানীশ্বরোনিরতিশয়স্বানন্দোপভোগসমর্থঃ শিব ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

তমঃ সুষুপ্তিঃ প্রকাশো জাগরঃ কলনা স্বপ্নস্তৈর্ম্মুক্তঃ। কালস্য মৃত্যো-রপ্যাত্মতাং নিরতিশয়প্রেমাস্পদতাং গতঃ। স্বস্থ স্তুরীয়াবস্থাপ্রতিষ্ঠোযস্তম্ ॥৪১॥

সকলেপি জগত্যেকং ব্রহ্মেতি মতির্যস্য। জগদ্গতাসু চিত্রাসূদয়ঃ সর্গোঽস্তময়ঃ প্রলয়ঃ সঙ্কলনা স্থিতি স্তল্লক্ষণাসু বৃত্তির্ব্রহ্মাকারদৃষ্টিরনন্তা অপরিচ্ছিন্না। তস্মৈ পরমবোধবতে জীবন্মুক্তবিগ্রহায় সাক্ষাচ্ছিবায় নম ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ উবাচ।

য উত্তমপদালম্বী চক্রভ্রমবদাস্থিতঃ।
শরীরনগরীরাজ্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ১॥
তস্যেয়ং ভোগমোক্ষার্থং তজ্জস্যোপবনোপমা।
সুখায়ৈব ন দুঃখায় স্বশরীরমহাপুরী॥ ২॥

রাম উবাচ।

নগরীত্বং শরীরস্য কথং নাম মহামুনে।
এতাঞ্চাধিবসন্ যোগী কথং রাজসুখৈকভাক্॥ ৩॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রম্যেয়ং দেহনগরী রাম সর্ব্বগুণান্বিতা।
জ্ঞস্যানন্তবিলাসাঢ্যা স্বালোকার্কপ্রকাশিতা॥ ৪॥
নেত্রবাতায়নোদ্যোত প্রকাশভুবনান্তরা।

শরীরনগরে রাজ্যং প্রবুদ্ধস্যাত্র বর্ণ্যতে।
বিনোদোসক্তসম্ভোগৈর্ম্মনোজয়সুখোদয়ঃ॥ ১॥

জীবন্মুক্তস্য শরীরনগরীরাজ্যং বর্ণয়িষ্যন্ রামস্য তজ্জিজ্ঞাসাং প্রশ্নপ্রযোজিকামুত্থাপয়তি শরীরেতি। নিবৃত্তে ঘটোৎপাদনপ্রয়োজনে যাবৎ বেগং কুলালচক্রভ্রমবৎ যাবৎ প্রারব্ধক্ষয়ং দেহধারণব্যবহারমাস্থিতোজীবন্মুক্ত ইত্যর্থঃ। ন লিপ্যতে সত্যত্বাভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ॥ ১॥

ক্রীড়াবিনোদহেতুত্বাদুপবনোপমা॥ ২॥

এতাং তদুক্তাং শরীরনগরীমধিবসন্নধিষ্ঠায় পালয়ন্। একপদস্বারস্যাৎ সুখমেব ভজতে ন তু রাজান ইব তদ্দুঃখলেশমপীত্যর্থঃ॥ ৩॥

স্বালোক আত্মজ্যোতিঃ স এবার্কঃ॥ ৪॥

করপ্রতোলীবিস্তার প্রাপ্তপাদোপজাঙ্গলা ॥ ৫ ॥
রোমরাজীলতাগুল্মা ত্বচা জালকমালিতা।
গুল্ফাঙ্গুল্যা প্রবিশ্রান্ত জঙ্ঘোরুস্তম্ভমণ্ডলা ॥ ৬ ॥
রেখাবিভক্তপাদাগ্র শিলাপ্রথমনির্ম্মিতা।
চর্ম্মগর্ম্মশিরাসার সন্ধিসীমামনোরমা ॥ ৭ ॥
ঊরূরুতনুভাগাগ্র নির্ম্মিতোপস্থনিম্নগা।
কচৎকেশাবলী কাচ দলপ্রস্থবনাবৃতা ॥ ৮ ॥
ভ্রূললাটৌষ্ঠসচ্ছায় বদনোদ্যানশোভিতা।
দৃষ্টিপাতোৎপলাকীর্ণ কপোলবিপুলস্থলী ॥ ৯ ॥
বক্ষঃস্থলসরঃস্ফীত কুচপঙ্কজকোরকা।

নেত্রে এব বাতায়নে তদ্বারা ভাস্বদোতাভ্যামিন্দ্রিয়প্রদীপাভ্যাং প্রকাশতে ইতি প্রকাশানি তু লোমরাণি যস্যাম্। করাবেব প্রতোল্যৌ রথ্যে তদ্বিস্তারেণ প্রাপ্তং জানুপর্যন্ততালক্ষণং পাদোপজাঙ্গলং যস্যাঃ ॥ ৫ ॥

ত্বচা সৈব শিরাজালৈকমালিতা। গুল্ফৌ পাদজঙ্ঘাসন্ধিগ্রন্থী তাভ্যাং পার্ষ্ণিকাভ্যাং তৎসহিতাভিরঙ্গুল্যাম্। জাতাবেকবচনম্ ॥ ৬ ॥

পাদাগ্রপদেনাত্র পাদাধস্তলী কঠিনা ত্বক্ তচ্চাতে সৈব স্তম্ভমূলাধারশিলা। রেখাভিরভিভক্তা নানালক্ষণা। তয়া প্রথমনির্ম্মিতা প্রথমাধারনির্ম্মাণেন নির্ম্মিতেত্যর্থঃ। বহিশ্চর্ম্ম অন্তশ্চর্ম্মাণি সীমানঃ মধ্যে মধ্যে শিরাণাং সারাঃ শাখা প্রবাহাঃ সীমানঃ অস্থিষু তু সন্ধয়ঃ সীমানঃ তাভিশ্চ মনোরমা ॥ ৭ ॥

ঊর্ব্বোঃ ঊর্ব্বোস্তনোশ্চ মধ্যকায়স্য চ যঃ সন্ধিভাগস্তস্যাগ্রে পুরোভাগে নির্ম্মিতা উপস্থেন্দ্রিয়রূপা নিম্নগা নগরমধ্যনদী যস্যাঃ। কচন্তী কেশাবল্যেব কাচবর্ণানি দলানি যেষু তথাবিধৈঃ ক্রীড়াশৈলপ্রায়শিরঃপ্রস্থেন শ্মশ্রুকক্ষ্যাদিরোমবনৈশ্চাবৃতা ॥ ৮ ॥

নীলচ্ছদসদৃশাভ্যাং ভ্রূভ্যাং পাণ্ডুরবচ্ছদসদৃশেন ললাটেন পুষ্পসদৃশাভ্যামোষ্ঠাভ্যাঞ্চ সচ্ছায়ং কান্তিমৎ যৎ বদনলক্ষণমুদ্যানং কদলীবনং তেন শোভিতা। দৃষ্টিপাতাঃ কটাক্ষা উৎপলৈরিবাকীর্ণৌ যৌ কপোলৌ তল্লক্ষণে বিহারস্থলৌ যত্র ॥ ৯ ॥

ঘনরোমাবলীচ্ছন্ন স্কন্ধক্রীড়াশিলোচ্চয়া ॥ ১০ ॥
উদরশ্বভ্রনিক্ষিপ্ত স্বান্নৈন্টা ভক্ষ্যতৎপরা।
দীর্ঘকণ্ঠবিলোদ্গীর্ণ বাতসংরম্ভশব্দিতা ॥ ১১ ॥
হৃদয়াপণনির্ণীত যথাপ্রাপ্তার্থভূষিতা।
অনারতনবদ্বার প্রবহৎপ্রাণনাগরা ॥ ১২ ॥
আস্যস্ফারবদাদৃষ্ট দন্তাস্থিশকলাকুলা।
মুখাস্পদা ভ্রমজ্জিহ্বা চণ্ডীচর্ব্বিতভোজনা ॥ ১৩ ॥
রোমশষ্পান্তরচ্ছন্না কর্ণকোটরকূপকা।
স্ফিক্‌শৃঙ্গলা স্থিতোপান্ত পৃষ্ঠবিস্তীর্ণজঙ্গলা ॥ ১৪ ॥
গুদোত্থানারঘট্টান্ত প্রদ্রুতানন্তকর্দ্দমা।
চিত্তোদ্যানমহীবল্ল দাত্মচিন্তাবরাঙ্গনা ॥ ১৫ ॥

স্কন্ধাবেব ক্রীড়াশিলোচ্চয়ৌ যস্যাম্ ॥ ১০ ॥

উদরলক্ষণে কোশাগারশ্বভ্রে নিক্ষিপ্তানি যানি স্বপ্রারব্ধপ্রাপিতান্নানি তান্যেব স্বানি ধনানি অন্নানি ধান্যাদীনীষ্টানি প্রিয়াণি বসনাভরণাদীনি চ যস্যাম্। ভক্ষ্যমনিষিদ্ধবিষয়োপভোগং তন্বন্তীতি ভক্ষ্যতত্তো রসনশ্রোত্রাদয়ঃ পরাঃ শিরঃসৌধবাতায়নোপবিষ্টনাগরস্থানীয়া যস্যাম্। দীর্ঘসূক্ষ্মমুখং যৎ কণ্ঠবিলং তদ্দ্বারা উদ্গীর্ণো যঃ প্রাণবাতস্তৎকৃতেন সংরম্ভেণ কণ্ঠদ্বারকপাটোদ্ঘাটনেন শব্দিতা ॥ ১১ ॥

হৃদয়াপণশব্দেন তৎস্থা বিচারলক্ষণা রত্নাদিপরীক্ষকজনা গৃহ্যন্তে। তৈর্নির্ণীতাঃ পরীক্ষ্য গৃহীতাশ্চক্ষুরাদিদ্বারা যথাযোগ্যং প্রাপ্তা যে শব্দাদ্যর্থাস্তের্ব্বাসনারূপৈঃ পণ্যৈর্ভূষিতা ॥ ১২ ॥

আস্যে স্ফারবৎ দ্বারভক্তিরচনা গজদন্তবিভাগবদীষদ্দৃষ্টৈর্দন্তলক্ষণৈরস্থিশকলৈরাকুলা। মুখাস্পদয়া আ সমন্তাৎ ভ্রমন্ত্যা জিহ্বালক্ষণয়া চণ্ড্যা কাল্যা চর্ব্বিতানি আস্বাদিতানি ভোজনানি চতুর্ব্বিধান্যন্নানি যস্যাম্ ॥ ১৩ ॥

রোমলক্ষণৈঃ শষ্পতরৈর্দীর্ঘতৃণৈশ্ছন্না ॥ ১৪ ॥

গুদাদুত্থানমুদ্গমো যস্য মলস্য তদেব মূত্রস্থানলক্ষণস্য আরঘট্টস্য ঘটীযন্ত্র-

ধীবরত্রাদৃঢ়াবদ্ধ চপলেন্দ্রিয়মর্কটা।
বদনোদ্যানহসন পুষ্পোদ্গমমনোরমা ॥ ১৬ ॥
স্বশরীরমনোজ্ঞস্য সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরী।
সুখায়ৈব ন দুঃখায় পরমায় হিতায় চ ॥ ১৭ ॥
অজ্ঞস্যেয়মনন্তানাং দুঃখানাং কোশমালিকা।
জ্ঞস্য ত্বিয়মনন্তানাং সুখানাং কোশমালিকা ॥ ১৮ ॥
কিঞ্চিদস্যাং প্রনষ্টায়াং জ্ঞস্য নষ্টমরিন্দম।
স্থিতায়াং সংস্থিতং সর্ব্বং তেনেয়ং জ্ঞসুখাবহা ॥ ১৯ ॥
[illegible] জ্ঞঃ সংসারে বিহরত্যলম্।
[illegible] তেনেয়ং জ্ঞরথঃ স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥
[illegible]।
[illegible] তেনেয়ং [illegible] ॥ ২১ ॥
[illegible] দদাত্যুদ্ধর্ত্তি স্বয়ম্।
তেনেয়ং নাম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বার্থভরণক্ষমা ॥ ২২ ॥

[illegible] প্রকাশ [illegible] যস্যাম্। চিত্তলক্ষণায়া-
[illegible] সদা ক্রীড়মানা আত্মচিত্তলক্ষণা বরাঙ্গনা পুরস্বামিনী
যস্যাম্ ॥ ১৫ ॥

ধীরেণ বরত্রা [illegible] দৃঢ়া বদ্ধাশ্চপলেন্দ্রিয়মর্কটা যস্যাম্। বদনো-
দ্যানে হসনমেব পুষ্পোদ্গমস্তেন মনোরমা ॥ ১৬ ॥

স্বশরীরমনসী জানাতীতি স্বশরীরমনোজ্ঞস্তত্ত্ববিৎ তস্য সুখায়ৈব। পরম-
হিতমুপদেশাদিনা পরোপকারস্তস্মৈ চ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞস্যানন্তসুখায়েতি যদুক্তং তদুপপাদয়তি কিঞ্চিদিতি। কিঞ্চিদল্পং তুচ্ছ-
মেব নষ্টং ন সত্যবাস্তব্যর্থঃ। সর্ব্বং ভোগমোক্ষসুখম্ ॥ ১৯ ॥

জ্ঞস্য রথ ইব রথঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

সর্ব্বং পূর্ণমাত্মানং জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞস্তত্ত্ববিৎ তস্য সর্ব্বেষাং ভোগ-
মোক্ষোপায়বস্তুনাং ভরণং ভরঃ সংগ্রহস্তৎক্ষমা ॥ ২২ ॥

তস্যাং শরীরপুর্য্যাং হি রাজ্যং কুর্ব্বন্ গতজ্বরঃ।
জ্ঞস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ স্বপুর্য্যামিব বাসবঃ ॥ ২৩ ॥
ন ক্ষিপত্যবটাটোপে মনোমত্তুরঙ্গমম্।
ন লোভদুর্দ্দমাদায় প্রজ্ঞাপুত্রীং প্রযচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
অজ্ঞানপররাষ্ট্রঞ্চ ন রন্ধ্রং ত্বস্য পশ্যতি।
সংসারারিভয়স্যান্তর্ম্মূলান্যেব নিকৃন্ততি ॥ ২৫ ॥
তৃষ্ণাসারপরাবর্ত্তে কামসম্ভোগদুর্গ্রহে।
ন নিমজ্জতি পর্য্যস্তঃ সুখদুঃখপ্রদেবনে ॥ ২৬ ॥
করোত্যবিরতং স্নানং বহিরন্তরবীক্ষণাৎ।
সরিৎসঙ্গমতীর্থেষু মনোরথগতঃ ক্রমাৎ ॥ ২৭ ॥

ব্যগ্রশব্দোভাবপ্রধানঃ। তথাচ গতব্যগ্রঃ স্বস্থ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অবটে যোনিগর্ত্তে আটোপঃ পরাক্রমোযস্য কামস্য তদ্বিষয়ে। ন ক্ষিপতি ন প্রেরয়তি। লোভ এব দুর্দ্দর্ব্বিষবৃক্ষস্তমাদায় শুল্কত্বেন গৃহীত্বা প্রজ্ঞালক্ষণাং পুত্রীং কন্যাং মোহাধর্ম্মাদিদোষ্কুলেয়েভ্যো ন প্রযচ্ছতি। অথবা দুদ্রমশব্দেন তৎফলং লক্ষ্যতে লোভলক্ষণদুদ্রমফলমত্তি অনুভবতীতি লোভদুদ্রমাদঃ অধাম্মিকজনস্তস্মৈ প্রজ্ঞা বিবেকবতী বুদ্ধিস্তল্লক্ষণাং পুত্রীং ন প্রযচ্ছতি। তেষু স্বপ্রজ্ঞাং গূহমানশ্চরতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

সংসারলক্ষণারিভয়স্য মূলানি স্নেহাস্তানি নিকৃন্ততি ॥ ২৫ ॥

তৃষ্ণানদ্যাঃ সরণং সারঃ প্রবাহস্তস্য মহতি আবর্ত্তে কামসম্ভোগলক্ষণ-দুষ্টগ্রাহবতি অন্তর্ম্মুখত্বাৎ পর্য্যস্তোবহির্ম্মুখঃ সন্ ন নিমজ্জতি। সুখলব-লক্ষৈর্দ্দুঃখৈঃ প্রদেবনে পরিদেবনসাধনে ॥ ২৬ ॥

বহিরন্তশ্চ অস্য বাসুদেবস্য পরমাত্মন ঈক্ষণাদাধিভৌতিকেষ্বাধ্যাত্মিকেষু চ সরিৎসঙ্গমতীর্থেষু অবিরতং সার্ব্বকালিকং স্নানং করোতি। তথাচা-হুর্বৃদ্ধাঃ। “স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে সর্ব্বাপি দত্তাবনি র্যজ্ঞানাঞ্চ কৃতং সহস্রমযুতং দেবাশ্চ সম্পূজিতাঃ। সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতাঃ স্বপিতরঃ সর্ব্বস্য পূজ্যোহ্যসৌ যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি প্রাপ্নোতি ধৈর্য্যং মনঃ”

সকলাঙ্কজনাদৃশ্য সুখপ্রেক্ষাপরাঙ্মুখঃ।
ধ্যাননাম্নি সুখং নিত্যং তিষ্ঠত্যন্তঃপুরান্তরে ॥ ২৮ ॥
সুখাবহৈষা নগরী নিত্যং বৈ বিদিতাত্মনঃ।
ভোগমোক্ষপ্রদা চৈষা শক্রস্যেবামরাবতী ॥ ২৯ ॥
স্থিতয়া সংস্থিতং সর্ব্বং কিঞ্চিন্নষ্টং ন নষ্টয়া
যথা পুর্য্যা মহী যস্যা সা কথং ন সুখাবহা ॥ ৩০ ॥
বিনষ্টে দেহনগরে তস্য নষ্টং ন কিঞ্চন।
আক্রান্তকুম্ভাকাশস্য খস্য কুম্ভক্ষয়ে যথা ॥ ৩১ ॥
বিদ্যমানং ঘটং বায়ুঃ কিঞ্চিৎ স্পৃশতি নাস্থিতম্।
যথা তথৈব দেহী স্বাং শরীরনগরীমিমাম্ ॥ ৩২ ॥
অত্রস্থঃ পুরুষো ভোগানাত্মা সর্ব্বগতোপি সন্।
বিশ্বকল্পকৃতান্ ভুক্ত্বা পুংসামধিগতার্থভাক্ ॥ ৩৩ ॥
কুর্ব্বন্নপি ন কুর্ব্বাণঃ সমস্তার্থক্রিয়োন্মুখঃ।
কদাচিৎ প্রকৃতান্ সর্ব্বান্ কার্য্যার্থানন্নুতিষ্ঠতি ॥ ৩৪ ॥
কদাচিল্লীলয়া লোলং বিমানমধিরোহতি।

ইতি। মনোরথোত্র মানসব্রহ্মাকারবৃত্তিস্তদ্গতস্তদারূঢ়ঃ ॥ ২৭ ॥

সকলৈরকলঙ্কৈর্জ্জনৈরাদৃশ্যেষু আপাতদৃশ্যেষু বিষয়েষু সুখানাং প্রেক্ষায়াং পরাঙ্মুখঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

আক্রান্তঃ স্বসাৎকৃতঃ কুম্ভাকাশো যেন তস্য খস্য ॥ ৩১ ॥

যস্য স্থিতিদশায়ামপি ন সম্যক্ স্পর্শস্তস্য নাশে স্পর্শোনেতি কিং বাচ্যমিতি দৃষ্টান্তেনাহ বিদ্যমানমিতি ॥ ৩২ ॥

অত্রাস্যাং শরীরনগর্য্যাং তিষ্ঠতীত্যত্রস্থ আত্মা তত্ত্ববিৎ বিশ্বকল্পনং বিশ্বকল্পস্তৎকৃতান্ প্রারব্ধভোগান্ ভুক্ত্বা অধিগতং প্রাক্সাক্ষাৎকৃতং পূর্ণং স্বাত্মরূপমর্থং পরমপুরুষার্থং মোক্ষং ভজত ইত্যধিগতার্থভাগ্ ভবতীতি শেষঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যবহারদৃশা কুর্ব্বন্নপি পরমার্থদৃশা ন কুর্ব্বাণঃ ॥ ৩৪ ॥

তস্য দেহনগর্য্যাং কান্তাদিভোগফলান্যাহ কদাচিদিতি। বিমানং বিমান-

অনাহতগতিঃ কান্তং বিহর্ত্তুমমলং মনঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্র স্থো লোকসুন্দর্য্যা সততং শীতলাঙ্গয়া।
রমতে রাময়া মৈত্র্যা নিত্যং হৃদয়সংস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥
দ্বে কান্তে তিষ্ঠতঃ সম্যক্ পার্শ্বয়োঃ সত্যতৈকতে।
ইন্দোরিব বিশাখে দ্বে সমাহ্লাদিতচেতসী ॥ ৩৭ ॥
ক্ষপিতানখিলাঁল্লোকান্ দুঃখক্রকচদারিতান্।
বল্লীবনস্থান্নভসঃ পৃষ্ঠাদর্ক ইবেক্ষতে ॥ ৩৮ ॥
চিরং পূরিতসর্ব্বাশঃ সর্ব্বসম্পত্তিসুন্দরঃ।
অপুনঃখণ্ডনায়েন্দুঃ পূর্ণাঙ্গ ইব রাজতে ॥ ৩৯ ॥
সেব্যমানোপি ভোগৌঘো ন খেদায়াস্য জায়তে।
কালকূটঃ কিলেশস্য কণ্ঠে প্রত্যুত রাজতে ॥ ৪০ ॥
পরিজ্ঞাতোপভুক্তোহি ভোগোভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতোমৈত্রীমেতি চৌরো ন শত্রুতাম্ ॥৪১॥
নরনারীনটৌঘানাং বিরহে দূরগামিনাম্।
জ্ঞেন যাত্রেব সুভগা ভোগশ্রীরবলোক্যতে ॥ ৪২ ॥

তুল্যং হৃৎপুণ্ডরীকম্। কান্তং ভোগকৌতুকবন্মনো বিহর্ত্তুং বিনোদয়িতুম্ ॥৩৫॥

তত্রস্থঃ পূর্ব্ববৎ। মৈত্র্যা মৈত্রীলক্ষণয়া রাময়া প্রিয়য়া ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

স্বর্গিণো নারকিদুঃখদর্শিতামিব তস্যাজ্ঞজনদুঃখদর্শিতামাহ ক্ষপিতানিতি। বল্লীভির্ব্বনমিব পরস্পরং সম্বেষ্ট্য স্থিতান্। নভসঃ পৃষ্ঠে স্থিতোর্ক ইবেতি দৃষ্টান্তাৎ তত্ত্ববিদোপি সংসারবনবিপ্রকর্ষোগম্যতে ॥ ৩৮ ॥

আশা দিশো মনোরথাশ্চ। সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তাভিঃ সর্ব্বাত্মভাবসম্পত্ত্যা চ সুন্দরঃ। অপুনঃ খণ্ডনায় পুনঃক্ষয়াভাবায় ॥ ৩৯ ॥

ভোগৌঘঃ স্রক্চন্দনাদিভোগসমূহঃ। খেদায় পুনর্জ্জন্মাদিদুঃখায়। অথবা ভোগৌঘোদুষ্প্রারব্ধভোগৌঘঃ খেদায় তাৎকালিকদুঃখায়। প্রত্যুতেতি। তত্ত্ব-বিদোপি তপ আদিক্লেশঃ প্রত্যুতাজ্ঞজনশিক্ষামহাফলো রাজতে ইতি ভাবঃ ॥৪০

পরিজ্ঞায় ভোগে প্রবৃত্ত তস্য সুখহেতুত্বং ভবেত্যাশয়েনাহ পরিজ্ঞাতেতি ॥৪১

আত্মন্যেব ন মাত্যন্তঃ স্বাত্মনাত্মনি জৃম্ভতে ।
সম্পূর্ণোপারপর্য্যন্তঃ ক্ষীরার্ণব ইবার্ণবে ॥ ৪৮ ॥
ভোগেচ্ছাকৃপণান্ জন্তূন্ দীনান্ দীনেন্দ্রিয়াণি চ ।
অসুন্মত্তমনাঃ শান্তো হসত্যুন্মত্তকানিব ॥ ৪৯ ॥
ইচ্ছতোহন্যোজ্ঝিতাং জায়াং যথৈবান্যেন হস্যতে ॥ ।
ইন্দ্রিয়স্যেচ্ছতোভোগং তদ্বজ্জ্ঞেন বিহস্যতে ॥ ৫০
ত্যজৎস্বাত্মসুখং সৌম্যং মনোবিষয়বিক্রুতম্ ।
অঙ্কুশেনেব নাগেন্দ্রং বিচারেণ বশং নয়েৎ ॥ ৫১ ॥
ভোগেষু প্রসরোযস্যা মনোবৃত্তেশ্চ দীয়তে ।
সাপ্যাদাবেব হন্তব্যা বিষস্যেবাঙ্কুরোদ্গতিঃ ॥ ৫২ ॥
তাড়িতস্য হি যঃ পশ্চাৎ সংমানঃ সোপ্যনন্তকঃ ।
শালে গ্রীষ্মাভিতপ্তস্য কুসেকোপ্যমৃতায়তে ॥ ৫৩ ॥
অনার্ত্তেন হি সন্মানো বহুমানো ন বুধ্যতে ।

পামরদৃশা স্বারাজ্যদৃষ্টান্তস্তত্ত্বদৃশা তু নাস্তি দৃষ্টান্তঃ পরিচ্ছেদাভাবাদি-ত্যাশয়েনাহ আত্মন্যেবেতি । অর্ণবে স্বাত্মনীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অসুন্মত্তমনাঃ প্রশান্তচিত্তঃ সম্ভোগেচ্ছাকৃপণান্ জন্তূন্ দীনানি স্বপরে ন্দ্রিয়াণি চ উন্মত্তকানিব হসতি ॥ ৪৯ ॥

তত্ত্ববিদোজ্ঝিতং ভোগমিচ্ছত ইন্দ্রিয়স্য । হস্যতে প্রবৃত্তিরিতুাভয়ত্র শেষঃ ॥ ৫০ ॥

নমু মন্দজ্ঞানেন পুরুষেণ বিষয়েষু দ্রুতং মনঃ কথং নিগ্রাহ্যং তত্রাহ ত্যজদিতি ॥ ৫১ ॥

দীয়তে যয়া ভোগতৃষ্ণয়েতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥

নমু নিগ্রহপীড়িতং মনোরুষ্টো বাল ইব স্বাত্মন্যপি ন রজ্যেতেতি চেৎ তত্রাহ তাড়িতস্যেতি । চিরোন্মাদলালিতস্য সকৃন্নিগ্রহে পুনঃ পরি-ত্যাগে হি তথা স্যাৎ চিরনিগ্রহেণ নিরাশতাং নীতস্য তু ন তথেতি ভাবঃ । কুসেকোপীত্যপি শব্দাৎ সুসেকে কিং বাচ্যমিতি গম্যতে ॥ ৫৩ ॥

পূর্ণানাং সরিতাং প্রাবৃট্-পূরঃ স্বল্পো ন রাজতে ॥ ৫৪ ॥
পূর্ণস্তু প্রাকৃতোপ্যন্যৎ পুনরপ্যভিবাঞ্ছতে।
জগৎপূরণযোগ্যাম্বুগৃহ্লাত্যেবার্ণবোজলম্ ॥ ৫৫ ॥
মনসোভিগৃহীতস্য যা পশ্চাদ্ভোগমণ্ডনা।
তামেবালব্ধবিস্তারাং ক্লিষ্টত্বাৎ বহু মন্যতে ॥ ৫৬ ॥
বন্ধমুক্তোমহীপালো গ্রাসমাত্রেণ তুষ্যতি।
পরৈরবদ্ধোনাক্রান্তো ন রাজ্যং বহু মন্যতে ॥ ৫৭ ॥
হস্তং হস্তেন সম্পীড্য দন্তৈর্দ্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ।
অঙ্গান্যঙ্গৈরিবাক্রম্য জয়েচ্চেন্দ্রিয়শাত্রবান্ ॥ ৫৮ ॥
জেতুমন্যং কৃতোৎসাহৈঃ পুরুষৈরিহ পণ্ডিতৈঃ।
পূর্ব্বং হৃদয়শত্রুত্বাজ্জেতব্যানীন্দ্রিয়াণ্যলম্ ॥ ৫৯ ॥
এতাবতি ধরণিতলে সুভগাস্তে সাধুচেতনাঃ পুরুষাঃ।
পুরুষকলাসু চ গণ্যা ন জিতা যে চেতসা স্বেন ॥ ৬০ ॥
হৃদয়বিলে কৃতকুণ্ডলকলনা
বিবশো মনো মহাভুজগঃ।

উক্তমেব ভাবং প্রকাশয়তি অনার্ত্তেনেতি ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

অভিগৃহীতস্য সর্ব্বতোনিগৃহীতস্য। ভোগমণ্ডনা ভিক্ষাসনাদাল্পবিষয়াপ্ত্যেন লালনম্। লব্ধবিস্তারাং প্রাক্তনভোগাং বহু অধিকং মন্যতে ॥ ৫৬ ॥

উক্তেহর্থে দৃষ্টান্তমাহ বন্ধমুক্ত ইতি ॥ ৫৭ ॥

তস্মাচ্চিরনিগ্রহেণ বোধেন চ সমূলমনোজয়ায় প্রথমমিন্দ্রিয়জয় এব সর্ব্বপ্রযত্নৈঃ কার্য্য ইত্যাহ হস্তমিতি ॥ ৫৮ ॥

ন মনোজয়ার্থমেব বাহ্যশত্রুজয়ার্থমপীন্দ্রিয়জয় আবশ্যক ইত্যাহ জেতুমিতি ॥ ৫৯ ॥

ইন্দ্রিয়নিগ্রহফলং মনোজয়মাশ্রয়প্রশংসাবন্দনাভ্যাং প্রশংসতি এতাবতীতি দ্বাভ্যাম্। যে চেতোজয়ন্তি ত এব চেতসা ন জিতাস্ত এব সুভগাঃ পুরুষাণাং কলাসু স্ববন্ধমোক্ষকৌশলেষু গণ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

যস্যোপশান্তিমাগত

মলমুদিতং তং সুনির্ম্মলং বন্দে ॥ ৬১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে শরীরনগরবিভূতিযোগো নাম
ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

হৃদয়বিলে কৃতয়া কুণ্ডলকলনয়া বিবশো গর্ব্বপরবশো মহাভুজগো মনো যস্য উপশান্তিমাত্যন্তিকনাশমাগতং মহামুনিং অলং স্বেন রূপেণোদিতমাবির্ভূতং সুনির্ম্মলং তং তত্ত্ববিদং বন্দে ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩॥

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মহানরকসাম্রাজ্যে মত্তদুষ্কৃতবারণাঃ।
আশাশরশলাকাঢ্যা দুর্জ্জয়াহীন্দ্রিয়ারয়ঃ ॥ ১ ॥
স্বাশ্রয়ং প্রথমং দেহং কৃতঘ্না নাশয়ন্তি যে।
তে কুকার্য্যমহাকোশা দুর্জ্জয়াঃ স্বেন্দ্রিয়ারয়ঃ ॥ ২ ॥
কলেবরালয়ং প্রাপ্য বিষয়ামিষগৃধ্নুকাঃ।
অক্ষগৃধ্রা বিবল্গন্তি কার্য্যাকার্য্যোগ্রপক্ষিণঃ ॥ ৩ ॥
বিবেকতন্তুজালেন গৃহীতা যেন তে শঠাঃ।
তস্যাঙ্গানি ন লুম্পন্তি পাশা নাগবলং যথা ॥ ৪ ॥
আপাতরমণীয়েষু সমস্তে বিষয়েষু যঃ।

ইহ প্রাবল্যমক্ষাণাং জয়োপায়শ্চ বর্ণ্যতে।
তেন প্রশমবোধাভ্যাং বাসনাক্ষয় ঈর্য্যতে ॥ ১ ॥

তত্রেন্দ্রিয়জয়ে উপায়প্রদর্শনাধিক্যং বিবিৎসুরিন্দ্রিয়াণাং দুর্জ্জয়তামাহ মহা নরকেতি। তপনাবীচিমহারৌরবরৌরবসংঘাতকালসূত্রসংজ্ঞকমহানরকভেদ-লক্ষণে সাম্রাজ্যে প্রত্যেকমভিষিক্তা ইতি শেষঃ। মত্তা দুষ্কৃতান্যেব বারণা গজা যেষাম্। আশা তৃষ্ণাস্তা এব শরশলাকাস্তাভিরাঢ্যাঃ ॥ ১ ॥

কুকার্য্যাণি পাপানি তান্যেব মহান্তঃ কোশা ধনসঞ্চয়া যেষাম্ ॥ ২ ॥

কলেবরলক্ষণমালয়ং কুলায়ম্। বিষয়লক্ষণেষ্বামিষেষু গৃধ্নুকা অভি-কাঙ্ক্ষিণঃ। অক্ষাণীন্দ্রিয়াণ্যেব গৃধ্রাঃ। কার্য্যং কর্ত্তুং যোগ্যমনিষিদ্ধং কর্ম্ম অকার্য্যং নিষিদ্ধং কর্ম্ম তে এবোগ্রপক্ষৌ তাভ্যামুগ্রপক্ষিণঃ ॥ ৩ ॥

শঠা ধূর্ত্তাস্তে ইন্দ্রিয়ারয়ো যে ন গৃহীতা নিগৃহীতাস্তস্য পুংসোঽঙ্গানি শান্ত্যাদীনি ন লুম্পন্তি। নাগবলং গজঘটাম্ ॥ ৪ ॥

তানরীন্ জেতুং প্রথমং বিবেকধনসঞ্চয়ঃ কার্য্য ইত্যাশয়েনাহ আপা-তেতি ॥ ৫ ॥

বিবেকধনবানস্মিন্ কুকলেবরপত্তনে ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রিয়ারিভিরন্তঃস্থৈরনশো নাভিভূয়তে ।
ন তথা সুখিতা ভূপা মৃন্ময়োগ্রপুরীজুষঃ ॥ ৬ ॥
যথা স্বাধীনমনসঃ স্বশরীরপুরীশ্বরাঃ ।
আক্রান্তেন্দ্রিয়ভৃত্যস্য সুগৃহীতমনোরিপোঃ ॥ ৭ ॥
বসন্ত ইব মঞ্জর্য্যো বর্দ্ধন্তে শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
প্রক্ষীণচিত্তদর্পস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয়দ্বিষঃ ॥ ৮ ॥
পদ্মিন্য ইব হেমন্তে ক্ষীয়ন্তে ভোগবাসনাঃ ।
তাবন্নিশীথবেতালা বল্গন্তি হৃদি বাসনাঃ ॥ ৯ ॥
একতত্ত্বদৃঢ়াভ্যাসাৎ যাবৎ ন বিজিতং মনঃ ।
ভৃত্যোঽভিমতকর্ত্তৃত্বাৎ মন্ত্রী সৎকার্য্যকারণাৎ ॥ ১০ ॥
সামন্তশ্চেন্দ্রিয়াক্রান্তের্ম্মনো মন্যে বিবেকিনঃ ।
লালনাৎ স্নিগ্ধললনা পালনাৎ পাবনঃ পিতা ॥ ১১ ॥
সুহৃদুত্তমবিশ্বাসান্মনো মন্যে মনীষিণাম্ ।
স্বালোকিতঃ শাস্ত্রদৃশা বুদ্ধ্যান্তঃস্বানুভাবিতঃ ॥ ১২ ॥
প্রযচ্ছতি পরাং সিদ্ধিং ত্যক্ত্বাত্মানং মনঃ পিতা ।

মৃন্ময়োগ্রত্বাভ্যাং পুরীবিশেষণং স্বশরীরপুর্য্যাস্তদ্বিলক্ষণত্বেনোৎকর্ষপ্রতিপাদনার্থম্ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়াদিনিগ্রহস্য ফলান্যাহ আক্রান্তেত্যাদিনা ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

নিশীথপদেনাজ্ঞানান্ধকারোগমাতে ॥ ৯ ॥

স্বদেহনগরীসাম্রাজ্যে ভৃত্যমন্ত্রিসামন্তাদিকার্য্যং শুদ্ধং মন এব নির্ব্বাহয়তীত্যাহ ভৃত্য ইতি ॥ ১০ ॥

স্নিগ্ধা স্নেহবতী ললনা ভার্য্যা ॥ ১১ ॥

মনসঃ পিতৃত্বে হেত্বন্তরমপ্যাহ স্বালোকিত ইতি। শাস্ত্রদর্শিতয়া দেবতাদৃশা অনুল্লঙ্ঘ্য শাসনত্বেন চিন্মাত্রস্পন্দত্বেন চ স্বালোকিতঃ। বুদ্ধ্যা স্নেহবুদ্ধ্যা বিবেকবুদ্ধ্যা চ ॥ ১২ ॥

সুদৃষ্টঃ সুপরামৃষ্টঃ সুদৃঢ়ঃ সুপ্রবোধিতঃ ॥ ১৩ ॥
সুগুণে যোজিতোভাতি হৃদি হৃদ্যো মনোমণিঃ।
জন্মবৃক্ষকুঠারাণি তথোদর্কোদয়ানি চ ॥ ১৪ ॥
দিশত্যেবং মনোমন্ত্রী কর্ম্মাণি শুভকর্ম্মণি।
এবং মনো মণিং রাম বহুপঙ্ককলঙ্কিতম্ ॥ ১৫ ॥
বিবেকবারিণা সিদ্ধ্যৈ প্রক্ষাল্যালোকবান্ ভব।
ভবভূমিষু ভীমাসু বিবেককিকলোবসন্ ॥ ১৬ ॥
মা পতোৎপাতপূর্ণাসু বিবশঃ প্রাকৃতোযথা।

পরাং স্বাজ্জিতধনাদিলক্ষণাং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণাঞ্চ সিদ্ধিম্। আত্মানং দেহং মনোরূপঞ্চ ত্যক্ত্বা। সুদৃঢ় ইতি বিশেষণাৎ বজ্রমণিরিতি গম্যতে। আদৌ শাস্ত্রদর্শিতপরীক্ষাদৃশা সুদৃষ্টঃ খনিস্থানে ভাগ্যাদ্দৃষ্টশ্চ। ততঃপরং আচার্য্যসতীর্থাদিসহায়েন স্বানুভবপর্য্যন্তং সুপরামৃষ্টঃ সম্যক্ শাণোল্লেখনপরামৃষ্টশ্চ। ততো নিদিধ্যাসনেন সুদৃঢ়ো ঘনঘাতসহস্রাভেদ্যশ্চ। ততস্তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ সুপ্রবোধিতস্তেজোব্যঞ্জকরসক্ষালনসুপ্রবোধিতশ্চ ॥ ১৩ ॥

ততঃ সুগুণে পঞ্চমাদিভূমিকাভেদে যোজিতঃ শোভনগুণবতি স্বর্ণহারাদৌ যোজিতশ্চ। মণিরূপকপ্রস্তাবেপি রামস্যান্তরা মন্ত্রীসংকার্য্যকারণাদিতি প্রাগুক্তে সংকার্য্যবিশেষজিজ্ঞাসামুপলক্ষ্যাহ জন্মেতি। শুভকর্ম্মণি শাস্ত্রীয়ে প্রবৃত্তস্যেতি শেষঃ। অনর্থপরম্পরালক্ষণানাং জন্মবৃক্ষাণাং কুঠারাণি ছেদনকানি তথা উদর্কস্তদুত্তরফলভূতউদয়ো নিরতিশয়ানন্দাবির্ভাবো যেভ্যস্তথাবিধানি চ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যাদিসাক্ষাৎকারান্তানি কর্ম্মাণি সৎকার্য্যাণি দিশতি কারয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ইত্থং রামং সমাধায় প্রস্তুতং মণিরূপকমেবাবলম্ব্যোপসংহরতি এবমিতি। অথবা মণিমন্ত্রৌষধীনামচিন্ত্যপ্রভাবত্বাৎ মন্ত্রকার্য্যসিদ্ধিবৈচিত্র্যাণাং মণিনাপি সম্ভবাৎ মনোমণিরেব মন্ত্রীত্যুক্তঃ। তস্য চ জন্মবৃক্ষচ্ছেদোনিরতিশয়ানন্দোদয়শ্চ সিদ্ধিবৈচিত্র্যে ইতি তাৎপর্য্যেণ মণিরূপকানুসারেণৈব যোজ্যম্ ॥১৫॥

এবং বিবেকস্য নিরতিশয়শুভোদর্কতামুক্ত্বা মহানর্থোদর্কাৎ তৎপ্রমাদাৎ রামং বারয়তি ভবভূমিষ্বিত্যাদিনা ॥ ১৬ ॥

উৎ ঊর্দ্ধাৎ পাতয়ন্তীত্যুৎপাতা রাগাদয়স্তৈঃ পূর্ণাসু ॥ ১৭ ॥

সংসারমায়ামুদিতা মনর্থশতসঙ্কুলাম্ ॥ ১৭ ॥
মা মহামোহমিহিকা-মিমাং ত্বমবধারয়।
বিবেকং পরমাশ্রিত্য বুদ্ধ্যা সত্যমবেক্ষ্য চ ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্রিয়ারীনলং জিত্বা তীর্ণোভব ভবার্ণবাৎ।
অসত্যেব শরীরেস্মিন্ সুখদুঃখেষ্বসৎসু চ ॥ ১৯ ॥
দামব্যালকটন্যায়ো মা তে ভবতু রাঘব।
ভীমভাসদৃঢ়স্থিত্যা ত্বং যাস্যসি বিশোকতাম্ ॥ ২০ ॥

অয়মহমিতি নিশ্চয়োবৃথা য
স্তমলমপাস্য মহামতে স্ববুদ্ধ্যা।
যদিতরদবলম্ব্য তৎপদং ত্বং
ব্রজ পিব ভুংক্ষ্ব ন বধ্যসেমনস্কঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে মনঃসত্তাপ্রতিপাদনং নাম
চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

মাবধীরয় মহারোগমিব নোপেক্ষয়াবমংস্থা ইত্যর্থঃ। প্রস্তুতমিন্দ্রিয়ারিজয়োপায়োপদেশমুপসংহরতি বিবেকমিতি ॥ ১৮ ॥

নন্থু উৎপত্তিপ্রকরণে দেহেন্দ্রিয়াদীনামসত্বমুপপাদিতং তৎ কুতোত্র তজ্জয়োপায় উপদিশ্যতে তত্রাহ অসত্যেবেতি ॥ ১৯ ॥

তত্বদৃশা অসত্বেপি মোহদৃশা তৎসত্বস্যানুভবিকত্বাদচিকিৎসনে বাসনাদার্ঢ্যেন দামব্যালকটন্যায়েনানর্থপ্রাপ্তির্দুর্ব্বারা বিবেকাদ্যভ্যাসেন তচ্চিকিৎসনে তু ভীমভাসদৃঢ়ন্যায়ান্নানর্থপ্রাপ্তিরিত্যাহ দামেতি ॥ ২০ ॥

অয়ং দৃশ্যভূতোদেহাদিরেবাহমিতি যো বৃথা নিশ্চয়ো মিথ্যাভিমানস্তং স্ববুদ্ধ্যা স্বতত্বনিশ্চয়েন অলমপাস্য যদিদং বস্তু ন ইতরৎ প্রত্যগেকরসং তদেবাবলম্ব্য তৎস্বভাবেন স্থিতত্বাদমনস্কঃ সন্ ব্রজনাদিব্যবহারং কুর্ব্বন্নপি ন বধ্যসে মুক্ত এবাসীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অস্মিন্ বিহরতো লোকে লোকারামস্য ধীমতঃ ।
শ্রেয়সে তিষ্ঠতো নিত্যমুক্তমার্থাভিধায়িনঃ ॥ ১ ॥
দামব্যালকটন্যায়ো মা তে ভবতু রাঘব ।
ভীমভাসদৃঢ়স্থিত্যা ত্বং বিশোকো ভবেতি চ ॥ ২ ॥

রাম উবাচ ।

দামব্যালকটন্যায়ো মা তে ভূদিত্যুদাহৃতম্ ।
[illegible] ভবতাপাপহারিণা ॥ ৩ ॥
ভীমভাসদৃঢ়স্থিত্যা ত্বং বিশোকো ভবেতি চ ।
এতেন কিমুক্তং ভবতা ভবতাপাপহারিণা ॥ ৪ ॥

সেনাপতীনাং ত্রিতয়ৈঃ শম্বরস্যাত্র সূদনম্ ।
দামব্যালকটোৎপত্তিস্তজ্জয়াশা চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

নির্ব্বাসনস্যাপি শনৈর্ব্বাসনাসঞ্চয়েন দেহাদ্যভিমানজননে জন্মমরণপরম্পরা ভবতি কিং পুনর্ব্বিবেকবিরলবাসনস্যেতি কৈমুতিকন্যায়প্রদর্শনমুখেন ঈষদাত্মব্যুৎপন্নানামলব্ধপূর্ণনিষ্ঠানাং মন্দমধ্যমাধিকারিণাং বাসনোচ্ছেদপ্রযত্নদার্ঢ্যাবশ্যকতাপ্রদর্শনপরাং দামব্যালকটাখ্যায়িকাং বিবক্ষুর্ব্বশিষ্ঠো রামস্য তচ্ছুশ্রূষোৎপাদনায়োক্তমেব বিবিচ্য পুনরনুবদতি অস্মিন্নিতি দ্বাভ্যাম্। লোকা জনা আরমন্তে বিশ্রাম্যন্ত্যস্মিন্নিতি লোকারামস্তস্য তে যত্নং তিষ্ঠতঃ অনুতিষ্ঠতঃ উত্তমান্ শমদমাদ্যর্থানভিধত্তে স্বাত্মনি প্রকাশয়তি তচ্ছীলস্য ॥ ১ ॥

দামব্যালকটন্যায়ো মাভূদিতি ভীমভাসদৃঢ়স্থিত্যা বিশোকো ভবেতি চ উদাহৃতং প্রাগিতি শেষঃ ॥ ২ ॥

এবং পুনরনুবাদেনোত্থাপিতজিজ্ঞাসো রামস্তদুভয়োক্তের্ব্বিস্তরং পৃচ্ছতি দামেত্যাদিনা ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

উদারয়ৈতয়া শুদ্ধং সম্প্রবোধয় মাং গিরা।
ঘনস্তাপাপহারিণ্যা প্রাবৃষীব কলাপিনম্॥ ৫॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

দামব্যালকটন্যায়ং ভীমভাসদৃঢ়স্থিতিম্।
শৃণু রাঘব তচ্ছ্রুত্বা যদিষ্টং তৎ সমাচর॥ ৬॥
আসীৎ পাতালকুহরে সর্ব্বাশ্চর্য্যমনোরমে।
শম্বরোনাম দৈত্যেন্দ্রো মায়ামণিমহার্ণবঃ॥ ৭॥
আকাশনগরোদ্যান-রচিতাম্বরমন্দিরঃ।
কৃত্রিমোত্তমচন্দ্রার্কভূষিতাত্মীয়মণ্ডলঃ॥ ৮॥
শিলাশকলসম্ভূত পদ্মাদ্যৈরমরাচলঃ।
অনন্তবিভবারম্ভ পরিপূরিতদানবঃ॥ ৯॥
গৃহরত্নাঙ্গনাগেয় জিতামরবধূধ্বনিঃ।
চন্দ্রবিম্বকলাপূর্ণক্রীড়োপবনপাদপঃ॥ ১০॥
ফুল্লনীলোৎপলব্যূহ করালরমণালয়ঃ।
রত্নহংসধ্বনাহূত হেমাম্বুরুহসারসঃ॥ ১১॥
হেমপাদপশাখাগ্র কৃতাম্ভোরুহকুট্মলঃ।

এতয়া এতৎকথাদ্বয়বর্ণনরূপয়া। ঘনোমেঘঃ। কলাপিপক্ষে সম্প্রবোধন-মুল্লাসনম্॥ ৫॥ ৬॥

মায়ালক্ষণানাং মণীনাং মহার্ণব ইবাকর ইত্যর্থঃ॥ ৭॥

তমেব প্রপঞ্চয়তি আকাশেত্যাদিনা। আকাশকল্পিতে নগরে উদ্যানেষু রচিতান্যম্বরমন্দিরাণি যেন। শিলাশকলানীব সম্ভূতৈঃ সুলভৈঃ পদ্মাদ্যৈঃ পদ্মরাগাদ্যৈর্ম্মণিভির্নিধিশ্চ অমরাচলো মেরুরিব সম্পন্নঃ॥ ৮॥ ৯॥

গৃহে রত্নভূতানামঙ্গনানাং গেয়ৈর্গীতৈর্জ্জিতা অমরবধূনাং অপ্সরসাং বা ধ্বনয়ো গীতিসম্পদো যস্য॥ ১০॥

ফুল্লৈর্নীলোৎপলব্যূহৈঃ করালঃ কান্তিভয়ঙ্করো রমণালয়ঃ ক্রীড়াগৃহং যস্য। ধ্বননং ধ্বনো ধ্বনিস্তেনাহূতঃ॥ ১১॥ ১২॥

সমস্তদৈত্যসামন্ত বন্দিতোগ্রানুশাসনঃ ॥ ১৯ ॥
মহাভুজবনচ্ছায়াবিশ্রান্তাসুরমণ্ডলঃ ।
সর্ব্ববুদ্ধিগণাধার রত্নমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ২০ ॥
তস্যোৎপাদিতদেবস্য কঠিনোড্ডামরাকৃতেঃ ।
বভূব বিপুলং সৈন্যমাসুরং সুরনাশনম্ ॥ ২১ ॥
তস্মিন্ মায়াবলে সুপ্তে দেশান্তরগতে তথা ।
তৎ সৈন্যং তরসা জঘ্নুশ্ছিদ্রং প্রাপ্য কিলামরাঃ ॥ ২২ ॥
অথ শম্বরদৈত্যেন মুক্তক্রোধক্রমাদয়ঃ ।
রক্ষার্থমথ সামন্তাঃ স্বসেনাসু নিয়োজিতাঃ ॥ ২৩ ॥
তানপ্যন্তরমাসাদ্য জঘ্নুর্দ্দেবা ভয়ানকাঃ ।
ব্যোমান্তরগতাঃ শ্যেনাঃ কলবিঙ্কানিবাকুলান্ ॥ ২৪ ॥
সেনাপতীন্ পুনশ্চান্যাং শ্চকারাসুরসত্তমঃ ।
চপলানুদ্ভটারাবাংস্তরঙ্গানিব সাগরঃ ॥ ২৫ ॥
দেবাস্তানপি তস্যাশু জঘ্নুস্তেন স কোপবান্ ।
জগামামরনাশায় পরিপূর্ণং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২৬ ॥
তস্মাদ্ভয়ায়য়া ভীতাঃ সুরাস্তেন্তর্দ্ধিমায়য়ুঃ ।
মেরুকাননকুঞ্জেষু মৃগা গৌরীহরেরিব ॥ ২৭ ॥
ক্রন্দৎক্ষুদ্রামরগণং বাষ্পক্লিন্নাপ্সরোমুখম্ ।
শূন্যং দদর্শ স স্বর্গং কল্পক্ষীণজগৎসমম্ ॥ ২৮ ॥

বনগ্রহণাদিচ্ছয়া মায়িকসহস্রায়ুতাদিভুজসম্পত্তির্গম্যতে ॥ ২০ ॥

তস্য শম্বরস্য। কঠিনা দুঃসহা উড্ডামরা ভীষণা নভশ্চরী বা আকৃতির্যস্য ॥ ২১ ॥

মায়া বলং যস্য তথাবিধে তস্মিন্ মগ্নে ॥ ২২ ॥

সামন্তাঃ সেনাপতয়ঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

পরিপূর্ণং দেবৈরিত্যর্থাদ্গম্যতে ॥ ২৬ ॥

গৌরীহরের্গৌরীবাহনসিংহাৎ ভীতা মৃগা ইব ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

বিহরন্ কুপিতস্তত্র লক্ষ্মমাহৃত্য সুন্দরম্ ।
লোকপালপুরীং দগ্ধ্বা জগামাত্মীয়মালয়ম্ ॥ ২৯ ॥
এবং দৃঢ়তরীভূতে দ্বেষে দানবদেবয়োঃ ।
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য দিক্ষু জগ্মুরদর্শনম্ ॥ ৩০ ॥
অথ শম্বরদৈত্যেন যে যে সেনাধিনায়কাঃ ।
ক্রিয়ন্তে বহুতস্তাংস্তু জঘ্নুর্বদ্ধপরাঃ সুরাঃ ॥ ৩১ ॥
যাবদুদ্বেগমায়াতঃ শম্বরঃ কোপবান্ ভৃশম্ ।
স্বর্গৌকিমাক্রমনন ইব জজ্বাল সোচ্ছ্বসন্ ॥ ৩২
ত্রৈলোক্যমপি চান্বিষ্য ন দেবাঁল্লব্ধবানথ ।
পরেণাপি প্রযত্নেন নিধানমিব দুষ্কৃতী ॥ ৩৩ ॥
সসর্জ মায়য়া ঘোরানসুরাংস্ত্রীন্ মহাবলান্ ।
বলরক্ষার্থমুদিতান্ কালান্মূর্ত্তীনিব স্থিতান্ ॥ ৩৪ ॥
নির্ম্মিতা মায়য়া ভীমা বনপাদপবাহিনঃ ।
উদগুস্তে মহামায়াঃ পক্ষক্ষুব্ধা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
দামোব্যালঃ কটশ্চেতি নামভিঃ পরিলাঞ্ছিতাঃ ।
যথাপ্রাক্তৈকক্তারশ্চেতনাগাত্রধর্ম্মিণঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বর্গে লুণ্ঠনেন লক্ষ্মীং সুন্দরং রত্নাদি আহৃত্য আদায় ॥ ২৯ ॥

অদর্শনমন্তর্দ্ধানম্ ॥ ৩০ ॥

তাংস্তান্ জঘ্নুঃ যাবচ্ছম্বর উদ্বেগমায়াতঃ সন্ জজ্বালেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥

সোচ্ছ্বসন্নিতি সোচি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সোর্লোপঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

বলং সৈন্যং তস্য রক্ষার্থমুদিতানুত্থাপিতান্। কালান্ ভূতো ভবিষ্যন্ বর্ত্তমান ইতি ত্রিধা প্রসিদ্ধান্ ॥ ৩৪ ॥

বনমিব পাদপান্ বহন্তি তচ্ছীলানিত্যদ্রিপক্ষে ॥ ৩৫ ॥

দময়তি শত্রূনিতি দমঃ স এব দামঃ। ব্যাল ইব বেষ্টয়তি পরানিতি ব্যালঃ। কটত্যাবৃণোতি পরাস্ত্রেভ্যঃ স্বানিতি কটঃ। ইতি ব্যুৎপত্ত্যান্বর্থৈর্নামভিঃ পরিলাঞ্ছিতা অঙ্কিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অভাবাৎ কর্ম্মণাং তে চ প্রাক্তনা ন চ বাসনাঃ।
নির্ব্বিকল্পকচিন্মাত্র পরিস্পন্দৈকধর্ম্মকাঃ॥ ৩৭॥
কর্ম্মজীবকলাং তন্বীমসারাঞ্চ মনোভিদাম্।
অপুষ্টাং কৃত্রিমামন্তশ্চোদয়োদয়মাগতাঃ॥ ৩৮॥
তে হ্যন্ধপারম্পর্য্যেণ কাকতালীয়বদ্ভুটাঃ।
প্রকৃতামনুবর্ত্তন্তে ক্রিয়ামুজ্ঝিতবাসনাঃ॥ ৩৯॥

পূর্ব্বোভাগেষু কোতিশয়ে হেতুস্তমাহ অভাবাদিত্যাদিনা। তে দামাদয়ঃ প্রাক্তনাঃ পূর্ব্বসিদ্ধজীবা ন ন চ বাসনাস্তেষাং সন্তি। কুতঃ কর্ম্মণাং ধর্ম্মাদীনামভাবাৎ কিন্তু নির্ব্বিকল্পকো ভয়শঙ্কাপলায়নাদিবিকল্পশূন্যো যশ্চিন্মাত্রসন্নিধাননিমিত্তদেহপরিস্পন্দস্তদেকধর্ম্মকাঃ॥ ৩৭॥

নতু যদি তেষাং কর্ম্মকামবাসনা ন সন্তি তর্হি জন্মবীজাভাবাজ্জন্মৈব ন স্যাৎ। যদি চ বীজাভাবেপি জন্ম স্যাৎ তর্হি মুক্তানামপি পুনর্জ্জন্মস্যাদিতি। তথাচ অগ্রেপি বক্ষ্যতি—বিদ্যতে বাসনা যত্র তত্র সায়াতিপীনতামিতি। অতোহসঙ্গতংকর্ম্মাদ্যভাববচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মজীবকলামিতি। নৈতে স্বতন্ত্রা জীবাঃ কিন্তু অন্তশ্চোদয়তি প্রেরয়তীত্যন্তশ্চোদা অন্তর্যামি চিৎ তয়া নিমিত্তভূতয়া কর্ম্মজীবস্য শম্বরস্য কলাং কৌশলরূপাং তন্বীমল্পপরিমাণামপুষ্টাং কর্ম্মবাসনাদ্যনুপচিতাং কৃত্রিমাং মায়াকল্পনারূপামতএবাসারাং ভোগসারশূন্যাং মনোভিদাং সগসঙ্কল্পবৃত্তিমাদায় উদয়মাবির্ভাবমাগতাঃ। তথাচৈন্দ্রজালিকসৃষ্টপুরুষান্তরাণামিব স্বতন্ত্রকর্ম্মাভাবেপ্যাবির্ভাবলক্ষণং জন্মোপপদ্যত ইতি ভাবঃ। অথবা বিপশ্চিদুপাখ্যানবক্ষ্যমাণন্যায়েন শম্বরজীবস্যৈবাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবদন্তশ্চাদ্বহিশ্চ বিভাগাৎ কর্ম্মজীবস্য কলামংশভূতাং তত্র কর্ম্মবাসনাদীনামত্যল্পত্বাদপুষ্টাং মনো মনঃ প্রায়াং কৃত্রিমাং ভিদাং প্রাপ্য দেহাদ্যুপাধ্যুদয়াদুদয়ং জন্ম আগতাঃ প্রাপ্তাঃ। তথাচ যোগিদেহভেদবচ্ছম্বরকামকর্ম্মবাসনাবীজবশাদেবৈষাং জন্মসিদ্ধের্ন পৃথক্ তদপেক্ষাস্তি। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। যোগিনাং দেহভেদে তত্ত্বজ্ঞানেন বাধিতত্বান্ন প্রতিশরীরং কামাদিজন্মবীজোপচয়ো দামব্যালকটাদিদেহে ত্বজ্ঞত্বাৎ তদুপচয়ে জন্মপরম্পরাপ্রাপ্তিরিতি ন কাচিদনুপপত্তিরিতি ভাবঃ॥ ৩৮॥

অতএব যোগিবদেব তেষাং যাবদ্বাসনোপচয়ং ব্যবহার ইত্যাহ তে হীতি॥৩৯

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ।

—— (০) ——

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইতি নির্ণীয় দৈত্যেন্দ্রো দামব্যালকটান্বিতাম্ ।
সেনাং সংগ্রাময়ামাস ভূতলে দেবনাশিনীম্ ॥ ১ ॥
দৈত্যাঃ সাগরকুঞ্জেভ্যঃ কন্দরেভ্যশ্চ সাদ্রিণাঃ ।
উদগুর্ভীমনির্হ্রাদাঃ সপক্ষগিরিলীলয়া ॥ ২ ॥
রোদসী কোটরং হস্তপ্রহারহতভাস্করম্ ।
দানবাঃ প্ররয়ামাসুর্দামব্যালকটৈর্ধিতাঃ ॥ ৩ ॥
অথোদগুর্নিকুঞ্জেভ্যঃ কন্দরেভ্যঃ সুরাচলাৎ ।
প্রলয়াম্ভ ইবাক্ষুব্ধা ভীমাঃ স্বর্ব্বাসিনাং গণাঃ ॥ ৪ ॥
দেবাসুরপতাকিন্যোস্তদ্যদ্ধমভবত্তয়োঃ ।
অকালোল্বণকল্পান্ত ভীষণং ভুবনান্তরে ॥ ৫ ॥
পেতুঃ প্রলয়পর্য্যস্তচন্দ্রার্কা ইব দীপ্তয়ঃ ।

দামব্যালকটাদীনামুদ্ভূতানাং রসাতলাৎ ।
দৈবতৈঃ সহ সংগ্রামো বর্ণ্যতেত্র মহোদ্ভটঃ ॥ ১ ॥

ইতি বিজেষ্যতে ইত্যাদিপূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ১ ॥

সাগরেভ্যো বেলাবনকুঞ্জেভ্যো গিরিকন্দরেভ্যশ্চ যথামার্গলাভং উদগুঃ ঊর্দ্ধং নিশ্চক্রমুঃ ॥ ২ ॥

হস্তপ্রহারৈর্হতো নিস্তেজস্কঃ কৃতো ভাস্করো যস্মিংস্তথাবিধং রোদস্যো-র্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ কোটরমন্তরালাকাশম্। দামব্যালকটৈরেধিতা বর্দ্ধিতাঃ ॥৩॥

উদগুর্ন্মূর্দ্ধায়েতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

অকালে উল্বণো দুঃসহঃ কল্পান্তঃ প্রলয় ইব ভীষণম্ ॥ ৫ ॥

কুণ্ডলোদ্দ্যোতিতেজোভিঃ পীতভূমাংসি শিরাংসি প্রলয়পর্য্যস্তচন্দ্রার্কাদী-প্তয় ইব কবন্ধাৎ পেতুঃ ॥ ৬ ॥

শিরাংসি কুণ্ডলোদ্দ্যোত-তেজঃপীততমাংস্যথ ॥ ৬ ॥
জুঘূর্ণুর্ভটনির্ম্মুক্ত সিংহনাদবিরাবিতাঃ ।
প্রলয়ানিলসম্পূরৈঃ স্ফুটহাসা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥
রেণুঃ শৈলশিলাতুল্য হেতিঘাতাস্তভিত্তয়ঃ ।
কুলাচলতটাভীরুবিশ্রান্তহরিমণ্ডলাঃ ৮ ॥
চেরুঃ পরস্পরাঘাত হতহেতিসমুত্থিতাঃ ।
লোহানলকণাঃ কল্প-বিশীর্ণা ইব তারকাঃ ॥ ৯ ॥
বিনেদূরক্তকুম্ভৌঘ পূর্ণে কার্ণবতীরগাঃ ।
কল্পতালবদুত্তালা বেতালাস্তালতালিতাঃ ॥ ১০ ॥
প্রস্ফুরদ্রুধিরাসার শান্তপাংশুপয়োধরে ।
ব্যোম্নি হেতিহতক্ষুণ্ণা মৌলিকুণ্ডলকোটয়ঃ ॥ ১১ ॥
বভূবুর্ভাস্করাকারৈঃ কল্পভূরুহধারিভিঃ ।
প্রহারনলিতাদ্রাদ্রৈর্দৈত্যৈর্নির্ব্বিবরা দিশঃ ॥ ১২ ॥
অস্যুজ্জ্বলনিপ্রান্ত বাতপাতিতভিত্তয়ঃ ।
কণপ্রকরতাং শৈলাঃ কল্পাগ্নিদলিতা ইব ॥ ১৩ ॥

প্রলয়ানিলানাং সম্পূরৈর্ঝঞ্ঝাপবাতৈঃ স্ফুটনং স্ফুটঃ । ঘঞর্থে কবিধানাৎ কঃ । স এবাস্তরধাতুবৈচিত্র্যাদস্থিপ্রকাশসাম্যাৎ হাসো যেষাম্ ॥ ৭ ॥

ভীরবঃ অতএব বিশ্রান্তা অন্তর্নিলীনা হরিমণ্ডলাঃ সিংহসমূহা যেষু তথাবিধাঃ শৈলশিলাসদৃশহেতীনাং ঘাতৈরস্তভিত্তয়ো ভগ্নবপ্রাঃ কুলাচলানাং হিমবদাদীনাং তটাঃ । রেণুঃ দধ্বনুঃ । রণতেলিট্ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

কল্পঃ সম্বর্ত্তস্তদীয়োৎপাতভূততালবৃক্ষবদুত্তালাঃ প্রাংশবো বেতালাস্তালৈঃ করতালৈস্তালিতাঃ নর্ত্তনে সঞ্জাততালাঃ ॥ ১০ ॥

শান্তাঃ পয়োধরা ইব পাংসবো যস্মিন্ ব্যোম্নি মৌলিকুণ্ডলকোটয়ো-ভাস্করাকারৈরুপলক্ষিতা বভূবুরিতি দেহলীদীপন্যায়েন সম্বধ্যতে ॥ ১১ ॥

প্রহরণায়োৎপাটিতকল্পভূরুহধারিভিঃ ॥ ১২ ॥

অসিপ্রান্তলক্ষণৈর্ব্বাতৈর্ঝঞ্ঝাপবনৈঃ পাতিতা ভিত্তয়ো বপ্রাণি যেষাম্ ।

দেবাস্তে চ সমাজগ্মু রশ্মমৈর্ধিতা ইব।
অসুরানস্ত্রবিভ্রষ্টান্ জলদানিব বায়বঃ ॥ ১৪ ॥
জগৃহুস্তানথাক্রম্য জরঠাখূনিবৌতবঃ।
তেঽপি তান্ জগৃহুর্মত্তানৃক্ষা রূঢ়ানিব দ্রুমান্ ॥ ১৫ ॥
দোর্ব্বৃক্ষবিলসদ্ধেতি কুসুমাঃ শস্ত্রপল্লবাঃ।
রেজুঃ সুরাসুরাঃ ফুল্লা বনলোলা ইব দ্রুমাঃ ॥ ১৬ ॥
অন্যোন্যং পূরয়ামাসুঃ শস্ত্রপূরৈর্দ্দিশোদশ।
বনানি কুসুমব্রাতৈঃ সুমেরাবিব মারুতঃ ॥ ১৭ ॥
ঘোরং সমভবদ্‌যুদ্ধং দেবদানবসেনয়োঃ।
রোদোরন্ধ্রোদুম্বরান্তর্ম্মহামশকসঞ্চয়োঃ ॥ ১৮ ॥
অথোদপতদুত্তালৈর্লোকপালেভমণ্ডলৈঃ।
কল্পাভ্রস্ফূর্জ্জিতাকারো দারুণঃ সমরারবঃ ॥ ১৯ ॥
পিণ্ডগ্রহণেন নভসি ভূভাগমিব কুট্টিমম্।
মুষ্টিগ্রাহ্যোমহামেঘ মন্থরোদরপীবরঃ ॥ ২০ ॥

ক্ষণপ্রকরতাং চূর্ণসমূহতাম্ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

তানসুরান্ জরঠাখূন্ বৃদ্ধমূষকান্ ওতবো মার্জ্জারা ইব তে অসুরাস্তান্ দেবান্ দ্রমান্ রূঢ়ানারূঢ়ান্ মত্তান্ প্রমত্তপুরুষান্ ঋক্ষা ভল্লুকা ইব জগৃহুঃ ॥ ১৫ ॥

দোর্লক্ষণেষু বৃক্ষেষু বিলসন্তো হেতয়ঃ শস্ত্রাণ্যেব কুসুমানি যেষাম্ ॥১৬॥১৭

রোদোরন্ধ্রুরূপো য উদুম্বরান্তঃপ্রদেশস্তত্র মহামশকসঙ্ঘপ্রায়য়োর্দ্দেবদানবসেনয়োঃ ॥ ১৮ ॥

ইদানীং দিগ্‌গজাদিপ্রযুদ্যমানজনরণকোলাহলং বর্ণয়তি অথেত্যাদি-সপ্তভিঃ ॥ ১৯ ॥

পিণ্ডগ্রহেণ ঘনীভাবস্বীকারেণ নভসি কুট্টিমং ভূভাগমিব কুর্ব্বাণ ইতি শেষঃ। ক্বচিৎ প্রদেশে মুষ্টিগ্রাহ্য ইব ক্বচিৎ চ মেঘানাং মন্থরং জলভার-মন্থরমুদরমিব পীবরো গম্ভীর ইতি যাবৎ ॥ ২০ ॥

রথসম্পাতসম্পিষ্টশস্ত্রশৈলরটন্নটঃ।
ক্রটদ্ধৃদয়নিঃসত্ত্ব কর্কশাক্রন্দঘর্ঘরঃ॥ ২১॥
প্রলয়প্রত্যয়োল্লাসি কল্পান্তারাববৃংহণঃ।
দ্বাদশাদিত্যসংঘট্ট দ্রবৎকাঞ্চনপর্ব্বতঃ॥ ২২॥
ব্রহ্মাণ্ডকুণ্ডসঙ্ঘট্টাৎ পরাবৃত্ত্যা চ নির্গতঃ।
মহাস্রোতঃ পয়ঃপূরঃ সত্ত্বাহত ইবাকরঃ॥ ২৩॥
চঞ্চৎসপক্ষশৈলেন্দ্র পক্ষপাতচলদ্ধ্বনিঃ।
কঠিনাপূরণোদ্ধূতস্ফুটচ্ছৈলেন্দ্রকন্দরঃ॥ ২৪॥
মন্দরোদ্ধূতদুগ্ধাব্ধি সংক্ষোভসদৃশাঙ্গকঃ।
রত্তিশ্রুদ্ঘুংঘুমাস্ফোট ঘটিতদ্বীপজন্তুভূঃ॥ ২৫॥
সেনয়োঃ ক্ষুব্ধয়োরাসীত্যুদ্ধমুদ্ধতদানবম্।
নিষ্পিষ্টনগরগ্রাম গিরিকাননমানবম্॥ ২৬॥

রথসম্পাতেন সম্পিষ্টৈঃ শস্ত্রৈঃ শৈলেষু রটন্ নট ইব তাললয়ানুসারী। ক্রটদ্ধৃদয়ানাং নিঃসত্ত্বানাং কর্কশাক্রন্দৈর্ঘর্ঘরঃ। ২১॥

প্রলয়স্য প্রত্যয়ৈঃ কারণৈরগ্নিবায়্বাদিভিরুল্লাসী যঃ কল্পস্য ব্রহ্মাহ্নোঽন্তে প্রসিদ্ধ আরাবস্তস্য বৃংহণঃ প্রতিগর্জ্জনপ্রায়ঃ। দ্বাদশাদিত্যানাং সঙ্ঘট্টনেন মেলনেন দ্রবন্ যঃ কাঞ্চনপর্ব্বতস্তদীয়শব্দ ইবেত্যর্থঃ॥ ২২॥

সঙ্ঘট্টাদিতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী। সংঘট্টং প্রাপ্য পরাবৃত্ত্যা চ-কারেণ স্বস্থানাৎ চ নির্গতঃ সত্ত্বৈঃ প্রাণিভিরাহতঃ আকরঃ সত্ত্বাকরঃ মহাস্রোতসঃ পয়ঃপূরধ্বনিরিব॥ ২৩॥

চঞ্চতাং চলতাং সপক্ষশৈলেন্দ্রাণাং পক্ষবাতেনেব চলন্ ধ্বনির্যত্র। কঠিনৈর্দুঃশ্রবৈরাপূরণৈরুদ্ধূতা উদ্বিগ্নাঃ স্ফুটন্তঃ শ্রোত্রপ্রায়াঃ শৈলেন্দ্রকন্দরাঃ যেন॥ ২৪॥

অমৃতার্থং মথনে মন্দরেণোদ্ধূতস্য দুগ্ধাব্ধেঃ সংক্ষোভধ্বনিনা সদৃশমঙ্গং স্বরূপং যস্য। তত্রৈবামৃতোৎপত্তৌ রত্যা তদাসক্ত্যা শৃণ্বন্তি যে দেবাসুরাস্তেষাং হর্ষোৎকর্ষে ঘুঙ্ঘুমা ইব ধ্বনন্ত আস্ফোটা ভুজাস্ফালনশব্দাস্তৈর্ঘটিতা ব্যাপ্তাঃ সপ্তদ্বীপলক্ষণা জন্তুভুবঃ প্রাণ্যাবাসা যেন॥ ২৫॥

মহাহেতিশতচ্ছিন্ন দানবাচলপূর্ণদিক্।
অন্যোন্যাহতহেত্যাদিচূর্ণপূর্ণাম্বরোদরম্ ॥ ২৭ ॥
ভুশুণ্ডীমণ্ডলাস্ফোট স্ফুটন্মেরুশিরঃ শতম্।
শরমারুতনির্লূন দৈত্যদেবমুখাম্বুজম্ ॥ ২৮ ॥
চক্রাবর্ত্তশতভ্রান্ত দেবদৈত্যজরত্তৃণম্।
সেনাপ্রহারকল্লোল বলনাবলিতাম্বরম্ ॥ ২৯ ॥
হেত্যুগ্রবাতনিষ্পিষ্ট পতদ্বৈমানিকব্রজম্।
অস্ত্রোদিতাব্ধিবার্য্যোঘ প্লাবিতব্যোমপত্তনম্ ॥ ৩০ ॥
বহন্মহাস্ত্রপাতাসি শূলশক্তিনদীশতম্।
শৈলপক্ষোদ্ভটাস্ফোট লুঠদ্ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপম্ ॥ ৩১ ॥
দৈত্যপার্ষ্ণিপ্রহারৌঘ পতল্লোকেশপত্তনম্।
নারীহলহলারাব রণৎকঙ্কণমন্দিরম্ ॥ ৩২ ॥
লুঠদ্দৈত্যবলোদ্ধূত মত্তাস্ত্রৌঘজলান্বিতম্।
রক্তধৌতনরৌঘোগ্র মুক্তনাদদ্রবজ্জনম্ ॥ ৩৩ ॥
লোকপানীকপাম্ভোজচ্ছন্নাচ্ছন্নযমান্বিতম্।
পুনঃ সুরাসুরৈর্ঘাতৈর্দৃষ্টসৈন্যকুলাকুলম্ ॥ ৩৪ ॥

ইত আরভ্য আসর্গসমাপ্তেযুদ্ধমেব বর্ণয়তি সেনয়োরিত্যাদিনা ॥ ২৬-॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

হেতয় এবোগ্রবাতাস্তৈর্নিষ্পিষ্টাঃ পতন্তশ্চ বৈমানিকব্রজা যত্র। অস্ত্রৈর্বারুণাস্ত্রাদিভিরুদিতস্থাব্ধের্বার্য্যোঘৈঃ প্লাবিতানি ব্যোমপত্তনান্যমরাবত্যাদীনি যত্র ॥ ৩০ ॥

শৈলানাং পক্ষেষু পার্শ্বেষু উদ্ভটৈরাস্ফোটৈর্লুঠন্ কম্পমানো ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপো যত্র ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

লোকপানামিন্দ্রাদীনামনীকপাঃ সেনানায়কাস্তল্লক্ষণেষম্ভোজেষু ভ্রমর ইব কদাচিৎ মৃতানাং প্রাণহরণায় ছন্নঃ কদাচিৎ যুদ্ধার্থমচ্ছন্নঃ প্রকটশ্চ যো-যমস্তেনান্বিতম্। পলায়নকালে ঘাতৈঃ প্রহারৈঃ পুনঃ পরাবৃত্য দৃষ্টেনার্থাৎ

সপক্ষপর্ব্বতাকার দানবাদ্রিগমাগমৈঃ।
বহচ্ছবশবাশব্দ ভূরিভাঙ্কারভীষণম্ ॥ ৩৫ ॥
আয়ুধাগ্রবিভিন্নোগ্র দৈত্যপর্ব্বতনির্ঝরৈঃ।
রক্তৈররুণিতাশেষ বসুধার্ণবপর্ব্বতম্ ॥ ৩৬ ॥
উৎসন্নরাষ্ট্রনগর বিপিনগ্রামগহ্বরম্।
ধৃতাসংখ্যাসুরেভাশ্বমনুষ্যশবপর্ব্বতম্ ॥ ৩৭ ॥
মুক্তালোলানলনারাচ রাজিরোচিতবারণম্।
মুষ্টিপ্রহারপিষ্টাংস মত্তৈরাবণবারণম্ ॥ ৩৮ ॥
কল্পাভ্রপটলাসার ধারাদলিতপর্ব্বতম্।
মহাশনিবিনিষ্পেষ পিষ্টোড্ডীনকুলাচলম্ ॥ ৩৯ ॥
কুপিতাগ্নিজ্বলজ্জ্বালা জালজ্বলিতদানবম্।
একাঞ্জলিপুটানীত সমুদ্রোৎসাদিতানলম্ ॥ ৪০ ॥
চণ্ডদৈত্যাতিসম্ভার শিলীকৃতমহাজলম্।
বনব্যূহেন্ধনাগ্ন্যর্চ্চিদ্রাবিতাম্বুশিলোচ্চয়ম্ ॥ ৪১ ॥
তন্দ্রানির্ম্মিতদুর্ব্বার তমঃ কল্পান্তরাত্রিকম্।
মায়াসূর্য্যগণোদ্দ্যোতৈঃ পাতাতনুতমঃপটম্ ॥ ৪২ ॥
মায়াগ্নিবর্ষনিষ্পীত কল্পাভ্রঘনবর্ষণম্।

প্রহরতা সৈন্যকুলেনাকুলম্ ॥ ৩৪ ॥

শবশবেত্যনুকরণশব্দরূপৈর্ভূরিভির্ভাঙ্কারৈর্ভীষণম্ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

ধৃতা অসংখ্যাসুরেভাশ্বমনুষ্যশবা যৈস্তথাবিধাঃ পর্ব্বতা মের্ব্বাদয়ো যত্র ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

কুপিতাগ্নীতি দেবপরাক্রমঃ। একাঞ্জলীত্যসুরপরাক্রমঃ ॥ ৪০ ॥

চণ্ডৈর্দ্দৈত্যৈঃ শৈলশিলাদ্যতিসম্ভারৈঃ প্রক্ষিপ্তৈঃ শিলীকৃতঃ মহান্ জলধিরিতি জ[illegible]ধির্যত্রেতি দৈত্যপরাক্রমঃ। বনব্যূহলক্ষণেন্ধনপ্রযুক্তাভিরগ্ন্যর্চ্চির্ভির্দ্রাবিতা অতএবাম্বুপ্রায়াঃ শিলোচ্চয়া যত্রেতি দেবপরাক্রমঃ। এবমগ্রেপি যথাযোগ্যং বোধ্যম্ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

সসীৎকারাগ্নিবমন শস্ত্রসঙ্ঘট্টবর্ষণম্ ॥ ৪৩ ॥
বজ্রবর্ষাস্ত্রনির্দ্ধূত শৈলবর্ষাস্ত্রসম্ভ্রমম্।
নিদ্রাবোধাস্ত্রযুদ্ধাঢ্যং সংঘর্ষাবগ্রহাশ্রয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
বহৎক্রকচবৃক্ষাস্ত্রং জলাগ্ন্যস্মরণাঙ্কিতম্।
ব্রহ্মাস্ত্রযুদ্ধবিষমন্তমস্তেজোস্ত্রসারিতম্ ॥ ৪৫ ॥
অস্ত্রোদ্গীর্ণায়ুধানীক নীরন্ধ্রসকলাম্বরম্।
শিলাবর্ষাস্ত্রদলিতংবহ্নিবর্ষাস্ত্রভাস্বরম্ ॥ ৪৬ ॥
পতাকাস্পৃষ্টশশিকৈশ্চক্রচীৎকারগর্জ্জিতৈঃ।
মুহূর্ত্তেন রথৈর্লঙ্ঘিতোদয়াস্তময়াচলম্ ॥ ৪৭ ॥
বজ্রপ্রহারাবিরত ম্রিয়মাণমহাসুরম্।
শুক্রামরমহাবিদ্যা জীবমানমহাসুরম্ ॥ ৪৮ ॥
বিদ্রবদ্দেবসংঘাতং জয়প্রোড্ডামরামরম্।
শুভগ্রহমহাকেতু মালিকানামিতস্ততঃ ॥ ৪৯ ॥
উৎপাতমঙ্গলৌঘানাংবুদ্ধেরুদ্ধরকন্ধরম্।
সাদ্রিখোর্ব্বীসমুদ্রদ্যু-জগদ্রুধিরবারিধি ॥ ৫০ ॥

কলা মায়াকৌশলং তৎপ্রযুক্তানামভ্রাণাং ঘনবর্ষণং যত্র ॥ ৪৩ ॥

সংঘর্ষঃ পরাভিভবঃ স এবাবগ্রহঃ প্রাগুক্তবর্ষপ্রতিবন্ধস্তদাশ্রয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

জলাগ্ন্যোরস্মরণেন ব্যামোহেনাঙ্কিতম্ ॥ ৪৫ ॥

আসুরপৈশাচাদ্যৈস্ত্রৈরুদ্গীর্ণৈস্তোমরমুষলমুদ্গরাদ্যায়ুধানীকৈর্নীরন্ধ্রং সকলাম্বরং যত্র ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

শুক্রস্য অমরাখ্যা মহাবিদ্যা মৃতসঞ্জীবনবিদ্যা তয়া জীবমানা মহাসুরা যত্র ॥ ৪৮ ॥

কচিৎ বিদ্রবদ্দেবসংঘাতং কচিৎ জয়প্রোড্ডামরামরম্। কচিৎ শুভগ্রহাণাং মহতীনাং কেতুমালিকানাঞ্চ বুদ্ধের্দ্দর্শনার্থমিতস্তত উদ্ধরকন্ধরং উন্নমিতকণ্ঠম্ ॥ ৪৯ ॥

কচিৎ তু উৎপাতানাং মঙ্গলৌঘানাং বুদ্ধের্দ্দর্শনার্থমুদ্ধরকন্ধরম্। ফল-

ফুল্লৈককিংশুকবনংকুর্ব্বদ্দুর্ব্বারবৈরতঃ।
পর্ব্বতপ্রতিমাসংখ্যং শবপূর্ণম্মহার্ণবম্ ॥ ৫১ ॥
সমগ্রতরুশাখাগ্র লম্বলোলমহাশবম্।
দীপ্যমানৈঃ স্ববাতার্ত্তৈঃ পক্ষপুষ্পৈর্লসৎফলৈঃ ॥ ৫২ ॥
তালোত্তালৈঃ শরব্রাত বনৈর্ব্ব্যাপ্তনভস্থলম্।
পর্ব্বতপ্রতিমাসংখ্য কবন্ধশতবাহুভিঃ ॥ ৫৩ ॥
নৃত্যদ্ভিঃ পাতিতাম্ভোদ বিমানসুরতারকম্।
শরশক্তিগদাপ্রাস পট্টিশপ্রোতপর্ব্বতম্ ॥ ৫৪ ॥
লোকসপ্তকবিভ্রষ্ট কুড্যখণ্ডচিতাম্বরম্।
অনারতরসম্মত্ত কল্পাভ্রদৃঢ়দুন্দুভি ॥ ৫৫ ॥
এবংশব্দশতোন্মাদ পাতালতলবারণম্।
বিনায়ককরাকৃষ্ট দীর্ঘদানবপর্ব্বতম্ ॥ ৫৬ ॥

স্থাপি হেতুত্ববিবক্ষণাৎ বুদ্ধেরিতি পঞ্চমী। অদ্রিভিঃ যেন সমুদ্রেণ দিবা চ সহিতং জগদেব রুধিরবারিধির্যত্র ॥ ৫০ ॥

জগদিত্যনুবর্ত্ততে। কুর্ব্বদিতি পূর্ব্বোত্তরার্দ্ধান্বয়ি। উভয়ত্রাপি রুধিরেণেতিশেষঃ ॥ ৫১ ॥

শরব্রাতস্য বনত্বেন রূপণায় বিশিনষ্টি দীপ্যমানৈরিত্যাদি। অর্করশ্মিপ্রতিবিম্বপল্লবৈর্দীপ্যমানৈঃ। স্বস্য বেগবাতেনার্ত্তৈশ্চঞ্চলৈঃ কঙ্কাদিপক্ষা গরুত এব পুষ্পাণি যেষাং তৈঃ। লসন্তি ফলানি লোহভাগা এব শ্লেষাং ফলানি যেষাং তৈঃ ॥ ৫২ ॥

তালেভ্যোপ্যুত্তালৈরুচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৫৩ ॥

কবন্ধশতবাহুভিঃ পাতিতা অম্ভোদা বিমানানি সুরাস্তারকাশ্চ যত্র। পট্টিশান্তৈঃ প্রোতাঃ সন্ততাঃ পর্ব্বতা যত্র ॥ ৫৪ ॥

যদ্যপ্যূর্দ্ধং ষড়েব লোকাস্তথাপি ভূলোকস্থকুড্যখণ্ডানামপ্যুড্ডয়নেন ভ্রংশসম্ভবাল্লোকসপ্তকেত্যুক্তম্ ॥ ৫৫ ॥

এবং প্রাগুক্তপ্রকারৈঃ শব্দশতৈরুন্মাদাঃ প্রতিগর্জ্জন্তঃ পাতালতলবারণা দিগ্গজা যত্র ॥ ৫৬ ॥

একদিক্করনিস্পন্দ সিদ্ধসাধ্যমরুদ্গণম্।
পলায়মানগন্ধর্ব্ব কিন্নরামরচারণম্ ॥ ৫৭ ॥
ববুরশনিনিপাতখণ্ডিতাঙ্গা
দলিতশিলাশকলাঃ ককুব্‌মুখেষু।
প্রলয়সময়সূচকাঃ সুরাণাং
সুরতরুঘর্ঘরঘস্মরাঃ সমীরাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটসংগ্রামবর্ণনং নাম
ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

দিগ্‌ভেদকরাণাং সূর্য্যেন্দ্রাদীনামেকস্যাং দিশি দৈবাৎ মিলনে এক-দিক্করা অসুরভয়ান্নিস্পন্দাশ্চ সিদ্ধসাধ্যমরুদ্গণা যত্র ॥ ৫৭ ॥

ইদানীমৌৎপাতিকং ঝঞ্ঝাপবনং বর্ণয়তি ববুরিতি। অশনিনিপাতৈ-র্বৈদ্যুতাগ্নিপাতনৈঃ খণ্ডিতপ্রাণ্যঙ্গা দলিতশিলাশকলাশ্চ। সুরাণাং প্রলয়-সময়স্য সূচকাঃ সুরতরুঘর্ঘরাণাং কল্পবৃক্ষসম্বন্ধিভ্রমরকোকিলাদিধ্বনীনাং ঘস্মরা ভক্ষকা স্তিরোধায়কা ইতি যাবৎ। সমীরা ঝঞ্ঝামারুতা ববুঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ উবাচ।

তস্মিংস্তদা বর্ত্তমানে ঘোরে সমরসম্ভ্রমে।
দেবাসুরশরীরেষু গর্ত্তেষভ্রোদরেষ্বিব ॥ ১ ॥
বহৎস্বসৃক্‌প্রবাহেষু গঙ্গাপূরেষ্বিবাম্বরাৎ।
দাম্নি বেষ্টিতদেবৌঘ-কৃতক্ষ্বেড়াঘনারবে ॥ ২ ॥
ব্যালে নিজকরাকৃষ্টিপিষ্টসর্ব্বসুরালয়ে।
কটে কঠিনসংরম্ভসঙ্গরক্ষপিতামরে ॥ ৩ ॥
ঐরাবতে ক্বণরবে পলায়নপরায়ণে।
প্রবৃদ্ধে দানবানীকে মধ্যাহ্ন ইব ভাস্করে ॥ ৪ ॥
পতিতাঙ্গব্যথার্ত্তানি প্রস্রবদ্রুধিরাণি চ।
পয়াংসীবাবসেতূনি দেবসৈন্যানি দুদ্রুবুঃ ॥ ৫ ॥
দামব্যালকটাস্তানি চিরমন্তর্হিতানি চ।
অনুজগ্মুর্লসন্নাদ মিন্ধনানীব পাবকাঃ ॥ ৬ ॥

দেবাঃ পরাজিতাস্তেভ্যঃ প্রপন্নেভ্যোত্র পদ্মভূঃ।
প্রাহ দৈত্যবধোপায়ং বাসনোপচয়ং চিরাৎ ॥ ১ ॥

দেবাসুরশরীরেষু জাতেষু গর্ত্তেষু ব্রণেষু অসৃক্‌প্রবাহেষু বহৎস্বিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১ ॥

বেষ্টিতদেবৌঘং যথা স্যাৎ তথা কৃতঃ ক্ষ্বেড়াসিংহনাদরূপোমহারবো যেন ॥ ২ ॥

আকৃষ্টিরাকর্ষণং তয়া পিষ্টাঃ সংচূর্ণিতাঃ সর্ব্বসুরালয়া যেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অবসেতূনি অবসন্নসেতূনি ॥ ৫ ॥

অন্তর্হিতানি দূরন্তিরোহিতানি। লসন্নাদং ভ্রাজমানাধিক্ষেপধ্বনি যথা স্যাৎ তথা ॥ ৬ ॥

অন্বিষ্টানপি যত্নেন নালভন্তাসুরাঃ সুরান্।
ঘনজালবনোড্ডীনান্ সিংহা হরিণকানিব ॥ ৭ ॥
অলব্ধেষমরৌঘেষু দামব্যালকটাস্তদা।
জগ্মুঃ পাতালকোষস্থং প্রভুং প্রমুদিতাশয়াঃ ॥ ৮ ॥
অথ দেবা বিষণ্ণাস্তে ক্ষণমাশ্বাস্য বৈ যযুঃ।
জয়োপায়ায় বিজিতা ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ॥ ৯ ॥
তেষামাবিরভূদ্ব্রহ্মা রক্তরক্তাননশ্রিয়াম্।
সায়ং রক্তীকৃতাম্ভূনামব্জীনামিব চন্দ্রমাঃ ॥ ১০ ॥
প্রণম্য তে সুরাস্তস্মা অনর্থং শম্বরেহিতম্।
সম্যক্ প্রকথয়ামাসুর্দ্দামব্যালকটক্রমম্ ॥ ১১ ॥
তদাকর্ণ্যাখিলং ব্রহ্মা বিচার্য্য স বিচারবিৎ।
উবাচেদং সুরানীকমাশ্বাসনকরং বচঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শতবর্ষসহস্রান্তে শম্বরেণ হরেঃ করাৎ।
মর্ত্তব্যং সমরেশস্য তৎকালং সম্প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥
দামব্যালকটানেতানদ্য ত্বমরসত্তমাঃ।
যোধয়ন্তঃ পলায়ধ্বং মায়াযুদ্ধেন দানবান্ ॥ ১৪ ॥
যুদ্ধাভ্যাসবশাদেষাং মুকুরাণামিবাশয়ে।

ঘনানি নিবিড়ানি লতাদিজালানি যস্মিংস্তথাবিধে বনে উড্ডীনান্ উৎপ্লুত্য লীনান্ ॥ ৭ ॥

নির্ব্বাসনত্বাৎ স্বত এব প্রমুদিতাশয়তা জয়লাভনিমিত্তকত্বেনোপচর্য্যতে ॥৮॥

জয়োপায়ায় জয়োপায়প্রশ্নায় ॥ ৯ ॥

রক্তৈরুধিরৈরক্তা শোণা আননশ্রীর্যেষাং তেষাম্ ॥ ১০ ॥

শম্বরস্যেহিতমিচ্ছা। স্বষ্ট্যাত্মকং দামব্যালকটক্রমম্ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

তৎকালমিতি কালাধ্বনোরিতি দ্বিতীয়া ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

অহমিত্যাকারা প্রথমাস্তঃকরণবৃত্তিরহঙ্কারচমৎকারঃ ॥ ১৫ ॥

অহঙ্কারচমৎকারঃ প্রতিবি• ষমুপৈষ্যতি ॥ ১৫ ॥
গৃহীতবাসনাস্ত্বেতে দামব্যাল• কটাঃ সুরাঃ।
সুজেয়া বো ভবিষ্যন্তি লগ্নজাল ঃ খগা ইব ॥ ১৬ ॥
অদ্য ত্ববাসনা হ্যেতে সুখদুঃখবিব জ্জিতাঃ।
ধৈর্য্যেণারীন্ বিনিঘ্নন্তো দেবা দুর্জ্জয় তাং গতাঃ ॥ ১৭ ॥
বাসনাতন্তুবদ্ধা যে আশাপাশবশীকৃতাঃ।
বশ্যতাং যান্তি তে লোকে রজ্জুবদ্ধাঃ খগা ইব ॥ ১৮ ॥
যে ভিন্নবাসনা ধীরাঃ সর্ব্বত্রাসক্তবুদ্ধয়ঃ।
ন হৃষ্যন্তি ন কুপ্যন্তি দুর্জ্জয়াস্তে মহাধিয়ঃ ॥ ১৯ ॥
যস্যান্তর্ব্বাসনারজ্জ্বা গ্রন্থিবন্ধঃ শরীরিণঃ।
মহানপি বহুজ্ঞোপি স বালেনাপি জীয়তে ॥ ২০ ॥
অয়ং সোহং মমেদং তদিত্যাকল্পিতকল্পনঃ।
আপদাং পাত্রতামেতি পয়সামিব সাগরঃ ॥ ২১ ॥
ইয়ন্মাত্রপরিচ্ছিন্নো যেনাত্মা ভব্যভাবিতঃ।
স সর্ব্বজ্ঞোপি সর্ব্বত্র পরাং কৃপণতাং গতঃ ॥ ২২ ॥
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যেনেয়ত্তা প্রকল্পিতা।
আত্মনস্তস্য তে নাত্মা স্বাত্মনৈবাবশীকৃতঃ ॥ ২৩ ॥

তয়া বৃত্ত্যা গৃহীতাঃ ক্রমেণোপচিতা বাসনা যেষাম্ ॥ ১৬ ॥

অবাসনাঃ শম্বরসঙ্কল্পেন প্রতিবন্ধাদনাবির্ভূতবাসনা ন ত্বত্যন্তাবাসনাঃ। জ্ঞানং বিনা আত্যন্তিকবাসনোচ্ছেদাসম্ভবাৎ নির্ব্বাসনানাং জন্মানুপপত্তেশ্চেতি বোধ্যম্ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

ভিন্নবাসনা নষ্টবাসনাঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

সর্ব্বদুর্ব্বাসনানাং মধ্যে আত্মনোদেহাদিতাদাত্ম্যেন পরিচ্ছিন্নতা ভ্রান্তিবাসনৈব মহামৌর্খ্যকার্পণ্যজন্মমরণাদিবীজত্বাৎ মহাননর্থং ইত্যাহ ইয়ন্মাত্রেত্যাদিনা ॥ ২২ ॥

অবশীকৃতো বিবশীকৃতঃ সংসারানর্থবিহ্বলীকৃত ইতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

আত্মনোব্যতিরিক্তং যৎ কিঞ্চিদস্তি জগত্রয়ে।
যত্রোপাদেয়ভাবেন বদ্ধা ভবতু বাসনা ॥ ২৪ ॥
আস্থামাত্রমনন্তানাং দুঃখানামাকরং বিদুঃ।
অনাস্থামাত্রমভিতঃ সুখানামাকরং বিদুঃ ॥ ২৫ ॥
দামব্যালকটা যাবদনাস্থা ভবসংস্থিতৌ।
তাবৎ ন নাম জেয়া বো মশকানামিবানলাঃ ॥ ২৬ ॥
অন্তর্ব্বাসনয়া জন্তুর্দীনতামনুযাতয়া।
জিতোভবত্যন্যথা তু মশকোপ্যমরাচলঃ ॥ ২৭ ॥
বিদ্যতে বাসনা যত্র তত্র সা যাতি পীনতাম্।
গুণোগুণিনি হি দ্বিত্বং সতোদৃষ্টং হি নাসতঃ ॥ ২৮ ॥
অয়ং সোহং মমেদঞ্চেত্যেবমন্তঃ সবাসনম্।
যথা দামাদয়ঃ শক্র ভাবয়ন্তি তথা কুরু ॥ ২৯ ॥
যা যা জনস্য বিপদো ভাবাভাবদশাশ্চ যাঃ।

যৎ যদি আত্মনোব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি তর্হি তত্র উপাদেয়ভাবেন উপাদাতুং যোগ্যতয়া বাসনা ভবতু নাম ন তু তদস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তথাচাসদ্বস্তুন্যাস্থা ত্যাজ্যেত্যাশয়েনাহ আস্থামাত্রমিতি ॥ ২৫ ॥

উক্তং প্রকৃতে যোজয়তি দামেতি ॥ ২৬ ॥

দেহাদ্যহম্ভাবগ্রাহিণ্যা অন্তর্ব্বাসনয়া দেহাদিনাশেনাত্মনাশসম্ভাবনয়া দীনতাং কাতরতাম্। অন্যথা তাদৃশবাসনাভাবে তু মশকোপ্যমরাচলো মেরুরিবাপ্রকম্প্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

হি যস্মাৎ গুণিনি ধর্ম্মিণি সতি পীনত্বাখ্যো গুণোভবতি। কিঞ্চোপচয়মন্তরা ন পীনত্বসিদ্ধিঃ উপচয়শ্চ দ্বিতীয়াবয়বসিদ্ধৌ তচ্চ দ্বিত্বং সতোদ্রব্যস্য দৃষ্টং নাসত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

দামাদয়ো যথা যেনোপায়েন অয়ং দেহাদিরেব স প্রসিদ্ধোহহম্ ইদং জয়পরাজয়পূজাজীবনাদি মম ইতি ভাবয়ন্ত্যভিমংস্তস্তে তথা তমুপায়ং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

তৃষ্ণাকরঞ্জবল্ল্যাস্তামঞ্জর্য্যঃ কটুকোমলাঃ ॥ ৩০ ॥

বাসনাতন্তুবদ্ধোঽয়ং লোকোঽনিপরিবর্ত্ততে ।

সা প্রবৃদ্ধাঽতিদুঃখায় সুখায়োচ্ছেদমাগতা ॥ ৩১ ॥

ধীরোঽপ্যতিবহুজ্ঞোঽপি কুলজোঽপি মহানপি ।

তৃষ্ণয়া বধ্যতে জন্তুঃ সিংহঃ শৃঙ্খলয়া যথা ॥ ৩২ ॥

দেহপাদপসংস্থস্য হৃদয়ালয়গামিনঃ ।

তৃষ্ণা চিত্তখগস্যেয়ং বাগুরা পরিকল্পিতা ॥ ৩৩ ॥

দীনোবাসনয়া লোকঃ কৃতান্তেনাপকৃষ্যতে ।

রজ্জ্বেব বালেন খগো বিবশোঽভৃশমুচ্ছ্বসন্ ॥ ৩৪ ॥

অলমায়ুধভারেণ সঙ্গরভ্রমণেন চ ।

বাসনায়া বিপর্য্যাসং বুদ্ধ্যা যত্নাৎ রিপোঃ কুরু ॥ ৩৫ ॥

অন্তরা ক্ষুভিতে ধৈর্য্যে রিপোরমরনায়ক ।

ন শস্ত্রাণি ন চাস্ত্রাণি ন শাস্ত্রাণি জয়ন্তি চ ॥ ৩৬ ॥

দামব্যালকটাস্তেতে যুদ্ধাভ্যাসবশেন চ ।

অহঙ্কারময়ীং মত্তাস্তে গ্রহীষ্যন্তি বাসনাম্ ॥ ৩৭ ॥

যদা তেত্যজ্ঞপুরুষাঃ শম্বরেণ বিনির্ম্মিতাঃ ।

বাসনামাশ্রয়িষ্যন্তি তদা যাস্যন্তি জেয়তাম্ ॥ ৩৮ ॥

লোঽনিপরিবর্ত্ততে তস্য সা বাসনা অতিদুঃখায়েত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

হৃদয়পুণ্ডরীকমেবালয়ো নীড়ং তদ্গামিনশ্চিত্তোপলক্ষিতজীবখগস্য ॥ ৩৩ ॥

রজ্জ্বা তন্তুনেব ॥ ৩৪ ॥

বাসনায়াঃ শম্বরসঙ্কল্পাহিতনিরভিমানবাসনায়াঃ। বিপর্য্যাসং বৈপরীত্য-মভিমানোপচয়মিতি যাবৎ। রিপোর্দ্দামাদেঃ ॥ ৩৫ ॥

শত্রোরন্তঃ অক্ষুভিতে ধৈর্য্যে সতীতি শেষঃ। শাস্ত্রাণি ঔশনসাদীনি নীতিশাস্ত্রাণি ॥ ৩৬ ॥

অহঙ্কারময়ীং বাসনাং তে এতে সঙ্কল্পাৎ গ্রহীষ্যন্তি ॥ ৩৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞেভ্যস্তেষু কোঽপকর্ষো যেন তে বাসনাং গৃহ্ণীয়ুস্তত্রাহ অত্যজ্ঞেতি ॥ ৩৮

তত্তাবদ্যুক্তিযুদ্ধেন তান্ প্রবোধয়তামরাঃ।
যাবদভ্যাসবশতো ভবিষ্যন্তি সবাসনাঃ॥ ৩৯॥
ততোবশ্যা ভবিষ্যন্তি ভবতাং বদ্ধবাসনাঃ।
তৃষ্ণাপ্রোতাশয়া লোকে ন চ কেচন পেলবাঃ॥ ৪০॥
সমবিষমমিদং জগৎ সমগ্রং
সমুপনতং স্থিরতাং স্ববাসনান্তঃ।
চলচললহরীভরো যথাব্ধা
বত ইহ নৈব চিকিৎস্যতাং প্রয়াতা॥ ৪১॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে পিতামহবাক্যং নাম
সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

প্রবোধয়ত ব্যবহারপদেষু জাগরূকান্ কুরুত॥ ৩৯॥
কেচন কেচিদপি তৃষ্ণায়া অপ্রোতাশয়াশ্চেৎ ন চ তে পেলবাঃ॥ ৪০॥
যথা জলাশয়াস্তশ্চলচলানামত্যন্তচপলানাং বিচিত্রলহরীণাং ভরোঽতিশয়ো জলাত্মনৈবাস্তি তথা স্ববাসনান্তরিদং সমবিষমং স্থিরতাং প্রবাহনিত্যতাং সমুপনতং সমুপগতং স্থিতমিত্যর্থঃ॥ ৪১॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
সপ্তবিংশঃ সর্গঃ॥ ২৭॥

অষ্টবিংশঃ সর্গঃ।

()*()——

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবাংস্তত্রৈবান্তর্দ্ধিমাযযৌ।
বেলাবনিতটে শব্দং কুর্ব্বেবাম্বুতরঙ্গকঃ॥ ১॥
সুরাস্ত্বাকর্ণ্য তদ্বাক্যং জগ্মুঃ স্বাভিমতাং দিশম্।
কমলামোদমাদায় বনমালামিবানিলাঃ॥ ২॥
দিনানি কতিচিৎ স্বেষু কান্তেষু স্থিরকান্তিষু।
দ্বিরেফা ইব পদ্মেষু মন্দিরেষু বিশশ্রমুঃ॥ ৩॥
কঞ্চিৎ কালং সমাসাদ্য স্বাত্মোদয়করং শুভম্।
চক্রুর্দ্দুন্দুভিনির্ঘোষং প্রলয়াভ্ররবোপমম্॥ ৪॥
অথ দৈত্যৈর্ম্মহাব্যোম্নি তৈঃ পাতালতলে স্থিতৈঃ
কালক্ষেপকরং ঘোরং পুনর্যুদ্ধমবর্ত্তত॥ ৫॥

ববুরসিশরশক্তিমুদ্গরৌঘা
মুসলগদাপরশুগ্রচক্রশঙ্খাঃ।

বিশ্রান্তানাং পুনর্যুদ্ধং বিস্তরেণাত্র বর্ণ্যতে।
দেবানাং দানবানাঞ্চ চিরমাবাসনোদয়াৎ॥ ১॥

অম্বুনস্তরঙ্গকো বেলাপদসান্নিধ্যাৎ সমুদ্রতরঙ্গ ইতি গম্যতে॥ ১॥

স্বাভিমতাং স্বস্বাভিপ্রেতাং তত্তদ্দিক্‌পালাধিষ্ঠিতদিশম্। স্বাভিমতামিত্যেতৎ বনমালায়া অপি বিশেষণম্॥ ২॥

বিশশ্রমুর্ব্বিশ্রান্তাঃ॥ ৩॥ ৪॥

অথ দুন্দুভিরবং শ্রুত্বা সন্নহ্য দৈত্যৈর্যুদ্ধমাগতেষু সৎসু। মহাব্যোম্নি অন্তরিক্ষে॥ ৫॥

আসর্গসমাপ্তেযুদ্ধমেব বর্ণয়তি ববুরিত্যাদিনা। শঙ্খাঃ শঙ্খাকারা

অশনিগিরিশিলাহুতাশবৃক্ষা
অহিগরুড়াদিমুখানি চায়ুধানি ॥ ৬ ॥
মায়াকৃতায়ুধমহাম্বুঘনপ্রবাহা
ক্ষিপ্রাবহা প্রতিদিশং কিল নির্জ্জগাম।
পাষাণপর্ব্বতমহীরুহলক্ষবৃক্ষ
ক্ষুব্ধাম্বুপূরঘনঘোষবতী নদী দ্রাক্ ॥ ৭ ॥
মধ্যপ্রবাহবহতুল্মুকশূলশৈল
প্রাসাসিকুন্তশরতোমরমুদ্গরৌঘা।
গঙ্গোপমাম্বুবলিতামরমন্দিরেণ
সর্ব্বাসু দিক্ষ্বশনিবর্ষনিকর্ষণেন ॥ ৮ ॥
পৃথ্ব্যাদিদারুণশরীরমপি প্রহার
দানগ্রহাগহনরাশিশরীরকেব।
মায়োপশাম্যতি সুরাসুরসিদ্ধসম্মা
মায়াকৃতিঃ পুনরুদেতি ন চৈব সৈব ॥ ৯ ॥

আয়ুধবিশেষাঃ পরপ্রাণহারিত্বাদায়ুধপ্রায়াঃ শব্দশব্দা বা। গিরীণাং শিলা-সহিতাঃ গিরিপ্রায়াঃ শিলাগিরয়ঃ শিলাশ্চেতি বা বৃক্ষাস্তাঃ। অহিগরু-ড়াদিমুখান্যায়ুধানি চ মহাব্যোম্নি বভুঃ জগ্মুঃ ॥ ৬ ॥

তদেব বর্ণয়তি মায়েতি। মায়াকৃতান্যায়ুধান্যেব মহাম্বূনি তেষাং ঘনঃ প্রবাহো যস্যাঃ। অতএব ক্ষিপ্রান্ শীঘ্রহস্তানাবহতি জয়ায়েতি ক্ষিপ্রাবহা। পাষাণৈঃ পর্ব্বতৈর্ম্মহীরুহলক্ষৈস্তেষপি প্রধানৈর্ব্বৃক্ষৈশ্চ ক্ষুব্ধাম্বুপূরেব ঘনঘোষ-বতী নদী দ্রাক্ নির্জ্জগামেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তামেব নদীং পুনর্বর্ণয়তি মধ্যেতি। অম্বুভির্জ্জলৈরিব বলিতং বেষ্টিতং অমরমন্দিরং মেরুর্ব্বাদি যেন তথাবিধেনাশনিপ্রমুখায়ুধবর্ষপ্রযুক্তেন নিকর্ষণেন বপ্রচ্ছেদনেন গঙ্গোপমা মেরুর্ব্বাদগিরিপৃষ্ঠপ্রবহদ্গঙ্গাসদৃশীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সম্প্রতি সুরাসুরাণাং পরস্পরব্যামোহনায় বিচিত্রমায়ানির্ম্মাণং প্রতী-কারৈশ্চ তদুপশমং পুনঃ পুনস্তৎসদৃশমায়ান্তরোদ্ভবোপশমং চাহ পৃথ্ব্যাদীতি। পৃথ্বী মহী তন্ময়ী আদিপদাৎ জলতেজোবায়্বাকাশময়ীব মায়া। যথা—

শৈলোপমায়ুধবিঘট্টিতভূধরাণি
রক্তাম্বুপূরপরিপূর্ণমহার্ণবানি।
দেবাসুরেন্দ্রশবশৈলবিরূঢ়কুন্ত
তালীবনানি ককুভাং বদনানি চাসন্ ॥ ১০ ॥
উদ্গীর্ণকুন্তশরশক্তিগদাসিচক্র
হেলানিগীর্ণসুরদানবমুক্তশৈলা।
কায়োল্লসৎক্রকচদন্তনখাগ্রমালা
জীবান্বিতা হ্যপতদায়সসিংহসৃষ্টিঃ ॥ ১১ ॥
উজ্জ্বাললোচনবিষজ্বলনাতপৌঘ
দিগ্দাহদর্শিতযুগান্তদিনেশসেনা।

ইয়ং পৃথিবী ভ্রমতীব পততীব নিরুণদ্ধীবাপ্সু ইব নিমজ্জন্তি অগ্নিনেব দহ্যন্তে বায়ুনেবোড্ডীয়ন্তে মহাগর্ত্তাকাশ ইব নিপতন্তি জনা ইতি। দারুণানি রক্ষঃপিশাচাদিশরীরাণি তন্ময়ীব। যথা তানি নিপতন্তীব ধাবন্তীব যুধ্যন্তীব খাদন্তীবেত্যেবংরূপা দারুণশরীরময়ী। প্রহারাণাং দানং গ্রহো গ্রহণঞ্চ বহুশো যস্যাং তথাবিধান্যা। গহনানি পরৈর্দ্দুস্তরাণি রাশীভূতানীব বহুত্বমাপন্নানি শরীরকাণি প্রতিযোধশরীরাণি যস্যাং সা তথাবিধেনান্যা। এবম্বিধাপি প্রযুক্তামায়া সুরৈরসুরৈঃ সিদ্ধৈশ্চ প্রতীকারৈঃ সন্না বিনাশিতা সতী উপশাম্যতি পুনস্তাদৃশ্যেব মায়াকৃতিরুদেতি সা কিং সৈব পূর্ব্বোৎপন্নৈব মায়াকৃতিরুত ন চৈব নৈব চ সা কিং ত্বন্যৈবেতি তত্ত্বতোদুর্জ্ঞেয়েত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

দেবলক্ষণেম্বসুরেন্দ্রশবলক্ষণেষু চ শৈলেষু বিরূঢ়ানি কুন্তপংক্তিলক্ষণতালী বনানি যেষু তথাবিধানি চ ককুভাং দিশাং বদনানি মুখান্যাসন্ ॥ ১০ ॥

উদ্গীর্ণৈঃ কুন্তশরশক্তিগদাসিচক্রৈর্হেলয়ৈব নিগীর্ণাঃ সুরৈর্দ্দানবৈশ্চ মুক্তাঃ শৈলা যস্যাম্। কায়েণ চ্ছেদনেনোল্লসতাং ক্রকচানাং দন্তা এব নখাগ্রমালা যস্যাস্তথাবিধা। পরজীবগ্রাহিত্বাৎ জীবান্বিতা। আয়সানাময়োবিকারায়ুধময়ানাং হিংস্রত্বাৎ সিংহানাং সৃষ্টিরপতৎ নিষ্পপাতেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ইদানীং সর্পাস্ত্রনির্ম্মিতদৃষ্টিবিষমায়াসর্পসমূহং বর্ণয়তি উজ্জ্বালেতি। উদ্গতা জ্বালা যেভ্যস্তথাবিধানাং লোচনবিষজ্বলনানাসাতপৌঘেন যে দিশাং দাহা-

উড্ডীয়মানপরিদীর্ঘমহামহীধ্র
মগ্নাব্ধিবদ্বিষধরাবলিরুল্ললাস ॥ ১২ ॥
উন্মাদবজ্রমকরোৎকরকর্কশান্তঃ
ক্ষুব্ধাব্ধিবীচিবলয়ৈর্ব্বলিতাচলেন্দ্রৈঃ।
আসীজ্জগৎ সকলমেব সুসঙ্কটাঙ্গ-
মাবৃত্তিভির্ব্বিবিধহেতিনদীপ্রবাহৈঃ ॥ ১৩ ॥
শৈলাস্ত্রশস্ত্রগরুড়াচলচালিতোচ্চ
নাগং মহাসুরগণাঙ্গণমন্তরিক্ষম্।
আসীৎ ক্ষণং জলধিভিঃ ক্ষণমগ্নিপূরৈঃ
পূর্ণং ক্ষণং দিনকরৈঃ ক্ষণমন্ধকারৈঃ ॥ ১৪ ॥
গরুড়গুড়গুড়াকুলান্তরিক্ষ
প্রবিসৃতহেতিহুতাশপর্ব্বতৌঘৈঃ।
জগদভবদসহ্যকল্পকালে

ইস্তৈর্দ্দর্শিতা যুগান্তে যুগপদুদিতদ্বাদশদিনেশানাং সেনা যয়া তথাবিধা বিষধরাণাং সর্পাণামাবলিঃ উড্ডীয়মানৈঃ পরিতোদীর্ঘৈরুচ্ছ্রয়েণ মহদ্ভির্ম্মহীধ্রৈঃ স্বগ্নেন ব্যাপ্তেনাব্ধিনা তুল্যং মগ্নাব্ধিবৎ উল্ললাস শুশুভে ॥ ১২ ॥

ইদানীং সামুদ্রাস্ত্রমায়য়া সমুদ্রবেষ্টনং বর্ণয়তি উন্মাদেতি। বলিতো-বেষ্টিতোঽচলেন্দ্রো মেরুর্যৈস্তথাবিধৈর্ব্বিবিধৈর্হেতিনদীপ্রবাহৈঃ উন্মাদস্য বজ্রাদিরস্ত্রস্য মকরোৎকরৈশ্চ কর্কশস্যান্তঃক্ষুব্ধস্য অব্ধের্ব্বীচিবলয়ৈঃ সকলমেব জগৎ আবৃত্তিভিঃ পরিবর্ত্তনৈঃ সুসঙ্কটাঙ্গ পীড়িতসর্ব্বাবয়বমাসীৎ ॥ ১৩ ॥

মহতাং সুরাণামসুরাণাঞ্চ যুদ্ধাঙ্গণভূতমন্তরিক্ষং শৈলাস্ত্রৈঃ শস্ত্রৈশ্চায়ারচিতগরুড়ৈর্ব্বলাদুৎপাট্য প্রক্ষিপ্তৈরচলৈশ্চ চালিতাঃ পলায়িতাঃ প্রাগুর্ণিত-দৃষ্টিবিষনাগা যস্মাৎ তথাবিধং সৎ ক্ষণং জলধিভিঃ পূর্ণমাসীৎ ক্ষণমগ্নিপূরৈঃ পূর্ণমাসীৎ ক্ষণং দিনকরৈঃ পূর্ণমাসীৎ ক্ষণমন্ধকারৈঃ পূর্ণমাসীদিতি প্রাগুক্তস্যৈবানুবাদঃ ॥ ১৪ ॥

গারুড়াস্ত্রপ্রভবৈর্গরুড়ৈঃ। গুড়গুড়েত্যব্যক্তানুকরণম্। গুড়গুড়েতি ধ্বনিভিরাকুলেঽন্তরিক্ষে প্রবিসৃতৈর্হেতিহুতাশপর্ব্বতানামোঘৈঃ প্রবাহৈঃ পুনরপি

জ্বলিতসুরালয়ভূতলান্তরালম্ ॥ ১৫ ॥
উদপতন্নসুরা বসুধাতলাৎ
গগনমদ্রিতটাদিব পক্ষিণঃ।
অতিবলাদপতন্ বিবুধা ভুবি
প্রলয়চালিতশৈলশিলা ইব ॥ ১৬ ॥
শরীররূঢ়োন্নতহেতিবৃক্ষ
বনাবলীলগ্নমহাগ্নিদাহাঃ।
সুরাসুরাঃ প্রাপুরথাম্বরান্তঃ
কল্পানিলান্দোলিতশৈলশোভাম্ ॥ ১৭ ॥
সুরাসুরাদ্রীন্দ্রশরীরমুক্তৈ
রক্তপ্রবাহৈরভিতোভ্রমদ্ভিঃ।
বভার পূর্ণং পরিতোম্বরোদ্রেঃ
সন্ধ্যাকরৌঘক্ষতমঙ্গগঙ্গাম্ ॥ ১৮ ॥
গিরিবর্ষণমম্বুবর্ষণং

জগদসহ্যকল্পকাল ইব জ্বলিতসুরালয়ভূতলান্তরালমভবৎ ॥ ১৫ ॥

অসুরা বসুধাতলাৎ গগনং উৎ ঊর্দ্ধং অপতন্। বিবুধাস্তু ঊর্দ্ধদেশাৎ ভুবি অপতন্ ॥ ১৬

শরীরে রূঢ়ৈরুন্নতহেতিবৃক্ষৈঃ সম্পন্নাসু বনাবলীষু লগ্নোমহানগ্নিদাহো যেষাং তথাবিধাঃ সুরাসুরাঃ কল্পানিলৈরান্দোলিতানাং ভ্রাম্যমাণানামর্থাজ্জ্বলতাং শৈলানাং শোভাং প্রাপুঃ ॥ ১৭ ॥

অদ্রের্মেরোঃ পরিতো হ ভিত শ্চতুর্দ্দিশমম্বর আকাশোনায়কঃ। ব্যত্যয়েন পুংস্ত্বম্। সুরাসুরলক্ষণানামদ্রীন্দ্রাণাং শরীরেভ্যো মুক্তৈরভিতোভ্রমদ্ভিঃ রক্তপ্রবাহৈঃ পূর্ণং সন্ধ্যায়া নায়িকায়াঃ। করৌঘপদেন করজৌঘা লক্ষ্যন্তে। তেষাং ক্ষতং বভার। অথবা তথাবিধরক্তপ্রবাহৈঃ পূর্ণাং গঙ্গাং বভারেত্যুৎপ্রেক্ষয়োর্ব্বিকল্পঃ। অঙ্গেতি সম্বোধনে। পূর্ণমিত্যেতন্নখক্ষতগঙ্গয়োর্দ্বয়োরপি বিশেষণম্। স্ত্রীনপুংসকয়োর্নপুংসকমনপুংসকেনেত্যেকশেষে একবদ্ভাবঃ ॥১৮॥

বিবিধোগ্রায়ুধবর্ষণং তথা।
বিষমাশনিবর্ষণঞ্চ তে
সমমন্যোন্যমথাগ্নিবর্ষণম্ ॥ ১৯ ॥
অনয়ন্নয়মার্গকোবিদা
দলিতাশেষগিরীন্দ্রভিত্তয়ঃ।
সসৃজুশ্চ সমং সমন্ততঃ
করিকুম্ভেম্বিব পুণ্যবর্ষণম্ ॥ ২০ ॥
দেবাসুরাঃ সমরসম্ভ্রমসাকুলাস্তে
অন্যোন্যমঙ্গদলনাকুলহেতিহস্তাঃ।
নাগেন্দ্রডিম্ভপৃতনা পৃথুপীঠপেষৈঃ
কীর্ণশ্রিয়ো নভসি বভ্রমুরক্ষিপন্তঃ ॥ ২১ ॥
ছিন্নৈঃ শিরঃকরভুজোরুভরৈর্ভ্রমদ্ভি
রাকাশকাষ্ঠশলভৈরশিবৈস্তদানীম্।
আসীজ্জগজ্জঠরমভ্রভরৈরিবোগ্রে
রাভাস্করস্থগিতদিকৃতটশৈলজালম্ ॥ ২২ ॥

তে সুরাসুরাঃ অনয়ন্ ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

পুণ্যে পুণ্যাকে উৎসববিশেষে ক্রীড়ার্থং নলিকাযন্ত্রৈর্লাক্ষাকুঙ্কুমচন্দনাদি-রসবর্ষণমিবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অন্যোন্যং সমরসম্ভ্রমং যুদ্ধোৎসাহমক্ষিপন্তঃ অত্যজন্তো দেবাসুরা অঙ্গ-দলনে আকুলা ব্যগ্রা হেতিযুক্তা হস্তা যেষাং তথাবিধাঃ সন্তো নাগেন্দ্রাণামৈরাবতাদিদিগ্‌গজানাং ডিম্ভানাং সন্ততিভূতানাং গজানাং পৃতনায়াঃ সমূহস্য পৃথূনাং পীঠানাং পীঠসদৃশপৃষ্ঠানাং পেষৈরিব পীড়াকরৈর্গুরুতর-সম্ভারসম্ভৃতারোহণৈঃ কীর্ণশ্রিয়ো বিস্তারিতশোভা নভসি বভ্রমুরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আকাশস্য কাষ্ঠানাং দিশাঞ্চ সমাহার আকাশকাষ্ঠং তত্র শলভৈঃ ঔৎপাতিকরক্তপতঙ্গবিশেষভূতৈঃ আকাশস্যৈব ফলপুষ্পপর্ণাদ্যনবশেষাৎ কাষ্ঠ-সদৃশস্য শলভৈরিতি বা। অভ্রাণাং মেঘানাং ভরৈরতিশয়ৈরিব। অবভ্রম-

রটদ্ঘটাস্ফোটকটিস্ফুটদ্ভিঃ
সমীরিতৈর্হেতিকলাসিতৌঘৈঃ ॥
পরস্পরাঘাতহতৈঃ পতদ্ভি
র্জ্জগাম শীর্ণা দলশোধরিত্রী ॥ ২৩ ॥
অন্যোন্যমায়ুধশিলাচলবৃক্ষবর্ষৈ
র্মেরুপ্রমাণকঠিনাঙ্গনিঘর্ষণৈশ্চ ।
আসীদ্রণং চটচটাস্ফুটদস্তরিক্ষং
কল্পক্ষয়ান্তমিব ভীমভরোগ্রনাদৈঃ ॥ ২৪ ॥
মত্তানিলক্ষুব্ধজলানলার্ক
দলদ্দ্বয়ং দীর্ঘসুরাসুরৌঘম্ ।
ব্রহ্মাণ্ডমাখণ্ডিতকুড্যকোণ
মকালকল্পান্তকরালমাসীৎ ॥ ২৫ ॥
আক্রান্তভূর্শঃ স্ফুরিতাদিকৃতটমদ্রিকূটৈ
বাত্যপ্রমাণঘনহেতিহতৈরণদ্ভিঃ ।

...পাঠেপি অপাং ভ্রমরৈরেবৈবিত্যেবার্থঃ। আভাঙ্গরং ভাস্বরগগন-
স্থলিপাঙ্গাচ্ছোদিতানি দিক্তটানি শৈলজালানি চ যত্র তথাবিধমাসীৎ ॥ ২২ ॥

সমাগীবিতৈঃ প্রহৃতৈঃ রটতাং ঘটানামাস্ফোটেনাস্ফালনেন কটিপ্রদে-
শেষু স্ফুটদ্ভিস্ত্রুটদ্ভিস্তথা পরস্পরাস্ফালহতৈরত এব পতদ্ভির্হেতিভিঃ কলা-
ভির্যন্ত্রক্ষেপণাদিকৌশলৈরসিতানাং ক্ষিপ্তানাং শিলাপর্ব্বতাদীনামোঘৈঃ। ইট্
ছান্দসঃ। ধরিত্রী শীর্ণা সতী দলশঃ খণ্ডশোজগাম খণ্ডিতাভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

মেরুপ্রমাণানাং কঠিনানামঙ্গানাং দেহানাং নিঘর্ষণৈঃ পরস্পরসঙ্ঘট্টনৈশ্চ
জনিতৈর্ভীমো ভরোতিশয়ো যেষাং তথাবিধৈরুগ্রনাদৈঃ রণং কল্পক্ষয়ান্তমিবা-
সীদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

মত্তেন প্রচণ্ডেনানিলেন ক্ষুব্ধা জলানলাবধঃ অর্কশ্চ ঊর্দ্ধং যত্র তথা-
বিধং দলদ্বয়ং যত্র। দীর্ঘা মায়াবিভবৈঃ প্রবৃদ্ধাঃ সুরাসুরৌঘা যত্র। আখণ্ডিতা
বিদারিতাঃ প্রান্তকুড্যকোণা যত্র তথাবিধং ব্রহ্মাণ্ডমকালপ্রবৃত্তকল্পান্ত ইব
করালং ভীষণমাসীৎ ॥ ২৫ ॥

কূজদ্ভিরার্ত্তিভিরিবোগ্রগুহোচ্চবাতৈঃ
ক্রন্দদ্ভিরাপতিতসিংহরবৈরদভ্রৈঃ ॥ ২৬ ॥
মায়ানদীজলধিযোধঘনাগ্নিদাহৈ
র্বৃক্ষৈঃ সুরাসুরশবৈরচলৈঃ শিলোচ্চৈঃ।
ভ্রান্তৈঃ শরাসিশিতশক্তিগদাস্ত্রশস্ত্রৈ
র্বাতাবকীর্ণবনপর্ণবদন্তরস্তঃ ॥ ২৭ ॥
অদ্রীন্দ্রপক্ষপরিমাণগমাক্ষমোক্ত-
দুর্ব্বারহস্তিবলদারুণদেহকৈর্দ্রাক্।
আসীৎ পতদ্ভটশরীরগিরীন্দ্রবাত
বিভ্রষ্টদেবপুরপূর্ণজলার্ণবৌঘম্ ॥ ২৮ ॥
ঘনঘুঙ্ঘুমপূরিতান্তরিক্ষা-
ক্ষতজক্ষালিতভূধরাধরা চ।
রুধিরহ্রদবৃত্তিবর্ত্তিনীবা-
ভুবনাভোগগুহা তদাকুলাভূৎ ॥ ২৯ ॥

পুনস্তৎকীদৃশমাসীৎ তদাহ ভ্রান্তৈরিতি। আত্মপ্রমাণৈঃ স্বসদৃশায়ামৈ-র্ঘনৈর্হেতিভির্হতৈঃ অতএব ভৃশং ভ্রান্তৈঃ ভ্রমণে চ রণদ্ভিরুগ্রগুহোচ্চবাতৈ-রার্ত্তিভিঃ কূজদ্ভিরিব অদভ্রৈস্তারৈঃ আপতিতসিংহরবৈঃ ক্রন্দদ্ভিরিব স্থিতৈ-রদিকূটৈর্ভরিতদিকৃতট মাসীৎ ॥ ২৬ ॥

বাতাবকীর্ণবনপর্ণবদন্তরস্তর্ভ্রান্তৈঃ শরাসিপ্রভৃতিভির্ভরিতমাসীদিত্যনুব-র্ত্ততে ॥ ২৭ ॥

পুনস্তৎকীদৃশমাসীৎ তদাহ অদ্রীন্দ্রেতি। অদ্রীন্দ্রস্য মেরোঃ পক্ষাঃ প্রত্যন্তপর্ব্বতাস্তৎসদৃশপরিমাণৈরত এব গমনং গমোমনুষ্যাদীনাং সঞ্চার-স্তন্নিরোধকত্বাৎ তদক্ষমৈঃ পূর্ব্বোক্তানাং দুর্ব্বারহস্তিবলানাং হস্তিযূথানাং দেহকৈঃ শবৈর্ভরিতদিকৃতটমাসীৎ। কিঞ্চ পতদ্ভির্ভটশরীরৈর্গিরীন্দ্রৈর্বাতবি-ভ্রষ্টদেবপুরৈশ্চ পূর্ণজলার্ণবৌঘমাসীৎ ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ তদা ভুবনাভোগস্য ব্রহ্মাণ্ডস্যোদরগুহা ঘনৈর্ঘুংঘুমৈর্ধ্বনিভিঃ পূরি-তান্তরিক্ষা ক্ষতজৈঃ ক্ষালিতা ভূধরাস্তদধরাঃ পৃথ্বীপাতালাদয়শ্চ যস্যাং তথা-

অনন্তদৃক্প্রসৃতবিকারকারিণী
ক্ষয়োদয়োন্মুখসুখদুঃখশংসিনী।
রণক্রিয়াসুরসুরঘট্টসঙ্কটা
তদাভবৎ খলু সদৃশীহ সংসৃতেঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটপুনর্যুদ্ধবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

বিধা রুধিরহ্রদ এব বৃত্তিরাহারোযেষাং রক্ষঃপিশাচাদীনাং ত ইব বর্ত্তমানা বা সতী আকুলাভূৎ ॥ ২৯ ॥

অনন্তদৃশামিন্দ্রাদিদেবানাং প্রসৃতভয়াদিবিকারকারিণী অনন্তায়াং বিবিধপরিচ্ছেদশূন্যায়াং দৃশি আত্মচৈতন্যে প্রসৃতজগদ্বিকারকারিণী চ ক্ষয়োন্মুখানামুদয়োন্মুখানাঞ্চ ব্যুৎক্রমাৎ সুখদুঃখশংসিনী অসুরাণাং অশাস্ত্রীয়চিত্তবৃত্তীনাং সুরাণাং শাস্ত্রীয়তদ্বৃত্তীনাং প্রসিদ্ধানাঞ্চাসুরসুরাণাং ঘট্টনং ঘট্টঃ পরস্পরসমাগমস্তেন সঙ্কটা দুস্তরা রণক্রিয়া সংসৃতেরবিদ্যাদিসংসারস্য সদৃশী অভবৎ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ।

——()*()——

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবম্প্রায়াকুলারম্ভৈরসুরৈরসুহারিভিঃ।
সহসা হৃতসংরব্ধৈরারব্ধঃ সুমহান্ রণঃ ॥ ১ ॥
মায়য়াথ বিবাদেন সন্ধিনা বিগ্রহেণ চ।
পলায়নেন ধৈর্য্যেণ চ্ছন্নগোপায়নেন চ ॥ ২ ॥
কার্পণ্যেনাস্ত্রযুদ্ধেন স্বান্তর্দ্ধানৈশ্চ ভূরিশঃ।
ধৃতঃ স সঙ্গরোদেবৈস্ত্রিংশদ্বর্ষাণি পঞ্চকম্ ॥ ৩ ॥
বর্ষাণি দিবসান্ মাসান্ দশাষ্টৌ সপ্ত পঞ্চ চ।
বর্ষাণি পেতুর্ব্বৃক্ষাগ্নিহেত্যেকাশনিভূভৃতাম্ ॥ ৪ ॥
এতাবতা তু কালেন দৃঢ়াভ্যাসাদহঙ্কৃতেঃ।
দামাদয়োঽহমিত্যাস্থাং জগৃহুর্গ্রস্তচেতসঃ ॥ ৫ ॥

প্রাপ্তদেহাভিমানানাং দামাদীনাং সুরৈর্মৃধে।
বিষাদোবর্ণ্যতে পশ্চাৎ পলায়নপরাজয়ৌ ॥ ১ ॥

এবম্প্রায়াঃ প্রাগ্বর্ণিতপ্রকারা আকুলা ব্যগ্রপ্রায়া আরম্ভা যেষাং তৈরসুহারিভিরসুরৈঃ সুমহান্ রণ আরব্ধঃ ॥ ১ ॥

স সঙ্গরো দেবৈঃ কদাচিৎ মায়য়া বিবাদেন বাগ্‌যুদ্ধমাত্রেণ দানাদ্যুপায়ৈঃ সন্ধিনা কদাচিৎ বিগ্রহেণ কদাচিৎ পলায়নেন প্রচ্ছন্নতয়া স্থিত্বা স্বজনগোপায়নেন ॥ ২ ॥

কদাচিৎ কার্পণ্যেন কৃপণবচ্ছরণাগতিযাচ্ঞাদিনা স সঙ্গরো বিধৃতঃ। তত্রাদ্যঃ সংগ্রামস্ত্রিংশদ্বর্ষাণি বিধৃতঃ। দ্বিতীয়স্তু পঞ্চকং বর্ষাণি অষ্টৌ মাসান্ দশ দিবসানি বিধৃতঃ। তৃতীয়স্তু সপ্তপঞ্চ চেতি দ্বাদশ দিবসান্ বিধৃতঃ। তাবৎ কালং দ্বয়োরপি সেনয়োর্ব্বৃক্ষাণামগ্নীনাং হেতীনামেকেষাং মুখ্যানামশনীনাং ভূভৃতাং পর্ব্বতানাঞ্চ বর্ষাণি বৃষ্টয়ঃ পেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

গ্রস্তচেতসো বাসনয়েতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

নৈকট্যাতিশয়াৎ যদ্বৎ দর্পণং বিম্ববদ্ভবেৎ।
অভ্যাসাতিশয়াত্তদ্বৎ তে সাহঙ্কারতাং গতাঃ ॥ ৬ ॥
যদ্বদ্দূরগতং বস্তু নাদর্শে প্রতিবিম্বতি।
পদার্থবাসনা তদ্বদনভ্যাসান্ন জায়তে ॥ ৭ ॥
যদা দামাদয়ো জাতা অহঙ্কারাত্মবাসনাঃ।
তদা মে জীবিতং মেঽর্থ ইতি দৈন্যমুপাগতাঃ ॥ ৮ ॥
ভববাসনয়া গ্রস্তা মোহবাসনয়া ততঃ।
আশাপাশনিবদ্ধাস্তে ততঃ কৃপণতাং গতাঃ ॥ ৯ ॥
মুগ্ধৈব হ্যনহঙ্কারৈর্ম্মমত্বমুপকল্পিতম্।
রজ্জ্বাম্ভুজঙ্গত্বমিব দামব্যালকটৈস্ততঃ ॥ ১০ ॥
আপাদমস্তকো দেহঃ কথং মে ভবতু স্থিরঃ।
মমেতি তৃষ্ণাকৃপণা দীনতাং তে সমাযযুঃ ॥ ১১ ॥
স্থিরো ভবতু মে দেহঃ সুখায়াস্তু ধনং মম।
ইতি বদ্ধধিয়াং তেষাং ধৈর্য্যমন্তর্দ্ধিমাযযৌ ॥ ১২ ॥
সবাসনত্বাৎ বপুষামল্পসত্ত্বাৎ সুরদ্বিষাম্।

অভিমানাভ্যাসস্যাহঙ্কারদার্ঢ্যহেতুতাং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি নৈকট্যাদিতি ॥ ৬॥

উৎপন্নাপি বাসনা চিরমভ্যাসত্যাগেন নশ্যতীত্যাশয়েনাহ যদ্বদিতি। দূরগতং দূরপরিত্যক্তং ন প্রতিবিম্বতি প্রতিবিম্বভাবাদপৈতি। অনভ্যাসাদভ্যাসপরিত্যাগাৎ ॥ ৭ ॥

অহঙ্কার এবাত্মেতি বাসনা যেষাং তে অহঙ্কারাত্মবাসনাঃ। জীবিতং জীবনং মে স্যাৎ তদর্থং মে অর্থো ধনং স্যাদিত্যাশয়া দৈন্যমুপাগতাঃ ॥ ৮॥

ততঃ ভবত্বাস্মাদিতি ভবো বিহিতনিষিদ্ধপ্রবৃত্তিস্তদ্বাসনয়া গ্রস্তাঃ। দেহো মে সদৈবারোগদৃঢ়ভোগক্ষমোঽস্ত্বিত্যাদিমোহবাসনয়া ॥ ৯ ॥

মুগ্ধৈব হ্যনহঙ্কারৈরিতি পাঠে মুগ্ধৈব কৃপণতাং গতা ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। শুদ্ধৈরপ্যনহঙ্কারৈরিতি পাঠে তু বস্তুতঃ শুদ্ধৈরপি দামাদিভির্ম্মমত্বমুপকল্পিতমিতি স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১০ ॥

মমেতি তৃষ্ণায়া এব বিবরণমাপাদমস্তক ইতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

যা তু প্রহারপরতা মার্জ্জিতেবাশু সা হ্যভবৎ ॥ ১৩ ॥
কথং স্থুরা জগত্যস্মিন্ ভবাম ইতি চিন্তয়া।
বিবশা দীনতাং জগ্মুঃ পদ্মা ইব নিরম্ভসঃ ॥ ১৪ ॥
তেষাং যোযাম্নপানেন স্বাহঙ্কৃতিমতাং রতিঃ।
বভূব ভাবভাবস্থা ভীষণা ভবভাজিনী ॥ ১৫ ॥
অথ তস্মিন্ রণে ভীত্যা সাপেক্ষত্বমুপাযযুঃ।
মত্তেভঘনসংরব্ধে বনে হরিণকা ইব ॥ ১৬ ॥
মরিষ্যামো মরিষ্যাম ইতি চিন্তাহতাশয়াঃ।
মন্দং মন্দং কিল ভ্রেমুঃ কুপিতৈরাবণে রণে ॥ ১৭ ॥
শরীরৈকার্থিনাং তেষাং ভীতানাং মরণাদপি।
অল্পসত্ত্বতয়া মূর্দ্ধ্নি কৃতমেব পরৈঃ পদম্ ॥ ১৮ ॥
অথ প্রম্লানসত্ত্বাস্তে হস্তমগ্রগতং ভটম্।
ন শেকুরিন্ধনে ক্ষীণে হবির্দগ্ধুমিবাগ্নয়ঃ ॥ ১৯ ॥
বিবুধানাং প্রহরতাং মশক্যত্বমুপাগতাঃ।
ক্ষতবিক্ষতসঞ্জাতাস্তস্থুঃ সামান্যসন্তটাঃ ॥ ২০ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন মরণাদ্ভীতচেতসঃ।
দৈত্যা দেবেষু বল্গৎস্থ দুদ্রুবুঃ সমরাজিরাৎ ॥ ২১ ॥

স্থুরদ্বিষাং দামাদীনাং যা প্রাক্প্রসিদ্ধা প্রহারপরতা সা অল্পসত্ত্বাৎ ন্যূনবলত্বাৎ মার্জ্জিতেব লিপিঃ কার্য্যাক্ষমা অভবৎ ॥ ১৩ ॥

স্থুরা অমরাঃ কথং ভবাম ইতি চিন্তয়া ॥ ১৪ ॥

ভাবা বিষয়াস্তেষাং ভাবনং ভাবস্তৎস্থা অতএব ভবং ভাজয়তি প্রাপয়তি তচ্ছীলা ॥ ১৫ ॥

সাপেক্ষত্বং জীবনে ইতি শেষঃ। মত্তৈভৈর্যূথৈায় ঘনং সংরব্ধে কুপিতে ॥১৬॥

কুপিতঃ ঐরাবণ ঐরাবতো যত্র ॥ ১৭ ॥

পরৈঃ শত্রুভিঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সামান্যা ইতরে সন্তটা ইব সামান্যসন্তটাঃ ॥ ২০ ॥

তেষু দ্রবৎসু ভীতেষু সর্ব্বতোদানবাদিষু।
দামব্যালকটাখ্যেষু বিখ্যাতেষু সুরালয়ে ॥ ২২ ॥
তদ্দৈত্যসৈন্যং ন্যপতৎ বিদ্রুতং খাদিতস্ততঃ।
কল্পান্তপবনোদ্ধূতং তারাজালমিবাভিতঃ ॥ ২৩ ॥
অমরাচলকুঞ্জেষু শিখরাণাং শিখাসু চ।
তটেষু বারিরাশীনাং পয়োদপটলেষু চ ॥ ২৪ ॥
সাগরাবর্ত্তগর্ত্তেষু শ্বভ্রেষূদ্যৎসরিৎসু চ।
জঙ্গলেসু দিগন্তেষু জ্বলৎসু বিপিনেষু চ ॥ ২৫॥
তদ্বাণোচ্ছিন্নদেশেষু গ্রামেষু নগরেষু চ।
অটবীষূগ্রপঙ্কাসু মরুভূমিদবাগ্নিষু ॥ ২৬ ॥
লোকালোকাচলান্তেষু পর্ব্বতেষু হ্রদেষু চ।
আন্ধ্রদ্রবিড়কাশ্মীরপারসীকপুরেষু চ ॥ ২৭ ॥
নানাম্ভোধিতরঙ্গাসু গঙ্গাজলঘটাসু চ।
দ্বীপান্তরেষু জালেষু জম্বূখণ্ডলতাসু চ ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বতঃ পর্ব্বতাকারাঃ পতিতাস্তে সুরারয়ঃ।

দ্রবৎসু অভিপতৎসু ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

খাং ইতি ছেদঃ খাং নভসঃ ॥ ২৩ ॥

অমরাচলকুঞ্জেষিত্যাদিসপ্তম্যন্তপদানাং সর্ব্বেষাং পতিতা স্তে সুরারয় ইত্যত্র সম্বন্ধঃ ॥ ২৪ ॥

উদ্যন্তীষু প্রবৃদ্ধাসু সরিৎসু। কর্ম্মধারয়ে পুংবদ্ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

তেষাং দেবাসুরাণাং বাণৈরুচ্ছিন্নেষু দেশেষু। উগ্রাণাং ক্রূরাণাং সিংহ-ব্যাঘ্ররক্ষসাং পঙ্কাসু পরিগ্রহভূতাসু ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

সংস্রমুখৈর্গঙ্গায়াঃ সমুদ্রপ্রবেশাদেকোপ্যম্ভোধিঃ প্রদেশভেদেন নানেতি নানাম্ভোধিষু তরঙ্গা যাসাং তাসু। দ্বীপান্তরেষু মৎস্যবন্ধনায় প্রসারিতেষু জালেষু। জম্বুখণ্ডা দেশভেদাঃ ॥ ২৮ ॥

পতিতানেব বিশিনষ্টি বিকোটিতাঙ্গেত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

বিস্ফোটিতাঙ্গচরণা বিভিন্নকরবাহবঃ ॥ ২৯ ॥
শাখালগ্নান্ত্রতন্ত্রীকা মুক্তরক্তভরচ্ছটাঃ।
ব্যস্তশেখরমূর্দ্ধানো নিষ্ক্রান্তাঃ কুপিতেক্ষণাঃ ॥ ৩০ ॥
সায়ুধাবলমায়েষু ছিন্ন কঙ্কটহেতয়ঃ।
দূরাপাতবিপর্য্যস্ত পতন্নানায়ুধাংশুকাঃ ॥ ৩১ ॥
কণ্ঠলম্বিশিরস্ত্রাণ চটৎকারোগ্রভীতয়ঃ।
শিখাশতশিলাপ্রোতা দেহভাগবিলম্বিনঃ ॥ ৩২ ॥
শাল্মল্যগ্রদৃঢ়াপাত কটৎকণ্টকসঙ্কটাঃ।
স্থূশিলাফলকাঃ ফালশতধাশীর্ণমস্তকাঃ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বএব সকলায়ুধশস্ত্রপাত মাত্রসমনন্তরমেব।
দিক্ষু নাশমগমন্ সুরেন্দ্রাঃ
পাংসবোম্বুদনিধৌ পয়সীব ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটোপাখ্যানেঅসুরপরিভ্রংশো নাম
একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

মুক্তা রক্তভরচ্ছটা যৈঃ। নিষ্ক্রান্তা নিতরাং বিক্ষিপ্তপাদাঃ ॥ ৩০ ॥

বলৈর্মায়াভিরিষুভিশ্চ ছিন্নাঃ কঙ্কটা বারবাণা হেতয়শ্চ যেষাম্। দূর-মাপাতেন পলায়নেন বিপর্য্যস্তাঃ পতন্তো নানায়ুধানামংশুকানাঞ্চ সমা-হারা যেষাম্ ॥ ৩১ ॥

কণ্ঠবিলম্বিনাং শিরস্ত্রাণানাং চটৎকারৈরুগ্রা ভীতি র্যেষাম্। গ্রন্থিতাগ্রৈঃ শিখাশতৈঃ. পর্ব্বতাগ্রশিলাসু প্রোতাঃ। অতএব দেহভাগৈর্ব্বিলম্বিনো লম্ব-মানাঃ ॥ ৩২ ॥

শাল্মলীষু সকণ্টকত্বাৎ দৃঢ়াপাতে কটদ্ভিঃ কণ্টকৈঃ সঙ্কটং দুঃখং যেষাম্ ॥৩৩

উপসংহরতি সর্ব্ব এবেতি। ইত্থং সর্ব্ব এবাসুরেন্দ্রাঃ সকলানামায়ুধানাং শস্ত্রাণাঞ্চ পাতমাত্রাৎ যুদ্ধারম্ভাৎ সমনন্তরমেব দিক্ষু নাশমদর্শনমগমন্। যথা-অম্বুদানাং নিধৌ বর্ষন্তৌ পয়সিজলে পাংসবো নাশং গচ্ছন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—(*)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি তুষ্টেষু দেবেষু দানবেষু হতেষু চ।
দামব্যালকটাদীনা বভূবুর্ভয়বিহ্বলাঃ॥ ১॥
জজ্বাল কুপিতঃ কেতি কল্পান্তাগ্নিরিব জ্বলন্।
শম্বরঃ শমিতানীকো দামব্যালকটান্ প্রতি॥ ২॥
শম্বরস্য ভয়াৎ গত্বা পাতালমথ সপ্তমম্।
দামব্যালকটাস্তস্থুস্ত্যক্ত্বাথ নিজমণ্ডলম্॥ ৩॥
যমস্য কিঙ্করা যত্র যে কালত্রাসনক্ষমাঃ।
কুতূহলেন তিষ্ঠন্তি নরকার্ণবপালকাঃ॥ ৪॥
তে তেষামথ যাতানাং দত্বাভয়মভীরবঃ।
চিন্তা ইব ঘনাকারাঃ কুমারীশ্চ দদুঃ ক্রমাৎ॥ ৫
তৈঃ সার্দ্ধং নীতবন্তস্তে তত্র দামাদয়োঽবধিম্।

পাতালে যমদণ্ডানামত্র জন্মপরম্পরা।
কাশ্মীরদেশমৎস্যান্তা দামাদীনাং প্রকীর্ত্ত্যতে॥ ১॥

ইত্যনয়া রীত্যা দানবেষু হতেষু সৎসু দেবেষু তুষ্টেষ্বিতি পাঠক্রমাদর্থক্রমবলীয়স্ত্বাদ্‌যোজ্যম্। দীনাঃ বিষণ্ণাঃ॥ ১॥

শম্বরো দামব্যালকটান্ প্রতি কুপিতঃ সন্ কেতি পৃচ্ছন্ জজ্বালেত্যর্থঃ॥২॥৩

সপ্তমং পাতালমেব বিশিনষ্টি যমস্যেতি। তত্রাপি শম্বরাৎ ভয়ং কিং ন স্যাদিতি শঙ্কাং বারয়িতুং কালত্রাসনক্ষমা ইতি। কালো মৃত্যুরিবান্যেষাং ত্রাসনক্ষমা ইত্যর্থঃ॥ ৪॥

যাতানাং শরণমিতি শেষঃ। ত্রিভ্যস্ত্রিভ্যঃ কুমারীঃ কন্যাঃ ঘনাকারা মূর্ত্তিমতীশ্চিন্তা ইব স্থিতা ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

দশবর্ষসহস্রান্ত-মাত্তানন্তকুবাসনাঃ ॥ ৬ ॥
ইয়ং মে কামিনী কন্যা মমেয়ং প্রভুতেতি চ।
দুরূঢ়স্নেহবন্ধানাং কালস্তেষাং ব্যবর্ত্তত ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মরাজোথ তং দেশং কদাচিৎ সমুপাযযৌ।
মহানরককার্য্যাণাং বিচারার্থং যদৃচ্ছয়া ॥ ৮ ॥
অপরিজ্ঞাতমেনং তে ধর্ম্মরাজং ত্রয়োস্নরাঃ।
ন প্রণেমুর্ব্বিনাশায় সামান্যমিব কিঙ্করম্ ॥ ৯ ॥
অথ বৈবস্বতেনৈতে জ্বলিতাসূগ্রভূমিষু।
বিহিতভ্রূপরিস্পন্দমাত্রেণৈব নিবেশিতাঃ ॥ ১০ ॥
তত্র তে করুণাক্রন্দাঃ সসুহৃদ্দারবন্ধবঃ।
প্রদগ্ধাঃ পর্ণবিটপা বৃক্ষা ইব বনানিলৈঃ ॥ ১১ ॥
স্বয়া বাসনয়া জাতাস্তয়ৈব ক্রূরয়া পুনঃ।
বন্ধকর্ম্মকরাকারাঃ কিরাতা রাজকিঙ্করাঃ ॥ ১২ ॥
তজ্জন্মাথ পরিত্যজ্য জাতাঃ শ্বভ্রেষু বায়সাঃ।
তদন্তে গৃধ্রতাং যাতাস্ততোপি শুকতাং গতাঃ ॥ ১৩ ॥
শূকরত্বং ত্রিগর্ত্তেষু মেষত্বং পর্ব্বতেষু চ।

অবধিং আয়ুঃশেষম্ ॥ ৬ ॥

আত্তানন্তকুবাসনাঃ প্রপঞ্চয়তি ইয়মিতি ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মরাজো যমঃ ॥ ৮ ॥

ছত্রচামরাদিলিঙ্গাদর্শনাৎ যমরাজোয়মিত্যপরিজ্ঞাতম্ ॥ ৯ ॥

জ্বলিতাসু রৌরবাদ্যুগ্রনরকভূমিষু। তাসু হি শতযোজনপর্য্যন্তং জানুমিতজ্বলদঙ্গারাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০ ॥

পর্ণান্যেব বিটপাঃ শাখা যেষাং তে পর্ণবিটপা বালা ইতি যাবৎ ॥ ১১ ॥

বধবন্ধকর্ম্মকরযমকিঙ্করসহবাসাৎ তাদৃশবাসনয়া বন্ধকর্ম্মকরাকারাঃ কিঙ্করাশ্চ। এবমগ্রেপ্যূহ্যম্ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

তে বভ্রুঃ দধুরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

মগধেম্বথ কীটত্বং বক্রুস্তে চ কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৪ ॥
অনুভূয়েতরামন্যাং চিত্রাং যোনিপরম্পরাম্‌।
অদ্য মৎস্যাঃ স্থিতা রাম কাশ্মীরারণ্যপল্বলে ॥ ১৫
দাবাগ্নিকথিতাল্পাল্প পঙ্ককল্পাম্বুপায়িনঃ।
ন ম্রিয়ন্তে ন জীবন্তি জরজ্জম্বালজর্জ্জরাঃ ॥ ১৬ ॥
বিচিত্রযোনিসংরম্ভ মনুভূয় পুনঃ পুনঃ।
ভূত্বা ভূত্বা পুনর্নষ্টাস্তরঙ্গা জলধাবিব ॥ ১৭ ॥

ভবজলধিগতাস্তে বাসনাতন্তুনুন্না
স্তৃণমিব চিরমূঢ়া দেহরূপৈস্তরঙ্গৈঃ।
উপশমমুপযাতা রাম নাদ্যাপ্যনন্তং
পরিকলয় মহত্ত্বং দারুণং বাসনায়াঃ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটজন্মান্তরচিত্রবর্ণনং নাম
ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

মৎস্যা ভূত্বেতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

জরজ্জম্বালং জীর্ণপঙ্কস্তেন জর্জ্জরাঃ শ্লথদেহাঃ ॥ ১৬ ॥

উক্তমেবানুবদতি বিচিত্রেতি ॥ ১৭ ॥

উপসংহরতি ভবজলধীতি। বাসনাতন্তুভির্নুন্নাঃ প্রেরিতাঃ সন্তো দেহ-রূপৈস্তরঙ্গৈস্তৃণমিব চিরং ঊঢ়া নানাপ্রদেশং প্রাপিতাস্তে অদ্যাপি অনন্তং অপরিচ্ছেদ্যফলং উপশমং নোপযাতাঃ। বাসনায়া দারুণং বিদারুণং মহত্ত্বং মহানর্থরূপত্বমিতি যাবৎ। পরিকলয় অনেনৈব দৃষ্টান্তেন সর্ব্বত্র পশ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
ত্রিংশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

——)(•)(——

বশিষ্ঠ উবাচ।

অতঃ প্রবোধায় তব বচ্মি রাম মহামতে।
দামব্যালকটন্যায়োমা তেস্থিতি তু লীলয়া॥ ১॥
অবিবেকানুসন্ধানাচ্চিত্তমাপদমীদৃশীম্।
অনন্তভবদুঃখায় পরিগৃহ্লাতি হেলয়া॥ ২॥
ক্ক কিলামরবিধ্বংসি-শম্বরানীকনাথতা।
ক্ক তাপতপ্তজম্বালজালজর্জ্জরমীনতা ॥ ৩॥
ক্ক ধৈর্য্যমমরানীকবিদ্রাবণকরং মহৎ।
ক্ক কিরাতমহীপালক্ষুদ্রকিঙ্করৰূপতা॥ ৪॥
ক্ক নাম নিরহঙ্কারচিৎসত্ত্বোদারধীরতা।
ক্ক মিথ্যাবাসনাবেশাদহঙ্কারকুকল্পনা॥ ৫॥
শাখাপ্রতানগহনা সংসারবিষমঞ্জরী।
অহঙ্কারাঙ্কুরাদেব সমুদেতীয়মাততা॥ ৬॥

অর্থচ্যুতিরনর্থাপ্তিরহংমানাদিহোচ্যতে।
তথা দামাদিভাবানাং সত্ত্বাসত্ত্বনিরাক্রিয়া॥ ১॥

পূর্ব্বোক্তং স্মারয়ন্ প্রকৃতকথাং তত্র যোজয়তি অত ইতি॥ ১॥

অবিবেকানুসন্ধানাৎ বিবেকানুসন্ধানাভাবাৎ। ঈদৃশীং অভিমানলক্ষণাং আপদম্॥ ২॥

প্রাক্তননিরভিমানিতায়াঃ পশ্চাত্তনাভিমানস্ত চ ফলতো মহদন্তরং দর্শয়তি ক্ক কিলেত্যাদিনা॥ ৩॥ ৪॥

স্বরূপতোপ্যন্তরমাহ ক্ক নামেতি॥ ৫॥

মঞ্জরীপদেন তৎপ্রধানা বল্লী গৃহ্যতে॥ ৬॥

অহঙ্কারমতো রাম মার্জ্জয়ান্তঃ প্রযত্নতঃ।
অহং ন কিঞ্চিদেবেতি ভাবয়িত্বা সুখীভব ॥ ৭ ॥
অহঙ্কারাম্বুদচ্ছন্নং পরমার্থেন্দুমণ্ডলম্।
রসায়নময়ং শীতমদৃশ্যত্বমুপাগতম্ ॥ ৮ ॥
অহঙ্কারপিশাচার্ত্তা দামব্যালকটাস্ত্রয়ঃ।
গতাঃ সত্তামসন্তোপি মায়ামাহাত্ম্যদানবাঃ ॥ ৯ ॥
কাশ্মীরেষু মহারণ্য-সরসীবনপল্বলে।
অদ্য মৎস্যাঃ স্থিতা রাম শৈবাললবলালসাঃ ॥ ১০ ॥

রাম উবাচ।

নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
তে হ্যসন্তঃ কথং সত্তাং সম্পন্না ইতি মে বদ ॥ ১১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো নাসৎ সম্ভবতি ক্বচিৎ।
কদাচিৎ কিঞ্চিদপ্যেব বৃহৎ সম্পদ্যতে তনু ॥ ১২ ॥

কেনোপায়েন তন্মার্জ্জনং তমাহ অহং ন কিঞ্চিদেবেতি। দৃশ্যে জড়ে সর্ব্বত্রেদন্ত্বৈস্যব দর্শনাৎ অহন্ত্বাযোগাৎ দৃক্‌স্বরূপে অহঙ্কারাদিসর্ব্বসাক্ষিণ্যভিমানধর্ম্মকত্বাঘটনেনাহন্ত্বাযোগাৎ দৃগ্‌দৃশ্যব্যতিরিক্তস্য চালীকত্বাদহন্ত্বাস্পদং ন কিঞ্চিদেবেতি তত্ত্বতোভাবয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অহঙ্কারস্যানর্থহেতুতামুক্ত্বা অর্থবিঘাতকতামাহ অহঙ্কারেতি। রসায়নময়মানন্দৈকরসম্। অমৃতময়ং শীতং তাপত্রয়শূন্যঞ্চ ॥ ৮ ॥

সত্তাং জন্মমরণপ্রবাহে স্থিতিম্। প্রাক্ তত্রাসন্তোপি মায়ামাহাত্ম্যপ্রযুক্তা দানবা দামাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

শৈবাললবেষু লালসা অত্যন্তং সাভিলাষাঃ ॥ ১০ ॥

অসন্তোপি সত্তাং গতা ইত্যেতৎ শ্রুত্বা রামস্তদনুপপত্তিং শঙ্কতে নাসত ইতি ॥ ১১ ॥

স্বাভিপ্রেতং বিশেষং বক্তুং প্রথমং রামোক্তিমভ্যুপগম্য বশিষ্ঠঃ পরিহারমারভতে এবমেতদিতি। সত্যং কদাচিদপি কিঞ্চিদপি নাসৎ সম্ভবতি

কিমসৎ সংস্থিতং ব্রূহি কিং তৎ সদ্বাথ সংস্থিতম্।
সম্যগ্‌ভিন্নদর্শনেনৈব করিষ্যে তব বোধনম্ ॥ ১৩ ॥

রাম উবাচ।

সন্ত এব স্থিতাঃ সন্তো ব্রহ্মন্ বয়মিমে কিল।
দামাদয়স্ত্বসন্তোপি বচ্মি সন্তঃ স্থিতা ইতি ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথা দামাদয়োরাম স্থিতা মায়াময়া ইতি।
অসত্যা এব সত্যাভা মৃগতৃষ্ণাম্বুপূরবৎ ॥ ১৫ ॥
তথৈবেমে বয়মপি সসুরাসুরদানবাঃ।
অসত্যা এব বয়ামো যাম আয়াম এব চ ॥ ১৬ ॥
অলীকমেব ত্বদ্ভাবো মদ্ভাবোলীকমেব চ।
অনুভূতোপ্যসদ্রূপঃ স্বপ্নে স্বমরণং যথা ॥ ১৭ ॥
মৃতোবন্ধুর্যথা স্বপ্নে প্যনুভূতোপ্যসন্ময়ঃ।
মৃতোয়মিতি চেৎ জ্ঞপ্তির্ভবেদেবমিদং জগৎ ॥ ১৮ ॥

কিন্তু তনু সূক্ষ্মমেব সৎআবির্ভাবেন বৃহৎ সম্পাদ্যতে সৈবোৎপত্তিঃ বৃহচ্চ-তিরোভাবেন তনু সম্পাদ্যতে স এব বিনাশ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অস্ত্বেবং তথাপি অনাত্মবস্তুষু সত্ত্বাসত্ত্ববিভাগ এব দুর্নিরূপ্য ইতি বিবক্ষু-রামঃ পৃচ্ছতি কিমিতি ॥ ১৩ ॥

নম্বু অস্মদাদীনাং সত্ত্বং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধং দামাদীনাং মায়ামাত্রত্বাদ-সত্ত্বং ত্বয়ৈবোক্তং তথা চ কথং তেষাং পুনঃসত্ত্বং বিপ্রতিসিদ্ধং বদসি কোবা তবাভিপ্রায় ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যদ্যস্মদাদিশরীরাণাং ব্যাবহারিকপ্রমাণব্যবহারযোগ্যত্বাৎ সত্ত্বং মন্যসে তর্হি দামাদীনামপি তত্তুল্যম্। অথ তত্ত্বজ্ঞানবাধ্যত্বাৎদুর্ব্বচত্বাৎ বা অসত্ত্বং মন্যসে তদপি তুল্যমিতি ন বিপ্রতিষেধ ইত্যাশয়েন বশিষ্ঠ উত্তরমাহ যথেত্যাদিনা ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ত্বদ্ভাবো রামশরীরভাবঃ। মদ্ভাবো বশিষ্ঠশরীরভাবঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

এষাতিমূঢ়বিষয় উক্তিরেব ন রাজতে।
অভ্যাসেন বিনোদেতি নানুভূতেরপহ্নবঃ ॥ ১৯ ॥
নিশ্চয়োন্তঃপ্ররূঢ়ো যঃ সম্পন্নোভ্যসনং বিনা।
নাশমায়াতি লোকেস্মিন্ ন কদাচন কস্য চিৎ ॥ ২০ ॥
ইদং জগদসদ্ব্রহ্ম সত্যমিত্যেব বক্তি যঃ।
তমুন্মত্তমিবোন্মত্তোবিমূঢ়োপি হসত্যলম্ ॥ ২১ ॥
অক্ষীবক্ষীবয়োরৈক্যং ক্ব কিলেহাজ্ঞতজ্জ্ঞয়োঃ।
অন্ধপ্রকাশয়োর্ব্বোধে স্যাচ্ছায়াতপয়োরিব ॥ ২২ ॥
যত্নেনাপ্যনুভূতোর্থঃ সত্যে কর্ত্তুমপহ্নবম্।
অজ্ঞোন্তশ্চ ন শক্নোতি শবমাক্রমণং যথা ॥ ২৩ ॥

জগৎসত্যতানিশ্চয়বানতিমূঢ়স্তদ্বিষয়ে তং প্রতি এষা অলীকত্বোক্তির্ন রাজত এব। কুতস্তত্রাহ অভ্যাসেনেতি। পরমার্থতত্ত্ববিচারাভ্যাসেন বিনা জগৎসত্যত্বানুভূতেরপহ্নবোঽপলাপোনোদেতি ॥ ১৯ ॥

এবং পূর্ব্বোৎপন্নদুঃসংস্কারনাশোপি শাস্ত্রার্থতত্ত্বাভ্যাসং বিনা নোদেতী ত্যাহ নিশ্চয় ইতি ॥ ২০ ॥

অতএব হ্যনধিকারিণ্যুপদেশবাক্যমুন্মত্তপ্রলপিতপ্রায়ত্বাদজ্ঞানামভিজ্ঞানাং চোপহাসযোগ্যমেব ভবতীত্যাহ ইদমিতি ॥ ২১ ॥

যদ্যজ্ঞান্ নোপদিশেৎ তৈঃ সহাজ্ঞচেষ্টাভিরেব জ্ঞোপি ব্যবহরেৎ তর্হি সোঽজ্ঞোপি স্যাৎ তথাচাজ্ঞতজ্জ্ঞয়োরৈক্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অক্ষীবেতি। ক্ষীবো মদিরামত্তঃ অক্ষীবো বিমদস্তয়োরৈক্যং ক্ব স্যাৎ। অন্ধয়তীত্যন্ধং তমঃ। প্রকাশঃ সূর্য্যাদিঃ ॥ ২২ ॥

ইতোপ্যজ্ঞো নোপদেশ্য ইত্যাহ যত্নেনেতি। অজ্ঞো মহতাপি যত্নেন বোধ্যমানোপি অন্তর্ব্বহিশ্চ মনোবুদ্ধ্যাদিভেদেন রূপরসাদিভেদেন চানুভূতো-দ্বৈতরূপো যোর্থস্তস্য সত্যে অধিষ্ঠানে অপহ্নবং নেতি নেতীতি বাধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি। যথা শবং কুণপং আক্রমণং স্বপস্থ্যাং ভ্রমণং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদ্বৎ। ন চাধ্যস্তাপহ্নবং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বং বোদ্ধুং শক্য-মিতি ব্যর্থস্তদুপদেশঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদিতি বক্তুং নাজ্ঞস্য যুজ্যতে।
তপোবিদ্যাননুভবে স তদেবানুভূতবান্ ॥ ২৪ ॥
অবুদ্ধবিষয়ে হেয়া রাম বাক্ প্রবিরাজতে।
বুদ্ধস্যাস্মীতি রূপেণ কিল নাস্ত্যেব কিঞ্চন ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মৈবেদং পরং শান্তমিত্যেবানুভবন্ সুধীঃ।
অপহ্নবঃ স্বানুভূতেঃ কর্ত্তুং তস্য ক যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥
পরস্মাদ্ব্যতিরেকেণ নাহমাত্মনি কিঞ্চন।
হেমনীবোর্ম্মিকাদিত্বং ন ময্যস্তি বিশিষ্টতা ॥ ২৭ ॥
ভূততা ব্যতিরেকেণ মূঢ়েনাত্মনি কিঞ্চন।

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা-হনাশকেন" ইতি জ্ঞানাধিকারসিদ্ধয়ে তপ উপাসনাদিবিধানাদপি তদ-সংস্কৃতোহজ্ঞো নোপদেশার্হ ইত্যাহ ব্রহ্মেতি। যতস্তপোবিদ্যাদীনামননুভবে অনুভবপ্রযুক্ত সংস্কারাভাবে সতি সোহজ্ঞস্তৎপ্রসিদ্ধং সংসারিদেহাদ্যাত্মভাব-মেবানাদিকালমনুভূতবান্ ন কদাপি অসংসার্য্যাত্মভাবমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ক তর্হ্যুপদেশবাক্ বিরাজতে তত্রাহ অবুদ্ধেতি। অনুদরা কন্যেতি বদল্পার্থো নঞ্ সমস্যতে। অল্পবুদ্ধবিষয়ে ইত্যর্থঃ। বুদ্ধস্য সম্যগ্বোধবতস্তু অস্মীতি অহঙ্কারপরামর্শিরূপেণ পরাভ্রষ্টুং কিঞ্চিদপি নাস্ত্যেবেতি সোপি নোপদেশার্হ ইত্যর্থঃ। তথাক্তোক্তমুপক্রমে "নাত্যন্তমজ্ঞো নো তজ্জ্ঞঃ সোহস্মিন্ শাস্ত্রেহধিকারবা" নিতি ॥ ২৫ ॥

অস্মীতি বোদ্ধুমশক্ত্যাহংব্রহ্মাস্মীতি বাক্যার্থবোধজ্ঞস্যানধিকারবন্নিষেধ্যা-প্রসিদ্ধের্নৈতীত্যপহ্নববাক্যার্থবোধেহপি জ্ঞস্যানধিকারমাহ ব্রহ্মৈবেতি ॥ ২৬ ॥

নন্থ হেমন্যূর্ম্মিকাদেরিবাহঙ্কারস্যৈব ব্রহ্মণ্যপহ্নবো জ্ঞেন কুতো ন ক্রিয়তে তত্রাহ পরস্মাদিতি। যতঃ আত্মনি অহম্পদবাচ্যং পরস্মাৎ ব্যতিরেকে-ণোর্ম্মিকাদিকমিব প্রাতীতিকমপি জ্ঞস্য কিঞ্চিন্নাস্তীত্যর্থঃ। ন ময়ীতি। যতোহদ্বয়ে ময়ি বিশিষ্টতাভ্রান্ত্যাপি নাস্তি যত্র বিশেষণাপহ্নবঃ ক্রিয়ে-তেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞদৃষ্ট্যা জগদিবাহজ্ঞদৃষ্ট্যা পরমার্থোহপ্যত্যন্তাসন্নেবেতি তস্য তদস্তিতা

ঊর্ম্ম্যাদিবুদ্ধৌ হেমেব জ্ঞে নাস্তি পরমার্থতা ॥ ২৮ ॥

মিথ্যাহন্তাময়োমূঢ়ঃ সত্যৈকাত্মময়ঃ সুধীঃ।
যুজ্যতে ন ক্বচিন্নাম স্বভাবাপহ্নবোনয়োঃ ॥ ২৯ ॥

যোবন্ময়স্তস্য তস্মিন্ যুজ্যতেপহ্নবঃ কথম্।
পুরুষস্য ঘটোস্মীতি বাক্যমুন্মত্তমেব হি ॥ ৩০ ॥

তস্মান্মেমে বয়ং সত্যা ন চ দামাদয়ঃ ক্বচিৎ।
অসত্যাস্তে বয়ং চেমে নাস্তি নঃ খলু সম্ভবঃ ॥ ৩১ ॥

সত্যং সম্বেদনং শুদ্ধং বোধাকাশং নিরঞ্জনম্।
সত্যং সর্ব্বগতং শান্তমনন্তময়োদয়ম্ ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বং শান্তঞ্চ নিঃশূন্যং ন কিঞ্চিদিব সংস্থিতম্।
তত্র ব্যোম্নি বিভান্তীমা নিজাভাসোঙ্গ সৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা তৈমিরিকাক্ষস্য সহজা এব দৃষ্টয়ঃ।
কেশোণ্ডুকাদিবদ্ভ্রান্তি স্তথেমাস্তত্র দৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ন বোধয়িতুং শক্যেত্যাশয়েনাহ ভূততেতি। ভূততা পাঞ্চভৌতিককার্য্য-কারণমাত্রাত্মতা ॥ ২৮ ॥

উক্তমেব সংক্ষিপ্য স্ফুটমাহ মিথ্যেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৯ ॥

অন্যাত্মতানিশ্চয়বতস্তদন্যাত্মতোপদেশবৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তমাহ পুরুষস্যেতি ॥৩০॥

ঔপোদ্ঘাতিকং সমাপ্য প্রস্তুতমুপপাদিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। ইমে প্রত্যক্ষগম্যবশিষ্ঠরামাদিদেহাত্মনা প্রসিদ্ধা বয়ং শাস্ত্রদৃশা ন সত্যাঃ। বিদ্বদনুভবদৃশাপ্যসত্যাঃ। যৌক্তিকদৃশাপি নঃ সম্ভবঃ সম্ভাবো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

কিং তর্হি সত্যং তদাহ সত্যমিতি। সম্বেদনমেব শাস্ত্রদৃশাপি সত্যং বিদ্বদনুভবতোপি সত্যং যৌক্তিকদৃশাপি তদেবানন্তময়োদয়মস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বং জগৎশান্তং উপরতম্। কিং শূন্যপরিশেষেণ নেত্যাহ নিঃশূন্য-মিতি। নিরন্তশূন্যম্। তর্হি কথং শান্তং তত্রাহ ন কিঞ্চিদিবেতি। সর্ব্ব-শূন্যমিব ন তু শূন্যমেব। সন্মাত্রপূর্ণভাবেন স্থিতমিত্যর্থঃ। নিজাঃ ভাসঃ অন্যথাপ্রথাঃ ॥ ৩৩ ॥

সতঃ অসৎ সদাকারেণ প্রথা ক দৃষ্টেতি চেৎ তদাহ যথেতি ॥ ৩৪ ॥

স আত্মানং যথা বেত্তি তথানুভবতি ক্ষণাৎ ।
চিদাকাশস্ততোসত্যমপি সত্যং তদীক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥
ন সত্যমস্তি নাসত্যমিতি তস্মাজ্জগত্রয়ে ।
যৎ যথা বেত্তি চিদ্রূপং তত্তথোদেত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৬ ॥
যথা দামাদয়স্তদ্বদেবমভ্যুদিতা বয়ম্ ।
সত্যাসত্যাঃ কিমত্রাঙ্গ তান্ প্রত্যপি বিকল্পনা ॥ ৩৭ ॥
অস্যানন্তস্য চিদ্ব্যোম্নঃ সর্ব্বগস্য নিরাকৃতেঃ ।
চিদুদেতি যথা যান্তস্তথা সা তত্র ভাত্যলম্ ॥ ৩৮ ॥
যত্র দামাদিরূপেণ সম্বিৎ প্রকচিতা স্বয়ম্ ।
তথা সা তত্র সম্পন্না তথাকারানুভূতিতঃ ॥ ৩৯ ॥
অস্মদাদিস্বরূপেণ সম্বিদ্‌যত্রোদিতা স্বয়ম্ ।
তথাসৌ তত্র সম্পন্না তথাকারানুভূতিতঃ ॥ ৪০ ॥
স্বস্বপ্নপ্রতিভাসস্য জগদিত্যভিধা কৃতা ।
চিদ্ব্যোম্নোব্যোমবপুষস্তাপস্যেব মৃগাম্বুতা ॥ ৪১ ॥
যত্র প্রবুদ্ধং চিদ্ব্যোম তত্র দৃশ্যাভিধা কৃতা ।

স সত্যাত্মা আত্মানং যথা যেন যেন প্রকারেণ বেত্তি তথৈব ক্ষণাদনুভবতি । ততস্তস্মাৎ তদীক্ষণাৎ সত্যাত্মদৃষ্টিবলাদসত্যমপি সত্যমিব ক্ষণাদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যদি সত্যেক্ষণাৎ সত্যং স্বতস্তর্হি জগৎ কিং রূপমস্তি তত্রাহ ন সত্যমিতি ॥ ৩৬ ॥

এবং প্রসিদ্ধেন বশিষ্ঠরামাদ্যাকারেণ । তান্ দামাদীন্ । অপিশব্দ এবকারার্থে ॥ ৩৭ ॥

যা চিৎ অন্তঃ যথা যাদৃশাকারেণ উদেতি ॥ ৩৮ ॥

উক্তমেবোদাহৃত্য দর্শয়তি যত্রেতি ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

তাপস্য মরুময়ূখস্য ॥ ৪১ ॥

যত্র জগদ্বিষয়ে প্রবুদ্ধং জাগরূকং বাহ্যার্থোপলব্ধিরূপমিতি যাবৎ । যত্র

যত্র সুপ্তস্তু তেনৈব তত্র মোক্ষাভিধা কৃতা ॥ ৪২ ॥
ন চ তৎ কচিদাসুপ্তং ন প্রবুদ্ধং কদাচন।
চিদ্ব্যোম কেবলং দৃশ্যং জগদিত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥
নির্ব্বাণমেব সর্গশ্রীঃ সর্গশ্রীরেব নির্ব্বৃতিঃ।
নানয়োঃ শব্দয়োরর্থভেদঃ পর্য্যায়যোরিব ॥ ৪৪ ॥
পরমার্থোজগদিতি রূপং বেত্তি স্বয়ং স্বকম্।
যথা তৈমিরিকং চক্ষুঃ কেশোণ্ড্রকমিবেক্ষতে ॥ ৪৫ ॥
ন তৎকেশোণ্ড্রকং কিঞ্চিৎ সা হি দৃষ্টিস্তথা স্থিতা।
নেদং দৃশ্যমিদং কিঞ্চিদিত্থং চিদ্ব্যোম সংস্থিতম্ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বমিদমস্তি যথানুভূতং
নো কিঞ্চন কচিদিহাস্তি ন চানুভূতম্।
শান্তং সদেকমিদমাততমিত্থমাস্তে
সন্ত্যক্তশোকভয়ভেদমতস্ত্বমাস্ব ॥ ৪৭ ॥

অদ্বিতীয়স্বপ্রকাশে স্বাত্মনি প্রসুপ্তং বাহ্যোপলব্ধিরহিতং তত্র তেনৈব চিদ্ব্যোম্নৈব। তথাচ শ্রুতিঃ। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি ॥ ৪২ ॥

ইদন্তু বোধনায়াবস্থাদ্বয়ং সাদৃশ্যকল্পনয়োক্তং পরমার্থতস্বাহ ন চেতি। কথং তর্হ্যবগন্তব্যং তত্রাহ চিদ্ব্যোমেতি ॥ ৪৩ ॥

যদা দৃশ্যং কেবলং চিদ্ব্যোমৈব তদা সর্গনির্ব্বাণয়োর্ভেদোনিবৃত্ত ইত্যাহ নির্ব্বাণমেবেতি ॥ ৪৪ ॥

উক্তমুপপাদয়তি পরমার্থ ইতি দ্বাভ্যাম্। স্বয়ং অজ্ঞানোপহিত আত্মা ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

অধ্যারোপদৃষ্টৌ সর্ব্বত্রগে চিদ্ব্যোম্নি সর্ব্বারোপসম্ভবাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বমস্তি অপবাদদৃষ্টৌ তু কচিদপি কিঞ্চিন্নাস্তি। ইত্থমুক্তপ্রকারদ্বয়েঽপি ইদং জগৎ শান্তং নিরস্তভেদং অত এবৈকং সৎ ততং পূর্ণমাস্তে। অতস্ত্বমপি সন্ত্যক্ত-শোকভয়ভেদং যথা স্যাৎ তথা পূর্ণ আস্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

শিলোদরাকারঘনং প্রশান্তং
মহাচিতেরূপমিদং স্বমচ্ছম্ ।
নৈবাস্তি নাস্তীতি দৃশৌ কচিত্তু
যচ্চাস্তি তৎ সাধু তদেব ভাতি ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে সদসন্নিরাকরণং নাম
একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

তদেব পুনঃ স্থিরীকুর্ব্বন্ বর্ণয়তি শিলেতি। স্ফটিকশিলায়া উদরমিব শূন্যাকারং ভাসমানমপি ঘনং তত্র প্রতিবিম্ববনগিরিনদ্যাদিস্বরূপ ইবাস্তি নাস্তীতি দৃশৌ তু কচিন্নৈব যচ্চ প্রতিভানমাত্রেণাস্তি তৎ তচ্চিতিরূপমেব তথা ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—০()*()০—

রাম উবাচ ।

সত্যামপ্যসত্যামেব বালযক্ষপিশাচবৎ ।
দামব্যালকটাদীনাং দুঃখস্যান্তঃ কথং ভবেৎ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

দামব্যালকুটুম্বৈস্তৈস্তদৈব যমকিঙ্করৈঃ ।
প্রার্থিতেন যমেনোক্তমিদং শৃণু রঘূদ্বহ ॥ ২ ॥
যদা বিয়োগমেষ্যন্তি শ্রোষ্যন্তি চ নিজাং কথাম্ ।
দামাদয়স্তদা মুক্তা ভবিষ্যন্তীত্যসংশয়ম্ ॥ ৩ ॥

রাম উবাচ ।

স্ববৃত্তান্তমিমং কুত্র কদা কথয়তে কথম্ ।
শ্রোষ্যন্তি ভগবংস্তে বা বর্ণয়েদং যথাক্রমম্ ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কাশ্মীরেষু মহাপদ্মসরসীতীরপল্বলে ।

মৎস্যসারসজন্মাপ্ত্যা বিমুক্তা রাজসদ্মনি ।
মশকাদিতনুর্যাগুজ্ঞানান্তে মুক্তিমাযযুঃ ॥ ১ ॥

অজ্ঞবুদ্ধ্যা সত্যামপি পরমার্থতোঽসত্যামেব দুঃখস্যান্তো মোক্ষঃ কথং ভবেৎ কদা ভবিষ্যতীতি যাবৎ ॥ ১ ॥

দামব্যালকটানাং কুটুম্বৈর্বান্ধবভূতৈর্যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২ ॥

নিজাং স্বীয়াং শম্বরমায়াকল্পিতজীবভাবনির্ব্বাসনাদ্বয়চিন্মাত্রস্বস্বাভাব্য-কথাম্। তদা স্বতত্ত্বং বুদ্ধ্বা মুক্তা ভবিষ্যন্তীতি অসংশয়ং নিঃসংশয়ং যমেনোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তে দামাদয়ঃ। স্বর্থে বাশব্দঃ। কথয়তে কথয়তঃ সকাশাৎ। ব্যত্য-

ভূয়োভূয়োঽনুভূয়ৈব মৎস্যযোনিপরম্পরাম্ ॥ ৫ ॥
আলোলিতাশয়া লোলাঃ কালেন লয়মাগতাঃ।
তত্রৈব পদ্মসরসি তে ভবিষ্যন্তি সারসাঃ ॥ ৬ ॥
তত্র কহ্লারমালাসু সরোজপটলীষু চ।
শৈবালবল্লবল্লীষু তরঙ্গবলনাসু চ ॥ ৭ ॥
চলৎকুসুমদোলাসু নীলোৎপললতাসু চ।
শীকরৌঘাভ্রলেখাসু শীতলাবর্ত্তবর্ত্তিষু ॥ ৮ ॥
সারসাঃ সরসং ভোগান্ ভুক্ত্বা ভুবনভূষণাঃ।
বিহৃত্য সুচিরং কালমলমাগতশুদ্ধয়ঃ ॥ ৯ ॥
তে বিযুক্তা ভবিষ্যন্তি মুক্তয়ে লব্ধবুদ্ধয়ঃ।
রজঃসত্ত্বতমাংসীব ভেদং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়া ॥ ১০ ॥
কাশ্মীরমণ্ডলস্যান্তর্নগরং নগশোভিতম্।
নাম্নাধিষ্ঠানমিত্যেব শ্রীমত্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥
প্রদ্যুম্নশিখরং নাম তস্য মধ্যে ভবিষ্যতি।
শৃঙ্গং লঘু সরোজস্য কোশচক্রমিবোদরে ॥ ১২ ॥
তস্য মূর্দ্ধ্নি গিরের্গেহং কশ্চিদ্রাজা ভবিষ্যতি।
অভ্রঙ্কষমহাশালং শৃঙ্গে শৃঙ্গমিবাপরম্ ॥ ১৩ ॥

য়েন পঞ্চম্যর্থে চতুর্থী ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

আলোলিতঃ গ্রীষ্মে মহিষশূকরাদিভিরালোড়িতঃ আশয়ঃ পল্বলং যেষাং তথাবিধাঃ সন্তঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

লব্ধবুদ্ধয়ঃ প্রাপ্তবিচারবুদ্ধয়ঃ। যথা রজঃসত্ত্বতমাংসি বিবেকদৃশা পর্য্যালোচ্যমানানি মুক্তয়ে ভেদং বিবেকং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

নগৈর্বৃক্ষৈরদ্রিভিশ্চ শোভিতম্ ॥ ১১ ॥

লঘু লঙ্ঘনার্হং স্বারোহমিতি যাবৎ। কোশচক্রং কর্ণিকেব ॥ ১২ ॥

তস্য গিরের্মূর্দ্ধ্নি কশ্চিৎ কিঞ্চিদ্গেহং অন্যেষাং গৃহাণাং রাজেব রাজা ভবিষ্যতি। অভ্রমাকাশং কষতি ছিদ্রীকরোতীবেত্যভ্রঙ্কষে মহতি শাল-

গৃহস্তেশানকোণেঽস্তি শিরোভিত্তিব্রণোদরে।
তস্মানিশমবিশ্রান্ত বাতাধূতভৃণান্তিকে ॥ ১৪ ॥
আলয়ে দানবোব্যালঃ কলবিঙ্কোভবিষ্যতি
প্রথমাল্পশ্রুতশাস্ত্র ইবার্থরহিতারবঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মিন্নেব তদা কালে তত্র রাজা ভবিষ্যতি।
শ্রীযশস্করদেবাখ্যঃ শক্রঃ স্বর্গ ইবাপরঃ ॥ ১৬ ॥
দানবো দামনামাত্র মশকস্তস্য সদ্মনি।
ভবিষ্যতি বৃহৎস্তম্ভপৃষ্ঠচ্ছিদ্রে মৃদুধ্বনিঃ ॥ ১৭ ॥
অধিষ্ঠানাভিধে তস্মিন্নেবান্তর্নগরে তদা।
রত্নাবলীবিহারাখ্যো বিহারোঽপি ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥
তস্মিংস্তদ্ভূমিপামাত্যো নরসিংহ ইতি শ্রুতঃ।
করামলকবদ্দৃষ্টবন্ধমোক্ষো নিবৎস্যতি ॥ ১৯ ॥
ভবিষ্যতি গৃহে তস্য ক্রীড়নঃ ক্রকরঃ খগঃ।
কটোমায়াসুরো নাম কৃতরাজতপঞ্জরঃ ॥ ২০ ॥
স নৃসিংহোনৃপামাত্যঃ শ্লোকৈর্ব্বিরচিতামিমাম্।

বৃক্ষস্য শৃঙ্গে মধ্যমশাখাগ্রে। অভ্রঙ্কষা মহত্যঃ শালাঃ প্রাসাদা যত্র তথা-বিধে গিরিশৃঙ্গে অপরং শৃঙ্গমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা বা ॥ ১৩ ॥

শিরোভিত্তেরূর্দ্ধকুড্যস্য ব্রণো বিদীর্ণশিলাসন্ধিভাগ স্তস্তোদরে অস্তি নীড়মিতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

আলয়ে। তস্মিন্নীড়ে কলবিঙ্কশ্চটকঃ। প্রথমমল্পং শ্রুতং শাস্ত্রং যেন তথাবিধোদ্বিজ ইব অর্থরহিতোনিরর্থক আরবোযস্য চীচীকূচীত্যব্যক্তবাশিত ইতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

বিহরন্ত্যস্মিন্ জনা ইতি বিহারঃ ক্রীড়াগৃহম্ ॥ ১৮ ॥

করামলকবৎ দৃষ্টৌ শ্রুতিযুক্তিগুরূপদেশস্বানুভবৈঃ পরীক্ষ্য রত্নতত্ত্বমিব নিশ্চিতৌ বন্ধমোক্ষৌ যেন ॥ ১৯ ॥

তস্যামাত্যস্য ক্রীড়নঃ ক্রীড়াসাধনভূতঃ ক্রকরঃ শারিকাভেদঃ কটো-

দামব্যালকটাদীনাং কথয়িষ্যতি সৎকথাম্ ॥ ২১ ॥
স কটঃ ক্রকরঃ শ্রুত্বা তৎকথাঃ সংস্মৃতাত্মভূঃ।
শান্তমিত্থং মহাশান্তং পরং নির্ব্বাণমেষ্যতি ॥ ২২ ॥
প্রত্যুম্নশিখরপ্রান্তবাস্তব্যঃ কলবিঙ্ককঃ।
তত্রত্যৈশ্চ কথাং শ্রুত্বা পরং নির্ব্বাণমেষ্যতি ॥ ২৩ ॥
রাজমন্দিরদার্ব্বন্তর্ব্রণবাস্তব্যতাং গতঃ।
মশকোপি প্রসঙ্গেন শ্রুত্বা শান্তিমুপৈষ্যতি ॥ ২৪ ॥
প্রত্যুম্নশৃঙ্গাচ্চটকো মশকোরাজমন্দিরাৎ।
বিহারাৎ ক্রকরশ্চেতি মোক্ষমেষ্যন্তি রাঘব ॥ ২৫ ॥
এষ তে কথিতঃ সর্ব্বো দামব্যালকথাক্রমঃ।
মায়ৈবমেব সংসারশূন্যৈবাত্যন্তভাস্বরা ॥ ২৬ ॥
ভ্রময়ত্যপরিজ্ঞানাৎ মৃগতৃষ্ণাম্বুধীরিব।
মহতোপি পদাদেবং নানাজ্ঞানবশাদধঃ ॥ ২৭ ॥
পতন্তি মোহিতা মূঢ়া দামব্যালকটা ইব।
ক্ব ভ্রূক্ষেপবিনিষ্পিষ্টমেরুমন্দরসদ্মতা ॥ ২৮ ॥

নাম মায়াসুর ইত্যন্বয়ঃ। অজাতর ইতি শেষঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

সংস্মৃত আত্মৈব সর্ব্বতঃ সর্ব্বদা ভবতীত্যাত্মভূরপরিচ্ছিন্নাত্মা যেন। শান্তং বাধিতশম্বরকলিতজীবরূপম্। ইত্থমেব মহাশান্তং মূলতঃ শান্তং সংসাররূপং যত্র তথাবিধং পরং মোক্ষম্ ॥ ২২ ॥

প্রত্যুম্নস্য গিরেঃ শিখরপ্রান্তে বসতীতি বাস্তব্যঃ। বসেস্তব্যৎ কর্ত্তরি ণিচ্চেতি তব্যৎ প্রত্যয়ঃ। তত্রত্যৈশ্চাদন্যৈশ্চ বর্ণ্যমানামিতি শেষঃ। কথাং স্বপূর্ব্ববৃত্তান্তঘটিতব্রহ্মকথাম্ ॥ ২৩ ॥

দার্ব্বন্তস্তম্ভপৃষ্ঠে। শান্তিং মোক্ষম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

ইতরপদেভ্যো মহতোপি পদাৎ অপরিপকজ্ঞানদশাতঃ ॥ ২৭ ॥

নির্ব্বাসনত্বপ্রযুক্তপ্রাক্তনোৎকর্ষস্য পশ্চাত্তনমশকাদিজন্মনশ্চ মহদন্তরং দর্শয়তি ক্বেত্যাদিনা ॥ ২৮ ॥

ক রাজগৃহদার্ব্বন্তর্ব্রণে মশকরূপতা।
ক চপেটভুজামাত্রপাতিতার্কেন্দুবিম্বতা ॥ ২৯ ॥
ক প্রদ্যুম্নগিরৌ গেহে ভিত্তিব্রণবিহঙ্গতা।
ক পুষ্পলীলয়ালোলকরতোলিতমেরুতা ॥ ৩০ ॥
ক বা শৃঙ্গে নৃসিংহস্য গৃহে ক্রকরপোততা।
চিদাকাশোঽহমিত্যেব রজসা রঞ্জিতপ্রভঃ ॥ ৩১ ॥
স্বরূপমত্যজন্নেব বিরূপমপি বুধ্যতে।
স্বয়ৈব বাসনাভ্রান্ত্যা সত্যয়েবাপ্যসত্যয়া ॥ ৩২ ॥
মৃগতৃষ্ণাম্বুবুদ্ধ্যেব যাতি জন্তুরিবান্তরম্।
তরন্তি তে ভবাম্ভোধিং স্বপ্রবাহধিয়ৈব যে ॥ ৩৩ ॥
শাস্ত্রেণাসদিদং দৃশ্যমিতি নির্ব্বাণসংস্থিতাঃ।
নানাদুঃখবিকারাণি শুষ্কতর্কমতানি যে ॥ ৩৪ ॥
যান্তি শ্বভ্রং জলানীব স্বলাভং নাশয়ন্তি তে।
স্বানুভূতিপ্রসিদ্ধেন মার্গেণাগমগামিনা ॥ ৩৫ ॥

চপেটঃ করতলেন প্রহারস্তেন ভুজামাত্রেণ বাহুমাত্রেণ বিনৈব প্রহরণানীতি যাবৎ ॥ ২৯ ॥

পুষ্পলীলয়া পুষ্পবৎ লোলেন করেণ তোলিতো ভারেয়ত্তয়া অবধারিতোমেরুর্যৈস্তদ্ভাবঃ ক ॥ ৩০ ॥

নৃসিংহস্য মন্ত্রিণঃ। ইদানীং রাজসাহঙ্কাররঞ্জনেন চিদাকাশস্য দেহাদ্যাকারাভিমানাবতারপ্রকারং দর্শয়তি চিদাকাশ ইতি ॥ ৩১ ॥

স্বরূপং স্বাভাবিকস্বপ্রকাশতাম্। বিরূপং অহঙ্কারপ্রাণদেহেন্দ্রিয়াদিরূপম্ ॥ ৩২ ॥

অন্তরং চিদ্রূপাত্তেদমিব যান্তি। ইদানীং তত্তরণোপায়মাহ তরন্তীতি। স্বপ্রবাহধিয়া প্রত্যক্প্রবণবুদ্ধ্যা ॥ ৩৩ ॥

শাস্ত্রেণ মহাবাক্যাদিলক্ষণেন। কিমিতি মহাবাক্যাবলম্বস্তর্কৈরেব তন্নির্ণয়ঃ কুতো ন স্যাৎ তত্রাহ নানেতি ॥ ৩৪ ॥

স্বলাভং পারমার্থিকাত্মভাবস্থিতিলক্ষণপরমপুরুষার্থলাভম্। ঔপনিষদমার্গ-

ন বিনাশো ভবত্যঙ্গ গচ্ছতাং পরমাং গতিম্।
ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতি বুদ্ধের্মহামতে ॥ ৩৬ ॥
স্বেন দৌর্ভাগ্যদৈন্যেন ন ভস্মাপ্যুপতিষ্ঠতে।
বেত্তি নিত্যমুদারাত্মা ত্রৈলোক্যমপি যস্তৃণম্ ॥ ৩৭ ॥
তং ত্যজন্ত্যাপদঃ সর্ব্বাঃ সর্পা ইব জরত্ত্বচম্।
পরিস্ফুরতি যস্যান্তর্নিত্যং সত্ত্বচমৎকৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥
ব্রাহ্মমণ্ডমিবাখণ্ডং লোকেশাঃ পালয়ন্তি তম্।
অপ্যাপদি দুরন্তায়াং নৈব গন্তব্যমক্রমে ॥ ৩৯ ॥
রাহুরপ্যক্রমেণৈবং পিবন্নপ্যমৃতং মৃতঃ।
সচ্ছাস্ত্রসাধুসম্পর্কমর্কমুগ্রপ্রকাশদম্ ॥ ৪০ ॥
যে শ্রয়ন্তে ন তে যান্তি মোহান্ধ্যস্য পুনর্ব্বশম্।

মনুভূতিরপি সম্বদতি ন তার্কিকমিত্যাশয়েনাহ স্বানুভূতীতি। আগমগামিনা শ্রুত্যানুসারিণা ॥ ৩৫ ॥

অঙ্গেত্যামন্ত্রণে। কেন তর্হি পুরুষার্থবিনাশস্তদাহ ইদমিতি। ইতি বুদ্ধেঃ পুরুষস্য ॥ ৩৬ ॥

দৌর্ভাগ্যপ্রযুক্তদৈন্যেনেত্যর্থঃ। নষ্টস্য চ পুরুষার্থস্য ভস্মাপি নোপতিষ্ঠত ইতি সর্ব্বথা নৈরাশ্যমিত্যর্থঃ। এবং স্পৃহায়া অনর্থত্বমুক্ত্বা বৈরাগ্যস্য সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকত্বমাহ বেত্তীতি ॥ ৩৭ ॥

বিরক্তস্য চেৎ জ্ঞানকলাপি স্যাৎ তর্হি তস্য দূরে আপচ্ছঙ্কা প্রত্যুত সর্ব্বে দেবাঃ স্বোপজীব্যং স্বাধারং ব্রহ্মাণ্ডমিব সদা তং পালয়ন্ত্যপীত্যাহ পরিস্ফুরতীতি ॥ ৩৮ ॥

ন ক্রম্যত ইত্যক্রমে হসন্মার্গে ॥ ৩৯ ॥

কস্তর্হি মার্গস্তমাহ সচ্ছাস্ত্রেতি। সচ্ছাস্ত্রমুপনিষদস্তদুপবৃংহণানি চ তদর্থনিষ্ঠাঃ সাধবস্তদুভয়েন সম্পর্কঃ সদা তন্নিষেবণং তমেবার্কং সূর্য্যং নির্দ্দয়ং নিঃশেষসংসারসংহারকত্বাদুগ্রঃ শিবঃ পরমাত্মা তস্য প্রকাশদং সাক্ষাৎকারহেতুং তমোনভিভবনীয়প্রকাশদং চ ॥ ৪০ ॥

মোহলক্ষণস্য আন্ধ্যস্য অন্ধকারস্য। ইদানীং বৈরাগ্যাদিগুণান্ পুনঃ

অবশ্যা বশ্যতাং যান্তি যান্তি সর্ব্বাপদঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৪১ ॥
অক্ষয়ং ভবতি শ্রেয়ঃ কৃতং যেন গুণৈর্যশঃ।
যেষাং গুণেষ্বসন্তোষো রাগোযেষাং শ্রুতং প্রতি ॥ ৪২ ॥
সত্যব্যসনিনো যে চ তে নরাঃ পশবোপরে।
যশশ্চন্দ্রিকয়া যেষাং ভাসিতং জন্তুহৃৎসরঃ ॥ ৪৩ ॥
তেষাং ক্ষীরসমুদ্রাণাং নূনং মূর্ত্তৌ স্থিতোহরিঃ।
ভুক্তং ভোক্তব্যমখিলং দৃষ্টা দ্রষ্টব্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
কিমন্তস্তবভঙ্গায় ভুয়োভোগেষু লুব্ধতা।
যথাক্রমং যথাশাস্ত্রং যথাচারং যথাস্থিতি ॥ ৪৫ ॥

প্রশংসতি অবশ্যা ইতি বশ্যতাং স্বাধীনতাম্ ॥ ৪১ ॥

যেন পুরুষশ্রেষ্ঠেন। বৈরাগ্যশমদমাদিগুণৈর্যশঃ সংস্বগ্রগণ্যত্বেন বিখ্যাতিঃ। উক্তগুণেষু যেষামসন্তোষঃ অনলংবুদ্ধিঃ। শ্রুতমধ্যাত্মশাস্ত্রশ্রবণাভ্যাসাদি প্রতি যেষাং সদা রাগ ইচ্ছা ॥ ৪২ ॥

যে চ সত্যং সত্যবাক্যং ব্রহ্ম চ তয়োর্ব্যসনিনঃ ত এব নরজন্মসার্থকী-করণান্নরাঃ। অপরে তু নরা অপি পশুবদ্ব্যর্থজন্মত্বাৎ পশব ইত্যর্থঃ। যেষাং যশোলক্ষণস্য চন্দ্রস্য চন্দ্রিকয়া জন্তূনাং প্রাণিনাং হৃৎ হৃদয়লক্ষণং সরো ভাসিতং আহ্লাদকৈরবোন্মেষৈঃ প্রকাশিতম্ ॥ ৪৩ ॥

ত এব ক্ষীরসমুদ্রা অতএব তেষাং মূর্ত্তৌ হরির্বিষ্ণুঃ পরমাত্মা স্ফুটং স্থিত ইত্যর্থঃ। ইদানীং জগতো হিতৈষী পিতৃমাতৃভ্যোপ্যাপ্ততমঃ শ্রী-বশিষ্ঠঃ সর্ব্বৈরনাদৌ সংসারে পুনঃ পুনঃ মহানর্থপরম্পরাফলৈরনুভুতেষু বিষয়েষু দৃশ্যকৌতুকবিশেষেষু চ নাপূর্ব্বং কিঞ্চিদবশিষ্টমিতি দর্শয়ন্ বৈরাগ্য-শাস্ত্রাচারনিষ্ঠামেব প্রশংসমানঃ প্ররোচয়তি ভুক্তমিত্যাদিনা ॥ ৪৪ ॥

অন্তস্তবেষু ভাবিজন্মপরম্পরাসু ভঙ্গায় স্বাত্মবিনাশায় ভূয়োপি ভোগেষু লুব্ধতা কিং যুক্তা সর্ব্বথা ন যুক্তেত্যর্থঃ। অন্তস্তবেত্যত্র হ্রুক্ ছান্দসঃ। যথাক্রমং স্বস্বাধিকারানুরূপম্। যথাশাস্ত্রং তাদৃশাধিকারিকচিত্তশুদ্ধ্যাদ্যনুকূল-শাস্ত্রানুরূপম্। তত্রাপি যথাচারং পূর্ব্বপূর্ব্বাচার্য্যপ্রবর্ত্তিতসম্প্রদায়ানুরূপম্। যথা-স্থিতি তত্রাপ্যেকৈক ভূমিকায়াং যাবৎ পরিপাকং স্থিতিমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

স্থীয়তাং মুচ্যতামন্তর্ভোগজালমবাস্তবম্।
সংস্তবঃ ক্রিয়তাং কীর্ত্ত্যা গুণৈর্গগনগামিভিঃ ॥৪৬॥
ত্রায়েতে মৃত্যুতোহ্যেতে ন কদাচন ভোগকাঃ।
গায়ন্তি সিদ্ধসুন্দর্য্যো যেষামিন্দুসিতং যশঃ॥ ৪৭ ॥
গীতিভির্গগনাভোগৈস্তে জীবন্তি মৃতাঃ পরে।
পরমং পৌরুষং যত্নমাস্থায়াদায় সূদ্যমম্॥ ৪৮ ॥
যথাশাস্ত্রমনুদ্বেগ মাচরন্ কো ন সিদ্ধিভাক্।
যথাশাস্ত্রং বিহরতা ত্বরা কার্য্যা ন সিদ্ধিষু॥ ৪৯ ॥
চিরকালপরিপকা সিদ্ধিঃ পুষ্টফলা ভবেৎ।
বীতশোকভয়ায়াস মগর্ব্বমপযন্ত্রণম॥ ৫০ ॥
ব্যবহারোযথাশাস্ত্রং ক্রিয়তাং মা বিনশ্যতাম্।
জীবোজীর্ণান্ধকূপেষু ভবেষন্তমিবাগতঃ॥ ৫১ ॥
ভবতাং ভূরিসঙ্গানামধুনেন্দ্রিয়দামতঃ।
ইতঃ প্রভৃতি মা ভূয়োগম্যতামধমাদধঃ॥ ৫২ ॥
ইদং বিচার্য্যতাং শাস্ত্রমস্ত্রমাপন্নিবারণম্।
রণে শিতশরশ্রেণিশতনির্লূনবারণে॥ ৫৩ ॥

সংস্তবঃ সাধুজনমুখেষু স্বসাধুবাদঃ। গগনগামিভিঃ স্বর্গপর্য্যন্তপ্রখ্যাতৈঃ ॥৪৬
এতে সংস্তবকীর্ত্তী। স্ত্রীশেষশ্ছান্দসঃ সামান্যে নপুংসকং বা॥ ৪৭॥
গগনাভোগৈর্গগনবৎ সর্ব্বদেশকালব্যাপিভিঃ। যশঃ কথং সম্পাদয়িতুং শক্যতে তত্রাহ পরমমিতি॥ ৪৮॥
আচরন্ সাধনানীতি শেষঃ॥ ৪৯॥
অপযন্ত্রণং শীঘ্রতানির্ব্বন্ধরহিতম্॥ ৫০॥ ৫১॥
ভূরিসংজ্ঞানাং ভবতাং জীব ইন্দ্রিয়দামতঃ অন্তং মৃত্যুমিবাগতঃ সন্ ভবলক্ষণেষু জীর্ণান্ধকূপেষু মা বিনশ্যতামিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ ৫২॥
শিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শরশ্রেণিশতৈর্নির্লূনাশ্ছিন্না বারণা গজা যত্র তথাবিধেপি রণে সদ্যঃ প্রসক্তমহাভয়মৃত্যাদ্যাপদামপি নিবারণমজরামরনিত্যনিরতিশয়া-

জীবমুদ্রা চ কিং পঙ্কে ভোগগন্ধোনিরস্যতাম্।
কিমর্থমাত্রয়া কার্য্যমার্য্যাঃ শাস্ত্রমবেক্ষ্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥
ইদং বিম্বমিদং বিম্বমিতি সত্যং বিচার্য্যতাম্।
ধিয়া পরপ্রেরণয়া যাত মা পশবোযথা ॥ ৫৫ ॥
দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনা শুভহীনা বিচারণা।
ঘনদীর্ঘমহানিদ্রা ত্যজ্যতাং সম্প্রবুধ্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥
সুপ্তং মা স্থীয়তাং বৃদ্ধ কচ্ছপেনেব পল্বলে।
উত্থানমঙ্গীক্রিয়তাং জরামরণশান্তয়ে ॥ ৫৭ ॥

নন্দাম্মপ্রদর্শকমিদং শাস্ত্রমবশ্যং বিচার্য্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

কিং পঙ্কে গ্রীষ্মোষ্মসন্তপ্তপল্বলদুর্গন্ধিপঙ্কসদৃশে সংসারে পুনঃ পুনর্মৃতো-জ্জীবিতজরন্মণ্ডূকবজ্জীবমুদ্রা জীবিতাশেতি যাবৎ। কিং অতিতুচ্ছেত্যর্থঃ। মুহুর্নীতি পাঠে স্পষ্টম্। অতোভোগগন্ধো ভোগবাসনা হৃদয়াদপনীয়তাম্। তদর্থয়া অর্থমাত্রয়া দ্রব্যলেশেন কিং কার্য্যম্। হে আর্য্যাঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য মোক্ষশাস্ত্রমেবাবেক্ষ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বিষয়াকারবৃত্তিপ্রতিফলিতচিদাভাসানামন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং বিম্বম্। অন্তঃকরণোপহিতচিদাভাসস্য তু শুদ্ধং ব্রহ্মচৈতন্যমেব বিম্বম্। প্রতিবিম্বতদুপাধী অসত্যে বিম্বস্ত সত্যম্। তত্রান্তঃকরণোপাধ্যসত্যত্বে তদবচ্ছিন্ন-বিম্বচৈতন্যস্য তৎসমনিয়তচিদাভাসবিম্বভূতব্রহ্মচৈতন্যস্য চ ভেদোমিথ্যেবেত্য-খণ্ডং সত্যং প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্ম চৈতন্যমেব পরিশিষ্যত ইতি বিচার্য্যতা-মিত্যর্থঃ। নন্থ পরে সাংখ্যপাতঞ্জলগৌতমকণাদবুদ্ধার্হদাদয়ো নোক্তপ্রতি-বিম্বতাপ্রক্রিয়ামিচ্ছন্তি কিন্তু অন্যথান্যথৈব নিরূপয়ন্তস্তত্রৈব জনান্ প্রেরয়ন্তি তৎপ্রেরণাপি কিমুপাদেয়া নেত্যাহ ধিয়েতি। "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপোভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন্" ইত্যাদিস্বতন্ত্রশ্রুতিপ্রমাণানুসারিণাং পশু-বৎ পরপ্রেরণয়া যানমনুচিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

এবং শাস্ত্রার্থবিচারণাং বিধায় সম্প্রতি জীবনধনপশুপুত্রাদিসাংসারিক বিচারণাং দর্শনান্তরবিচারণাঞ্চ ত্যাজয়িতুং নিন্দতি। দৌর্ভাগ্যেতি। উদর্কে দৌর্ভাগ্যদায়িনী স্বকালে কার্পণ্যহেতুত্বাৎ দীনা তুচ্ছফলত্বাৎ ফলহীনা গাঢ়-তমোমাত্রনিবেশাৎ ঘনদীর্ঘমহানিদ্রা ত্যজ্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

নর্থার্থিসম্পত্তিভির্ভোগৌঘো ভবরোগদঃ।
আপদঃ সম্পদঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্রানাদরোজয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
লোকতন্ত্রানুসারেণ বিচারাৎ ব্যবহারিণাম্।
শাস্ত্রাচারানুসারেণ কর্ম্মণা সৎফলায় চ ॥ ৫৯ ॥
আচারচারুচরিতস্য বিরিক্তবৃত্তেঃ
সংসারসৌখ্যফলদুঃখদশাস্বগৃধ্নোঃ।
আয়ুর্যশাংসি চ গুণাশ্চ সহৈব লক্ষ্ম্যা
ফুল্লন্তি মাধবলতা ইব সৎফলায় ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটোপাখ্যানে সদাচারনিরূপণং নাম দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বোত্তরার্দ্ধয়োরাদ্যবাক্যার্থয়োঃ প্রথমৌ বিধেয়ৌ দ্বিতীয়বাক্যার্থয়োস্ত-দ্বৈপরীত্যম্ ॥ ৫৮ ॥

লোকতন্ত্রং জনবৃত্তং তদনুসারেণ তদবিরোধিনা শাস্ত্রাচারৌ অনুসরতি তথাবিধেন কর্ম্মণা তৎফলায় চোত্থানমঙ্গীক্রিয়তামিতি ব্যবহিতানুষঙ্গঃ ॥ ৫৯ ॥

উক্তমর্থং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি আচারেতি। বিবিক্তবুদ্ধের্বিবেকিবুদ্ধেঃ। অগৃধ্নোঃ অনভিলাষস্য। ফুল্লন্তি বিকসন্তি মাধবলতা বসন্তকালপল্লবিতলতা ইব। সৎফলায় উত্তমফলায় ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

—()※()—

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বাতিশয়সাফল্যাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
সম্ভবত্যেব তস্মাৎ ত্বং শুভোদ্যোগং ন সন্ত্যজ ॥ ১ ॥
মিত্রস্বজনবন্ধূনাং নন্দিনানন্দদায়িনা।
সরসীশানমাসাদ্য মৃত্যুরপ্যপনির্জ্জিতঃ ॥ ২ ॥

বর্ণ্যতেঽত্র শুভোদ্যোগসাধুসচ্ছাস্ত্রবৈভবম্।
বন্ধোঽহঙ্কারতস্তস্য ত্যাগান্মুক্তিশ্চ বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

বক্ষ্যমাণস্য শুভোদ্যোগাদেঃ সেবনোৎকর্ষে ফলাবশ্যম্ভাবং দর্শয়িতুং বশিষ্ঠঃ সামান্যন্যায়ং দর্শয়তি সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং সাধনাতিশয়ানাং সাফল্যনিয়মাৎ সর্ব্বত্র দৃষ্টকৃষিসেবাদিসাধনে শাস্ত্রীয়মোক্ষসাধনে শুভোদ্যোগাদৌ চ সর্ব্বং স্বস্বানুরূপং ফলং সম্ভবত্যেব ন কদাপি বৈফল্যং তস্মাৎ মোক্ষফলার্থী ত্বমপি শুভোদ্যোগং কদাপি ন সন্ত্যজেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তত্র শাস্ত্রীয়শুভোদ্যোগস্যাসাধ্যং কিঞ্চিন্নাস্ত্যেবেতি দর্শয়িতুং নন্দীশ্বরোপাখ্যানাদি সংক্ষিপ্যোদাহরতি মিত্রেত্যাদিনা। শিলাদনামা কিল মুনিঃ সর্ব্বজ্ঞং পুত্রং কাময়মানস্তপসা ভগবন্তং রুদ্রং প্রসাদয়ামাস। তস্মৈ চিরেণ তপসা প্রসন্নো বরং দাস্যন্ কিল স ভগবানুবাচ ন মত্তোঽন্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সম্ভবত্যতোঽহমেবাংশেনাবতীর্ণস্তে পুত্রো ভবিষ্যামি। স তে মদংশজঃ পুত্রঃ ষোড়শবর্ষে মৃত্যুপদং যাস্যতীতি। তচ্ছ্রুত্বা শিলাদস্তদ্বচনং প্রতিকূলয়িতুমশক্নুবংস্তমেব শরণং গতস্তথাস্ত্বিত্যনুমেনে। অথ তস্য সর্ব্বজ্ঞঃ পুত্রো নন্দিনামা বভূব। স বাল এব পিতুঃ সকাশাৎ স্বস্য ভাবিমৃত্যুপাশবন্ধনং শ্রুত্বা তপসা তমেব রুদ্রমারাধয়ামাস। অথ ষোড়শে বর্ষে সরস্তীরে লিঙ্গার্চ্চনকালে মৃত্যুনা পাশৈর্ব্বধ্যমানস্তত্রৈবাবির্ভূতেন শিবেন মৃত্যুং বামপাদাগ্রেণ হত্বা পাশাংশ্ছিত্ত্বা স জরামৃত্যুবর্জ্জিতঃ স্বানুচরঃ কৃত ইতি লৈঙ্গে প্রসিদ্ধম্ ॥২॥

সর্ব্বোৎকর্ষেণ সম্পন্না দেবা অপি বিমর্দ্দিতাঃ ।
দানবৈর্দ্দানবার্থাদ্যৈর্গজৈঃ পদ্মাকরা ইব ॥ ৩ ॥
মরুত্তনৃপতের্যজ্ঞে সম্বর্ত্তেন মহর্ষিণা ।
ব্রহ্মণেবাপরঃ সর্গো ভাবিতঃ সসুরাসুরঃ ॥ ৪ ॥
মহাতিশয়যুক্তেন বিশ্বামিত্রেণ বিপ্রতা ।
ভূয়োভূয়ঃ প্রযুক্তেন দুষ্প্রাপা তপসার্জ্জিতা ॥ ৫ ॥
পিষ্টসেকাম্বুদুষ্প্রাপং রসায়নবদশ্নতা ।
দুর্ভগেনেদৃশেনাপ্তঃ ক্ষীরোদ উপমন্যুনা ॥ ৬ ॥
ত্রৈলোক্যমল্লাংস্তৃণবদশ্নং বিষ্ণ্বজাদিকান্ ।
ভক্ত্যাতিশয়দার্ঢ্যেন কালঃ শ্বেতেন কালিতঃ ॥ ৭ ॥
প্রণয়েন যমং জিত্বা কৃত্বা বচনসঙ্গমম্ ।

দানবৈর্ব্বলিপ্রভৃতিভিঃ । দানবৈঃ সৈনিকৈরর্থৈর্দ্ধনৈশ্চাদ্যৈঃ সম্পন্নতরৈঃ ॥ ৩

যদ্যপি মহাভারতে মরুত্তযজ্ঞে বিঘ্নং চিকীর্ষোঃ সুরসৈন্যসহিতস্যেন্দ্রস্য সম্বর্ত্তেন স্বসঙ্কল্পমাত্রেণ বশীকৃতস্য দেবৈঃ সহ যজ্ঞপরিচারকত্বং কৃতমিত্যেবং প্রসিদ্ধং তথাপি পুরাণান্তরে সুরাসুরসর্গারম্ভোপি কচিৎ শ্রূয়ত এতদিতি কল্পান্তরকথাত্বাৎ ন বিরোধঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

পিষ্টসেকাম্বু পিষ্টমিশ্রিতোদকং তদপি রোদনাদিযত্নপ্রাপ্যত্বাৎ দুষ্প্রাপম্। ঈদৃশেন দুর্ভগেন ভাগ্যহীনেনাপ্যুপমন্যুনা ক্ষীরোদঃ ক্ষীরসমুদ্রস্তপসা শিবপ্রসাদাদাপ্তঃ প্রাপ্ত ইতি ভারতাদৌ প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

ত্রৈলোক্যমল্লানতিবলত্বেন খ্যাতানিতি যাবৎ। তথাবিধানপি বিষ্ণ্বজাদিকাংস্তৃণবদশ্নন্ গ্রসন্। তথাচ ভার্গবাখ্যানে কালবচনং সংসারাবলয়ো ভুক্তা ইত্যাদি। শ্বেতেন শ্বেতাখ্যেন মুনিনা কালোমৃত্যুঃ কালিতো নির্জ্জিতঃ। ইদমপি লৈঙ্গে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

সাবিত্র্যা রাজকন্যয়া প্রণয়েন ভর্তৃপ্রাণানুগমনস্তুত্যাদিপ্রীণনোপায়েন যমং জিত্বা বশীকৃত্য ঋতে সত্যবতঃ প্রাণাদন্যং বরং বৃণীষ্বেতি যমবচনস্য তস্যাঃ সত্যবতঃ শতপুত্রোৎপত্তিবরপ্রার্থনাবচনেন সঙ্গমং সম্বদ্ধম্ ইতি সাবিত্র্যুপাখ্যানমপি ভারতে প্রসিদ্ধমেব ॥ ৮ ॥

পরলোকাদুপানীতঃ সাবিত্র্যা সত্যবান্ পতিঃ ॥ ৮ ॥
ন সোঽস্ত্যতিশয়োলোকে যস্যাস্তি ন ফলং স্ফুটম্ ।
ভবিতব্যং বিচার্য্যান্তঃ সর্ব্বাতিশয়শালিনা ॥ ৯ ॥
আত্মজ্ঞানমশেষাণাং সুখদুঃখদশাদৃশাম্ ।
মূলকাষকরং তস্মাৎ ভাব্যং তত্রাতিশায়িনা ॥ ১০ ॥
নাশায়াপদ্গতার্থিন্যা দৃষ্ট্যা দৃশ্যাদিদৃষ্টয়ঃ ।
দুঃখাদৃতে নিরাবাধং সুখং কিঞ্চিদবাপ্যতে ॥ ১১ ॥
অশমঃ পরমং ব্রহ্ম শমশ্চ পরমং পদম্ ।
যদ্যপ্যেবং তথাপ্যেনং প্রথমং বিদ্ধি শঙ্করম্ ॥ ১২ ॥

অতিশয়ঃ শাস্ত্রীয়শুভোদ্যোগাতিশয়ঃ। তদ্ধি নানাবিধশুভোদ্যোগেষু দর্শিতেষু মাদৃশেন কুত্রাতিশায়িনা ভাব্যং তত্রাহ ভবিতব্যমিত্যাদিনা। অধিকারিণা ন মূঢ়বৎ ক্ষুদ্রফলপ্রার্থনয়া ফল্গুনা ভবিতব্যং কিন্তু অন্তঃ মনসি ফলতারতম্যং বিচার্য্য সর্ব্বাতিশায়িফললাভেন সর্ব্বাতিশয়শালিনা ভবিতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাতিশয়শ্চাত্মজ্ঞানাদেব যতস্তদশেষাণাং সুখদুঃখজন্মমরণাদিদশাভ্রান্তি-দৃষ্টীনাং মূলোচ্ছেদকরং তস্মাৎ তত্রৈব শুভোদ্যোগাতিশয়শালিনা ভাব্য-মিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তত্রাদৌ ভোগরাগদৃষ্টীনাং বিনাশায় তত্তদ্বিষয়দোষদৃষ্টয়োঽন্বেষ্টব্যা ইত্যাহ নাশায়েতি। ক্ষুত্তৃষ্ণাকামাদ্যাপদ্গতানর্থয়তি বিষয়োপহারেণানুগৃহ্ণাতীত্যাপ-দ্গতার্থিন্যা দৃষ্ট্যাঃ ভোগদৃষ্টের্নাশায় প্রথমং তদ্বিরোধিবিষয়দোষদৃষ্টয়ো দৃশ্যা অন্বেষ্টব্যাঃ। হিশব্দস্তদাবশ্যকত্বদ্যোতনার্থঃ। ননু তদন্বেষণে বিষয়ত্যাগ-পর্য্যবসানাৎ সদ্যোদুঃখং স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ দুঃখাদিতি। বৈরাগ্যাভ্যা-সাদিদুঃখাদৃতে নিরাবাধং ভূমানন্দসুখং চিৎ কদাচিৎ কিং অবাপ্যতে নাবা-প্যত এবেত্যর্থঃ। কিঞ্চিদিতি চ্ছেদে তু কাকুর্বোধ্যঃ ॥ ১১ ॥

ননু সর্ব্ববিষয়দুঃখত্যাগমপ্যঙ্গীকৃত্য বৈরাগ্যেণ রাগাদিদোষপ্রশমোঽবশ্যং সম্পাদ্যঃ স্যাৎ যদি প্রাপ্যং ব্রহ্ম স শমমেব পুরুষার্থঃ স্যাৎ ন তু তথা শমস্যাপি সাত্ত্বিকচিত্তবৃত্তিভেদস্যান্তঃকরণধর্ম্মস্যাদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণ্যভাবাৎ সুখৈক-রসব্রহ্মাতিরিক্তস্য দৃশ্যস্য পরমপুরুষার্থত্বাভাবাচ্চেত্যাশঙ্কামঙ্গীকা-

অভিমানং পরিত্যজ্য শমমাশ্রিত্য শাশ্বতম্।
বিচার্য্য প্রজ্ঞয়া যত্নাৎ কুর্য্যাৎ সজ্জনসেবনম্॥ ১৩॥
ন তপাংসি ন তীর্থানি ন শাস্ত্রাণি জয়ন্তি চ।
সংসারসাগরোত্তারে সজ্জনাসেবনং বিনা॥ ১৪॥
লোভমোহরুষাং যস্য তনুতানুদিনং ভবেৎ।
যথাশাস্ত্রং বিহরতি স্বস্বকর্ম্মসু সজ্জনঃ॥ ১৫॥
অথাত্মবিদুষাং সঙ্গাৎ তস্য সাধোঃ প্রবর্ত্ততে।
অত্যন্তাভাব এবাস্য যথা দৃশ্যস্য দৃশ্যতে॥ ১৬॥
দৃশ্যাত্যন্তাভাবতস্তু পরমেবারশিষ্যতে।
অন্যাভাববশাদাশু জীবস্তত্রৈব লীয়তে॥ ১৭॥
ন চোৎপন্নং ন চৈবাসীৎ দৃশ্যং ন চ ভবিষ্যতি।

রেণ পরিহরন্ শমস্যাবশ্যকত্বং দর্শয়তি অশম ইতি। সত্যমশমশ্চিদাত্মৈব পরমং ব্রহ্ম তথাপি শমোপি সনিদানসংসারানর্থনিবৃত্তিরূপঃ পরমং পদং পরমপুরুষার্থোভবত্যেব যদ্যপ্যেবং দ্বয়মপি সমমিতি প্রাপ্তং তথাপি এনং প্রথমং শং ভূমানন্দব্রহ্মসুখং করোত্যভিব্যনক্তীতি শঙ্করং বিদ্ধি। ন হ্যন-ভিব্যক্তসুখস্য পুরুষার্থতেতি তদুপযোগিতাস্যাধিকেতি ভাবঃ॥ ১২॥

ইদানীং প্রশমোপায়মাহ অভিমানমিতি। শাশ্বতং যৎ কৈবল্যমবিচালি আর্য্যত্বং মোক্ষযোগ্যাভ্যাহিতজন্মাদিশালিতাং স্বস্য বিচার্য্য পরিশীল্য॥ ১৩॥

চিত্তশুদ্ধ্যর্থং সেবিতানাং তপ আদীনামপি সজ্জনসেবনদ্বারৈব জ্ঞানো-পযোগাৎ মাহাত্ম্যেত্যাশয়েনাহ নেতি। জয়ন্তি জ্ঞানোৎপত্তয়ে প্রভবন্তীতি যাবৎ॥ ১৪॥

ইদানীং সজ্জনলক্ষণমাহ লোভেতি। যস্য সেবনাদিতি শেষঃ॥ ১৫॥

সদা সজ্জনসেবাপরায়ণস্য কদাচিদাত্মবিৎসঙ্গোপ্যবশ্যং ভবতি যেন জ্ঞান-লাভ ইত্যাহ অথেতি॥ ১৬॥

তেন তস্য পরমপুরুষার্থোপি সিধ্যতীত্যাহ দৃশ্যেতি॥ ১৭॥

পরমেবাবশিষ্যতে ইতি যদুক্তং তদ্দৃশ্যাত্যন্তাভাবোপপাদনেন সমর্থয়তি ন চেত্যাদিনা। অবোধিতমতোদিতং অপীড়িতমিতি যাবৎ॥ ১৮॥

বর্ত্তমানেপি নৈবাস্তি পরমেবাস্ত্যবেধিতম্ ॥ ১৮ ॥
এবং যুক্তিসহস্রেণ দর্শিতং দৃশ্যমেপি চ।
সর্ব্বৈরেবানুভূতঞ্চ [illegible]
তথৈব[illegible]
ইদং জগতত্বাদি কুতোত্র স্যাৎ কথং চ [illegible] ॥
চিচ্চমৎকুরুতে চারু চঞ্চলাচঞ্চলাত্মনি।
যত্তত্তৈব তদেবেদং জগদিত্যববুধ্যতে ॥ ২১ ॥
ত্রৈলোক্যভুয়োনুভবশ্চিদাদিত্যাংশুমণ্ডলম্।
কোত্র স্বাংশুমতোর্ভেদো নির্ব্বিকল্পঃ স কথ্যতাম্ ॥ ২২॥

যথোৎপত্ত্যাদিকং ন সম্ভবতি তথোৎপত্তিপ্রকরণেপি যুক্তিভিরুপপাদিত-মুপপাদয়িষ্যতে চেত্যাহ এবমিতি। যথা সর্ব্বৈর্ব্বিদ্বদ্ভিরনুভূতঞ্চ তথা তে ইদং ত্রিজগৎ সম্বিদং বয়ং অধুনা দর্শয়িষ্যামি চেতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

তদেব দর্শয়তি ইদং তত্বমিতি। ইদং সম্বিদং বয়ং তত্বং পরমার্থরূপম্। অত্র অতত্বং মায়া তদেব আদি মূলকারণং যস্য তৎ বিয়দাদি কুতঃ স্যাৎ। কিং সত উত অসত উত মায়ায়াঃ। আদ্যয়োরবিকারত্বাৎ মায়য়োৎপাদে মিথ্যাত্বাপত্তেরনুৎপত্তিপক্ষস্যৈব পরিশেষাৎ। এবং কথং বা স্যাৎ। অচ্ছিদ্রে কুটস্থনিত্যে চিদাত্মনি চ্ছিদ্রস্বভাবস্য বিয়তষ্টঙ্কসহস্রৈরপ্যুৎপাদয়িতুমশক্যত্বা-দিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যদি নোৎপন্নমেব কথং তর্হি জগদিতি সর্ব্বৈরববুধ্যতে তত্রাহ চিদিতি। অচঞ্চলাত্মনি কল্পিতচাঞ্চল্যেন চঞ্চলা মায়াপ্রতিবিম্বচিৎ যৎ [illegible] কুরুতে জগদ্ভাবমিব কল্পয়তি তদেব জগদিতি তয়ৈবাববুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নম্বিয়ং জগদববোধচিৎ সবিকল্পা ব্রহ্মবিৎ নির্ব্বিকল্পেতি [illegible]লপিতুঃ প্রবৃত্তস্য তে প্রত্যুক্ত চিত্যপি ভেদঃ প্রসক্ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ ত্রৈলোক্যেতি। ত্রৈলোক্যে যাবান্ ভূয়াননুভবঃ স সর্ব্বোপি ব্রহ্মচিদাদিত্যাংশুমণ্ডলং কিরণসমূহ ইব বস্তুতো ন ভিদ্যত ইত্যর্থঃ। স্বস্যাংশুমণ্ডলস্যাংশুমতশ্চ কোবা ভেদঃ। বিকল্পানাং মিথ্যাত্বে সত্রৈলোক্যভূয়োনুভবোপি নির্ব্বি-কল্পক এব কথ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সা ভাবতোস্যাশ্চিদ্দৃষ্টে র্যে উন্মেষনিমেষণে।
জগদ্রূপানু[illegible]ক্রমৌ ॥ ২৩ ॥
অহম[illegible] ॥
পরি[illegible] পরমাত্মাম্বরং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
অহম্ভাবঃ পরিজ্ঞাতো নাহম্ভাবোভবত্যলম্।
একতামম্বুনেবাম্বু যাতি চিন্নভসাত্মনা ॥ ২৫ ॥
অহমাদিজগদ্দৃশ্যং কিল নাস্ত্যেব বস্তুতঃ।
অবশ্যমেব তৎ তস্মা-চ্ছিষ্যতেহং বিচারতঃ ॥ ২৬ ॥
বাধ্যতে চামলধিয়া-মপিশাচে পিশাচধীঃ।
শিশূনাং তাবদজ্ঞানাং করণানাং বিচারণা ॥ ২৭ ॥
চিজ্জ্যোৎস্না যাবদেবান্ত রহঙ্কারঘনাবৃতা।

অস্যাঃ সবিকল্পায়াশ্চিদ্বৃত্তেশ্চিদাভাসস্য উন্মেষো জগদনুভূতেরুদয়ো নিমেষোহস্তময় ইত্যার্থক্রমপ্রাবল্যাৎ পাঠব্যুৎক্রমেণ যোজ্যম্। অথ বাস্যা নির্ব্বিকল্পরূপায়াশ্চিদ্বৃত্তেশ্চরমসাক্ষাৎকারস্য উন্মেষো জগদ্রূপানুভূতেরস্তময়োনিমেষোহনাবির্ভাবস্তূদয় ইতি পাঠক্রমেণৈব যোজ্যম্ ॥ ২৩ ॥

তস্যান্নিমেষ এব প্রতীচোহবিদ্যামল উন্মেষশ্চ নৈর্ম্মল্যলক্ষণোমোক্ষ ইত্যাশয়েনাহ' অহমর্থ ইতি ॥ ২৪ ॥

নন্বহমর্থোহহঙ্কারঃ স কথং পরিজ্ঞাতোপি পরমাত্মাম্বরং স্যাৎ তত্রাহ অহমর্থ ইতি। যাবৎ তত্ত্বতোন পরিজ্ঞাতস্তাবদেবাহঙ্কারঃ সঃ পরিজ্ঞাতে তু ন তথেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

যদি পরিজ্ঞাতোবাধ্যেত তর্হি কিং শিষ্যতে তদাহ অবশ্যমেবেতি। তৎ চিন্মাত্রঃ শিষ্যতে পরিশিষ্যতে। বিচারতঃ কোয়মহম্পদার্থঃ স্যাদিতি প্রমাণপূর্ব্বকবিচারজন্যজ্ঞানাৎ ॥ ২৬ ॥

অপিশাচে পিশাচধীঃ অমলধিয়াং প্রৌঢবুদ্ধীনাং বাধ্যতে। আধ্যাস্তঃ করণানাং উন্মার্গপ্রবৃত্তবুদ্ধীনাং শিশূনাস্তু শতশো নায়ং পিশাচ ইত্যুপদিষ্টেপি বিচারণা সংশয় এব ভবতি ন তু বাধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

যথা বালানাং মোহো বোধনিরোধী তদ্বৎ প্রৌঢানামভিমানোপি তন্নি-

অহম্ভাবোঙ্কুরোজন্ম বৃক্ষাণামক্ষয়াত্মনাম্ ।
মমেদমিতি বিস্তীর্ণাস্তেষাং শাখাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৭ ॥
করটাপাতবিস্ফোটা ভান্ত্যর্থা বাসনাদয়ঃ ।
বিচার্য্যচারুরববৎ তরঙ্গবরপংক্তিবৎ ॥ ৩৮ ॥
অহংভাবনয়া ভাতি ত্বমহংভাববর্জ্জিতঃ ।
সংসারচক্রবহন মাত্মনঃ পরিরোধয়া ॥ ৩৯ ॥
অহম্ভাবতমোযাবৎ জন্মারণ্যে বিজৃম্ভতে ।
তাবদেতা বিবল্গন্তি চিন্তা মত্তাঃ পিশাচিকাঃ ॥ ৪০ ॥
অহঙ্কারপিশাচেন গৃহীতোযো নরাধমঃ ।
ন শাস্ত্রাণি ন মন্ত্রাশ্চ তস্যাভাবস্য সিদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥

রাম উবাচ ।

কেনোপায়েন ভগবন্ অহঙ্কারোন বর্দ্ধতে ।
তং ত্বং কথয় মে ব্রহ্মন্ সংসারভয়শান্তয়ে ॥ ৪২ ॥

তদনুচ্ছেদেঽনর্থমাহ অহম্ভাব ইতি। অক্ষয়াত্মনাং জ্ঞানকুঠারমন্তরেণা-নুচ্ছেদ্যস্বভাবানাম্ ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানামাত্রোচ্ছেদ্যত্বাদতিনিঃসারাশ্চ তে ইত্যাহ করটাপাতেতি। কর-টানাং কাকানামাপাত ঈষৎ পতনং তেনাপি বিস্ফুটন্তি বিশীর্য্যন্তে ইতি করটাপাতবিস্ফোটাঃ। বিচার্য্যো বিমৃশ্য শ্চারুঃ রবো বিস্ফোটনশব্দো যস্য তথাবিধপক্কশাল্মলীফলাদিবৎ। তরঙ্গাণাং বরা রম্যা যাঃ পংক্তয়স্তদ্বচ্চাপাত-ভঙ্গুরাঃ কুরব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বস্তুতঅহম্ভাববর্জ্জিত এবাত্মা আত্মনঃ পরিরোধয়া তিরোধাত্র্যাঽহম্ভাব-নয়া স্বয়মেব সংসারচক্রে বহনং ভ্রমণমিব ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

চিন্তালক্ষণা মত্তাঃ পিশাচিকা বিবল্গন্তি বিধাবন্তি ॥ ৪০ ॥

তস্যাহঙ্কারপিশাচস্যাভাবস্য নিবৃত্তেঃ সিদ্ধয়ে প্রভবন্তীতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥

তং উপায়ম্ ॥ ৪২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

চিন্মাত্রদর্পণাকারে নির্ম্মলে স্বাত্মনি স্থিতে।
ইতি ভাবানুসন্ধানাদহঙ্কারোন বর্দ্ধতে ॥ ৪৩ ॥
মিথ্যেয়মিন্দ্রজালশ্রীঃ কিং মে স্নেহবিরাগয়োঃ।
ইত্যন্তরানুসন্ধানাদহঙ্কারোন জায়তে ॥ ৪৪ ॥
নাহমাত্মনি নো যস্য দৃশ্যশ্রিয় ইতি স্বয়ম্।
শান্তেন ব্যবহারেণ নাহঙ্কারঃ প্রবর্দ্ধতে ॥ ৪৫ ॥
অহং হি জগদিত্যন্তর্হেয়াদেয়দৃশোঃ ক্ষয়ে।
সমতায়াং প্রসন্নায়াং নাহম্ভাবঃ প্রবর্দ্ধতে ॥ ৪৬ ॥
অহঞ্চিজ্জগদিত্যন্তর্হেয়াদেয়দৃশোঃ ক্ষয়ে।
সমতায়াং প্রসন্নায়াং নাহম্ভাবঃ প্রবর্দ্ধতে ॥ ৪৭ ॥

রাম উবাচ।

কিমাকৃতিরহঙ্কারঃ কথং সন্ত্যজ্যতে প্রভো।
সশরীরোঽশরীরশ্চ ত্যক্তে তস্মিংশ্চ কিং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

ইতি উক্তপ্রকারস্য ভাবস্য স্বাত্মস্বভাবস্যানুসন্ধানাৎ সদা স্মরণাৎ স্বাত্মনি চিন্মাত্রদর্পণাকারে নির্ম্মলে স্থিতে সতি অহঙ্কারো ন বর্দ্ধতে ॥ ৪৩ ॥

স্নেহবিরাগয়োঃ রাগদ্বেষাভ্যাং কিং ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিত্যন্তর্ম্মনস্যনুসন্ধানাৎ ॥ ৪৪ ॥

যস্য পুংস আত্মনি নাহং অহঙ্কারোনাস্তি দৃশ্যশ্রিয়শ্চ নো সন্তি ইতি স্থিত্যা স্বয়মেব শান্তেন ॥ ৪৫ ॥

অন্তরহমিতি বহির্জ্জগদিতি হেয়াদেয়ব্যবহারনিমিত্তয়োর্দৃশোঃ ক্ষয়ে সতি সমতায়ামবৈষম্যলক্ষণায়াং প্রসন্নায়াম্ ॥ ৪৬ ॥

অহং দ্রষ্টা চিৎদর্শনং জগদ্দৃশ্যং ইতি ত্রিপুটীপ্রত্যয়ে তত্রাপীদং হেয়ং শত্রুভূতমিদমাদেয়ং মিত্রভূতমিতি দৃশোঃ ক্ষয়ে সমতায়াং সর্ব্বাত্মতালক্ষণায়াম্ ॥ ৪৭ ॥

সশরীরোজাগ্রদহঙ্কারঃ অশরীরঃ স্বাপ্নমানোরথিকাহঙ্কারশ্চ। অথবা

বশিষ্ঠ উবাচ।

ত্রিবিধো রাঘবশ্রেষ্ঠ অহঙ্কারো জগত্ত্রয়ে।
দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরস্ত্যাজ্যঃ শৃণু ত্বং কথয়ামি তে ॥ ৪৯ ॥
অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি পরমা বিজ্ঞেয়া সা হ্যহঙ্কৃতিঃ ॥ ৫০ ॥
মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে।
সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তোহং বালাগ্রশতকল্পিতঃ ॥ ৫১ ॥
ইতি যা সম্বিদেষাসৌ দ্বিতীয়াহঙ্কৃতিঃ শুভা।
মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারাভিধা যা সা কল্পতে ন তু বাস্তবী।
পাণিপাদাদিমাত্রোয়মহমিত্যেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

সশরীরোদেহমাত্রাহন্তাবলক্ষণঃ অশরীরোদেহব্যতিরিক্তবুদ্ধিমাত্রোপাধিকাহন্তাবলক্ষণঃ সর্ব্বাহন্তাবলক্ষণশ্চেত্যর্থঃ। কথং কেনোপায়েন সন্ত্যজ্যতে ॥৪৮॥

অশাস্ত্রীয়স্যাহঙ্কারস্য ত্যাজনার্থং শাস্ত্রীয়ৌ দ্বাবহঙ্কারৌ বিহিতৌ সূক্ষ্মাত্মবিষয়ঃ সর্ব্বাত্মবিষয়শ্চ তয়োস্তত্ত্বদর্শনাপ্রতিকূলত্বাৎ সাম্প্রতিকত্বেন সুত্যজত্বাদপরিচ্ছিন্নাত্মদর্শনদ্বারত্বাচ্চ শ্রেষ্ঠতা। ইতরস্য দেহমাত্রাহন্তাবরূপস্যানর্থরূপত্বাৎ ত্যাজ্যতা চেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বমিতি কার্য্যব্রহ্মবিষয়া পরমাত্মাহমচ্যুত ইতি কারণবিষয়া তৎপদবাচ্যার্থলক্ষ্যার্থবিষয়া বা। অন্যদনহন্ত্বুতং জগতি নাস্তীত্যর্থঃ ॥৫০॥

জীবন্মুক্তস্য চতুর্থপঞ্চমভূমিকাস্থস্য। যদ্যপীয়মভ্যাসদশাপন্নস্যাপি ভবতি তথাপি জীবন্মুক্তেষু পক্কেতি ভাবঃ। বালাগ্রস্য কেশাগ্রভাগস্য শততমভাগ ইতি কল্পিতঃ শোধনেন নিরবয়বঃ সমর্থিত ইতি যাবৎ। স্থৌল্যবিরহে বুদ্ধিমাত্রোপাধিকসৌক্ষ্ম্যকাষ্ঠায়াং বাহয়ং দৃষ্টান্তো ন ত্বণুপরিমাণত্বে। তস্যাবৈদিকত্বাৎ। স চানন্ত্যায় কল্পত ইতি শ্রুতিবিরোধাচ্চেতি বোধ্যম্ ॥ ৫১ ॥

অত এবাহ জীবন্মুক্তস্যেতি। ষষ্ঠভূমিকাস্থস্যেত্যাশয়ঃ ॥ ৫২ ॥

যে তু সপ্তমভূমিকারূঢ়াস্তেষু জীবনান্যথানুপপত্ত্যা যা কল্প্যতে ন তু বাস্তবী সা কল্পনা কল্পয়িত্রা বেদিত্রা বা প্রত্যক্ষমননুভবাৎ অতোহত্যন্তা-

অহঙ্কারস্তৃতীয়োসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ।
বর্জ্জ্য এব দুরাত্মাসৌ শত্রুরেষ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪ ॥
অনেনাভিহতো জন্তুর্ন ভূয়ঃ পরিরোহতি।
রিপুণানেন বলিনা বিবিধাধিপ্রদায়িনা ॥ ৫৫ ॥
কষ্টীকৃতমতির্লোকঃ সঙ্কটেম্বেব মজ্জতি।
অনয়া দুরহঙ্কৃত্যা ভাবাৎ সংসক্তয়া চিরম্ ॥ ৫৬ ॥
শিষ্টাহঙ্কারবান্ জন্তুর্ভগবান্ যাতি মুক্ততাম্।
লোকাহঙ্কারবদ্দোষবপ্তা বস্মিন্নিরূপণা ॥ ৫৭ ॥
ন দেহোস্মীতি নির্ণীয় বর্জ্জনং মহতাং মতম্।
প্রথমং দ্বাবহঙ্কারা-বঙ্গীকৃত্যান্ত্যলৌকিকৌ ॥ ৫৮ ॥

সর্বাদহঙ্কার ইতি নামমাত্রং বিশেষাদহঙ্কারাভিধানামিত্যাহ অহঙ্কারাস্তি ধেতি। তৃতীয়ং দর্শয়তি পাপিত্যাদিনা। অয়ং দেহ এবাহমিত্যেষ নিশ্চয়ো মিথ্যাভিমান ॥ ৫২ ॥ ৫৪ ॥

ন পরিরোহতি নাপরিচ্ছিন্নস্বভাবেনাবির্ভবতি। আধিগ্রহণং প্রাধান্যাৎ দুঃখমাত্রোপলক্ষণম্ ॥ ৫৫ ॥

ভাবাৎ স্বভাবাদেব চিরমনাদিকালাদারভ্য সংসক্তয়া কষ্টীকৃতমতির্দুর্বা সনাপ্রচয়দুষ্প্রবৃত্ত্যাদ্যাপাদনেন পীড়িতচিত্তঃ ॥ ৫৬ ॥

কেন তর্হি তস্মাৎ জন্তুর্মুচ্যতে তদাহ শিষ্টেতি। শিষ্টৌ প্রাগুক্তৌ যৌ শুদ্ধাহঙ্কারৌ তদ্বান্ সন্ দোষান্ মমতাপ্রযুক্তরাগাদীন্ বপতি ছিনত্তীতি দোষবপুঃ সন্ অস্মিন্ সর্বাত্মভাবাহঙ্কারেপি লোকপ্রসিদ্ধদেহা-ত্মভাবাহঙ্কারবৎ নিরূপয়তীতি নিরূপণোদ্যতীভূতঃ সন্ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরো বা স্বয়মেব ভাবনয়া সম্পন্নোদেহাহন্ত্বাবাহঙ্কারমুক্ততাং যাতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

অয়মেব প্রকারোঽন্যেষাং ব্রহ্মনিষ্ঠানাং সংমত ইত্যাহ ন দেহেতি। অন্ত্যোদেহাত্মভাবাহঙ্কার ইব লৌকিকৌ নিরূঢ়তমৌ আদ্যৌ অহঙ্কারৌ প্রথমমঙ্গীকৃত্য ন দেহোস্মীতি বিচারতোপি নির্ণীয় তদহঙ্কারবর্জ্জনং কার্য্য-মিতি মহতাং পূর্ব্বেষামপি মতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রথমং দ্বাবহঙ্কারাবঙ্গীকৃত্যাত্যলৌকিকৌ।
তৃতীয়াহঙ্কৃতিস্ত্যাজ্যা লৌকিকী দুঃখদায়িনী ॥ ৫৯ ॥
অনয়া দুরহঙ্কৃত্যা দামব্যালকটাঃ কিল।
তাং দশাং সমনুপ্রাপ্তা যা কথাস্বপি খেদদা ॥ ৬০ ॥

রাম উবাচ।

তৃতীয়াং লৌকিকীমেতাং ত্যক্ত্বা চিন্ত্রাদহঙ্কৃতিম্।
কিং ভাবঃ পুরুষোব্রহ্মন্ প্রাপ্নুয়াদাত্মনোহিতম্ ॥ ৬১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

এষা তাবৎ পরিত্যাজ্যা ত্যক্তৈতাং দুঃখদায়িনীম্।
যথা যথা পুমাংস্তিষ্ঠেৎ পরমেতি তথা তথা ॥ ৬২ ॥
অহঙ্কারদৃশাবেতে পূর্ব্বোক্তে ভাবয়ন্ যদি।
তিষ্ঠেত্তুপৈতি পরমং তৎ পদং পুরুষোনঘ ॥ ৬৩ ॥
অথ তে অপি সন্ত্যজ্য সর্ব্বাহঙ্কৃতিবর্জ্জিতঃ।
সন্তিষ্ঠেত তথাত্যুচ্চৈঃ পদমেবাধিরোহতি ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বযত্নেন লৌকিকী দুরহঙ্কৃতিঃ।

উক্তমেবার্থং পুনরনূদ্যোপসংহরতি প্রথমমিতি ॥ ৫৯ ॥

অত্রোক্তোপাখ্যানমপি নিদর্শনমিত্যাহ অনয়েতি ॥ ৬০ ॥

অত্রার্থে সমাহিতে রামস্তৃতীয়প্রশ্নমর্থাত্তৃতীয়াহঙ্কারনিবৃত্তিফলপ্রশ্নতয়া পর্য্যবসন্নমধ্যবস্তংস্তাদৃশপুরুষস্থিতিপ্রকারভেদান্ পৃচ্ছতি তৃতীয়ামিতি। কে ভাবাঃ স্থিতিপ্রকারা যস্য স কিম্ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

যথা যথা সর্ব্বাহম্ভাবেন শুদ্ধাহম্ভাবেন শ্রবণগুরুশুশ্রূষাদিপরতয়া সপ্তভূমিকাস্থিতেষু বা যেন যেন প্রকারেণ স্থাতুং শক্নোতি তথা তথা স্বরূপসুখাভিব্যক্তিতারতম্যলাভাৎ পরমেতীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারেত্যাদিনা। পূর্ব্বোক্তে আদ্যে দ্বে ॥৬৩॥৬৪॥

শতকৃত্বোপি পথ্যং বক্তব্যমিতি ন্যায়াৎ পুনর্দেহাত্মভাবনাত্যাগগুণান্

লব্ধাস্পদং মনসি সম্বিদমেবমীড্যাং
নীত্বা স্থিতিং পরমুপৈতি পদং মহাত্মা ॥ ৭১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটোপাখ্যানে অহঙ্কারবিচারোনাম ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

ভীতার্থঃ তচ্চ প্রারব্ধ ক্ষয় পূর্ব্বকমিতি পরমার্থঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—)(॰)(—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি দামাদিষু গতন্ত্বথ ।
যদ্বৃত্তং শম্বরস্যৈব নগরে নগসন্নিভে ॥ ১ ॥
তথা গগনবিভ্রষ্টে সমস্তে ধ্বস্তসংস্থিতৌ ।
বিনষ্টে শম্বরানীকে শরদীবাব্দমণ্ডলে ॥ ২ ॥
দেবনির্জ্জিতসৈন্যোসৌ নীত্বা কতিপয়াঃ সমাঃ ।
পুনর্দ্দেববধোদ্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস দানবঃ ॥ ৩ ॥
দামাদয়স্তু রচিতা যে ময়া মায়য়াসুরাঃ ।
মৌর্খ্যাত্তে ভাবিতা যুদ্ধে মিথ্যৈব দৃঢ়হঙ্কৃতিঃ ॥ ৪ ॥
ইদানীং সংসৃজাম্যন্যান্ দানবান্ মায়য়োদিতান্ ।
তানপ্যধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞান্ সবিবেকান্ করোম্যহম্ ॥ ৫ ॥

ভীমভাসদৃঢ়ৈঃ কৈশ্চিদ্দেবৈরভ্যর্থিতো হরিঃ ।
শম্বরং নিজঘানাথ তে চ মুক্তা বিবাসনাঃ ॥ ১ ॥

জ্ঞানবিবেকয়োরভাবে সম্পন্নমপি নিষ্কামনত্বং দূরভ্যাসেন বিহন্যতে তয়োর্দার্ঢ্যে তু "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইতি শ্রুত্যুক্তদিশা ন দেবৈরপি পুনর্বন্ধঃ কর্ত্তুং শক্য ইত্যর্থে ভীমভাসদৃঢ়াখ্যায়ং নিদর্শয়িতুমুপক্রমতে অত্রেত্যাদিনা । অত্র ভাবানুবৃত্তিং ত্যক্ত্বেত্যাদির্বর্ণিতেঽর্থে । নগসন্নিভে সম্পদা মেরুসদৃশে ॥ ১ ॥

তথা বর্ণিতপ্রকারেণ । গগনাৎ বিভ্রষ্টে অধঃপতিতে সতি । ধ্বস্তসংস্থিতৌ ভিন্নমর্য্যাদে ॥ ২ ॥

অসৌ দানবঃ শম্বরঃ ॥ ৩ ॥

চিন্তাপ্রকারমেবাহ দামাদয় ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

ততত্ত্বপরিজ্ঞানাৎ মিথ্যাভাবনয়োজ্ঝিতাঃ।
নাহঙ্কারং প্রয়াস্যন্তি বিজেষ্যন্তি চ তান্ সুরান্॥ ৬॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য দৈত্যেন্দ্রস্তাদৃশান্ দানবান্ ধিয়া।
মায়য়োৎপাদয়ামাস বুদ্বুদানীব বারিধিঃ॥ ৭॥
সর্ব্বজ্ঞা বেদ্যবেত্তারো বীতরাগা গতৈনসঃ।
যথাপ্রাপ্তৈককর্ত্তারো ভাবিতাত্মান উত্তমাঃ॥ ৮॥
ভীমোভাসোদৃঢ় ইতি নামভিঃ পরিলাঞ্ছিতাঃ।
জগত্তৃণমিবাশেষং পশ্যন্তঃ পাবনাশয়াঃ॥ ৯॥
তে দৈত্যা ভুবনং প্রাপ্য চ্ছাদয়ামাসুরম্বরম্।
গর্জ্জন্তোহেতিতড়িদ্ভিঃ প্রাবৃষীব পয়োধরাঃ॥ ১০॥
অযুধ্যন্ত সমং দেবৈরপি বর্ষগণান্ বহূন্।
বিবেকবশতোজগ্মু র্নাহঙ্কারং কদাচন॥ ১১॥
তেষাং যাবদ্দৈত্যন্তর্ম্মমেদমিতি বাসনা।
তাবৎ কোয়মহঞ্চেতি বিচারাদ্যাত্যসত্যতাম্॥ ১২॥
অসচ্ছরীরং বিবুধাঃ কোসাবহমিতি স্থিতিঃ।
বিচারাদিত্থমেতেষাং প্রোদগুর্ন ভয়াদয়ঃ॥ ১৩॥
অসচ্ছরীরং নাস্তীদং চিচ্ছুদ্ধৈবাত্মনি স্থিতা।
অহং নাম ন চান্যোস্তি নিশ্চিত্যৈবাসুরা যযুঃ॥ ১৪॥

তানধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞান্ সবিবেকানপি করোমীত্যন্বয়ঃ॥ ৫॥ ৬॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিদ্যাবলবশীকৃতাবিদ্যালক্ষণয়া মায়য়া॥ ৭॥

একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব্বজ্ঞাঃ। বেদ্যাত্মতত্ত্ববেত্তৃত্বাদেব বীত-রাগাদিবিশেষণাঃ॥ ৮॥ ৯॥

ভুবনমূর্দ্ধভুবনম্। হেতিতড়িত ইত্যুপমানপক্ষে ইবার্থগর্ভোবহুব্রীহিঃ॥ ১০॥ ১১॥ ১২॥

যেভ্যোভেতব্যং যদর্থে চ তদ্ভয়ং মিথ্যেতি বিচারাৎ ভয়াদ্যনুদয় ইত্যাহ অসদিতি। শরীরং বিবুধাশ্চ অসৎ। নপুংসকমনপুংসকেনৈক-

ততস্তৈর্নিরহঙ্কারৈর্জরামরণনির্ভয়ৈঃ ।
প্রাপ্তার্থকারিভির্ধীরৈর্ব্বর্ত্তমানানুসারিভিঃ ॥ ১৫ ॥
অসক্তবুদ্ধিভির্নিত্যং হতান্যৈরপ্যহন্তৃভিঃ ।
বাসনাজালনির্ম্মুক্তৈঃ কৃতকার্য্যৈরকর্ত্তৃভিঃ ॥ ১৬ ॥
প্রভোঃ কার্য্যমিদং কার্য্যমিতি সঙ্গরতৎপরৈঃ ।
বীতরাগৈর্গতদ্বেষৈঃ সর্ব্বদা সমদৃষ্টিভিঃ ॥ ১৭ ॥
সা দৈবী দানবৈঃ সেনা ভীমভাসদৃঢ়াদিভিঃ ।
হতা ভুক্তা হৃতা প্লুষ্টা গ্রামশ্রীরিব ভোক্তৃভিঃ ॥ ১৮ ॥
ভীমভাসদৃঢ়াক্রান্তা ভগ্না দীনামরবাহিনী ।
পরিদুদ্রাব বেগেন গঙ্গেব হিমবচ্চ্যুতা ॥ ১৯ ॥
সা সুরানীকিনী দেবং ক্ষীরোদার্ণবশায়িনম্ ।
জগাম শরণং শৈলং বাতার্ত্তেবাব্দমালিকা ॥ ২০ ॥
হরিরাশ্বাসয়ামাস তাং ভীতাং দেববাহিনীম্ ।
ভুজঙ্গাভিরতামেকাং রমণীমিব নায়কঃ ॥ ২১ ॥
অথ ক্ষীরোদকুহরে তাবৎ সা সুরবাহিনী ।

স্বচ্ছান্তান্তরত্বান্নিত্যোকশৈবৈকবস্তুবৈঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

হতা অন্যে দৈত্যাদিবধেনাপি কর্ত্ত্রভিমানাভাবাদহন্তৃভিঃ ॥ ১৬ ॥

তর্হি তেষাং কুতঃ সঙ্গরে প্রবৃত্তিস্তত্রাহ প্রভোরিতি । প্রভোঃ শম্বরস্য দৃশা ইদং কার্য্যম্ । তস্যাজ্ঞত্বাদিত্যর্থঃ । অথবা সেবকীভূতৈঃ সদসদ্বা প্রভোঃ কার্য্যমবশ্যং কার্য্যমিতি নিয়তিরিতি হেতোঃ সঙ্গরতৎপরৈর্ন তু ফলাভিলাষায়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ভুক্তা জয়েন বশীকৃতা সেবাদিনোপভুক্তেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সুরাণাং অনীকিনী সেনা ॥ ২০ ॥

ভুজঙ্গৈর্ব্বিটৈর্ব্বলাদুপভোগায়াভিবৃতাম্ । ভীতামিত্যস্যা অপি বিশেষণম্ । নায়কো ভর্ত্তা ॥ ২১ ॥

ক্ষীরোদস্য কুহরে শ্বেতদ্বীপে । তাবৎ যাবৎশম্বরস্যায়ুঃক্ষয়স্তাবৎ । তস্য শম্বরস্য নিরাসো বধস্তদর্থম্ ॥ ২২ ॥

উবাস যাবৎ ভগবাংস্তমিবাসার্থমুদ্যযৌ ॥ ২২ ॥
বভূব দারুণং যুদ্ধং শৌরিশম্বরয়োস্ততঃ ।
অকাল ইব কল্পান্তে সমুড্ডীনকুলাচলম্ ॥ ২৩ ॥
শশাম সমরে তস্মিন্ দৈত্যঃ সবলবাহনঃ ।
নারায়ণহতোযাতঃ শম্বরোবৈষ্ণবীং পুরীম্ ॥ ২৪ ॥
ভীমভাসদৃঢ়াস্তে তু তস্মিন্ বিষমসঙ্গরে ।
বিষ্ণুনৈব শমং নীতাঃ পবনেনেব দীপিকাঃ ॥ ২৫ ॥
তে হি নির্ব্বাসনা এব যদা শান্তিমুপাগতাঃ ।
ন তদৈষাং গতির্জ্ঞাতা দীপানামিব শাম্যতাম্ ॥ ২৬ ॥
তস্মাদ্বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্ব্বাসনং মনঃ ।
রাম নির্ব্বাসনীভাবমাহরস্ব বিবেকতঃ ॥ ২৭ ॥
সম্যগালোকনাৎ সত্যাৎ বাসনা প্রবিলীয়তে ।
বাসনাবিলয়ে চেতঃ শমমায়াতি দীপবৎ ॥ ২৮ ॥

কল্পান্ত ইব অকালেপি সমুড্ডীনকুলাচলং যুদ্ধম্ ॥ ২৩ ॥

শশাম মৃত ইতি যাবৎ। বৈষ্ণবীং পুরীং যাতঃ। “যে যে হতা-শ্চক্রধরেণ দৈত্যাস্ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন। তে তে গতা বিষ্ণুপুরং নরেন্দ্র ক্রোধোপি দেবস্য বরেণ তুল্য” ইতি শাস্ত্রাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

শমং বিদেহকৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তেষামপি শম্বরবৎ প্রসক্তাং দেশান্তরগতিং প্রতিষেধতি তে হীতি। বাসনা হি গতিকারণম্। “তদেষ সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো-যত্র নিষক্তমস্য” ইতিশ্রুতেঃ। নির্ব্বাসনত্বাত্তেষাং গত্যভাবাদেব গতির্ন জ্ঞাতেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

উক্তাং কথাং প্রকৃতে যোজয়ন্নুপসংহরতি তস্মাদিতি। আহরস্ব আনয় অবশ্যং সম্পাদয়েতি যাবৎ ॥ ২৭ ॥

তদাহরণে ক উপায়স্তমাহ সম্যগিতি। সত্যাৎ যথাভূতার্থগোচরাৎ সম্যগালোকনাৎ রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারবৎ চিরবিচারপ্রণিধানজনিতসাক্ষাৎ-কারাদিত্যর্থঃ। চেতো মনঃ। শমং নাশম্ ॥ ২৮ ॥

এতদ্রাম পুরা প্রোক্তং পিত্রা কমলজেন মে ॥ ৩৫ ॥

ভবতে যৎ ময়া প্রোক্তং শিষ্যায়াত্যন্তধীমতে।
দামব্যালকটন্যায়স্তস্মান্মা তেস্তু রাঘব।
ভীমভাসদৃঢ়ন্যায়ো নিত্যমস্তু তবানঘ ॥ ৩৬ ॥

অবিরলসুখদুঃখসঙ্কটেয়ং
ভবপদবী ভবতাপনোপঘাতা।
ব্যবহরণবতো বিভূতিঘাতৌ
সততমসক্ততয়ৈব নশ্যতীতি ॥ ৩৭ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দামব্যালকটোপাখ্যানসমাপ্তির্নাম
চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্লোক্তার্থে সাদরগ্রহণসিদ্ধয়ে পিতৃপ্রসাদলব্ধতাং দর্শয়ন্ পুনঃ স্নেহাতিশয়াৎ তমেবার্থং স্থিরয়ন্নুপদিশতি দামেত্যাদিনা ॥ ৩৫ । ৩৬ ॥

ইতি উক্তপ্রকারেণ ভীমভাসদৃঢ়ন্যায়েন ব্যবহরণবতস্তব সর্ব্বব্যবহারবিষয়েষ্বসক্ততয়ৈব বিভূতেস্তত্ত্ববোধপরিপাকলক্ষণস্যৈশ্বর্য্যস্য ঘাতৌ প্রাপ্তৌ সত্যাং অবিরলসুখদুঃখসঙ্কটা ভবেষু জন্মপরম্পরাসু তাপনায় ত্রিবিধতাপভোগায়োপঘাতা ভবপদবীমূলোচ্ছেদেন নশ্যতি নাস্তিত্যেতার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—()*()—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

জয়ন্তি তে মহাশূরাঃ সাধবো যৈর্ব্বিনির্জ্জিতম্ ।
অবিদ্যামেদুরোল্লাসৈঃ স্বমনো বিষয়োন্মুখম্ ॥ ১ ॥
সংসারস্যাস্য দুঃখস্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িনঃ ।
উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ ॥ ২ ॥
শ্রূয়তাং জ্ঞানসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্ ।
ভোগেচ্ছামাত্রকো বন্ধস্তত্ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে ॥ ৩ ॥
কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসন্দর্ভৈঃ ক্রিয়তামিদমেব তু ।
যৎ যৎ স্বাদ্বিহ তৎ সর্ব্বং দৃশ্যতাং বিষবহ্নিবৎ ॥ ৪ ॥
বিষমা বিষয়াভোগাঃ প্রবিচার্য্য পুনঃ পুনঃ ।
উপরিষ্টাৎ পরিত্যজ্য সেব্যমানাঃ সুখাবহাঃ ॥ ৫ ॥

ইহ চিত্তশমোপায়ো ভোগেচ্ছাত্যাগ উচ্যতে ।
সংসঙ্গমবিবেকাঢ্য বোধকৃৎসমাধিযুক্ ॥ ১ ॥

তত্র মনো[illegible] এব মুখ্যোপায়োঽস্যে তদর্থা ইত্যাশয়েন তমেব [illegible] প্রশংসন্ প্রস্তৌতি জয়ন্তীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১ ॥ ২ ॥

[illegible]মনোনিগ্রহোপায়েষু ভোগেচ্ছাত্যাগো মুখ্য ইত্যাহ শ্রূয়তামিতি ॥ ৩ ॥

তস্মিংশ্চ বিষয়েষু দোষদর্শনাৎ বীভৎসা উপায় ইত্যাশয়েনাহ কিমন্যৈ-রিতি ॥ ৪ ॥

তত্রাবিচার্য্য সহসা বিষয়ত্যাগো দুঃখদ এব বিচার্য্য গুরুশাস্ত্রোক্ত-ক্রমেণ ত্যাগস্ত্বাপাতকটুকোঽপ্যুদর্কে মহাসুখ ইত্যাহ বিষমা ইতি। বিষয়া-ণামভোগাস্ত্যাগা বিষমাঃ। বিনা বিচারমিতি শেষঃ। পুনঃ পুনঃ প্রবি-চার্য্য সহনাভ্যাসাদুপরিষ্টাৎ ক্রমেণ ভোগবাসনাঃ পরিত্যজ্য সেব্যমানাস্তু পরিপাকে সুখাবহা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দোষান্ প্রসবতি স্ফারান্ বাসনাবলিতা মতিঃ।
কীর্ণকণ্টকবীজা ভূঃ কণ্টকপ্রসরং যথা ॥ ৬ ॥
অলগ্নবাসনাজালা মতিঃ প্রসরবর্জ্জিতা।
অদৃষ্টরাগদ্বেষা যা শমমেতি শনৈঃ পরম্ ॥ ৭ ॥
শুভাশুভানসদ্গ্লানান্ প্রসূতে স্বগুণান্ সদা।
ফলদানঙ্কুরান্ কালে শ্রেষ্ঠবীজবতীব ভূঃ ॥ ৮ ॥
শুভভাবানুসন্ধানাৎ প্রসন্নে মনসি স্থিতে।
শনৈঃ শনৈঃ প্রশান্তে চ মিথ্যাজ্ঞানঘনাম্বুদে ॥ ৯ ॥
বৃদ্ধিং যাতে চ সৌজন্যে যক্ষে শুক্ল ইবোড়ুপে।
বিবেকে প্রস্ফুতে পুণ্যে নভসীবার্কতেজসি ॥ ১০ ॥
ধৃতাবন্তর্ব্বিবৃদ্ধায়াং মুক্তায়ামিব কীচকে।

ভোগবাসনাসু সতীষু কা হানিস্তত্রাহ দোষানিতি। দোষান্ রাগ- প্রসবতি পুনঃপুনর্ব্বিষয়স্মারণেনোৎপাদয়তি। কীর্ণানি কণ্টকদ্রুমবীজ- যস্যাম্ ॥ ৬ ॥

অতো যা মতিরলগ্নবাসনাজালা অতএবাদৃষ্টরাগদ্বেষা অত এব প্রস- শ্চাঞ্চল্যং তদ্বর্জ্জিতা সতী সা শনৈঃ শমমেতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শুভা মতিঃ অসতী অবিদ্যমানা গ্লানির্দুখং যেভ্য স্তথাবিধান্ স্ব- শান্তিদান্ত্যাদিসদ্গুণযুক্তান্ শুভানেব জ্ঞানসমাধিবিশ্রান্তিলক্ষণান্ ফ- দানঙ্কুরান্ সূতে। যথা শাল্যাদিশ্রেষ্ঠবীজবতী ভূমিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

দয়াদাক্ষিণ্যক্ষমাদিশুভভাবাভ্যাসমারভ্য সমাধিপর্য্যন্তানি মনোবিশ্র- সাধনানি ক্রমেণাহ শুভেত্যাদিনা। সর্ব্বেষাং ভাবলক্ষণসপ্তম্যন্তানাং মা- ভবতি নির্দ্বন্দ্বমিত্যত্রান্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

উড়ুপে চন্দ্রে ॥ ১০ ॥

ধৃতৌ ইন্দ্রিয়নিগ্রহধৈর্য্যে। কীচকে বেণৌ। "করীন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্খ মৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি। মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষান্তু শুক্ত্যু- দ্ভবমেব ভূরি" ইত্যষ্টসু মুক্তাকরেষু বেণূনামপি রত্নশাস্ত্রে পরিগণিতত্বাৎ। অশুদ্ধ্যাদি মনসি স্থিতৌ আত্মসৌখ্যলাভেন কৃতার্থায়াম্ ॥ ১১ ॥

স্থিতাবন্তঃকৃতার্থায়াং মধাবিব নিশাকরে ॥ ১১ ॥
ফলিতে শীতলচ্ছায়ে সৎসঙ্গফলদ্রুমে।
স্রবত্যানন্দস্বরসে সমাধিসরলক্রমে ॥ ১২ ॥
মনোভবতি নির্দ্বন্দ্বং নিষ্কামং নিরুপদ্রবম্।
প্রশান্তচাপলানর্থ শোকমোহভয়াময়ম্ ॥ ১৩ ॥
ক্ষীণশাস্ত্রার্থসন্দেহং বিগতাশেষকৌতুকম্।
নিরস্তকল্পনাজালং মোহমুক্তমলেপকম্ ॥ ১৪ ॥
নিরীহং নিরুপাক্রোশং নিরপেক্ষং নিরাধিকম্।
সংশান্তশোকনীহারমসক্তং গ্রন্থিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৫ ॥
সন্দেহোরগস্তং সাগ্রং সতৃষ্ণাদারপঞ্জরম্।
নাশয়িত্বা স্বমাত্মানং সাধয়ত্যর্থমীশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥
আত্মপীবরতাহেতূন্ বিকল্পাংশ্চায়মুন্নতি।
সংস্মৃত্য প্রভুতামেষু জহাতি তৃণবৎক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥

সৎসঙ্গো গুর্ব্বাদিসঙ্গমঃ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

কৌতুকং বিচিত্রবিষয়দর্শনোৎকণ্ঠা ॥ ১৪ ॥

কামো বীজাবস্থা অপেক্ষা পরিপুষ্টাবস্থা ঈহা প্রবৃত্তাবস্থেতি ভেদাৎ ন পৌনরুক্ত্যম্। গ্রন্থিশ্চিদচিদৈক্যাধ্যাসস্তেন ভবতীতি সর্ব্বত্রানুকৃষ্যতে ॥ ১৫ ॥

এবংভূতং মনঃ কিং করোতি তদাহ সন্দেহেতি। ক আত্মা কীদৃশো বা কৈঃ সাধনৈর্বা লভ্যঃ কর্ম্মভির্জ্ঞানেন বা কীদৃশং বা জ্ঞানং সাধনানি চ তস্য কানি শ্রবণমননাদিভিবক্ষ্যমাণপ্রথানিরূপণাদিত্যাদিবহুবিধসন্দেহা এব উরগাঃ স্রুতা ওষ্ঠা বা যস্য তথাবিধম্। অগ্রৈঃ শাখাগ্রৈর্নানামনোরথারৈস্তৈঃ সহিতম্। তৃষ্ণালক্ষণা যে দারাঃ পঞ্জরং স্থূলশরীরঞ্চ তৎসহিতং আত্মানং স্বমনঃস্বরূপং নাশয়িত্বা স্বস্বেশ্বরো যঃ প্রত্যগাত্মা তৎসম্বন্ধিনমর্থং জীবন্মুক্তিলক্ষণং পরমপুরুষার্থং সাধয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

মনঃ কেন ক্রমেণ স্বাত্মানং নাশয়তি তমাহ আত্মেতি। প্রথমমাত্মনঃ স্বস্য পীবরতা পুষ্টিস্তদ্ধেতূনবিমিশ্রসাধ্যসাধ্যাদিবিকল্পানুন্নতি। কথম্। এষু বিকল্পেষু স্বস্য উৎপাদন ইব নিগ্রহেঽপি প্রভুতাং সমর্থতাং সংস্মৃত্য বিচি-

মনসোভ্যুদয়োনাশো মনোনাশোমহোদয়ঃ।
জ্ঞমনোনাশমভ্যেতি মনোঽজ্ঞস্য বিবর্দ্ধতে ॥ ১৮ ॥
মনোমাত্রং জগচ্চক্রং মনঃ পর্ব্বতমণ্ডলম্।
মনোব্যোম মনোদেবো মনোমিত্রং মনোরিপুঃ ॥ ১৯ ॥
বিকল্পকলুষা যা স্যাচ্চিত্তত্ত্বস্যাত্মবিস্মৃতিঃ।
মন ইত্যুচ্যতে সেয়ং বাসনাভবভাগিনী ॥ ২০ ॥
চেত্যানুপাতকলিত চিন্মাত্রে তিষ্ঠতাভিধম্।
মনাক্ বিকল্পকলুষং চিত্তত্ত্বং জীব উচ্যতে ॥ ২১ ॥

স্তোত্যর্থঃ। ততস্তনুং দেহাকারং স্বীয়ং কল্পিতরূপং তৃণবজ্জহাতি। যাবদেব হি দেহাহম্ভাবেন বাসিতং মনো দেহাকারং ভবতি তাবদেব দেহানুকূল-প্রতিকূলবিষয়েষু রাগদ্বেষাদিপ্রভবৈর্বিকল্পসহস্রৈর্বর্দ্ধতে তস্মিংস্তু ক্ষীণে ক্ষীয়ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

নন্থ স্বনাশস্যাভ্যুদয়ত্বাভাবাৎ প্রত্যুতানর্থরূপত্বাৎ তত্র মনঃ কথং প্রবর্ত্ততাং তত্রাহ মনস ইতি। অয়ং ভাবঃ। ন হি মনঃ স্বাতন্ত্র্যেণাভ্যুদয়-মিচ্ছতি কিংত্বাত্মভূতত্বাৎ আত্মভূতস্য চ মনোভাবোনর্থস্তন্নাশস্তু সর্ব্বানর্থ-প্রহাণরূপত্বাৎ নিরতিশয়ানন্দস্বরূপপরিশেষাচ্চাভ্যুদয় এবেতি। প্রত্যগাত্ম-নস্তু স্বরূপলাভান্মহোদয়ত্বং নির্ব্বিবাদমেবেত্যাশয়েনাহ মনোনাশ ইতি। তর্হি দেহাহঙ্কারত্যাগমাত্রং কার্য্যং কিং ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানেন তত্রাহ জ্ঞমন ইতি। জ্ঞস্য ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞস্য। অজ্ঞস্যেতি। অজ্ঞানরূপে মলে হ্যুচ্ছিন্নে মনো ভূয়ঃ প্ররোহত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

প্ররোহতাং কা হানিস্তত্রাহ মনোমাত্রমিতি। জগদনর্থপ্রাপ্তিরেব হানি-রিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তর্হি তস্য মনসঃ কিং স্বরূপং যদবশ্যোচ্ছেদ্যং তদাহ বিকল্পেতি। আত্মা-প্রতিসন্ধাননিমিত্তনানাবিকল্পবাসনা এব তৎস্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অস্ত্বেবংবিধং মনস্তেন বধ্যো জীবঃ কস্তমাহ চেত্যেতি। মনসি চেত্যস্য বিষয়স্য যোঽনুপাতো বাসনাত্মনা প্রবেশস্তেন কলিতে পরিচ্ছিন্নে চিন্মাত্রে তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠস্তস্তাবস্থিষ্ঠতা। ব্যত্যয়েন কর্ত্তরি শঃ। স্থিতি-

চেত্যপ্রপতিতং রূঢ় সংজ্ঞমজ্ঞত্বমাগতম্ ।
তদেবাধিকনিঃসার সঙ্কল্প্যতেস্তর্মনস্তয়া ॥ ২২ ॥
নাত্মা সংসারিপুরুষো ন শরীরং ন শোণিতম্ ।
জড়ং সর্ব্বং শরীরাদি দেহী খবদলেপকঃ ॥ ২৩ ॥
শরীরে কণশঃ কৃত্তে নাস্ত্যন্তদ্রুধিরাদিকাৎ ।
নির্ভিন্নে কদলীস্তম্ভে নাস্ত্যন্যৎ পল্লবাদৃতে ॥ ২৪ ॥
মনোজীবো নরং বৃদ্ধি তদেবাকারমাগতম্ ।
আত্মনাত্মানমাদত্তে স্ববিকল্পাত্মকল্পিতম্ ॥ ২৫ ॥
স্ববিকল্পান্নরস্তত্র প্রসার্য্য রচয়ত্যলম্ ।
জালমাত্মনি বন্ধায় কোশকারকৃমির্যথা ॥ ২৬ ॥
ইমং দেহভ্রমং ত্যক্ত্বা দেশকালান্তরে পুনঃ ।
শরীরন্তমথাদত্তে পল্লবস্থমিবাঙ্কুরঃ ॥ ২৭ ॥
যাদৃগ্বাসনমেতৎ স্থাণনস্তাদৃক্ প্রজায়তে ।

রিত্যভিধাশব্দব্যবহারযোগ্যতা যস্মিংস্তথাবিধং মনাক্ বিকল্পবাসনাকলুষং ব্রহ্ম তদেব জীব ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যতশ্চেত্যে প্রপতিতং স্তৈব চিরাভ্যাসাৎ রূঢ়া সংজ্ঞা আত্মাভিমানো যস্য তথাবিধং যদজ্ঞত্বং স্বরূপবিস্মরণমাগতং যজ্জীবরূপং তদেব বিকল্পসহস্রৈর্মোমুহ্যমানতয়া সারভূতসুখস্বভাবতাপহারাৎ যদা অধিকনিঃসারং ভবতি তদা জীবোপকরণমনস্তয়া ভেদেন কল্প্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

এবং জীবতদুপাধী প্রদর্শ্য তদ্বিবিক্তং শুদ্ধাত্মস্বরূপং দর্শয়তি নেত্যাদিনা। সংসারিপুরুষো জীবস্বভাবোবস্তুতোন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

জড়ত্বমেব স্ফুটয়তি শরীরে ইতি। কৃত্তে ছিন্নে। পল্লবাৎ পল্লবপ্রকৃতিত্বক্সজ্বাতাৎ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

বিকল্পান্ বিকল্পবাসনাঃ। প্রসার্য্য উদ্ভাব্য নরো জীবঃ ॥ ২৬ ॥

তদ্দেহাত্মকত্বাভাবে যুক্তিমাহ ইমমিতি। শরীরন্তং দেহান্তরভাবম্ ॥ ২৭ ॥

শরীরস্য বাসনাময়ত্বে যুক্তিমাহ যাদৃগিতি। চিত্তং যজ্জাতং সৎ স্বপিতি

জাতং স্বপিতি যশ্চিত্তং তৎ স্বপ্নে নিশি তিষ্ঠতি ॥ ২৮ ॥
অম্লং মধুরসাসিক্তং মধুরং মধুরঞ্জিতম্ ।
বীজং প্রতিবিষাকল্কসিক্তঞ্চ কটু জায়তে ॥ ২৯ ॥
শুভবাসনয়া চেতো মহত্যা জায়তে মহৎ ।
ভবতীন্দ্রমনোরাজ্য ইন্দ্রতাস্বপ্নভাস্বরঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষুদ্রবাসনয়া চেতঃ ক্ষুদ্রতামপি পেলবাম্ ।
পিশাচবিভ্রমাৎ স্বপ্নে পিশাচান্নিশি পশ্যতি ॥ ৩১ ॥
সরসি স্ফারনৈর্ম্মল্যে কালুষ্যং যাতি ন স্থিতিম্ ।
তথৈব স্ফারকালুষ্যে প্রসাদো যাতি ন স্থিতিম্ ॥ ৩২ ॥
মনসি স্ফারকালুষ্যে তদ্রূপং জায়তে ফলম্ ।
তথৈব স্ফারনৈর্ম্মল্যে তদ্রূপং জায়তে ফলম্ ॥ ৩৩ ॥
ত্যজত্যুদারাং ন গতিং ক্ষীণোহ্যনিশমুত্তমঃ ।
উদ্যোগবানবিরতং পূরণাশামিবোড়ুপঃ ॥ ৩৪ ॥

স্বপ্নে তদেব ভূত্বা তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

স্থিরস্ত বাসনাধায়কত্বে দৃষ্টান্তমাহ অম্লমিতি। অম্লং তিন্তিড়াদ্যম্লং বীজং মধুরসাসিক্তং চেৎ অঙ্কুরাদিক্রমেণ বৃক্ষীভূয় ফলকালেপি মধুরঞ্জিতং সৎ মধুরং জায়তে তদেব বীজং প্রতিবিষায়াঃ বিষপ্রতিনিধিভূতধত্তূরকরঞ্জাদিবল্ল্যাঃ কল্কেন রসেন সিক্তং চেৎ ফলকালেপি কটু জায়তে ইতি লোকে আরামশাস্ত্রে চ প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

পেলবাং পশ্যতীত্যপকৃষ্যতে ॥ ৩১ ॥

নৈর্ম্মল্যে কৃতেপি পুনর্ব্যুত্থানে দ্বৈতদর্শনাৎ কালুষ্যপ্রসক্তিমাশঙ্ক্যাহ সরসীতি। এতেন অল্পবিবেকাদিনা নৈর্ম্মল্যস্থিতিপ্রসক্তিরপি বারিতেত্যাশয়েনাহ তথৈবেতি ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

নহু তর্হি দেশোপপল্পবাদিনা চিরসমাধিভঙ্গে পুনঃ কালুষ্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ত্যজতীতি। ক্ষীণো দারিদ্র্যাদ্যুপপ্লুতোপি। উদারাং শান্তিং সমাধানাদিচিত্তপ্রসাদনগতিম্ ॥ ৩৪ ॥

নেহ বন্ধো ন মোক্ষোস্তি নাবন্ধোস্তি ন বন্ধনা।
মিথ্যোত্থিতৈব মায়েয় মিন্দ্রজাললতা যথা॥ ৩৫॥
গন্ধর্ব্বনগরাকারা মৃগতৃষ্ণা ইবোত্থিতা।
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাভাসা দ্বৈতৈকত্ববিবর্জ্জিতা॥ ৩৬॥
সর্ব্বৈব ব্রহ্মসত্তেয়মিত্যেষা পরমার্থতা।
পরিস্ফুরতি নিঃসারঃ সংসারোয়মসন্ময়ঃ॥ ৩৭॥
নানন্তোহং বরাকোহস্মীতি দুর্নিশ্চয়োদিতঃ।
অনন্তোস্মীশ্বরোস্মীতি নিশ্চয়েন বিলীয়তে॥ ৩৮॥
সর্ব্বগে স্বাত্মনি স্বচ্ছে এযোহমিতি ভাবনা।
এতৎ তদ্বন্ধনং লোকে স্ববিকল্পোপকল্পিতম্॥ ৩৯॥
বন্ধমোক্ষদশাহীনাং দ্বৈতৈকত্ববিবর্জ্জিতা।
সর্ব্বৈব ব্রহ্মসত্তেয়মিত্যেষা পরমার্থতা॥ ৪০॥
নৈর্ম্মল্যপ্রাপ্তমরণমসক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু।
অমনস্ত্বমিহাপন্নঃ ব্রহ্ম পশ্যতি নান্যথা॥ ৪১॥
মনোনির্ম্মলতাং যাতং শুভসন্তানবারিভিঃ।
ব্রাহ্মীং দৃষ্টিমুপাদত্তে রাগং শুক্লপটোযথা॥ ৪২॥

অথবা তত্ত্ববোধবাধিতত্বাদেব নোপপ্লবসংশ্রেপি কালুষ্যপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ নেহেতি॥ ৩৫॥

মায়ামেব বিশিনষ্টি গন্ধর্ব্বেতি। দ্বৈতৈকত্ববিবর্জ্জিতেত্যুত্তরান্বয়ি॥ ৩৬॥

কা তর্হি পরমার্থতা তামাহ সর্ব্বৈবেতি॥ ৩৭॥

অহমনন্তোঽপরিচ্ছিন্নো ন অতএব বরাকঃ ক্ষুদ্রঃ॥ ৩৮॥

এষঃ এতদ্দেহমাত্রঃ॥ ৩৯॥ ৪০॥

নৈর্ম্মল্যাতিশয়েন প্রাপ্তং সন্নিহিতং মরণং স্বনাশো যস্ত তথাবিধং অতএবামনস্ত্বমাপন্নং মন ইহ অস্মিন্নধিকারিশরীর এব ব্রহ্ম পশ্যতি॥ ৪১॥

শুভসন্তানং সমাধ্যভ্যাসজন্যধর্ম্মোপচয়স্তল্লক্ষণবারিভিঃ। ব্রাহ্মীং দৃষ্টিং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিম্। রাগং রঞ্জকদ্রব্যবর্ণম্॥ ৪২॥

সর্ব্বমেব সমাপ্তেতি সর্ব্বভাগময়ানম্‌।
হেয়োপাদেয়বলে ক্ষীণে বন্ধমোক্ষো বিমুচ্যতাম্‌ ॥ ৪৩ ॥
শুদ্ধস্য মনসঃ কায় শাস্ত্রবৈরাগ্যবুদ্ধিভিঃ।
অভিজাতোপলস্যেব জগৎ তস্যেতি বিদ্যুতিঃ ॥ ৪৪ ॥
পদার্থে নৈকতামেত্য মনসোনৈকতানতা।
অসত্যজ্ঞানদৃষ্টিং তাং বিদ্ধি ক্ষণবিনাশিনীম্‌ ॥ ৪৫ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরংত্যক্ত্বা সর্ব্বাং দৃশ্যদৃশং যদা।
মনস্তিষ্ঠতি তল্লীনং সম্প্রাপ্তং তৎ পদং তদা ॥ ৪৬ ॥
দৃশ্যদৃষ্টিঃ স্ফুটা যেয়ং সা হ্যবশ্যমসন্ময়ী।
তন্ময়ত্বঞ্চ মনসঃ স্বরূপং বিদ্ধি নেতরৎ ॥ ৪৭ ॥
আদ্যন্তয়োর্ব্বিনাশিত্বাৎ মধ্যেপি তদসন্ময়ম্‌।
অজ্ঞাতমনসস্তেন দুঃখিতা হস্তসংস্থিতা ॥ ৪৮ ॥
আত্মৈবেদং জগদিতি বিনা ভাবেন দুঃখদা।

বন্ধসাপেক্ষো মোক্ষোপি বিমুচ্যতাম্‌ ॥ ৪৩ ॥

নমু কায়াদিবন্ধঃ সত্যঃ কিং ন স্যাদিতি চেৎ ন মনোবিকারমাত্রত্বাৎ মানোরথিকপ্রাসাদাদিবদিত্যাশয়েনাহ শুদ্ধস্যেতি। আদাবনধিকার্য্যধিকারিশরীরাভিমানাৎ কায়াত্মনা ততঃ সচ্ছাস্ত্রশ্রবণাভিমানাৎ শাস্ত্রাত্মনা বৈরাগ্যাত্মনা তত আত্মবোধাদ্বোধাত্মনা চ শুদ্ধস্য মনস এব অভিজাতোপলস্য স্ফটিকস্যেব ইতি বিদ্যুতির্ব্বিবিধপ্রতিভাস এব জগৎ সংসার ইত্যর্থঃ ॥৪৪॥

দ্বৈতদর্শনক্ষণ এব বন্ধপ্রাপ্তিমাত্মদর্শনক্ষণ এব সদ্যোমোক্ষপ্রাপ্তিং চ করতলামলকবদ্বিবিচ্য দর্শয়তি। পদার্থেনেতি শ্লোকদ্বয়েন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

তন্ময়ত্বং দৃশ্যদৃষ্টিপ্রচুরত্বম্‌ ॥ ৪৭ ॥

দৃশ্যদৃষ্টেরসন্ময়ত্বং কুতস্তত্রাহ আদ্যন্তয়োরিতি। বিনাশিত্বাৎ অসত্বাৎ। এবমসন্নিত্যজ্ঞাতং মনো যেন তস্য হস্তসংস্থিতা করপ্রাপ্তেব ন দূরস্থেবেত্যর্থঃ ॥৪৮॥

ইতি ইত্থং ভাবেন বোধেন বিনা দৃশ্যশ্রীর্দুঃখদা। অন্যথা তাদৃশবোধসত্বে তু। ভোগগ্রহণমজ্ঞভোগবদ্দুর্ব্বাসনাধানপ্রযুক্তদুঃখবীজত্বাভাবাৎ প্রারব্ধক্ষপণেন

দৃশ্যশ্রীরন্যথা জ্ঞেয়া ভোগমোক্ষপ্রদায়িনী ॥ ৪৯ ॥
জলমন্যত্তরঙ্গোন্য ইতি নানাতয়াহজ্ঞতা।
জলমেব তবঙ্গোয়মিত্যেকত্বাৎ কিল জ্ঞতা ॥ ৫০ ॥
দুঃখমায়াত্যসদিতি হেয়োপাদেয়রূপি যৎ।
তদভাবেন তু জ্ঞানাদানন্ত্যমবশিষ্যতে ॥ ৫১ ॥
সঙ্কল্পকল্পিতত্বাচ্চ মনোরূপমসন্ময়ম্।
অসন্ময়বিনাশে তু কঃ শোকোঽবদ রাঘব ॥ ৫২ ॥
অবৎসলোযথা বন্ধু ররাগদ্বেষয়া ধিয়া।
দৃশ্যতে পশ্য তদ্বৎ ত্বং তত্ত্বং পঞ্জরমাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥
অবৎসলাৎ যথা বন্ধোঃ সুখদুঃখৈর্ন লিপ্যতে।
তত্ত্বেন সম্পরিজ্ঞানাৎ তথা তত্ত্বচয়াত্মনঃ ॥ ৫৪ ॥
তদনাদি শিবং জ্ঞানং যন্মধ্যং দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ।
তস্মিন্ সত্যে মনঃ শান্তং পাংসুর্ব্বায়ুক্ষয়ে যথা ॥ ৫৫ ॥

মোক্ষোপযোগাৎ চ পুরুষার্থ এব ভোগ ইতি দ্যোতনার্থম্ ॥ ৪৯ ॥

লোকবদেব শাস্ত্রেঽজ্ঞতাজ্ঞতে বোধ্যে নাপূর্ব্বে ইত্যাহ জলমিতি ॥ ৫০ ॥

নানাতা কুতো হেয়া একতা চ কুত উপাদেয়া তত্রাহ দুঃখমিতি। হেয়োপাদেয়রূপি যৎ নানাত্বং তদসদবিদ্যমানমিতি হেতোর্দ্দুঃখং জন্মমরণাদ্যায়াতি অনুসরতি অতো হেয়ম্। তদভাবেন স্বাত্মতত্ত্বজ্ঞানাদানন্ত্যমপরিচ্ছিন্নাত্মরূপমবশিষ্যতে অতস্তদুপাদেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

নমু প্রিয়তমমনোবুদ্ধ্যাদিদ্বৈতস্য সত্যত্বাদাত্মোপকরণত্বাচ্চ তন্নাশে ধনাদিনাশ ইব শোকঃ স্যাৎ তত্রাহ সঙ্কল্পেতি ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ রাগদ্বেষয়োঃ সতোরিষ্টহানাদনিষ্টপ্রাপ্তেশ্চ শোকঃ স্যাৎ তৌ ত্যক্ত্বা উদাসীনদৃশা দেহত্রয়পঞ্জরং পশ্যতো ন শোকপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ অবৎসল ইতি। অবৎসলো নিঃস্নেহঃ। তত্ত্বং পৃথিব্যাদিভূততত্ত্বরূপম্ ॥ ৫৩॥

তত্ত্বচয়াত্মনো ভূতরাশিমাত্রস্বভাবাৎ দেহদ্বয়পঞ্জরাৎ ॥ ৫৪ ॥

যস্মিন্নধিষ্ঠানে মনঃক্ষয়ঃ তৎস্বরূপমাহ তদিতি। শিবং নিত্যনিরতি-

উপশান্তে মনোবায়ৌ দেহপাংশুঃ প্রশাম্যতি।
পুনঃ সংসারনগরে ন নীহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥
বাসনাপ্রাবৃষি ক্ষীণে সংস্থিতৌ রামমাগতে।
জাড্যে জনিতহৃৎকম্পে পঙ্কে শোষমুপাগতে ॥ ৫৭ ॥
শুষ্কে তৃষ্ণাবটে শান্তে মন্দে হৃদয়কাননে।
ক্ষীণেষ্বক্ষকদম্বেষু মিথ্যাজ্ঞানঘনে ক্ষতে ॥ ৫৮ ॥
ক্ষীয়তে মোহমিহিকা প্রভাত ইব শর্ব্বরী।
কাপি গচ্ছতি তজ্জাড্যং বিষং মন্ত্রহতং যথা ॥ ৫৯ ॥
দেহাদ্রৌ ন ভয়ক্ষুদ্রাঃ সরিতঃ প্রসরন্ত্যলম্।
নোল্লসন্তি লসৎপক্ষাঃ সঙ্কল্পোগ্রকলাপিনঃ ॥ ৬০ ॥
পরাং নির্ম্মলতামেতি সম্বিদাকাশগোচরঃ।
রাজতেতিতরামচ্ছো জীবাদিত্যোমহোদয়ঃ ॥ ৬১ ॥
ঘনমোহভরোন্মুক্তা বিবিক্তত্বং পরং [illegible]তাঃ।

শয়ানন্দরূপম্। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্ম্মধ্যমন্তরালং দৃগ্রূপমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

মনোনাশে স্থূলদেহোপ্যসন্ ভবতীত্যাহ উপশান্তে ইতি। সংসারস্য নগরবদধিষ্ঠানে প্রতীচি নীহারো নীহারবদাবরিকা অবিদ্যা ক্ষীণত্বাৎ ন প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥

তৎক্ষয়প্রকারমেব শরৎকালত্বেনোপপাদয়তি বাসনেত্যাদিনা। ক্ষীণে ইতি পদসংস্কারপক্ষে সামান্যে নপুংসকম্। সংস্থিতৌ স্বরূপস্থিতৌ রমণং রামোবিহারস্তমাগতে প্রাপ্তে মনসীতি শেষঃ। রাগমিতি পাঠে তাদ্রূপ্য-রঞ্জনমিত্যর্থঃ। জনিতো হৃৎকম্পো ভয়ঃ যেন তথাবিধে জাড্যে মৌঢ্যে পক্ষান্তরে-শৈত্যে তদ্রূপে পঙ্কে শোষমুপাগতে সতি ॥ ৫৭ ॥

মন্দে রাগাদিগুল্মবিরলে। অক্ষকদম্বেষু ইন্দ্রিয়সমূহলক্ষণকদম্ববৃক্ষেষু ক্ষীণেষু ক্ষীণফলেষু ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

তরলক্ষণাঃ ক্ষুদ্রাঃ সরিতঃ কুল্যাঃ। কলাপিনো ময়ূরাঃ ॥ ৬০ ॥

স্বরূপসম্বিল্লক্ষণে আকাশে গোচরঃ অপরোক্ষং স্ফুরন্ ॥ ৬১ ॥

সময়ে হৃতিশোভন্তে ধৌতা আশা মহাদিশঃ ॥ ৬২ ॥
ভৃশমাভাতি বিমলা মুদিতাকাশমঞ্জরী।
শীতলীকৃতদিক্‌চক্রা শরদ্ব্যোম্নীব চন্দ্রিকা ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বসম্পৎপ্রকাশেন পরমানন্দদায়িনা।
ভৃশং সফলতামেতি সুবিবিক্তা বিবেকভূঃ ॥ ৬৪ ॥
সপর্ব্বতবনাভোগং পরমালোকসুন্দরম্।
অচ্ছাচ্ছং শীতলচ্ছায়ং জায়তে ভুবনান্তরম্ ॥ ৬৫ ॥
বিস্তারিতং সুষুমতাং স্ফারিতং স্ফটিকাকৃতিম্।
উপৈতি হৃৎসরঃ স্বচ্ছং নীরজোম্বুজকোশকম্ ॥ ৬৬ ॥
হৃৎপদ্মকোষান্মলিনঃ স্বাহঙ্কারমধুব্রতঃ।
অপুনর্দ্দর্শনায়ৈব চঞ্চলঃ ক্বাপি গচ্ছতি ॥ ৬৭ ॥
ভবত্যপগতাক্ষেপঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বনায়কঃ।
নির্ব্বাসনঃ শান্তমনাঃ স্বদেহনগরেশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥

বিবিক্তত্বং বিবেকিতাং বিভক্ততাঞ্চ। সময়ে সমাধ্যাদিকালে সূর্য্যচন্দ্রোদয়কালে চ। ধৌতা রজোভিরদূষিতা আশা তৃষ্ণাস্তল্লক্ষণা মহাদিশঃ ॥৬২॥

মুদিতা পুণ্যফলানুশায়িনী চিত্তবৃত্তিস্তল্লক্ষণা চিত্তাকাশস্য মঞ্জরী ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বাঃ সম্পদো বিষয়ানন্দলবান্ স্বান্তর্ভাবেন প্রকাশয়তীতি সর্ব্বসম্পৎপ্রকাশ আত্মা তল্লক্ষণেন ফলেন। শস্যফলপক্ষে তু সর্ব্বেষাং কৃষীবলাদীনাং ভাবিসম্পদঃ প্রকাশয়তীতি তেনেতি যোজ্যম্। সুবিবিক্তা সম্যক্‌পরিশোধিতা কেদারভেদৈর্ব্বিভক্তা চ ॥ ৬৪ ॥

পরমালোকেনাত্মপ্রকাশেন সূর্য্যচন্দ্রজ্যোতিষা চ। তত্ত্বপক্ষে শীতলা ত্রিবিধতাপশূন্যা ছায়া চিদাভাসো যস্মিন্নিত্যর্থঃ। শরৎপক্ষে স্পষ্টম্ ॥ ৬৫ ॥

পরিচ্ছেদাপগমাৎ বিস্তারিতম্। বিবেকজলোপচয়াৎ স্ফারিতম্। হৃৎ মনস্তল্লক্ষণং সরঃ। নির্গতরজোগুণো হৃদয়াম্বুজকোষো যত্র। শরৎপক্ষে স্পষ্টম্ ॥ ৬৬ ॥

নীরজস্ত্বং কার্য্যতোপ্যাহ হৃদিতি ॥ ৬৭ ॥

অপগত আক্ষেপঃ সঙ্কোচো যস্য অতএব সর্ব্বগঃ ॥ ৬৮ ॥

বিচারণাসমধিগতাত্মদীপকো
মনস্থলং পরিগলিতেব ধীরধীঃ।
বিলোকয়ন্ ক্ষয়ভবনীরসা গতী
র্গতজ্বরোবিলসতি দেহপত্তনে ॥ ৬৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে উপশমবর্ণনং নাম
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

এবং বাসনাক্ষয়ফলানি প্রপঞ্চ্য তৈরেব জীবন্মুক্তস্থিতিং দর্শয়তি বিচারণেতি। অবমত্য স্বদোষান্ ধীরা ধীর্যস্য তথাবিধঃ সন্ ক্ষয়েষু মৃত্যুষু ভবেষু জন্মসু চ পারলৌকিকী রৈহলৌকিকীশ্চ নীরসা গতীর্বিলোকয়ন্ বিচারণাসমধিগতাত্মদীপকো ভূত্বা জীবন্মুক্তো গতজ্বরঃ সন্ দেহপত্তনে স্বশরীরনগরে বিলসতি বিরাজতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—)(॰)(—

রাম উবাচ ।

যথেদৃশং স্থিতং বিশ্বং বিশ্বাতীতে চিদাত্মনি ।
তন্মে কথয় হে ব্রহ্মন্ পুনর্ব্বোধবিবৃদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যথোর্ম্ময়োঽনভিব্যক্তা ভাবিনঃ পয়সি স্থিতাঃ ।
ন স্থিতাশ্চাত্মনোঽন্যত্বাৎ চিত্তত্ত্বে সৃষ্টয়স্তথা ॥ ২ ॥
যথা সর্ব্বগতঃ সৌক্ষ্ম্যাদাকাশো নোপলক্ষ্যতে ।
তথা নিরংশশ্চিদ্ভানঃ সর্ব্বগোপি ন লক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥
সুস্থিতেবাস্থিতেবান্তঃ প্রতিভাস্তি মণৌ যথা ।

স্বতঃ স্থিতা হ্যসত্যেব চিৎ সর্ব্বত্র স্থিতোচ্যতে ।
চিৎস্থিত্যা সর্ব্বভাবানাং স্থিতির্ন পৃথগিত্যপি ॥ ১ ॥

ইদানীং মুখ্যং প্রকরণার্থং জগৎস্থিতিস্বরূপং জিজ্ঞাসুঃ শ্রীরামঃ পৃচ্ছতি যথেতি। ঈদৃশং প্রাগ্বর্ণিতপ্রকারম্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মসত্তয়ৈব জগৎস্থিতির্ন পৃথক্ প্রাণিনাং পৃথক্স্বসত্তয়া জগৎস্থিতিপ্রত্যযস্ত ব্রহ্মস্বরূপস্থিত্যবোধনিবন্ধন ইতি সমাধাতুকামো বশিষ্ঠস্তদনুরূপং দৃষ্টান্তমাহ যথেত্যাদিনা। সদ্রূপাদাত্মনোঽন্যত্বাৎ স্বতঃ সত্ত্বশূন্যত্বাচ্চ ন স্থিতাঃ ॥ ২ ॥

যদ্যাত্মস্থিত্যৈব সর্ব্বস্থিতিস্তর্হি সর্ব্বত্রাত্মা কুতো ন লক্ষ্যতে তত্রাহ যথেতি। নিরংশ ইতি সৌক্ষ্ম্যে উপপত্তিঃ ॥ ৩ ॥

সুস্থিতে নিরাবরণস্থিতে। আস্থিতে আবৃতস্থিতে। প্রতিভা প্রতিবিম্বঃ। মণৌ স্ফটিকাদৌ। সুস্থিতা ইব আস্থিতা ইবেতি প্রতিভাবিশেষণে বা ॥ ৪ ॥

ন সত্যভূতা নাসত্যা তথেয়ং স্থষ্টিরাত্মনি ॥ ৪ ॥
স্বাধারৈরম্বুদৈঃ স্বচ্ছৈর্ন স্পৃষ্টং গগনং যথা।
চিৎস্বচ্ছৈঃ সর্গৈশ্চিদাধারৈর্ন স্পৃষ্টা চিৎ পরা তথা ॥ ৫ ॥
জলধিষ্ঠিততত্তেজো যথাঙ্গ প্রতিবিম্বতি।
তথা পুর্য্যষ্টকেম্বেব চিদ্ধি দেহেষু লক্ষ্যতে ॥ ৬ ॥
সর্ব্বসঙ্কল্পরহিতা সর্ব্বসংজ্ঞাদিবির্জ্জিতা।
সৈষা চিদবিনাশাত্মা তচ্চেত্যাদিকৃতাভিধা ॥ ৭ ॥
আকাশশতভাগাচ্ছা জ্ঞেষু নিষ্কলরূপিণী।
সকলাকলসংসার স্বরূপৈকাত্ম্যদর্শিনী ॥ ৮ ॥
তরঙ্গাদিময়ী স্ফারা নানাতা সলিলার্ণবে।
তস্মান্ন ব্যতিরেকেণ যথাভাববিকারিণী ॥ ৯ ॥
স্বত্তামত্তাময়ী স্ফারা নানাতেয়ং চিদর্ণবে।

অসঙ্গত্বে দৃষ্টান্তমাহ স্বেতি। অন্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ চিত আধারৈঃ ॥৫॥
তর্হি সূক্ষ্মা চিৎঘটাদাবিব দেহেপি ন লক্ষ্যেত লক্ষ্যতে তু তত্র কো-হেতুস্তত্রাহ জলধিষ্ঠিতেতি। অঙ্গেতি সম্বোধনে। যথা জলে সংযুক্তাঃ কিরণাঃ সম্পৃক্ততয়া স্ফুটং ন লক্ষ্যন্তে প্রতিবিম্বাত্মনা তু স্ফুটং লক্ষ্যন্তে তথৈব পুর্য্যষ্টকাত্মকেষু দেহেম্বিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
তস্যাঃ প্রতিবিম্বতা তদধীনকামসঙ্কল্পনামরূপভাক্ত্বাচ্চ ন বাস্তবীত্যাহ সর্ব্বেতি। কিং কৃতা তর্হি জীবাদ্যভিধা তদাহ তদিতি। আদিপদা-দাত্মাদিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥
চিৎ সৌক্ষ্ম্যস্বাচ্ছ্যপর্য্যালোচনে আকাশোপি শতগুণস্থূলোঽস্বচ্ছশ্চ স্যাদিতি বিদ্বদনুভবেমাহ আকাশেতি। সকলমপ্যকলং নিষ্কলং সংসারস্বরূপং যত্র তথাবিধৈকাত্ম্যদর্শনশীলেতি বিদ্বদনুভবাভিনয়ঃ। অমলেতি পাঠে মায়া-মলরহিতেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
অতএব তত্র ভ্রান্তিদৃষ্টা ভাববিকারাস্তদ্ব্যতিরেকেণ ন সন্তীত্যাহ তর-ঙ্গেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

চিন্মাত্রব্যতিরেকেণ [illegible] ॥ ১০ ॥
[illegible]
[illegible] কল্পনা ॥ ১১ ॥
[illegible]ঙ্কারো[illegible] সংসারসরণশক্তিনী।
[illegible] প্রকাশরূপেব সকলৈকাত্মিকা সতী ॥ ১২ ॥
অনুভূতিবশান্নিত্য মর্কাদীনাং প্রকাশিনী।
স্বাদিনী সর্ব্বভূতানাং ভাবিনী ভবভোগিনাম্ ॥ ১৩ ॥
নাস্তমেতি ন চোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি।
ন চায়াতি ন বা যাতি ন চেহ ন চ নেহ চিৎ ॥ ১৪ ॥
সৈষা চিদমলাকারা স্বয়মাত্মনি সংস্থিতা।
রাঘবেত্থং প্রপঞ্চেন জগন্নাম্না বিজৃম্ভতে ॥ ১৫ ॥
তেজঃপুঞ্জৈর্যথা তেজঃ পয়ঃপূরৈর্যথা পয়ঃ।

যদি চিৎ চেত্যং চিনোতি উপচিনোতীতি মন্যসে তর্হি চিৎচিত্তমেব চিনোতীতি মন্যস্ব ন চেত্যমন্যদস্তীতি। এবং মননে তেন চিতঃ স্বাত্মনি ব্যাপারাযোগেন হেতুনা ইদং চিৎস্বরূপমাত্মন্যেব স্থিতং ন কিঞ্চিচ্চিনোতীতি ফলতীত্যর্থঃ। সেয়ং পরমার্থদৃষ্টিঃ। যস্ত্বজ্ঞ এব সন্ জ্ঞোস্মীত্যভিমন্যতে তস্যৈব চিন্মাত্রাতিরিক্তং সর্গেষ্বন্যদারাতমস্তীতি চ কল্পনেত্যর্থঃ। অজ্ঞেঽজ্ঞে ইতি বীপ্সা বা ॥ ১১ ॥

তামেব জ্ঞাজ্ঞয়োঃ কল্পনয়া চিতং পুনর্ব্বিভজ্যাহ অজ্ঞেষ্বিতি ॥ ১২ ॥

তস্যা এব চিতো জগৎপ্রকাশভোগজন্মনির্ব্বাহকতামাহ অনুভূতীতি। স্বাদিনী বিষয়স্বদনে নিমিত্তভূতা। ভবভোগিনাং জীবানাং ভাবিনী জন্মাদৌ নিমিত্তভূতা চ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্ত ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

অজ্ঞানাং জন্মাদিনিমিত্তভাবেপি জ্ঞদৃশা কূটস্থাপরিচ্ছিন্নৈকরূপৈব সেত্যাহ নাস্তমেতীতি ॥ ১৪ ॥

বিজৃম্ভতে বিবর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥

চিদ্বিবর্ত্তোপি পরমার্থদৃশা চিদেবেত্যাশয়েন দৃষ্টান্তাবাহ তেজঃপুঞ্জৈ

পরিস্ফুরতি সংসারে [illegible] ॥ ১৬ ॥
[illegible]বেন চিন্মাত্রা সর্ব্বগেনোদিতাত্মনা ।
[illegible]প্রকাশেন নিরংশেনাংশধারিণা ॥ ১৭ ॥
[illegible] কলনাভোগাদনন্তং পদমুজ্ঝতা ।
অহমস্মীতি ভাবেন গচ্ছতাজ্ঞপদং শনৈঃ ॥ ১৮ ॥
নানাতায়াং প্ররূঢ়ায়ামস্যাং সংসৃতিপূর্ব্বকম্ ।
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গ পদে স্থিতিমুপাগতে ॥ ১৯ ॥
পুর্য্যষ্টকস্পন্দশতৈঃ করোতি ন করোতি চ ।
উৎসেধমেতি ভূকোষঃ কোটরস্থোঙ্কুরোৎকরঃ ॥ ২০ ॥
ব্যোমসৌষির্য্যমাদত্তে সর্ব্বমূর্ত্ত্যবিরোধি যৎ ॥
স্পন্দৈকধর্ম্মবান্ বাতো রসরূপতয়া জলম্ ॥ ২১ ॥

রিতি ॥ ১৬ ॥

স্বতঃশুদ্ধস্যাপ্যবিদ্যায়া সর্গবিভ্রমৈঃ পরিস্ফুরণমেব সর্গকর্তৃত্বং নান্যাদৃশ-মিতি দর্শয়িতুং তদুপযোগিনী দ্বে রূপে আহ তদিতি। স্বভাবেন চিন্মাত্রা। ব্যবহারতঃ সর্ব্বগেন। পরমার্থতঃ প্রকাশেন। নাহং জানামীতি ব্যব-হারেণাপ্রকাশেন। এবমগ্রেপি ॥ ১৭ ॥

স্বকলনা অবিদ্যায়াং স্বপ্রতিবিম্বস্তল্লক্ষণাদাভোগাৎ কৃত্রিমবেষাৎ। অনন্তং পদমপরিচ্ছিন্নস্বরূপমুজ্ঝতেবা প্রতিসন্দধানেন। অজ্ঞপদং জীবতাম্ ॥১৮

ইদমস্তি ইদং নাস্তীতি ভাবাভাবৌ ইদং গ্রাহ্যমিদং ত্যাজ্যমিতীষ্টা-নিষ্টয়োর্গ্রহোৎসর্গৌ চ তেষাং পদে স্থানে দেহাত্মভাবে ॥ ১৯ ॥

অথাস্যাত্মভাবপুর্য্যষ্টকস্পন্দশতৈর্ব্বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মভির্ভোগ্যং জগৎ করোতি ন করোতীতি বস্তুতঃ। তত্তদ্বস্তুভাবেন করণপ্রকাশনে প্রপঞ্চয়তি উৎসেধ-মিত্যাদিনা। উৎসেধমুপচয়েনোন্নত্যম্ ॥ ২০ ॥

ভূকোষস্যোৎসেধে ভূতান্তরভাবেন তদানুকূল্যাচরণমাহ ব্যোমেতি। যদি ব্যোম সৌষির্য্যং নাদদ্যান্নিরবকাশোঽঙ্কুরো ন নির্গচ্ছেৎ। এবং স্পন্দাত্মকো বায়ুরাকর্ষতি যেনাঙ্কুরো নির্গচ্ছতীত্যাহ স্পন্দেতি। এবং জলং

দৃঢ়োর্ব্বী প্রকটং তেজঃ স্থিতিমন্তি জগন্তি চ।
প্রতিবন্ধাভ্যনুজ্ঞাসু কালঃ কলনয়া স্থিতঃ॥ ২২॥
পুষ্পেষু গন্ধতাং যাতি শনৈঃ সঞ্চিতকেসরম্।
মৃৎকোটররসোল্লাসঃ স্থাণুতামেতি ভূতলে॥ ২৩॥
মূলস্থাঃ ফলমায়ান্তি পেলবা রসলেশকাঃ।
সন্নিবেশং ব্রজন্ত্যেতা রেখা পল্লবপালিষু॥ ২৪॥
নবতামনুগৃহ্ণাতি শক্রবাণাসনেন চ।
যোযোভবত্যবিরতং সংস্থানেন বনেন চ॥ ২৫॥
বসন্তমুপতিষ্ঠন্তি পুষ্পপল্লবরাশয়ঃ।
নিদাঘবিধিমায়ান্তি দৈবদাহবিভূতয়ঃ॥ ২৬॥
প্রাবৃট্‌সময়গীহন্তে নীলা জলদরাশয়ঃ।
শরদঞ্চানুধাবন্তি সমগ্রাঃ ফলরাশয়ঃ॥ ২৭॥

স্বরসেনাঙ্কুরং স্নেহয়তীত্যাশয়েনাহ রসেতি॥ ২১॥

এবমুর্ব্বী স্বদার্ঢ্যদানেনাঙ্কুরমনুগৃহ্ণাতীত্যাশয়েনাহ দৃঢ়েতি। তেজশ্চ রূপদানেন প্রকটীকরোতীত্যাশয়েনাহ প্রকটমিতি। এবং সর্ব্বজগন্তি তত্তৎ-কার্য্যাণাং স্থিত্যবিঘাতাভ্যামনুগ্রাহকাণীত্যাশয়েনাহ স্থিতিমন্তীতি। কালো হেমন্তাদির্যবাঙ্কুরাদিবিরোধিতৃণাদ্যুদ্গমপ্রতিবন্ধেন যবাঙ্কুরোদ্গমাভ্যনুজ্ঞানেন চানুগ্রাহক ইত্যাহ প্রতিবন্ধেতি। কলনয়া পরিণামকতয়া॥ ২২॥

পূর্ব্বপুণ্যাদিভাবাপন্না চিৎগন্ধাদ্যাত্মনা বিবর্ত্তত ইত্যাহ পুষ্পেষ্বিতি। মৃদন্তর্গতরসভাবাপন্না চিৎ স্থাণুতাং তরূপচয়েন তন্মূলদারুতাম্॥ ২৩॥

মূলস্থরসভাবাপন্না চ ফলভাবং যাতি। ত এব রসাঃ পল্লবপালিষু প্রবিষ্টা রেখাঃ শিরা ভূত্বা পত্রাদিসন্নিবেশং ব্রজন্তি॥ ২৪॥

শক্রবাণাসনেনেন্দ্রচাপেন সমামিতি শেষঃ। নবতাং বৃক্ষস্য মুক্ততাং চ সম্পাদয়ন্ননুগৃহ্ণাতি॥ ২৫॥

তস্যা ঋতুরূপেণাপি কার্য্যানুগ্রাহকত্বং প্রপঞ্চয়তি। বসন্তমিত্যাদিনা। দৈবস্য সৌরস্য তেজসোদাহবিভূতয়স্তাপশক্তয়ঃ॥ ২৬॥

হেমন্তে হিমহাসিন্যো ভবন্তি ককুভোদশ।
নয়ন্ত্যপলতামম্বু শিশিরে শীতলানিলাঃ॥ ২৮॥
ন জহাতি স্বমর্য্যাদাং কালো যুগময়ীমিমাম্।
তরঙ্গিণী তরঙ্গৌঘ লীলয়া যান্তি সৃষ্টয়ঃ॥ ২৯॥
নিয়তিঃ স্থিতিমায়াতি স্থৈর্য্যচাতুর্য্যকারিণী।
তিষ্ঠত্যাপ্রলয়ং ধীরা ধরাধরণধর্ম্মিণী॥ ৩০॥
চতুর্দ্দশবিধানীহ ভূতানি ভুবনান্তরে।
নানাচারবিহারাণি নানাবিরচনানি চ॥ ৩১॥
পুনঃপুনর্ব্বিলীয়ন্তে জায়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
ধারাপরম্পরা যাতি বিনা বারীব বুদ্বুদাঃ॥ ৩২।
আয়াতি যাতি পরিতিষ্ঠতি লীলয়াতি
স্বার্থানুপার্জ্জয়তি ধাবতি জন্মনাশৈঃ।

সমগ্রাঃ ক্ষেত্রেষু প্রচুরীভূতা ধান্যাদিফলরাশয়ঃ॥ ২৭॥ ২৮॥

সম্বৎসরযুগাদিকালাত্মনা চ তস্যাঃ সর্গাদিমর্য্যাদানুগ্রাহকত্বমাহ ন জহাতীতি॥ ২৯॥

নিয়ত্যাদিরূপেণাপি তস্যা জগন্মর্য্যাদাব্যবস্থাপকত্বমাহ নিয়তিরিতি। স্থৈর্য্যচাতুর্য্যকারিত্বমেব ধরাদাবুদাহৃত্য দর্শয়তি তিষ্ঠতীতি ধরণধর্ম্মিণী সর্ব্বাধারস্বভাবা॥ ৩০॥

চতুর্দ্দশলোকবাসিত্বাচ্চতুর্দ্দশবিধানি ভূতানি প্রাণিনঃ॥ ৩১॥

ভূতানাং ধারাপরম্পরাজন্মমরণপ্রবাহপরম্পরা যাত্যপগচ্ছতি তত্ত্বজ্ঞানেনেতি শেষঃ॥ ৩২॥

উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়ন্নুপসংহরতি আয়াতীতি। ব্রহ্মাণ্ডকোটিলক্ষণা তদন্তর্গতপ্রাণিলক্ষণা চ শোচ্যত্বাৎ বরাকী জনতা বিহিতভাবনং যথাস্যাৎ তথা প্রাক্তনসঙ্কল্পবাসনারাগাদিতি যাবৎ। আহিতেহা উদ্ভূতকামা স্বরূপবিচারবার্ত্তানভিজ্ঞত্বাৎ মুগ্ধা উন্মত্তবদিহ লোকে জন্মভিরায়াতি পরলোকং যাতি পরিতশ্চ স্থাবরাদিজন্মভিস্তিষ্ঠতি লীলয়া ভোগকৌতুকেন অতিশয়ি-

উন্মত্তবদ্বিহিতভাবনয়াহিতেহা
মুগ্ধাকৃতান্তবিবশা জনতা বরাকী ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে চিদাদিত্যস্বরূপবর্ণনং নাম
ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

তান্ ঐহিকামুষ্মিকভোগোপায়ধনধর্ম্মাদিলক্ষণান্ স্বার্থানুপার্জ্জয়তি জন্মমৃত্যু-
ধাবতি সংসারে ইত্থং ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইত্থং স্থিরতরাকারাঃ সংসারাবলয়োঽভিতঃ ।
স্বভাবাৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাঃ পুনরায়ান্তি যান্তি চ ॥ ১ ॥
স্বতঃ সর্ব্বমিদং জাতমন্যোন্যং হেতুতাং গতম্ ।
অন্যোন্যমভিনশ্যৎ তৎ স্বত এব বিলীয়তে ॥ ২ ॥
স্বতোঽস্পন্দোঽপি তু স্পন্দো যথাগাধজলোদরে ।
তথৈবেয়মসৎ সচ্চ চিদেব পরিদৃশ্যতে ॥ ৩ ॥
ব্যোমন্যেব নিরাকারে নিদাঘাৎ সরিতো যথা ।
লক্ষ্যন্তে তদ্বদেবেমাশ্চিত্তত্ত্বে সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪ ॥
যথা মদবশাদাত্মা ঘোষ্টবৎ প্রতিভাসতে ।
তথৈব চিত্ত্বাৎ চিন্মাত্রঃ স এবাস ইব স্থিতঃ ॥ ৫ ॥

আত্মনোনাত্মভাবোয়মবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ ।
বোধাদকামাদকর্ম্মাৎ স্বরূপাবস্থিতিস্ততঃ ॥ ১ ॥

চিৎস্বরূপস্থিতিরেব জগৎস্থিতিশ্চিৎ এব জগদ্রূপেণাবস্থানাদিতি বক্তুং প্রাগুক্তমনুবদতি ইত্থমিতি ॥ ১ ॥

অন্যোন্যং হেতুতাং গতমিদং জগৎ স্বতঃ স্বাধিষ্ঠানচৈতন্যাদেব জাতম্ । এবমগ্রেপি ॥ ২ ॥

যথা অগাধজলোদরে জলাব্যাপ্তদেশাভাবাৎ জলস্য স্পন্দোপ্যস্পন্দস্তথেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সরিতো মৃগতৃষ্ণাঃ ॥ ৪ ॥

স এব স্বাত্মা অন্যবৎ অঘূর্ণমানোপি ঘূর্ণমান ইব । চিন্মাত্রশ্চিৎসারঃ । অসঃ অচিদিব ॥ ৫ ॥

ন চেদং সদসন্নেদং তৎস্থাতৎস্থতয়া চিতঃ।
নাতিরিক্তাতিরিক্তা চ কটকাদিষু হেমতা ॥ ৬ ॥
যেন শব্দং রসং রূপং গন্ধং জানাসি রাঘব।
সোয়মাত্মা পরং ব্রহ্ম সর্ব্বমাপূর্য্য সংস্থিতঃ ॥ ৭ ॥
নানৈকত্বাদতীতাত্তু সর্ব্বগাদমলাত্মনঃ।
দ্বিতীয়া কলনা নাস্তি কাচিন্নেতরথা ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥
রাম ভাবনাদন্যস্য ভাবাভাবাঃ শুভাশুভাঃ।
সৃষ্টয়ঃ পরিকল্প্যন্তেঽনাত্মন্যেবাথ বাত্মনি ॥ ৯ ॥

যস্মাদাত্মনোব্যতিরিক্তে বস্তুনি সিদ্ধে
সতি তত্রেচ্ছা প্রবর্ত্ততে
যত্র স্বাত্মনোব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিদপি

উক্তার্থং স্থিরয়িতুং জগতোঽনির্ব্বচনীয়স্বভাবতাং দর্শয়তি ন চেতি। সত্বৈব তদ্বৈষধাবণাদসত্ত্বং দুর্ব্বচনং বাধ্যত্বাৎ চ সত্ত্বং দুর্ব্বচনমিত্যাশয়েনাহ তৎস্থাতৎস্থতয়েতি ॥ ৬ ॥

নন্নু ব্রহ্মণোজগদ্বিবর্ত্তঃ শঙ্কতে ন প্রত্যক্চিত ইত্যাশঙ্ক্য সৈব ব্রহ্মেতি দর্শয়তি যেনেতি। যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যত এতৎ বৈতদিতি কাঠকশ্রুতৌ ব্রহ্মণ এব প্রত্যগাত্মতাভিধানাদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

নন্নু প্রতীচাং নানাত্বাৎ ব্রহ্মণশ্চৈকত্বাৎ কথমৈক্যমিত্যাশঙ্ক্য নানৈকত্ব-য়োর্ম্মিথ্যাত্বান্নায়ং দোষ ইত্যাশয়েনাহ নানৈকত্বাদতীতাদিতি ॥ ৮ ॥

স্বতোঽন্যস্য বস্তুনো ভাবাঃ সদ্ভাবা অভাবাঃ শুভাশুভাঃ সৃষ্টয়শ্চ ভাবনাৎ বাসনাবশাদেব পরিকল্প্যন্তে তাশ্চ মায়িকদৃশা অনাত্মভূতমায়ায়ামেব। অথবা তত্ত্বদৃশা আত্মমাত্রত্বাদাত্মন্যেব ॥ ৯ ॥

অথবাত্মনীতি যৎ পদ্যে পক্ষান্তরমুক্তং তদ্যুক্তিপ্রয়োজনাভ্যাং গদ্যে-রূপপাদয়তি যস্মাদিত্যাদিনা। যদা আত্মরূপা সৃষ্টিরাত্মন্যেবাস্তে ইতি পক্ষ-স্তদা আত্মান্যা সৃষ্টির্নাস্ত্যেবেতি ফলিতম্। ইচ্ছাপূর্ব্বিকা হি সৃষ্টিঃ সোকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিশ্রুতেঃ ন চাত্মন আত্মনীচ্ছাসিদ্ধত্বাৎ ন

সম্ভবতি তত্রাত্মা কিমিব বাঞ্ছন্ কিমনুস্মরন্
ধাবতু কিমুপৈতু ॥ ১০ ॥
অত ইদমীহিতমিদমনীহিতমিত্যাত্মানং
ন স্পৃশন্তি বিকল্পাঃ। অতোনিরিচ্ছতায়ামাত্মা
ন কিঞ্চিদপি করোতি কর্ত্তৃকরণকর্ম্মণামেকত্বাৎ
ন ক্বচিত্তিষ্ঠত্যাধারাধেয়য়োরেকত্বাৎ
ন চ নিরিচ্ছত্যাত্মনোনৈষ্কর্ম্ম্যমভিমতম্।
দ্বিতীয়ায়াঃ কল্পনায়া অভাবাৎ ॥ ১১ ॥

নেতরা জানাসি রাম ত্বমিয়ং ব্রহ্মসংস্থিতিঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ কর্ত্তা ভব গতজ্বরঃ ॥ ১২ ॥

অন্যচ্চ রাঘবপুনঃ।
পুনঃ কৃত্বা কৃত্বা বহুবিধমিদং কর্ম্ম তরসা
ত্বয়া প্রাপ্যং কিং তদ্বদ যদুচিতং ভূতকরণাৎ।

চাত্মনোক্তং প্রসিদ্ধমস্তি যদিচ্ছন্নাত্মা স্রষ্টুং প্রবর্ত্তেত ন চাপ্রবর্ত্তমানঃ কশ্চিৎ স্রষ্টুং শক্নোতীত্যাশয়ঃ। কিমুপৈতু ধাবনেন বা কিং ফলং প্রাপ্নোতু ॥১০॥

নম্ন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিস্তৎফলমস্ত তত্রাহ ন চেতি। নিরিচ্ছতি অনিচ্ছে। কর্ম্মপ্রসিদ্ধৌ নৈষ্কর্ম্মফলং স্যাৎ ন চ সাস্তীত্যাশয়েনাহ দ্বিতীয়ায়া ইতি ॥ ১১ ॥

ইতরা উক্তপ্রকারেভ্যোঽন্যা সাফল্যাদিকল্পনা ন নাস্ত্যেব। ইয়ং হি ব্রহ্মসংস্থিতিঃ। যদ্যত্র ত্বমিতরাং জানাসি তর্হি সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো গতজ্বরোপি সন্ কর্ত্তা ভব নাহং নিবারয়ামীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অজ্ঞতাদশায়ামপি ভৌতিকশরীরপরিগ্রহেণ কর্ত্তৃত্বে ভূতৈরেব ভূতানি কৃত্বা ভৌতিকানি ফলানি প্রাপ্তানি ন ত্বসঙ্গোদাসীনেনাত্মনা কিং বাচ্যং তস্য প্রবোধদশায়াং ক্রিয়াতৎফলয়োরসম্ভব ইতি ন তত্রাস্থোচিতেত্যাশয়েন গদ্যোক্তার্থসমর্থনায় পদ্যমবতারয়তি অন্যচ্চেতি। দ্বিতীয়ং পুনঃ শব্দমারভ্য পদ্যং বোধ্যম্। হে রাঘব ত্বয়া তরসা কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশেন পুনঃ পুনঃ কৃত্বা কৃত্বা ভূতকরণাৎ বিষয়ভূতৈর্দ্দেহভূতোপচয়াদেরন্যৎ কিং ফলং

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

—(o)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবংস্থিতে তু তজ্জ্ঞানাং যদেতৎ
কর্ত্তৃত্বং দৃশ্যতে সুখদুঃখাদিষু যোগাদিষু
বা তদসন্ন তু মূর্খাণাম্ ॥ ১ ॥
ননু কর্ত্তৃত্বং নাম কিমুচ্যতে
যোঽন্তরস্থায়া মনোবৃত্তের্নিশ্চয়
উপাদেয়তাপ্রত্যয়ো বাসনা-
ভিধানস্তৎকর্ত্তৃত্বমিহোচ্যতে ॥ ২ ॥
চেষ্টানাং [illegible]
বাসনানুরূপা [illegible]

অসঙ্গাত্মা ন [illegible] ।
জ্ঞস্যাকর্ত্তুরভোক্তৃত্বান্ন বন্ধোঽস্তীত্যুদীর্য্যতে ॥ ১ ॥

ননু তত্ত্ববিদামপি লৌকিকেষু শাস্ত্রীয়েষু চ কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বং দৃশ্যতে তচ্চাবশ্যমিষ্টানিষ্টভোক্তৃত্বং প্রাপয়িষ্যতীত্যাশঙ্ক্য কোঽবিশেষস্তত্রাহ এবংস্থিতে ইতি। সুখদুঃখাদিষু সুখদুঃখভোগফলেষু কর্ম্মসু যোগাদিষু সমাধ্যভ্যাস-পরিপাকভূমিকাভেদেষু বা তজ্জ্ঞানাং তত্ত্ববিদাং তৎ দৃশ্যমানং কর্ম্ম অসৎ নাস্ত্যেব ন তু মূর্খাণাং তত্তথেত্যয়মেব বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তদুভয়মুপপাদয়িতুং কর্ত্তৃত্বরূপং বিমৃশতি ননু ইত্যাদিনা। য়োঽন্তরিতি। শারীরক্রিয়া ন কর্ত্তৃতা অবুদ্ধিপূর্ব্বচেষ্টায়াং করোমীতি, [illegible]দর্শনাৎ কিন্তু মানসী পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ত্তৃতাবাসনারাগাত্মকমনোবৃত্তেরুদ্ভূতা কার্য্যমিদমিতি নিশ্চয়াত্মকবৃত্তিরূপেণ পরিণতা ক্রিয়া[illegible] ॥ ২ ॥

ভোক্তৃত্বমপি তদধীনচেষ্টাবশাৎ [illegible] ভূত-

স্পন্দানুরূপং ফলমনুভবতি

ফলভোক্তৃত্বং নাম কর্তৃত্বাদিতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩ ॥

তথাচ। কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতোবাপি স্বর্গেপি নরকেপি বা।
যাদৃগ্বাসনমেতৎ স্যাত্মনস্তদনুভূয়তে ॥ ৪ ॥

তস্মাদজ্ঞাততত্ত্বানাং পুংসাং কুর্ব্বতামকুর্ব্বতাঞ্চ
কর্ত্তৃতা ন তু জ্ঞাততত্ত্বানামবাসনত্বাৎ ॥ ৫ ॥

জ্ঞাততত্ত্বোহি শিথিলীভূতবাসনঃ কুর্ব্বন্নপি ফলং নানুসন্দধাতি অথচ স্পন্দনমাত্রং কেবলং করোত্যসক্তবুদ্ধিঃ সংপ্রাপ্তমপি ফলমাত্মৈবেদং সর্ব্বমেব কর্ম্মফলমনুভবত্যকুর্ব্বন্নপি করোতি মগ্নমনাঃ ॥ ৬ ॥

মনো যৎ করোতি তৎ কৃতং ভবতি যন্ন করোতি তন্ন কৃতং ভবতি অতোমন এব কর্ত্তৃ ন দেহঃ ॥ ৭ ॥

চিত্তাদেবায়ং সংসার আগতশ্চিত্তময় এব চিত্তমাত্রং চিত্ত এব স্থিত ইতি বিজ্ঞাতম্। বিষয়শ্চ সর্ব্বমুপশান্তমভূদ্বাসনৈবেতি জ্ঞ এবাস্তীতি ॥ ৮ ॥

আত্মবিদাং হি তন্মনঃ পরমুপশমমাগতং

বাসনৈবেত্যাহ চেষ্টাবশাদিতি। যতোবাসনানুরূপং স্পন্দতে পুরুষঃ ॥ ৩ ॥

উক্তেহর্থে শ্লোকমুদাহরতি তথাচেতি। স্বর্গে নরকেপি বা তদনুভূয়ত ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৪ ॥

অস্তু বাসনৈব কর্ত্তৃতা ভোক্তৃতা চ তথাপি কথং জ্ঞাজ্ঞয়োর্ব্বিশেষসিদ্ধিস্তত্রাহ তস্মাদিতি ॥ ৫ ॥

জ্ঞে বিশেষমুক্তমুপপাদয়তি জ্ঞাততত্ত্বোহীতি। এবং তস্য ভোক্তৃত্বমপ্যসদিত্যেতদুপপাদয়তি সম্প্রাপ্তমপীতি। মগ্নমনা ভোগাসক্তচিত্তোঽজ্ঞস্ত অকুর্ব্বন্নপি করোতি ॥ ৬ ॥ ৭

বিজ্ঞাতং বিচার্য্য নির্দ্ধারিতং প্রাগিতি শেষঃ। সর্ব্বোবিষয় শ্চাদৃত্তিভেদশ্চেত্যুভয়মুপশান্তং সং বাসনৈবাভূৎ তদা তদুপহিতোজ্ঞোজীব এবাস্তি ॥৮॥

মৃগতৃষ্ণাজলমিব বর্ষতি জলদে
হিমকণ ইব চণ্ডাতপে বিলীনং
তুর্য্যদশামুপাগতং স্থিতম্ ॥ ৯ ॥

নানন্দং ন নিরানন্দং ন চলং নাচলং স্থিরম্ ।
ন সন্নাসন্ন চৈতেষাং মধ্যং জ্ঞানিমনোবিদুঃ ॥ ১০ ॥

ন বাসনাময়ে স্পন্দরসে গজ ইব পল্বলে মজ্জতি
তজ্জ্ঞোমূর্খমনোভোগভূমিমেব পশ্যতি ন সত্তত্ত্বম্ ॥১১॥

তথা চায়মত্রাপরোদৃষ্টান্তঃ । অকুর্ব্বন্নপি শ্বভ্রপতনং শয্যাসনগতোপি শ্বভ্রপাতবাসনাবাসিতে চেতসি শ্বভ্রপতনদুঃখমনুভবতি অপরস্তু কুর্ব্বন্নপি শ্বভ্রপতনং পরমমুপশমমুপাগতবতি মনসি শয্যাসনসুখমনুভবতি এবমনয়োঃ শয্যাসনশ্বভ্রপাতয়োরেকঃ শ্বভ্রপতনস্যাকর্ত্তাপি কর্ত্তা সম্পন্নোদ্বিতীয়শ্চ শ্বভ্রপতনস্য কর্ত্তাপ্যকর্ত্তা সম্পন্নশ্চিত্তবশাৎ তস্মাৎ যচ্চিত্তং তন্ময়োভবতি পুরুষ ইতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ১২ ॥ অথবা

তেষু জীবেষ্বাত্মবিদাং তন্মনঃ বর্ষতি জলদে প্রাবৃষি মৃগতৃষ্ণাজলমিবোপশমমাগতং সৎ চণ্ডাতপে হিমকণ ইব নিলীনং তুর্য্যদশামুপাগতং সৎ তদ্ভাবেনৈব স্থিতমিতি বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

উক্তমনোদশাবর্ণনপরং শ্লোকমুদাহরতি নানন্দমিতি। আনন্দং বিষয়সুখবিশ্রান্তং ন। নাপি স্বরূপানন্দশূন্যম্। অচলং শিলাদিবজ্জড়াবস্থং ন। এতেষাং উক্তানন্দনিরানন্দচলাচলসদসতাং মধ্যং সন্ধ্যবস্থারূপঞ্চ ন কিন্তু পরিশেষাৎ ভূমাত্মসুখৈকরসমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

জ্ঞাজ্ঞয়োর্বিশেষান্তরমপ্যাহ ন বাসনেত্যাদিনা। ন সত্তত্ত্বং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ১১ ॥

অজ্ঞমনসোদুর্ব্বাসনাদুঃখমজ্জনে স্বপ্নোদৃষ্টান্ত ইত্যুক্তোপপাদয়তি তথাচেত্যাদিনা। তথাচ শ্রুতিরপি অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছাদয়তি গর্ত্তমিব পততি যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যত ইতি।

এবং হি মনঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং সর্ব্বেহিতানাং সর্ব্বভাবানাং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বগতীনাং বীজং তস্মিন্ পরিহৃতে সর্ব্ব-কর্ম্মাণি পরিহৃতানি ভবন্তি সর্ব্বদুঃখানি ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি লয়মুপযান্তি মানসেনাপি কর্ম্মণা যৎকৃতেনাপি জ্ঞো নাক্র-ম্যতে ন বিবশীক্রিয়তে ন রঞ্জনামুপৈত্যব্যতিরিক্তত্বাৎ ॥১৬॥

যথা বালোমনসা নগরস্য নির্ম্মাণং নির্ম্মৃষ্টঞ্চ কুর্ব্বন্নগর-নির্ম্মাণং মনঃকৃতমকৃতমিব লীলয়ানুভবতি হেয়োপাদেয়তয়া সুখ-দুঃখমকৃত্রিমমিতি পশ্যতি নগরনির্ম্মথনঞ্চ মনঃকৃতং কৃতমিতি পশ্যতীতি দুঃখমপি লীলয়ানুভবন্নপি ন দুঃখমিতি পশ্যতি এবমসৌ পরমার্থতঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত এবেতি ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বভাবেষু হেয়োপাদেয়তাভ্যাং জগতি কিং কারণং দুঃখস্য ন চোপাদেয়ে কিঞ্চিদপি সম্ভবতি যদবিনাশং ব্যতি-

---

মনসঃ সর্ব্বকার্য্যমনোবুদ্ধিতদ্বিষয়তদ্গতীনাং বীজত্বাৎ তত্ত্যাগে অথবা সর্ব্বসংসারপরিহারঃ সিদ্ধ ইত্যাহ এবমিতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাশ্চেষ্টাঃ অথবা সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি পুণ্যপাপানি লয়মুপযান্তি মানসেন সাঙ্কল্পিকেন কৃতেন শারীরেণাপি কর্ম্মণা যৎ যস্মাৎ জ্ঞো নাক্রম্যতে তত্র হেতুর্ন বশীক্রিয়ত ইতি তত্র হেতুর্ন রঞ্জনামুপৈতীতি। ফলে রক্তোহি তৎসাধনক্রিয়য়া স্বসিদ্ধ্যৈ বশীকৃত্য প্রবর্ত্ততে। প্রবৃত্তশ্চ তৎকৃতগুণদোষৈরাক্রম্যতে। কুতঃ অব্যতিরিক্তত্বাৎ পরমার্থতঃ স্বব্যতিরিক্তস্যাভাবাৎ ॥ ১৬ ॥

কৃতস্যাপ্যকৃতত্বে দৃষ্টান্তমাহ যথেত্যাদিনা। নির্ম্মৃষ্টং নির্ম্মিতস্য পরি-ষ্কারম্। নগরস্য নির্ম্মথনং প্রবিলাপনপ্রযুক্তাং নিবৃত্তিম্। কৃতং বাস্তবম্। দার্ষ্টান্তিকে উক্তং যোজয়তি এবমিতি ॥ ১৭ ॥

ইত্থং কর্ত্তৃত্বং বিচার্য্য দুঃখকারণং বিমৃশতি সর্ব্বভাবেষ্বিতি। জগতি সর্ব্বভাবেষু হেয়োপাদেয়তাভ্যাং ব্যবহ্রিয়মাণেষু দুঃখস্য কারণং কিং? ন চ হেয়ং দুঃখকারণম্। উপাদানপূর্ব্বকত্বাদ্ধানস্য। হেয়স্যোপাদেয়স্যাভাবা-দেব ততোদুঃখাপ্রসক্তেরিতি পরিশেষাদুপাদেয়ং দুঃখহেতুরিতি স্যাৎ। ন চ তদপি সম্ভবতীত্যাহ ন চোপাদেয় ইতি। নশ্বরাদুপাদেয়াৎ দুঃখমবিনাশি-

রিক্তং চাত্মনস্তস্মাদয়মাত্মাঽকর্ত্তাঽভোক্তাঽতস্তো যদেতৎ কর্ত্তৃত্বঞ্চ স্বধ্যারোপ্যতে ॥ ১৮ ॥

আবশ্যকং তৎ সম্যগ্দর্শনমোহাৎ ন বস্তুত
ইতি যথাভূতবস্তুবিচারণাৎ
কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে ন স্তঃ।
ইন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থদ্বেষাভিলাষাদিকাদৃষ্টায়ত্ত-
দৃষ্টীনাং দৃশ্যতে নাত্তদৃষ্টীনাম্ ॥ ১৯ ॥
মোক্ষোঽস্তি ন সংসারে স্বসংসক্তমনসা-
মিহাসংসক্তমনসাং তেষুং সর্ব্বমেবাস্তি ॥ ২০ ॥
যথাস্থিতং জ্ঞস্য কেবলমাত্মতত্ত্বমেবোল্লসতি
তদদ্বিতৈকত্ববাদিসিদ্ধে দ্বিতৈকত্বে

নোবা। নাদাঃ। বিনাশিনঃ স্বরক্ষণে অসমর্থস্য কাপি কারণত্বাযোগাৎ ন দ্বিতীয়োপি। ন হ্যপাদেয়ে জগতি তাদৃশং কিঞ্চিদপি সম্ভবতি যদ বিনাশি। অতোঽস্যপাত্তমিতি কৃত্বা আত্মব্যতিরিক্তস্য বিনাশিত্বোক্তেরিত্যা শয়েন হেতুগর্ভং বিশিনষ্টি ব্যতিরিক্তঞ্চাত্মন ইতি। আত্মনোহানোপাদানত্বাযোগ্যত্বাত্তপাদেয়স্য তদ্ব্যতিরিক্তস্য নশ্বরত্বাদিত্যর্থঃ। এবং ভোগ্যত্বংশস্য কারণানিরূপণাদপ্যাত্মা অকর্ত্তা অভোক্তা চেতি সিদ্ধমিত্যাহ তস্মাদিতি। চকারোভিন্নক্রমঃ। এতচ্চ কর্ত্তৃত্বং যদনুভূয়তে তৎ অতত্ত্বতঃ স্বু অধ্যা-রোপ্যতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

আবশ্যকং জীবতা অনিবার্য্যম্। ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্য-শেষত ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ। আবশ্যকত্বং কুতস্তত্রাহ ইন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়ৈ-রিন্দ্রিয়ার্থেষু দ্বেষাভিলাষাদিকৈস্তন্নিমিত্তৈঃ পুণ্যপাপাদৃষ্টৈশ্চায়ত্তা বিবশীকৃতা বুদ্ধির্যেষামজ্ঞানাং তেষামেবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব তত্ত্ববিদাং ন মোক্ষকল্পনাপ্যস্তীত্যাহ মোক্ষ ইতি। স্বস্মিন্ পূর্ণাত্মন্যেব সংসক্তং মনো যেষাম্। ইহ স্বাত্মন্যসংসক্তমনসামভ্যাসদশাপন্নানান্তু দৃষ্ট্যা এতদ্বন্ধমোক্ষাদি সর্ব্বমেবাস্তি ॥ ২০ ॥

জ্ঞস্য দৃশা ভতি কিমস্তি তদাহ যথাস্থিতমিতি। কথং তর্হি তস্য

করোতি সত্ত্বাসত্ত্বে করোতি শক্তিজালাদভিন্না
সর্ব্বশক্তিতাঞ্চ দর্শয়তি তস্য ॥ ২১ ॥
ন বন্ধোস্তি ন মোক্ষোস্তি নাবন্ধোস্তি ন বন্ধনম্।
অপ্রবোধাদিদং দুঃখং প্রবোধাৎ প্রবিলীয়তে ॥ ২২ ॥
সঙ্কল্পিতা জগতি মোক্ষমতির্মুধৈব
সঙ্কল্পিতা জগতি বন্ধমতির্মুধৈব।
সন্ত্যজ্য সর্ব্বমনহঙ্কৃতিরাত্মনিষ্ঠো
ধীরোধিয়া ব্যবহরন্ ভুবি রাম তিষ্ঠ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে উপশমবর্ণনং নাম
অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্যবহারসিদ্ধিরিতি চেৎ পরদৃষ্টিপ্রসিদ্ধদ্বিত্বৈকত্বাদেস্তাৎকালিকেনাভ্যুপগম-মাত্রেণেত্যাহ তদ্দ্বিত্বৈকত্বেতি। তদাত্মতত্ত্বমেব তস্য তত্ত্বজ্ঞস্য জীবনাদি-ব্যবহারসিদ্ধয়ে দ্বিত্বৈকত্ববাদিদৃষ্টিসিদ্ধে দ্বিত্বৈকত্বে তৎকালং করোতি ॥ ২১ ॥

ফলিতার্থং পদ্যেনাহ ন বন্ধ ইতি। বন্ধনং বন্ধকারণং কামকর্ম্মাদি ॥ ২২ ॥

উক্তাং পূর্ণাত্মনিষ্ঠামুপসংহরন্ রামায়োপদিশতি সঙ্কল্পিতেতি। স্পষ্টোর্থঃ॥২৩

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

——()*()——

রাম উবাচ।

ভগবন্নেবংস্থিতে পরে ব্রহ্মণ্যেব বিদ্যমানে কুতএবাভি-ভিচিত্ররূপায়াঃ স্বষ্টেরাগম ইতি কথয় মহাত্মন্ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাজপুত্র ব্রহ্মতত্ত্বমেবেদমাবর্ত্ততে যস্মাৎ সর্ব্বশক্তি তত-স্মাৎ সর্ব্বাঃ শক্তয়ো ব্রহ্মণি দৃশ্যন্তে ॥ ২ ॥

সত্ত্বমসত্ত্বং দ্বিত্বমেকত্বমনেকত্বমাদ্যত্বমন্তত্বমিতি ॥ ৩ ॥

তচ্চ নাত্যং যথা জলরাশের্জলাশয় উল্লাসপ্রফুল্লামেন নানাকারতাং দর্শয়ন্ প্রকটতাং গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

তথা চিন্ময়শ্চিত্তং চিদ্ভাস্ত সর্ব্বাঃ শক্তীঃ

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিত্বং রামব্যামোহবিজ্বরঃ।
তদ্বোধায় বশিষ্ঠস্য বিমর্শাদীহ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

অজ্ঞদৃষ্টাবেব স্থিতোরামো গুরুবচনবিশ্বাসাৎ পরোক্ষতয়ৈব পূর্ণতাস্থিতিং পর্য্যালোচ্য বিরোধং মন্যমানঃ শঙ্কতে ভগবন্নিতি। এবং স্বচ্ছক্তরীত্যা বন্ধমোক্ষাদেরসম্ভবে স্থিতে সতি ॥ ১ ॥

কিমসাবজ্ঞদৃষ্টাববস্থিতঃ শঙ্কতে উতাভিজ্ঞতাং কাঞ্চিৎ প্রাপ্তোত্তরালবর্ত্তী সন্নিতি পরীক্ষিতুং বশিষ্ঠঃ সর্ব্বশক্তিতাবাদাভ্যুপগমেন পরিহরতি রাজপুত্রেত্যাদিনা। আবর্ত্ততি বিবর্ত্ততে। দৃশ্যন্তে কার্য্যলিঙ্গৈরনুমীয়ন্তে ॥ ২ ॥

তথাচাশক্তানামেব বিরোধোন সর্ব্বশক্তেরিত্যভিপ্রেত্যোদাহরতি সত্ত্ব-মসত্ত্বমিত্যাদি ॥ ৩ ॥

যথা জলরাশেঃ সমুদ্রস্য জলাশয়োজলপূর উল্লাসেন চন্দ্রোদয়নিমিত্তকেন স্বাবির্ভাবেণ প্রফুল্লতীতি প্রফুল্লঃ। ফুল্ল বিকসনে কিপ্। বিকস্বরঃ সন্। লাসেন তরঙ্গনৃত্যেন ॥ ৪ ॥

কর্ম্মময়ীর্ব্বাসনাময়ীর্ম্মনোময়ীশ্চিনোতি
দর্শয়তি বিভর্ত্তি জনয়তি ক্ষিপয়তি চেতি ॥ ৫ ॥
সর্ব্বেষামেব জীবানাং সর্ব্বাসামভিতোদৃশাম্।
সমগ্রাণাং পদার্থানামুৎপত্তির্ব্রহ্মণোনিশম্ ॥ ৬ ॥
লোকাৎ পরাদুপায়ান্তি তস্মিংশ্চিত্ত্বাদ্বিশন্ত্যলম্।
তন্ময়া এব সততং তরঙ্গা ইব সাগরে ॥ ৭ ॥

রাম উবাচ।

ভগবংস্তবাতিগহনেয়ং বচনব্যক্তির্ন
খল্বদ্য বাক্যার্থমবগচ্ছামি ॥ ৮ ॥
ক্ব কিলাতীতমনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়বৃত্তি
ব্রহ্মতত্ত্বং ক্ব ভঙ্গুরেয়ং তজ্জা
পদার্থশ্রীরিতি বচনরচনা যদি চায়মারম্ভো ব্রহ্মণ
আপতি ততস্তদনেন তৎসদৃশেনৈব ভবিতব্যম্॥৯
যোযস্মাজ্জায়তে স তৎসদৃশ এব ভবতি ॥ ১০ ॥
যথা দীপাদ্দীপঃ পুরুষাৎ পুরুষঃ শস্যাৎ শস্যম্ ॥ ১১ ॥

চিত্তং চিত্তোপাধিকং জীবভাবম্। তস্যাপি চিদাভাসরূপস্য চিত্বাচ্চ। চিনোত্যেকৈকশঃ সঞ্চিনোতি। সঞ্চিতাংশ্চ ফলমুখেন দর্শয়তি উপভোগৈঃ বিভর্ত্তি পুনস্তিরোভাবেন ক্ষিপয়তি ॥ ৫ ॥

উক্তেহর্থে শ্লোকাবুদাহরতি সর্ব্বেষামেবেতি ॥ ৬ ॥

পরাল্লোকাৎ পরমাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

এবং শক্তিবাদেন সমাধীয়মানোপি রামো বহ্নৌ শৈত্যশক্তিমিব জলে দহনশক্তিমিব বিরুদ্ধাং চিতি জাড্যশক্তিং অদৃশ্যে দৃশ্যতাশক্তিং নিত্যে অনিত্যতা শক্তিং চ ব্রহ্মণ্যসম্ভাবয়ন্ শঙ্কতে ভগবন্নিত্যাদিনা। বচনব্যক্তির্ব্বাক্যার্থাবগতিঃ। অতিগহনা দুঃসম্পাদা বিরোধসত্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বিরোধানেব দর্শয়তি। ক্ব কিলেতি বচনরচনা নাম সৃষ্টিঃ। আরম্ভো রূপসৃষ্টিঃ। সদৃশেনৈব ভবিতব্যং ন তু বিরুদ্ধেনেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

মত্তোনির্ব্বিকারাৎ যদাগতং
নির্ব্বিকারেণৈবানেন ভবিতব্যম্ ॥ ১২ ॥
অথৈতদ্ব্যতিরিক্তং চিদাত্মনস্তন্নিষ্কলঙ্কস্য পরমেশ্বরস্য
যেয়ং কলঙ্কাপত্তিরিত্যাকর্ণ্য ভগবান্ ব্রহ্মর্ষিরুবাচ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মৈবেদং স্থিতং নাম মলমত্রাহি নানঘ।
তরঙ্গৌঘগণৈরম্ভঃসিন্ধৌ স্ফুরতি নোরজঃ ॥ ১৪ ॥
দ্বিতীয়া কল্পনৈবেহ ন রঘূদ্বহ বিদ্যতে।
ব্রহ্মমাত্রাদৃতে বহ্ন্যাবৌষ্ণ্যমাত্রাদৃতে যথা ॥ ১৫ ॥
রাম উবাচ।
নির্দ্দুঃখং ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বং তজ্জং দুঃখময়ং জগৎ।
অস্পষ্টার্থমিদং ব্রহ্মন্ ন বেদ্মি বচনং তব ॥ ১৬ ॥
বাল্মীকিরুবাচ।
ইত্যুক্তে তত্র রামেণ চিন্তয়ামাস চেতসা।
বশিষ্ঠোমুনিশার্দ্দূলো রাঘবস্যোপদেশনে ॥ ১৭ ॥
পরং বিকাসামায়াতা নাস্য তাবদিয়ং মতিঃ।
কিঞ্চিন্নির্ম্মলতাং প্রাপ্তা প্রোহ্যতে চেহ বস্তুনি ॥ ১৮ ॥
যোব্যুৎপন্নমনাস্তস্য জ্ঞাতজ্ঞেয়স্য ধীমতঃ।

ভবতি লোকে ইতি শেষঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অথশব্দো যদীত্যর্থে। তত্তর্হি নিষ্কলঙ্কস্য পরমেশ্বরস্য যা জগদ্ভাবাপত্তিস্ত্বয়োক্তা ইয়ং কলঙ্কাপত্তিরেব স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তত্ত্বদৃশা বশিষ্ঠোজগতশ্চিদ্ভাবমেবসর্বিকারতাঞ্চ পশ্যন্ সমাধত্তে ব্রহ্মৈবেদমিতি ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

অজ্ঞদৃষ্টাবেব স্থিতোরামঃ সর্ব্বথা আনন্দৈকরসস্বভাবে তদ্বিরুদ্ধদুঃখজগদ্রূপতা ব্রহ্মণোদুর্ঘটৈবেতি প্রত্যবতিষ্ঠতে নির্দ্দুঃখমিতি ॥ ১৬ ॥

এবং নিরুত্তরীকৃতস্য বশিষ্ঠস্য রামপ্রবোধনোপায়চিন্তাং বাল্মীকির্দর্শয়তি ইত্যুক্তে ইত্যাদিনা ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

মোক্ষোপায়গিরাং পারং প্রযাতস্য বিবেকতঃ ॥ ১৯ ॥
ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্দোষো নাস্তি বিদ্যাত্মনি স্থলম্ ।
যাবন্নোক্তং ন বিশ্রান্তিং তাবদেত্যেষ রাঘবঃ ॥ ২০ ॥
অর্দ্ধব্যুৎপন্নবুদ্ধেস্তু নৈতদ্ব্যক্তং হি শোভতে ।
দৃশ্যানয়া ভোগদৃশা ভাবয়ন্নেষ নশ্যতি ॥ ২১ ॥
পরাং দৃষ্টিং প্রযাতস্য ভোগেচ্ছা নাভিজায়তে ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সিদ্ধান্তঃ কালে নামাস্য যুজ্যতে ॥ ২২ ॥
আদৌ শমদমপ্রায়ৈর্গুণৈঃ শিষ্যং বিশোধয়েৎ ।
পশ্চাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম শুদ্ধস্ত্বমিতি বোধয়েৎ ॥ ২৩ ॥
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যোবদেৎ ।
মহানরকজালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ ॥ ২৪ ॥
প্রবুদ্ধবুদ্ধেঃ প্রক্ষীণভোগেচ্ছস্য নিরাশিষঃ ।
নাস্ত্যবিদ্যামলমিতি যুক্তং বক্তুং মহাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

যঃ পুরুষোব্যুৎপন্নমনাঃ জগতোজড়ভাবং বিহায় চিদেকরসতাং দ্রষ্টুং সমর্থ ইতি যাবৎ ॥ ১৯ ॥

তস্য দৃশা কস্যচিদ্বস্তুনঃ কশ্চিদপি দোষো বিরোধো নাস্তি। যতোজগদ্বিরুদ্ধরূপং বিদ্যাত্মনি ক্বচিদপি নাস্তি। অলং সম্যক্ যাবন্নোক্তং নোপদিষ্টমস্মাভিস্তাবদেব রাঘবোবিশ্রান্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি। অতোঅবশ্যমুপদেষ্টব্য ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

পরন্তু অর্দ্ধব্যুৎপন্নদৃষ্টেরেতৎ প্রাগুক্তং সর্ব্বং ব্রহ্মেত্যুপদেশনং ন শোভতে। কুতঃ। যত এষোঽর্দ্ধব্যুৎপন্নো দৃশ্যাত্মানয়ত্যুপস্থাপয়তি সঞ্জীবয়তীতি বা দৃশ্যানা। অনিতেঃ ক্বিপ্যা পঞ্চৈব হলন্তানামিতি টাপ্। তথাবিধয়া ভোগদৃশা সদৈব অর্থাৎ দৃশ্যান্যেব ভাবয়ন্ সন্ নশ্যতি তত্ত্ববোধাৎ ভ্রশ্যতীতি যাবৎ ॥ ২১ ॥

কস্য তর্হি তাদৃশোপদেশো যুজ্যতে তমাহ পরামিতি। সিদ্ধান্তঃ পরিনিষ্ঠিতোপদেশঃ ॥ ২২ ॥

কথং তর্হ্যব্যুৎপন্ন উপদেশ্যস্তত্রাহ আদাবিতি ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

অপরীক্ষ্য চ যঃ শিষ্যং প্রশাস্ত্যতিবিমূঢ়ধীঃ ।
স এব নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ২৬ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবানজ্ঞানতিমিরাপহঃ ।
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠোভুমিভাস্করঃ ॥ ২৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কলঙ্ককলনা ব্রহ্মণ্যস্তি নাস্তীতি বানঘ ।
সিদ্ধান্তকালে বক্তব্যং স্বয়ং জ্ঞাস্যসি রাঘব ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বগতং সর্ব্বোহমেবেতি ॥ ২৯

যথেন্দ্রজালিনঃ পশ্যসি চিত্রা মায়য়া ক্রিয়া জনয়ন্তঃ সৎ-মস্তং নয়ন্ত্যসচ্চ সত্তাং নয়ন্তি তথৈবাত্মা অমায়াময়োঽপি মায়াময় ইব পরম ঐন্দ্রজালিকো ঘটং পটং করোতি পটঞ্চ ঘটং করোতি উপলে লতাং জনয়তি মেরৌ কনকতটে নন্দনবনমিব লতায়ামুপলমুৎপাদয়তি কল্পপাদপেষু রত্নস্তবকমিব ব্যোম্নি কাননমধ্যারোপয়তি ॥ ৩০ ॥

গন্ধর্ব্ব উদ্যানমিব তস্মিন্ জগতি ভবিষ্যতি গগনে কল্প-

অতত্ত্বজ্ঞ এবানধিকার্য্যুপদেশে প্রবর্ত্ততে তস্য শিষ্যপ্রতারকস্য যুক্তো-নরকপাত ইত্যাশয়েনাহ অপরীক্ষ্যেতি । এবকারো ভিন্নক্রমঃ । স যাত্যে-বেতি ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

স্বয়মেব জ্ঞাস্যসি । যদি ন জ্ঞাস্যসি তর্হি সিদ্ধান্তকালে বক্তব্যং নাধু-নেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সাম্প্রতমর্দ্ধবুৎপন্নযোগ্যং ব্রহ্মণঃ প্রাগুক্তসর্ব্বশক্তিত্বাদিপ্রতীচঃ সর্ব্বাহং-ভাবদর্শনঞ্চ প্রথমমুপদিশতি ব্রহ্মসর্ব্বশক্তীতি ॥ ২৯ ॥

মায়য়ৈবাস্য সর্ব্বশক্তিতা প্রতীচঃ সার্ব্বাত্ম্যঞ্চেতি প্রপঞ্চয়তি যথেন্দ্র-জালিন ইত্যাদিনা । অসম্ভাবিতসম্ভাবনায় লোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং দৃষ্টান্তমাহ কনকতটে ইতি । যদ্বৎ দেবশক্ত্যা অসম্ভাবিতান্যপি নন্দনবনরত্নস্তবকা-দীনি সম্ভাব্যন্তে তদ্বৎ আত্মশক্ত্যাপি সম্ভাব্যতামিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

বস্তুব্যত্যয় ইব দেশকালব্যত্যয়োঽপি মায়াশক্ত্যৈব সম্ভাবনীয় ইত্যা-

সদা নগরতাং ভজয়তি নষ্টচ্ছায়াঞ্জনমিব ব্যোম ধরাতলং নেষ্যতীতি ॥ ৩১ ॥

গন্ধর্ব্বনগররাজগৃহে বিপুলাঙ্গনাজনমিব বভূতলে ব্যোম নিবেশয়তি ॥ ৩২ ॥

রক্তকুট্টিমেষ্বাকাশপ্রতিবিম্বমিব কিঞ্চিদস্তি জগতি ভবিষ্যতি বা বভূব ॥ ৩৩ ॥

যদীশ্বরোব্যক্তরূপো বিচিত্রতামুপেত্য নিদর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বমেব সর্ব্বথা সর্ব্বত্র যথাসম্ভবত্যেকমেবেহ বস্তু বিভাত ইতি তস্মাৎ হর্ষামর্ষবিস্ময়ানাং ক্ব খাবসরো রাম ॥ ৩৫ ॥

সমতয়ৈব সততং ধৃতিগতা স্থাতব্যম্ ॥ ৩৬ ॥

বিস্ময়স্ময়সম্মোহহর্ষামর্ষবিকারিতাম্।
সমতাবলিতস্তজ্জ্ঞো ন কদাচন গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অপর্য্যবসানে দেশকালবতি চিত্রা হি

অন্বয়েনাহ ভবিষ্যতি গগনে ইতি। ব্যোম নষ্টচ্ছায়াঞ্জনং নিরস্তনৈল্যকজ্জলং কৃত্বা ধরাতলং ভূপ্রদেশং নয়তি প্রাপয়তি। ইতিশব্দস্তত্রাপ্যসম্ভাবিতসহস্রসম্ভাবনার্থঃ ॥ ৩১ ॥

তর্হি কিং গগনস্যাধোনিবেশায় ভূতলমস্ত্যোনয়তি নেত্যাহ গন্ধর্ব্বনগরেতি ॥ ৩২ ॥

জগতি যৎ কিঞ্চিদস্তি ভবিষ্যতি বভূব তৎ সর্ব্বং রক্তকুট্টিমেষু পদ্মরাগমণিময়সৌধভাগেষু আকাশপ্রতিবিম্বমিবাধিষ্ঠানরক্তিম্না রক্তং স্বতোঽসদপি ব্রহ্মসত্তয়া সদিব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র হেতুমাহ যদীশ্বর ইতি। নিদর্শয়তি স্বাত্মানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

এবং চৈকমেব বস্তু সর্ব্বথা সর্ব্বং ভবতীতি নাসম্ভাবনা হর্ষামর্ষাদয়শ্চ ন যুক্তা ইত্যাহ সর্ব্বমেবেতি ॥ ৩৫ ॥

এবমসম্ভাবনাং রামস্য নিরস্য প্রাগুক্তসমতাস্থিতিমেব বিধত্তে সমতয়ৈবেতি ॥ ৩৬ ॥

তদেব হর্ষাদেরাস্তিকক্ষয় ইত্যাশয়েন শ্লোকমুদাহরতি বিস্ময়েতি ॥ ৩৭ ॥

স্পন্দঃ সমীরণস্যেব ন সন্নাসদবস্থিতম্ ॥ ৪৪ ॥

নির্দ্দোষবদেব জাগতীনাং দৃষ্টানাং পরমার্থতো ভগবান্ স্থিতো বিনষ্টানাং পুনঃ কর্ত্তা কৃতানাং বা নাশয়িতা ন কেবলং কদাচিৎ প্রকটাঃ কদাচিদল্পপ্রকটাঃ কদাচিদপ্রকটাঃ তারকা ইব কুসুমরাশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

নশ্যতীহ হি তদ্বস্তু নাত্মভূতং যদাত্মনঃ।
কথং নশ্যতি তদ্বস্তু স্বাত্মভূতং যদাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥
জায়তে নৈব তদ্বস্তু নাত্মভূতং যদাত্মনঃ।
জায়তে চৈব তদ্বস্তু স্বাত্মভূতং যদাত্মনঃ ॥ ৪৭ ॥
কথং তজ্জায়তে তস্মাৎ স্বাত্মভূতং যদাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্মাৎ সম্যগ্‌জ্ঞানবশাৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপদার্থানামাগমঃ॥৪৯॥

অবতীর্ণানাঞ্চ তেষামবতরণসমকালমেবা-
বিদ্যোদেতি তত্ত্বজ্ঞানং দৃঢ়তামেতি
তদনু শতসহস্রস্কন্ধোবিচিত্রশুভাশুভ-

এবঞ্চ স্বসন্নিধিমাত্রাজ্জায়মানজগদ্ভোবৈরনিপদ্যমান এবাত্মা জগতঃ কর্ত্তেব হর্ত্তেব নিয়ন্তেব নভ ইব তারকাকুসুমরাশীনাং ভবতীত্যাহ নির্দ্দোষবদেবেত্যাদিনা। কেবলে নভসি তারকা কুসুমরাশয় ইব কদাচিৎ প্রকটাস্তাস্বন্ ভবন্তীতি সর্ব্বত্র শেষঃ ॥ ৪৫ ॥

ইত্থঞ্চাগতোজগতঃ অসত্তাত্মকোনাশঃ স্বত এব সত্তাত্মিকা উৎপত্তিঃ স্থিতিশ্চ ব্রহ্মসত্তৈবেতি বিভাগে ফলিতমাহ নশ্যতীত্যাদিসার্দ্ধশ্লোকদ্বয়েন ॥৪৬॥

জায়ত ইত্যেতৎ স্থিতেরপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৪৭ ॥

তর্হি কিমাত্মা জন্যো নেত্যাহ কথমিতি ॥ ৪৮ ॥

আত্মসত্তায়া জগত্যব্যাসো জগতোজন্মনাত্মনোভেদাভাবাদিত্যাশয়েনোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। সম্যগ্‌জ্ঞানবশাৎ পরমার্থসত্যচিৎস্বরূপবলাৎ। আগমোবতার উৎপত্তিরিতি যাবৎ ॥ ৪৯ ॥

অস্তু পদার্থানামবতারৈস্তৈরাত্মনঃ কথং সংসারপ্রাপ্তিরিতি তদ্দর্শয়তি অবতীর্ণানামিতি। অবিদ্যাত্র উদেষ্যমানা। তত্ত্বজ্ঞানং অভিমানলক্ষণং

ফলভরফলিতোভূরিশাখঃ
স্ফারতামেতি সংসারদ্রুমঃ ॥ ৫০ ॥
আশামঞ্জরিতাকৃতিং বিফলিতং দুঃখাদিভির্দ্দারুণৈ
র্ভোগৈঃ পল্লবিতং জরাকুসুমিতং তৃষ্ণালতাভাস্বরম্।
সংসারাভিধবৃক্ষমাত্মনিগড়ং ছিত্ত্বা বিবেকাসিনা
মুক্তস্ত্বং বিহরেহ বারণপতিঃ স্তম্ভাদিবোন্মোচিতঃ ॥৫১॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে সর্ব্বৈকত্বপ্রতিপাদনং নাম
একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

কালেন দৃঢ়তামেতি ॥ ৫০ ॥

সংসারদ্রুমমেব নির্ব্বর্ণ্য তদুচ্ছেদোপায়মাহ আশেতি। আশাভিম্মঞ্জরিতা সঞ্জাতমঞ্জরীকা আকৃতির্যস্য দুঃখাদিভির্ব্বিবিধং ফলিতম্। প্রকৃত্যা চারুরিত্যাদিবদভেদে প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি তৃতীয়া। লতাঃ শাখাঃ বল্ল্যশ্চ। আত্মনোনিগড়ঃ বন্ধস্থানম্। শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—()*()—

রাম উবাচ।

উৎপত্তিঃ কথমেতেষাং জীবানাং ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
কিয়তী কিদৃশী চেতি বিস্তরেণ বদ প্রভো ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

উৎপদ্যন্তে যথা চিত্রা ব্রহ্মণোভূতজাতয়ঃ।
যথা নাশং প্রযান্ত্যেতা যথা মুক্তা ভবন্তি হি ॥ ২ ॥
যথা চ পরিবর্দ্ধন্তে তিষ্ঠন্ত্যন্তর্হিতা যথা।
সংক্ষেপেণ মহাবাহো শৃণু বক্ষ্যামি তেনঘ ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মী চিচ্ছক্তিরমলা কল্পয়ন্তী যদৃচ্ছয়া।
সর্ব্বশক্তিঃ স্বয়ং চেত্যং ভবত্যাকলনাত্মকম্ ॥ ৪ ॥
কলনাদ্ঘনতামেত্য যৎকিঞ্চিদপি সা স্বয়ম্।

বর্ণ্যতে জীবভেদানামিহোৎপত্তিরুপাধিভিঃ।
তেষাং তদুপধীনাঞ্চ ব্রহ্মভাবশ্চ বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥

প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ। যদ্যপি জীবভেদানামুৎপত্তিরুৎপত্তিপ্রকরণে বিস্তরেণ বর্ণিতেতি ন পুনঃ প্রশ্নার্হা তথাপি করিষ্যমাণস্যাক্ষেপস্যোত্থানায় বিশেষ-বুভুৎসয়া চ পুনঃ প্রশ্নো বোধ্যঃ ॥ ১ ॥

অতএব বশিষ্ঠঃ সংক্ষিপ্য তৎসমাধিং প্রতিজানীতে উৎপদ্যন্তে ইত্যাদি-দ্বাভ্যাম্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

কল্পনাবীজপ্রাক্তনবাসনোদ্বোধস্যানিয়তরূপতাপ্রদর্শনায় যদৃচ্ছয়েতি। ভাবি-দেহাদ্যাকারস্তেষৎস্ফুরণমাকলনা তদাত্মকম্ ॥ ৪ ॥

তস্যৈব সম্যগংস্তাবেন স্ফুরণং ঘনতামেত্য প্রাপ্য সাধনতৈব মনো-

সঙ্কল্পয়তি পশ্চাত্তৎ তত্তামেতি মনঃ পদম্ ॥ ৫ ॥
মনঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ গন্ধর্ব্বপুরবৎ ক্ষণাৎ ।
তনোতীদমসদ্দৃশ্যং ব্রাহ্মীং স্থিতিমিব ত্যজৎ ॥ ৬ ॥
চিৎস্বরূপং পরিকচচ্ছূন্যমেবাবতিষ্ঠতে ।
যত্তদ্দৃশ্যং স্থিতং তৎ স্যাৎ দৃশ্যমাকাশমেব তৎ ॥ ৭ ॥
কৃত্বা পদ্মজসঙ্কল্পং রূপং পশ্যতি পদ্মজম্ ।
ততোজগৎ কল্পয়তি স প্রজাপতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮ ॥
চতুর্দ্দশবিধানন্ত ভূতজাতসমূজ্জ্বমা ।
সৃষ্টিরেবমিয়ং রাম চিত্তনির্ম্মিতিমাগতা ॥ ৯ ॥
চিত্তমাত্রময়ী শূন্যা ব্যোমমাত্রশরীরিকা ।
সঙ্কল্পমাত্রনগরী ভ্রান্তিমাত্রাত্মিকা সতী ॥ ১০ ॥
ইহ কাশ্চিন্মহামোহা ভূতানাং জাতয়ঃ স্থিতাঃ ।
কাশ্চিদভ্যুদিতজ্ঞানাঃ কাশ্চিন্মধ্যে স্খলন্তি হি ॥ ১১ ॥

জীবোপাধিশ্চেত্যাশয়েনাহ মন ইতি ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মীং স্থিতিং দৃগ্রূপতাং দৃশ্যাহঙ্কারাদিকল্পনয়া ত্যজদিব ॥ ৬ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং তদাহ চিৎস্বরূপমিতি। পরিতঃ কচৎ স্বপ্রকাশমপি চিৎস্বরূপং পরাগ্দৃষ্ট্যা দৃশ্যমানং শূন্যং রিক্তঘটোদরসদৃশমেবাবভাসতে। তদবস্থয়া স্থিতং তাদৃগ্রূপমেব সর্ব্বজনদৃশ্যং তৎপ্রসিদ্ধমাকাশমিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তস্মিন্নাকাশে চতুর্ম্মুখাদিস্থূলদেহস্য ভুবনানাঞ্চ কল্পনাং দর্শয়তি কৃত্বেতি। প্রজাপতয়ো দক্ষাদয়ঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

ইত্থং চোপাধ্যুৎপত্তের্ম্মিথ্যাত্বে তৎপ্রযুক্তা জীবোৎপত্তিঃ সুতরাং মিথ্যেত্যাশয়েনাহ চিত্তমাত্রেতি ॥ ১০ ॥

তত্র শাস্ত্রাধিকারিদৌর্লভ্যপ্রদর্শনায় জীবাংস্ত্রিধা বিভজতে ইহেতি। ইহ ভুবনেষু। অভ্যুদিতজ্ঞানাঃ সনকাদয়ঃ। মধ্যে আন্তরালিকদশায়াং স্থিতা মোক্ষায় যতমানা অপি পুনঃ পুনর্ব্বিঘ্নৈঃ স্খলন্তি বৈরাগ্যদার্ঢ্যাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১১

ভুবি সম্বধ্যমানানাং যান্ত্যেনানুপদেশ্যতাম্।
সর্ব্বাসাং ভূতজাতীনাং যা এতা নরজাতয়ঃ॥ ১২॥
বহ্বাধয়ো দুঃখময়া মোহদ্বেষভয়াতুরাঃ।
তাসাং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি তাবদ্রাজসসাত্ত্বিকীঃ॥ ১৩॥
যত্তদপ্যমৃতং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি নিরাময়ম্।
চিদাভাসমনন্তাখ্য মনাদিবিগতভ্রমম্॥ ১৪॥
নিস্পন্দবপুষস্তস্য স্পন্দঃ সত্ত্বৈকদেশতঃ।
ঘনতামেতি সৌম্যেব্ধৌ চলতাচলতামিব॥ ১৫॥

রাম উবাচ।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য একদেশঃ ক উচ্যতে।
কথং বিকারিতা বা স্যাৎ কথং বাদ্বয়বিক্রমঃ॥ ১৬॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

তেন জাতং ততোজাতমিতীয়ং রচনা গিরাম্।

ক্ব তর্হি শাস্ত্রাধিকারপ্রযোজকং বৈরাগ্যং সুলভং তানাহ ভুবীতি। নিরুারণে ষষ্ঠ্যাঃ। এতা ভরতখণ্ডস্থাঃ॥ ১২॥

তাসাং বৈরাগ্যসম্ভবে হেতুনাহ বহ্বাধয় ইতি। তাসাং নরজাতীনাং মধ্যে তামসীনাং শাস্ত্রানধিকারাত্নুপদেশযোগ্যা রাজসসাত্ত্বিকী র্দ্বিচত্বারিংশে সর্গে জীবাবতরণক্রমবর্ণনে প্রবক্ষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

যদমৃতং ব্রহ্ম তচ্চিদাভাসং জীবরূপঃ যথা জাতং তদপি তত্রৈব বক্ষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

নিস্পন্দবপুষস্তস্য পরমাত্মনঃ। সৌম্যে নিশ্চলেব্ধৌ চলতাং তরঙ্গাণাং চলতা চাঞ্চল্যমিব সত্ত্বৈকদেশতো জীবভাবেন স্পন্দো যথা ঘনতামেতি তথা তদপি তত্রৈব প্রবক্ষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১৫॥

স্পন্দঃ সত্ত্বৈকদেশত ইতি যদুক্তং তদযুক্তং অখণ্ডপূর্ণসত্ত্বৈকরসে ব্রহ্মণি সত্ত্বৈকদেশস্য স্পন্দস্য চাসম্ভাব্যত্বাদিতি রামঃ শঙ্কতে অনন্তস্যেতি॥ ১৬॥

জীবব্রহ্মৈক্যস্য বাস্তবস্য ব্যুৎপাদনায়ায়মুৎপত্ত্যেকদেশস্পন্দাদিব্যবহারঃ

শাস্ত্রসংব্যবহারার্থং ন নাম পরমার্থতঃ ॥ ১৭ ॥
বিকারিতাবয়বিতা দিক্‌সত্তাদেশতাদয়ঃ।
ক্রমা ন সম্ভবন্তীশে দৃশ্যমানোদয়া অপি ॥ ১৮ ॥
তং বিনা কল্পনৈবান্যা নাস্তি নাপি ভবিষ্যতি।
কুতস্ত্যৌ ক্রমশব্দার্থাবুক্তয়োব্যবহারজাঃ ॥ ১৯ ॥
যা যেহ কলনা যোর্থো যঃ শব্দো যো গিরাং গণঃ।
তজ্জত্বাত্তন্ময়ত্বাচ্চ তৎ তৎ পদনিবেদ্যতে ॥ ২০ ॥
তজ্জঃ স এব ভবতি বহ্নের্বহ্নিরিবোত্থিতঃ।
জন্যোয়ং জনকশ্চায়মিত্যুক্তা ভেদকল্পনা ॥ ২১ ॥
অয়মস্মাৎ সমুৎপন্ন ইতীয়ং যা জগৎস্থিতিঃ।
আধিক্যং তৎ ক্রিয়াশক্তৌ জন্যং জনকমেব বা ॥ ২২ ॥
ইদমন্যদিদঞ্চান্যদিতি শব্দার্থবিপ্লবঃ।

শাস্ত্রে কল্পিতঃ অতো ন বস্তুবৃত্ত্যাশ্রয়েণ তস্মাং বিরোধ উদ্ভাবনীয় ইত্যাশয়েন বশিষ্ঠ উত্তরমাহ তেন জাতমিত্যাদিনা। তেন নিমিত্তেন। অত-উপাদানাৎ ॥ ১৭ ॥

কুতোন পরমার্থতস্তত্রাহ বিকারিতেতি। দেশতা একদেশতা। দৃশ্যমানোদয়াঃ প্রত্যক্ষেণোৎপদ্যমানতয়া দৃশ্যমানা অপি ॥ ১৮ ॥

যদি তত্র ন সম্ভবন্তি তর্হি জগতামস্যদেব মূলং কল্প্যতাং তত্রাহ তং বিনেতি। অন্যকল্পনায়া অপি চিৎপ্রকাশং বিনাহযোগাদিত্যর্থঃ। হেতুকার্য্যৌ ক্রমশব্দার্থৌ ব্যবহারজা উক্তয়শ্চ কুতস্ত্যা ইতি বিপরিণম্যতে ॥১৯॥

শব্দোনামানি। গিরাং গণো বাক্যানি। তন্ময়ত্বাৎ সন্ময়ত্বাৎ। পদং সদ্বস্ত্বিব ॥ ২০ ॥

এবঞ্চ সত্তাভেদাভাবাৎ ভেদপ্রত্যয়ো মিথ্যৈবেত্যাহ তজ্জ ইত্যাদিনা ॥২১॥

কথং তর্হি দীপাদ্দীপান্তরমিদমুৎপন্নমিতি ব্যবহারস্তত্রাহ অয়মিতি। একস্যৈব দীপস্য মায়য়া দ্বিধা স্বরূপনির্ম্মাণক্রিয়াশক্তৌ যদাধিক্যমতিশয়স্তদেব জন্যং জনকমিতি দ্বিধা ভাসত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

উক্তাবেব ন দেবেস্তি প্রমিতৌ ভিন্নতা যতঃ ॥ ২৩ ॥
তজ্জয়ৈব মনঃশক্ত্যা স্বতঃ সংজ্ঞা প্রবর্ত্ততে।
দৃঢ়ভাবনয়া তস্মাদিষ্টোর্থঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥
অগ্নেঃ শিখায়া একস্যা-দ্বিতীয়া জনকেতি যা।
উক্তিবৈচিত্র্যমেবৈতন্নোক্ত্যর্থেত্রাস্তি সত্যতা ॥ ২৫ ॥
ন জন্যজনকাদ্যাস্তাঃ সম্ভবন্ত্যুক্তয়ঃ পরে।
একমেব হ্যনন্তত্বাৎ কিং কথং জনয়িষ্যতি ॥ ২৬ ॥
উক্তেরেব স্বভাবোয়মুক্তেরুক্তিরনন্তরম্।
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদ সংখ্যাদ্যর্থে ন যুজ্যতে ॥ ২৭ ॥
ঊর্ম্মিজালমিবাম্ভোধৌ পরে যঃ পরিদৃশ্যতে।
শব্দোর্থকলনাকারস্তদ্ব্রহ্মৈব বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্ম চিৎ ব্রহ্ম চ মনো ব্রহ্ম বিজ্ঞানবস্তু চ।
ব্রহ্মার্থোব্রহ্মশব্দশ্চ ব্রহ্ম চিৎ ব্রহ্ম ধাতবঃ ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্ম সর্ব্বমিদং বিশ্বং বিশ্বাতীতঞ্চ তৎপদম্।
বস্তুতস্তু জগন্নাস্তি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥ ৩০ ॥

শব্দার্থবিক্লবো নামরূপব্যবহারভ্রমঃ উক্তৌ বাঙ্মাত্রেস্তি ন দেবে পরমাত্মন্যস্তি। বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়মিতি শ্রুতেঃ। যতঃ প্রমিতো পরিচ্ছেদে সতি ভিন্নতা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তজ্জয়া ক্রিয়াশক্তিজন্যৈব মনঃশক্ত্যা স্বতঃ স্বভাবতঃ এব সংজ্ঞা নামবিভাগোপি প্রবর্ত্ততে। ইষ্টোর্থোব্যবহারঃ প্রতিপদ্যতে সম্পদ্যতে ॥ ২৪ ॥

উক্তমেবার্থমুদাহৃত্য দর্শয়তি অগ্নেরিতি ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

প্রতিযোগী স্বাশ্রয়তাদাত্ম্যবিরোধী। ব্যবচ্ছেদো ভেদঃ। সংখ্যা দ্বিত্বাদিঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

কস্তর্হি সিদ্ধান্তস্তমাহ ব্রহ্মেত্যাদিনা। চিৎ প্রত্যগাত্মা বিজ্ঞানবস্তু বুদ্ধিবৃত্তিভেদাঃ। চিৎ ঈশ্বরঃ সাক্ষী অর্থপ্রথা বা ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

অয়মন্যোয়মন্যোয়ং ভাগ ইত্যম্বরাত্মনি।
মিথ্যাজ্ঞানবিকল্পোক্তির্ব্বাচি সত্যার্থতাত্র কা॥ ৩১॥
বহ্নেঃ শিখেব জাতেয়ং শিখেতি মনসোভিধা।
চাপলোত্থবিকল্পশ্রীর্ব্বস্তুতঃ স্যান্ন সিদ্ধ্যতি॥ ৩২॥
অসত্যৈব বিকল্পোক্তিঃ সত্যভাবোবিকল্পতে।
তমোপহতদৃষ্টিত্বাৎ দ্বিচন্দ্রজ্ঞানদোষবৎ॥ ৩৩॥
সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বগাৎ তস্মাদনন্তাৎ ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
নান্যৎ কিঞ্চিৎ সম্ভবতি তদুত্থং যৎ তদেব তৎ॥ ৩৪॥
ব্রহ্মতত্ত্বং বিনা নেহ কিঞ্চিদেবোপপদ্যতে।
সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্মেত্যেষৈব পরমার্থতা॥ ৩৫॥
এবং প্রায়শ্চ হে প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তস্তে ভবিষ্যতি।
তত্রৈবোদাহরিষ্যামঃ সিদ্ধান্তার্থোক্তিপঞ্জরম্॥ ৩৬॥
ইহাবিদ্যাদিকাঃ কেচিৎ বিদ্যন্তে নেতরক্রমাঃ।
জ্ঞাস্যস্যলমশেষার্থাংস্তত্তদজ্ঞানসংক্ষয়ে॥ ৩৭॥
অবস্তুসংক্ষয়ে বস্তু যথাবস্তু প্রসীদতি।
যথা চ দৃশ্যতে দৃশ্যং জগন্নৈশতমঃক্ষয়ে॥ ৩৮॥

যদিদমখিলমাততং কুদৃষ্ট্যা
তদুপশমে তব রাম নির্ম্মলাভে।

সিদ্ধ্যতি নিত্যসিদ্ধকূটস্থে॥ ৩২॥

বিকল্পতে ভ্রান্ত্যা প্রথতে॥ ৩৩॥ ৩৪॥ ৩৫॥

ভবিষ্যতি বুদ্ধৌ প্রতিষ্ঠাস্যতি। তত্রৈব তদৈব। উদাহরিষ্যামো নির্ব্বাণ-প্রকরণে॥ ৩৬॥

ইহ অস্যাং পরমার্থতায়াম্। অলং পূর্ণব্রহ্মভাবেন। একস্যাপ্যজ্ঞানস্য সংশয়ভেদৈঃ সহ বহুত্ববিবক্ষয়া তত্তদজ্ঞানসংক্ষয়ে ইতি বীপ্সোক্তিঃ॥ ৩৭॥

দৃশ্যং চক্ষুষা দর্শনার্হম্। জগৎ স্থাণ্বাদি॥ ৩৮॥

উক্তং সর্বমুপসংহরতি যদিতি। কুদৃষ্ট্যা অজ্ঞানদূষিতদৃষ্ট্যা যদিদ-

অবিতথপদনির্ম্মলে ভবিষ্য
ত্যবিতথমেব ন সংশয়োত্র কশ্চিৎ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে ব্রহ্মৈবেদংসর্ব্বংজগদিতিপ্রতিপাদনং নাম
চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

অখিলং জগদাততং সর্ব্বতো বিস্তৃতং ভাতি তস্ত সর্ব্বস্ত মহাজ্ঞানেন নাশে সতি নির্ম্মলদর্পণাভে অবিতথে পরমার্থভূতে পরমপদে নির্ম্মলে অবিতথং তদেব ভবিষ্যতি স্থাস্ততি ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—:০:—

রাম উবাচ।

ক্ষীরোদকুক্ষিতুল্যাভিঃ শীতলামলদীপ্তিভিঃ।
তবোক্তিভির্ব্বিচিত্রাভির্গম্ভীরাভিরিবাভিতঃ ॥ ১ ॥
ক্ষণমান্ধ্যমিবাপ্নোমি ক্ষণং যামি প্রকাশতাম্।
শান্তাতপলবঃ প্রাবৃড্‌লোলাভ্র ইব বাসরঃ ॥ ২ ॥
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য সর্ব্বস্যৈকস্য ভাস্বতঃ।
অনস্তমিতসারস্য কলনা কথমাগতা ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথাভূতার্থবাক্যার্থাঃ সর্ব্বা এব মমোক্তয়ঃ।
নাসমর্থা বিরূপার্থাঃ পূর্ব্বাপরবিরোধদাঃ ॥ ৪ ॥

কলনাদিবিশেষাণাং মায়ামূলমিহোচ্যতে।
দুর্ব্বচা সা চিকিৎস্যৈব ন বিচিন্ত্যা মৃষেত্যপি ॥ ১ ॥

পূর্ব্বং সর্ব্বত্র কলনৈব মনআদিদ্বৈতকল্পনায়া মূলমিত্যুক্তমিদানীং নির্ব্বি-কারেঽদ্বয়ে কলনায়া নিমিত্তমসম্ভাবয়ংস্তৎপ্রষ্টুকামো রামো গুরোর্বাদবাগ্ প্রাক্তনোক্তীঃ প্রশংসমানঃ প্রথমং স্বব্যামোহমুদ্গিরতি ক্ষীরোদেতি দ্বাভ্যাম্। ক্ষীরোদস্য কুক্ষির্গর্ভস্তেন তৎপ্রসূতশ্চন্দ্রো লক্ষ্যতে। চন্দ্রতুল্যাভিরিত্যর্থঃ। অতএব শীতলামলদীপ্তিভিরিতি বিশেষণম্। আন্ধ্যং ব্যামোহতমঃ। প্রাবৃষি লোলান্যভ্রাণি যস্মিন্ ॥ ১ ॥ ২ ॥

অনন্তত্বাদেবাপ্রমেয়স্য প্রমাণাপরিচ্ছেদ্যস্য। সর্ব্বস্য পূর্ণস্য। ভাস্বতঃ স্বতঃ সদা প্রথমানস্য। ন অস্তমিতঃ সারঃ পরমার্থস্বরূপপ্রথা যস্য। তথাচ প্রথমানেঽদ্বিতীয়পূর্ণস্বভাবে পরিচ্ছিন্নকলনাত্মকো বিকারো বস্তুতঃ কল্পনয়া বা ন সম্ভাব্য ইতি তত্র হেতুর্ব্বাচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তথায়ং ব্যামোহো ন মদ্বাক্যদোষাৎ কিং তু তে তাৎপর্য্যানবধান-

জ্ঞানদৃষ্টৌ প্রসন্নায়াং প্রবোধে বিততোদয়ে।
যথাবজ্‌জ্ঞাস্যসি স্বস্থো মদ্বাগ্‌দৃষ্টিবলাবলম্ ॥ ৫ ॥
উপদেশ্যোপদেশার্থং শাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তয়ে।
শব্দার্থবাক্যরচনা ভ্রমোমা তন্ময়োভব ॥ ৬ ॥
যদা পুরা জ্ঞাস্যসি তৎ সত্যমত্যন্তনির্ম্মলম্।
বাচ্যবাচকশব্দার্থভেদং ত্যক্ষ্যসি বৈ তদা ॥ ৭ ॥
ভেদকৃদ্বাক্‌প্রপঞ্চোয় মুপদেশ্যেষু কল্পিতঃ।
উপদেশ্যোপদেশার্থং শাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তয়ে ॥ ৮ ॥
শব্দার্থবাক্‌প্রপঞ্চোয় মুপদেশেষু কল্পিতঃ।
সদাজ্ঞেষু ন তজ্‌জ্ঞেষু বিদ্যতে পারমার্থিকঃ ॥ ৯ ॥
কলনামলমোহাদি কিঞ্চিন্নাত্মনি বিদ্যতে।

দোষাদেবেতি দর্শয়ন্ বশিষ্ঠঃ সমাধত্তে যথাভূতেত্যাদিনা। যথাভূতো যথা-স্থিতোর্থ এব বাক্যার্থো যাসাম্। অসমর্থং পদানামাকাংক্ষাযোগ্যতাসত্তি-রাহিত্যম্। বৈরূপ্যন্তু অবান্তরবাক্যানাং মহাবাক্যার্থাপর্য্যবসানম্। বিরোধ উপক্রমোপসংহারয়োঃ পরস্পরব্যাঘাতস্তৈর্ব্বর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

কদা তর্হি মম তাৎপর্য্যাবধানং স্যাৎ তত্রাহ জ্ঞানদৃষ্টাবিতি। মদ্বাচাং তৎপ্রযুক্তত্বদৃষ্টেশ্চ ইতরবাগ্‌দৃষ্ট্যপেক্ষয়া বলাবলং প্রাবল্যম্ ॥ ৫ ॥

নন্থ যথা স্বমাতা বন্ধ্যা স্বমুখে জিহ্বা নাস্তি মূকোহমিতি বাক্যং হেতুস্বসত্তাবাধিতার্থকং তথা নেহ নানাস্তি কিঞ্চন একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি-শ্রুতিশাস্ত্রং তদ্বাক্যানি চেত্তি কথং বিরোধপরিহার ইতি চেৎ তত্রাহ উপদেশ্যেতি। অসত্যস্যাপি স্বপ্নাদেঃ সত্যার্থপ্রতিপত্ত্যুপায়তাদর্শনাৎ মিথ্যা-ভূতশব্দার্থবাক্যরচনাভ্রমোপি সত্যশাস্ত্রার্থপ্রতিপত্তিহেতুঃ সম্ভবতীতি ব্যামূঢ়-তয়া তন্ময়োভ্রমময়ো মা ভবেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কিয়ৎ কালং তর্হি শব্দার্থবাক্যরচনাভ্রমোনুসর্ত্তব্যস্তত্রাহ যদেতি। যাবৎ বাক্যার্থাপরোক্ষোদয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ ভেদেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

প্রাগুক্তা কলনা চিত্তশ্চেত্যোন্মুখতা। তন্নিমিত্তে মলে পূর্ব্বসংস্কার-

নীরাগং ব্রহ্ম পরমং তদেবেদং জগৎ স্থিতম্ ॥ ১০ ॥
এতদ্বিচিত্ররূপাভির্যুক্তিভির্বহুশঃ পুনঃ।
বিস্তরেণৈব বক্তব্যং সিদ্ধান্তাবসরেঽনঘ ॥ ১১ ॥
বাক্প্রপঞ্চং বিনা ত্বেতদজ্ঞানমতুলং তমঃ।
ভেত্তুমন্যোন্যমুদিতং যত্নং কর্তুং ন শক্যতে ॥ ১২ ॥
অবিদ্যয়ৈবোত্তময়া স্বাত্মনাশোদ্যমেচ্ছয়া।
বিদ্যা সা প্রার্থ্যতে রাম সর্ব্বদোষাপহারিণী ॥ ১৩ ॥
শাম্যতি হ্যস্ত্রমস্ত্রেণ মলেন ক্ষাল্যতে মলঃ।
শমং বিষং বিষেণৈতি রিপুনা হন্যতে রিপুঃ ॥ ১৪ ॥
ঈদৃশী রাম মায়েয়ং যা স্বনাশেন হর্ষদা।
ন লক্ষ্যতে স্বভাবোঽস্যাঃ প্রেক্ষমাণৈব নশ্যতি ॥ ১৫ ॥
বিবেকমাচ্ছাদয়তি জগন্তি জনয়ত্যলম্।

কল্পিতি। মোহোঽবিদ্যা ॥ ১০ ॥

সিদ্ধান্তাবসরে অসম্ভাবনোচ্ছেদানন্তরং নির্ব্বাণপ্রকরণে ॥ ১১ ॥

তর্হীদানীন্তনো বাক্প্রপঞ্চস্তে কিমর্থস্তত্রাহ বাকপ্রপঞ্চমিতি। অজ্ঞানং সাধনাজ্ঞানং অতুলং তমোমূলাজ্ঞানং চান্যোন্যং পরস্পরসহায়েন ভ্রান্তি-সহস্রশাখাপ্ররোহৈরুদিতং প্ররূঢ়ং ভেত্তুং তৎ সাধনেষু যত্নং কর্ত্তুং চ ন শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তর্হি উপদেশবাকপ্রপঞ্চস্য তজ্জন্যবিদ্যায়াশ্চাবিদ্যাকার্য্যত্বাবিশেষাৎ কথ-মবিদ্যাবিরোধিতা স্ববিরোধিবিদ্যাং বা কথমবিদ্যা প্রার্থয়েদিতি চেৎ তত্রাহ অবিদ্যয়ৈবেতি। উত্তময়া বহুজন্মসঞ্চিতসুকৃতবিশুদ্ধান্তঃকরণাকার-পরিণতয়া। তথাচ স্বশরীরবিরোধেঽপি স্বাত্মহিতত্বাৎ বিবেকিন্যাঃ পতি-ব্রতায়াঃ পতিচিতারোহণেনেব তৎপ্রার্থনোপপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

বিরোধিতামুপপাদয়তি শাম্যতীতি। মলেন ক্ষারেণ ॥ ১৪ ॥

তস্যাঃ স্বনাশকত্বে কর্ম্মকর্ত্তৃতাবিরোধমাশংক্য ক্রিয়ায়াং স বিরোধো ন জ্ঞানেনাজ্ঞানবাধে ইত্যাশয়েনাহ ঈদৃশীতি ॥ ১৫ ॥

তস্যা অসত্ত্বাবিজ্ঞানস্তকার্য্যদর্শনাদপি ন বিরোধসম্ভাবনেত্যাশয়েনাহ

ন চ বিজ্ঞায়তে কৈষা পশ্যাশ্চর্য্যমিদং জগৎ ॥ ১৬ ॥
অপ্রেক্ষমাণা স্ফুরতি প্রেক্ষিতা তু বিনশ্যতি।
মায়েয়মপরিজ্ঞায় মানরূপৈব বল্গতি ॥ ১৭ ॥
অহোনু খলু চিত্রেয়ং মায়া সংসারবন্ধনী।
অসত্যৈবাতিসত্যেব স্বজ্ঞানং বিহিতং তয়া ॥ ১৮ ॥
অত্যভিন্নপদে তস্মিংস্তন্বানা ভেদমাততম্।
সংসারমায়া যেনাসৌ তেনাসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
নাস্ত্যেষা পরমার্থেন ত্বেবং ভাবনয়েদ্ধয়া।
জ্ঞোভূত্বা জ্ঞেয়সম্প্রাপ্তো জ্ঞাস্যস্যাস্যমাশয়ম্ ॥ ২০ ॥
যাবত্তু ন প্রবুদ্ধস্ত্বং তাবন্মদ্বচসৈব তে।
নিশ্চয়োভব ভূদ্দামো নাস্ত্যবিদ্যেতি নিশ্চলঃ ॥ ২১ ॥
যদিদং দৃশ্যতাং যাতং মানসং মননং মহৎ।
অসন্মাত্রমিদং যস্মান্মনোমাত্রবিজৃম্ভিতম্ ॥ ২২ ॥

বিবেকমিত্যাদিনা ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

যেন হেতুনা অসৌ অক্ষরাখ্যা মায়া তস্মিন্ অত্যভিন্নপদে আত্মনি ক্ষরাত্মকং আততং সর্ব্বতোবিস্তৃতং তন্বানা আস্তে তেন হেতুনা অসৌ ক্ষরাক্ষরলক্ষণপুরুষাতীত আত্মা পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

এষা মায়া পরমার্থেন বস্তুবৃত্ত্যা তু নাস্তি এবং ভাবনয়া ইদ্ধয়া আচার্য্যশ্রুতিতর্কস্বানুভবাভ্যাসপ্রদীপিতয়া ত্বং জ্ঞস্তত্ত্ববিৎ ভূত্বা জ্ঞেয়ং স্বাত্ম-বাস্তবরূপং বিস্মৃতকণ্ঠচামীকরবৎ সংপ্রাপ্তঃ সন্ অস্যা মদুক্তেরাশয়ং জ্ঞাস্যসি সম্ভাবয়িষ্যসি ॥ ২০ ॥

ইদানীন্তু মদ্বচনবিশ্বাসাৎ পরোক্ষকল্প এব মদুক্তোর্থোগ্রাহ্য ইত্যাহ যাবদিতি ॥ ২১ ॥

নিশ্চয়স্তু নিশ্চলতাসম্পাদনে উপায়মাহ যদিদমিতি। মানসং মনো-বৃত্তিরূপং যদিদং দৃশ্যতাং সাক্ষিপ্রত্যয়বেদ্যতাং যাতং সর্ব্বব্যবহারবীজত্বাৎ মহৎ মননং অতীতানাগতানেকার্থপ্রতিসন্ধানং ইদং অসন্মাত্রং অসদেবে-ত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ যস্মাদিতি ॥ ২২ ॥

সৎ তদ্ব্রহ্মেতি যস্যান্তর্নিশ্চয়ঃ সোপি মোক্ষভাক্ ।
চলাচলাকৃতির্যা যা দৃষ্টিরাবদ্ধভাবনা ॥ ২৩ ॥
সা সমগ্রজগদ্ভূত খগবন্ধনবাগুরা ।
যঃ স্বপ্নভূমিবদ্ভ্রান্ত মসৎসদ্দ্ব্যেকনিশ্চয়ঃ ॥ ২৪ ॥
জগৎ পশ্যত্যসক্তাত্মা ন স দুঃখে নিমজ্জতি ।
অস্মিন্তা স্বস্বরূপাসু ভাবনা স্বাত্মভাবনা ॥ ২৫ ॥
অস্বরূপস্য তস্যাপি সা হ্যবিদ্যৈব বিদ্যতে ।
বিকারিতাদয়োদোষা ন কেচন মহাত্মনি ॥ ২৬ ॥
পরমাত্মনি বিদ্যন্তে পয়সীবেহ পাংসবঃ ।
ভাবনাশব্দশব্দার্থ রঞ্জনেয়ং জগদ্গতা ॥ ২৭ ॥
ব্যবহারার্থমুৎপন্না ব্যতিরিক্তা চ নাত্মনঃ ।
অনেন ব্যবহারেণ বিনৈতাঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৮ ॥
সংস্থিতিং নাধিগচ্ছন্তি পটা ইব বিতন্তবঃ ।

মননিরাসে মনোনিরিন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেব শাম্যতীতি ব্রহ্মসন্মাত্রপরিশেষে প্রাগুক্তনিশ্চয়নৈশ্চল্যাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশয়েনাহ সত্তদিতি। উক্তমর্থং স্থিরীকর্তুং বাহ্যার্থমননদৃষ্টীনাং বন্ধহেতুতামাহ চলাচলেতি ॥ ২৩ ॥

সমস্তে জগতি ভূতখগানাং জীবপক্ষিণাম্। অসতি অনাগতাতীতে সতি বর্ত্তমানে চেতি দ্বিরূপেপি মননবিষয়ে সদেবেদমসদেবেদমিতি বা একরূপোদৃঢ়নিশ্চয়োযস্য তথাবিধো যোহধিকারী জগৎস্বপ্নভূমিবৎ ভ্রান্তিমাত্রমিতি পশ্যতি স ন নিমজ্জতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কস্তর্হি নিমজ্জতি তমাহ যস্যেতি। অস্বরূপাসু মিথ্যাভূতাসু দেহেন্দ্রিয়াদিদ্বৈতভাবনাসু আত্মভাবনা অহমিতি বুদ্ধিঃ ॥ ২৫ ॥

মিথ্যাত্মদর্শিনস্তস্য অবিদ্যামজ্জনমেব দণ্ড ইত্যাশয়েনাহ অস্বরূপস্যেতি ॥২৬

তর্হি তত্ত্ববিদাং পূর্ব্বাপরার্থভাবনাভাবাৎ ব্যবহারাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ভাবনেতি। শব্দেষু নামসু শব্দার্থেষু রূপেষু চ স্ফটিকবৎ রঞ্জনা তাৎকালিকানুষঙ্গঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

যদ্যবিদ্যাদি নাস্ত্যেব তর্হি কিমর্থং শাস্ত্রমিতি চেৎ তত্রাহ উহ্যমান-

উহ্যমানোঽবিদ্যায়ামাত্মা নেহোপলক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥
আত্মজ্ঞানাদৃতে তচ্চ শাস্ত্রার্থাৎ সমবাপ্যতে।
অবিদ্যাসরিতঃ পারমাত্মলাভাদৃতে কিল ॥ ৩০ ॥
রাম নাসাদ্যতে তদ্ধি পদমক্ষয়মুচ্যতে।
যতঃ কুতশ্চিজ্জাতেয়মবিদ্যা মলদায়িনী ॥ ৩১ ॥
নাং স্থিতিমুপায়াতা সমাসাদ্য পদং স্থিতা।
কুতোজাতেয়মিতি তে রাম মাস্তু বিচারণা ॥ ৩২ ॥
ইমাং কথমহং হন্মীত্যেষা তেঽস্তু বিচারণা।
অস্তং গতায়াং ক্ষীণায়ামস্যাং জ্ঞাস্যসি রাঘব ॥ ৩৩ ॥
যত এষা যথা চৈষা যথা নষ্টেত্যখণ্ডিতম্।
অস্তুতঃ কিল নাস্ত্যেষা বিভাত্যেষানবেক্ষিতা ॥ ৩৪ ॥
অসতোভ্রান্ততাং সত্যরূপাং জানাতু কঃ কুতঃ।
জাতেয়ং প্রৌঢ়িমাপন্না দোষায়ৈবাততাকৃতিঃ ॥ ৩৫ ॥
বলাৎ প্রণাশয়ত্বেনাং পরিজ্ঞাস্যসি বৈ ততঃ।
তাপি শূরা অতিপ্রাজ্ঞাস্তে ন সন্তি জগত্রয়ে ॥ ৩৬ ॥

ইতি। অবিদ্যানদ্যাং উহ্যমানঃ প্রবাহ্যমাণ আত্মা আত্মজ্ঞানাদৃতে নৈবোপলক্ষ্যতে অনুভূয়তে ॥ ২৯ ॥

তচ্চ আত্মজ্ঞানং তু ॥ ৩০ ॥

নন্বিয়মবিদ্যা পরমাত্মনি কুতোজাতা তত্রাহ যতঃ কুতশ্চিদিতি ॥ ৩১ ॥৩২ ॥

তর্হীয়মনাদিরুত সাদিঃ আদ্যে আত্মবন্নিত্যা স্যাৎ দ্বিতীয়ে তু হেতুর্বাচ্যঃ এবং কিং সত্যা উতাসত্যা আদ্যেঽজ্ঞানাদনিবৃত্তিঃ দ্বিতীয়ে সর্ব্বাদিব্যবহারহেতুত্বানুপপত্তিরিত্যাদ্যাশঙ্কাসহস্রস্যাপি তন্নাশাদেব নিবৃত্তিরিত্যাশয়েনাহ অস্তং গতায়ামিতি ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

অসতঃ সত্যবদ্বিমর্শঃ স্বাপ্নপুরুষগোত্রচিন্তাবৎ বৃথৈবেত্যাশয়েনাহ অসত ইতি ॥ ৩৫ ॥

তর্হি স্বাপ্নপুরুষবদোদ্যোগবৎ তন্নিবৃত্তৌ যত্নাতিশয়োবৃথেত্যাশঙ্ক্য তন্নি-

অবিদ্যয়া যে পুরুষা ন নাম বিবশীকৃতাঃ।
তদস্যা রোগশীলায়া যত্নং কুরু বিনাশনে ॥ ৩৭ ॥
যথৈষা জন্মদুঃখেষু ন ভূয়স্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।
সর্ব্বাপদামেকসখী মজ্ঞানতরুমঞ্জরীম্।
অনর্থসার্থজননীমবিদ্যামলমুদ্ধর ॥ ৩৮ ॥

ভয়বিবাদদুরাধিবিপৎপ্রদাং
হৃদয়মোহমহাপটলাঙ্কুরাম্।
ভৃশমপাস্য কুদৃষ্টিমিমাং বলাৎ
ভব ভবার্ণবপারমুপাগতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠে মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে অবিদ্যাকথনং নাম
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

লক্ষণমনর্থপ্রাবল্যমাহ অপীতি ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

উপসংহরতি ভয়েতি। হৃদয়পদেন তৎস্থা আত্মদৃষ্টিরুপলক্ষ্যতে। তস্যাঃ মোহলক্ষণান্ধ্যহেতূনাং মহতাং পটলস্থকস্থানীয়ানাং স্থূলদেহাদীনামঙ্কুরবৎ কারণভূতাং কুদৃষ্টিমবিদ্যাম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—()*()—

বশিষ্ঠ উবাচ।

কুপিতস্যাসতোপ্যস্য প্রেক্ষামাত্রবিনাশিনঃ।
অবিদ্যাবিততব্যাধেরৌষধং শৃণু রাঘব ॥ ১ ॥
যাং তাং কথয়িতুং জাতিং রাম রাজসসাত্বিকীম্।
মনোবীর্য্যবিচারার্থং প্রস্তুতোস্মীহ তাং শৃণু ॥ ২ ॥
যত্তদপ্যমৃতং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি নিরাময়ম্।
চিদাভাসমনন্তাখ্য মনাদি বিগতভ্রমম্ ॥ ৩ ॥
চিৎস্পন্দবপুষস্তস্য স্পন্দস্তস্মাচ্চিদেব হি।
প্রদেশাদ্ঘনতামেতি সৌম্যোব্ধিশ্চলনাদিব ॥ ৪ ॥
অন্তরব্ধের্জ্জলং যদ্বৎ স্পন্দাস্পন্দবদীহতে।

অনন্তশক্তেশ্চিদ্ভূম্নো বাসনাঘনতাক্রমাৎ।
বর্ণ্যতে বিস্তরেণাত্র জীবাবতরণক্রমঃ ॥ ১ ॥

এবমবিদ্যাব্যাধিমুপবর্ণ্য তচ্চিকিৎসোপায়ং বহুভিঃ সর্গৈর্ব্বক্তুং প্রতিজানীতে কুপিতস্যেতি ॥ ১ ॥

তদর্থং জীবাবতরণক্রমং বর্ণয়িতুং চত্বারিংশে সর্গে তাসাং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি তাবৎ রাজসসাত্ত্বিকীরিতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তচ্ছেষবর্ণনমিতি স্মারয়তি যাস্তামিতি ॥ ২ ॥

যত্তদপীতি শ্লোকস্তত্রৈব ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

স্পন্দত ইতি স্পন্দশ্চিদাভাসঃ প্রদেশাদোপাধিকৈকদেশাৎ। যথা সৌম্য এবাব্ধিশ্চলনাৎ তরঙ্গাদিঘনতামেতি তদ্বৎ ॥ ৪ ॥

শক্তিবৈচিত্র্যাণাং সত্ত্বাদিগুণোপচয়াপচয়মিশ্রণতারতম্যকৃতত্বাদুপচয়াদেশ্চ

সর্ব্বশক্তিস্তথৈবাত্র গচ্ছতি স্পন্দশক্তিতাম্ ॥ ৫ ॥
আত্মন্যেবাত্মনা ব্যোম্নি যথা সরতি মারুতঃ ।
তথেহাত্মাত্মশক্ত্যৈব স্বাত্মন্যেবৈতি লোলতাম্ ॥ ৬ ॥
স্বশিখাস্পন্দশক্ত্যৈব দীপঃ সৌম্যোযথোন্নতম্ ।
এতি তদ্বদসাবাত্মা তৎ স্বে বপুষি বল্গতি ॥ ৭ ॥
জলান্তরেম্বুধির্যদ্বৎ লসদ্বারীব চঞ্চলঃ ।
সর্ব্বশক্তির্ব্বপুষ্যেব তথা স্পন্দবিলাসবান্ ॥ ৮ ॥
যথোল্লসতি ভাশ্চক্রৈঃ কচন্ কনকসাগরঃ ।
তথাত্মনি পরিস্পান্দৈঃ স্ফুরত্যক্ষৈশ্চিদর্ণবঃ ॥ ৯ ॥
লক্ষ্যতে মৌক্তিকস্পান্দো যথা ব্যোম্নি দৃশোঽদৃশিঃ ।
তথা ভাতি লসদ্রূপা চিচ্ছক্তিশ্চিন্মহাম্বরে ॥ ১০ ॥
কিঞ্চিৎ ক্ষুভিতরূপা সা চিচ্ছক্তিশ্চিন্মহার্ণবে ।
তন্ময়ী চিৎ স্ফুরত্যচ্ছা তত্রৈবোর্ম্মিরিবার্ণবে ॥ ১১ ॥

রাজসক্রিয়াশক্তিমূলকত্বাৎ প্রথমং ক্রিয়াশক্ত্যুদ্ভবং দর্শয়তি অন্তরন্ধেরিতি ॥৫॥

স্বতঃ কূটস্থেপ্যাধ্যাসিকচলনাবিরোধমাহ আত্মন্যেবেতি ॥ ৬ ॥

স্পন্দশক্তেরস্পন্দপ্রকাশশক্ত্যাপ্যবিরোধে দৃষ্টান্তমাহ দীপ ইতি। সৌম্যো বায়ূাদ্যবিক্ষিপ্তঃ। উন্নতমূর্দ্ধদেশমেতি। বল্গতি চলতি প্রকাশয়তীতি যাবৎ ॥ ৭ ॥

শরদাতপাদিসম্পর্কাল্লসতি স্ফুরতি বারিপ্রদেশে চঞ্চল ইব ন সর্ব্বতস্তদ্বদিতি কল্পিতৈকদেশে চলনারোপে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৮ ॥

পরমার্থতোন্তথৈব সতঃ কল্পিতরূপান্তরেণ স্ফুরণেপ্যয়মেব দৃষ্টান্ত ইত্যাশয়েনাহ যথেতি। ভাসাং শরদাতপানাং চক্রৈঃ সমূহৈঃ কচন্ দীপ্যন্ দ্রবীভূতকনকমিব সাগরঃ স্ফুরতি। অক্ষৈরৈন্দ্রিয়কপ্রকাশৈঃ ॥ ৯ ॥

অতীন্দ্রিয়ে ঐন্দ্রিয়করূপস্ফুরণেপি তমাহ লক্ষ্যত ইতি। অদৃশি অতীন্দ্রিয়ে ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

আত্মনোঽব্যতিরিক্তৈব ব্যতিরিক্তেব তিষ্ঠতি।
আলোকশ্রীরিবালোক কোটরে যত্ততাং গতা ॥ ১২ ॥
ক্ষণং স্ফুরতি সা দেবী সর্ব্বশক্তিতয়া তয়া।
চেততি স্বাং স্বয়ং শক্তিং কলেন্দোঃ শীততামিব ॥ ১৩ ॥
উদিতৈষা প্রকাশাখ্যা চিচ্ছক্তিঃ পরমাত্মনঃ।
দেশকালক্রিয়াশক্তীর্ব্বয়স্যাঃ সম্প্রকর্ষতি ॥ ১৪ ॥
স্বস্বভাবং বিদিত্বৈব মনাদ্যন্তপদে স্থিতা।
রূপং পরিমিতেবাসৌ ভাবয়ত্যবিভাবিতা ॥ ১৫ ॥
যদৈবং ভাবিতং রূপং তয়া পরমসত্তয়া।
তদৈবৈনামনুগতা নামসংখ্যাদিকা দৃশঃ ॥ ১৬ ॥
চিদেবৈতদবস্থেব ব্যতিরিক্তা তথাত্মনঃ।
অনন্তা তদ্গতৈবাশু লহরীব মহার্ণবাৎ ॥ ১৭ ॥

ঐন্দ্রিয়কচিচ্ছক্তিঃ পরমার্থচিদেব জন্যতারোপ এব কেবলমৌপাধিক ইত্যাশয়েনাহ আত্মন ইতি। অব্যতিরিক্তৈবেতি চ্ছেদঃ। আলোককোটরে সূচীপাশাদিকল্পিতালোকচ্ছিদ্রে। যত্ততাং উপাধিপারবশ্যম্ ॥ ১২ ॥

অতএব তস্যাঃ কালিকপরিচ্ছেদঃ শক্তিশক্তিমত্তাদিভেদবিভাবনঞ্চোপপন্নমিত্যাশয়েনাহ ক্ষণমিতি ॥ ১৩ ॥

শক্ত্যন্তরাণাং চিচ্ছক্ত্যুদয়াধীনৈব প্রবৃত্তির্ন স্বাতন্ত্র্যেণেত্যাহ উদিতেতি। বয়স্যাঃ সখীঃ ॥ ১৪ ॥

এবং স্বস্বভাবং বিদিত্বা অনাদ্যন্তপদে স্থিতা ভবতি। অবিভাবিতা সতী এবমুক্তলক্ষণং কল্পিতরূপং ভ্রান্ত্যা স্বস্বভাবং গৃহীত্বা পরিমিতা পরিচ্ছিন্নাস্মীতি স্বাত্মানং ভাবয়তি দৃঢ়ং বাসয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৫

নামেতি। তথাচ শ্রুতিঃ। "প্রাণন্নেব প্রাণোনাম ভবতি বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষু" রিতি। সংখ্যা রূপভেদাঃ। আদিপদাদিষ্টানিষ্টাদিসর্ব্বজগৎকল্পনা গৃহ্যন্তে ॥ ১৬ ॥

এবঞ্চ চিতি কল্পিতস্য সর্ব্বস্য চিন্মাত্রতৈব পরমার্থরূপমিতি ফলিত-

যথা কটককেয়ূরৈর্ভেদোহেম্নোবিলক্ষণঃ।
তথাত্মনশ্চিতোরূপং ভাবয়ন্ত্যাঃ স্বমাংশিকম্॥ ১৮॥
যথা দীপেন দীপানাং জাতানামাত্মনাং তথা।
দেশকালকলামাত্রভেদঃ স্বাভাবিকশ্চিতেঃ॥ ১৯॥
দেশকালপরিস্পন্দ শক্তিসন্দীপিতাথ চিৎ।
সঙ্কল্পমনুধাবন্তী প্রয়াতি কলনাপদম্॥ ২০॥
বিকল্পকলিতাকারং দেশকালক্রিয়াস্পদম্।
চিতোরূপং মহাবাহো ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কথ্যতে॥ ২১॥
ক্ষেত্রং শরীরমিত্যাহুস্তদসৌ বেত্ত্যখণ্ডিতম্।
সবাহ্যাভ্যন্তরং তেন ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কথ্যতে॥ ২২॥
বাসনাং কলয়ন্ সোপি যাত্যহঙ্কারতাং পুনঃ।
অহঙ্কারোপি নির্ণেতা কলঙ্কী বুদ্ধিরুচ্যতে॥ ২৩॥
বুদ্ধিঃ সঙ্কল্পকলিতা প্রয়াতি মনসঃ পদম্।
মনোঘনবিকল্পন্তু গচ্ছন্তীন্দ্রিয়তাং শনৈঃ ২৪॥

মিত্যাহ চিদেবেত্যাদিনা। আত্মনঃ সদ্রূপাৎ ব্যতিরিক্তা কল্পনা যতো দস্থেব ভবতীতি শেষঃ॥ ১৭॥

আংশিকং অংশকল্পনাধীনং সর্ব্বজগদ্রূপমিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

বর্ত্তিকাদ্যুপাধিদেশেন দেশঃ তৎকালেন কালস্তৎকলাভিস্তদবয়বৈঃ কলা-শ্চেতি তন্মাত্রপ্রযুক্তোভেদোন দীপাগ্নিস্বরূপে তথা চিতেরপি উপাধিস্বভাবা-দাগতঃ স্বাভাবিকঃ॥ ১৯॥

দৃষ্টান্তোক্তং চিত্যুপপাদয়তি দেশেতি॥ ২০॥

অতএব ক্ষেত্রোপাধিকল্পনাধীনং চিতঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বং প্রসিদ্ধমিত্যাহ বিকল্পেতি॥ ২১॥ ২২॥

ক্ষেত্রকল্পনাক্রমং দর্শয়তি বাসনামিত্যাদিনা। নির্ণেতা অধ্যবসাতা। অতএব কল্পনান্তরকলঙ্কী॥ ২৩॥ ২৪॥

পাণিপাদময়ং দেহমিন্দ্রিয়াণি বিদুর্ব্বুধাঃ।
দেহোসৌ জায়তে লোকে মৃয়তেপি চ জীবতি ॥ ২৫ ॥
এবং জীবোহি সঙ্কল্প বাসনারজ্জুবেষ্টিতঃ।
দুঃখজালপরীতাত্মা ক্রমাদায়াতি চিত্ততাম্ ॥ ২৬ ॥
ক্রমেণ পাকবশতঃ ফলমেতি যথান্যতাম্।
অবস্থয়ৈব নাকৃত্যা জীবোমলবশাত্তথা ॥ ২৭ ॥
জীবোহঙ্কারতাং প্রাপ্তস্ত্বহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিতাম্।
সঙ্কল্পজালকলিতাং মনস্তাং বুদ্ধিরাগতা ॥ ২৮ ॥
মনোহি সঙ্কল্পময়ং সংস্থাগ্রহণতৎপরম্।
প্রতিযোগিব্যবচ্ছিন্নপ্রাপ্তিসত্যৈরপীহিতৈঃ ॥ ২৯ ॥
ইচ্ছাদ্যাঃ শক্তয়শ্চেতো গাবোবৃষমিবোন্মদম্।
অনুধাবন্তি দোষায় সরিতঃ সাগরং যথা ॥ ৩০ ॥
ইতি শক্তিময়ং চেতো ঘনাহঙ্কারতাং গতম্।

দেহং দেহতাং গচ্ছন্তীতি বিপরিণম্যানুষজ্জতে ॥ ২৫ ॥

চিত্ততাং বাহ্যার্থচেতনসমর্থতাম্ ॥ ২৬ ॥

ফলং বদরাদি। অন্যতাং বৈলক্ষণ্যম্। অবস্থয়া রূপরসপরিণামাদি-গুণপরাবৃত্ত্যৈব ন ত্বাকৃত্যা বদরত্বাদিজাত্যা তথা জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞোপ্যবিদ্যা মলপরিণামবশাদ্বৈলক্ষণ্যং যাতি নাপরিণামিচিৎস্বভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

এবং ক্ষেত্রসিদ্ধিমুপবর্ণ্য জীবস্যাহঙ্কারাদিক্ষেত্রে তাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাসলক্ষণং বন্ধং ক্রমেণাহ জীব ইত্যাদিনা ॥ ২৮ ॥

সংস্থানং সংস্থা স্ত্রীপুত্রাদিশরীরাকারস্তস্য গ্রহণে তদাকারবৃত্তিদ্বারা সংস্কারাত্মনা ধারণে তৎপরম্। সত্যৈঃ সফলৈরপি শব্দাদিফলৈরপি ঈহিতৈর্মনোরথৈঃ প্রতিযোগিভ্যোবস্বন্তরেভ্যোব্যবচ্ছিন্না ব্যাবৃত্তা প্রাপ্তিরর্থলাভো যস্য। পরিচ্ছিন্নতুচ্ছবিষয়াসক্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

তদাসক্তৌ তান্ বিষয়ান্ পুনঃ পুনঃ স্মরচ্চিত্তভাবাপন্নং রাগদ্বেষাদিদোষৈরাক্রান্ত ইত্যাহ ইচ্ছাদ্যা ইতি। অনুধাবন্ত্যনুসরন্তি ॥ ৩০ ॥

কোশকারকৃমিরিব স্বেচ্ছয়া যাতি বন্ধনম্ ॥ ৩১ ॥
স্বসঙ্কল্পানুসন্ধানাৎ পাশৈরিব নয়ন্ বপুঃ ।
কষ্টমস্মিন্ স্বয়ং বন্ধমেত্যাত্মা পরিতপ্যতে ॥ ৩২ ॥
বদ্ধমস্মীতি কলয়ৎ বিদ্যাতত্ত্বং জহচ্ছনৈঃ ।
অবিদ্যাং জনয়ত্যন্তর্জ্জগজ্জঙ্গলরাক্ষসীম্ ॥ ৩৩ ॥
স্বসঙ্কল্পিততন্মাত্র জ্বালাভ্যন্তরবর্ত্তি চ ।
পরাং বিবশতামেতি শৃঙ্খলাবদ্ধসিংহবৎ ॥ ৩৪ ॥
বিচিত্রকার্য্যকর্ত্তৃত্ব মাহরদ্বাসনাবশাৎ ।
স্বেচ্ছামাত্রানুরচিতা দশাশ্চানুপতত্তথা ॥ ৩৫ ॥
ক্বচিৎ মনঃ ক্বচিৎ বুদ্ধিঃ ক্বচিৎ জ্ঞানং ক্বচিৎ ক্রিয়াঃ ;
ক্বচিদেতদহঙ্কারঃ ক্বচিৎ পুর্য্যষ্টকং স্মৃতম্ ॥ ৩৬ ॥
ক্বচিৎ প্রকৃতিরিত্যুক্তং ক্বচিন্মায়েতি কল্পিতম্ ।

ইতি উক্তক্রমেণ রাগদ্বেষাদিশক্তিপ্রচুরং চেতঃ শাখাপ্ররোহশতকোটি-ভিরভিমানবৃদ্ধ্যা ঘনাহঙ্কারতাং গতং সৎ ॥ ৩১ ॥

পাশৈর্ব্বড়িশজালাদিপাশৈঃ স্ববপুর্ম্মৃত্যবে নয়ন্ মৎস্যাদিরিব। এত্য প্রাপ্য। আত্মা মনঃ প্রকৃতত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

অস্মীতি কলয়ৎ পরমার্থসত্যমিতি পশ্যৎ বিদ্যাতত্ত্বং পারমার্থিকমাত্ম-রূপং জহৎ ত্যজৎ স্বপ্নেপ্যবিচারয়দিতি যাবৎ। অবিদ্যাং জন্মমরণাদি-ভ্রান্তিপরম্পরাম্ ॥ ৩৩ ॥

তন্মাত্রাণি শব্দাদিবিষয়াস্তদিন্ধনা রাগাদিজ্বালাস্তদভ্যন্তরবর্ত্তি মনঃ। চকারঃ পূর্ব্বোক্তাবিদ্যান্তসমুচ্চয়ার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

বিচিত্রাণাং বিহিতনিষিদ্ধনানারূপাণাং কার্য্যাণাং কর্ম্মণাং কর্ত্তৃত্বমাহরৎ যত্নৈঃ সম্পাদয়ৎ। দশাঃ নানাযোনিনরকাদিদুর্দ্দশাঃ বক্ষ্যমাণমননাদিদশাশ্চ অনুপতৎ বিবশতামেতীতি প্রাক্তনেনান্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্যৈব মননাদিবৃত্তিভেদৈর্ম্মন আদিশব্দভাক্ত্বং নামভেদেত্যাহ ক্বচিদি-

ক্বচিৎ মলমিতি প্রোক্তং ক্বচিৎ কর্ম্মেতি সংস্থিতম্ ॥৩৭ ॥
ক্বচিদ্বন্ধমিতি খ্যাতং ক্বচিচ্চিত্তমিতি স্ফুটম্ ।
প্রোক্তং ক্বচিদবিদ্যেতি ক্বচিদিচ্ছেতি সংস্থিতম্ ॥ ৩৮ ॥
তদেতদাবদ্ধমিহ চিত্তং রাঘব দুঃখিতম্ ।
তৃষ্ণাশোকসমাবিষ্টং রাগায়তনমাততম্ ॥ ৩৯ ॥
জরামরণমোহান্তর্ভবভাবনয়াহতম্ ।
ঈহিতানীহিতৈর্গ্রস্ত মবিদ্যারাগরঞ্জিতম্ ॥ ৪০ ॥
ইচ্ছাসংক্ষুভিতাকারং কর্ম্মবৃক্ষবনাঙ্কুরম্ ।
সুবিস্মৃতোৎপত্তিপদং কল্পিতানর্থকল্পিতম্ ॥ ৪১ ॥
কোশকারবদাবদ্ধং শোকাকারপদং গতম্ ।
তন্মাত্রবৃন্দাবয়ব মনন্তনরকাতপম্ ॥ ৪২ ॥
সুদৃশ্যমপি শৈলেন্দ্রসমভারভয়াবহম্ ।
জরামরণশাখাঢ্যং সংসারবিষদ্রুমম্ ॥ ৪৩ ॥
ইমং সংসারমখিলমাশাপাশবিধায়কম্ ।
দধদন্তঃফলৈর্হীনং বটধানা বটং যথা ॥ ৪৪ ॥
চিন্তানলশিখাদগ্ধং কোপাজগরচর্ব্বিতম্ ।
কামাব্ধিকল্লোলহতং বিস্মৃতাত্মপিতামহম্ ॥ ৪৫ ॥

ত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

তথাচ বদ্ধত্বমপি তস্যৈব নাত্মন ইতি প্রপঞ্চয়তি। তদেতদিত্যাদিনা॥৩৯॥৪০

সুষ্ঠু বিস্মৃতং স্বোৎপত্তিনিমিত্তং পরমাত্মপদং যেন ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

সুদৃশ্যাত্মনোদৃশ্যমপি অনাত্মত্বেন জ্ঞাতুং যোগ্যমপি দুর্ব্বিবেকত্বেন দুরু-দ্ধরত্বাৎ শৈলেন্দ্রসমেন ভারেণ গৌরবেণ ভয়াবহম্। বিষময়ং দ্রুমং দুষ্টবৃক্ষম্ ॥ ৪৩ ॥

ফলৈঃ পুরুষার্থৈর্হীনম্ ॥ ৪৪ ॥

[illegible]

মৃগং যূথাদিব ভ্রষ্টং শোকোপহতচেতনম্ ।
পতঙ্গকমিব জ্বালাদগ্ধং বিষয়পাবকে ॥ ৪৬ ॥
ছিন্নমূলমিবাম্ভোজং পরমাং ম্লানিমাগতম্ ।
ছিন্নাঙ্গমাত্মনঃ স্থানাৎ বিশেষাসঙ্গদুঃস্থিতম্ ॥ ৪৭ ॥
বিষয়াদিষু মধ্যস্থং চিত্ররূপেষু শত্রুষু ।
দশাস্বেতাস্বনন্তাসু লুঠিতং সঙ্কটাস্বিতি ॥ ৪৮ ॥
দুঃখে নিপতিতং ঘোরে বিহঙ্গঃ সাগরে যথা ।
স্ববন্ধাস্থং জগজ্জালে শূন্যে গন্ধর্ব্বপত্তনে ॥ ৪৯ ॥
উহ্যমানমনাস্থাব্ধৌ মনোবিষয়বিদ্রুতম্ ।
উদ্ধরাগরসঙ্কাশ মাতঙ্গমিব কর্দ্দমাৎ ॥ ৫০ ॥
বলীবর্দ্দবদামগ্নং মনোমদনপল্বলে ।
আলূনশীর্ণাবয়বং বলাদ্রাম সমুদ্ধর ॥ ৫১ ॥
শুভাশুভপ্রসরপরাহতাকৃতৌ
জ্বলজ্জরামরণবিষাদমূর্চ্ছিতে ।

আত্মনঃ স্বস্য স্থানাৎ নিবাসভূতাৎ দেহভেদাৎ মৃত্যুনাপনয়নে তত্ত-দ্দেহাভিমানবিচ্ছেদাৎ ছিন্নাঙ্গম। অতএব তত্তদ্দেহবিশেষাসঙ্গাদ্দুঃস্থিতম্ ॥৪৭ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়দেহাদিলক্ষণেষু চিত্ররূপেষু নানাবৈচিত্র্যৈঃ স্ববধোদ্যতেষু শত্রুষু তদ্বিশ্বাসেন তন্মধ্যস্থম্। ইতি প্রপঞ্চিতপ্রকারান্বিতার্থঃ ॥ ৪৮ ॥

স্বস্য বন্ধে বন্ধনহেতৌ তৎসাধনদেহাদৌ চ আস্থা স্নেহাতিশয়ো যস্য তং ॥ ৪৯ ॥

তত্ত্বজ্ঞানতৎসাধনাদাবনাস্থানাদর স্তদ্রূপেহব্ধাবুহ্যমানং প্লবমানং মনস্তদা-স্থোপোহনেনোদ্ধর ॥ ৫০ ॥

চিরবিষয়ভোগপ্রযুক্তপুণ্যক্ষয়ে পরলোকগতিসাধনাভাবাদালূনশীর্ণপাদাদ্য-বয়বপ্রায়ম্। বলীবর্দ্দপক্ষে স্পষ্টম্ ॥ ৫১ ॥

প্রাগুক্তানাস্থাপরনিন্দনেনোপসংহরতি শুভাশুভেতি। শুভানাং কাম্য-সুকৃতানামশুভানাং নিষিদ্ধকর্ম্মণাঞ্চ প্রসরৈঃ পরাহতা মলিনীকৃতা আকৃতি

ব্যথেহ যস্য মনসি ভো ন জায়তে
নরাকৃতির্জ্জগতি স রাম রাক্ষসঃ ॥ ৫২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জীবাবতরণং নাম
দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

যস্য । জনভির্জ্জরামরণবিষাদৈর্ম্মূর্চ্ছিতে। ঈদৃশে স্বমনসি সতি যস্য ব্যথা তদুদ্ধারফলচিন্তাপ্রযুক্তপীড়া ন জায়তে স পুমান্ নরাকৃতিপ্রতিচ্ছন্নো-রাক্ষস এবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং জীবাশ্রিতা ভাবা ভবভাবনয়োহিতাঃ।
ব্রহ্মণঃ কল্পিতাকারাল্লক্ষশোঽপ্যথ কোটিশঃ ॥ ১ ॥

অসংখ্যাতাঃ পুরা জাতা জায়ন্তে চাপি চানঘ।
উৎপতিষ্যন্তি চৈবাম্বুকণৌঘা ইব নির্ঝরাৎ ॥ ২ ॥

স্ববাসনাদশাবেশাদাশা বিবশতাং গতাঃ।
দশাস্বতিবিচিত্রাসু স্বয়ং নিগড়িতাশয়াঃ ॥ ৩ ॥

অনারতং প্রতিদিশং দেশে দেশে জলে স্থলে।
জায়ন্তে বা ম্রিয়ন্তে বা বুদ্বুদা ইব বারিণি ॥ ৪ ॥

কেচিৎ প্রথমজন্মানঃ কেচিজ্জন্মশতাধিকাঃ।
কেচিদ্বাজন্মসংখ্যাকাঃ কেচিদ্দ্বিত্রিভবান্তরাঃ ॥ ৫ ॥

জীবানাং কল্পসংখ্যাঃ সংসারাস্থেহ বিস্তরাৎ।
বিবেকাদেঃ ক্রমোদ্ভবাৎ মুক্তিঃ কেষাঞ্চিদিত্যপি ॥ ১ ॥

এবং মনসঃ স্ববন্ধকত্বপ্রকারমুপবর্ণ্য তদুপহিতচিদ্রূপজীবানামমোক্ষং সংসারপ্রাপ্তিপ্রকারবৈচিত্র্যং বর্ণয়িষ্যন্ তৎসঙ্গতিপ্রদর্শনায় প্রাগুক্তজীবোৎপত্তিপ্রকারভেদৈরনুবদতি এবমিত্যাদিনা। চিতঃ ভাবা উপাধিকাঃ বিভাবরূপা জীবা ভবভাবনয়া সংসারবাসনয়া উহিতাঃ প্রবাহিতাঃ। ইত [illegible]। পূর্ববাসনানুসারেণ কল্পিতাকারাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জাতা ইত্যাদি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১ ॥

অদ্য সম্প্রতি জায়ন্তে। ভো ইতি রামসম্বোধনম্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

অনারতং সততম্। বাশব্দৌ পর্য্যায়ার্থৌ ॥ ৪ ॥

প্রথমজন্মানঃ অস্মিন্ কল্পে একমেব জন্ম প্রাপ্তাঃ। ন বিদ্যতে জন্মসংখ্যা যেষাং তে অজন্মসংখ্যাকাঃ ॥ ৫ ॥

ভবিষ্যজ্জাতয়ঃ কেচিৎ কেচিদ্ভূতভবোদ্ভবাঃ।
বর্তমানভবাঃ কেচিৎ কেচিদ্ভবতাং গতাঃ ॥ ৬ ॥
কেচিৎ কল্পসহস্রাণি জায়মানাঃ পুনঃ পুনঃ।
একামেবাস্থিতা যোনিং কেচিদ্যোন্যন্তরং শ্রিতাঃ ॥ ৭ ॥
কেচিৎ মহাদুঃখসহাঃ কেচিদল্পোদয়াঃ স্থিতাঃ।
কেচিদত্যন্তমুদিতাঃ কেচিদর্কাদিবোদিতাঃ ॥ ৮ ॥
কেচিৎ কিন্নরগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমহোরগাঃ।
কেচিদর্কেন্দ্রবরুণা স্ত্র্যক্ষাধোক্ষজপদ্মজাঃ ॥ ৯ ॥
কেচিৎ কুষ্মাণ্ডবেতাল যক্ষরক্ষঃপিশাচকাঃ।
কেচিদ্ব্রাহ্মণভূপালা বৈশ্যশূদ্রগণাঃ স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥
কেচিচ্ছ্বপচচাণ্ডাল কিরাতাবেশপুক্কসাঃ।
কেচিত্তৃণৌষধী কেচিৎ ফলমূলপতঙ্গকাঃ ॥ ১১ ॥
কেচিচ্চিত্রলতাগুল্মতৃণোপলদৃশোভিতঃ।
কেচিৎ কদম্বজম্বীরশালতালতমালকাঃ ॥ ১২ ॥
কেচিদ্বিভবসংসার মন্ত্রিসামন্তভূমিপাঃ।

ভবিষ্যন্তী জাতির্জন্ম যেষাং তে ভবিষ্যজ্জাতয়ঃ। অস্মিন্ কল্পে অদ্যাপ্যনুৎপন্না ইত্যর্থঃ। ভূতা অতীতা ভবোদ্ভবা যেষাং জীবন্মুক্তা ইতি যাবৎ। অভবতাং বিদেহমুক্তিম্ ॥ ৬ ॥

যোনিং দেহজাতিম্ ॥ ৭ ॥

মহাদুঃখসহা নারকাঃ। অল্পোদয়া অল্পসুখা মর্ত্যাঃ। অত্যন্তমুদিতা দেবাঃ। অর্কাদিবোদিতাঃ সত্যলোকগাঃ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মাদিগ্রহণং ব্রহ্মাদিসারূপ্যপ্রাপ্তজীবাভিপ্রায়ম্ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

কিরাতাবেশাঃ কিরাতযোনিপ্রবিষ্টাস্ত এব। তৃণৌষধী ইতি জাত্যোর্দ্বিবচনম্। ফলমূলগ্রহণং তদন্তর্গতজীবাবহুজীবাভিপ্রায়েণ ॥ ১১ ॥

পুনস্তৃণগ্রহণং তদবান্তরজাতিপ্রপঞ্চার্থম্। উপলং গতমিতি স্বদেহতয়োক্তা পলাদেশ পাষাণাদিষু ॥ ১২ ॥

কেচিচ্চীরাম্বরাচ্ছন্না মুনিমৌনমপাস্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥
কেচিৎ ভুজঙ্গগোনাস কৃমিকীটপিপীলিকাঃ ।
কেচিৎ মৃগেন্দ্রমহিষ মৃগাজচমরৈণকাঃ ॥ ১৪ ॥
কেচিৎ সারসচক্রাহ্বা বলাকাবককোকিলাঃ ।
কেচিৎ কমলকহ্লার কুমুদোৎপলতাং গতাঃ ॥ ১৫
কেচিৎ কলভমাতঙ্গবরাহবৃষগর্দ্দভাঃ ।
কেচিদ্দ্বিরেফমশকাঃ পুত্তিকাদংশবংশজাঃ ॥ ১৬ ॥
কেচিদাপদ্দলাক্রান্তাঃ কেচিৎ সম্পদমাগতাঃ ।
কেচিৎ স্থিতাঃ স্বর্গপুরে কেচিন্নরকমাস্থিতাঃ ॥ ১৭ ॥
ঋক্ষচক্রগতাঃ কেচিৎ বৃক্ষরন্ধ্রগতাঃ পরে ।
বাতভূতাঃ স্থিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্ব্যোমপদে স্থিতাঃ ॥ ১৮ ॥
সূর্য্যাংশুষু স্থিতাঃ কেচিৎ কেচিদিন্দ্বংশুষু স্থিতাঃ ।
কেচিত্তৃণলতাগুল্ম রসস্বাদুত্ববস্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥
জীবন্মুক্তা ভ্রমন্তীহ কেচিৎ কল্যাণভাজনাঃ ।
চিরমুক্তাঃ স্থিতাঃ কেচিৎ নূনং পরিণতাঃ পরে ॥ ২০ ॥
কেচিচ্চিরেণ কালেন ভবিষ্যন্মুক্তয়ঃ শিবাঃ ।

বিভবৈঃ সংসরন্তি ভ্রমন্তীতি বিভবসংসারাঃ। অম্বরদৌর্লভ্যাৎ তপোর্থং বা চীরাম্বরাচ্ছন্নাঃ ॥ ১৩ ॥

গোনাসা অজগরাঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

কলভঃ করিশাবঃ। পুত্তিকা পতঙ্গিকা ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

ঋক্ষচক্রং নক্ষত্রচক্রং তদ্গতাঃ। বাতভূতা আবহপ্রবহাদিবায়ুধিকারং প্রাপ্তাঃ। ব্যোমপদে আকাশাধিকারে ॥ ১৮ ॥

সূর্য্যাংশুষু রসাদানাদ্যধিকারে। ইন্দ্বংশুষু ওষধ্যাদ্যাপ্যায়নাধিকারে। তৃণাদীনাং রসঃ স্বাদুর্যত্র পশ্বাদিযোগ্যে বিষয়লাম্পট্যে ইতি যাবৎ ॥ ১৯ ॥

পরে পরমাত্মনি পরিণতাস্তদ্ভাবং প্রাপ্তা বিদেহমুক্তাঃ ॥ ২০ ॥

চিন্তাবা জীবা ভোগলম্পটাঃ সন্তঃ কেবলীভাবং কৈবল্যং দ্বিষন্তি ॥ ২১ ॥

কেচিদ্দিগন্তি চিদ্ভাবাঃ কেবলীভাবমাত্মনঃ ॥ ২১ ॥
কেচিৎ বিশালাঃ ককুভঃ কেচিন্নদ্যোমহারয়াঃ।
কেচিৎ স্ত্রিয়ঃ কান্তদৃশঃ কেচিৎ পণ্ডনপুংসকাঃ ॥ ২২ ॥
কেচিৎ প্রবুদ্ধমতয়ঃ কেচিজ্জড়তরাশয়াঃ।
কেচিজ্জ্ঞানোপদেষ্টারঃ কেচিদাত্তসমাধয়ঃ ॥ ২৩ ॥
জীবাঃ স্ববাসনাবেশ বিবশাশয়তাং গতাঃ।
এতাস্বেতাস্ববস্থাসু সংস্থিতা বদ্ধভাবনাঃ ॥ ২৪ ॥
বিহরন্তি জগৎ কেচিন্নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ।
কন্দুকা ইব হস্তেন মৃত্যুনাবিরতং হতাঃ ॥ ২৫ ॥
আশাপাশশতাবদ্ধা বাসনাভাবধারিণঃ।
কায়াৎ কায়মুপায়ান্তি বৃক্ষাদ্বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ ॥ ২৬ ॥
অনন্তানন্তসঙ্কল্প কল্পনোৎপাদমায়য়া।
ইন্দ্রজালং বিতন্বানা জগন্ময়মিদং মহৎ ॥ ২৭ ॥
তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে বারিণ্যাবর্ত্তরাশয়ঃ।
যাবন্মূঢ়া ন পশ্যন্তি স্বমাত্মানমনিন্দিতম্ ॥ ২৮ ॥
দৃষ্ট্বাত্মানমসদ্ভ্যক্ত্বা সত্যামাসাদ্য সম্বিদম্।

ককুভো দিগ্দেবতাঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

এতে সর্ব্বেপি সংসরণার্থবাসনাবশাদেবেতি নৈব সমূলমুচ্ছেদোত্যাশয়েনোপসংহরতি জীবা ইতি। উক্তানুক্তসর্ব্বসংগ্রহার্থমেতাস্বেতাস্বিতি বীপ্সা ॥ ২৪ ॥

বিহরন্তি ভুবি। নিপতন্তি নরকে। উৎপতন্তি স্বর্গে। অতএব কন্দুকা ইব ॥ ২৫ ॥

বাসনারূপান্ ভাবান্ ভাবিদেহাদীন্ ধারয়ন্তি তচ্ছীলাঃ ॥ ২৬ ॥

অনন্তেষু বিষয়েষু অনন্তসঙ্কল্পকল্পনোৎপাদনহেতুভূতয়া মায়য়া অবিদ্যয়া।২৭

আবর্ত্তরাশয় ইবেতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥

বিবেকিনা তস্যাত্মদর্শনাৎ কোলাভস্তমাহ দৃষ্ট্বেতি। কালেন ভূমিকা-

কালেন পদমাগত্য জায়ন্তে নেহ তে পুনঃ ॥ ২৯ ॥
ভুক্ত্বা জন্মসহস্রাণি ভূয়ঃ সংসারসঙ্কটে।
পতন্তি কেচিদবুধাঃ সম্প্রাপ্যাপি বিবেকিতাম্ ॥ ৩০ ॥
কেচিচ্ছক্রত্বমপ্যুচ্চৈঃ প্রাপ্য তুচ্ছতয়া ধিয়া।
পুনস্তির্য্যক্ত্বমায়ান্তি তির্য্যক্ত্বান্নরকানপি ॥ ৩১ ॥
কেচিন্মহাধিয়ঃ সন্ত উৎপদ্য ব্রহ্মণঃ পদাৎ।
তদৈব জন্মনৈকেন তত্রৈবাশু বিশন্ত্যলম্ ॥ ৩২ ॥
ব্রহ্মাণ্ডেষ্বিতরেষন্যে তেষন্যে জীবরাশয়ঃ।
প্রয়ান্তি পদ্মোদ্ভবতামন্যে চ হরতামপি ॥ ৩৩ ॥
অন্যে প্রযান্তি তির্য্যক্ত্ব মন্যে চ সুরতামপি।
অন্যেপি নাগতাং রাম যথৈবেহ তথৈব হি ॥ ৩৪ ॥
যথেদং হি জগৎ স্ফারং তথান্যানি জগন্ত্যপি।
বিদ্যন্তে সমতীতানি ভবিষ্যন্তি চ ভূরিশঃ ॥ ৩৫ ॥
অন্যেনান্যেন চিত্রেণ ক্রমেণান্যেন হেতুনা।

দার্চাক্রমেণ ॥ ২৯ ॥

বিবেকভ্রষ্টানাং যা গতিস্তামাহ ভুক্ত্বেতি ॥ ৩০ ॥

শক্রত্বং প্রশস্তজন্মদেশকালপ্রতিভাবিনয়সৎসমাগমাদিসম্পন্নতাম্। উচ্চের্দ্দেবগন্ধর্ব্বব্রাহ্মণাদ্যুৎকৃষ্টসম্পদ্রূপম্। তুচ্ছতয়া তুচ্ছবিষয়লম্পটতয়া ধিয়া স্ববুদ্ধ্যৈব। শক্রত্বমিতি পাঠে নহুষ উদাহার্য্যঃ ॥ ৩১ ॥

মহাধিয়ঃ সনকাদয়ঃ। তদৈব তস্মিন্নেব কল্পে। তত্র মোক্ষাখ্যে ব্রহ্মপদে ॥ ৩২ ॥

ইতরেষু স্বোৎপত্তিব্রহ্মাণ্ডান্তরেষু যথৈন্দবাঃ। তেষু স্বোৎপত্তিস্থানব্রহ্মাণ্ডেষু। হরতাং হরসারূপ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

নাগতাং সর্পতাং গজতাং বা। যথৈবেহ ব্রহ্মাণ্ডে তথৈব ব্রহ্মাণ্ডান্তরেপীতি শেষঃ ॥ ৩৪ ॥

ইদং জগৎ ব্রহ্মাণ্ডম্। জগন্তি ব্রহ্মাণ্ডানি ॥ ৩৫ ॥

বিচিত্রাঃ সৃষ্টয়স্তেষামাপতন্তি পতন্তি চ ॥ ৩৬ ॥
কশ্চিদ্গান্ধর্ব্বতাং যাতি কশ্চিদ্গচ্ছতি যক্ষতাম্ ।
কশ্চিৎ প্রযাতি সুরতাং কশ্চিদায়াতি দৈত্যতাম্ ॥ ৩৭ ॥
যেনৈব ব্যবহারেণ ব্রহ্মাণ্ডেস্মিন্ জনাঃ স্থিতাঃ ।
তেনৈবান্যেষু তিষ্ঠন্তি সন্নিবেশবিলক্ষণাঃ ॥ ৩৮ ॥
স্বস্বভাববশাবেশাদন্যোন্যপরিঘট্টনৈঃ ।
সৃষ্টয়ঃ পরিবর্ত্তন্তে তরঙ্গিণ্যা ইবোর্ম্ময়ঃ ॥ ৩৯ ॥
আবির্ভাবতিরোভাবৈরুন্মজ্জননিমজ্জনৈঃ ।
সৃষ্টয়ঃ পরিবর্ত্তন্তে তরঙ্গিণ্যা ইবোর্ম্ময়ঃ ॥ ৪০ ॥
নির্যান্ত্যবিরতং তস্মাৎ পরস্মাজ্জীবরাশয়ঃ ।
অনির্দ্দেশ্যাঃ স্বসম্বেদ্যাস্তত্রৈবাশু স্ফুরন্তি চ ॥ ৪১ ॥
দীপাদিবালোকদৃশঃ সূর্য্যাদিব মরীচয়ঃ ।

আপতন্ত্যাবির্ভবন্তি পতন্তি তিরোভবন্তি চ ॥ ৩৬ ॥

অত্রৈব ব্রহ্মাণ্ডান্তরেষপি কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ জীবগতির্ব্বিচিত্রৈবেত্যাশয়েনাহ কশ্চিদিতি ॥ ৩৭ ॥

যেনৈব মনুষ্যাদিযোগ্যব্যবহারেণ । দ্বীপান্তরীয়জনবৎ সন্নিবেশেন সংস্থানভেদেন পরং বিলক্ষণাঃ ॥ ৩৮ ॥

অস্ত্বেবং তথাপি কথং তেষামুত্তমাধমাদিভাবেন পরস্পরস্নেহবিরোধাদিনা চ সৃষ্টিপরিবৃত্তিস্তত্রাহ স্বস্বভাবেতি । সাত্ত্বিকরাজসতামসাদিস্বস্বভাববশাৎ তত্তদনুকূলব্যবহারাভিনিবেশাৎ প্রবৃত্তানামেকবিষয়ে স্পর্দ্ধয়া অন্যোন্যপরিঘট্টনৈঃ সৃষ্টিপরিবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্রাপি হেতুমাহ আবির্ভাবেতি । রজস আবির্ভাবে সৃষ্টেরুন্মজ্জনং সত্ত্বতমসোর্নিমজ্জনং তমস আবির্ভাবেণ রজসস্তিরোভাবে সৃষ্টের্নিমজ্জনমন্তরা-সত্ত্বাবির্ভাবে তাবৎ কালং পালনমিতি হেতুপরিবৃত্ত্যা পরিবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

গুণাধীনান্তঃকরণাদিসৃষ্ট্যা তদুপাধিকজীবনির্গমপ্রসিদ্ধিরিত্যাশয়েনাহ নির্যান্তীতি । তত্র পরস্মিন্নেব স্ফুরন্তি স্ফুটং ব্যবহরন্তি চ ॥ ৪১ ॥

তত্র শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধদৃষ্টান্তমাহ দীপাদিতি ॥ ৪২ ॥

কণাস্তপ্তায়স ইব স্ফুলিঙ্গা ইব পাবকাৎ ॥ ৪২ ॥
কালাদিবর্ত্তবশিচত্রা আমোদাঃ কুসুমাদিব।
শীতলা ইব বর্ষাণুপূরাদব্ধেরিবোর্ম্ময়ঃ ॥ ৪৩ ॥
উৎপত্যোৎপত্য কালেন ভুক্ত্বা দেহপরম্পরাম্।
স্বত এব পদে যান্তি নিলয়ং জীবরাশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
অবিরতমিয়মাততা তথোচ্চৈ
র্ভবতি বিনশ্যতি বর্দ্ধতে মুধৈব।
ত্রিভুবনরচনাদিমোহমায়া
পরমপদে লহরীব বারিরাশৌ ॥ ৪৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে জীবনিচয়স্থানোপদেশো নাম ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

শীতলাম্বধারা ইব ॥ ৪৩ ॥

প্রলয়ে শান্তে পদে বীজভূতে। নিলয়ং নিলীনতাম্ ॥ ৪৪ ॥

উক্তং জীবজগৎসর্গং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি অবিরতমিতি। ইয়ং ত্রিভুবনরচনা ভ্রান্তিলক্ষণা মায়া পরমপদে অবিরতং সন্ততং মুধৈব আততা সর্গেণ বিস্তৃতা বর্দ্ধতে তথা উচ্চৈর্ভবতি বিপরিণমতে বিনশ্যতি চ। বারিরাশৌ লহরীবেতি মুধাত্বে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

—()*()—
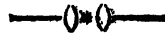
রাম উবাচ।

ক্রমেণানেন যেনাপ্তা জীবেন স্থিতিরাত্মনঃ।

স কথং ভগবন্ দেহং সমাধত্তেঽস্থিপঞ্জরম্ ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং রাম কিং নাববুধ্যসে।

পূর্ব্বাপরবিচারার্হা শেমুষী ক্ব গতা তব ॥ ২ ॥

যদিদং হি শরীরাদি জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।

মুক্তিপ্রলয়সাম্যেপি বিশেষোত্র প্রকীর্ত্ত্যতে।

তথা বিরিঞ্চিজীবস্য শরীরগ্রহণক্রমঃ ॥ ১ ॥

প্রলয়ে স্বত এব প্রদেশান্তে জীবরাশয়োবিলয়ং যান্তীতি যদুক্তং তত্র রামঃ শঙ্কতে ক্রমেণেতি। অনেন উৎপত্ত্যোৎপত্ত্যা কালেন ভুক্ত্বা দেহ-পরম্পরামিতি স্বদুক্তেন ক্রমেণ যেন জীবেন প্রলয়ে স্বত এব পরমপদে আত্মনঃ স্থিতিরাপ্তা স মুক্ত এবেতি পুনঃ কথং দেহমাদত্তে। পরমপদং প্রাপ্তস্য পুনরাবৃত্তৌ মুক্তাবপ্যনাশ্বাসপ্রসঙ্গাৎ। ন চাজ্ঞানাবৃতস্য বীজভাব-কৃতোবিশেষঃ। অবীজস্য শিলাশকলাদেরজ্ঞানমাত্রাবরণেনাঙ্কুরাদিবীজত্বাদর্শ-নাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

স্বসমসত্তাকং প্রতিবীজত্বাদর্শনেপি আবরণসমসত্তাকসর্পাদিকং প্রতি আবৃতরজ্জ্বাদের্ব্বীজত্বদর্শনাৎ মিথ্যাবীজত্বমাবরণমাত্রকৃতং বিশেষেণাস্ফুটমপি স্ববুদ্ধ্যৈব ত্বয়োহিতুং শক্যমিতি ন প্রশ্নার্হমেতদিত্যাশয়েন পরিহারমাহ পূর্ব্বমেবেতি ॥ ২ ॥

আভাসো বিবর্ত্তস্তাবন্মাত্রম্ ॥ ৩ ॥

আভাসমাত্রমেবৈতদসৎস্বপ্নমিবোত্থিতম্ ॥ ৩ ॥
দীর্ঘস্বপ্নোহ্যয়ং রাম মিথৈ্যবানঘ দৃশ্যতে।
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাকারং ভ্রমান্তর্ভ্রান্তশৈলবৎ ॥ ৪ ॥
প্রশান্তাজ্ঞাননিদ্রস্তু নূনং গলিতভাবনঃ।
প্রবুদ্ধচেতাঃ সংসার-স্বপ্নং পশ্যন্ন পশ্যতি ॥ ৫ ॥
স্বভাবকল্পিতোরাম জীবানাং সর্ব্বদৈব হি।
আমোক্ষপদসম্প্রাপ্তি সংসারোস্ত্যাত্মনোন্তরে ॥ ৬ ॥
জীবস্য তরলঃ কায় আবর্ত্তঃ পয়সোযথা।
যথা বীজেঙ্কুরঃ স্ফারঃ পল্লবঃ স্বাঙ্কুরে যথা ॥ ৭ ॥
পল্লবে চ যথা পুষ্পং পুষ্পকোশে ফলং যথা ॥
যতঃ স কল্পনারূপো দেহোস্তি মনসোন্তরে ॥ ৮ ॥
বহুরূপতয়া রাম যতোস্ত্যেকতমঃ স্ফুটঃ।
স এব প্রতিভাসোস্য মনসঃ কিল জায়তে ॥ ৯ ॥

চিরস্থায়িনাং ব্রহ্মাণ্ডভুবনাদীনাং কথমাভাসমাত্রতা তত্রাহ দীর্ঘেতি ॥৪॥

অজ্ঞানাত্মনোবীজভাবাৎ পুনঃ সংসারস্বপ্নদর্শনেপি জ্ঞস্য ন তৎপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ প্রশান্তেতি। জীবন্মুক্তব্যবহারার্হং পশ্যন্নপি পরমার্থদৃশা ন পশ্যতি ॥ ৫ ॥

বীজভূতে অজ্ঞানাত্মনি ভাবিসংসারস্যামোক্ষং সূক্ষ্মরূপেণ সত্বাদপি পুনর্জন্মোপপত্তিরিত্যাশয়েনাহ স্বভাবেতি ॥ ৬ ॥

জীবস্যান্তরে তরলঃ কায়োস্তি যথা পয়সোন্তরে আবর্ত্ত ইত্যাদিদৃষ্টান্তাঃ ॥৭।

কুতোজীবান্তঃ কায়োস্তি তত্রাহ যত ইতি। অন্তরে মধ্যে ॥ ৮ ॥

তত্রাপি দেহঃ কথং সম্ভাব্যতে তত্রাহ বহুরূপতয়েতি। মনসোবহুরূপতয়া প্রসিদ্ধের্দ্দেহরূপস্যাপি বাসনাত্মনা তত্র সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি বহুনি শরীরাণি যুগপৎ কুতোন জায়ন্তে তত্রাহ যত ইতি। যতোবহুষু বাসনা-

স এবাশু ভবত্যেতন্ মৃৎপিণ্ডোঘটকোপমঃ।
আদিসর্গে পুরা কায়ঃ প্রতিভাসোঽস্য চোত্তমঃ ॥ ১০ ॥
যস্মাদেষ বিভুর্ব্রহ্মা পদ্মকোশগৃহস্থিতঃ।
তৎসঙ্কল্পক্রমেণৈব ততঃ স্থিতিমুপাগতা ॥ ১১ ॥
ইয়ং সৃষ্টিরপর্য্যন্তা মায়েব ঘনমায়য়া।

রাম উবাচ।

জীবোমনঃ পদং প্রাপ্য বৈরিঞ্চং পদমাগতঃ ॥ ১২ ॥
যথা ব্রহ্মংস্তথা সর্ব্বং বিস্তরেণ বদাশু মে।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ব্রাহ্মে শৃণু মহাবাহো শরীরগ্রহণে ক্রমম্ ॥ ১৩ ॥
নিদর্শনেন তেনৈব জাগতীং জ্ঞাস্যসি স্থিতিম্।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্ন মাত্মতত্ত্বং স্বশক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥
লীলয়ৈব যদাদত্তে দিক্কালকলিতং বপুঃ।
তদেব জীবপর্য্যায়ং বাসনাবেশতৎপরম্ ॥ ১৫ ॥
মনঃ সম্পদ্যতে লোলং কলনাকলনোন্মুখম্।
কলয়ন্তী মনঃ শক্তিরাদৌ ভাবয়তি ক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥
আকাশভাবনামচ্ছাং শব্দবীজরসোন্মুখীম্।

স এব প্রতিভাসোঽস্য প্রায়েণ কালে জায়তে ন সর্ব্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

এতৎ মনঃ স এব দেহোভবতি। তত্রোত্তমকর্ম্মপরিপাকে উত্তম এব দেহো ভবতীত্যেতদাদিসর্গমারভ্য দর্শয়তি আদিসর্গ ইতি ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২- ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

কলনাকলনোন্মুখমিতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি কলয়ন্তীত্যাদিনা। পূর্ব্বসর্গে আকাশাদিক্রমাবির্ভূতহিরণ্যগর্ভাহংগ্রহোপাসনসংস্কৃতং মনস্তথৈবাব্যাকৃতে লীনং মনঃ শক্তিরিত্যুচ্যতে সা তেনৈব ক্রমেণ স্বাবির্ভাবং কলয়ন্তী সতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ততস্তাং ঘনতাং যাতং ঘনস্পন্দক্রমাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥
ভাবয়ত্যনিলস্পন্দং স্পর্শবীজরসোন্মুখম্ ।
তাভ্যামাকাশবাতাভ্যামদৃষ্টাভ্যাং মনোদৃশা ॥ ১৮ ॥
শব্দস্পর্শস্বরূপাভ্যাং সঙ্ঘাতাজ্জন্যতেনলঃ ।
মনস্তদ্‌ঘনতাং প্রাপ্য ততোভাবয়তি ক্ষণাৎ ॥ ১৯ ॥
প্রাকাশ্যমমলালোকমালোকস্তেন বর্দ্ধতে ।
মনস্তাবদ্‌গুণগতং রসতন্মাত্রবেদনম্ ॥ ২০ ॥
ক্ষণার্দ্ধেন ত্বপাং শৈত্যং জলসম্বিত্ততোভবেৎ ।
ততস্তাদৃগ্‌গুণগতং মনোভাবয়তি ক্ষণাৎ ॥ ২১ ॥
স্বরূপং গন্ধবৎ স্থূলং যেনোদেষ্যতি মেদিনী ।
অথেত্থংভূততন্মাত্রবেষ্টিতং তনুতাং জহৎ ॥ ২২ ॥
বপুর্ব্বহ্নিকণাকারং স্ফুরিতং ব্যোম্নি পশ্যতি ।
অহঙ্কারকলাযুক্তং বুদ্ধিবীজসমন্বিতম্ ॥ ২৩ ॥

শব্দানাং বীজং শব্দতন্মাত্রং রসঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্। তাং তাদৃশাকাশভাবনাং প্রাপ্য ঘনতামুপচয়ং যাতং মনঃ ॥ ১৭ ॥

অনিলাত্মনা স্পন্দং ঈষচ্চলনম্। স্পর্শবীজেত্যাদি প্রাগ্বৎ। অপঞ্চীকৃতত্বেন সূক্ষ্মতমত্বাৎ মনোদৃশা মনোবচ্ছিন্নচৈতন্যাত্মনা জীবেনাদৃষ্টাভ্যাম্ ॥১৮॥

সঙ্ঘাতাৎ উপচয়াদভিঘাতাচ্চ। অনলো রূপবীজরসাত্মকঃ ॥ ১৯ ॥

তাবদ্‌গুণগতং তাবস্তিরাকাশবায়ুতেজোভির্গুণনং গুণ উপচয় স্তং গতং প্রাপ্তম্ ॥ ২০ ॥

অপাং শৈত্যং রসতন্মাত্রং প্রাপ্য জলমিতি সম্বেদ্যত ইতি সম্বিৎ প্রতিভার্হং ভবেদিত্যর্থঃ। তাদৃশমুক্তপ্রকারাণাং চতুর্ণাং গুণং সঙ্ঘাতভাবং গতম্ ॥ ২১ ॥

উদেষ্যতীতি পূর্ব্বভূতজন্মকালমপেক্ষ্য ভবিষ্যত্ববিবক্ষণাৎ লৃট্। ভূততন্মাত্রবেষ্টিতমিদং পঞ্চকং মিলিতং সৎ তনুতাং সৌক্ষ্ম্যং জহৎ ত্যজৎ ॥ ২২ ॥

যদ্বপুঃ পশ্যতি তল্লিঙ্গাখ্যং পুর্য্যষ্টকমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তৎ পুর্য্যষ্টকমিত্যুক্তং ভূতহৃৎপদ্মষট্পদম্।
তস্মিংস্ত তীব্রসম্বেগাৎ ভাবয়দ্ভাস্বরং বপুঃ॥ ২৪॥
স্থূলতামেতি পাকেন মনোবিল্বফলং যথা।
মূষাস্থদ্রুতহেমাভং স্ফুরিতং বিমলাম্বরে॥ ২৫॥
সন্নিবেশমুপাদত্তে তত্তেজঃ স্বস্বভাবতঃ।
তস্মিন্ স্বসন্নিবেশে চ তেজঃপুঞ্জময়ে পুনঃ॥ ২৬॥
ভজতে ভাবনাং স্ফারাং নিশ্চিতামাততাম্বরাম্।
ঊর্দ্ধং শিরঃ পীঠময়ী মধঃপাদময়ীং তথা॥ ২৭॥
পার্শ্বয়োর্হস্তসংস্থানাং মধ্যে চোদরধর্ম্মিণীম্।
প্রকটাবয়বোবালো জ্বালামালামলাকৃতিঃ॥ ২৮॥
মনোরথবশোপাত্ত বপুস্তিষ্ঠত্যসাবথ।
এবং স্ববাসনাবেশাৎ কলিতাঙ্গো মনোমুনিঃ॥ ২৯॥
নয়ত্যুপচয়ং দেহং স্বস্বভাবমৃতুর্যথা।

"কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়গণৌ ভূতপ্রাণমনোগণাঃ। অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি লিঙ্গং পুর্য্যষ্টকং বিদুঃ।" বক্ষ্যমাণদেহভাবনয়া লিঙ্গস্যৈব হি পঞ্চীকরণেন ঘনত্বে স্থূলদেহতাবিভাবনমিত্যাহ তস্মিংস্থিতি॥ ২৪॥

মূষা প্রতিমাকারনভোগর্ভমৃৎপিণ্ড স্তদন্তর্নিষিক্তদ্রুতহেমাভং বহিঃস্থূল-ভাস্বরমন্তঃসূক্ষ্মভাস্বরং স্থূলদেহসম্বলিতং বক্ষ্যমাণসংন্নিবেশমুপাদত্তে তত্তেজো লিঙ্গং কর্ত্তৃ॥ ২৫॥

তত্র মনসোবিশেষকল্পনাভিনিবেশশাখোপশাখাপ্রচয় ইত্যাহ তস্মিন্নিত্যা-দিনা॥ ২৬॥

আততাম্বরাং ব্যাপ্তাকাশাং ভূয়সীমিতি যাবৎ। তত্র ক্রমাচ্ছিন্ন আদ্য-বয়বকল্পনামাহ ঊর্দ্ধমিতি॥ ২৭॥

অঙ্গুল্যাদিনিষ্পত্ত্যা প্রকটাবয়বঃ॥ ২৮॥

অসৌ ব্রহ্মা। মুনিঃ পূর্ব্বোপাসিতপ্রকারমননশীলঃ॥ ২৯॥ ৩০॥

কালেন স্ফুটতামেতি ভবত্যমলবিগ্রহঃ ॥ ৩০ ॥
বুদ্ধিসত্ত্ববলোৎসাহ বিজ্ঞানৈশ্বর্য্যসংস্থিতঃ।
স এব ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ৩১ ॥
দ্রবৎকনকসঙ্কাশঃ পরমাকাশসম্ভবঃ।
যথাসৌ পরমাকাশে তিষ্ঠত্যপররূপবান্ ॥ ৩২ ॥
জনয়ত্যাত্মনোমোহমাত্মস্থং চিত্তলীলয়া।
কদাচিৎ কেবলং ব্যোম পরমং পারবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং কদাচিদমলং পয়ঃ।
কদাচিৎ কল্পকালাগ্নি জ্বালাভাস্বরমণ্ডলম্ ॥ ৩৪ ॥
কদাচিৎ কাননং কার্ষ্ণ্যং কালং কমলকুট্মলম্।
অন্যান্যন্যান্যনেকানি প্রতিজন্মাবধিঃ প্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানমপ্রতিঘং যস্ত বৈরাগ্যঞ্চ জগৎপতেঃ। ঐশ্বর্য্যঞ্চৈব ধর্ম্মশ্চ সহ-সিদ্ধং চতুষ্টয়মিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধবিশেষণসিদ্ধিং তস্য দর্শয়তি বুদ্ধীতি ॥ ৩১ ॥

পরমাকাশে ব্রহ্মণাসৌ যথা যাদৃশ্যা স্বসত্তয়া তিষ্ঠতি তথা তাদৃশ্যৈব ব্যবহারক্ষমসত্তয়া আত্মনোমোহমজ্ঞানমেব চিত্তলীলয়া পঞ্চীকৃতস্থূলব্যোমাদি-বক্ষ্যমাণরূপেণ জনয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

তস্য কালভেদেন নানাবিধাঃ কল্পনা দর্শয়তি কদাচিদিতি। পার-ম্পরাবধিঃ আদিঃ পূর্ব্বাবধিঃ পর্য্যন্তৌ পার্শ্বতোবধিস্তদভাবাদেব মধ্যমাবধি-রহিতঞ্চ কেবলং ব্যোম কল্পয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

দৈনন্দিনপ্রলয়কালে ত্বমলং পয় এব কল্পয়তি কদাচিৎ কল্পান্তে দাহ-কালে ॥ ৩৪ ॥

কদাচিৎ পৃথিবীসর্গোত্তরং ভূতসর্গাৎ প্রাক্কালে কৃষ্ণমেব কার্ষ্ণ্যম্। চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি বৎ স্বার্থে ষ্যঞ্। হরিতবর্ণং কাননং বৃক্ষব্যাপ্তাং কৃৎস্নাং ভুবমিত্যর্থঃ। কদাচিৎ পাদ্মে কল্পে শ্যামভূপদ্মপ্রকৃতিত্বাৎ কালং শ্যামং বিষ্ণুনাভ্যুত্থং কমলকুট্মলম্। অন্যান্যন্যানি ভুবনার্ণবজনাদিরূপাণ্যনেকানি সংস্থানানি কল্পয়ন্ বিষ্ণ্বাদিরূপেণ স্বয়মেব পালয়তি ॥ ৩৫ ॥

কল্পয়ন্ পালয়ত্যেষ নানারূপাণি হেলয়া।
তত্রেদং প্রথমত্বেন বদৈষ ব্রহ্মণঃ পদাৎ ॥ ৩৬ ॥
অবতীর্ণস্তদাজ্ঞানাৎ তথৈব সুখমন্মৃতম্।
গর্ভনিদ্রাব্যপগমে বপুঃ পশ্যতি ভাস্বরম্ ॥ ৩৭ ॥
প্রাণাপানপ্রবাহাঢ্যং দ্রব্যৈরিব বিনির্ম্মিতম্।
রোমকোটিভিরাকির্ণং দ্বাত্রিংশদ্দশনাম্বিতম্ ॥ ৩৮ ॥
ত্রিস্থূণং পঞ্চদৈবত্যমধশ্চরণলাঞ্ছিতম্।
পঞ্চভাগং নবদ্বারং ত্বগ্‌লেপমসৃণাঙ্গকম্ ॥ ৩৯ ॥
যুক্তমঙ্গুলিবিংশত্যা নখবিংশতিলাঞ্ছিতম্।
দ্বিবাহুং দ্বিস্তনং দ্ব্যক্ষং বহ্বক্ষিভুজমেব চ ॥ ৪০ ॥
নীড়ং চিত্তবিহঙ্গস্য নীড়ং মন্মথভোগিনঃ।
তৃষ্ণাপিশাচ্যা নিলয়ং জীবকেসরিকন্দরম্ ॥ ৪১ ॥
অভিমানগজালানং মানসাম্ভোজশোভিতম্।
অথালোচ্য বপুর্ব্রহ্মা কান্তমাত্মীয়মুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

তস্য প্রথমকল্পমারভ্য প্রতিদিনং সুপ্তোত্থিতস্য স্বদেহকল্পনাক্রমং দর্শয়তি তত্রেত্যাদিনা। সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাং তদভিমানিব্রহ্মণাঞ্চ কালানবচ্ছিন্ন-ব্রহ্মপদাদেবাভির্ভাবাৎ তাদৃশং ন পৌর্ব্বাপর্য্যমস্তীতি প্রাথম্যমেবেত্যভি-প্রেত্যেদং প্রথমত্বেনেত্যুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

যদাবতীর্ণস্তদা প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে বিষ্ণুকুক্ষিগর্ভে বা সুখং সৌষুপ্ত-সুখোপলক্ষিতমস্মৃতং প্রাক্তনবাস্তবরূপস্য দেহব্যবহারাদেশ্চাস্মরণরূপং সুষুপ্ত-মভূদিতি শেষঃ ॥ ৩৭ ॥

দ্রব্যৈঃ পঞ্চভূতস্বচ্ছভাগৈঃ ॥ ৩৮ ॥

সক্থিপৃষ্ঠাস্থিভিস্ত্রিস্থূণম্। পঞ্চভিঃ প্রাণৈঃ পঞ্চদৈবত্যম্। পাণিপাদ-শিরোবক্ষঃকুক্ষিণা পঞ্চভাগম্ ॥ ৩৯ ॥

ইচ্ছয়া কদাচিৎ বহ্বক্ষিভুজমপি ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

চিন্তয়ামাস ভগবান্ স্ত্রিকালামলদর্শনঃ।
অস্মিন্নাকাশকুহরে ততে মধুপলাঞ্ছিতে ॥ ৪৩ ॥
অদৃষ্টপারপর্য্যন্তে প্রথমং কিমভূদিতি।
ইতি চিন্তিতবান্ ব্রহ্মা সদ্যোজাতোমলাত্মদৃক্ ॥ ৪৪ ॥
অপশ্যৎ স্বর্গবৃন্দানি সমতীতান্যনেকশঃ।
অথ সস্মার সকলান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মগণান্ ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥
বসন্তঃ কুসুমানীব বেদানাদায় সংস্তুতান্।
লীলয়া কল্পয়ামাস চিত্তসঙ্কল্পজাঃ প্রজাঃ ॥ ৪৬ ॥
নানাচারসমাচারং গন্ধর্ব্বনগরে যথা।
তাসাং স্বর্গাপবর্গার্থং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৭ ॥
অনন্তানি বিচিত্রাণি শাস্ত্রাণি সমকল্পয়ৎ।
দৃষ্টিরেবমিয়ং রাম সর্গেস্মিন্ স্থিতিমাগতা।
বিরিঞ্চিরূপান্মনসঃ পুষ্পলক্ষ্মীর্ম্মধোরিব ॥ ৪৮ ॥

বিবিধবিরচনৈঃ ক্রিয়াবিলাসৈঃ
কমলজরূপধরেণ চেতসৈব।

মধুপপদেন তৎসদৃশশ্যামতা লক্ষ্যতে তয়া লাঞ্ছিতে ॥ ৪৩ ॥

প্রথমং মহৎপত্তেঃ পূর্ব্বম্। ইতি শব্দদ্বয়ং বীপ্সয়া সর্ব্বপূর্ব্ববিশেষচিন্তালাভার্থম্। অমলা নির্ম্মলত্বাদতীতানাগতদর্শনে ক্ষমা আত্মদৃক্ যস্য ॥ ৪৪ ॥

অথ তৎকারণচিন্তানন্তরম্। সকলান্ সাঙ্গোপাঙ্গান্। ধর্ম্মগণগ্রহণমধর্ম্মাণামপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥

অতএব তস্মোত্তরকালে সর্গেপি বেদোক্তক্রমেণৈব সুকরোভূদিত্যাশয়েনাহ লীলয়েতি ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

মনস এব সর্ব্বসৃষ্টিরিতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তদেবং রীত্যা সমর্থিতমিত্যুপসংহরতি দৃষ্টিরিতি ॥ ৪৮ ॥

হে রঘুদ্বহ রঘুসত্তে পরিদৃশ্যমানা সর্গলক্ষ্মীঃ কমলজরূপধরেণ চে

রঘুসুত পরিকল্পনেন নীতা
স্থিতিমতুলাং জগতীহ সর্গলক্ষ্মী ॥ ৪৯।

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে সংসারাবতরণপ্রতিপাদনোপদেশো নাম চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

তস্য মনসৈব স্বপরিকল্পনেন অতুলাং সত্যতুচ্ছবিলক্ষণত্বাদসদৃশীং স্থিতিং নীতেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

জগৎ সম্পন্নমেবেদং সম্পন্নং কিঞ্চিদেব ন।
শূন্যমেব চ ভামাত্রং মনোবিলসিতং স্থিতম্ ॥ ১ ॥
ন দেশকালাবেতেন ব্রহ্মাণ্ডেনাবৃতৌ স্থিতৌ।
মনাগপি মহারূপবতাপ্যাকাশরূপিণা ॥ ২ ॥
এতৎ সঙ্কল্পমাত্রাত্ম-স্বপ্নদৃষ্টপুরোপমম্।
যত্রৈব তত্র তচ্ছূন্যং কেবলং ব্যোম সংস্থিতম্ ॥ ৩ ॥

মনোরথাদৌ দৃষ্টত্বাৎ মনঃকার্য্যং ন সৎ কচিৎ।
অসত্ত্বাজ্জগদ্রূপং সৎ সদেবেতি বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

সম্পন্নং পরিনিষ্ঠিতমেব সন্ ন কিঞ্চিদেব সম্পন্নম্। যতোমনোবিলসিতং সর্ব্বং ভামাত্রং প্রতিভাসমাত্রং স্থিতম্। তদ্ব্যতিরেকেণ শূন্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কুতশ্চ প্রতিভাসব্যতিরেকেণ শূন্যতা তস্যেতি তত্রাহ নেতি। যতঃ প্রতিভাসদেশকালৌ এতেন পরিচ্ছিন্নেন ব্রহ্মাণ্ডেন নাবৃতৌ ন ব্যাপ্তৌ। অতীতানাগতবহিঃস্থিতব্রহ্মাণ্ডকোটীনামপি ত্রসরেণূনামণ্ডপান্তরিব প্রতিভাসান্তঃস্ফূরণদর্শনাৎ। কিং বহুনা। মহারূপবতা পরমমহত্ত্বেন প্রসিদ্ধেনাপ্যাকাশরূপিণা প্রথমভূতেন তস্য তৌ ন ব্যাপ্তৌ। জ্যায়ানাকাশাদিতি শ্রুতেঃ। অপ্রতিভাসমানে আকাশে জ্যায়স্ত্বে মানাভাবেন প্রতিভাসান্তরেব তস্য ভানস্যাবশ্যবাচ্যত্বে প্রতিভাসমানানন্তকোটিদেকতমভূতস্য তস্য নিরস্তা প্রতিভাসদেশকালব্যাপকতেতি সূচনায় মনাগপীত্যুক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোত্তরদেশকালাব্যাপ্তিরাস্তাং নাম স্বাশ্রয়য়োর্দ্দেশকালয়োরপি অধ্যস্তেনাধিষ্ঠানাসংস্পর্শাৎ প্রতিভাসব্যাপ্তিপ্রসক্তিরিত্যাশয়েনাহ এতদিতি। যত্রৈব দেশে কালে চ জগৎ চিতি ভাসতে তত্রৈব তদধিষ্ঠানং চিৎ জগচ্ছূন্যং

অভিত্তিরাগরচনমপি দৃষ্টমসন্ময়ম্।
অকৃতং কৃতমেবৈতদ্ব্যোম্নি চিত্রং বিচিত্রকম্॥ ৪॥
মনসা কল্পিতং সর্ব্বং দেহাদিভুবনত্রয়ম্।
সংস্মৃতৌ কারণঞ্চৈতচ্চক্ষুরালোকনে যথা॥ ৫॥
আভাসমাত্রং হি জগৎ ঘটাবটপটভ্রমৈঃ।
আবর্ত্ততে ন সদ্রূপাৎ পৃথক্কুড্যাদয়ঃ স্থিতাঃ॥ ৬॥
মনসেদং শরীরং হি বাসনার্থং প্রকল্পিতম্।
কৃমিকোশপ্রকারেণ স্বাত্মকোশ ইব স্বয়ম্॥ ৭॥
ন তদস্তি চ যন্নাম চেতঃ সঙ্কল্পমন্থরম্।
ন করোতি ন চাপ্নোতি দুর্গমপ্যতিদুষ্করম্॥ ৮॥
সর্ব্বশক্তিধরে দেবে কা নাম ননু শক্তয়ঃ।
ন সম্ভবত্যাশ্রিয়ন্তে যাভিরন্তর্ম্মনোগুহাঃ॥ ৯॥
সন্তাগতে পদার্থানাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বদৈব হি।

কেবলং ব্যোমেব সংস্থিতমিত্যর্থঃ॥ ৩॥

অতএবেদং গন্ধর্ব্বনগরচিত্রবদিতি প্রাগুক্তমিত্যাহ অভিত্তীতি॥ ৪॥

কিঞ্চ মনসঃ স্মৃতিমাত্রে হেতুত্বাৎ তত্রচিতমিদং স্মৃতিতুল্যমিতি ন স্বকালেঽর্থরূপং সদিত্যাহ মনসেতি। এতৎ মনঃ॥ ৫॥

কুড্যাদিজগতঃ সতঃ পৃথক্কৃত্য দর্শয়িতুমশক্যত্বাদপি সদ্ব্যতিরেকেণাসত্ত্ব-মিত্যাহ আভাসেতি॥ ৬॥

যথা স্বাত্মনঃ স্বয়ং কোশ ইব প্রকল্পিতং তথৈব ইদং শরীরং স্বস্ত বাসনার্থং স্থিত্যর্থং কৃমিকোশপ্রকারেণ নীড়ভূতং কল্পিতমিত্যর্থঃ॥ ৭॥

চেতসঃ সঙ্কল্পমাত্রেণাসদ্রচনাপ্রাপ্তিশক্তিপ্রসিদ্ধেরপ্যুক্তার্থোপপত্তিরিত্যাহ ন তদিতি। যদিতি সামান্যে নপুংসকম্। অম্বরমর্থশূন্যং সঙ্কল্পং সঙ্কল্পরূপং যৎ ন করোতি নাপ্নোতি চেত্যম্বয়ঃ। দুর্গং দুরাপম্॥ ৮॥

যাভিঃ শক্তিভির্ম্মনোগুহা অন্তর্নাশ্রিয়ন্তে তাঃ শক্তয়ো দেবে জগদী-শ্বরেপি কা নাম সম্ভবন্তীত্যম্বয়ঃ॥ ৯॥

যদি সদৈব জগদসৎ ব্রহ্ম সদৈব সৎ পরস্পরঞ্চ তয়োঃ সদৈবাসংস্পর্শ-

মহাবাহো সম্ভবতঃ সর্ব্বশক্তৌ বিভৌ সতি ॥ ১০ ॥
পশ্য ভাবনয়া প্রাপ্তং মনসৈবাত্মজং বপুঃ।
তস্মাৎ তৎকলনাং রাম সর্ব্বশক্তিযুতাং বিদুঃ ॥ ১১ ॥
স্বসঙ্কল্পোকৃতাঃ সর্ব্ব দেবাসুরনরাদয়ঃ।
স্বসঙ্কল্পপশমেনৈব শাম্যন্ত্যস্নেহদীপবৎ ॥ ১২ ॥
আকাশসদৃশং সর্ব্বং কলনামাত্রজৃম্ভিতম্।
জগৎ পশ্য মহাবুদ্ধে সুদীর্ঘং স্বপ্নমুত্থিতম্ ॥ ১৩ ॥
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ইহ কিঞ্চিৎ কদাচন।
পরমার্থেন সুমতে মিথ্যা সর্ব্ববস্তু বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥
ন বৃদ্ধিমেতি নোহ্রাসং যৎ ন কিঞ্চিৎ কদাচন।
কিং বা তন্নু ভবেৎ তত্র কস্য কা নাম খণ্ডনা ॥ ১৫ ॥
ভূমভূতং স্বকায়োত্থমপশ্যন্নিপুণং দৃশা।
রাঘবাসহতা স্বান্তঃ কিমজ্ঞ ইব মুহ্যসি ॥ ১৬ ॥
মৃগতৃষ্ণা যথা তাপাম্মনসোনিশ্চয়াত্তথা।

তুহি কথং জগতি কাদাচিৎকে সত্তাসত্ত্বে তত্রেদমাহ সত্তাসত্ত্বে ইতি। ন কাদাচিৎকে অপি তু সদাতনে। তয়োঃ পরস্পরাভিভবেন পর্য্যায়েণাবেশ-কল্পনমেবাচিন্ত্যং মায়াশক্তিকৃতমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥
সেয়মৈশ্বরী সর্ব্বশক্তিঃ স্বমনস্যেব প্রত্যক্ষং দৃশ্যতামিত্যাহ পশ্যেতি। জগতি বিচিত্রপদার্থশক্তয়োপি সর্ব্বশক্তিমন্মনঃকল্পনাদেবেত্যাহ তস্মাদিতি। কলনাং কল্পনাম্ ॥ ১১ ॥

অতএব ন দেবাদিশক্তিভিরপি মুক্তিঃ প্রতিবদ্ধুং শক্যেত্যাশয়েনাহ স্ব-সঙ্কল্পেতি ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

ন তু খণ্ডনেনাস্নীকৃতং ন হ্যখণ্ডে খণ্ডনমন্তরেণ পরিচ্ছেদপ্রসক্তিঃ ন চ খণ্ডনং সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বহোর্ভাবোভূমা তথাভূতং অপরিচ্ছিন্নমিতি যাবৎ। স্বকায়াদুত্থং মুক্তে-ষীকাবৎ পৃথক্কৃতমপশ্যন্ অমহতা পরিচ্ছিন্নাত্মদর্শনেন কিং মুহ্যসি ॥ ১৬ ॥

অসন্ত ইব দৃশ্যন্তে সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়োপ্যমী ॥ ১৭॥
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমপ্রখ্যা মনোরথবদুত্থিতাঃ।
মিথ্যাজ্ঞানঘনাঃ সর্ব্বে জগত্যাকাররাশয়ঃ ॥ ১৮ ॥
যথা নৌযায়িনোমিথ্যা স্থাণুস্পন্দমতিস্তথা।
অসত্যেবোত্থিতা নিত্যমাকারাণাং পরম্পরা ॥ ১৯ ॥
ইন্দ্রজালমিদং বিদ্ধি মায়ারচিতপঞ্জরম্।
মনোমননির্ম্মাণং ন সন্নাসদিব স্থিতম্ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বমন্যতায়াস্ততঃ কুতঃ।
প্রসঙ্গঃ কীদৃশঃ কোসৌ ক্ব বা সা পরিতিষ্ঠতি ॥ ২১ ॥
অয়ং গিরিরয়ং স্থাণুরিত্যাড়ম্বরবিভ্রমঃ।
মনসোভাবনাদার্ঢ্যাদসন্ সন্নিব লক্ষ্যতে ॥ ২২ ॥
প্রপঞ্চপতনারম্ভ প্রমত্তস্য ইদং জগৎ।
সকামতৃষ্ণামননং ত্যক্তান্যদ্রাম ভাবয় ॥ ২৩ ॥
যথা স্বপ্নোমহারম্ভো ভ্রান্তিরেব ন বস্তুতঃ।
দীর্ঘস্বপ্নং তথৈবেদং বিদ্ধি চিত্তোপপাদিতম্ ॥ ২৪ ॥

তাপাৎ মরুময়ূখাৎ। নিশ্চয়াৎ সঙ্কল্পাৎ ॥ ১৭ ॥

আকাররাশয়ো দৃশ্যাকারসমূহাঃ ॥ ১৮ ॥ ॥ ১৯ ॥

নাসদিব সত্যমিব ॥ ২০ ॥

অন্যতায়াঃ ভেদস্য। চতুর্ভিঃ কিং বৃত্তৈঃ প্রমাণপ্রকারস্বরূপাধারাণাং নিষেধঃ। সা অন্যতা ॥ ২১ ॥

উপচয়াবধির্গিরিরপচয়াবধিঃ স্থাণুস্তাভ্যাং সর্ব্বে তদান্তরালিকপরিচ্ছেদাডম্বরবিভ্রমা অপ্যুপলক্ষ্যন্তে ॥ ২২ ॥

প্রমত্তস্য বিচারহীনস্য পুংসঃ সকামতৃষ্ণামননমিদং জগৎ প্রপঞ্চে স্বর্গনরকতির্য্যগাদিজন্মসু পতনমারভত ইতি প্রপঞ্চপতনারম্ভং ভবতীতি শেষঃ। অতস্ত্বং বিবেকেন জগৎ ত্যক্ত্বা অন্যৎ নিষ্প্রপঞ্চমাত্মানং ভাবয়েত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

দৃশ্যমানমহাভোগং গৃহ্যমাণমবস্তুকম্ ।
কোশমাশাভুজঙ্গানাং সংসারাডম্বরং ত্যজ ॥ ২৫ ॥
অসদেতদিতি জ্ঞাত্বা মাত্র ভাবং নিবেশয় ।
অনুধাবতি ন প্রাজ্ঞো বিজ্ঞায় মৃগতৃষ্ণিকাম্ ॥ ২৬ ॥
স্বসঙ্কল্পাৎ স্বরূপাঢ্যাং মনোরথময়ীং শ্রিয়ম্ ।
যোনুগচ্ছতি মূঢ়াত্মা দুঃখস্যৈব স ভাজনম্ ॥ ২৭ ॥
বস্তুন্যগতি লোকোয়ং যাতু কামমবস্তুনি ।
যস্তু বস্তু পরিত্যজ্য যাত্যবস্তু স নশ্যতি ॥ ২৮ ॥
মনোব্যামোহ এবেদং রজ্জ্বামহিভয়ং যথা ।
ভাবনামাত্রবৈচিত্র্যাচ্চিরমাবর্ত্ততে জগৎ ॥ ২৯ ॥
অসদভ্র্যাদিতৈর্ভাবৈর্জ্জলান্তশ্চন্দ্রবচ্চলৈঃ ।
বঞ্চ্যতে বাল এবেহ ন তত্ত্বজ্ঞোভবাদৃশঃ ॥ ৩০ ॥
য ইমং গুণসঙ্ঘাতং ভাবয়ন্ সুখমীহতে ।
প্রমার্ষ্টি স জড়োজাড্যং বহ্নিভাবনয়া স্বয়া ॥ ৩১ ॥
অসদেবেদমাভোগি দৃশ্যতে জলপঞ্জরম্ ।

দৃশ্যমানাবস্থঃ মহাভোগং বহুবিস্তীর্ণং রমণীয়মিব। তেষু কতিপয়ানামেব গ্রহীতুং শক্যত্বাৎ গৃহীতেষ্বপি কদাচিৎ কস্যচিদেবোপভোগাৎ তদুত্তরক্ষণ এব ক্ষয়াচ্চ অবস্তুকং তুচ্ছম্। অভুক্তেষু পূর্ব্বদৃষ্টেষু চ বিষয়েষু তৃষ্ণা বিষোৎকটানামাশাভুজঙ্গানাং কোশং বল্মীকমিব স্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

কথং ত্যাজ্যং তত্রাহ অসদিতি। ভাবং রাগম্ ॥ ২৬ ॥

তদনুধাবনেঽনর্থমাহ স্বসঙ্কল্পেতি ॥ ২৭ ॥

ন কেবলমনর্থপ্রাপ্তিরেব কিং স্বর্থনাশোপি তস্যাভীত্যাহ যস্ত্বিতি। নশ্যতি পরমপুরুষার্থাৎ ভ্রশ্যতি ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

গুণানাং শব্দাদীনাং সংঘাতং দেহাদি ভাবয়ন্ অহং মমেত্যভিমন্যমানঃ জাড্যং শীতম্। বহ্নিভাবনয়া মনোরথকল্পিতবহ্নিনেতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥

জলপঞ্জরং জড়য়োরভেদাজ্জড়সংঘাতভূতং দেহাদি ॥ ৩২ ॥

নাশাভাবে হি দুঃখস্য কঃ প্রসঙ্গোমহামতে ॥ ৩৯ ॥
সদেব বা যদত্যন্তং তস্য কিং নাম নশ্যতি ।
ব্রহ্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং সুখদুঃখে কিমুত্থিতে ॥ ৪০ ॥
অসদ্বাপি যদত্যন্তং বৃদ্ধিঃ স্যাৎ তস্য কীদৃশী ।
বৃদ্ধেরভাবে হর্ষস্য কঃ প্রসঙ্গোমহামতে ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বত্রাসত্যভূতেস্মিন্ প্রপঞ্চেকান্তকারিণি ।
সংসারে কিমুপাদেয়ং প্রাজ্ঞোযদভিবাঞ্ছতু ॥ ৪২ ॥
সর্ব্বত্র সত্যভূতেস্মিন্ ব্রহ্মতত্ত্বময়েপি চ ।
কিং স্যাৎ ত্রিভুবনে হেয়ং প্রাজ্ঞাঃ পরিহরন্তু যৎ ॥ ৪৩ ॥
অসৎ সৎবা জগদ্যস্য তেনাসৌ সুখদুঃখয়োঃ ॥
অগম্য এব মূর্খস্তু তদ্বিনাশেন দুঃখিতঃ ॥ ৪৪ ॥
আদ্যাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা ।
যোভিবাঞ্ছত্যসদ্রাম তস্যাসত্বৈব দৃশ্যতে ॥ ৪৫ ॥

স্যাৎ চ তামাহ অসদেবেতি । যৎ বস্তোহসদেব তস্মাৎ ততঃ ॥ ৩৯ ॥

অধ্যস্তদৃষ্ট্যা নাশাসম্ভবমুপপাদ্য অধিষ্ঠানদৃষ্ট্যাপি তমুপপাদয়তি সদেবেতি । সুখদুঃখে কিং নিমিত্তমুত্থিতে নোত্থিতে এবেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

উৎপত্তিনিরাসাদেব বৃদ্ধ্যাদিবিকারা অপি নিরস্তা এবেতি তন্নিমিত্ত-হর্ষস্যাপ্যযুক্ততেত্যাহ অসদিতি । বাহৃশী অবধারণে ॥ ৪১ ॥

ইষ্টপ্রাপ্তৌ হি হর্ষঃ স্যাদিষ্টমেব মায়াময়ে নাস্তীত্যাহ সর্ব্বত্রেতি ॥৪২॥

এবং সর্ব্বং আনন্দৈকরস্যেন পশ্যতো হেয়মপি নাস্তীত্যাহ সর্ব্বত্রেতি । ব্রহ্মতত্ত্বময়ে । স্যাৎে ময়ট্ । পরিহরন্তু ত্যজন্তু ॥ ৪৩ ॥

তস্য পক্ষদ্বয়েপি বিনাশাসম্ভবাৎ সুখমিথ্যাদের্বিনাশেন স্বভ্রান্তিকল্পিতেন দুঃখিতঃ ॥ ৪৪ ॥

তদানীমসৎ সৎ পক্ষয়োস্বলো উপপত্তী দর্শয়তি আদাবিতি দ্বাভ্যাম্ । "অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভির্গগন-পবনভুবনাদীনামাদ্যন্তয়োরসত্বং শ্রূয়তে, ঘটাদেশ্চ প্রত্যক্ষমনুভূয়তে চিরন্তন-ত্বমুৎপাদনমাত্রং সর্ব্বস্য সত্বং প্রতিত্ব্যাক্ত প্রাগিত্যম ৫ ৩ ৮ পরম্পরো

আদাবন্তে চ যৎ সত্যং বর্ত্তমানে সদেব তৎ।
যস্য সর্ব্বং সদেব স্যাৎ তস্য সত্ত্বেব দৃশ্যতে ॥ ৪৬ ॥
অসত্যভূতং তোয়ান্তশ্চন্দ্রব্যোমতলাদিকম্।
বালা এবাভিবাঞ্ছন্তি মনোমোহায় নোত্তমাঃ ॥ ৪৭
নালোহি বিততাকারৈর্ব্বস্তুরিক্তৈঃ প্রয়োজনৈঃ।
সন্তোষমেত্যনন্তায় দুঃখায় ন সুখায় তু ॥ ৪৮ ॥
তস্মান্মা ত্বং ভবোবালো রাম রাজীবলোচন।
অবিনাশমিহালোক্য নিত্যমাশ্রয় সুস্থিরম্ ॥ ৪৯ ॥
অসদিদমখিলং ময়া সমেতং
স্থিতি বিগণয্য বিসাদিতাস্ত মা তে।

স্থিতিপ্রভাবে সত্ত্বাসত্ত্বে নৈকবস্তুন্যেকতরপ্রমাণমন্তরেণ নিবিশেতে ইত্যাবশ্য-মেকতরস্মিন্ প্রহীতব্যে আদ্যন্তয়োশ্চিরতরমসত্ত্বপ্রসিদ্ধের্ব্বর্ত্তমানদশায়ামপ্য-সত্ত্বমেব সর্ব্বব্যক্তীনামিতি অসত্ত্বপক্ষেস্তুনা অসত্ত্বমেব শ্রুতিযুক্ত্যনুভবৈ-র্দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাদিশ্রুতিভিঃ সৎ সদিত্যেবপ্রমাণপ্রবৃত্তিকালে সর্ব্ববস্তুনুভবাদাদ্যন্তকালয়োঃ সত্তানভিব্যক্তি তিরোধানমাত্রকল্পনেনাপ্যসৎ বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদিশ্রুতিযুক্ত্যোরুপপত্তেঃ সত্ত্বশ্রুতিযুক্ত্যোরন্যথোপপাদয়িতুমশক্যত্বাচ্চ সদাতনী সার্ব্বত্রিকী চ সর্ব্ব-বস্তুনাং সত্তাবাধবাদেকৈব যুক্তেতি সত্ত্বৈক্যে সিদ্ধে আদাবন্তে চ কারণ-ব্রহ্মসত্ত্বৈব সর্ব্বস্য সত্যত্বাৎ বর্ত্তমানকালে সত্ত্বৈবেতি যস্যাদিনা অখণ্ড-ব্রহ্মসত্ত্বৈব সর্ব্বত্র দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

দেশকালপরিচ্ছিন্নসত্তাকল্পনং পক্ষদ্বয়বহিষ্কৃতং সর্ব্বশ্রুতিযুক্তিবিরুদ্ধং মূর্খ-সহস্রৈরন্ধপরম্পরয়া পরিকল্পিতং সর্ব্বানর্থকারীতি বালিশানাং তেষামেবো-চিতং ন ত্বেত্যাশয়েনাহ অসত্যভূতমিত্যাদিনা ॥ ৪৭ ॥

বস্তুরিক্তৈরর্থশূন্যৈঃ। প্রয়োজনৈঃ সুখাভাসৈঃ ॥ ৪৮ ॥

মা ভবঃ মা ভূঃ। লুঙ্ভিষয়ে ব্যত্যয়েন লঙ্ ॥ ৪৯ ॥

ইদানীং দর্শিতয়োঃ সদসৎপক্ষয়োর্ব্বারভেদেনৈকপ্রয়োজনাত্মনে, ফলতঃ

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গ

বশিষ্ঠ উবাচ।

রম্যে ধনেষু দারাদৌ শোকস্যাবসরোহি কঃ।
ইন্দ্রজালেক্ষণাদ্দৃষ্টে নষ্টে কা পরিদেবনা॥ ১॥
গন্ধর্ব্বনগরস্যার্থে দূষিতে ভূষিতে তথা।
অবিদ্যাংশে সুতাদৌ বা কঃ ক্রমঃ সুখদুঃখয়োঃ॥ ২
রম্যে ধনেথ দারাদৌ হর্ষস্যাবসরোহি কঃ।
বৃদ্ধায়াং মৃগতৃষ্ণায়াং কিমানন্দোজলার্থিনাম্॥ ৩॥
ধনদারেষু বৃদ্ধেষু দুঃখং যুক্তং ন তুষ্টয়ঃ।
বৃদ্ধায়াং মোহমায়ায়াং কঃ সমাশ্বাসবানিহ॥ ৪॥
যৈরেব জায়তে রাগো মূর্খস্যাধিকতাগতৈঃ।

বিহরন্নপি সংসারে যৈর্গুণৈর্ন নিমজ্জতি।
তে রামায়াত্র কীর্ত্ত্যন্তে জীবন্মুক্তেষু যে স্থিতাঃ॥ ১॥

তত্র সর্ব্ববস্তুষনাস্থয়া নষ্টোপেক্ষণানাগতাবাঞ্ছনলক্ষণৌ গুণৌ প্রথমমুপদি-দিক্ষুঃ পূর্ব্বংতাবদস্য তদুপযোগং দর্শয়িতুমাহ রম্যে ইত্যাদিনা। রম্যে ইতি পদসংস্কারপক্ষে একবচনং বচনসর্ব্বনামেত্যনুশাসনাদেকবচনং আবৃত্ত্যো-ভয়াম্বয়ি॥ ১॥

ক্রমণং ক্রমঃ প্রসরঃ॥ ২॥

ধনদারাদৌ চ সমৃদ্ধে সতীতি শেষঃ। আনন্দোজলক্রীড়াদিসুখাধিক্যং কিম্॥ ৩॥

তদ্বৃদ্ধৌ সংসাররোগবৃদ্ধিসম্ভাবনয়া দুঃখমেব কর্ত্তুমুচিতং ন হর্ষ ইত্যাহ ধনেতি॥ ৪॥

অধিকতাং অভিবৃদ্ধিং আগতৈঃ॥ ৫॥

তৈরেব ভোগৈঃ প্রাজ্ঞস্য বিরাগ উপজায়তে ॥ ৫ ॥
নষ্টে ধনেথ দারাদৌ হর্ষস্যাবসরোহি কঃ।
পারাবলোকিনস্ত্বেতৈর্ব্বিরাগং যান্তি সাধবঃ ॥ ৬ ॥
অতোরাঘব তত্ত্বজ্ঞো ব্যবহারেষু সংস্থিতঃ।
নষ্টং নষ্টমুপেক্ষস্ব প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাহর ॥ ৭ ॥
অনাগতানাং ভোগানামবাঞ্ছনমকৃত্রিমম্।
আগতানাঞ্চ সম্ভোগ ইতি পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ৮ ॥
সংসারসম্ভ্রমে হ্যস্মিংশ্ছন্নাত্মন্যাততায়িনি।
কথা বিহর সম্বুদ্ধোযথা নায়াসি মূঢ়তাম্ ॥ ৯ ॥
সংসারাড়ম্বরস্যাস্য প্রপঞ্চরহিতে ক্রমে।
সম্যগ্‌জ্ঞানাস্ত্বপশ্যন্তি যে হতা স্তে কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ১০ ॥

নষ্টে নশ্বরস্বভাবে। পারাবলোকিনঃ নশ্বরতানরকহেতুত্বাভ্যাদর্কিকর্তৃকতা-দর্শিনঃ ॥ ৬ ॥

নষ্টমনষ্টং প্রস্তাবস্তু দর্শয়তি অত ইতি। উপাহর উপযুংক্ষ্ব। প্রাপ্তো-পাত্তেষুপ্যপ্রাপ্তত্বান বিশেষো গুণঃ ॥ ৭ ॥

গুণান্তরমাহ অনাগতানামিতি ॥ ৮ ॥

অপ্রমাদলক্ষণং গুণান্তরমুপদিশতি সংসারেতি। সংসারে সম্ভ্রময়তীতি সংসারসম্ভ্রমঃ কামস্তল্লক্ষণে ছন্নাত্মনি জিঘাংসয়া প্রচ্ছন্নে আততেন বিষ-শস্ত্রাগ্ন্যাদিনা হন্তুং অয়তে উপগচ্ছতি ইত্যাততায়ী শত্রুস্তস্মিন্। তদুক্তম্। “উদ্যতাসিং বিষাগ্নিঞ্চ শাপোদ্যতকরং তথা। আথর্ব্বণেন হন্তারং পিশুনং রাজগামিষু। ভার্য্যাতিক্রমিণং চৈব বিদ্যাৎ সপ্তাততায়িনঃ” ইতি। সম্বুদ্ধঃ প্রবোধে অপ্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥

প্রপঞ্চরহিতে ক্রম্যত ইতি ক্রমঃ পরমপদং তস্মিন্ সম্যগ্‌জ্ঞা অপি যে প্রমাদাদস্য সংসারাড়ম্বরস্য বঞ্চনাং নানুপশ্যন্তি তে কুবুদ্ধয়ঃ প্রমাদেন হতা ইত্যর্থঃ। অথবা প্রপঞ্চরহিতে ব্রহ্মণি বিবেকবৈরাগ্যপ্রবোধাপ্রমাদাদিগুণা-র্জ্জনক্রমে যে সম্যগ্‌জ্ঞা স্তেঽস্য সংসারাড়ম্বরস্য। কর্ম্মণ এব শেষত্ববিব-ক্ষয়া ষষ্ঠী। ইমং সংসারাড়ম্বরং নানুপশ্যন্তি। যে তু কুবুদ্ধয় উক্তগুণ-

যয়া কয়াচিদ্যুক্ত্যেব দৃশ্যাদনস্থ গতা রতিঃ।
পরিমজ্জতি তস্যাস্থা ন কচিদ্বিমলা মতিঃ॥ ১১॥
যস্যাসদিদমিত্যাস্থা নিবৃত্তা সর্ব্ববস্তুষু।
ক্রোড়ীকরোতি সর্ব্বজ্ঞং নাবিদ্যা তমবাস্তবী॥ ১২॥
অহং জগচ্চৈকমিদং সর্ব্বমেবেতি যস্য ধীঃ।
আস্থানাস্থে পরিত্যজ্য সংস্থিতা স ন মজ্জতি॥ ১৩॥
শুদ্ধং সদসতোর্ম্মধ্যং পদং বুদ্ধ্যাবলম্ব্য চ।
স বাহ্যাভ্যন্তরদৃশং মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা॥ ১৪॥
অত্যন্তবিরতঃ স্বস্থঃ সর্ব্ববাসবিবর্জ্জিতঃ।
ব্যোমবত্তিষ্ঠ নীরাগো রাম কার্য্যপরোপি সন্॥ ১৫॥
যস্য নেচ্ছা ন বানিচ্ছা জ্ঞস্য কর্ম্মণি তিষ্ঠতঃ।
ন তস্য লিপ্যতে প্রজ্ঞা পদ্মপত্রমিবাম্বুভিঃ॥ ১৬॥
দর্শনস্পর্শনাদীনি মা করোতু করোতু চ।

হীনাস্তে হতা ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

দৃশ্যদর্শনারতিলক্ষণমপরং গুণমুপদিশতি যয়েতি। চিত্তরঞ্জনদ্বৈতবাসনাধানস্বরূপপ্রচ্যাবননরকাদ্যনর্থহেতুত্বমিথ্যাত্বানামন্যতমোপপাদিকয়া যয়া কয়াচিৎ যুক্ত্যা। গতা নিবৃত্তা আস্থা পরমার্থাভিনিবিষ্টা বিমলা বিপাপা মতির্ন পরিমজ্জতি মোহাব্ধৌ॥ ১১॥

এবং বাহ্যার্থাভিনিবেশত্যাগোপি গুণ ইত্যাশয়েনাহ যস্যেতি। অসদিদমিতিনিশ্চয়েনেতি শেষঃ। আস্থা অভিনিবেশঃ॥ ১২॥

ঐক্যাত্মদর্শনমপি গুণ ইত্যাহ অহমিতি। অনাস্থাপরিত্যাগে যথাপ্রাপ্তানুবর্ত্তনম্॥ ১৩॥

উক্তমেব বিবৃণোতি শুদ্ধমিতি। সদসতোর্ব্ব্যক্তাব্যক্তয়োর্ম্মধ্যমনুগতম্ শুদ্ধং সত্তামাত্রম্ পদং তদেব প্রত্যগাত্মেত্যবলম্ব্য॥ ১৪॥

উপরতিসন্তোষানিকেতনত্বাসঙ্গত্বগুণানুপদিশতি অত্যন্তেতি॥ ১৫॥

কথং নীরাগঃ স্যাং কথং বা অসঙ্গস্তত্রাহ যস্যেতি॥ ১৬॥

বাধিতানুবৃত্তিমাত্রেণেনামুখ্যত্বাৎ গৌণং তব ইন্দ্রিয়সহিতং মনোদর্শনাদীনি

তনেন্দ্রিয়মনোগোণং ত্বমনিচ্ছোভবাত্মবান্ ॥ ১৭ ॥
মমেদমিত্যসদ্ভূতমিন্দ্রিয়ার্থে ভবন্মনঃ।
মা নিমজ্জত্বমগ্নঃ সন্ মা করোতু করোতু বা ॥ ১৮ ॥
যদা তেনেন্দ্রিয়ার্থশ্রীঃ স্বদতে হৃদি রাঘব।
তদা বিজ্ঞাতবিজ্ঞানঃ সমুত্তীর্ণভবার্ণবঃ ॥ ১৯ ॥
আস্বাদিতেন্দ্রিয়ার্থস্য সতনোরতনোরপি।
অনিচ্ছতোপি সম্পন্না মুক্তিরর্থবশাত্তব ॥ ২০ ॥
উচ্চৈঃ পদায় পরয়া প্রজ্ঞয়া বাসনাগণাৎ।
পুষ্পাদ্গন্ধমিবোদারং চেতোরাম পৃথক্ কুরু ॥ ২১ ॥
সংসারাম্বুনিধাবস্মিন্ বাসনাম্বুপরিপ্লুতে।
যে প্রজ্ঞানাবমারূঢ়াস্তে তীর্ণা বুড়িতাঃ পরে ॥ ২২ ॥
ক্ষুরধারাগ্রনিতয়া ধিয়া পরমধীরয়া।
প্রবিচার্য্যাত্মনস্তত্ত্বং ততঃ স্বপদমাবিশ ॥ ২৩ ॥

করোতু ন করোতু বা ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থে মমতাত্যাগলক্ষণং গুণমুপদিশন্নাত্মানুপপাদয়তি মমেতি। অমগ্নঃ সন্নিতি পুংত্বং ছান্দসম্। স্বমজ্জঃ সন্ ইতি পাঠে তু ত্বং অজ্ঞবৎ মনঃ মা নিমজ্জয়েত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্বস্য জীবন্মুক্ততাপ্রাপ্তিপ্রত্যয়ে লিঙ্গমাহ যদেতি। ন স্বদতে অনর্থহেতুত্বাপ্রতিসন্ধানেপি স্বত এব ন রোচতে ॥ ১৯ ॥

আ অস্বাদিতেতি চ্ছেদঃ। আ সমন্তাৎ ঐহলৌকিকাঃ পারলৌকিকাশ্চ অস্বাদিতাঃ অরুচিবিষয়ীকৃতা ইন্দ্রিয়ার্থা বিষয়া যস্য ধীরস্য সতনোর্ব্যুত্থানে দেহভানবতঃ। অতনোঃ সমাধিনা তদ্রহিতস্যাপি। অর্থবশাৎ অনায়াসেনেতি যাবৎ ॥ ২০ ॥

তস্যা জীবন্মুক্তৌ বাসনাভ্যশ্চিত্তস্য নিষ্কর্ষ এব মুখ্যং সাধনমিত্যাহ উচ্চৈঃ পদায়েতি। উদারং বিবেকবৈরাগ্যোৎকৃষ্টং চেতো মনঃ ॥ ২১ ॥

বুড়িতা নিমগ্নাঃ ॥ ২২ ॥

কীদৃশী সা মজ্জা নৌ স্তাং দর্শয়তি ক্ষুরধারেতি। বিবেকবৈরাগ্যা-

যথা তত্ত্ববিদঃ প্রাজ্ঞা জ্ঞানবৃংহিতচেতসঃ।
বহরন্তি তথা রাম বিহর্ত্তব্যং ন মূঢ়বৎ॥ ২৪॥
জীবন্মুক্তা মহাত্মানো নিত্যতৃপ্তা মহাধিয়ঃ।
আচারৈরনুগন্তব্যা ন ভোগকৃপণাঃ শঠাঃ॥ ২৫॥
ন ত্যজন্তি ন বাঞ্ছন্তি ব্যবহারং জগদ্গতম্।
সর্ব্বমেবানুবর্ত্তন্তে পারাবারবিদোজনাঃ॥ ২৬॥
প্রভাবস্যাভিমানস্য গুণানাং যশসঃ শ্রিয়ঃ।
ন ক্বচিৎ কৃপণা লোকে মহান্তস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ২৭॥
সুশূন্যেপি ন খিদ্যন্তে দেবোদ্যানে ন সঙ্গিনঃ।
নিয়তিঞ্চ ন মুঞ্চন্তি মহান্তোভাস্করা ইব॥ ২৮॥
বিগতেচ্ছা যথাপ্রাপ্ত-ব্যবহারানুবর্ত্তিনঃ।
বিচরন্তি সমুন্নদ্ধাঃ স্বস্থা দেহরথে স্থিতাঃ॥ ২৯॥
ত্বমপি প্রাপ্তবান্ রাম বিবেকমিমমাততম্।
প্রজ্ঞাবলেন চানেন জ্ঞানে স্বস্থোসি সুন্দর॥ ৩০॥

দিতীক্ষাকৃতয়েত্যর্থঃ। ধীরয়া দ্বন্দ্বসহনে ধৈর্য্যবত্যা॥ ২৩॥ ২৪॥

শঠাঃ স্বপরবঞ্চকাঃ॥ ২৫॥

পারং ব্রহ্মতত্ত্বমবারং জগত্তত্ত্বং তদ্বিদঃ॥ ২৬॥

নন্থ বিদুষামপি ক্বচিৎ কার্পণ্যং স্যাদেত্যাহ প্রভাবস্যেতি। প্রভাবো বিদ্যাতপঃপরাক্রমাদ্যুৎকর্ষঃ। গুণা দাক্ষ্যকুলশীলাদয়ঃ। শ্রিয়ঃ সম্পদঃ। এতেষাং হি বিষয়ে লোকে কার্পণ্যং প্রসিদ্ধম্। তত্ত্বদর্শিনঃ প্রভাবাদীনাং মিথ্যাত্বাদপুরুষার্থতাদর্শিনঃ॥ ২৭॥

সুশূন্যে সর্ব্বনাশেপি। দেবোদ্যানে সর্ব্বকামসমৃদ্ধনন্দনাদাবপি ন সঙ্গিনো নাসক্তাঃ। নিয়তিং শাস্ত্রমর্য্যাদাম্। ভাস্করপক্ষে সুশূন্যে আকাশে। নিয়তিং স্বমার্গমর্য্যাদাম্॥ ২৮॥

সমুন্নদ্ধাঃ "বিজ্ঞানসারথির্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তসাধন-সন্নদ্ধাঃ॥ ২৯॥

ময়ি তত্ত্বিদে গুণাঃ সন্তি ন বেতি সন্দেহকাতরং রামমাশ্বাসয়তি

স্পষ্টাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নিশ্মানো গতমৎসরঃ ।
বিহরাস্মিন্ ভুবঃ পীঠে পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৩১ ॥
স্বস্থং সর্ব্বেহিতত্যাগী দূরালোকনবাঞ্ছনঃ ।
পরাং শীতলতামন্তরাদায় বিহরানঘ ॥ ৩২ ॥

বাল্মীকিরুবাচ ।

ইত্থং গিরা বিমলয়া বিমলাশয়স্য
রামো মুনেঃ সপদি মৃষ্ট ইবাবভাসে ।
জ্ঞানামৃতেন মধুরেণ বিরাজিতান্তঃ
পূর্ণঃ শশাঙ্ক ইব শীতলতাং জগাম ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠে মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জীবন্মুক্তস্থিতিগুণবর্ণনং নাম
ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

স্পষ্টামিতি ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

দূরাৎ আলোকনবাসনা বিষয়কৌতুকদর্শনেচ্ছা যস্য তথাবিধো ভূত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

উপদিষ্টার্থগ্রহণস্থানাং রামস্যান্তঃস্বাস্থ্যোদয়াবিভাবং বাল্মীকিরাহ ইত্থমিতি । বিমলাশয়স্য মুনের্বশিষ্ঠস্যৈবমুক্তপ্রকারয়া গিরা রামো মৃষ্টঃ পরিমার্জ্জিতো-দর্পণ ইব আ বভাসে । জ্ঞানামৃতেন বিরাজিতান্তঃকরণঃ সম্পূর্ণঃ শশাঙ্ক ইব শীতলতাং তাপত্রয়োপশান্তিং জগাম প্রাপ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

—()*()—

রাম উবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্ববেদাঙ্গপারগ ।
আশ্বস্ত ইব তিষ্ঠামি শুদ্ধাভির্ভবদুক্তিভিঃ ॥ ১ ॥
উদারাণি বিবিক্তানি পেশলান্যুদিতানি চ ।
শ্রোতুং তৃপ্তিং ন গচ্ছামি বচাংসি বদতস্তব ॥ ২ ॥
জাত্যা রাজসসাত্ত্বিক্যাঃ কথনাবসরান্তরে ।
উৎপত্তির্ভবতা প্রোক্তা শাস্ত্রৈঃ কমলজন্মনঃ ॥ ৩

বশিষ্ঠ উবাচ ।

বহূনি ব্রহ্মলক্ষাণি শঙ্করেন্দ্রশতানি চ ।
নারায়ণসহস্রাণি সমতীতানি রাঘব ॥ ৪ ॥
অন্যেষু চ বিচিত্রেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু চ ভূরিশঃ ।
নানাচারবিহারাণি বিহরন্তি সহস্রশঃ ॥ ৫ ॥

অতীতা ভাবিনঃ সন্তো ব্রহ্মব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ ।
দেবাদ্যাশ্চাত্র বর্ণ্যন্তে নিয়তা নিয়তক্রমাঃ ॥ ১ ॥

আশ্বস্তঃ অপনীতভারাধ্বক্লচ্ছ্রমঃ পুরুষ ইব ॥ ১ ॥

উদারাণ্যুত্তমভূর্য্যর্থপ্রদানি। বিবিক্তানি বর্ণপদবাক্যপ্রকরণভেদৈর্ব্যক্তানি। পেশলানি বিচিত্রকথাযুক্তিসন্দর্ভচতুরাণি। উদিতানি আত্মতত্ত্বপ্রকাশকত্বেন হৃদয়পদ্মবিকাসকত্বেন চ সূর্য্যাদিবদুদ্গতানি ॥ ২ ॥

এবং প্রশংসয়া গুরুমুৎসাহ্য প্রাসঙ্গিকং ব্রহ্মাদিদেবতৈশ্বর্য্যতত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি জাত্যা ইতি। রাজসসাত্ত্বিক্যা জাত্যাঃ জীবজাতেঃ কথনাবসরে ভবতা শাস্ত্রৈর্নানাবিধসৃষ্টিপ্রতিপাদকশ্রুতিপুরাণাদিপ্রমাণৈঃ কমলজন্মন উৎপত্তির্যা প্রোক্তা প্রস্তুতাং তাং স্ফুটং বর্ণয়েতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

বহূনীত্যস্য সর্ব্বত্র সম্বন্ধাৎ শতসহস্রাদিপদান্যপ্যনন্তপরাণি ॥ ৪ ॥

ভূরভূন্মৃন্ময়ী কাচিৎ কাচিদাসীদ্দৃষন্ময়ী।
আসান্ধেমময়ী কাচিৎ কাচিত্তাম্রময়ী তথা॥ ১২॥
ইহৈব কানি চিত্রাণি জগন্ত্যন্যান্যথান্যথা।
অন্যান্যেকৈকলোকানি নির্ম্মহাংস্যপি কানিচিৎ॥ ১৩॥
অনন্তানি জগন্ত্যস্মিন্ ব্রহ্মতত্ত্বমহাম্বরে।
অম্ভোধিবীচিজলবন্নিমজ্জন্ত্যুদ্ভবন্তি চ॥ ১৪॥
যথা তরঙ্গা জলধৌ মৃগতৃষ্ণা মরৌ যথা।
কুসুমানি যথা চূতে তথা বিশ্বশ্রিয়ঃ পরে॥ ১৫॥
ভানোর্গণয়িতুং শক্যা রশ্মিষু ত্রসরেণবঃ।
আলোলবপুষোব্রহ্ম তত্ত্বেন জগতাং গণাঃ॥ ১৬॥
যথা মশকজালানি বর্ষাদিষ্বাকুলানি তু।
উৎপত্যোৎপত্য নশ্যন্তি তথেমা লোকসৃষ্টয়ঃ॥ ১৭॥
ন চ বিজ্ঞায়তে কস্মাৎ কালাৎ প্রভৃতি চাগতাঃ।
নিত্যাগমাপায়পরা এতাঃ সর্গপরম্পরাঃ॥ ১৮॥
অনাদিমত্যোবিরতং প্রস্ফুরন্তি তরঙ্গবৎ।
পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বং কিলাভূবংস্ততঃ পূর্ব্বতরং যথা॥ ১৯॥
ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়ন্তে সসুরাসুরমানবাঃ।

প্রাচুর্য্যে ময়ট্॥ ১২॥

ইহাস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে এব কানি কিয়ন্তি চিত্রাণ্যাশ্চর্য্যাণি। অথ অন্যান্যপি জগন্তি ব্রহ্মাণ্ডানি অন্যথা অন্যৈঃ প্রকারৈঃ। বহ্বাশ্চর্য্যাণীত্যর্থঃ। একৈক এব সূর্য্যাদিবল্লোক আলোকঃ প্রকাশাত্মা যেষু নির্ম্মহাংসি নিষ্প্রকাশানি॥ ১৩॥

নিমজ্জন্তি লীয়ন্তে॥ ১৪॥ ১৫॥

আলোলবপুষশ্চঞ্চলাঃ॥ ১৬॥ ১৭॥

তেষাং সর্গাণাং প্রবাহানাদিতামাহ ন চেত্যাদিনা। নিত্যমেব আগমাপায়াবাবির্ভাবতিরোভাবৌ তৎপরাঃ॥ ১৮॥ ১৯॥

সরিত্তরঙ্গভঙ্গ্যেব সমস্তা ভূতজাতয়ঃ ॥ ২০ ॥
যথেদমণ্ডং বৈরিঞ্চ্যং তথা ব্রহ্মাণ্ডপংক্তয়ঃ।
যাঃ সহস্রাঃ পরিক্ষীণা নাড়িকা বৎসরেষ্বিব ॥ ২১ ॥
অন্যাঃ সম্প্রতি বিদ্যন্তে বর্ত্তমানশরীরকাঃ।
প্রান্তে ব্রহ্মপুরস্থাস্য বিততে ব্রহ্মণঃ পদে ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মণ্যন্যা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্ম্যোব্রহ্মপুরশ্রিয়ঃ।
পুনস্তাশ্চ বিনংক্ষ্যন্তি ভূত্বা ভূত্বা যথা গিরঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মণ্যন্যা ভবিষ্যন্ত্যঃ স্থিতাঃ সর্গপরম্পরাঃ।
ঘটা ইব মৃদোরাশাবঙ্কুরে পল্লবা ইব ॥ ২৪ ॥
যাবৎ ব্রহ্মচিদাকাশে তথা ত্রিভুবনশ্রিয়ঃ।
স্ফারাকারবিকারাঢ্যাঃ প্রেক্ষ্যমাণা ন কিঞ্চন ॥ ২৫ ॥
উন্মজ্জন্ত্যো নিমজ্জন্ত্যো ন সত্যা নাপ্যসচ্ছ্রিয়ঃ।

সরিত্তরঙ্গাণাং ভঙ্গ্যা রীত্যা ॥ ২০ ॥

সহস্রাঃ সহস্রশঃ নাড়িকা ঘটিকাঃ ॥ ২১ ॥

সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাং লীলোপাখ্যানোক্তরীত্যা হৃদয়াকাশস্থে ব্রহ্মণ্যেব কল্পনামিত্যাহ অন্যা ইতি। অন্যা ব্রহ্মাণ্ডপংক্তয়ঃ। সম্প্রতি ইদানীমপি। অস্য ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানত্বাৎ ব্রহ্মপুরস্য শরীরস্য প্রান্তে হৃদয়পুণ্ডরীকদেশে স্থিতে বিততে অনন্তাবস্তীর্ণে ব্রহ্মণঃ পদে ব্রহ্মণি বর্ত্তমানশরীরকাঃ পরিবর্ত্তমানমূর্ত্তয়ঃ সত্যো বিদ্যন্তে। অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মপুরোপলক্ষিতহৃদয়াকাশস্য শ্রিয়ঃ শোভাভূতাঃ ব্রাহ্ম্যো ব্রহ্মনির্ম্মিতা ব্রহ্মাণ্ডপংক্তয়ঃ। যথা গিরো ধ্বনিভেদা আকাশে ভূত্বা ভূত্বা নশ্যন্তি তদ্বৎ ॥২৩ ॥

দৃষ্টান্তান্তরোক্ত্যাথমুক্তমেবাহ ব্রহ্মণীতি ॥ ২৪ ॥

যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানেন প্রেক্ষমাণা ন কিঞ্চনেতি বাধ স্তাবৎ কালং ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

জড়ারম্ভাঃ মূর্ত্তৈরধ্যস্তাঃ। বিতন্বন্ত্যো বিস্তীর্য্যমাণাঃ। খ-লতা ব্যোমলতা ইব ॥ ২৬ ॥

জড়ারম্ভা বিতম্বন্ত্যস্তা এব খলতা ইব ॥ ২৬ ॥
তরঙ্গসমধর্ম্মিণ্যো দৃষ্টনষ্টশরীরকাঃ।
সর্ব্বাসাং সৃষ্টিরাশীনাং চিত্রাকারবিচেষ্টিতাঃ॥ ২৭ ॥
চিত্রাকারবিকারাশ্চ চিত্ররূপা হি সৃষ্টয়ঃ।
ব্যতিরিক্তা ন সর্ব্বেষাং সমস্তাঃ সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৮ ॥
তত্ত্বজ্ঞবিষয়ে রাম সলিলাদিব বৃষ্টয়ঃ।
আয়ান্তি সৃষ্টয়োদেবাজ্জলদাদিব বৃষ্টয়ঃ ॥ ২৯ ॥
ব্যতিরিক্তা ন সর্ব্বেষাং সমস্তাঃ সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ।
ব্যতিরিক্তা দ্রবাম্ভোধিস্বাষ্ঠীলাঃ শাল্মলেরিব ॥ ৩০ ॥
ইহ সৃষ্টিষু পুষ্টাসু নিকৃষ্টাসু চ রাঘব।
পরমাম্ভসোজাতাস্তন্মাত্রমলমালিকা ॥ ৩১ ॥
কদাচিৎ প্রথমং ব্যোম প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্মা ব্যোমজোসৌ প্রজাপতিঃ ॥ ৩২ ॥

সৃষ্টিরাশীনাং স্বান্তর্গতসৃষ্টিসমষ্টিভূতানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সৃষ্টয়শ্চিত্রাকারাণি বিচেষ্টিতানি তদন্তর্গতপ্রাণিচেষ্টা যাসাং তাঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সমস্তাঃ সৃষ্টিদৃষ্টয়স্তত্ত্বজ্ঞবিষয়ে সলিলাৎ বৃষ্টয় ইব ন ব্যতিরিক্তা ইতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অতত্ত্বজ্ঞদৃষ্ট্যা তু জলদাৎ বৃষ্টয় ইব দেবাৎ তটস্থেশ্বরাদায়ান্তি ॥ ২৯ ॥

পরমার্থতস্তু অজ্ঞানাং তত্ত্ববিদাঞ্চ সর্ব্বেষাং ন ব্যতিরিক্তাঃ। মূলকৃষ্টানি দ্রবরূপাণি ভূমেরম্ভাংসি ধারয়ন্তীতি দ্রবাম্ভোধয়ঃ শিরাস্তাশ্চ স্বাঃ স্বীয়াস্ত্বক্ষীনাটপত্রাদয়শ্চ অষ্ঠীলা দারুবীজাদিগ্রন্থয়শ্চ শাল্মলের্ব্বৃক্ষাৎ যথা ন ব্যতিরিক্তাস্তদ্বৎ ॥ ৩০ ॥

পুষ্টাসু স্থূলভূতারব্ধাসু দেহাদিষু নিকৃষ্টাসু সূক্ষ্মভূতারব্ধাস্বিন্দ্রিয়াদিষু চ পরমাম্ভসঃ অব্যাকৃতাকাশাজ্জাতাঃ ভূতসূক্ষ্মাখ্যপঞ্চতন্মাত্রলক্ষণস্য মায়ামলস্য সূত্রস্থানীয়স্য স্ফটিকরুদ্রাক্ষগ্রথিতা মালিকা ইব সর্ব্বভাবা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

কদাচিৎ পদ্মজোব্রহ্মেতি যদুক্তং তত্র যথাযোগং পঞ্চীকরণোত্তরভাবিস্থূলব্যোমাদীনাং প্রথমাবির্ভাবক্রমোনিয়ামক ইত্যাহ কদাচিদিত্যাদিনা।

কদাচিৎ প্রথমং বায়ুঃ প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্মা বায়বোঽসৌ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৩ ॥
কদাচিৎ প্রথমং তেজঃ প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে কর্ত্তা তৈজসোঽসৌ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৪ ॥
কদাচিৎ প্রথমং বারি প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্মা বারিজোঽসৌ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৫ ॥
কদাচিৎ প্রথমং পৃথ্বী স্ফারতামধিগচ্ছতি।
ততঃ প্রজায়তে ব্রহ্মা পার্থিবোঽসৌ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৬ ॥
ইদং চত্বারি সম্পীড্য পঞ্চমং বর্দ্ধতে যদা।
তদা তজ্জাত এবৈষ কুরুতে জাগতীং ক্রিয়াম্ ॥ ৩৭ ॥
কদাচিদম্বু বায়ৌ বা স্ফুরত্যারে বাপি তেজসি।
স্বয়ং সম্পদ্যতেঽকস্মাৎ পুমান্ প্রতিবিভাবিতঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্মাৎ [illegible] কদাচিজ্জায়তে পদাৎ।
কদাচিৎ [illegible] পৃষ্ঠাৎ বা কদাচিল্লোচনাৎ করাৎ ॥ ৩৯ ॥

[illegible] ॥ ৩৩ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

ইত্যাদি [illegible] প্রধানভাবে [illegible] ইদমিতি।
ইদং [illegible] চত্বারি ভূতচতুষ্টয়ং সম্পীড্য স্বাংশোপগ্রহণেন তিরো-
ভূতমিব কৃত্বা পঞ্চমং যদেব ভূতং যদা বর্দ্ধতে তদা তজ্জাত এবৈষ ব্রহ্মা
জাগতীং [illegible] ক্রিয়াং কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সর্কেষাং পঞ্চভূতকার্য্যতয়া পঞ্চাত্মকত্বে তদুদ্ভবস্য প্রজাপতেঃ কথমে-
কৈকভূতব্যপদেশ ইতি চেৎ বৈশেষ্যাদিতি ন্যায়েনেত্যাহ কদাচিদিতি।
স্ফুরারে অধিকভাগবতি সতি তদুপাধিঃ পুমান্ প্রজাপতিঃ প্রকৃত্যা পূর্ব্বো-
পাসনক্রমানুসারিস্বভাবেন ভাবিতো বাসিতঃ স্বয়মেব আপবো বায়ুজস্তৈজস
ইত্যাদ্যাকারেণাঽকস্মাৎ অতর্কিতভাবেন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্য দেহাবয়বেভ্যঃ সর্গপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি তস্মেতি। অথানন্তরম্। শব্দো
নামরূপয়োরপ্যুপলক্ষণম্। তথা মুখাদ্যবয়বেভ্যো ব্রাহ্মণাদিশব্দাঃ সহার্থৈ-

কদাচিৎ পুরুষস্যাস্য নাভৌ পদ্মং প্রজায়তে।
তস্মিন্ সম্বর্দ্ধতে ব্রহ্মা পদ্মজোসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪০ ॥
মায়েয়ং স্বপ্নবদ্ভ্রান্তির্মিথ্যারচিতচক্রিকা।
মনোরাজ্যমিবালোল সলিলাবর্ত্তসুন্দরী ॥ ৪১ ॥
কিমিবাস্যাং বদ জ্ঞপ্তৌ কথং সম্ভবতীহ তে।
কচিৎ বালমনোরাজ্যমিদং পর্য্যনুযুজ্যতে ॥ ৪২ ॥
কদাচিদম্বরে শুদ্ধে মনস্তত্ত্বানুরঞ্জনাৎ।
সৌবর্ণং ব্রহ্মগর্ভঞ্চ স্বয়মণ্ডং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥
কদাচিদেব পুরুষো বীর্য্যং সৃজতি বারিণি।
তস্মাৎ প্রজায়তে পদ্মং ব্রহ্মাণ্ডমথবা মহৎ ॥ ৪৪ ॥
তস্মাৎ প্রজায়তে ব্রহ্মা কদাচিদ্ভাস্করোপ্যসৌ।
কদাচিদ্বরুণো ব্রহ্মা কদাচিদ্বায়ুরণ্ডজঃ ॥ ৪৫ ॥

যথাযোগং জায়ন্তে। ব্রহ্মণোস্য মুখমাসীদিত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। অংশাৎ পুরোভাগাৎ। পৃষ্ঠাৎ পশ্চাদ্ভাগাৎ ॥ ৩৯ ॥

অস্যৈব নারায়ণাখ্যস্য পুরুষস্য। ততঃ তস্যৈব পদ্মে জন্মবশাৎ পদ্মজাখ্যেত্যাহ তস্মিন্নিতি ॥ ৪০ ॥

সতস্তত এব তস্য কথং জন্ম ঘটতামিতি পর্য্যনুযুঞ্জানং রামং প্রত্যাহ মায়েয়মিতি ॥ ৪১ ॥

যদি সতঃ পুরুষস্য স্বনাভিপদ্মে জন্ম ন সম্ভবতি তর্হি অস্যাং অসঙ্গাদ্বিতীয়ায়াং জ্ঞপ্তৌ ব্রহ্মণি তে তব কিমিব দ্বিতীয়ং জগদ্রূপং সম্ভবতি কথঞ্চ সম্ভবতি তদ্বদেত্যর্থঃ। তথাচ তব পর্য্যনুযোগোবালমনোরাজ্যপর্য্যনুযোগসম এবেত্যাহ কচিদিতি। কাকুঃ ॥ ৪২ ॥

পদ্মজোৎপত্তিবৎ ব্যোমজোৎপত্তিমপি মনসোঽচিন্ত্যরচনাশক্তিমবলম্ব্য সমর্থয়তি কদাচিদিতি ॥ ৪৩ ॥

পদ্মং ভূপদ্মম্ ॥ ৪৪ ॥

ভাস্করঃ প্রাকল্পে স্রষ্ট্যাধিকারস্থোঽস্মিন্ কল্পে ব্রহ্মা ভবতি। এবং বরুণাদয়োপি ॥ ৪৫ ॥

এবমন্তর্বিহীনাসু বিচিত্রাস্বিহ সৃষ্টিষু।
বিচিত্রোৎপত্তয়ো রাম ব্রহ্মণো বিবিধা গতাঃ ॥ ৪৬ ॥
নিদর্শনার্থং সৃষ্টেস্তু ময়ৈকস্য প্রজাপতেঃ।
ভবতে কথিতোৎপত্তির্ন তত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৭ ॥
মনোবিজৃম্ভণমিদং সংসার ইতি সংস্মৃতম্।
সম্বোধনায় ভবতঃ সৃষ্টিক্রম উ[illegible]ত ॥ ৪৮ ॥
সাত্ত্বিকীপ্রভৃতয়ো যাশ্চ জাতয়শ্চেহ বর্ণিতাঃ।
ইতি তে কথনায়ৈষ সৃষ্টিক্রম উদাহৃতঃ ॥ ৪৯ ॥
পুনঃ সৃষ্টিঃ পুনর্নাশঃ পুনর্দুঃখং পুনঃ সুখম্।
পুনরজ্ঞঃ পুনস্তজ্জ্ঞো বন্ধমোক্ষদৃশঃ পুনঃ ॥ ৫০ ॥
পুনঃ সৃষ্টিকরাতীত বীতস্নেহদৃশঃ পুনঃ।
দীপা ইব কৃতালোকাঃ প্রশাম্যন্তি জ্বলন্তি চ ॥ ৫১ ॥
দেহোৎপত্তৌ বিনাশে চ দীপানাং ব্রহ্মণামপি।
কালেনাধিকতাং ত্যক্ত্বা নাশে ভেদো ন কশ্চন ॥ ৫২ ॥

অন্তঃ প্রত্যগাত্মনি বিহীনাসু অসতীষু। ব্রহ্মণঃ প্রস্তুতহিরণ্যগর্ভস্য বিচিত্রা উৎপত্তয়ো গতাঃ। ব্রহ্মণ ইতি পাঠঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৬ ॥

একস্যেদং বর্ণনং অন্যেষামপি স্থালীপুলাকন্যায়েন নিদর্শনার্থমিত্যাহ নিদর্শনেতি ॥ ৪৭ ॥

সংস্মৃতং সিদ্ধান্তঃ। সংবোধনায় সম্যক্ বোধনায় ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্ববর্ণিতা জীবজাতিভেদা অপি নিদর্শনার্থমেবেত্যাহ সাত্ত্বিকীতি। সৃষ্টিক্রমবর্ণনমপি এতদর্থমেবেত্যাহ ইতীতি ॥ ৪৯ ॥

যাবদেতন্মনঃ সমূলং নোন্মূল্যতে তাবৎ সংসারপরম্পরায়াঃ কদাপ্যনুপরম ইতি দর্শয়তি পুনঃ সৃষ্টিরিত্যাদিনা। মোক্ষদৃশো মোক্ষাস্তিত্বকল্পনাঃ ॥ ৫০ ॥

অতীতেষু বর্ত্তমানাগামিপ্রিয়েষু বীতেষ্বতীতপ্রিয়েষু স্নেহদৃশঃ ॥ ৫১ ॥

নন্ দীপা অল্পকালস্থায়িনো দ্বিপরার্দ্ধায়ুষাং ব্রহ্মাদিশরীরাণাং কথমুপমাস্তত্রাহ দেহোৎপত্তাবিতি। দীপপক্ষে দেহোৎপত্তিশ্চম্পককলিকাকারসংস্থান-

পুনঃ কৃতং পুনস্ত্রেতা পুনঃ সদ্বাপরঃ কলিঃ।
পুনরাবর্ত্ততে সর্ব্বং চক্রাবর্ত্ততয়া জগৎ ॥ ৫৩ ॥
পুনর্ম্মন্বন্তরারম্ভাঃ পুনঃ কল্পপরম্পরাঃ।
পুনঃ পুনঃ কার্য্যদশাঃ প্রাতঃ প্রাতরহোযথা ॥ ৫৪ ॥
লোকালোককলাকাল কলনাকলিতান্তরম্।
পুনঃ পুনরিদং সর্ব্বং ন কিঞ্চন পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৫ ॥
অনাহতে প্রতপ্তে য়ঃ পিণ্ডেনলকণা ইব।
ইমে ভাবাঃ স্থিতা নিত্যং চিদাকাশে স্বভাবতঃ ॥ ৫৬ ॥
কদাচিদনভিব্যক্তং কদাচিদ্ব্যক্তিমাগতম্।
ইদমস্তি পরে তত্ত্বে সর্ব্বং বৃক্ষ ইবার্ত্তবম্ ॥ ৫৭ ॥
চিৎস্পন্দ এব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৈবেদৃশাকৃতিঃ।
যদস্মাজ্জায়তে সর্গো দ্বীন্দুত্বমিব লোচনাৎ ॥ ৫৮ ॥
চিতঃ সর্ব্বাঃ সমায়ান্তি সন্ততাঃ সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ।
তৎস্থা এবাপ্যতৎস্থাভা শ্চন্দ্রাদিব মরীচয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
ন কদাচন সংসারঃ কিলায়ং রাম সৎ সদা।
সর্ব্বশক্তাবসংসার শক্তিতা বিদ্যতে যতঃ ॥ ৬০ ॥

নিষ্পত্তিঃ। উৎপত্তিনাশৌ আদ্যন্তক্ষণিকভাববিকারৌ নাশত্বনাদ্যন্তয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োরসত্ত্বমিতি ন পৌনরুক্তম্ ॥ ৫২ ॥

চক্রমিবাবর্ত্তত ইতি চক্রাবর্ত্তস্তদ্ভাবেন ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

লোকালোকৌ দিনরাত্রী কলাস্ত্রিংশৎকাষ্ঠাত্মকোমুহূর্ত্তদ্বাদশভাগস্ত ক্ষণস্ত ত্রিংশোভাগস্তদবটিতাভিঃ প্রাণ্যায়ুঃকালকলনাভিঃ কলিতাঃ পরিচ্ছিন্না আন্তরাঃ সর্ব্বপদার্থা যস্মিন্ ॥ ৫৫ ॥

অনাহতে শিলাদ্যাঘাতরহিতে। স্বভাবতোমায়াবীজস্বভাবাৎ ॥ ৫৬ ॥

আর্ত্তবং তত্তদৃতুভবং ফলপুষ্পাদীব ॥ ৫৭ ॥

চিৎস্পন্দ শ্চিদ্বিবর্ত্তঃ। দ্বীন্দুত্বমিন্দুদ্বিত্বম্ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

অসংসারশক্তিতা অসংসারস্বভাবতা অসঙ্গাদ্বিতীয়স্বভাবতেতি যাবৎ।

অবিনাশি জগৎ সর্ব্বমিত্যপ্যবিতথোপমম্ ॥ ৬৭ ॥
ন তদস্তি ন যৎ তস্মিন্নেকস্মিন্ বিততাত্মনি।
সঙ্কল্পকলনাজালমনাখ্যে নোপপদ্যত ॥ ৬৮ ॥
পুনঃ পুনরিদং সর্ব্বং পুনর্ম্মরণজন্মনী।
পুনঃ সুখং পুনর্দ্দুঃখং পুনঃ করণকর্ম্মণী ॥ ৬৯ ॥
পুনরাশাঃ পুনর্ব্ব্যোম পুনরম্ভোধরোদ্রয়ঃ।
অভ্যুদেতি পুনঃ সৃষ্টিঃ খবদর্কপ্রভা যথা ॥ ৭০ ॥
পুনর্দ্দৈত্যাঃ পুনর্দ্দেবাঃ পুনর্লোকান্তরক্রমাঃ।
পুনঃ স্বর্গাপবর্গেহাঃ পুনরিন্দ্রঃ পুনঃ শশী ॥ ৭১ ॥
পুনর্নারায়ণোদেবঃ পুনর্দ্দনুসুতাদয়ঃ।
পুনরাশাচলচ্চারু চন্দ্রার্কবরুণানিলাঃ ॥ ৭২ ॥
সুমেরুকর্ণিকাকান্তা সহ্যকেসরশালিনী।
পূর্ণা স্ফীতোদরোদেতি রোদসীনলিনী পুনঃ ॥ ৭৩ ॥
ব্যোমকাননমাক্রম্য বল্গত্যংশুনখোৎকরৈঃ।

এবং চন্দ্রার্কাদিস্ফীতালোকাসু দিক্ষু পর্ব্বতভূম্যাদ্রীনাং স্থিরতাদর্শনাৎ সদৈব স্বসত্তয়া সদেব জগদিতি সাংখ্যাদিকল্পনাপ্যুপপদ্যত এবেত্যাহ সর্ব্বত্রেতি ॥ ৬৭ ॥

তথাচ ব্রহ্মণি তত্তৎসঙ্কল্পিতেষর্থেষনুপপন্নং কিমপি নাস্তি সঙ্কল্পকলনাজালমেব পরং নোপপদ্যত ইত্যাহ ন তদস্তীতি ॥ ৬৮ ॥

প্রাসঙ্গিকং সর্ব্বসম্ভবমুপপাদ্য প্রস্তুতং সর্গপৌনঃপুন্যমেব বর্ণয়তি পুনরিত্যাদিনা ॥ ৬৯ ॥

খবৎসু গবাক্ষচ্ছিদ্রবৎসু গৃহেষু একৈবার্কপ্রভা যথা নানাত্বেনোদেতি দৃশ্যতে তথা ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

পূর্ণা প্রাণিপুণ্যামোদৈর্ভোগমকরন্দৈশ্চ স্ফীতোদরা বিশালকুক্ষিঃ। দ্যাবাপৃথিব্যৌ রোদস্যৌ তল্লক্ষণা নলিনী ॥ ৭৩ ॥

বল্গতি উদগচ্ছতি ॥ ৭৪ ॥

তমঃ করিঘটা ভেত্তুং পুনর্ভাস্করকেশরী ॥ ৭৪ ॥
পুনরিন্দুশ্চলৎস্বচ্ছমঞ্জরীস্যন্দরৈঃ করৈঃ।
করোত্যমৃতমাহ্লাদি দিগ্বধূমুখমণ্ডনম্ ॥ ৭৫ ॥
পুনঃ স্বর্গতরোঃ পুণ্যক্ষয়বাতসমীরিতাঃ।
পতন্তীহ বিলূনাঙ্গাঃ পুণ্যকৃৎপুষ্পরাশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥
পুনঃ কার্য্যক্রিয়াপক্ষৈঃ সংসারারম্ভনামকম্।
কিঞ্চিৎ পটপটং কৃত্বা যাতি কালকপিঞ্জলঃ ॥ ৭৭ ॥
পুনরিন্দ্রালিকে যাতে সজ্জমাস্থায় কেবলম্।
আয়াত্যপরদেবেন্দ্রঃ ষট্পদঃ সরসীরুহম্ ॥ ৭৮ ॥
পুনঃ কালঃ কৃতাপূতং কলুষীকুরুতে কলিঃ।
স চক্রিণমিবাম্ভোধিং প্রত্যোবকরানিলঃ ॥ ৭৯ ॥
পুনঃ কালকুলালেন কৃতভূতশরাবকম্।
চক্রমাবর্ত্ত্যতে বেগাদজস্রং কল্পনামকম্ ॥ ৮০ ॥

আহ্লাদি সর্ব্বপ্রাণিসুখকরং অমৃতং করোত্যুৎপাদয়তি ॥ ৭৫ ॥

অঙ্গানি বৃন্তানি ভোগোপভোগ্যাঙ্গানি পুণ্যকৃতঃ স্বর্গিণস্তল্লক্ষণাঃ পুষ্প-রাশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

পটপটং কৃত্বা। নন্বব্যক্তানুকরণ ডাচীতি পরনিমিত্ত গতিসংজ্ঞায়াং কুগতি-প্রাদয় ইতি নিত্যং সমাসে ল্যপা ভাব্যম্। সত্যম্। কিঞ্চিদিতি বিশেষণ-দর্শনাৎ সবিশেষণানাং বৃত্তির্নেতি মহাভাষ্যোক্তের্ন সমাসঃ। কালঃ সৃষ্টি-কালস্তল্লক্ষণঃ কপিঞ্জলঃ পক্ষিবিশেষঃ ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বেন্দ্রলক্ষণে অলিকে ক্ষুদ্রভ্রমরে যাতে নিবৃত্তাধিকারে সতি। সজ্জং-নূতনতত্তন্মন্বন্তরাধিকারিদেবতাগণান্তরসম্বন্ধমৈরাবতাদ্যাস্থায়। রাজ্যমিতি পাঠে স্পষ্টম্। কেবলং পূর্ব্বদেবগণশূন্যম্ ॥ ৭৮ ॥

কৃতেন যুগেন আপূতং সর্ব্বতঃ পূতম্। কলিরধর্ম্মঃ। সচক্রিণং স্বান্তঃ-শয়ানবিষ্ণুসহিতম্। অবকিরতি পাংশুনিত্যবকরোনিলঃ লয়বায়ুঃ ॥ ৭৯ ॥

কৃতাঃ প্রাণিশরাবা যস্মিন্ ॥ ৮০ ॥

পুনর্নীরসতামেতি জগদস্তশুভস্থিতি।
অভ্যাসীভূতসঙ্কল্পং সংশুষ্কমিব কাননম্ ॥ ৮১ ॥
পুনরর্কগণেষ্বগ্নি দগ্ধানন্তকলেবরম্।
সর্ব্বভূতাস্থিসম্পূর্ণং জগদেতি শ্মশানতাম্ ॥ ৮২ ॥
পুনঃ কুলাচলাকার পুষ্করাবর্ত্তবর্ষণৈঃ।
নৃত্যদ্ভববৃহৎফেনাং যাত্যেকার্ণবতাং জগৎ ॥ ৮৩ ॥
পুনঃ সংশান্তবায়ুস্তুরিক্তং সকলবস্তুভিঃ।
তদপূর্ব্বমিবাকাশং জগদায়াতি শূন্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥
পুনঃ কতিপয়া ভুক্ত্বা সমাঃ সমরসাশয়ঃ।
জীবিতং জীর্ণয়া তন্বা পুনঃ স্বাত্মনি লীয়তে ॥ ৮৫ ॥
পুনরন্যেন কালেন তথৈব জগতাং গণান্।
মনস্তনোতি বৈ শূন্যে গন্ধর্ব্বনগরং যথা ॥ ৮৬ ॥
পুনঃ সর্গসমারম্ভঃ প্রলয়ে সর্ব্বসম্ভবঃ।
সর্ব্বং পুনরিদং রাম চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে ॥ ৮৭ ॥
কিমেতস্মিন্ মহামায়াড়ম্বরে দীর্ঘশম্বরে।
রাম সত্যমসত্যং বা নির্ণেয়ং যদিহোচ্যতে ॥ ৮৮ ॥
দাশূরাখ্যায়িকেবেয়ং রাম সংসারচক্রিকা।
কল্পনা রচিতাকারা বস্তুশূন্যা ন বস্তুতঃ ॥ ৮৯ ॥

নীরসতাং ধর্ম্মরসহীনতাম্। অভ্যাসীভূতসঙ্কল্পং যস্য যদ্বিষয়ে পূর্ব্বাভ্যাসস্তদনুগুণীভূতাঃ সঙ্কল্পা যস্মিন্ ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥

নৃত্যন্ ভবঃ সংহাররুদ্র এব শুভ্রত্বাৎ বৃহন্ ফেনো যস্যাম্ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

জীবিতঃ ভুক্ত্বা অনুভূয় ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

পুনঃ প্রলয়ে সতি সর্গসমারম্ভঃ ॥ ৮৭ ॥

দীর্ঘশম্বরে দীর্ঘভ্রমে কিং নির্ণেয়ং বিচার্য্যোত্থমিতি নিশ্চেয়ং ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। নির্ণয়মিতি পাঠে নির্যুক্তিকমিত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

উক্তেহর্থে দাশূরাখ্যায়িকামুদাহরিষ্যামীত্যাশয়েনাহ দাশূরেতি ॥ ৮৯ ॥

অবিরলমিদমাততং বিকল্পৈ
রসদুদিতৈরপি তৈর্দ্বিচন্দ্রকল্পৈঃ।
বিরচিতমসতানুপপন্নসত্যং
জগদিহ তেন বিমূঢ়তা কিমুত্থা ॥ ৯০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জগন্নাসনির্ণয়মোহোপদেশো নাম
সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

যেন হেতুনা ইদং জগদসতোঽজ্ঞানাদুদিতৈঃ কল্পকৈর্বিকল্পৈরবিচ্ছিন্নপ্রবাহং যথা স্যাৎ তথা আততং তথা অসতা অবিদ্যমানেনৈব কর্ত্রা বিরচিতমনুপপন্নমনুৎপন্নমধিষ্ঠানরহিতমসত্যং যেন তথাবিধং তেন হেতুনা তে বিমূঢ়তা কিমুত্থা কস্মান্নিমিত্তাদুত্থিতা যন্নিমিত্তং ত্বং পশ্যসি তস্যাস্তত্ত্বেব বর্ত্তন্তে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞং বহির্দৃষ্টৌ ন তে নির্নিমিত্তো মোহোঽয়ং যুক্ত ইত্যুপসংহারঃ ॥৯০

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

——(*)(০)(*)——

বশিষ্ঠ উবাচ।

ক্রিয়াবিশেষবহুলা ভোগৈশ্বর্য্যহতাশয়াঃ।
নাপেক্ষন্তে যদা সত্যং ন পশ্যন্তি শঠাস্তদা॥ ১॥
যে তু পারং গতা বুদ্ধেরিন্দ্রিয়ৈর্ন বশীকৃতাঃ।
ত এনাং জাগতীং মায়াং পশ্যন্তি করবিল্ববৎ॥ ২॥
তুচ্ছান্তাং জাগতীং মায়াং দৃষ্ট্বা জীবোবিচারবান্।
অহঙ্কারময়ীং মায়াং ত্যজত্যহিরিব ত্বচম্॥ ৩॥
অসক্তাং ততোভ্যেত্য পুনারাম ন জায়তে।
ক্ষেত্রেম্বপি চিরং তিষ্ঠন্ বীজং দগ্ধমিবাগ্নিনা॥ ৪॥
আধিব্যাধিপরীতায় প্রাতর্ব্বাদ্যবিনাশিনে।
প্রযতন্তে শরীরায় হিতমজ্ঞাস্তু নাত্মনে॥ ৫॥

ভোগাদিলিপ্সাকুৎসাত্র দাশূরস্যাথ সম্ভবঃ।
প্রসন্নাচ্চানলাৎ তস্য বরপ্রাপ্তস্তমীর্য্যতে॥ ১॥

যদি ইয়ং সংসারচক্রিকা কল্পনামাত্রং যদি চ ব্রহ্মৈব তত্ত্বতোস্তি তর্হি তথা কিমিতি মেধাপ্রতিভাকৌশলশালিষ্বপি মহাজনেষু কোপি ন পশ্যতি তত্র কোহেতুরিতি চেৎ তদনপেক্ষা তদ্বিরুদ্ধভোগৈশ্বর্য্যাদ্যভিনিবেশশ্চ হেতুরিত্যাহ ক্রিয়াবিশেষেতি। ঐহিকামুষ্মিকভোগৈশ্বর্য্যোপায়ভূতৈর্লৌকিকৈর্ব্বৈদিকৈশ্চ ক্রিয়াবিশেষৈর্ব্বহুলা উপচিতকামাঃ শঠাঃ স্বপরবঞ্চকাঃ॥ ১॥

তর্হি কে পশ্যন্তি তানাহ যে ত্বিতি। মায়াগ্রহণং সত্যস্যাপ্যুপলক্ষণম্॥ ২॥

জাগতীং বাহ্যাং মমেত্যভিনিবেশহেতুভূতাম্। অহঙ্কারময়ীমান্তরীমহমিত্যভিনিবেশহেতুভূতাম্॥ ৩॥ ৪॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তস্য কারাগৃহদার্ঢ্যায়েব দেহরক্ষণায় বৃথানর্থায় চ প্রয়াসং

ত্বমপ্যজ্ঞবদজ্ঞস্য শরীরস্য সমীহিতম্।
মা সম্পাদয় দুঃখায় ভবাত্মৈকপরায়ণঃ ॥ ৬ ॥

রাম উবাচ।

দাশূরাখ্যায়িকেবেয়ং সুখসংসারচক্রিকা।
কল্পনা রচিতাকারা বস্তুশূন্যেতি কিং প্রভো ॥ ৭ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

জগন্মায়াস্বরূপস্য বর্ণনাব্যপদেশতঃ।
দাশূরাখ্যায়িকাং রাম বর্ণ্যমানাং ময়া শৃণু ॥ ৮ ॥
অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে বিচিত্রকুসুমদ্রুমঃ।
মাগধোনাম বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ জনপদোমহান্ ॥ ৯ ॥
কদম্ববনবিস্তার লীলাবলিতজঙ্গলঃ।
বিচিত্রবিহগব্যূহ সর্ব্বাশ্চর্য্যমনোহরঃ ॥ ১০ ॥
শস্যসঙ্কটসীমান্তঃ পুরোপবনমণ্ডিতঃ।
কমলোৎপলকহ্লার পূর্ণসর্ব্বসরিত্তটঃ ॥ ১১ ॥
উদ্যানদোলাবিলসৎ ললনাগেয়ঘুংঘুমঃ।
নিশোপভুক্তকুসুম নীরন্ধ্রবিশিখাবনিঃ ॥ ১২ ॥

পরমপুরুষার্থোপেক্ষাং চাত্যন্তানুচিতাং দৃষ্ট্বা তমনুশোচতি আধীতি। প্রাতঃ অদ্য বা বিনাশিনে। চতুর্থী তদর্থার্থেতি হিতশব্দযোগে চতুর্থী ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

প্রাক্প্রস্তুতাং দাশূরাখ্যায়িকাং শুশ্রূষূ রামঃ পৃচ্ছতি দাশূরেতি। বিষয়সুখার্থা সংসারচক্রিকা বস্তুশূন্যা ইতি যত্ত্বয়োক্তং তৎ কিং কীদৃশম্। যাদৃশং তথা বর্ণয়েত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বর্ণনায়াব্যপদেশত উদাহরণতয়েত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মগধানাং নিবাসো জনপদো মাগধঃ। তস্য নিবাস ইত্যণ্ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

শস্যৈঃ সঙ্কটাঃ নিবিড়িতাঃ সীমান্তাঃ গ্রামসীমাবধয়ো যস্মিন্ ॥ ১১ ॥

নিশয়া উপভুক্তৈরিব ম্লানোৎসৃষ্টৈঃ কুসুমৈর্নীরন্ধ্রা বিশিখা মন্মথশরা যস্যাং তথাবিধা অবনির্যস্মিন্ ॥ ১২ ॥

তত্রৈকস্মিন্ গিরিতটে কর্ণিকারসমাকুলে।
কদলীখণ্ডনীরন্ধ্রে নীপগুল্মবিরাজিতে॥ ১৩॥
পুষ্পৌঘস্ফূর্জ্জদনিলে কেশরারুণধূলিনি।
কারণ্ডবকৃতারাবে রসৎসরসসারসে॥ ১৪॥
তস্মিন্নগবরে পুণ্যে বিচিত্রবিহগক্রমে।
কশ্চিৎ পরমধর্ম্মাত্মা মুনিরাসীন্মহাতপাঃ॥ ১৫॥
দাশূরনামা মহতা তপোযোগেন সংযুতঃ।
কদম্বপৃষ্ঠবাস্তব্যো বীতরাগোমহামতিঃ॥ ১৬॥

রাম উবাচ।

অসৌ তপস্বী ভগবন্ বিপিনে কেন হেতুনা।
কথং চাপ্যবসৎ পৃষ্ঠে কদম্বস্য মহাতরোঃ॥ ১৭॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শরলোমেতি বিখ্যাতঃ পিতা তস্য বভূব হ।
রামাপর ইব ব্রহ্মা তস্মিন্নেবাবসদ্গিরৌ॥ ১৮॥
তস্যাসাবেকপুত্রোভূৎ কচোদেবগুরোরিব।
তেন সার্দ্ধং স পুত্রেণ নীতবান্ জীবিতং বনে॥ ১৯॥
অথাসৌ শরলোমাত্র ভুক্ত্বা যুগগণং যযৌ।

তত্র তস্মিন্ জনপদে। নীপৈঃ কদম্বৈরন্যৈশ্চ গুল্মৈর্ব্বিরাজিতে॥ ১৩॥
পুষ্পেষু ওঘৈঃ প্রবাহৈঃ স্ফূর্জ্জন্তো ধ্বনন্তোঽনিলা যস্মিন্। রসন্তঃ সরসাঃ সানুরাগাঃ সারসা যস্মিন্॥ ১৪॥ ১৫॥
তপঃসহিতেন যোগেন। কদম্বপৃষ্ঠে কদম্বাগ্রে বসতীতি বাস্তব্যঃ। বসেস্তব্যৎ কর্ত্তরি ণিচ্চেত্যনুশাসনাৎ॥ ১৬॥
কথং কেন প্রভাবেন প্রকারেণ চ॥ ১৭॥ ১৮॥
জীবিতমায়ুর্নীতবান্॥ ১৯॥
যুগগণং অয়নযুগলাত্মকবৎসরগণং সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বগণং বা ভুক্ত্বা অনুভূয়॥ ২০॥

ত্যক্তদেহঃ স্বরাগারং মুক্তনীড়ঃ খগো যথা ॥ ২০ ॥

এক এব বনে তস্মিন্ দাশূরঃ প্ররুরোদ হ।

দশাপনীতপিতৃকঃ করুণং কুররো যথা ॥ ২১ ॥

মাতাপিতৃবিয়োগেন শোকসন্তাপিতাশয়ঃ।

ম্লানিমভ্যাযযৌ নূনং হেমন্ত ইব পঙ্কজম্ ॥ ২২ ॥

বালোসাবতিদীনাত্মা বনদেবতয়া বনে।

ইত্থমাশ্বাসিতো রাম তদাঽদৃশ্যশরীরয়া ॥ ২৩ ॥

ঋষিপুত্র মহাপ্রাজ্ঞ কিমজ্ঞ ইব রোদিষি।

সংসারস্য ন কস্মাৎ ত্বং স্বরূপং বেৎসি চঞ্চলম্ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বদৈবেদৃশী সাধো সংসারে সংস্থিতিশ্চলা।

জায়তে জীব্যতে পশ্চাদবশ্যঞ্চ বিনশ্যতি ॥ ২৫ ॥

যদ্যৎ কিঞ্চিদ্দৃশ্যদৃশি ব্রহ্মাদিকমিদং মুনে।

গন্তব্যস্তেন সর্ব্বেণ বিনাশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥

তদর্থং মা কৃথা ব্যর্থং বিষাদং মরণে পিতুঃ।

অবশ্যভাব্যস্তময়ো জাতস্যাহর্পতেরিব ॥ ২৭ ॥

অশরীরামিতি শ্রুত্বা গিরমারক্তলোচনঃ।

এক এবেত্যুক্ত্যা মাতা পিতরমখগাদিতি গম্যতে। দশয়া চরমভাব-বিকারেণ গ্রহদশাবিশেষেণ বা অপনীতঃ পিতা যস্য। দশভিঃ প্রাণৈর্ব্বা দেহাদপসৃত্য নীতঃ পরলোকায় পিতা যস্য। কুররঃ পক্ষিভেদঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

ইত্থং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ। অদৃশ্যশরীরয়া অন্তর্হিতয়েতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

চঞ্চলমশাশ্বতম্ ॥ ২৪ ॥

জীব্যতে জীবতি। বিকরণপদব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ ॥ ২৫ ॥

দৃশ্যদৃশি ব্যবহারদৃষ্টৌ যৎ যৎ কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধমিতি শেষঃ। গন্তব্যঃ প্রাপ্তব্যঃ ॥ ২৬ ॥

তদর্থং তস্মাদ্ধেতোঃ। অহর্পতেঃ সূর্য্যস্য। অহরাদীনাং পত্যাদিষু বা রেফো বক্তব্য ইতি রত্বম্ ॥ ২৭ ॥

ধৈর্য্যমাসাদয়ামাস শিখণ্ডী স্তনিতাদিব ॥ ২৮ ॥
উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা পাশ্চাত্যং পিতুরাদরাৎ।
চকার তপসে বুদ্ধিং দৃঢ়ামুত্তমসিদ্ধয়ে ॥ ২৯ ॥
ব্রাহ্মেণ কর্ম্মণা তস্য বিপিনে চরতস্তপঃ।
অনন্তসঙ্কল্পময়ং শ্রোত্রিয়ত্বং বভূব হ ॥ ৩০ ॥
অজ্ঞাতজ্ঞেয়বুদ্ধেস্তু শ্রোত্রিয়স্য তয়া তয়া।
ন বিশশ্রাম চেতোঽস্য পবিত্রেঽপি ধরাতলে ॥ ৩১ ॥
কেবলং সর্ব্বমেবেদমপি শুদ্ধং ধরাতলম্।
অশুদ্ধমিব পশ্যন্ স ন রেমে ক্বচিদেব হি ॥ ৩২ ॥
অথ সঙ্কল্পয়ামাস স্বসঙ্কল্পনয়ৈব সঃ।
বৃক্ষাগ্রমেব সংশুদ্ধং স্থিতিস্তত্রোচিতা মম ॥ ৩৩ ॥
তদিদানীং তপস্তপ্স্যে তপসা যেন শাখিষু।
খগবৎ স্থিতিমাপ্নোমি শাখাসু চ দলেষু চ ॥ ৩৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সংজ্বাল্য হুতাশমতিভাস্বরম্।
জুহাব তস্মিন্ প্রোৎকৃত্য মাংসং স্বস্কন্ধভিত্তিতঃ ॥ ৩৫ ॥

স্তনিতাৎ মেঘগর্জ্জিতাৎ ॥ ২৮ ॥

আবশ্যকং পুত্রেণাবশ্যং কর্ত্তব্যং পিতুরৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ২৯ ॥

অনন্তসঙ্কল্পময়ং বহুতরশুদ্ধাশুদ্ধ্যাদিকল্পনাপ্রচুরম্। শ্রোত্রিয়ত্বং বেদাধ্যয়নতদর্থবিচারানুষ্ঠাননিষ্ঠত্বম্ ॥ ৩০ ॥

ন জ্ঞাতমবশ্যজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম যয়া তথাবিধা বুদ্ধির্যস্য। তয়া তয়া শুদ্ধশুদ্ধ্যাদিকল্পনয়া ॥ ৩১ ॥

ক্বচিদেবেত্যপ্যর্থে এবকারঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

তৎ তদর্থম্। খগবৎ পক্ষিবদ্দেববদ্বা স্থিতিমবস্থানসামর্থম্ ॥ ৩৪ ॥

তপস্তপ্স্যে ইতি সঙ্কল্পদর্শনাৎ তপোনন্তরং ততঃ শীঘ্রং সিদ্ধদর্শনাদয়ং হোমসাহসারম্ভ ইতি গম্যতে ॥ ৩৫ ॥

অথ গীর্ব্বাণবৃন্দস্য সমগ্রাগলভিত্তয়ঃ ।
মন্মুখত্বেন মা যান্তু বিপ্রমাংসেন ভস্মতাম্ ॥ ৩৬ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ সপ্তার্চ্চিস্তস্য দেবতা ।
পুরোবভূব দীপ্তাংশুদীপ্তাংশুর্বাক্পতেরিব ॥ ৩৭ ॥
উবাচ বচনং ধীরং কুমারাভিমতং বরম্ ।
গৃহাণ স্থাপিতং সাধো কোশাকাশান্মণিং যথা ॥ ৩৮ ॥
ইত্যুক্তবত্যনলে সর্ব্বপুণ্যেন শোভিনা ।
সম্পূজ্য সূক্তিবাদেন প্রাহ বিপ্রকুমারকঃ ॥ ৩৯ ॥
ভগবন্ শুদ্ধপূর্ণায়া ভুবঃ পাবনমণ্ডলম্ ।
নাপ্নোমি তেন শুদ্ধানামুপরি স্থিতিরস্তু মে ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্তে মুনিপুত্রেণ সর্ব্বদেবমুখং শিখী ।
এবমস্তু তবেত্যুক্ত্বা জগামান্তর্দ্ধিমীশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥
তস্মিন্নন্তর্হিতে দেবে ক্ষণাৎ সান্ধ্য ইবাম্বুজে ।
পূর্ণকামঃ কুমারোঽসৌ পূর্ণেন্দুরিব চাবভৌ ॥ ৪২ ॥

অথ ভগবান্ সপ্তার্চিঃ ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি পরেণান্বয়ঃ । চিন্তাপ্রকারমেব দর্শয়তি গীর্ব্বাণবৃন্দস্যেত্যাদিনা । মন্মুখত্বেন আস্মমুখত্বেন । "অগ্নিমুখা বৈ দেবা" ইতি শ্রুতেঃ । সমগ্রা গলভিত্তয়ঃ কণ্ঠদেশা বিপ্রমাংসেন জগ্ধেন ভস্মতাং মা যান্তু ন প্রাপ্নুবন্ত্বিতি সঞ্চিন্ত্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

দীপ্তাংশুভাস্বরপ্রভঃ দীপ্তাংশুঃ সূর্য্যো বাক্পতের্বৃহস্পতেরিব ॥ ৩৭ ॥

ধীরেতি সাভিপ্রায়ানুরূপং সম্বোধনম্ । স্থাপিতং ত্বৎসঙ্কল্পসিদ্ধং ত্বয়ি স্থিতমেব গৃহাণ । কোশাকাশাৎ কোশোদরাৎ মণিং যথা তৎস্বামী গৃহ্ণাতি তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

বিশুদ্ধিদূষকৈঃ শূদ্রচাণ্ডালশ্বমার্জ্জারাদিভূতৈঃ পূর্ণায়াঃ । পাবনমণ্ডলং পবিত্রপ্রদেশম্ ॥ ৪০ ॥

শিখী অগ্নিদেবঃ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

অধিগতাভিমতাননমণ্ডল
দ্যুতিভরেণ জহাস স তুষ্টিমান্‌ ।
শশিনমাপ্তকলাকুলমম্বুজং
বিকসিতঞ্চ সিতস্মিতশোভিনা ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দাশূরবরপ্রদানবর্ণনং নাম
অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

তন্মুখশোভামেব বর্ণয়তি অধিগতেতি। অধিগতেন প্রাপ্তেনাভিমতেন বরেণ প্রযুক্তেনাননমণ্ডলদ্যুতিভরেণ স দাশূরঃ শশিনমম্বুজঞ্চ জহাসেত্যুৎপ্রেক্ষা ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথ কাননমধ্যস্থং চুম্বিতাম্বুদমণ্ডলম্ ।
মধ্যাহ্নখিন্নসূর্য্যাশ্বসেবিতস্কন্ধমণ্ডলম্ ॥ ১ ॥

বিতানমিব দিক্‌কুক্ষি দীর্ঘং বিটপবাহুভিঃ ।
আলোকয়ন্তং ককুভো বিকাশিকুসুমেক্ষণৈঃ ॥ ২ ॥

বাতাবধূলিতানল্প ভ্রমদ্ভ্রমরকুন্তলম্ ।
প্রমার্জ্জয়ন্তমাশানাং মুখং পল্লবপাণিভিঃ ॥ ৩ ॥

কচ্ছৈরুরুগুড়ুচ্ছাচ্ছ মঞ্জরীপুঞ্জকঞ্জরৈঃ ।
আস্যৈরিব সতাম্বূলৈর্হসন্তং বনমালিকাঃ ॥ ৪ ॥

লতাবিলসিতোল্লাসৈঃ পুষ্পকেশরধূলিভিঃ ।
আবদ্ধমণ্ডলাভোগং পূর্ণেন্দুমিব দীপ্তিভিঃ ॥ ৫ ॥

শাখাপল্লবপুষ্পৌঘ ফলপক্ষিমনোহরঃ ।
ইহোৎপ্রেক্ষাদ্যলঙ্কারৈঃ কদম্ব উপবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

মধ্যাহ্নে খিন্নৈরিব সূর্য্যাশ্বৈঃ সেবিতানি স্কন্ধমণ্ডলানি যস্য ॥ ১ ॥

বিতানমিব কুর্ব্বাণমিতি শেষঃ । বিটপবিতানানাবৃতোদেশঃ পরিশিষ্টো-ঽস্তি ন বেতি পরিতঃ ককুভো দিশ আলোকয়ন্তম্ ॥ ২ ॥

বাতৈরবধূলিতা নিষ্পরাগীকৃতা অনল্পা ভ্রমদ্ভ্রমরা এব কুন্তলাঃ কেশা যস্য । আশানাং দিক্কান্তানাম্ ॥ ৩ ॥

ক হিমজলং ছ্যন্তি বিন্দুভাবেন পরিচ্ছিন্দন্তীতি কচ্ছাঃ পল্লবপ্রদেশাস্তৈঃ । উরুভিগুড়ুচ্ছানাং লতাবিশেষাণাং অচ্ছৈর্দন্তপংক্তিবৎ স্থিতৈর্ম্মঞ্জরীপুঞ্জৈঃ কঞ্জরৈঃ কেসরিতৈঃ ॥ ৪ ॥

লতানাং বিলসিতেন শোভাতিশয়েন উল্লাসৈরুল্লসদ্ভিঃ পুষ্পকেসরনিবিষ্ট-পরাগৈরাবদ্ধো মণ্ডলাকারবেষো যেন ॥ ৫ ॥

সঙ্কটং বিটপাবল্যা কুঞ্জকুজচ্চকোরয়া।
চ্ছন্নয়া সিদ্ধবীথ্যেব জগদুচ্চতয়া শ্রিতম্ ॥ ৬ ॥
স্কন্ধপীঠোপবিষ্টানাং লম্বমানৈঃ কলাপিনাম্।
কলাপৈঃ শোভিতং ব্যোম সেন্দ্রচাপৈরিবাম্বুদৈঃ ॥ ৭ ॥
মগ্নোন্মগ্নৈঃ প্রতিস্কন্ধমাশ্রিতৈশ্চমরৈঃ সিতৈঃ।
পূর্ণং মুহুর্দৃষ্টনষ্টৈঃ সম্বৎসরমিবেন্দুভিঃ ॥ ৮ ॥
কপিঞ্জলকুলালাপৈঃ কলকোকিলকূজিতৈঃ।
জীবঞ্জীববিরাবৈশ্চ প্রগায়ন্তমিবোচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ৯ ॥
কাদম্বককদম্বৈশ্চ কুলায়কৃতকেলিভিঃ।
স্বর্গকোটরবিশ্রান্তৈঃ সিদ্ধৈর্জ্জগদিবাবৃতম্ ॥ ১০ ॥
প্রবালচলহস্তাভিরলিনেত্রাভিরাশ্রিতম্।
অপ্সরোভিরিব স্বর্গং মঞ্জরীভিরিতস্ততঃ ॥ ১১ ॥
সেন্দ্রচাপবিলাসেন কুমুদোৎকররেণুনা।

কুঞ্জেষু লতাপিহিতপ্রদেশেষু কুজন্তশ্চকোরা যস্যাং তথাবিধয়া বিটপানাং শাখানামাবল্যা পংক্ত্যা সঙ্কটং নিবিড়িতম্। গ্রহনক্ষত্রতারাবিমানাদিচ্ছন্নয়া সিদ্ধবীথ্যা স্বাতীপথবীথ্যা উচ্চতয়া উক্তভাবেন শ্রিতং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডমিব স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

কলাপিনাং ময়ূরাণাং কলাপৈর্ব্বর্হৈঃ ॥ ৭ ॥

প্রতিস্কন্ধং প্রতিস্কন্ধকোটরমাশ্রিতৈর্ব্বিশ্রান্তৈরন্তর্গতকায়ার্দ্ধেন মগ্নৈর্ব্বহিঃ নিঃসৃতকায়ার্দ্ধেনোন্মগ্নৈঃ কৈশ্চিৎ প্রবিষ্টৈঃ কৈশ্চিদ্বহিষ্ঠৈর্ব্বা অতএব দৃষ্টনষ্টৈর্দৃষ্টাদৃষ্টৈশ্চমরৈর্ম্মৃগভেদৈঃ। এতেন পরিতোধঃস্কন্ধানাং বৃহত্ত্বং ভূসংলগ্নতা চ গম্যতে। ইন্দুপক্ষে মগ্নোন্মগ্নৈরস্তমিতোদিতৈরতএব দৃষ্টনষ্টৈঃ ॥ ৮ ॥

জীবঞ্জীবাশ্চকোরাঃ ॥ ৯ ॥

কাদম্বকাঃ কলহংসাঃ। কুলায়েষু নীড়েষু কৃতকেলিভিঃ ক্রীড়দ্ভিঃ সিদ্ধৈর্দ্দেবৈরাবৃতং জগৎব্রহ্মাণ্ডমিব স্থিতম্ ॥ ১০ ॥

প্রবালেত্যাদিবিশেষণে অপ্সরসাং মঞ্জরীণাঞ্চ শ্লেষাৎ সাধারণে শ্লোকে ॥ ১১

কুমুদগ্রহণং কুমুদনীলোৎপলকোকনদাদিসদৃশনানাবর্ণলতাপুষ্পোপলক্ষণম্।

কূজচ্চকোরভ্রমর শুককোকিলসারিকম্।
ঘনস্তবকসঞ্ছন্ন কুহরোগ্রগবাক্ষকম্॥ ১৯॥
সঞ্চরৎপক্ষিবহুলং জনমন্থরকোটরম্।
সর্ব্বাসাং বনদেবীনামন্তঃপুরমিবোত্তমম্॥ ২০॥
কূজদ্ভৃঙ্গতরঙ্গৌঘৈঃ পুষ্পকেশররাজিভিঃ।
রাজমানং পতন্তীভিঃ সরিদ্ভিরিব পর্ব্বতম্॥ ২১॥
ভ্রমদ্ভিঃ পুষ্পপত্রৌঘৈর্ম্মন্দবাতবিলাসিভিঃ।
বর্দ্ধমানৈর্ব্বৃতস্কন্ধং শুভ্রাভ্রৈরিব ভূধরম্॥ ২২॥
মাতঙ্গকটঘৃষ্টেন জানুস্কন্ধেন পীঠিনা।
আভোগিনা বদ্ধপদং তরুণেব মহাচলম্॥ ২৩॥
বিচিত্রবর্ণপক্ষাণাং স্কন্ধকোটরচারিণাম্।
বৃতং খগানাং বৃন্দেন ভূতানামিব শার্ঙ্গিণম্॥ ২৪॥
স্তবকাঙ্গুলিজালেন লোলেনাভিনয়ক্রিয়াম্।
দিশন্তমিব বল্লীনাং প্রনৃত্তানাং বনানিলৈঃ॥ ২৫॥

অন্তঃপুরপক্ষে ঘনৈর্ব্বহুভিঃ রত্নাদিস্তবকৈঃ সঞ্ছন্নকুহরাঃ পূরিতগর্ভাঃ। লোহাগলবর্ষবরগুপ্তত্বাদুগ্রা অপ্রধৃষ্যা গবাক্ষাঃ কুড্যাপবরকাণি যত্র। বৃক্ষপক্ষে সর্পগর্ভত্বাদুগ্রাঃ॥ ১৯॥

বৃক্ষপক্ষে ছায়োপসেবিভির্জ্জনৈর্ম্মন্থরকোটরং বিলোড়িততলম্॥ ২০॥ ২১॥

বর্দ্ধমানৈঃ প্রত্যহমুপচীয়মানৈঃ॥ ২২॥

ইদানীং মূলবন্ধং বর্ণয়তি মাতঙ্গেতি। মাতঙ্গকটঘৃষ্টেনেত্যনেন মূলবন্ধস্য তাবদৌন্নত্যং গম্যতে। উদ্ধস্য জানুবৎস্কন্ধেন পীঠিনা পীঠবৎ প্রস্থতেন আভোগিনা বিস্তীর্ণেন মূলবন্ধেন বদ্ধপদং অবষ্টব্ধস্থানম্। তরুণা উপত্যকাপ্ররূঢ়তরুবৃন্দেন॥ ২৩॥

ভূতানাং পার্ষদানাং বৃন্দেনেব॥ ২৪॥

অভিনয়া নাট্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধভাবব্যঞ্জককরনেত্রাদিচেষ্টাবিশেষাস্তেষাং ক্রিয়াং নিষ্পাদনপ্রকারং দিশন্তমুপদিশন্তমিব॥ ২৫॥

কশ্চিদেব নিবাসো মে নার্থিনামিতি তুষ্টিতঃ।
নৃত্যন্তমিব বাহ্বাঢ্যলতাবলয়বল্লনৈঃ ॥ ২৬ ॥
লতাকান্তৈককান্তত্বাৎ শৃঙ্গাররসনির্ভরম্।
কাকল্যেব প্রগায়ন্তং মত্তালিনিজনিঃস্বনৈঃ ॥ ২৭ ॥
আদরোন্মুক্তকুসুমং সিদ্ধানাং ব্যোমচারিণাম্।
স্বাগতানীব কুর্ব্বাণং কোকিলালিকুলারবৈঃ ॥ ২৮ ॥
লতাপুষ্পফলোল্লাসং প্রান্তপঞ্চমহীরুহাম্।
বিহসন্তমিবাচ্ছাভিঃ পুষ্পকুট্মলদীপ্তিভিঃ ॥ ২৯ ॥
পারিজাতমিবাজেতুমূর্দ্ধগৈঃ খগমণ্ডলৈঃ।
ব্যোমান্তরাভিধাবন্তমলমুদ্ধতকন্ধরম্ ॥ ৩০ ॥
মধ্যভাগস্ফুরদ্ভৃঙ্গৈঃ স্তবকৈর্ঘনপংক্তিভিঃ।
সহস্রাক্ষত্বমতুলৈর্জ্জেতুমিন্দ্রমিবোদ্যতম্ ॥ ৩১ ॥

মূলকোটরস্কন্ধশাখাপত্রপুষ্পাদিপ্রদেশানাং মধ্যে মে মম কশ্চিদেক এব অর্থিনাং মনুষ্যমৃগপক্ষ্যাদীনাং নিবাসোন অন্যঃ সর্ব্বোপি নিবাসত্বেনোপযুক্তঃ কদাচিৎ কশ্চিদেকঃ পরিশিষ্যতে অহো মে পরোপকারে সর্ব্বাঙ্গসাফল্যমিতি তুষ্টিতোহর্ষপারবশ্যেন হেতুনা ॥ ২৬ ॥

লতালক্ষণানাং বহ্বীনাং কান্তানামেককান্তত্বাদ্ধেতোঃ। কাকল্যা কলধ্বনিনা ॥ ২৭ ॥

আদরোন্মুক্তকুসুমং যথা স্যাৎ তথা ॥ ২৮ ॥

প্রান্তস্থানাং পঞ্চমহীরুহাং বটোডুম্বরপ্লক্ষাম্রপলাশাখ্যানাং পঞ্চপুণ্যবৃক্ষাণাম্। উত্তরপ্রান্তস্থানাং মন্দারাদিপঞ্চকল্পতরূণাং বা। লতাদ্যুল্লাসং হসন্তমিব ॥ ২৯ ॥

অলমত্যর্থমুদ্ধতকন্ধরমুন্নমিতগ্রীবং যথা স্যাৎ তথা ব্যোমান্তরা আকাশোদরে অভিধাবন্তমিব ॥ ৩০ ॥

ঘনপংক্তিভির্নিবিড়শ্রেণিভিঃ। সহস্রাক্ষত্বং অসংখ্যনেত্রত্বং প্রাপ্যেতি শেষঃ। অতুলৈঃ শোভয়া সংখ্যয়া চেন্দ্রনেত্রেভ্যোধিকত্বাৎ তৈস্তুলয়িতুমশক্যৈঃ ॥ ৩১ ॥

ক্বচিৎ কুসুমগুচ্ছাচ্ছফণামণিগণাবৃতম্।
পাতালাদুত্থিতং শেষমিব ব্যোমদিদৃক্ষয়া ॥ ৩২ ॥
রজসোদ্ধূলিতাকারং দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্।
ছায়য়া ফলশালিন্যা সমস্তজনশঙ্করম্ ॥ ৩৩ ॥
নিবিড়দলনিবাহভিন্নকোশৈঃ
কুসুমলতানবমণ্ডপৈরুপেতম্।
পুরমিব গগনে কদম্ববৃক্ষং
খগকুলনাগরসঙ্কুলং দদর্শ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দাশূরকদম্ববর্ণনং নামৈ
কোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

কুসুমগুচ্ছলক্ষণৈঃ কুসুমগুচ্ছসদৃশৈশ্চ অচ্ছফণামণিভির্ব্যোমদিদৃক্ষয়া হে-তুনা পাতালাদুত্থিতং শেষমিব স্থিতম্ ॥ ৩২ ॥

ভগবাংস্তু ভক্তানামেব শঙ্করঃ অয়ন্তু সমস্তজনশঙ্কর ইত্যতিশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

নিবিড়ানাং দলানাং নিবাহা নিবহাস্তেষু ভিন্নকোশৈর্ব্বিকাসিতমুকুলৈর্নিবিড়-দলনিবহভেদেন ভিন্নসংস্থানৈশ্চ কুসুমলতানাং নবমণ্ডপৈরুপেতং ঘটিতম্ খগকুললক্ষণৈর্নাগরৈর্জ্জনৈঃ সঙ্কুলম্ গগনে রচিতং পুরমিব স্থিতং কদম্বং-দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশঃ সর্গ

—(•)(○)(•)—

বশিষ্ঠ উবাচ।

তমথাসৌ তথাবুদ্ধিঃ ফলপল্লবশালিনম্।
আনন্দমন্থরমনাঃ পুষ্পরূপাচলোপমম্॥ ১॥
কদম্বং রোদসীস্তম্ভমারুরোহ বনস্থিতম্।
একার্ণবগতং শৌরির্ব্বটবৃক্ষমিবোন্নতম্॥ ২॥
তত্রাসৌ ব্যোমলগ্নায়াঃ শাখায়াঃ প্রান্তপল্লবে।
বিবেশ বিগতাশঙ্কমেকাগ্রং তপ আস্থিতঃ॥ ৩॥
অথোপবিশ্য মৃদুনি নবপল্লববিষ্টরে।
ক্ষণমালোকিতাস্তেন দিশঃ কৌতুকচঞ্চলম্॥ ৪॥
সরিদেকাবলীরম্যাঃ শৈলেন্দ্রস্তনকুড্মলাঃ।
নির্ম্মলাকাশকবরা লোলনীলাম্বুদালকাঃ॥ ৫॥

তৎকদম্বাগ্রসংস্থেন দাশূরেণ বিলোকিতাঃ।
দিশোত্র বনিতাকারা বর্ণ্যস্তে গুণবিস্তরৈঃ॥ ১॥

অসৌ দাশূরঃ। তথা প্রাগুক্তপ্রকারা ভূম্যপবিত্রতাবুদ্ধির্যস্য॥ ১॥

রোদস্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ স্তম্ভমিব বনে স্থিতম্॥ ২॥

বিগতাপাবিত্র্যবিক্ষেপাশঙ্কং যথা স্যাৎ তথা॥ ৩॥

নবপল্লবকল্পিতে বিষ্টরে আসনে। কৌতুকেন চঞ্চলং চপলেক্ষণং যথা স্যাৎ তথা॥ ৪॥

অত্র সর্ব্বত্র বিশেষণান্যুভয়ত্র যোজ্যানি সরিল্লক্ষণাভিরেকাবলীভিহার-ভেদৈঃ রম্যাঃ॥ ৫॥

নীলপল্লববসনাঃ পুষ্পপূরাবতংসিকাঃ।
গৃহীতসাগরাপূর্ণ কলশাঃ পুরুভূষণাঃ॥ ৬॥
ধৃতপ্রফুল্লপদ্মিন্যঃ সুগন্ধিমুখমারুতাঃ।
নীলঘুংঘুমকাকল্যো নির্ঝরারাবনূপুরাঃ॥ ৭॥
দ্যুমূর্দ্ধানো মহীপাদা বনালীরোমরাজয়ঃ।
জঙ্গলোরুনিতম্বিন্যশ্চন্দ্রার্ককৃতকুণ্ডলাঃ॥ ৮॥
শালিসংসারকেদারাশ্চন্দনস্থালিকান্বিতাঃ।
শিখরোরসিজালগ্ন হিমশুভ্রাম্বুদাংশুকাঃ॥ ৯॥
মহার্ণবপয়ঃপূর নবমণ্ডনদর্পণাঃ।
ঋক্ষৌঘঘর্ম্মপুলকা ভুবনান্তঃপুরান্তরাঃ॥ ১০॥
আর্ত্তবস্তনধারিণ্যো লগ্নসূর্য্যাংশুকুঙ্কুমাঃ।
বিচিত্রকুসুমোপেতাশ্চন্দ্রাংশুসিতচন্দনাঃ॥ ১১॥
গগনগতলতাদলোপবিষ্টঃ
প্রসৃতবনাবনিবারিবাহবেষাঃ।

পুরুভূষণা বহুভূষণাঃ॥ ৬॥

নীলানাং ভ্রমরকোকিলাদীনাং ঘুংঘুমা ধ্বনয় এব কাকল্যোমধুরাব্যক্তভাষিতানি যাসাং তাঃ॥ ৭॥ ৮॥

শাল্যাদিশস্যকল্পৈঃ সংসারাঃ স্যন্দমানাঃ কেদারাঃ ক্ষেত্রাঙ্গভক্তয়ো যাসাম্। চন্দনস্থৈশ্চন্দনাশ্রিতৈরলিকৈর্ল্ললাটৈরন্বিতাঃ। পর্ব্বতশিখরলক্ষণেষু উরসিজেষু স্তনেষু আসমন্তাৎ লগ্নানি হিমমিব শুভ্রাণ্যম্বুদাংশুকানি যাসাম্॥৯॥

মহার্ণবানাং পয়ঃ পূরা এব নবমণ্ডনদর্শনার্থা দর্পণানি যাসাম্। ঋক্ষৌঘা নক্ষত্রপংক্তয় এব ঘর্ম্মপুলকাঃ স্বেদবিন্দবো যাসাম্॥ ১০॥

আর্ত্তবানি তত্তদৃতুৎপন্নকুসুমপল্লবাদীন্যেব স্তনধারিণ্যঃ কূর্পাসকা যাসাম্॥১১॥

গগনগতায়া লতায়াঃ শাখায়া দলেষূপবিষ্টঃ সন্ প্রসৃতা বিস্তীর্ণা বনানি অবনয়ো বারিবাহাশ্চ বেষাঃ কৃত্রিমাকারভেদকালঙ্কারা যাসাং তথাবিধা-

ত্রিভুবনবনিতা দদর্শ হৃষ্টঃ
কুসুমনিরন্তরমণ্ডিতা দশাশাঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দাশূরদিগবলোকনং নাম
পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

ত্রিভুবনহৃজনোপভোগ্যত্বাত্রিভুবনবনিতাঃ দশ আশা দিশো দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ১২ ।

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ।

—()※()—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ততঃ প্রভৃতি তত্রাসৌ প্রসিদ্ধস্তাপসাশ্রমে।
কদম্বদাশূর ইতি শূরস্তপসি দারুণে ॥ ১ ॥
তস্মিংল্লতাদলে স্থিত্বা বিলোক্য ককুভঃ ক্ষণাৎ।
দৃঢ়পদ্মাসনং বদ্ধ্বা দিগ্‌ভ্যঃ প্রত্যাহৃতাত্মনা ॥ ২ ॥
অজ্ঞাতপরমার্থেন ক্রিয়ামাত্রে চ তিষ্ঠতা।
ফলকার্পণ্যযুক্তেন মনসা সোকরোন্মখম্ ॥ ৩ ॥
নভোগতলতাপত্র সংস্থিতেনান্তরাত্মনা।
সর্ব্বাঃ স্বমনসা তেন কৃতা যজ্ঞক্রিয়াঃ ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥
তত্রাসৌ দশবর্ষাণি মনসৈবাযজৎ সুরান্।
গবাশ্বনরমেধাদ্যৈর্যজ্ঞৈর্ব্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ৫ ॥
কালেনামলতাং যাতে বিততে তস্য চেতসি।
বলাদবততারান্তর্জ্ঞানমাত্মপ্রসাদজম্ ॥ ৬ ॥
ততোবিশীর্ণাবরণো বিগলদ্বাসনামলঃ।

মনোযজ্ঞৈরাত্মবোধো বনদেব্যাঃ সুতোদ্ভবঃ।
দাশূরস্যাত্র পুত্রায় জ্ঞানদানঞ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

দারুণে তপসি শূরঃ অপরাঙ্মুখঃ সদোদ্যুক্ত ইতি যাবৎ ॥ ১ ॥

ককুভো দিশঃ। প্রত্যাহৃতাত্মনা পরাবর্ত্তিতেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

নভোগতায়া লতায়াঃ শাখায়াঃ পত্রেষু স্থিতেন তেন সর্ব্বা আধানাদ্যশ্বমেধান্তাঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

অমলতাং রাগাদিদোষশূন্যতাম্। এবং প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি বলাৎ প্রাগ্‌জন্মকৃতশ্রবণসংস্কারোদ্বোধবলাৎ ॥ ৬ ॥

স দদর্শৈকদা তস্যাং লতায়ামগ্রতঃ স্থিতাম্ ॥ ৭ ॥
বনদেবীং বিশালাক্ষীমালোককুসুমাম্বরাম্ ।
কামিনীং কান্তবদনাং মদঘূর্ণিতলোচনাম্ ॥ ৮ ॥
নীলোৎপলামোদবতীমতীব সুমনোহরাম্ ।
তামুবাচানবদ্যাঙ্গীং স মুনির্বিনতাননাম্ ॥ ৯ ॥
কোকিলাকুসুমাপূরনতাং বনলতামিব ।
কা ত্বমুৎপলপত্রাক্ষি কান্তিবিক্ষোভিতস্মরা ॥ ১০ ॥
বয়স্যামিব পুষ্পাঢ্যাং লতাং কিমিব তিষ্ঠসি ।
ইত্যুক্তে মৃগশাবাক্ষী গৌরপীনপয়োধরা ॥ ১১ ॥
মুনিমাহ মনোহারি মুগ্ধাক্ষরমিদং বচঃ ।
যানি যানি দুরাপানি বাঞ্ছিতানি মহীতলে ॥ ১২ ॥
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যাশু মহতামেব যাচ্ঞয়া ।
অহমস্মিল্লতাকীর্ণে ত্বৎকদম্বাভ্যলঙ্কৃতে ॥ ১৩ ॥
লতালীলালয়া ব্রহ্মন্ বিপিনে বনদেবতা ।
যশ্চৈত্রসিতপক্ষস্য ত্রয়োদশ্যাং স্মরোৎসবে ॥ ১৪ ॥
বভূব বনদেবীনাং সমাজোনন্দনে বনে ।

ততোক্তানাৎ বিশীর্ণাজ্ঞানাবরণঃ তদভ্যাসাচ্চ বিগলদ্বাসনামলো জীবন্মুক্তঃ সম্পিতার্থঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

ভক্তিপ্রণামলজ্জাভির্বিনতাননাম্ ॥ ৯ ॥

কোকিলয়া কুসুমাপূরৈশ্চ নতাম্ ॥ ১০ ॥

লতাং অবষ্টভ্যেতি শেষঃ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

যাচ্ঞয়া প্রার্থনয়া ॥ ১৩ ॥

লতাকুঞ্জা এব লীলার্থা আলয়া যস্যাঃ। কা ত্বমিতি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্ত্বা- স্বাগমনপ্রয়োজনমাহ য ইত্যাদিনা। স্মরারাধনায় প্রবর্ত্তিতে গীতবাদিত্র- নাট্যবলিভোজাদ্যুৎসবে ॥ ১৪ ॥

ত্রৈলোক্যস্থানাং ললনানাং বনদেবীনাং সদঃ সমাজম্ ॥ ১৫ ॥

তত্রাহমগমং নাথ ত্রৈলোক্যললনাসদঃ ॥ ১৫ ॥
তত্র দৃষ্টা ময়া সর্ব্বা বয়স্যা মদনোৎসবে।
অপুত্রয়া পুত্রযুতাস্তেনাহং দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ১৬ ॥
ত্বয়ি সর্ব্বার্থসার্থস্য বৃহৎকল্পতরৌ স্থিতে।
অনাথেব কথং নাথ কিল শোচাম্যপুত্রিকা ॥ ১৭ ॥
দেহি মে ভগবন্ পুত্র নোচেৎ দেহমিহাগ্নয়ে।
প্রকরোম্যাহুতিং পুত্র দুঃখদাহোপশান্তয়ে ॥ ১৮ ॥
তামিত্যুক্তবতীং তন্বীং বিহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রাহ হস্তগতং পুষ্পং তস্যৈ দত্বা দয়ান্বিতঃ ॥ ১৯ ॥
গচ্ছ তন্বঙ্গি মাসেন পূজার্হমলিলোচনম্।
প্রসোষ্যসে সুতং কান্তং প্রসূনমিব সল্লতা ॥ ২০ ॥
কিং ত্বসৌ মরণাবেশ যায়িন্যা নস্ত্বয়া সুতঃ।
যাচিতঃ কৃচ্ছ্রং সম্প্রাপ্য জ্ঞাতা তেন ভবিষ্যতি ॥ ২১
ইত্যুক্ত্বা স মুনিস্তন্বীং প্রসন্নমুখমণ্ডলাম্।
পরিচর্য্যাং করোমীতি প্রার্থনোৎকাং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ২২ ॥
সা জগামাত্মসদনং সোতিষ্ঠৎ স্বাত্মনা সহ।

তেনাপুত্রত্বেন ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেষামর্থানাং পুরুষার্থানাং সার্থস্য সঙ্ঘস্য। অজহল্লক্ষণয়ে সার্থশব্দো গৌণঃ ॥ ১৭ ॥

দাহোপশান্তয় ইতি মানসদাহাপেক্ষয়া শরীরদাহঃ সুখায়ত ইতি ভাবঃ॥১৮॥

দয়ান্বিতো ন তু ধৈর্য্যাচ্চ্যুত ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

পূজার্হং জগৎপূজ্যম্ ॥ ২০ ॥

কৃচ্ছ্রং প্রাণসঙ্কটং সংপ্রাপ্য মরণাবেশ আত্মঘাতসঙ্কল্পস্তেন যায়িন্যা আগতয়া ত্বয়া নঃ অস্মত্তোযাচিতস্তেন হেতুনা জ্ঞাতা তত্ত্বজ্ঞঃ। ন ত্বন্যবন-দেবীপুত্রবদসৌ ভোগলম্পট ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

পরিচর্য্যাং সঙ্গমসেবাদ্যুপচারম্ ॥ ২২ ॥

অবহৎ ক্রমশঃ কাল ঋতুসম্বৎসরাঙ্কিতঃ ॥ ২৩ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন সৈবোৎপলবিলোচনা।
দ্বাদশাব্দমুপাদায় সুতং মুনিমুপাযযৌ ॥ ২৪ ॥
সা প্রণম্যোপবিশ্যাগ্রে মুনিমিন্দুসমাননম্।
উবাচ কলয়া বাচা চূতদ্রুমমিবালিনী ॥ ২৫ ॥
অয়ং স ভগবন্ ভব্যঃ কুমারঃ পুত্র আবয়োঃ।
কৃতো ময়া সমগ্রাণাং কলানাং কিল কোবিদঃ ॥ ২৬ ॥
প্রভো কেবলমেতেন জ্ঞানং নাধিগতং শুভম্।
যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ন পুনঃ পরিপীড্যতে ॥ ২৭ ॥
জ্ঞানং ত্বমেবাস্য বিভো কৃপয়োপদিশাধুনা।
কো হি নাম কুলে জাতং পুত্রং মৌর্খ্যেণ যোজয়েৎ ॥২৮॥
এবং বদন্তীং স মুনিঃ সচ্ছিষ্যমবলে সুতম্।
ইহৈব স্থাপয়ৈনং ত্বমিত্যুক্ত্বা তাং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ২৯ ॥
তস্যাং গতায়াং স পিতুরন্তেবাসিতয়া ততঃ।
অতিষ্ঠৎ সংযতো ধীমানর্কস্যেবারুণঃ পুরঃ ॥ ৩০ ॥
কদর্থঃ প্রাপ্য বিজ্ঞানং ততশ্চিত্রাভিরুক্তিভিঃ।

স্বাম্মনা সহৈভাসহায় ইতি যাবৎ। অবহৎ অতিচক্রমে ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

অলিনী ভ্রমরী ॥ ২৫ ॥

কলানাং বেদাদিসর্ব্ববিদ্যানাম্ ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যা ॥ ২৭ ॥

মৌর্খ্যেণেতি ইতরবিদ্যানামতত্ত্ববিষয়ত্বাদবিদ্যাত্বমেবেতি ন মৌর্খ্যনিস্তারস্তাভিরিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

সচ্ছিষ্যমুত্তমশিষ্যগুণসম্পন্নম্ ॥ ২৯ ॥

অন্তেবাসিতয়া গুরুশুশ্রূষণব্রতেন সংযতঃ স্থিরনিয়মঃ সন্। অরুণো গরুড়াগ্রজঃ ততঃ তস্মাৎ স্থানাৎ ॥ ৩০ ॥

কদর্থঃ শুশ্রূষাব্রতচর্য্যাদিক্লেশৈঃ কদর্থিতঃ সন্ বিজ্ঞানং উপায়ভূতশাস্ত্র-

চিরকালমসৌ তত্র মুনিঃ পুত্রমবোধয়ৎ ॥ ৩১ ॥
আখ্যায়িকাখ্যানশতৈর্দৃষ্টান্তৈর্দৃষ্টিকল্পিতৈঃ।
তথেতিহাসবৃত্তান্তৈর্বেদবেদান্তনিশ্চয়ৈঃ ॥ ৩২ ॥
অনুদ্বেগিতয়া নিত্যং বিস্তরেণ কথাক্রমৈঃ।
অনুভূতিমুপারূঢ়ৈরূঢ়িমেতি যথা ময়ি ॥ ৩৩ ॥
অনুভববশতোরসাতিরিক্তৈ-
রলমুচিতার্থবচোগণৈর্ম্মহাত্মা।
জলদ ইব শিখণ্ডিনং পুরঃস্থং
তনয়মবোধয়দম্বরে মহর্ষিঃ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে দাশূরসুতানুবোধনং নাম
একপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

জন্যং পরোক্ষজ্ঞানং প্রাপ্য স্থিত ইতি শেষঃ। ততস্তদনন্তরং তং পুত্রং চিরকালং অবোধয়ৎ। অপরোক্ষীভাবায়োপদিদেশেত্যর্থঃ। অথবা পিতা প্রাক্ তপঃকদর্থিতঃ সন্ বিজ্ঞানং প্রাপ্য পুত্রোপ্যেবং কদর্থিতো মাভূদিতি স্বয়মবোধয়দিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

স্বোপলব্ধার্থকথানিবন্ধা আখ্যায়িকাঃ। পরাখ্যানাদিকথা নিবন্ধা আখ্যানানি। তেষাং শতৈঃ। দৃষ্টিকল্পিতৈঃ সাম্যদর্শনকল্পিতৈর্ভারতাদীতিহাসপ্রসিদ্ধৈর্ব্বৃত্তান্তৈঃ নিশ্চয়ৈঃ সিদ্ধান্তৈঃ ॥ ৩২ ॥

ময়ি প্রত্যগাত্মনি রূঢ়িং ব্যুৎপত্তিদার্ঢ্যং যথা ধিয়া পুত্র এতি প্রাপ্নোতি তথা ইতিহাসদৃষ্টান্তাদিভিরবোধয়দিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুভবঃ স্বাত্মবোধচমৎকার স্তদ্বশতঃ সর্ব্বরসেভ্যোঽতিরিক্তৈরতিশয়িতৈঃ উচিতঃ পরমপুরুষার্থরূপত্বাদবশ্যবোধার্হৈঃ অর্থোযেষাং তথাবিধৈর্ব্বচোগণৈঃ। জলদপক্ষে অনুভববশতঃ শ্রবণমাত্রেণ শিখণ্ডিনাং প্রীতিজননাদন্যরসাধিকৈঃ উচিতঃ শিখণ্ডিনীসহ নৃত্যাদ্যর্থো যেভ্যস্তথাবিধৈর্ব্বচোগণৈর্গর্জ্জিতসমূহৈঃ। অম্বরে বৃক্ষাগ্রে অন্তরিক্ষে চ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কদাচিদথ মার্গেণ তেন কৈলাসবাসিনীম্ ।
অহং স্নাতুমদৃশ্যাত্মা ব্যোমবীথীগতোগমম্ ॥ ১ ॥
নির্গত্য নভসঃ সপ্তমুনিমণ্ডলকোটরাৎ ।
রাত্রৌ প্রাপ্তোস্মি সমতে দাশূরতরুমুন্নতম্ ॥ ২
নারস্বরেণেব বিটপকুহরাৎ কাননে বচঃ ।
কুট্টনাদ্ভোজনস্থ ষট্পদস্যেব নিঃস্বনম্ ॥ ৩ ॥
শৃণু পুত্র মহাবুদ্ধে বস্তুতোস্য সমামিমাম্ ।
বর্ণয়ামি মহাশ্চর্য্যামেকামাখ্যায়িকাং তব ॥ ৪ ॥
অস্তি রাজা মহাবীর্য্যো বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে ।
নাম্না খোত্থ ইতি শ্রীমান্ জগদাক্রমণক্ষমঃ ॥ ৫
অস্যানুশাসনং সর্ব্বে ভুবনেম্বপি নায়কাঃ ।

খোত্থস্য রাজ্ঞশ্চরিতং কল্পয়িত্বেহ বর্ণ্যতে ।
সঙ্কল্পকল্পিতং বিশ্বং মিথ্যৈবেতি বিবক্ষয়া ॥ ১ ॥

তেন দাশূরকদম্বোপলক্ষিতেন মার্গেণ। কৈলাসবাসিনীং মন্দাকিনী-মিতি শেষঃ ॥ ১ ॥

সপ্তর্ষিমণ্ডলং কোটরমিবৈকদেশোযস্য তথাবিধান্নভসো দ্যুলোকাকাশাৎ॥২

যাবদিতি সাকল্যে নিপাতঃ ॥ ৩ ॥

যদ্ বচঃ শ্রুতং তদেবাহ শৃণু পুত্রেত্যাদিনা। অস্য সংসারস্য সমা-মুপমানভূতাম্ ॥ ৪ ॥

খাৎ অব্যাকৃতাকাশাৎ কালত্রয়েপি জগচ্ছূন্যাৎ ব্রহ্মাকাশাৎ বা উত্থঃ উত্তরসর্গেহস্য ব্যাখ্যা মূলেহপি স্পষ্টেতি ন বিস্তরেণাত্র ব্যাখ্যায়তে ॥ ৫ ॥

শিরোভির্ধারয়ন্ত্যুচ্চৈশ্চূড়ামণিমিবার্থিনঃ ॥ ৬ ॥
যঃ সাহসৈকরসিকো নানাশ্চর্য্যবিহারবান্ ।
কেনচিৎ ত্রিষু লোকেষু ন মহাত্মা বশীকৃতঃ ॥ ৭ ॥
যস্যারম্ভসহস্রাণি সুখদুঃখপ্রদান্যলম্ ।
সংখ্যাতুং কেন শক্যন্তে কল্লোলা জলধেরিব ॥ ৮ ॥
যস্য বীর্য্যং সুবীর্য্যস্য ন শস্ত্রৈর্ন চ পাবকৈঃ ।
কেনচিদ্ভুবনে ক্রান্তমাকাশমিব মুষ্টিনা ॥ ৯ ॥
যদীয়াং বিততারম্ভাং লীলাং নির্ম্মাণভাস্বরাম্ ।
ন মনাগনুবর্ত্তন্তে শক্রোপেন্দ্রহরা অপি ॥ ১০ ॥
ত্রয়স্তস্য মহাবাহো দেহা বিহরণক্ষমাঃ ।
জগদাক্রম্য তিষ্ঠন্তি হ্যুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ১১ ॥
ব্যোমন্যেবাতিবিততে জাতোসৌ ত্রিশরীরকঃ ।
তত্রৈব চ স্থিতিং যাতঃ শব্দপাতশ্চ পক্ষিবৎ ॥ ১২ ॥
তত্রৈবাপারগগনে নগরং তেন নির্ম্মিতম্ ।

নায়কা ঈশ্বরা ব্রহ্মাদয়োপি অর্থিনোধনিনঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

ক্রান্তমবিভূতমনুস্যূতং বা ॥ ৯ ॥

অন্যেপি প্রয়োজনে বহুতরকল্পনাসহস্রসঙ্কুলত্বাৎ বিততারম্ভাম্। স্বপ্ন-মনোরথাদিনির্ম্মাণৈর্ভাস্বরাম্। অনুবর্ত্তন্তে অনুকর্ত্তুং শক্নুবন্তীতি যাবৎ ॥ ১০ ॥

সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদাৎ ত্রয়ঃ। বিহরণক্ষমাঃ সর্ব্বব্যবহারক্রীড়াসমর্থাঃ॥ ১১

ব্যোমন্যব্যাকৃতাকাশে। যথা পক্ষী ব্যোমন্যেবাণ্ডপিণ্ডগরুন্ময়দেহত্রয়াত্মকঃ ক্রমাৎ জাতঃ সর্ব্বতঃ পরিভবশঙ্কী নিঃসারপিপ্পলাদিফলাস্বাদলোলুপঃ শব্দমাত্রাদুৎপততি ন ত্বর্থতত্ত্বং বিমৃশতি তদ্বদয়মপি স্থূলসূক্ষ্মকারণাত্মক-ত্রিশরীরকো ব্যোমনি ব্রহ্মাকাশে জাতঃ সন্ সর্ব্বতোভীতস্তুচ্ছবিষয়াসক্তো-বিধিনিষেধশব্দানুপাতী ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নগরং ব্রহ্মাণ্ডরূপং চতুর্দ্দশলোকাত্মকমহারথ্যং চতুর্দ্দশবিদ্যাত্মকরথ্যা-মার্গবিভক্তং চ। এবং কর্ম্মকরণব্যুৎপত্তিভ্যাং বিভাগত্রয়েণ ত্রিলোকাত্মনা

চতুর্দ্দশমহারথ্যং বিভাগত্রয়ভূষিতম্ ॥ ১৩ ॥
বনোপবনমালাঢ্যং ক্রীড়াশিখরিসুন্দরম্ ।
মুক্তালতাবিবলিত বাপীসপ্তকভূষিতম্ ॥ ১৪ ॥
শীতলোষ্ণাত্মকাক্ষীণদীপদ্বয়বিরাজিতম্ ।
উর্দ্ধাধোগতিরূপেণ বণিগ্মার্গেণ সঙ্কুলম্ ॥ ১৫ ॥
তস্মিন্নেবাতিবিপুলে পত্তনে তেন ভূভৃতা ।
সংসারিণো বিরচিতা মুগ্ধাপবরকা গণাঃ ॥ ১৬ ॥
উর্দ্ধং কেচিদধঃ কেচিৎ কেচিন্মধ্যে নিয়োজিতাঃ ।
কেচিচ্চিরেণ নশ্যন্তঃ কেচিৎস্থায়িবিনাশিনঃ ॥ ১৭ ॥
অসিতচ্ছাদনচ্ছন্না নবদ্বারবিভূষিতাঃ ।
অনারতবহদ্বাতা বহুবাতায়নান্বিতাঃ ॥ ১৮ ॥
দীপপঞ্চকসালোকাস্ত্রিস্থূণাঃ শুক্লদারবঃ ।
মসৃণালেপমৃদবঃ প্রতোলীভুজসঙ্কুলাঃ ॥ ১৯ ॥
মায়য়া রচিতাস্তেন রাজ্ঞা তেষু মহাত্মনা ।

ত্রয্যাত্মনা চ ভূষিতম্ ॥ ১৩ ॥

বনানাং নন্দনাদানাম্ । শিখরিভির্মের্বাদিভিঃ । বাপীসপ্তকং সমুদ্রাঃ ॥ ১৪ ॥

দীপদ্বয়ং চন্দ্রসূর্য্যৌ । শাস্ত্রীয়ৈঃ কর্ম্মভিরূর্দ্ধগতিরশাস্ত্রীয়ৈরধোগতিরিত্যেবংরূপেণ ॥ ১৫ ॥

সংসারিণো জঙ্গমাঃ । মুগ্ধা বিষয়ব্যামূঢ়া অপবরকবদাত্মাকাশপরিচ্ছেদকত্বাদপবরকাদেব মানুষাদিদেহগণাঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

অসিতৈশ্ছাদনৈঃ কেশতৃণৈশ্ছন্নাঃ । বহুভির্বাতায়নৈরূর্দ্ধচ্ছিদ্রৈঃ ॥ ১৮ ॥

দীপপঞ্চকৈর্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সালোকাঃ সপ্রকাশাঃ উরূ জঙ্ঘা কশেরুকা চেতি তিস্রঃ স্থূণাঃ স্তম্ভা যেষাম্ । শুক্লাস্থীন্যেব বংশদারুস্থানীয়ানি যেষু । মসৃণৈঃ স্নিগ্ধৈরালেপমৃত্তিকাস্থানীয়ৈশ্চর্ম্মভিঃ । প্রতোল্যো রথ্যাস্তদ্রূপৈর্ভুজৈঃ সঙ্কুলাঃ ॥ ১৯ ॥

তেষাং অপবরকাণাং অভিমানেন রক্ষিতারো যক্ষাঃ কার্য্যকরণৈঃ

রক্ষিতারো মহাবক্ষা নিত্যমালোকভীরবঃ ॥ ২০ ॥
অথাপবরকোষেষু চলৎস্থ স মহীপতিঃ।
করোতি বিবিধাং ক্রীড়াং নীড়েম্বিব বিহঙ্গমঃ ॥ ২১ ॥
ত্রিশরীরশতেম্বন্তৈস্তৈর্বক্ষৈঃ সহ পুত্রক।
লীলাবশমুষিত্বা তু পুনর্নির্গম্য গচ্ছতি ॥ ২২ ॥
তস্যেচ্ছা জায়তে বৎস কদাচিচ্চলচেতসঃ।
পুরং ভবিষ্যন্নির্ম্মাণং কিঞ্চিদ্যামীতি নিশ্চলা ॥ ২৩ ॥
ভূতাবিষ্ট ইবাবেগাৎ তত উত্থায় ধাবতি।
পুরং তদপ্যথাপ্নোতি গন্ধর্ব্বৈরিব নির্ম্মিতম্ ॥ ২৪ ॥
তস্যেচ্ছা জায়তে পুত্র কদাচিচ্চলচেতসঃ।
বিনাশং সম্প্রয়ামীতি তেনাশু স বিনশ্যতি ॥ ২৫ ॥
পুনরুৎপদ্যতে তূর্ণং স্বাত্মনোর্ম্মিরিবাম্ভসঃ।
ব্যবহারং তনোত্যুচ্চৈঃ পুনরারম্ভমন্থরম্ ॥ ২৬ ॥

পূজ্যাঃ স্বামিভূতা অহঙ্কারাঃ। আলোকাদাত্মবিবেকাদ্ভীরবঃ। ততস্তৎ-স্বরাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

চলৎস্থ ব্যবহারবৎস্থ। স মহীপতিঃ সঙ্কল্পাত্মা জীবঃ ॥ ২১ ॥

লীলাভিরবশমস্বাধীনং যথা স্যাৎ তথৈত্যুষিত্বা নির্গম্য চেত্যুত্তরান্বয়ি ॥২২॥

ভবিষ্যন্নির্ম্মাণং অবিদ্যমানং স্বপ্নাদিজগৎ। নিশ্চলা যাবত্তদ্ভোগং স্থিরা॥২৩

আবেগাৎ নিদ্রাদ্যাবেশাৎ উত্থায় জাগ্রদ্দেহাদ্যভিমানং ত্যক্ত্বা ধাবতি। "স তত্র বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈবেতি" শ্রুতেঃ। গন্ধর্ব্বৈর্নির্ম্মিতং পুরং গন্ধর্ব্ব-নগরমিব মিথ্যাভূতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিনাশং সঙ্কল্পলয়াবস্থাং সুষুপ্তিম্। বিনশ্যতি কারণাবিদ্যায়াং কর্ম্ম-বীজসংস্কারশেষং করকবৎ বিলীয়তে ॥ ২৫ ॥

স্বাত্মনা পূর্ব্বস্বভাবেনৈব। স এবাহমিতি সুষুপ্তোত্থিতস্য প্রত্যভিজ্ঞানু-ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

স্বয়ৈব ব্যবহৃত্যাথ কদাচিৎ পরিভূয়তে।
কিং করোম্যহমজ্ঞোঽস্মি দুঃখিতোঽস্মীতি শোচতি ॥ ২৭॥
মুদমেত্য কদাচিচ্চ স্বয়মায়াতি দীনতাম্।
প্রাবৃড়্বর্ষকলোল্লাসপূরাদিব নদীরয়ঃ ॥ ২৮ ॥

জয়তি গচ্ছতি তদগতি জৃম্ভতে
স্ফুরতি ভাতি ন ভাতি চ ভাস্বরঃ।
সুত মহামহিমা স মহীপতিঃ
পতিরপামিব বাতরয়াকুলঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে স্বোত্থবিভববর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

পরিভূয়তে শত্রুরোগদারিদ্র্যাদিভিঃ ॥ ২৭ ॥

মুদং পূর্ব্বানুভূতসুখমেত্য অতিক্রম্য স্মৃত্বা বা ॥ ২৮ ॥

হে সুত মহাত্মা স পূর্ব্বোক্তোমহীপতিঃ সতি পরাভিভবসামর্থ্যে পরান্ গচ্ছতি জয়তি চ সম্পদঃ প্রাপ্য জৃম্ভতে স্ফুরতি সঞ্চলতি ভাতি চ জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ সুষুপ্তিপ্রলয়সমাধিমুক্তিষু ন ভাতি চ। অন্তর্গতেনাত্মজ্যোতিষা ভাস্বরঃ। অতএব মহামহিমা অপাম্পতিঃ সমুদ্র ইব ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
দ্বিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাপৃচ্ছৎ সুতস্তত্র জম্বুদ্বীপে বনালয়ে।
কদম্বাগ্রাবচূড়স্থং পিতরং পাবনাশয়ম্ ॥ ১ ॥

পুত্র উবাচ।

কোসৌ খোথ ইতি খ্যাতো ভূপস্তাতোত্তমাকৃতিঃ।
কথিতঞ্চ কিমর্থং ন ত্বয়েতি ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥
ক্ব ভবিষ্যতি নির্ম্মাণং বর্ত্তমানে ক্ব গম্যতা।
উভয়ার্থবিরুদ্ধত্বাৎ মন্মোহায় বচস্তব ॥ ৩ ॥

দাশূর উবাচ।

শৃণু পুত্র যথাভূতমেতত্তে কথয়াম্যহম্।
যেন সংসারচক্রস্য তত্ত্বমস্যাববুধ্যসে ॥ ৪ ॥
অসদপ্যুত্থিতারম্ভ মবস্তুময়মাততম্।
সংসারসংস্থানমিদ মেবমাকথিতং ময়া ॥ ৫ ॥

খোথাখ্যানস্য তাৎপর্য্যং বিস্তরেণেহ বর্ণ্যতে।
সঙ্কল্পকল্পিতং বিশ্বমিত্যুক্তার্থে নিদর্শনম্ ॥ ১ ॥

কদম্বস্যাগ্রে অবচূড় উত্তংস ইব স্থিতমিত্যুপমিতসমাসঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥

যথাশ্রুতার্থে তাৎপর্য্যং নাস্তি কিন্তু অন্যত্র তাৎপর্য্যমিতি ত্বয়া কুতো-জ্ঞাতমিতি চেৎ পুরং ভবিষ্যন্নির্ম্মাণং কিঞ্চিদ্‌যামীতি নিশ্চলেত্যাদ্যুক্তৌ ভবিষ্যত্ত্ববর্ত্তমানত্বয়োর্যৌগপদ্যবিরোধাদ্যনন্বিতার্থকত্বদর্শনাদিত্যাহ কেতি ॥ ৩ ॥

অববুধ্যসে অবভোৎস্যসে ॥ ৪ ॥

অসতঃ পরমার্থসত্তাশূন্যাদেবাজ্ঞানাদভ্যুদ্যতারম্ভং অতএবাবস্তু মায়া তন্ময়ম্। এবমস্যার্থস্য বোধনায় আকথিতং পারোক্ষ্যেণ বর্ণিতম্ ॥ ৫ ॥.

পরমাম্বুভসোজাতঃ সঙ্কল্পঃ খোত্থ উচ্যতে ।
জায়তে স্বয়মেবাসৌ স্বয়মেব বিলীয়তে ॥ ৬ ॥
তৎস্বরূপমিদং সর্ব্বং জগদাভোগি বিদ্যতে ।
জায়তে তত্র জাতে তু তস্মিন্নষ্টে বিনশ্যতি ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্ররুদ্রাদ্যাংস্তস্যৈবাবয়বান্ বিদুঃ ।
বিটপানিব বৃক্ষস্য শৃঙ্গাণীব মহীভৃতঃ ॥ ৮ ॥
শূন্যে ব্যোমনি তেনেন্দ্র নির্ম্মিতং ত্রিজগৎপুরম্ ।
প্রতিভাসানুসন্ধানমাত্রেণৈত্য বিরিঞ্চিতাম ॥ ৯ ॥
যত্রেমে বিততা লোকা লোককোশাশ্চতুর্দ্দশ ।
বনোপবনমার্গাশ্চ যত্রোদ্যানপরম্পরাঃ ॥ ১০ ॥
ক্রীড়াশিখরিণোযত্র সহ্যমন্দরমেরবঃ ।
শীতোষ্ণদীপ্তী চন্দ্রার্কৌ দীপৌ যত্রানলাকৃতী ॥ ১১ ॥
সূর্য্যাংশুকচদালোল তরঙ্গোত্তুঙ্গমৌক্তিকাঃ ।

সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পপ্রধানং মনঃ। সমষ্টিব্যষ্টিমনসোরেকীকারেণ খাদব্যক্তাকাশাদুত্থ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা খোত্থ উচ্যত ইত্যর্থঃ। স্বয়মেব স্বসঙ্কল্পজন্যপ্রবৃত্তিবাসনোদ্ভবাদেব জায়তে নিবৃত্তিবাসনাদার্ঢ্যাচ্চ স্বয়মেব লীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তৎস্বরূপং তৎপরিণামঃ। উক্তার্থং তদন্বয়ব্যতিরেকানুবিধানপ্রদর্শনেন দ্রঢ়য়তি জায়ত ইতি ॥ ৭ ॥

নন্ব ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভ্যঃ সকাশাৎ জগদুৎপন্নমিতি শ্রুতং তৎ কথমন্যস্মাদুচ্যতে তত্রাহ ব্রহ্মেতি। বিটপান্ স্কন্ধান্ ॥ ৮ ॥

শূন্যে ত্রৈকালিকজগদভাববতি ব্যোমনি ব্রহ্মণি। অচেতনস্যাস্য কুতোনির্ম্মাণশক্তিরিতি চেদধিষ্ঠানচৈতন্যানুগ্রহেণ চেতনবিরিঞ্চ্যাকারতাপ্রাপ্তেরিত্যাহ প্রতিভাসেতি ॥ ৯ ॥

তদেব ত্রিজগৎপুরং প্রাগ্বর্ণিতমিত্যাহ যত্রেত্যাদিনা। বিততালোকাঃ সূর্য্যাদিপ্রভাদীপ্তাঃ প্রসিদ্ধবনোপবনমালা যত্র উদ্যানপরম্পরা বর্ণিতা ইত্যর্থঃ ॥১০॥

অনলাকৃতী দীপ্যমানৌ। অনিলাক্ষতাবিতি পাঠে স্পষ্টম্ ॥ ১১ ॥

মুক্তালতাবিবলিতবাপীসপ্তকভূষিতমিত্যুক্তেরর্থমাহ সূর্য্যেতি। তরঙ্গাণাং

বহন্তি সরিতোযত্র সম্মুক্তাবলয়শ্চলাঃ ॥ ১২ ॥
ইক্ষুক্ষীরাদিসলিলা মণিরত্নবিসাঙ্কুরাঃ।
ঔর্ব্বানলাম্বুজা যত্র বাপ্যঃ সপ্ত মহার্ণবাঃ ॥ ১৩ ॥
অধ উর্ব্ব্যাং তথোর্দ্ধে খে পুণ্যাপুণ্যধনশ্রিয়ঃ।
নরামরকিরাটানাং যত্রাস্তঃ ক্রয়বিক্রয়ৌ ॥ ১৪ ॥
অস্মিন্নেব জগত্যস্মিন্ পুরে সংকল্পভূভৃতা।
ক্রীড়ার্থমাত্মনশ্চিত্রা দেহাপবরকাঃ কৃতাঃ ॥ ১৫ ॥
কেচিদ্গীর্ব্বাণনামান ঊর্দ্ধ এব নিয়োজিতাঃ।
নরনাগাদয়ঃ কেচিদধ এব নিয়োজিতাঃ ॥ ১৬ ॥
বাতযন্ত্রপ্রবাহেণ চলতোমাংসমৃন্ময়াঃ।
সিতাস্থিদারবশ্চিত্রাস্ত্বগ্লেপমসৃণামলাঃ ॥ ১৭ ॥
কেচিচ্চিরেণ নশ্যন্তি কেচিচ্ছীঘ্রবিনাশিনঃ।

মুক্তাসাম্যে উপপত্তিঃ সূর্য্যাংশুকচদালোলত্বম্ ॥ ১২ ॥

মণিরত্নানি মণিশ্রেষ্ঠা এব বিসাঙ্কুরা যাসু। ঔর্ব্বানলা বড়বাগ্নয় এব অম্বুজানি যাসু। যত্র নগরে ॥ ১৩ ॥

উর্দ্ধাধোগতিরূপেণ বণিঙ্মার্গেণ সঙ্কুলমিতি যদুক্তং তস্যার্থমাহ অধ ইতি। পুণ্যান্যপুণ্যানি পাষাণি চ ধনশ্রিয়োযেষাং তেষাং নরাণাং কর্ম্মোপাসনাধিকারিণামার্য্যাণামমরাণাঞ্চ দেবান্ ভাবয়তানেন তদেবাভাবয়ন্তুব ইতি ভগবদুক্তন্যায়েন পুণ্যতৎফলক্রয়বিক্রয়ৌ। কিরাটানাং প্রত্যন্তদেশবাসিনাং কর্ম্মাধিকারবহিষ্কৃতানাং পাপতৎফলস্থাবরতির্য্যগাদিভিঃ পরস্পরোপকারবাহুল্যাৎ ক্রয়বিক্রয়ৌ বোধ্যৌ ॥ ১৪ ॥

সংসারিণো বিরচিতা মুগ্ধাপবরকাগণা ইত্যুক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ তস্মিন্নেবেত্যাদিনা ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

বাতযন্ত্রাণি প্রাণাস্তৎপ্রবাহেণ। মাংসান্যেব মৃদস্তদ্বিকারাঃ। সিতান্যস্থীন্যেব দারূণি যত্র। ত্বচোলিপ্যন্তে যৈস্তৈলোদ্বর্ত্তনাদিভিস্তে ত্বগ্লেপাস্তৈর্মসৃণাশ্চিক্কণা অমলাশ্চ ॥ ১৭ ॥

কেশলক্ষণানাং উলপানাং তৃণবিশেষাণাং উল্লাসেন রচিতা আচ্ছাদন-

কেচিৎ কেশোলপোল্লাসরচিতাচ্ছাদনশ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥
কর্ণাক্ষিনাসাপ্রমুখৈর্দ্বারৈর্নবভিরন্বিতাঃ ।
অনারতবহৎপ্রাণপবনেনোষ্ণশীতলাঃ ॥ ১৯ ॥
কর্ণনাসাস্যতাল্বাদি বাতায়নগণান্বিতাঃ ।
ভুজাদ্যঙ্গপ্রতোলিকাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়কুদীপকাঃ ॥ ২০ ॥
মায়য়া রচিতাস্তেষু সঙ্কল্পেন মহামতে ।
অহঙ্কারমহাযক্ষাঃ পরমালোকভীরবঃ ॥ ২১ ॥
দেহাপবরকেম্বন্তর্মহাহঙ্কারযক্ষকৈঃ ।
সহ সংক্রীড়তেত্যর্থং স সদৈবাসদুত্থিতৈঃ ॥ ২২ ॥
যথা কুসূলে মার্জ্জারোভস্ত্রায়াম্ভুজগো যথা ।
মুক্তাফলং যথা বেণাবহঙ্কারস্তথা তনৌ ॥ ২৩ ॥
ক্ষণমভ্যুদয়ং যান্তি ক্ষণং শাম্যন্তি দীপবৎ ।
দেহগেহেষু সঙ্কল্পতরঙ্গাঃ সাগরেষ্বিব ॥ ২৪ ॥
ভবিষ্যন্নবনির্ম্মাণং স ব্যাপ্নোতি তদা পুরম্ ।

শ্রীর্যেষামিতি অসিতচ্ছাদনচ্ছন্না ইত্যুক্তের্ব্বিবরণম্ ॥ ১৮ ॥

নবদ্বারবিভূষিতা ইত্যুক্তিং বিবৃণোতি কর্ণেতি। অনারতবহদ্বাতা ইত্যুক্তিং বিবৃণোতি অনারতেতি। প্রাণস্যোষ্ণত্বং অপানস্য চ শীতত্বং প্রত্যক্ষসিদ্ধম্ ॥ ১৯ ॥

বহুবাতায়নান্বিতা ইত্যাদি বিবৃণোতি কর্ণনাসেত্যাদিনা। কুদীপকেতি বিবরণেন দীপপঞ্চকেত্যত্র সজ্ঞার্থে জাতঃ কন্ তন্ত্রেণ কুৎসামপি দ্যোতয়তীতি তাৎপর্য্যং সূচিতম্ ॥ ২০ ॥

রক্ষিতারো মহাযক্ষা ইত্যেতদ্বিবৃণোতি মায়য়েতি। পরমালোকভীরব ইত্যস্য পরমাত্মদর্শনেন হৃদয়গ্রন্থ্যাত্মকাহঙ্কারক্ষয়শ্রুতেঃ পরমস্যালোকনাৎ ভীরবো বিভ্যত ইতি তাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

নন্থ দেহএবাহঙ্কারোনান্যো নেত্যাহ যথেতি ॥ ২৩ ॥

সংক্রীড়নপ্রকারমাহ ক্ষণমিতি। সঙ্কল্পস্য তরঙ্গা বৃত্তয়ঃ ॥ ২৪ ॥

যদাসঙ্কল্পিতং বস্তু ক্ষণাদেব প্রপশ্যতি ॥ ২৫ ॥
অসঙ্কল্পনমাত্রেণ স্বেনৈবাশু বিনশ্যতি।
শ্রেয়সে পরমা যস্য নাশত্বেন তু সম্ভবঃ ॥ ২৬ ॥
স্বয়ং সঙ্কল্পনামাত্রং জায়তে বালযক্ষবৎ।
অনন্তায়াত্মদুঃখায় নানন্দায় কদাচন ॥ ২৭ ॥
ইদং স্ফারং জগদ্দুঃখং প্রতনোত্যাত্মসত্তয়া।
অসত্তয়া নাশয়তি ঘনমান্ধ্যং যথা তমঃ ॥ ২৮ ॥
স্বয়ৈব দুঃখদায়িন্যা চেষ্টয়া পরিরোদিতি।
কাষ্ঠাবষ্টব্ধবৃষণঃ কীলোৎপাটী কপির্যথা ॥ ২৯ ॥
সঙ্কল্পিতানন্দলবস্তিষ্ঠত্যুদ্ধরকন্ধরম্।
অকস্মাৎ প্রচ্যুতমধুবিন্দুভুককরভো যথা ॥ ৩০ ॥
ক্ষণং বিরতিমায়াতি রতিমেতি ক্ষণং স্বয়ম্।

তস্যেচ্ছা জায়তে ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যং পূর্ব্বোক্তবিরোধপরিহারেণ বর্ণয়তি। ভবিষ্যদিতি ॥ ২৫ ॥

তেনাশু স বিনশ্যতীত্যস্য তাৎপর্য্যমাহ অসঙ্কল্পনেতি। জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থয়োঃ পরং অত্যন্তং আয়স্য ভ্রমণপ্রযুক্তমায়া সংপ্রাপ্য শ্রেয়সে বিশ্রান্তিসুখায় অসঙ্কল্পনমাত্রেণ সুষুপ্তৌ নাশত্বেন প্রবিলয়েন কারণীভূতাবিদ্যামাত্রভাবেন সম্ভবঃ সত্ত্বেত্যর্থঃ। অথবা নানাজন্মকোটিষ্বাযস্য দৈবান্নির্ব্বিণ্ণঃ শাস্ত্রাচার্য্য সমাধ্যভ্যাসাদিবলাদাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারে সতি সঙ্কল্পমূলোচ্ছেদাদেব অসঙ্কল্পন-মাত্রেণ শ্রেয়সে মোক্ষায় সম্ভবো নির্ব্বৃতিঃ। পরমায়াস্যেতি পাঠে তু অস্য সঙ্কল্পস্য নাশত্বেন বাসনাক্ষয়প্রযুক্তশূন্যভাবেন সম্ভবঃ অভিনিষ্পত্তিঃ পর-মায় শ্রেয়সে ভবতীতি সর্ব্বত্র শেষঃ ॥ ২৬ ॥

পুনরুৎপদ্যতে ইত্যুক্তেস্তাৎপর্য্যমাহ স্বয়মিতি ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

কিং করোমীত্যাদিশোকোক্তের্ব্বীজমাহ স্বয়ৈবেতি। দুঃখদায়িন্যা নিষিদ্ধা চরণাভিমানাদিরূপয়া। কাষ্ঠাবষ্টব্ধেত্যুৎপত্তিপ্রকরণে ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৯ ॥

করভো গর্দ্দভঃ। অনেন বিষয়সুখমপি রাসভস্য মধুলেহনবদতিদুর্লভং কিং পুনর্ম্মোক্ষসুখমিতি ধ্বনিতম্ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

ক্ষণং বিকারমায়াতি সঙ্কল্পেনৈব বালবৎ ॥ ৩১ ॥
এনং সকলভাবেভ্যঃ কৃত্বা নির্ম্মূলমাদরাৎ ।
মতিরন্তঃপদং যাতি যথা পুত্র তথা কুরু ॥ ৩২ ॥
ত্রয়স্তস্যা মতের্দ্দেহা অধমোত্তমমধ্যমাঃ ।
তমঃসত্বরজঃসংজ্ঞাঃ কারণং জগতঃ স্থিতেঃ ॥ ৩৩ ॥
তমোরূপোহি সঙ্কল্পো নিত্যং প্রাকৃতচেষ্টয়া ।
পরাং কৃপণতামেত্য প্রয়াতি কৃমিকীটতাম্ ॥ ৩৪ ॥
সত্যরূপোহি সঙ্কল্পো ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণঃ ।
অদূরকেবলীভাবং স্বারাজ্যমধিতিষ্ঠতি ॥ ৩৫ ॥
রজোরূপোহি সঙ্কল্পো লোকসংব্যবহারবান্ ।
পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারানুরঞ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥
ত্রিবিধস্তু পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে ।
সঙ্কল্পঃ পরমায়াতি পদমাত্মপরিক্ষয়ে ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বা দৃষ্টীঃ পরিত্যজ্য নিয়ম্য মনসা মনঃ ।

খোপাখ্যায়িকাবর্ণনপ্রয়োজনমাহ এনমিতি। সকলভাবেভ্যঃ সর্ব্ববাহ্য-বস্তুভ্যঃ পরাবৃত্ত্য সমাধ্যভ্যাসেন তত্ত্বজ্ঞানেন চ নির্ম্মূলং নির্ব্বাসনাহঙ্জ্ঞানং কৃত্বা মতিঃ অন্তঃপদং প্রত্যগ্ভূতং ব্রহ্ম যথা যাতি অবলম্ব্য বিশ্রাম্যতি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

প্রাক্ যে ত্রয়ো দেহা উক্তাস্তান্ প্রপঞ্চয়তি ত্রয় ইতি। মতেঃ সঙ্কল্পাত্মনো মনসঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রাকৃতচেষ্টয়া স্বাভাবিকপ্রবৃত্ত্যা পরাং কৃপণতাং নরকেষু প্রসিদ্ধাম্। কৃমিকীটগ্রহণং স্থাবরাদীনামপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

জ্ঞানমন্ত্রোপাসনং শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিনিয়ম ইতি যাবৎ। অদূরকেবলীভাবং সন্নিহিতমোক্ষং স্বারাজ্যং হৈরণ্যগর্ভভাবান্তদেবতাপদম্ ॥ ৩৫ ॥

লোকসংব্যবহারোমনুষ্যজন্মনা তদ্যোগ্যব্যবহারস্তদ্বান্ ॥ ৩৬ ॥

পরং পদং মোক্ষম্। আত্মপরিক্ষয়ে আত্যন্তিকসঙ্কল্পোচ্ছেদে সতি ॥৩৭॥

সবাহ্যাভ্যন্তরার্থস্য সঙ্কল্পস্য ক্ষয়ং কুরু ॥ ৩৮ ॥
যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্।
যদি বা বিলয়াত্মানং শিলায়াং চূর্ণয়ন্তলম্ ॥ ৩৯ ॥
যদি বাগ্নিং প্রবিশসি বড়বাগ্নিমথাপি বা।
যদি বা পতসি শ্বভ্রে খড়্গধারাজবে তথা ॥ ৪০ ॥
হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোপি বা।
অত্যন্তকরুণাক্রান্তো লোকনাথোথবা যতিঃ ॥ ৪১ ॥
পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি তম্ভব।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে ॥ ৪২ ॥
অনাবাধে বিকারে চ সুখে পরমপাবনে।
সঙ্কল্পোপশমে যত্নং পৌরুষেণ পরং কুরু ॥ ৪৩ ॥
সঙ্কল্পতন্তাবখিলা ভাবাঃ প্রোতাঃ কিলানঘ।
ছিন্নে তন্তৌ ন জানে তে ক যান্তি বিশরারবঃ ॥ ৪৪ ॥

তর্হি সঙ্কল্পক্ষয়েক উপায়স্তমাহ সর্ব্বা ইতি। দৃষ্টীর্ব্বাহ্যার্থদর্শনানি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বৈরাগ্যেণ নিরুদ্ধ্যেতি যাবৎ ॥ ৩৮ ॥

নন্থ সঙ্কল্পক্ষয়োদুষ্করঃ অন্য এবোপায়োমোক্ষার্থমুপদিশ্যতাং নেত্যাহ যদি-ৰেত্যাদিনা। বিলয়স্বভাবং আত্মানং স্বদেহম্ ॥ ৩৯ ॥৪০ ॥

লোকনাথোযতিঃ শ্রীদত্তাত্রেয়োদুর্ব্বাসা বা অত্যন্তকরুণাক্রান্তঃ সন্ উপদেষ্টা স্যাৎ অথবা অত্যন্তকরুণাক্রান্ত ইতি বিশেষণস্বারস্যাদাত্যন্তিকাহিংসোপদেষ্টা বুদ্ধোঽত্র যতিঃ। তস্যাত্র গ্রহণন্তু অবৈদিকমার্গেষ্বপি মোক্ষপ্রত্যাশাবারণার্থ-মিতি বিভাব্যম্ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

স চ সঙ্কল্পোপপশমো ব্রহ্মস্বরূপ এবেত্যাশয়েন বিশিনষ্টি অনাবাধ ইত্যাদি। পরং যত্নং সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিশ্রবণমনননিদিধ্যাসনলক্ষণম্ ॥ ৪৩ ॥

নন্থ সঙ্কল্পমাত্রোচ্ছেদেন সর্ব্বজগদ্বন্ধনিবৃত্তিঃ কুতস্তত্রাহ সঙ্কল্পেতি। তর্হি তে নষ্টা ভাবাঃ ক যান্তি তত্রাহ ন জানে ইতি। আরোপিতভাবানাম-ধিষ্ঠানে বাধেঽন্যত্র গমনাপ্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

অসৎ সৎ সদসৎ সর্ব্বং সঙ্কল্পাদেব নান্যতঃ।
সঙ্কল্পং সদসচ্চৈবমিহ সত্যং কিমুচ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥
সংকল্প্যতে যথা যৎ যৎ তৎ তথা ভবতি ক্ষণাৎ।
মা কিঞ্চিদপি তত্ত্বজ্ঞ সঙ্কল্পয় কদাচন ॥ ৪৬ ॥
নিঃসঙ্কল্পো যথাপ্রাপ্ত-ব্যবহারপরোভব।
চিদচেত্যোন্মুখত্বং হি যাতি সঙ্কল্পসংক্ষয়ে ॥ ৪৭ ॥
উত্থায় সত্বরূপেণ যোন্যা সত্যময়াত্মকম্।
ন তর্জ্জগদ্দুঃখমিদং ব্যর্থং সদৃশমাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥
তেন দুঃখায় মহতে কিং মৃতেন তবানঘ।
যদদুঃখায় তৎ প্রাজ্ঞাঃ সংশ্রয়ন্তীহ নেতরৎ ॥ ৪৯ ॥
অধিগতপরমার্থতামুপেত্য
প্রসভমপাস্য বিকল্পজালমুচ্চৈঃ।

নন্বিয়ং সঙ্কল্পাদিসর্ব্বভাবনিবৃত্তি রসতী সতী সদসতী বা। আদ্যে-মোক্ষাসিদ্ধির্দ্বিতীয়ে মোক্ষেপি দ্বৈতাপত্তিস্তৃতীয়ে পাক্ষিকবন্ধদ্বৈতয়োরবারণমিতি ন মোক্ষে নির্গ্রণতাসিদ্ধিরিত্যাদিদোষগণানেকোক্ত্যা পরিহরতি অসদিতি। সদসত্ত্বাদয়ঃ সর্ব্বে বিকল্পাঃ সঙ্কল্পাদেব সহভাবৈরুৎপন্নাঃ সঙ্কল্পমেব সদসচ্চেত্যেবং বিকল্পিতুং ন শক্নুবন্তি ইহ পরমার্থসত্যসঙ্কল্পং ব্রহ্ম ন স্পৃশন্তীতি কিং বাচ্যম্। কার্য্যাণাং যত্র স্বসঙ্গিনি কারণেপ্যান্তরে কুণ্ঠীভাবস্তত্র কিং বাচ্যমসঙ্গে পরমাত্মনীতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥

নমু মোক্ষসম্পাদনে কা ক্ষতি স্তত্রাহ উত্থায়েতি। সত্যময়াত্মকং সত্যৈকস্বভাবং ব্রহ্ম অসত্যমায়াবশাৎ যোন্যা সুরনরতির্য্যগাদিচতুরশীতিযোনিদ্বারেণ সত্বরূপেণ তত্তৎপ্রাণিভেদরূপেণোত্থায় ব্যর্থমেব জগদ্দুঃখমনুভবতি। ইদমাত্মনঃ স্বস্য ন সদৃশং ন যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তেন নানাযোনিজন্মনা নিমিত্তেন দুঃখায় দুঃখার্থং মৃতেন পুনঃপুনর্ম্মরণেন চ তব কিং ফলমিতি যোজনা ॥ ৪৯ ॥

তর্হি ময়া কিং কার্য্যং তত্রাহ অধিগতেতি। ত্বং অধিগতপরমার্থতাং

অধিগময় পদং তদদ্বিতীয়ং
বিততসুখায় সুষুপ্তচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে সংস্কারনগরবিকল্পযোগবিচারো নাম
ত্রিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

তদ্বজ্জতামুপেত্য প্রাপ্য প্রশমং মূলোচ্ছেদবলাৎ বিকল্পজালমপাস্ত যদদ্বিতীয়ং পদং মোক্ষাখ্যং তদ্বিততসুখায় নিরতিশয়ানন্দাবাপ্তয়ে অধিগময় স্বপ্রযত্নেন সাধয়েত্যর্থঃ। মুখং ব্যাদায় স্বপিতীতিবৎ পূর্ব্বকালত্বারোপেণ ল্যপ্। ৫০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
ত্রিপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ।

—৷(•)৷—

পুত্র উবাচ ।

কীদৃশস্তাতসঙ্কল্পঃ কথমুৎপদ্যতে প্রভো ।
কথঞ্চ বৃদ্ধিমাপ্নোতি কথঞ্চৈব বিনশ্যতি ॥ ১ ॥

দাশূর উবাচ ।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সত্তাসামান্যরূপিণঃ ।
চিতশ্চেত্যোন্মুখত্বং যৎ তৎ সঙ্কল্পাঙ্কুরং বিদুঃ ॥ ২ ॥
লেশতঃ প্রাপ্তসত্তাকঃ স এব ঘনতাং শনৈঃ ।
যাতি চিত্তখমাপূর্য্য দৃঢ়জাড্যায় মেঘবৎ ॥ ৩ ॥
ভাবয়ন্তী চিতিশ্চেত্যং ব্যতিরিক্তমিবাত্মনঃ ।
সংকল্পতামুপায়াতি বীজমঙ্কুরতামিব ॥ ৪ ॥
সংকল্পেন হি সংকল্পঃ স্বয়মেব প্রজায়তে ।
বর্দ্ধতে স্বয়মেবাশু দুঃখায় ন সুখায় তু ॥ ৫ ॥

সঙ্কল্পস্য যথোৎপত্তির্যদ্রূপং ঘনতা যথা ।
যেনোপায়েন চোচ্ছেদস্তৎসর্ব্বমিহ কীর্ত্ত্যতে ॥ ১ ॥

প্রশ্নঃ স্পষ্টঃ ॥ ১ ॥

চেত্যোন্মুখত্বং যৎ প্রাক্‌মন ইতি ব্যাখ্যাতং তদেব সঙ্কল্পবৃক্ষস্যাবিদ্যা-বীজোদ্ভবং প্রথমাঙ্কুরং বিদুরিত্যর্থঃ । চিত্তখং তমেব চিত্তাকাশং আপূর্য্য সর্ব্বতোব্যাপ্য দৃঢ়জাড্যায় অধিষ্ঠানচিতশ্চিৎস্বভাবতাতিরোধানেন জড়প্রপঞ্চাকারসম্পত্তয়ে ইতি যাবৎ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

এবং সমষ্টিসঙ্কল্পাজ্জগদুদ্ভবমুক্ত্বা তথৈব বুদ্ধ্যহঙ্কারপ্রাণেন্দ্রিয়দেহাদ্যাকার ব্যষ্টিসঙ্কল্পোৎপত্তিমাহ ভাবয়ন্তীতি ॥ ৪ ॥

ততো মূলাঙ্কুরাৎশাখাঙ্কুরাণামিব বাহ্যবিষয়াকারসঙ্কল্পপরম্পরাভির্বৃদ্ধিং

সংকল্পমাত্রং হি জগজ্জলমাত্রং যথার্ণবঃ।
ঋতে সংকল্পমন্যা তে নাস্তি সংসারদুঃখিতা ॥ ৬ ॥
কাকতালীয়যোগেন সম্প্রাপ্তোঽস্তি মুধৈব হি।
মৃগতৃষ্ণাদ্বিচন্দ্রত্ব মিবাসত্যঞ্চ বর্দ্ধতে ॥ ৭ ॥
নিগীর্ণমাতুলিঙ্গস্য কনকপ্রত্যয়োযথা।
স্বয়মভ্যেত্যসত্যোঽন্তঃ সংকল্পস্তে তথা হৃদি ॥ ৮ ॥
অসত্যমেব জাতস্ত্বমসত্যমপি বর্ত্তসে।
অস্মিন্ জ্ঞাতে চ বিজ্ঞানে হ্যসত্যং সম্বিলীয়তে ॥ ৯ ॥
অসৌ সোঽহমিমে ভাবাঃ সুখদুঃখময়া মম।
ব্যর্থমেবেতি নানাস্থা যেনান্তঃপরিতপ্যসে ॥ ১০ ॥
অসন্নেবাস্য জাতোসি কুতো জন্ম বিলাসতঃ।
ব্যর্থমেবাবমূঢ়োসি সংকল্পবশতঃ স্বতঃ ॥ ১১ ॥
মা সংকল্পয় সংকল্পং ভাবং ভাবয় মা স্থিতৌ।
এতাবতৈব ভাবেন ভব্যোভবতি ভূতয়ে ॥ ১২ ॥

দুঃখাস্থামাহ সঙ্কল্পেনেতি ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

নমু নির্ব্বিকারাদ্বয়ে বস্তুনি কথং নির্ব্বীজজগদুদ্ভবস্তত্রাহ কাকতালীয়েতি। বিবর্ত্তবাদাশ্রয়েণ চায়ং দোষঃ পরিহার্য্য ইত্যাশয়েনাহ মৃগতৃষ্ণেতি। পূর্ব্বানুভূতবিষয়বাসনোদ্বোধাদ্ধেয়া জগদ্ভ্রান্তিরিত্যাশয়েনাহ নিগীর্ণেতি। মাতুলিঙ্গং (মাতুলঙ্গং বা) ফলবিশেষঃ। তদ্ধি চাক্ষুষং পিত্তমুদ্দীপয়চ্ছুক্লে পীতভ্রমং জনয়তি ॥ ৭॥ ৮ ॥

অস্মিন্ মদুপদেশাত্মকে বিজ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানে শাস্ত্রে। অসৌ যো বেদান্তেষু প্রসিদ্ধঃ পূর্ণাত্মা সঃ অহমেব মম ইমে সুখদুঃখময়া জন্মাদিভাবা ব্যর্থং মিথ্যৈব ইত্যনাস্থা যেনাজ্ঞানেন হেতুনা নাস্তি তেন পরিতপ্যসে ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

অস্য জন্মাদেঃ সম্বন্ধী কদাপ্যসন্নেব ভ্রান্ত্যা জাতোসি বিলাসতস্তাত্ত্বিক পূর্ণতালক্ষণস্ববিলসনাত্তু কুতোজন্ম ॥ ১১ ॥

তর্হি অস্য ভ্রমস্য নিবৃত্তৌ ক উপায়স্তমাহ মা সঙ্কল্পয়েতি। পূর্ব্বানুভূতং

সংকল্পনাশযত্নেন ন ভয়ান্যনুগচ্ছতি।
ভাবনাভাবমাত্রেণ সংকল্পঃ ক্ষীয়তে স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥
সুমনঃপল্লবামর্দ্দে কিঞ্চিদ্ব্যতিকরোভবেৎ।
সুসাধ্যোভাবমাত্রেণ ন তু সংকল্পনাশনে ॥ ১৪ ॥
পুষ্পাক্রান্তৌ করস্পন্দযত্নঃ পুত্রোপযুজ্যতে।
তদপ্যুপকরোত্যস্মিন্ ন সংকল্পপরিক্ষয়ে ॥ ১৫ ॥
সংকল্পোযেন হস্তব্যস্তেন ভাববিপর্য্যয়াৎ।
অপ্যর্দ্ধেন নিমেষেণ লীলয়ৈব নিহন্যতে ॥ ১৬ ॥
ভাবমাত্রোপসম্পন্নে স্বাত্মনি স্থিতিমাগতে।
সাধ্যতে যদসাধ্যং তৎ কস্য স্যাৎ কিমিবাঙ্গ তে ॥ ১৭ ॥

সুখদুঃখাদিভাবং সাম্প্রতিকস্থিতৌ মা ভাবয় মা স্মর। স্মৃতে হি পূর্ব্বভাবে তদুপাদানহানাদার্থসঙ্কল্পোদয়ঃ স্যাদেবেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

তথাচ সঙ্কল্পক্ষয়াৎ সর্ব্বভয়ক্ষয়ঃ পূর্ব্বভাবাভাবনাচ্চ সঙ্কল্পক্ষয় ইতি ক্রমঃ সিদ্ধ ইত্যাহ সঙ্কল্পেতি ॥ ১৩ ॥

অয়মুপায়োঽত্যন্ত সুকর ইতি প্রশংসতি সুমন ইত্যাদিনা। সুমনসাং শিরিষাদিপুষ্পাণাং পল্লবস্য দলস্য আমর্দ্দনে কশ্চিচ্চাসৌ ব্যতিকরশ্চ কিঞ্চিদ্ব্যতিকরঃ প্রযত্নঃ সুসাধ্যঃ সুকরোপি ভবেৎ সম্ভাবিতো ন তু অভাবোঽভাবনা তন্মাত্রেণ সাধ্যে সঙ্কল্পনাশনে তৎসম্ভাবনেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

উক্তমেব ব্যাচষ্টে পুষ্পেতি। তদপি সোঽপি তাবানপীতি যাবৎ। নোপকরোতি ॥ ১৫ ॥

ভাবোভাবনাস্মৃতিস্তস্য বিপর্য্যয়াৎঅস্মরণাৎ ॥ ১৬ ॥

নমু সঙ্কল্পক্ষয়াৎ দুঃখক্ষয়েপি নিরতিশয়ানন্দাবাপ্তিঃ কেনোপায়েন সাধ্যা তত্রাহ ভাবেতি। ভাবোভাবনা নিরন্তরং স্বপূর্ণানন্দাত্মতাচিন্তনং তন্মাত্রেণোপসম্পন্নে প্রাপ্তে স্বাত্মনি স্থিতিং স্বরূপাপ্রচ্যুতিমাপ্তে প্রাপ্তে সতি যদসাধ্যং তদপি সাধ্যতে। ননুসাধ্যং সাধ্যঞ্চ ইতি বিপ্রতিসিদ্ধং তত্রাহ কস্তেতি। স্বতঃসিদ্ধং তন্মাপেতীত্যাশয়েন সাধ্যং স্যাদিত্যুক্তং ন তুৎপদ্যত ইত্যাশয়েন। ভাবানাং হ্যপগমো দ্বেধা পরেণাপহায়ে বা নাশেন ভাবান্তরতাপ্রাপ্তৌ বা

সঙ্কল্পেনৈব সঙ্কল্পং মনসা স্বমনোমুনে।
চ্ছিত্ত্বা স্বাত্মনি তিষ্ঠ ত্বং কিমেতাবতি দুষ্করম্ ॥ ১৮ ॥
উপশান্তে হি সংকল্পে উপশান্তমিদং ভবেৎ।
সংসারদুঃখমখিলং মূলাদপি মহামতে ॥ ১৯ ॥
সংকল্পোহি মনোজীবশ্চিত্তং বুদ্ধিঃ সবাসনা।
নাম্নৈবান্যত্বমেতেষাং নার্থেনার্থবিদাম্বর ॥ ২০ ॥
সংকল্পনাদৃতে নেহ কিঞ্চিদেবাস্তি কুত্রচিৎ।
তমেব হৃদয়াচ্ছিন্ধি কিমেতৎ পরিশোচসি ॥ ২১ ॥
যথৈবেদং নভঃ শূন্যং জগচ্ছূন্যং তথৈব হি।
অসন্ময়বিকল্পোত্থে উভে এতে ততে যতঃ ॥ ২২ ॥
অসিদ্ধং সর্ব্বমেবৈতদসিদ্ধেনৈব সাধিতম্।

হে অঙ্গ তে তব আত্মা অন্যেনাপহ্রিয়মাণঃ কস্য স্যাৎ। ন হ্যদ্বিতীয়াত্মনোঽন্যঃ প্রসিদ্ধঃ। বিনশ্যন্ বা কিমিব স্যাৎ। ঘটোহি বিনশ্যন্ কপালং ভবতি আত্মা তু কিং স্যাৎ যৎ স্যাত্তন্ন নষ্টেন দ্রষ্টুং শক্যং ন চাত্মান্যো-দ্রষ্টাস্তি তস্মাদাত্মনাশো নিঃসাক্ষিকোন সিদ্ধ্যত্যেবেত্যাত্মরূপোমোক্ষঃ স্বতঃ-সিদ্ধো নাপেক্ষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অসঙ্কল্পনসঙ্কল্পেনৈব সর্ব্বসঙ্কল্পং আত্মতত্ত্বমননরূপেণ মনসৈব স্বমনশ্চি-ন্ধেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

উক্তোপায়দ্বয়েন মূলাদপ্যুপশান্তে সতি দুঃখমপি মূলাদুপশান্তং ভবে-দিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নন্থ সঙ্কল্পে উপশান্তেপি জীবচিত্তবাসনাদিবশাৎ দুঃখং স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্য তেষাং সঙ্কল্পেন্তর্ভাবমাহ সঙ্কল্প ইতি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

নন্থ সঙ্কল্পস্যৈব জীবজগদাত্মকত্বে তৎক্ষয়ে নৈরাত্ম্যলক্ষণশূন্যতাপত্তিঃ ন হি জীবাদন্য আত্মা নামাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ যথৈবেতি। মরুমরীচিকাচ্ছেদেপি ন মরুঃ শূন্যাত্মিকা যথেদং নিদর্শনং তথা জগজ্জীবাদিদৃশ্যমাত্রবাধেপি ন দৃগ্রূপ আত্মা শূন্যাত্মকঃ। এতে মরীচিকাজগতী উভে সমে ততে আরো-পেণ বিস্তৃতে ॥ ২২ ॥

সংকল্পেন জগৎ যস্মাৎ ভাবনা কাবতিষ্ঠতাম্ ॥ ২৩ ॥
(সত্যাস্থায়ামসত্যাস্তু কিংনিষ্ঠা বাসনা ভবেৎ ।)
ভাবনাক্ষয়তঃ সিদ্ধিস্ততঃ প্রাপ্যং ন শিষ্যতে ।
তস্মাদসদিদং সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং হেলয়েদ্ধয়া ॥ ২৪ ॥
তনুভাবনয়া তেন সুখদুঃখৈর্ন লিপ্যতে ।
অবস্থিতি চ নির্ণীয় স্নেহাস্থা ন প্রবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥
আস্থাক্ষয়েন জায়েতে হর্ষামর্ষৌ ভবাভবৌ ।
তস্মাদসদিদং সর্ব্বং সুখদুঃখাদিবিভ্রমৈঃ ॥ ২৬ ॥
মনোজীবঃ স্ফুরত্যুচ্চৈর্ম্মানসং নগরং জগৎ ।
ভাবয়দ্বর্ত্তমানঞ্চ ভূতঞ্চ পরিবর্ত্তয়ন্ ॥ ২৭ ॥
বাসনাবলিতং লোকে স্ফুরচ্ছক্তি মনঃস্থিতম্ ।
করোতি স্বাশয়েনেমাং ব্যবস্থাং মলিনশ্চলঃ ॥ ২৮ ॥
আত্মনঃ সদৃশীং লীলাং জীবোহৃদ্বনমর্কটঃ ।

নমু বাধিতমপি ভাবনয়া পুনঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অসিদ্ধমিতি। বাধিতেহর্থে ভাবনৈব নাবতরতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ জগন্মিথ্যাত্বদর্শনং ভাবনোচ্ছেদার্থিনা প্রথমং সাধ্যমিত্যাশয়েনাহ ভাবনেতি। ইদ্ধয়া অভ্যাসদৃঢ়ীকৃতয়া। হেলয়া দৃশ্যাবহেলনয়া। তেন দৃশ্যাবহেলনেন তনুভাবনয়া দেহাত্মতাপ্রতিসন্ধানেন প্রাগুক্তৈঃ সুখদুঃখৈঃ। তনুসম্বন্ধিপুত্রমিত্রাদ্যপ্যবস্থিতি বিজ্ঞায় তেষু স্নেহাস্থা ন প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪॥২৫॥২৬ ॥

মন এব চিৎপ্রতিবিম্বাৎ জীবঃ সন্ জগল্লক্ষণং মানসং নগরং পরিবর্ত্তয়ন্ রচয়ন্ পরিণময়ন্ বিনাশয়ংশ্চ স্ফুরতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কুতস্তথা পরিবর্ত্তয়ন্ স্ফুরতি তত্রাহ বাসনেতি। যতোহস্য মনোবিষয়সম্বন্ধাৎ তত্তদ্বাসনাভিরাবলিতমধিষ্ঠানচিৎসম্বন্ধাৎ স্ফুরণশক্তিকঞ্চ স্থিতমতোমলিনশ্চলশ্চ সন্ স্বাশয়েন কামেন ইমাং প্রাগুক্তাং রচনাদিব্যবস্থাং করোতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তর্হীষ্টমেব কুতোন করোতি অনিষ্টঞ্চ কুতঃ করোতি তত্রাহ আত্মন ইতি ॥ ২৯ ॥

দীর্ঘনাকারমাদায় নিমেষাৎ যাতি হ্রস্বতাম্ ॥ ২৯ ॥
গ্রহীতুঞ্চ ন শক্যন্তে সঙ্কল্পজলবীচয়ঃ।
মনাগ্ দৃষ্টা বিবর্দ্ধন্তে হ্রসন্তি সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৩০ ॥
তৃণমাত্রেণ দীপ্যন্তে সঙ্কল্পা বহ্নিশেষবৎ।
জগত্যপ্রকটাকারাঃ প্রদীপ্তাঃ ক্ষণভঙ্গুরাঃ ॥ ৩১ ॥
ভ্রমদা জড়সংস্থানাঃ সঙ্কল্পাস্তড়িদগ্নয়ঃ।
যদেবাসন্ময়ং পুত্র তদেবাশু চিকিৎসিতুম্ ॥ ৩২ ॥
শক্যতে নাত্র সন্দেহো নাসৎ সম্ভবতি ক্বচিৎ।
সংস্থিতোযদি সংকল্পোদুশ্চিকিৎস্যঃ স্বতোভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
কিং ত্বসম্ভূত এবৈষ সুচিকিৎস্যস্তদা ভবেৎ।
অকৃত্রিমং চেৎ সংসারমলমঙ্গারকার্ষ্ণ্যবৎ ॥ ৩৪ ॥
তদেতৎ ক্ষালনে সাধো কঃ প্রবর্ত্তেত দুর্ম্মতিঃ।

কুতোঽস্য বৃদ্ধিহ্রাসৌ তত্রাহ গ্রহীতুমিতি। নিয়ন্তুমিত্যর্থঃ। দৃষ্টাঃ বিষয়-দর্শনোদ্বুদ্ধাঃ। বিষয়দর্শনস্মরণত্যাগে তু সপরিবারা হ্রসন্তি ॥ ৩০ ॥

তৃণমাত্রেণ তৃণসদৃশেনাল্পেনাপি বিষয়েণেতি যাবৎ। বহ্নিশেষোঽগ্নিকণঃ। জগতীত্যাদ্যুত্তরার্দ্ধস্থ ॥ ৩১ ॥

ভ্রমদাঃ স্থাণ্বাদৌ চোরাদিভ্রান্তিহেতবঃ। জড়েষু বিষয়েষু। লড়য়োরভেদা-ন্মেঘজলেষু চ সংস্থানং যেষাম্। ইত্থং কীদৃশস্তাত সঙ্কল্প ইত্যাদিপ্রশ্নানা-মুত্তরমুপবর্ণ্য কথঞ্চৈষ বিনশ্যতীতি চরমপ্রশ্নস্তোত্তরং বিবক্ষুর্বর্ণিতস্থ সঙ্কল্পস্থ সুচিকিৎস্যতামাহ যদেবেত্যাদিনা। অসন্ময়ং অসত্যাজ্ঞানবিকারভূতম্ ॥৩২॥

শক্যতে জ্ঞানেনেতি শেষঃ। সংস্থিতঃ পরমার্থভূতোযদি ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥ জগৎসত্যতাপক্ষে তু আত্মনোপি জগদবিশেষাৎ মলিনস্বভাবত্বাপত্তৌ জ্ঞানেন অসত্যনিরাস এব সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ ইত্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ বিরুদ্ধস্যাপ্যভ্যুপগমে অঙ্গারকার্ষ্ণ্যস্য সশেষক্ষালনে মলিনস্যৈব পরিশেষো নিঃশেষক্ষালনে তু শূন্যাবসানতেতি বৎ পুরুষার্থাপরিশেষশ্চেত্যাশয়েনাহ অকৃত্রিমমিতি। কৃতি-র্ম্মিথ্যাকল্পনা তয়া নির্ব্বৃত্তং কৃত্রিমম্ তদ্ভিন্নমকৃত্রিমং সত্যম্ ॥ ৩৪ ॥

কিং ত্বেতত্তণ্ডুলেষ্বেব তুষকঞ্চুকবৎ স্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥
যতস্ততঃ প্রযত্নেন পৌরুষেণ বিনশ্যতি।
অকৃত্রিমমপি প্রাপ্তং ভৃশং পুত্র তথা পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
সুখোচ্ছেদ্যতয়া জ্ঞস্য সংসারমলমাততম্।
তণ্ডুলস্য যথা চর্ম্ম যথা তাম্রস্য কালিমা ॥ ৩৭ ॥
নশ্যতি ক্রিয়য়া পুত্র পুরুষস্য তথা মলম্।
নশ্যত্যেব ন সন্দেহস্তস্মাৎ উদ্যভবান্ ভব ॥ ৩৮ ॥
অসৎকল্পৈর্ব্বিকল্পৈর্যৎ সংসারোন জিতোমুধা।
স্তোকেনাশু লয়ং যাতি ক্বাসদ্বস্তু চিরং স্থিতম্ ॥ ৩৯ ॥
অসত্যামেতি সংসারঃ স্বব্যবস্থাং বিচারতঃ।
দীপালোকা দিবান্ধস্য দ্বীন্দুত্বং স্বেক্ষিতাদিব ॥ ৪০ ॥
নাসৌ তব ন চাস্য ত্বং ভ্রান্তিং পুত্র পরিত্যজ।
অসত্যে সত্যবদ্দৃষ্টে ভাবনা মা স্ম হীদৃশঃ ॥ ৪১ ॥

তুষকঞ্চুকং যথা অতণ্ডুলভূতমেব তণ্ডুলে নিরস্যতে তদ্বদসদেব সতি নিরস্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

কৃতিঃ কারণব্যাপারস্তয়ানির্ব্বৃত্তং কৃত্রিমং তদ্ভিন্নং অনাদিভূতমপীত্যর্থঃ। ডুকৃঞোড্বিতঃ ক্রিঃ ক্ত্রেম্মম্নিত্যমিতি নির্ব্বৃত্তার্থে মপ্ ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞস্য তত্ত্ববিদঃ সুখেন অনায়াসেনৈব উচ্ছেদ্যতয়া উচ্ছেদার্হতয়া। আততং বিস্তীর্ণম্। অনাদ্যজ্ঞানজন্মাতিবিস্তীর্ণস্য চ রজতস্বপ্নাদিবিভ্রমস্য প্রবোধমাত্রেণোচ্ছেদদর্শনাদিতি ভাবঃ। অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাদিমলস্য জ্ঞানভূমিকাভ্যাসলক্ষণপুরুষপ্রযত্নেনাপি নশ্যতীত্যাশয়েনাহ তণ্ডুলস্যেত্যাদিনা ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

অসৎকল্পৈর্ব্বিকল্পৈরুপলক্ষিতঃ সংসারো যদেতাবন্তং কালং ত্বয়া ন জিতস্তৎ মুধৈবোপায়াপরিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অসত্যাং স্বব্যবস্থাং স্বনিষ্ঠাং বাধামিতি যাবৎ। অন্ধস্য তমস্তিরোভূতচক্ষুষো দীপালোকে সতি আন্ধ্যমিবেতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥

অসৌ সংসারঃ। হি যস্মাৎঅসত্যে সত্যবদ্দৃষ্টে সতি ঈদৃশঃ এতাদৃশস্য ভাবনা পুনশ্চিন্তামা স্ম ন খলু যুক্তেতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥

মম গুরুবিভবোজ্জ্বলা বিলাসা
ইতি তব মাস্তু বৃথৈব বিভ্রমোন্তঃ ।
ত্বমপি চ বিততাশ্চ তে বিলাসা
বিলসতি সর্ব্বমিদং তদাত্মতত্ত্বম্‌ ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দাশূরোপাখ্যানেসঙ্কল্পচিকিৎসা নাম চতুষ্পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

মম সংসারিস্বভাবস্ত এতে গুরুভির্ম্মহদ্ভির্ব্বিভবৈঃ সম্পত্তিরুজ্জ্বলা দীপ্যমানা ভোগবিলাসাঃ সত্যাঃ শাশ্বতাশ্চেতি বিভ্রমস্তব মাস্তু। ত্বং সংসারী অপি চ তে বিলাসাশ্চকারাদন্যদপি জননমরণাদিদৃশ্যমাত্রং তদাত্মতত্ত্বমেব তথা বিলসতি ন দৃশ্যরূপং সদন্যদস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে চতুষ্পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

—()*()—

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য তদা তত্র রাত্রাবালপনং দ্বয়োঃ।
অহং রঘুকুলাকাশ-শশাঙ্ক রঘুনন্দন ॥ ১ ॥
পতিতঃ খাৎ কদম্বাগ্রে পত্রপুষ্পফলাকুলে।
তূষ্ণীং নির্ব্বৃষ্টমুক্তাত্মা শৃঙ্গাগ্র ইব তোয়দঃ ॥ ২ ॥
অপশ্যং তত্র দাশূরং শূরমিন্দ্রিয়নিগ্রহে।
পরেণ তপসা যুক্তং তেজসেব হুতাশনম্ ॥ ৩ ॥
তেজোভির্দ্দেহনিষ্ক্রান্তৈঃ কাঞ্চনীকৃতভূতলম্।
তাপয়ন্তং প্রদেশং তং ভুবনং ভাস্করোযথা ॥ ৪ ॥
মামথালোক্য সংপ্রাপ্তং দাশূরোর্ঘসপর্য্যয়া।
বিতীর্ণবিষ্টরং পত্রপূজয়া পর্য্যপূজয়ৎ ॥ ৫ ॥
ততঃ পূর্ব্বকথান্তেন সহ দাশূরভাস্বতা।

দাশূরেণ বশিষ্ঠস্য পূজিতস্য মিথঃ কথাঃ।
কদম্বশোভাবীক্ষাত্র প্রাতর্যানঞ্চ বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

আলপনং ব্যক্তসম্ভাষণম্ ॥ ১ ॥

খাৎ তূষ্ণীং নিঃশব্দং পতিতোঽবতীর্ণঃ। নির্ব্বৃষ্টেন বৃষ্টিজলবেষেণ মুক্তঃ অধোবতারিত আত্মা যেন তোয়দেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

তাপয়ন্তং ভাসয়ন্তম্ ॥ ৪ ॥

বিতীর্ণোবিষ্টর আসনং যস্মৈ তম্। পত্রগ্রহণং পুষ্পফলাদীনামপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বকথাঃ প্রাক্ প্রস্তুতব্রহ্মচর্চ্চাঃ। তনয়ং সম্যক্ বোধয়ন্তীতি তনয়সম্বোধাঃ। কর্ম্মণ্যণ্। গতিকারকোপপদানাং কৃদ্ভিঃ সহ সমাসবচনে কৃদ্-

কৃতাস্তনয়সম্বোধাঃ সংসারোত্তরণক্ষমাঃ ॥ ৬ ॥
দৃষ্টবাংস্তমহং বৃক্ষং কোরকোত্তরকোটরম্।
দাশূরস্যেচ্ছয়া সর্ব্বৈ রযতস্তির্ম্মৃগব্রজৈঃ ॥ ৭ ॥
সেব্যমানং বনমিব লতামণ্ডলমণ্ডিতম্।
স্মিতেন বিস্ফুটমিব শ্বসনস্ফুরিতচ্ছদম্ ॥ ৮ ॥
লতাকোটিগতৈর্ভ্রান্তৈশ্চামরৈরিন্দুসুন্দরৈঃ।
শুভ্রাভ্রখণ্ডনিকরৈঃ শরন্নভ ইবাবৃতম্ ॥ ৯ ॥
প্রালেয়কণপদ্ধত্যা মুক্তাবল্যাভ্যলঙ্কৃতম্।
সর্ব্বাবয়বমেবাচ্ছ পুষ্পপূরৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ১০ ॥
স্বরেণুচন্দনালেপৈঃ সমালব্ধমখণ্ডিতম্।
স্বচ্ছদাভোগবিপুল রক্তাম্বরপরিচ্ছদম্ ॥ ১১ ॥
বিবাহায়েব বেষেণ পুষ্পভারাতিভারিণা।
লতাঙ্গনানুষক্তেন নাগরেণ কৃতোপমম্ ॥ ১২ ॥
মুনিবদ্ধোটজাকার লতামণ্ডপমণ্ডিতম্।
মঞ্জরীভিঃ পতাকাভির্যুক্তং পুরমহোৎসবে ॥ ১৩ ॥

গ্রহণে গতিপূর্ব্বকস্যাপি গ্রহণাৎ সোপসর্গেণ সহ সমাসঃ ॥ ৬ ॥

অযতদ্ভিঃ অব্যাকুলয়দ্ভিরিতি যাবৎ ॥ ৭ ॥

তং কদম্বং বধূশ্লিষ্টবরবেষেণ বর্ণয়তি স্মিতেনেত্যাদিনা। যতঃ কোরকোত্তরকোটরং শ্বসনস্ফুরিতপল্লবঞ্চ অতএব স্মিতেন স্ফুটমিব স্থিতম্ ॥ ৮ ॥

লতানাং কোটিষু শাখাগ্রেষু গতৈঃ সংক্রান্তৈশ্চামরৈশ্চমরপুচ্ছৈঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাবয়বং অভিব্যাপ্যেতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

সমালব্ধং লিপ্তম্। স্বস্য চ্ছদাভোগৈঃ পত্রবিস্তারৈর্ব্বিপুলা রক্তাঃ শোণা অম্বরপরিচ্ছদা অন্তরীয়োত্তরীয়কঞ্চুকোষ্ণীষাদয়ো যস্য ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

মুনিভির্ব্বদ্ধানামুটজানামাকার ইবাকারোযেষাং তৈর্লতামণ্ডপৈর্ম্মণ্ডিতম্। পুরমহোৎসবে পতাকাভির্যুক্তং অর্থাৎ পুরমিবেত্যনুষজ্জতে। পুরমিবোৎসবে ইতি পাঠঃ সাধুঃ ॥ ১৩ ॥

মৃগকণ্ডূয়নধ্বস্ত পুষ্পধূলিবিধূসরম্।
প্রোৎসারিতোপান্তবনং বৃষমল্লমিবোত্থিতম্॥ ১৪॥
বর্হিভিঃ কুসুমোদ্বান্ত পরাগপরিপাটলৈঃ।
নিক্ষেপক্ষিপ্তসন্ধ্যাভ্র বালবালমিবাচলৈঃ॥ ১৫॥
প্রবালারুণহস্তেন কুসুমস্মিতশোভিনা।
মধুনা ঘূর্ণমানেন প্রান্তেন পুলকত্বিষা॥ ১৬॥
নীরন্ধ্রপুষ্পপূর্ণেন ঘূর্ণিতেন বনানিলৈঃ।
নিদ্রালুকুট্মলদৃশা স্তবকস্তনধারিণা॥ ১৭॥
পুষ্পজালরজঃপুঞ্জ কুঙ্কুমারুণবাসসা।
লতাবিতাননিলয় বাতায়ননিষঙ্গিণা॥ ১৮॥
নীলপুষ্পলতাদোলা লীলালাস্যবিলাসিনা।
আপাদমস্তকপ্রান্তং সর্ব্বতোনির্ম্মিতালয়ম্॥ ১৯॥

মৃগকণ্ডূয়নকম্পেন ধ্বস্তৈঃ খলিতৈঃ পুষ্পধূলিভির্ব্বিধূসরম্। প্রোৎসারিতং স্বোৎ কর্ষেণ ন্যগ্‌ভাবিতং উপান্তবন যেন। বৃষমল্লং বৃষশ্রেষ্ঠম্॥ ১৪॥

বর্হিভির্ম্ময়ূরৈঃ। অচলৈঃ পর্ব্বতৈর্নিক্ষেপভূতাঃ ক্ষিপ্তাঃ স্থাপিতাঃ সন্ধ্যাভ্রপোতলক্ষণা বালাঃ স্বকেশা যস্মিংস্তথাবিধমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা॥ ১৫॥

ইদানীমলিনেত্রেণ ভাসিনেত্যন্তৈঃ সাধারণৈর্ব্বিশেষণৈর্ব্বিলাসিপুরুষরূপেণ কন্দর্পং বসন্তং বনদেবীবৃন্দং বা বর্ণয়ংস্তদালয়ত্বেন তং বর্ণয়তি প্রবালেত্যাদিনা। তত্রাদ্যকল্পে স্বেন স্বদেহেনেতি বা বিশেষ্যমন্তেঽধ্যাহার্য্যম্। মধুনাশ্লেষান্ মকরন্দেন মদ্যেন চ মদেনেব ঘূর্ণমানেন। প্রান্তেনার্থাৎ কেসরপূর্ণেন হেতুনা পুলকশোভাবতা॥ ১৬॥

নীরন্ধ্রং নিরন্তরং পুষ্পৈঃ পূর্ণেন। লতাস্তবকস্তনান্‌ধারিণা পত্রবকরৈঃ পরামৃশতা॥ ১৭॥

লতারচিতবিতানলক্ষণানাং নিলয়ানাং গৃহাণাং বা তায়নেষু প্রসাদগবাক্ষদ্বারকেষু নিষঙ্গিণা অনুরক্তেন॥ ১৮॥

নীলা সুস্নিগ্ধহরিতচ্ছদাসু পুষ্পযুক্তলতাদোলাসু লীলালাস্যে কৌতুকান্দোলনবিষয়ে বিলাসিপুরুষভূতেন। কোকিলালাপশালিনা বনদেবীনাং বন্দেন

বৃন্দেন বনদেবীনাং কোকিলালাপশালিনা।
সন্দিগ্ধমঞ্জরীজাল মলিনেত্রেণ ভাসিনা ॥ ২০ ॥
অবশ্যায়োপশমিত রতিখেদৈর্ম্মদালসৈঃ।
পুষ্পধূলিসমালব্ধৈরাশ্লিষ্টৈর্নিবিড়ং মিথঃ ॥ ২১ ॥
পুষ্পান্তরান্তঃপুরগৈঃ কিমপি প্রণয়োচিতম্।
ধ্বনদ্ভিরভিতঃ স্বচ্ছ মত্তালিযুগলৈর্ব্বৃতম্ ॥ ২২ ॥
কাননোপান্তনগরী ঘুংঘুমাকর্ণনেচ্ছয়া।
ক্ষণমুৎকর্ণমাশান্ত চারুবর্ব্বণটাঙ্কৃতৈঃ ॥ ২৩ ॥
ক্ষণং দলাগ্রবিশ্রান্ত মুগ্ধমুগ্ধশিরস্তয়া।
পশ্যদ্ভিরিংন্দুশুকবৎ জালামর্ণবমেখলাম্ ॥ ২৪ ॥

বৃতেনেতি বা পাঠয়োরন্যতরদধ্যাহার্য্যম্। ঈদৃশেন স্বেন স্বদেহেন বা আপাদমস্তকপ্রান্তং সর্ব্বতঃ সর্ব্বৈবয়বাঃ নির্ম্মিতা আলয়াঃ পুষ্পফলপক্ষ্যাদি-ভূষণাশ্রয়া যেন তম্। দ্বিতীয়ে উক্তবিশেষণগণবতা মধুনা বসন্তেন সর্ব্বতঃ সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে নির্ম্মিতালয়মিতি যোজ্যম্। তৃতীয়েপি উক্তবিশেষণগণবতা বনদেবীনাং বৃন্দেন সর্ব্বতোনির্ম্মিতালয়মিতি পরেণ সহ যোজ্যমিতি ॥ ১৯ ॥

অলীনাং পর্য্যায়েণ লতাকদম্বমঞ্জরীষুপবেশনাৎ কিমেতানি লতানেত্রাণি উত কদম্বনেত্রাণীতি সন্দেহাস্পদীভূতমঞ্জরীজালযুক্তমিত্যর্থঃ। অথবা বন-দেবীনামলিসদৃশনেত্রেণ বৃন্দেন কিমেতানি বনদেবীনাং নেত্রাণ্যুত ভ্রমরযুতা মঞ্জর্য্য ইতি সন্দিগ্ধমঞ্জরীজালমিতি যোজ্যম্ ॥ ২০ ॥

পুষ্পধূলিভিঃ সমালব্ধৈর্লিপ্তৈঃ। মিথঃ অন্যোন্যং রহসি চ নিবিড়-মাশ্লিষ্টৈঃ ॥ ২১ ॥

পুষ্পস্যান্তরো গর্ভ এবান্তঃপুরম্। মত্তালীনাং যুগলৈর্মিথুনৈঃ ॥ ২২ ॥

আশান্তেষু দিক্‌প্রদেশেষু চারুভির্ম্মধুরৈর্ব্বর্ব্বণানাং নীলমক্ষিকাণাং নিবে-দকপুরুষস্থানীয়ানাং টাংকৃতৈর্ধ্বনিভিঃ কাননোপান্তলক্ষণায়াঃ স্বনগর্য্যা ঘুংঘু-মস্য মৃগপক্ষ্যাদ্যাক্রোশস্যাকর্ণনেচ্ছয়া ক্ষণং উৎকর্ণমূর্দ্ধীকৃতকর্ণমিব স্থিত-মিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

দলাগ্রেষু পল্লবেষু উপধানস্থানীয়েষু নিদ্রাবেশাৎ চাপলাচ্চ ক্ষণং বিশ্রা-

বনস্থলীনাং তনয়ৈর্নয়ৈর্ম্মূর্ত্তিমিবাস্থিতৈঃ।
শুভৈঃ পত্রপুটেষ্বন্তর্ম্মৃগৈঃ সারতলান্তরম্ ॥ ২৫ ॥
নীড়শ্বসৎসুবিশ্বস্ত সুপ্তমাত্রকপক্ষিণম্।
পাকচ্যুতফলোপান্ত ভূতকঞ্চুকমণ্ডলী ॥ ২৬ ॥
সন্দিগ্ধমূকভ্রমরং গুচ্ছৈঃ পূজাক্ষসূত্রকৈঃ।
শ্যামলীকৃতপর্য্যন্তং নীড়ৈঃ পল্লবমণ্ডিতৈঃ ॥ ২৭ ॥
সুগন্ধিতাশেষবনং পুষ্পমেঘীকৃতাম্বরম্।
ধূলীকদম্বশবল ফলৌঘবলিতং তলে ॥ ২৮ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
পত্রং যত্র তরৌ যত্র নোষ্যতে বা ন যুজ্যতে ॥ ২৯ ॥

স্থানি মুগ্ধমুগ্ধানি দর্শনীয়তমানি শিরাংসি যেষাং তদ্ভাবেন। ইন্দুনা অংশু-স্রবন্তি কিরণপটৈরাচ্ছাদিতানি বনাদ্যবয়বজালানি যস্যাস্তথাবিধামর্ণবমেখলাং ভূমিং নিশাপগমপ্রতীক্ষয়া পশ্যদ্ভিঃ ॥ ২৪ ॥

বনস্থলীনাং তনয়ৈঃ পুত্রভূতৈর্ম্মুনিপ্রভাবাৎ মূর্ত্তিমাশ্রিতৈর্নয়ৈর্ব্বিনয়ৈরিব স্থিতৈঃ পত্রপুটেষু পর্ণজালোদরেষু অন্তর্লীনৈর্ম্মৃগৈঃ শাখামৃগাদিভিঃ সারাঃ শোভমানাঃ সার্থকীভূতাশ্চ তলমধ্যোভূভাগআন্তরাঃ শাখাদ্যবয়বাশ্চ যস্য তম্॥২৫

নীড়েষু শ্বসন্তঃ মুনিপ্রভাবনির্ভয়ত্বাৎ সুবিশ্বস্তং যথা স্যাৎ তথা সুপ্ত-মাত্রকাঃ। অজ্ঞাতে কন্। সুপ্তত্বাদলক্ষ্যমাণা ইতি যাবৎ। পক্ষিণোযত্র তম্। পূর্ব্বং ভ্রমরাবিষ্টেষু দৈবাৎ পাকবশাদধশ্চ্যুতেষু ফলেষু উপান্তস্থিত-মৃগাদিভূতৈঃ কঞ্চুকবৎ সর্ব্বতোব্যাপ্তমণ্ডলীভ্যো ভক্ষণোপমর্দ্দাদিশঙ্কয়া সন্দিগ্ধাঃ ভয়াৎ মূকাশ্চ ভ্রমরকীটা যস্য তমিত্যুত্তরেণ সহ সমাসঃ ॥ ২৬ ॥

পূজাপদেন তাৎকালিকোজপোলক্ষ্যতে। তত্রাক্ষসূত্রকল্পৈঃ লম্বমানলতা-গুচ্ছৈঃ সুগন্ধিতং অশেষং বনং যেন ॥ ২৭ ॥

তলে মূলভুবি ধূলিকদম্বশবলৈঃ ফলৌঘৈর্ব্বলিতং ব্যাপ্তম্ ॥ ২৮ ॥

তত্র তরৌ যত্র যস্মিন্ পত্রে প্রাণিভির্নোষ্যতে ন যুজ্যতে নোপযুজ্যতে বা তাদৃশং পত্রমপি কিঞ্চিৎ ন বিদ্যতে কিং বাচ্যং শাখাফলপুষ্পাদীত্য-হোস্ত সর্ব্বথা পরোপকারেণ জন্মসাথক্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

পত্রে পত্রে মৃগাঃ সুপ্তা বিশ্রান্তাশ্চ পদে পদে।
কচ্ছে কচ্ছে খগা লীনাস্তস্য ভূরুহভূপতেঃ ॥ ৩০ ॥
এবংগুণবিশিষ্টং তং সমালোকযতোমম।
মহোৎসবেন সদৃশী সা বভূব তমস্বিনী ॥ ৩১ ॥
ততঃ কথাভীরম্যাভিঃ স তস্য তনয়ো ময়া।
বিজ্ঞানালোকরম্যাভির্নীতোবোধং পরং পুনঃ ॥ ৩২ ॥
আবয়োস্তত্র চিত্রাভিঃ কথাভিরিতরেতরম্।
শর্ব্বরী সা ব্যতীয়ায় মুহূর্ত্ত ইব কান্তয়োঃ ॥ ৩৩ ॥
প্রাতঃ প্রতনুতাং যাতে পুষ্পর্দ্ধিঘনজালকে।
স্বর্গাঙ্গনাঙ্গভোগাভে তারকানিকরে শনৈঃ ॥ ৩৪ ॥
আকদম্বনভোভাগ মুপযাতং সুতান্বিতম্।
অহং বিসৃজ্য দাশূরং ততোমরনদীং গতঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্রাভিমতমাসাদ্য স্থানমেত্য নভস্তলম্।
প্রবিশ্য খং মুনীনাঞ্চ মধ্যং স্বস্থ ইব স্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥
দাশূরাখ্যায়িকৈষা তে কথিতা রঘুনন্দন।
জগতঃ প্রতিবিম্বাভা সত্যাকারাপ্যসন্ময়ী ॥ ৩৭ ॥
দাশূরাখ্যায়িকেবেয়মিত্যেতৎ কথিতং ময়া।

পত্রে পত্রে অধোগলিতপত্রেষু সর্ব্বেষ্বিত্যর্থঃ। কং অবগ্রায়জলং ছ্যতি ছিনত্তীতি কচ্ছঃ পত্রাদ্যধোদেশঃ। ছোছেদনে ইত্যস্মাদাতোনুপসর্গে কঃ ॥৩০॥

দিব্যদৃশা সমালোকয়তঃ। তমস্বিনীতি। যদ্যপি প্রাক্ ইন্দ্বংশুকবজ্জালামিত্যুক্তত্বাৎ জ্যোৎস্নাবত্যেব তথাপি রাত্রিত্বমাত্রবিবক্ষয়ৈবমুক্তম্ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

মম তস্য চ আবয়োঃ। ত্যদাদীনি সর্ব্বৈ র্নিত্যমিত্যস্মচ্ছন্দশেষঃ ॥৩৩॥

পুষ্পর্দ্ধিঘনজালপ্রতিকৃতৌ তারকা নিকরে। ইবে প্রতিকৃতাবিতি কন্ ॥৩৪॥

উপযাতমনুযাতম্। ওদকান্তাৎ প্রিয়ং পান্থমনুব্রজেদিতি স্মৃতেঃ। গৃহং প্রতি বিসৃজ্য নিবর্ত্ত্য ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

আখ্যায়িকায়াঃ প্রাগুক্তাং সঙ্গতিং স্মারয়তি দাশূরেতি ॥ ৩৮ ॥

তুভ্যং রাঘব বোধায় জগদ্রূপনিরূপণে॥ ৩৮ ॥
তস্মাদবাস্তবীং ত্যক্ত্বা বাস্তবীমপি রঞ্জনাম্।
দাশূরসিদ্ধান্তদৃশা সদোদারোভবাত্মবান্॥ ৩৯ ॥

তস্মাদ্বিকল্পং মলমাত্মনস্ত্বং
নির্দ্ধূয় পশ্যামলমাত্মতত্ত্বম্।
আসাদয়িষ্যস্যচিরাৎ পদং তৎ
ভবিষ্যসীজ্যোভুবনেষু যেন॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে বশিষ্ঠদাশূরমেলনং নাম
পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫ ॥

দাশূরোপাখ্যানং সমাপ্তম্।

দাশূরোপদিষ্টসিদ্ধান্তদৃশা॥ ৩৯ ॥

বিকল্পং তদ্ধর্ম্মি মনস্তদ্ধেতুভূতং মলমজ্ঞানঞ্চ নির্ধূয়। যেন আসাদনেন ইজ্যঃ পূজ্যোভবিষ্যসি॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

—()•()—

বশিষ্ঠ উবাচ।

নাস্তীদমিতি নির্ণীয় সর্ব্বতস্ত্যজ রঞ্জনাম্।
যন্নাস্তি তৎপ্রতি কিল কেবাস্থেহ বিচারিণাম্॥ ১॥
দৃশ্যমানমথেদং চেদস্তি সত্তামুপাগতম্।
তিষ্ঠ স্বাত্মনি বধ্নাসি ত্বং কিমত্র কিলাত্মতাম্॥ ২॥
অথ চেদস্তি নাস্তীদমিতি নিশ্চয়বানসি।
তথাপি ভাবনাসঙ্গঃ কথং যুক্তশ্চলাচলে॥ ৩॥
নেদমস্তি জগদ্রাম তব নাস্তি মহামতে।

সত্তাসত্ত্বে জড়স্যাত্র কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতে চিতঃ।
বিমৃশ্য সর্ব্বথা দৃশ্যে রঞ্জনাস্থা নিবার্য্যতে॥ ১॥

ইদং জড়ং জগৎ। রঞ্জনাং অহং মমেতি সংসর্গতাদাত্ম্যাধ্যাসলক্ষণা-মাস্থাম্। বিচারিণাং বিবেকিনাম্॥ ১॥

কিং দৃশ্যং সদথ সদসৎ উত্তাসদেব পক্ষত্রয়েপি তত্রাহন্তাদিরঞ্জনং নোচিতমিত্যাহ দৃশ্যমানমিতি ত্রিভিঃ। ইদং দেহাদি ত্বৎসত্তানিরপেক্ষসত্তা-মুপাগতং যদ্যস্মীতি মন্যসে তর্হি ত্বমপি তৎসত্তানিরপেক্ষে অসঙ্গোদাসীন-চিদ্রূপে স্বাত্মনি তিষ্ঠ। অত্র ত্বং নিরপেক্ষে দেহাদৌ অধ্যাসেনাত্মতাং কিং বধ্নাসি। ন চেদং তবোচিতমিত্যর্থঃ। তিষ্ঠস্বাত্মনীতি পাঠে তু যদি সত্তামুপাগতমস্তি তর্হি আত্মনি স্বীয়জড়স্বভাবে তিষ্ঠতু নাম। ত্বমত্রেত্যাদি প্রাগ্বৎ॥ ২॥

ভাবনাসঙ্গঃ প্রাগুক্তাধ্যাসঃ। চলাচলে সত্বাসত্বয়োঃ পরস্পরোচ্ছিত্তি-রূপত্বাদনিয়তস্বভাবে॥ ৩॥

অথ চেদিত্যত্রহুক্ষ্যতে। অথ চেন্নেদং জগদস্তি তর্হি তব বন্ধো নাস্ত্যেব

কেবলং স্বচ্ছমেবেত্থ মাততং মিতমীদৃশম্ ॥ ৪ ॥
নেদং কর্ত্তৃকৃতং কিঞ্চিন্ন বা কর্ত্তৃকৃতক্রমম্ ।
স্বয়মাভাসতে চেদং কত্রর্কর্ত্তৃপদং গতম্ ॥ ৫ ॥
অকর্ত্তৃকং জগজ্জালং ভবত্বথ সকর্ত্তৃকম্ ।
মা ত্বমেতেন শবলং ভাবয়ন্নাস্ব চেতসি ॥ ৬ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীনাত্মা কর্ত্তেব স জড়োপমঃ ।
অকর্ত্তৃ চ তদা মন্যে কাকতালীয়বজ্জগৎ ॥ ৭ ॥
কাকতালীয়যোগেন জাতং যৎ কিঞ্চিদেব তৎ ।
তস্মিন্ ভাবানুসন্ধানং বালোবধ্নাতি নেতরঃ ॥ ৮ ॥
ন কদাচিদিদং শান্তং জগদ্রাম ন চ ক্ষয়ি ।

কেবলং স্বচ্ছমেবাত্মতত্ত্বমিত্থং রীত্যা আততং সর্ব্বতোবিস্তীর্ণং মিতং প্রমিত-মিতি নান্তরগুনাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চেদং জগৎ সকর্ত্তৃকমুতাকর্ত্তৃকমথ কত্রর্কর্ত্তৃসাধারণং উদাসীনাত্ম-সন্নিধিমাত্রলব্ধস্বরূপম্ ত্রিষ্বপি পক্ষেষু তব তত্রগুনা ন যুক্তেত্যাহ নেদ-মিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

শবলং অন্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসাদৈক্যমিবাপন্নং ভাবয়ন্ দেহাদ্যাত্মভাবং পশ্যন্চেতসি বুদ্ধ্যুপাধিপরিচ্ছেদে মা আস্ব ন তিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নন্থ যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, বিশ্বস্ত কর্ত্তা ভুবনস্ত গোপ্তে-ত্যাদিশ্রুতিবিরুদ্ধোয়মকর্ত্তৃকত্বপক্ষঃ কথমুত্থিতঃ কিমর্থং বা ত্বয়োপন্যস্তস্তত্রাহ সর্ব্বেতি। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং, তদপাণিপাদং, নিত্যং বিভুং-সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং, তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তীত্যাদিশ্রুতিভিরসঙ্গোদা-সীনত্বাৎ জড়পর্ব্বতাদ্যুপম আত্মা মেরুঃ সূর্য্যং পরিবর্ত্তয়তীতি বৎ কর্ত্তে-বোপচর্য্যতে জগন্মিথ্যাত্বব্যুৎপাদনায়েতি যদা সর্ব্বাসাং সকর্ত্তৃকত্বপ্রতিপাদক-শ্রুতীনাং হৃদয়ং জ্ঞাতং তদেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যৎকিঞ্চিদেব অনির্ব্বচনীয়মেব। ভাবোহন্তাদ্যভিমান স্তেন পুনঃপুন-রনুসন্ধানং স্মরণম্। বালোবালিশঃ ॥ ৮ ॥

অনির্ব্বচনীয়ত্বমেব যুক্ত্যা দর্শয়তি নেত্যাদিনা। শান্তমত্যন্তাভাবাত্মক-

অজস্রং দৃশ্যমানত্বাৎ ভাবিত্বাচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥
ন কদাচিদিদং চাস্তি জগদ্রাম ন চ ক্ষয়ি।
অজস্রং ক্ষীয়মাণত্বান্নাস্তিত্বাচ্চানুমানতঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়পদাতীতো যদা কর্ত্তেহ বিজ্বরঃ।
কুর্ব্বাণঃ সর্ব্বদা খেদং ন কদাচ ন গচ্ছতি ॥ ১১ ॥
তেনেয়ং নিয়তিঃ প্রৌঢ়া ভাবাভাবদশাময়ী।
ঈদৃশ্যেব স্থিরা দীর্ঘা মিথ্যোত্থাপি চ দৃশ্যতে ॥ ১২ ॥
অপর্য্যন্তস্য কালস্য কশ্চিদংশঃ শরচ্ছতম্।
তাবন্মাত্রমহাশ্চর্য্যঃ কিমর্থং সোনুধাবতি ॥ ১৩ ॥
স্থিরাশ্চেজ্জগতাং ভাবাস্তত্ত্বাদাস্থা ন শোভতে।
কথমন্যোন্যসংশ্লেষো জড়চেতনয়োঃ কিল ॥ ১৪ ॥

শূন্যস্বভাবম্ ক্ষয়ি প্রধ্বংসপ্রযুক্তশূন্যস্বভাবঞ্চ ন। শূন্যস্য দর্শনাযোগ্যত্বাৎ জগতশ্চ সদাপ্রবাহরূপেণ দৃশ্যমানত্বাৎ ধ্বস্তস্যোৎপত্তিবিরোধাৎ জগতশ্চ পুনঃপুনরুৎপদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তর্হ্যাত্মবৎ সদা সৎস্বভাবং ক্ষণিকসত্তাস্বভাবং বাস্তু তত্রাহ নেতি। অস্তি নিত্যসত্তাস্বভাবম্। ক্ষয়ি ক্ষণিকসত্তাস্বভাবম্। আদ্যে অজস্রং প্রতিক্ষণং পরিণামভেদেন ক্ষীয়মাণত্বানুভববিরোধাৎ। দ্বিতীয়ে অনাদ্য-নন্তয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োরসতোবর্ত্তমানত্বাভিমতক্ষণেপ্যসতঃ সত্ত্বাযোগেনা-সত্ত্বানুমানাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অস্তু বাস্য নিয়তিপ্রযুক্তসর্গাদৌ সন্নিধিমাত্রেণ কর্তৃত্বং তথাপি স্বজ্ঞা-ভিমানেন তত্র খেদোন যুক্ত ইত্যাহ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

শরচ্ছতং মানুষদেহজীবনপরমাবধিঃ কালঃ॥ অনাদ্যনন্তয়োঃ পূর্ব্বোত্তর-কালয়োঃ কদাপ্যসত্ত্বাদত্যন্তাসম্ভাবিতং তাবৎকালমাত্রং মহদতিদৃঢ়ং মনুষ্য-দেহাত্মতালক্ষণমাশ্চর্য্যং যস্য তথাবিধঃ সন্ স সর্ব্বেন্দ্রিয়পদাতীত আত্মা কিমর্থমনুধাবতি। সর্ব্বথেদমনুচিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইদানীমকর্তৃকত্বপক্ষে স্থিরত্বাভ্যুপগমেপ্যাস্থা নোচিতেত্যাহ স্থিরা ইতি। তত্ত্বাৎ স্থিরত্বাদেব হানোপাদানাযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। অসঙ্গচিতোজড়সম্বন্ধাঘটনা-

অস্থিরাশ্চেজ্জগদ্ভাবাস্তদাপ্যাস্থা ন শোভতে।
পয়ঃফেনাস্থিরস্থান্তে দুঃখমেষা দদাতি তে ॥ ১৫ ॥
আস্থাবন্ধো মহাবাহো জগদ্ভাবত্বমাত্মনঃ।
ন স্থিরাস্থিরয়োঃ ফেন-শৈলয়োরিব রাজতে ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বকর্ত্তাপ্যকর্ত্তেব করোত্যাত্মা ন কিঞ্চন।
তিষ্ঠত্যেবমুদাসীন আলোকং প্রতি দীপবৎ ॥ ১৭ ॥
কুর্ব্বন্ন কিঞ্চিৎ কুরুতে দিবাকার্য্যমিবাংশুমান্।
গচ্ছন্ন গচ্ছতি স্বস্থঃ স্বাস্পদস্থোরবির্যথা ॥ ১৮ ॥
যতঃ কুতশ্চিদেবেদং সম্পন্নমিব লক্ষ্যতে।
অরুণাতীরবদ্বারি পূরাবর্ত্তবদাততম্ ॥ ১৯ ॥

দপি তত্র সা অনুচিতেত্যাশয়েনাহ কথমিতি ॥ ১৪ ॥

ইদানীমকর্ত্তৃকাস্থিরত্বপক্ষেপ্যাস্থা নোচিতেত্যাহ অস্থিরা ইতি। যতস্তে অস্থিরে আস্থাং বধ্নতঃ পয়ঃফেনলক্ষণস্যাপ্যস্থিরস্যান্তে নাশে এষ আস্থা প্রসক্তা সতী দুঃখং দদাতি দাতুং প্রসজ্জেতেতি যাবৎ। তথাচ পয়ঃফেনাস্থয়া তন্নাশে শোক উচিতশ্চেৎ দেহাদ্যাস্থয়া তন্নাশেপি স উচিতঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

আত্মনোজগদ্ভাবত্বং জগৎস্বভাবতা জন্মনাশাদিস্বভাবতেতি যাবৎ। সা চ অন্যোন্যতাদাত্ম্যসংসর্গাধ্যাসলক্ষণ আস্থাবন্ধ এব ন তদন্যোনিরূপয়িতুং শক্যঃ। স চ তত্ত্ববিমর্শে স্থিরাস্থিরপক্ষয়োর্দ্বয়োরপি ন রাজতে ন শোভতে ইত্যর্থঃ। অথবা স্থিরাস্থিরয়োরাত্মজগতোস্তাদাত্ম্যলক্ষণ আস্থাবন্ধো ন রাজতে ফেন-শৈলয়োরিবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ননু কর্ত্তৃত্বপক্ষে কথমনাস্থোপপত্তিস্তত্রাহ সর্ব্বেতি। অকর্ত্তা শৈল ইব। ঔদাসীন্যাংশেহয়ং দৃষ্টান্তঃ। কার্য্যনির্ব্বাহাৎ তু কর্ত্তেত্যুচ্যত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ তিষ্ঠতীত্যাদিনা ॥ ১৭ ॥

দিবাকার্য্যং সর্ব্বপ্রাণিদিনকৃত্যনির্ব্বাহম্ ॥ ১৮ ॥

নন্বাদিত্যো দিনকৃত্যন্নিমিত্তমাত্রং কর্ত্তারস্তু জনাস্তদ্ভিন্না দৃশ্যন্তে জগন্নির্ম্মাণে তু নান্যে কর্ত্তারঃ সন্তীতি বৈশম্যমাশঙ্ক্যাহ অরুণেতি। অরুণাখ্যা

ইতি চেত্তবতা রাম নৈপুণ্যেনাবধারিতম্।
প্রমাণপরিশুদ্ধেন চেতসা চ বিচারিতম্॥ ২০॥
তথাপি ভাবনাং সাধো পদার্থং প্রতি নার্হসি।
আলাতচক্রে স্বপ্নে চ ভ্রমে বা কেব ভাবনা॥ ২১॥
অকস্মাদাগতোজন্তুঃ সৌহার্দ্দস্য ন ভাজনম্।
ভ্রমোদ্ভূতং জগজ্জালমাস্থায়াস্তন্ন ভাজনম্॥ ২২॥
ঔষ্ণ্যেন্দৌ শীতলে ভানৌ মৃগতৃষ্ণাজলে তথা।
যথা ন ভাবয়স্যাস্থা মেবং ভাবয় মা স্থিতৌ॥ ২৩॥
সঙ্কল্পপুরুষস্বপ্ন জনদ্বীন্দুত্ববিভ্রমম্।
যথা পশ্যসি পশ্যত্বং ভাবজাতমিদং তথা॥ ২৪॥
অন্তরাস্থাং পরিত্যজ্য ভাবশ্রীভাবনাময়ীম্।
যোসি সোসি জগত্যস্মিংল্লীলয়া বিহরানঘ॥ ২৫॥
অকর্ত্তৃত্বপদং পীত্বা পীত্বেচ্ছামপি কুর্ব্বতঃ।
সর্ব্বভাবান্তরস্থস্য সর্ব্বাতীতস্য চাত্মনঃ॥ ২৬॥

নদী তস্যা স্তীরং স্বভাবত এব শিলাবিষমমুদাসীনঞ্চ বারিপুরোপি নিম্না-নুসারিস্বভাবোন প্রবাহবৈষম্যকর্ত্তা। দ্বয়োস্তয়োঃ সন্নিধানে জায়মান আবর্ত্তো যতঃ কুতশ্চিদেব আকস্মিকঃ সম্পন্নস্তদ্বৎ চিজ্জড়সন্নিধৌ জগদপীতি নাত্র কস্যচিৎ শিরসি তৎকর্ত্তৃতাভার আরোপয়িতুং শক্য ইতি ভাবঃ। আদ্যো-বতিরিবার্থে সপ্তম্যন্তাৎ দ্বিতীয়স্ত তেন তুল্যমিতি তৃতীয়ান্তাৎ॥ ১৯॥

এবং বিমর্শে তু সুতরাং জগত্যাস্থা নোচিতেত্যাহ ইতীতি ত্রিভিঃ॥২০॥২১॥

সৌহার্দ্দস্য মৈত্র্যাঃ॥ ২২॥

অনৃতত্বাচ্চ তত্রাস্থা নোচিতেত্যাহ ঔষ্ণ্যেতি। যথা শীতার্ত্ত ঔষ্ণ-ভ্রান্তিগৃহীতে ইন্দৌ তাপার্ত্তো ভ্রান্তিকৃতশীতলে ভানৌ তৃষার্ত্তশ্চ ত্বং মৃগ-তৃষ্ণাজলে আস্থাং ন ভাবয়সি এবং জগৎস্থিতাবপীত্যর্থঃ॥ ২৩॥ ২৪॥

ভাবশ্রীঃ রূপাদিবস্তুসৌন্দর্য্যং তচ্চিন্তনপ্রচুরাম্॥ ২৫॥

অকর্ত্তৃত্বপদং তদিচ্ছাং অপি শব্দাৎ কর্ত্তৃত্বপদং তদিচ্ছাঞ্চ পীত্বা নিগীর্য্য

ইয়ং সন্নিধিমাত্রেণ নিয়তিঃ পরিজৃম্ভতে।
দীপসন্নিধিমাত্রেণ নিরিচ্ছৈব প্রকাশতে ॥ ২৭ ॥
অভ্রসন্নিধিমাত্রেণ কুটজানি যথা স্বয়ম্।
আত্মসন্নিধিমাত্রেণ ত্রিজগন্তি তথা স্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বেচ্ছারহিতে ভানৌ যথা ব্যোমনি তিষ্ঠতি।
জায়তে ব্যবহারশ্চ সতি দেবে তথা ক্রিয়া ॥ ২৯ ॥
নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথালোকঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবে তু তথৈবায়ং জগদ্গণঃ ॥ ৩০ ॥
অতঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বমকর্তৃত্বঞ্চ সংস্থিতম্।
নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়াদ্যতীতত্বাৎ কর্ত্তা ভোক্তা ন সন্ময়ঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তর্গতত্বাত্তু কর্ত্তা ভোক্তা স এব হি ॥ ৩২ ॥
দ্বে এবাত্মনি বিদ্যেতে কর্তৃতাকর্তৃতেহনঘ।
যয়ৈব পশ্যসি শ্রেয়স্তামাশ্রিত্য স্থিরোভব ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বদেবাহমকর্ত্তেতি দৃঢ়ভাবনয়ানয়া

যোসি পরিশিষ্টঃ সোসীতি পূর্ব্বেণাপ্যন্বয়ঃ। লীলয়া বিহরেতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি অকর্তৃত্বপদমিতি। কুর্ব্বতোব্যবহারে ঔদাসীন্যেন কর্তৃভূতস্য তে সন্নিধিমাত্রেণ নিরিচ্ছৈব নিয়তিঃ পরিজৃম্ভতে ব্যবহারাকারেণ প্রথতে ইতি যাবৎ ॥ ২৬ ॥

তত্র দৃষ্টান্তানাহ দীপেতি। নিরিচ্ছৈব প্রভেতি শেষঃ ॥ ২৭ ॥

কুটজানি কুটজপুষ্পাণি। উভয়ত্র জায়ন্ত ইতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥

দেবে পরমাত্মনি ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

কর্তৃত্বাকর্তৃত্বোক্ত্যোর্ব্বীজং দর্শয়ন্নুপসংহরতি অত ইতি ॥ ৩১ ॥

বীজান্তরে চ দর্শয়তি সর্ব্বেতি। কর্ত্তা ভোক্তা চ ন অকর্ত্তা অভোক্তা চেত্যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কর্তৃতা অকর্তৃতা চ ইত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৩৪ ॥
যাতি নীরসতাং জন্তুরপ্রবৃত্তেশ্চ চেতসঃ।
যস্যাহং কিঞ্চিদেবেহ ন করোমীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
ভোগৌঘকামবাংস্তত্র কঃ করোতু জহাতু বা।
তস্মান্নিত্যমকর্ত্তাহমিতি ভাবনয়েদ্ধয়া ॥ ৩৬ ॥
পরমামৃতনাম্নী সা সমতৈবাবশিষ্যতে।
অথ সর্ব্বং করোমীতি মহাকর্ত্তৃতয়া তয়া ॥ ৩৭ ॥
যদীচ্ছসি স্থিতিং রাম তত্তামপ্যুত্তমাং বিদুঃ।
অহো যন্ন করোমীমং সমগ্রং জাগতং ভ্রমম্ ॥ ৩৮ ॥
রাগদ্বেষক্রমস্তত্র কুতোন্যস্যাত্যসম্ভবাৎ।
যদন্যেন শরীরস্তু দগ্ধমন্যেন লালিতম্ ॥ ৩৯ ॥
সোস্মদারম্ভ এবাতঃ কঃ খেদোল্লাসয়োঃ ক্রমঃ।
মৎসুখাসুখবিস্তারে জগজ্জালক্ষয়োদয়ে ॥ ৪০ ॥
অহং কর্ত্তেতি মত্বান্তঃ কঃ খেদোল্লাসয়োঃ ক্রমঃ।

দ্বয়োরপি শ্রেয়স্ত্বং প্রত্যেকং দর্শয়তি সর্ব্বে স্থ ইত্যাদিনা ॥ ৩৪ ॥

কথং ন লিপ্যতে তদাহ যাতীতি। নীরসতাং বিরাগম্ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

দ্বিতীয়কল্পস্যাপি শ্রেয়স্ত্বং দর্শয়তি অথেত্যাদিনা ॥ ৩৭ ॥

তত্তাং তাদৃশীং স্থিতিমপি। প্রথমকল্পে রাগদ্বেষাদ্যপ্রসক্তিং দর্শয়তি অহো ইতি ॥ ৩৮ ॥

ক্রমঃ প্রসঙ্গো মম কুতঃ। যতঃ স্যাৎ তস্য মদন্যস্য অত্যন্তমসম্ভবাদিত্যর্থঃ। অন্যসম্ভবাদিতি পাঠে তু অকর্ত্তুরন্যস্য কর্ত্তুরেবান্যস্য রাগাদেঃ সম্ভবাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়কল্পেহপি তদপ্রসক্তিং দর্শয়তি যদিতি ॥ ৩৯ ॥

অস্মদারম্ভোহস্মৎকৃত এব। অতঃ খেদোল্লাসয়োর্দুঃখহর্ষয়োঃ। জগজ্জালস্য ক্ষয়ে উদয়ে চ অহং কর্ত্তা ॥ ৪০ ॥

মত্বা স্থিতস্যেতি শেষঃ। অস্ত্বেবং তথাপি কথং সমতালাভস্তত্রাহ খেদেতি ॥ ৪১ ॥

খেদোল্লাসবিলাসেষু স্বাত্মকর্ত্তৃতয়ৈতয়া ॥ ৪১ ॥
স্বয়মেব লয়ং যাতে সমতৈবাবশিষ্যতে।
সমতা সর্ব্বভূতেষু যাসৌ সত্যাপরা স্থিতিঃ ॥ ৪২ ॥
তস্যামবস্থিতং চিত্তং ন ভূয়োজন্মভাগ্মনাক্।
অথবা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ রাঘব ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মনঃ পীত্বা যোসি সোসি স্থিরোভব।
অয়ং সোহময়ং নাহং করোমীদমিদং তু ন ॥ ৪৪ ॥
ইতি ভাবানুসন্ধানময়ীদৃষ্টির্ন তুষ্টয়ে।
সা কালসূত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুরা ॥ ৪৫ ॥
সাসিপত্রবনশ্রেণী যা দেহোহমিতি স্থিতিঃ।
সা ত্যাজ্যা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বনাশেপ্যুপস্থিতে ॥ ৪৬ ॥
স্পৃষ্টব্যা সা ন ভব্যেন সশ্বমাংসেব পুক্কসী।
তয়া সুদূরোজ্ঝিতয়া দৃষ্টৌ পটললেখয়া ॥ ৪৭ ॥

লয়ং গাতে যাতেষু। ব্যত্যয়েনৈকবচনং ছান্দসম্ ॥ ৪২ ॥

অভ্যাসদৃশা দৃষ্টী দ্বে ব্যুৎপাদ্য পরিনিষ্ঠিতদৃষ্টিং দশয়তি অথবেতি ॥ ৪৩ ॥

এতদ্দৃষ্টিদৃশা পূর্ব্বদৃষ্ট্যোরল্পতাং দশয়তি অয়মিতি। অয়ং এতদ্দেহে প্রসিদ্ধোহহং সঃ সর্ব্বদেহাত্মকসমষ্টিরূপ ইতি দ্বিতীয়কল্পে সমষ্টিপরিচ্ছেদস্য কর্ত্তৃত্বাভিমানস্য চানপগমাদপূর্ণতা। আদ্যকল্পে তু ইদং দেহেন্দ্রিয়াদ্যহং ন অত ইদং কিঞ্চিদপি ন করোমীত্যধ্যাত্মপরিচ্ছেদস্য কর্ত্তৃত্বাদেশ্চ নিরাসেন শোধিতত্বংপদার্থমাত্রনিষ্ঠত্বেপি তৎপদার্থশোধস্য বাক্যার্থনিষ্ঠায়াশ্চালাভাদপূর্ণতেতি দৃষ্টিদ্বয়মপি তুষ্টয়ে নেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

যদি তেন তুষ্টয়ে তর্হি কিমর্থমুপন্যস্তে ইতি চেৎ সর্ব্বানর্থমূলদেহাহন্তাববিমোচনোপায়ত্বেনোপন্যস্তে ইত্যাশয়েন দেহাহন্তাবস্যানর্থরূপতাং সর্ব্বথা ত্যাজ্যতাঞ্চ দর্শয়তি সেত্যাদিনা। কালসূত্রাবীচ্যসিপত্রবনানি নরকভেদাঃ। কার্য্যকারণয়োরায়ুর্ঘৃতমিতি বৎঅভেদারোপাৎ সামানাধিকরণ্যম্ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

.. শ্বমাংসেন সহিতা সশ্বমাংসা। দেহাহংমতেরপি শ্বমাংসসদৃশকামাদ্যশুচিদূষিতত্বাদিতি ভাবঃ। বিশুদ্ধাত্মদৃষ্টৌ স্বাধিষ্ঠানে পটললেখাবদাবরণবিক্ষেপ-

উদেতি পরমা দৃষ্টির্জ্যোৎস্নেব বিগতাম্বুদা।
যয়াভ্যুদিতয়া রাম তীর্য্যতে ভবসাগরঃ ॥ ৪৮ ॥

কর্ত্তা নাস্মি ন চাহমস্মি স ইতি জ্ঞাত্বৈব মন্তঃ স্ফুটং
কর্ত্তা চাস্মি সমগ্রমস্মি তদিতি জ্ঞাত্বাথবা নিশ্চয়ম্।
কোপ্যেবাস্মি ন কিঞ্চিদেবমিতি বা নির্ণীয় সর্ব্বোত্তমে
তিষ্ঠ ত্বং স্বপদে স্থিতাঃ পদবিদোযত্রোত্তমাঃ সাধবঃ॥৪৯

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে কর্ত্তৃত্ববিচারযোগোপদেশকরণং নাম
ষট্পঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

হেতুভূতয়েতি যাবৎ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

ইদানীং দৃষ্টিত্রয়ং সংগৃহ্য তাসু স্বাধিকারানুরূপামৈচ্ছিকীং স্থিতিমুপদিশন্নুপসংহরতি কর্ত্তেতি। সঃ কর্ত্তৃতাপ্রয়োজকো দেহাদিশ্চাহং নাস্মি। সমগ্রমিতি পদং তন্ত্রেণ দ্বিতীয়াপ্রথমান্তং দেহলীদীপন্যায়েন পূর্ব্বোত্তরয়োঃ সম্বধ্যতে। তথাচ সমগ্রং সর্ব্বং কর্ত্তা অহমেবাস্মি সমগ্রং সর্ব্বসমষ্টিভূতং তৎ ব্রহ্মাণ্ডমপ্যহমেবাস্মীত্যর্থঃ। এবং প্রসিদ্ধদৃশ্যরূপং ন কিঞ্চিদস্মি কিন্তু কোপ্যেব লোকপ্রসিদ্ধপরিচ্ছিন্নজড়দুঃখস্বভাবাত্মবিলক্ষণঃ পূর্ণানন্দচিদাত্মাস্মীত্যর্থঃ। নির্ণীয়েত্যনেন পূর্ব্বদৃষ্ট্যোরপ্যেতৎপর্য্যবসানমাবশ্যকমিতি ধ্বনিতম্। পদবিদো ব্রহ্মবিদঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
ষটপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

রাম উবাচ।

সত্যমেতত্ত্বয়া ব্রহ্মন্ যদুক্তং সূক্তিসুন্দরম্।
অকর্ত্তৈব হি কর্ত্তাত্মা ভোক্তাভোক্তৈব ভূতকৃৎ॥ ১॥
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগশ্চ চিন্মাত্রমমলং পদম্।
স্থানং ভুবি বপুর্দ্দেবঃ সর্ব্বভূতান্তরস্থিতঃ॥ ২॥
হৃদয়ঙ্গমতাং প্রাপ্তমিদানীং ব্রহ্ম মে বিভো।
ত্বদুক্তিভির্যথাম্ভোদধারাভির্ভূভৃদব্যথঃ॥ ৩॥
ঔদাসীন্যাদনিচ্ছত্বান্ন ভুঙ্‌ক্তে ন করোতি চ।
সমগ্রালোককারিত্বাৎ ভুংক্তে দেবঃ করোতি চ॥ ৪॥

রামপ্রশ্নানবসরো বাসনাবর্জ্জনক্রমঃ।
তদেকোপায়সিদ্ধানাং প্রশংসা চাত্র বিস্তরাৎ॥ ১॥

বক্ষ্যমাণপ্রশ্নকামোরামঃ প্রাগুক্তার্থানামনুবাদপ্রশংসাভ্যাং স্বস্য তদববোধং দর্শয়তি সত্যমিত্যাদিনা। তুল্যন্যায়েনানুক্তমপ্যভোক্তৃত্বং সর্ব্বভোক্তৃত্বঞ্চেত্যেতদপি ময়াবগতমিতি সূচয়তি ভোক্তেতি॥ ১॥

তিষ্ঠন্তি সর্ব্বভূতান্যস্মিন্নিতি স্থানম্। যথা ভুবি বপুশ্চতুর্ব্বিধভূতগ্রামশরীরং তিষ্ঠতি তদ্বদিত্যধ্যাহৃত্য কথঞ্চিদ্যোজ্যম্। স্বয়ঞ্চ সর্ব্বভূতান্তরস্থিতঃ॥২॥

তথাচ সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি সম্পশ্যন্ ব্রহ্মপরমং যাতি নান্যেন হেতুনেতি শ্রুত্যুক্তার্থস্যাপি তুল্যযুক্ত্যৈব ময়াবগতত্বাৎ ব্রহ্ম মে অনুভবপদমারূঢ়মিত্যাহ হৃদয়ঙ্গমতামিতি। যথা অম্ভোদধারাভির্ভূভৃৎ পর্ব্বতোঽব্যথো নিরস্তগ্রীষ্মতাপ আস্তে তথা ত্বদুক্তিভিরিদানীমহমাসে ইতি শেষঃ॥ ৩॥

ভোক্তৃত্বাভোক্তৃত্বয়োরবিরোধেপি ত্বদুক্তেরুপপত্তিস্তন্যোতি ময়াবগতমিতি

কিন্ত্বয়ং ভগবন্ স্ফারঃ সংশয়োমে হৃদি স্থিতঃ।
তং ত্বং ছিন্ধি গিরা ব্রহ্মন্ দীধিত্যেন্দুর্যথা তমঃ॥ ৫॥
ইদং সৎ তদিদং বাস-দয়ং সোহমিদং ন তু।
অয়মেকোদ্বিতীয়োয়মিত্যাদিকলনাময়ম্॥ ৬॥
একস্মিন্ বিদ্যতে ধ্বান্তে নীহার ইব ভাস্করে।
ইদং প্রথমমেবাচ্ছে কথমাত্মনি সংস্থিতম্॥ ৭॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সিদ্ধান্তকাল এবাস্য সম্প্রশ্নস্যোত্তরং স্থিরম্।
কথয়িষ্যামি তে রাম যেন জ্ঞাস্যসি তত্ত্বতঃ॥ ৮॥
মোক্ষোপায়স্য সিদ্ধান্তমসম্প্রাপ্য ন রাঘব।

দর্শয়তি ঔদাসীন্যাদিতি॥ ৪॥

অয়ং বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ॥ ৫॥

প্রশ্নোপযোগিতয়া পূর্ব্বসর্গোক্তং জগতঃ সত্ত্বাসত্ত্বদৃষ্টিপক্ষং ব্যষ্ট্যহন্তাপরিত্যাগেন সমষ্ট্যহন্তাবপক্ষং চানূদ্য পৃচ্ছতি ইদমিতি। ইদং জগৎ সৎ তদিদমসদ্বা ত্বদুক্তদিশা সোয়ং প্রসিদ্ধঃ সমষ্টিরেবাহমিদং ব্যষ্টিদেহমাত্রস্তু ন ইত্যেতদ্বা অয়ং প্রপঞ্চঃ সমষ্টিদৃশা একোব্যষ্টিদৃশা তু দ্বিতীয়ো নানা বা ইত্যাদ্যনিয়তবহুরূপকল্পনাময়মেকস্মিন্ নিয়তৈকস্বভাবে অধ্বান্তে স্বপ্রকাশত্বাদেব স্বতঃপরিহৃতমোহান্ধকারে অচ্ছে নির্ম্মলে আত্মনি ভাস্করে নীহার ইব বিরুদ্ধং কথং সাম্প্রতং বিদ্যতে। যদি ব্রূয়াঃ প্রথমং মায়াশবলব্রহ্মোদরে স্থিতমিদং সাম্প্রতমভিব্যক্তং বিদ্যত ইতি তত্রাপি পৃচ্ছামি। ইদং প্রথমমেব বা কথং স্থিতম্। বিরোধস্য তদানীমপি তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৬॥ ৭॥

রামবাক্যবলাদেব রামস্য স্বপ্রকাশপ্রত্যগাত্মদর্শনং তস্য সর্ব্বশরীরেম্বেকতাজ্ঞানং জগতোঽনির্ব্বচনীয়তাবোধশ্চ বৃত্তো বাসনাক্ষয়াভাবাত্তু সর্ব্বসংশয়মূলাবিদ্যোচ্ছেদী প্রত্যগাত্মব্রহ্মৈক্যলক্ষণাঽখণ্ডাকারানুভবো ন বৃত্ত ইতি নিশ্চিত্য বশিষ্ঠস্তদুপায়তয়া বাসনোচ্ছেদোপায়ান্ বিবক্ষুরস্যোত্তরং বক্তুং নায়মবসর ইত্যাহ সিদ্ধান্ত ইত্যাদিনা। সিদ্ধান্তে নির্ব্বাণপ্রকরণস্যোত্তরার্দ্ধে পাষাণাখ্যায়িকাদৌ॥ ৮॥

শ্রোতুং প্রশ্নোত্তরাণ্যেতান্যলং যোগ্যোভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥
কান্তাগীতগিরাং রাম তরুণোভাজনং যথা।
প্রশ্নানামুত্তমোক্তীনাং পুণ্যকৃদ্ভাজনং তথা ॥ ১০ ॥
বৃথা ভবতি বালেষু যথা রাগময়ী কথা।
নিরর্থকাল্পবোধেষু তথোদারোদয়া কথা ॥ ১১ ॥
কস্মিংশ্চিদেব সময়ে কিঞ্চিৎ পুংসো বিরাজতে।
ফলমাভাতি বৃক্ষস্য শরদ্যেব ন মাধবে ॥ ১২ ॥
উপদেশগিরোবৃদ্ধে রঞ্জনা নির্ম্মলে পটে।
লগন্ত্যুদারবিজ্ঞান-কথা চাধিগতাত্মনি ॥ ১৩ ॥
প্রশ্নস্যাস্যোত্তরং পূর্ব্বং লেশতঃ কথিতং ময়া।
ন বিস্তরেণ তেনৈতন্ন জ্ঞাতং ভবতা স্ফুটম্ ॥ ১৪ ॥
যদি ত্বমাত্মনাত্মানমধিগচ্ছসি তং স্বয়ম্।
এতৎপ্রশ্নোত্তরং সাধু জানাস্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥
ময়া সিদ্ধান্তকালে তু প্রাপ্তবোধে ত্বয়ি স্থিতে।

মোক্ষোপায়স্যোপদেশস্য সিদ্ধান্তং পরিনিষ্ঠারূপমখণ্ডাকারবোধম্ ॥ ৯ ॥

সাম্প্রতমুচ্যমানমপি ন তে চিত্তমধিরোক্ষ্যতীত্যাশয়েনাহ কান্তেতি। পুণ্যকৃৎ সর্ব্বকর্ম্মফলপরিনিষ্ঠাত্মজ্ঞানবান্ ॥ ১০ ॥

উদার উদয়ো নিঃশ্রেয়সং যস্যাঃ সকাশাৎ সা ॥ ১১ ॥

তথা প্রশ্নোপায়ং তদৈব রাজতে ইত্যাশয়েনাহ কস্মিংশ্চিদিতি। বৃক্ষস্য নাগরঙ্গপূগজম্বীরাদেঃ ॥ ১২ ॥

উপদেশগিরো বৈরাগ্যোপদেশাঃ বৃদ্ধে জ্ঞানবৃদ্ধে বিবেকিনি ন তু রাগিণি লগন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ভার্গবোপাখ্যানান্তে প্রাগারব্ধমপ্যস্যোত্তরমনধিকারমালোক্যোপেক্ষিতমিত্যাহ প্রশ্নস্যেতি ॥ ১৪ ॥

অখণ্ডার্থবোধে জাতে মদুক্তিং মদুপদেশং বিনাপ্যস্যোত্তরং স্বয়মেব জ্ঞাস্যসীত্যাহ যদীতি। স্বয়ং স্বয়মেব জানাসি জ্ঞাস্যসি ॥ ১৫ ॥

বক্তব্যোবিস্তরেণৈব সাধো প্রশ্নোত্তরক্রমঃ ॥ ১৬ ॥
জানাত্যাত্মানমাত্মৈব কৃত আত্মাত্মনৈব হি।
আত্মৈব সংপ্রসন্নঃ সন্নাত্মানং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৭ ॥
তদেতৎ কথিতং রাম কর্ত্রকর্ত্তৃ বিচারণম্।
অজ্ঞাতত্বাত্তু তামেতামক্ষীণবাসনোভবেৎ ॥ ১৮ ॥
বদ্ধোহি বাসনাবদ্ধো মোক্ষঃ স্যাৎ বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাংত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্যজ ॥ ১৯ ॥
তামসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়বাসিতাঃ।
মৈত্র্যাদিভাবনানাম্নীং গৃহাণামলবাসনাম্ ॥ ২০ ॥
তামপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্ব্যবহরন্নপি।

তর্হি ত্বং কিমুপেক্ষিষ্যসে নেত্যাহ ময়েতি ॥ ১৬ ॥

মদুপদেশো দ্বারপ্রদর্শনমাত্রং ত্বয়া স্বাত্মনৈবাত্মা প্রণিধানেন দ্রষ্টব্য ইত্যাশয়েনাহ জানাতীতি। সংসারিণমপ্যাত্মানমাত্মৈব জানাতি। হি যস্মাৎ আত্মনৈবাত্মা অপ্রসাদাৎ তথা কৃতঃ স আত্মৈবাত্মবোধাৎ সংপ্রসন্নঃ সন্ বাস্তবং পূর্ণামাত্মানং প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ত্রকর্ত্রাত্মবিচারণমপি ময়া তদেতদখণ্ডব্রহ্মবোধমুদ্দিশ্যৈব কথিতং কথিতেপি তামেতামখণ্ডাত্মতামজ্ঞাতত্বান্ন জ্ঞাতবানিত্যতস্তু নূনং ভবানক্ষীণবাসনোভবেৎ। সম্ভাবনায়াং লিঙ্। বাসনাক্ষয় স্তব ন জাত ইতি সম্ভাবয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইদানীং বন্ধমোক্ষরহস্যে দর্শয়ন্ বাসনোচ্ছেদোপায়ক্রমমাহ বদ্ধ ইত্যাদিনা ॥ ১৯ ॥

তত্র বাসনাক্ষয়ে প্রথমপীঠিকা বৈরাগ্যদার্ঢ্যমিত্যাহ তামসীরিতি। তামসীঃ তমঃপ্রধানতির্য্যগ্যোন্যাদিগতিপ্রদাঃ। রাজসমনুষ্যাদিজন্মপ্রদানামপ্যুপলক্ষণমেতৎ। বিষয়ৈর্ব্বাসিতা আহিতাঃ। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষেতিমৈত্র্যাদয়স্তদ্ভাবনানাম্নীম্। তথাচ পাতঞ্জলসূত্রম্। "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যফলানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদন"মিতি ॥ ২০ ॥

অন্তশ্চিন্মাত্রব্যতিরেকেণ মৈত্র্যাদয়োপি ন সন্তীতি দর্শনেন বহিস্তাভি-

অন্তঃশান্তসমস্তেহো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ২১ ॥
তামপ্যথ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধিসমন্বিতাম্ ।
শেষে স্থিরসমাধানো যেন ত্যজসি তত্ত্যজ ॥ ২২ ॥
চিন্ময়ঃ কলনাকালপ্রকাশতিমিরাদিকম্ ।
বাসনাং বাসিতারঞ্চ প্রাণস্পন্দনপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥
সমূলমপি সন্ত্যক্ত্বা ব্যোমসৌম্যপ্রশান্তধীঃ ।
যস্ত্বং ভবসি সদ্বুদ্ধে স ভবানস্তু সংকৃতঃ ॥ ২৪ ॥
হৃদয়াৎ সম্পরিত্যজ্য সর্ব্বমেব মহামতিঃ ।
যস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ স মুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা ।

মৈত্র্যাদিভির্ব্ব্যবহরন্নপি চিন্মাত্রমেবাহমিতি সম্প্রজ্ঞাতসমাধ্যভ্যাসদৃঢ়ীকৃত-বাসনোভব ॥ ২১ ॥

মনোবুদ্ধিগ্রহণং চিত্তবৃত্তীনামপ্যুপলক্ষণম্। শেষে আত্মত্বাদেব ত্যক্তু-মশক্যত্বাদবশ্যং পরিশিষ্যমাণে প্রত্যক্‌তত্ত্বে স্থিরং সমাধানং বিশ্রান্তির্যস্য তথা-বিধোঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ বিশ্রান্ত ইতি যাবৎ। যেন কল্পনাখ্যেন দ্বৈতকল্প-নামূলস্তম্ভভূতেনাহঙ্কারেণ প্রাগুক্তং সর্ব্বং ত্যজসি তদপি ত্যজ। সর্ব্বস্যাপি হি ত্যাগস্তত্র তত্রাহং মমেত্যভিমানবর্জ্জনমেব। তচ্চাহঙ্কারেপি শুদ্ধচিন্মাত্র-রূপানহন্তূতপূর্ণাত্মদর্শনেন মূলাজ্ঞানোচ্ছেদাৎ স্বয়মেব ভবতীতি ন তত্র কার-ণান্তরাপেক্ষেতি নানবস্থেতিভাবঃ ॥ ২২ ॥

প্রাণস্পন্দনপূর্ব্বকং কলনাকালপ্রকাশতিমিরাদিকং বাসনাং বাসিতারং বিষয়ং চকারাৎ তদ্দ্বারাণীন্দ্রিয়াণি চ সমূলমহঙ্কারমপি চোন্মূল্য ব্যোমেব সৌম্যা নির্ম্মলা প্রশান্তবিক্ষেপা চ ব্রহ্মাত্মৈকাকারাধীর্যস্য তথাবিধঃ সন্ যশ্চিন্ময়স্ত্বং ভবসি সম্পদ্যসে স এব পরমার্থরূপোভবানস্থিতি পরেণ সহান্বয়ঃ। সংকৃতঃ সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

ঈদৃশীং স্থিতিং প্রাপ্তস্য পূজ্যতামেব প্রশংসাভির্দর্শয়তি হৃদয়াদিত্যা-দিনা। গতোব্যগ্রঃ সর্ব্ববিক্ষেপহেতুরভিমানোযস্য ॥ ২৫ ॥

এবমভ্যাসপরিপাকেন সপ্তমীং ভূমিকামারূঢ়স্য সিদ্ধস্য কৃতকৃত্যত্বৈব ন

হৃদয়েনাস্তসর্ব্বাস্থো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ২৬ ॥
নৈষ্কর্ম্মেণ ন তস্যার্থো ন তস্যার্থোস্তি কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ ॥ ২৭ ॥
বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্‌গ্রাহিতং মিথঃ।
সন্ত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্ ॥ ২৮ ॥
দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমখিলং ভ্রান্ত্বা ভ্রান্ত্বা দিশোদশ।
জনাঃ কতিপয়া এব যথাবস্তুবলোকিনঃ ॥ ২৯ ॥
যৎ যদালোক্যতে কিঞ্চিৎ কশ্চিৎ যৎ তৎ ন বিদ্যতে।
ঈপ্সিতানীপ্সিতাদন্যৎ ন তত্র যততে জনঃ ॥ ৩০ ॥
যে কেচন সমারম্ভা যে জনস্য ক্রিয়াক্রমাঃ।

কর্ত্তব্যান্তরপরিশেষোস্তীত্যাহ সমাধিমিতি। অস্তা নিরস্তাঃ সর্ব্বা আস্থাঃ প্রাগুক্তাভিমানাধ্যাসা যেন সঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

কতিপয়কালানুষ্ঠিতশ্রবণমননধ্যানৈর্ব্বাসনাক্ষয়াৎ প্রাগেব কৃতকৃত্যতাভ্রমাৎ পরাবৃত্তিং বারয়ন্নাহ বিচারিতমিতি। মিথঃ পরস্পরং বিদ্বদ্ভিঃ সহ সম্বাদেনোদ্‌গ্রাহিতং দৃঢ়মুপন্যাসক্ষমং কৃতম্ মহতা পরিশ্রমেণ সর্ব্ববিদ্বৎসম্মত্যা চেদমেব মোক্ষশাস্ত্ররহস্যমিতি নির্ণীতমিত্যর্থঃ। মৌনাৎ বাল্যপাণ্ডিত্যশব্দবাচ্যশ্রবণমননপরিপাকজন্যপ্রাগুক্তনির্ব্বিকল্পাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিপরিপাকান্তাৎ মুনিভাবাদৃতে পরং পদং ব্রাহ্মণাখ্যং পরিনিষ্ঠিততত্ত্বজ্ঞানং নাস্তীতি নির্ণীতমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ" ইতি "এষ নিত্যোমহিমা ব্রাহ্মণস্যে"তি চ ॥ ২৮ ॥

অতএব তত্ত্বজ্ঞা বিরলা দুর্লভাশ্চেত্যাহ দৃষ্টমিতি ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বজনানাং বহির্ম্মুখত্বাৎ বহিশ্চেপ্সিতানীপ্সিতয়োরেব দর্শনাৎ তৎপ্রাপ্তিপরিহারোপায়প্রবণতৈব দৃষ্টা নাত্মপ্রবণতেত্যাহ যদ্‌যদিতি। যৎ যৎকিঞ্চিদালোক্যতে তৎ ঈপ্সিতানীপ্সিতাদন্যন্ন বিদ্যতে তদন্যৎ যদবিষয়মাত্মতত্ত্বং তত্র তু কশ্চিদপি জনো ন যততে কিন্ত্বীপ্সিতানীপ্সিতয়োরেবেত্যর্থঃ ॥৩০॥

স চানাত্মবিষয়ে যত্নোঽনাত্মদেহমাত্রার্থত্বাৎ পুনঃপুনর্দ্দেহারম্ভানর্থহেতু-

তে সর্ব্বে দেহমাত্রার্থমাত্মার্থং ন তু কিঞ্চন ॥ ৩১ ॥
পাতালে ব্রহ্মলোকে চ স্বর্গে চ বসুধাতলে।
ব্যোম্নি কতিপয়া এব দৃশ্যন্তে দৃষ্টদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩২ ॥
ইদং হেয়মুপাদেয় মিদমিত্যসদুত্থিতৌ।
নিশ্চয়ৌ গলিতৌ যস্য জন্স্যাসাবতিদুর্লভঃ ॥ ৩৩ ॥
করোতু ভুবনে রাজ্যং বিশত্বম্ভোদমম্বু বা।
নাত্মলাভাদৃতে জন্তুর্ব্বিশ্রান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥
যে মহামতয়ঃ সন্তঃ শূরাশ্চেন্দ্রিয়শত্রুষু।
জন্মজ্বরবিনাশায় ত উপাস্যা মহাধিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বত্র পঞ্চভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
পাতালে ভূতলে স্বর্গে রতিমেতু ক ধীরধীঃ ॥ ৩৬ ॥
যুক্ত্যা বৈ চরতোজ্জস্য সংসারোগোষ্পদাকৃতিঃ।
দূরসন্ত্যক্তযুক্তেস্তু মহামত্তার্ণবোপমঃ ॥ ৩৭ ॥

রেবেত্যাশয়েনাহ যে কেচনেতি। সমারম্ভা লৌকিকগৃহপ্রাসাদাদিবিষয়াঃ। ক্রিয়াক্রমাঃ বৈদিকযজ্ঞাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

ব্যোম্নি অন্তরীক্ষলোকে। দৃষ্টা দৃষ্টিশ্চিদেকরসং ব্রহ্ম যৈস্তে পুরুষাঃ ॥৩২॥

অসদুত্থিতৌ স্বাত্মাজ্ঞানাদুদ্ভূতৌ ॥ ৩৩ ॥

ননু সংসারেপ্যুত্তমরাজ্যাদিপদলাভে বিশ্রান্তির্দৃশ্যতে কিমাত্মদর্শনেনে নেত্যাহ করোত্বিতি। ইন্দ্রপদলাভেন বৃষ্ট্যধিকারে অম্ভোদং বিশতু বরুণপদলাভেন অম্বু বা যোগসিদ্ধিভির্ব্বা ভূতজয়াৎ সর্ব্বত্র বিশতু ॥ ৩৪ ॥

তর্হি বিশ্রান্ত্যর্থিনা কে উপাস্যাস্তানাহ যে ইতি ॥ ৩৫ ॥

তদুপাসনেন তত্ত্ববোধেপি পুনর্ভোগভূমিষু রতিঃ কেন বার্য্যতে তত্রাহ সর্ব্বত্রেতি। "অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্য" মিতি শ্রুত্যুক্তদিশা সর্ব্বভৌতিকানাং ভূতমাত্রতালক্ষণমিথ্যাত্ববোধে তেষু রত্যনুদয়াদিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

তর্হি ভূতানামেব পরিশিষ্টানামানন্ত্যাৎ তদুত্তরণাসম্ভব ইতি চেৎ সত্যমিদমজ্ঞানামেবমেব তত্ত্ববিদাস্ত "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছেতি"

কদম্বগোলকৈস্তুল্যং ব্রহ্মাণ্ডং স্ফারচেতসঃ।
কিং প্রযচ্ছতি কিং ভুংক্তে প্রাপ্তেস্মিন্ সকলেপি সঃ॥৩৮
এতদর্থমবুদ্ধীনাং যন্মহাসমরক্রিয়াঃ।
তন্মন্যে রাম ধিক্কার্য্যং দ্বন্দ্বলক্ষক্ষয়াবহম্ ॥ ৩৯ ॥
কল্পমাত্রেণ কালেন সুমহাপেলবোদরে।
তস্মিন্নপি হি যোনাশঃ সর্ব্বাধিরমহাধিয়াম্ ॥ ৪০ ॥
আত্মনোজ্ঞস্য সর্গাদের্যন্মনাগপি নোদ্গতম্।
তস্মিন্ জগত্ত্রয়ে প্রাপ্তে কিঞ্চিদাত্মা বলী ভবেৎ ॥ ৪১ ॥
ইতঃ শৈলশতৈর্ব্ব্যাপ্তা তথেতোজলরাশিভিঃ।

শ্রুতিদর্শিতযুক্ত্যা সর্ব্বাধিষ্ঠানব্রহ্মদর্শনেন ভূতানামপ্যনৃতত্বনিশ্চয়াৎ তদুত্তরণং সুলভমেবেত্যাশয়েনাহ যুক্ত্যেতি। মত্তার্ণবঃ প্রলয়ার্ণবঃ ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চাপরিচ্ছিন্নাত্মানন্দদৃষ্ট্যা ব্রহ্মাণ্ডস্যাল্পতরত্বদর্শনাদপি কদম্বগোলকমশকভোগ্যেম্বিব তুচ্ছেষু ধনদারাদিষু ন দানভোগাদিবাঞ্ছাপ্রসক্তিরিত্যাহ কদম্বেতি ॥ ৩৮ ॥

রাজ্যাদিসুখং সমরাদ্যনর্থৈর্যোধদ্বন্দ্বলক্ষণাং ক্ষয়াবহত্বাৎ তত্ত্ববিদা দয়ালুনা ধিক্কার্য্যমেব ন সৎকার্য্যমিত্যাহ এতদর্থমিতি। যচ্ছব্দার্থে এতচ্ছব্দঃ। অবুদ্ধীনাং মূঢ়ানাম্। তৎ রাজ্যসুখমিতি শেষঃ ॥ ৩৯ ॥

নম্বু মহাকল্পাবসানচিরকালভোগ্যে ব্রাহ্মে পদে তস্য রতিঃ স্যাৎ নেত্যাহ কল্পেতি। দ্বিপরার্দ্ধাবধিনা মহাকল্পান্তমাত্রেণ কালেনাপি শীর্য্যমাণত্বাৎ সুমহাপেলবোদরে তস্মিন্নপি পদে সর্ব্বপ্রাণিনাং প্রলয়নিমিত্তত্বাদাধির্ম্মানসব্যথানিমিত্তভূতোনাশঃ সোঽমহাধিয়াং মূঢ়ানামেব স্পৃহনীয়ো ন তত্ত্ববিদামিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

কিঞ্চ জ্ঞস্য তত্ত্ববিদোদৃশা যজ্জগত্ত্রয়ং সর্গাদেরুপায়াস্মনাগীষদপি নোদ্গতং নোৎপন্নমেব। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তি" রিত্যাদিশ্রুতেঃ। তস্মিন্‌তুচ্ছে বন্ধ্যাপুত্রপ্রায়ে জগত্ত্রয়ে প্রাপ্তে চিদাত্মা কিং বলী বলবান্ ভবেৎ? যেন তত্র রাগঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অসারবহুলত্বাদুপযুক্তাংশাল্পত্বাদপি সার্ব্বভৌমাদিপদস্য ন স্পৃহণীয়তেত্যা-

কিয়ানস্য ভুবোদেহো যেনোদারং প্রপূরয়েৎ ॥ ৪২ ॥
ন তদস্তি জগত্যস্মিন্ সপাতালসুরালয়ে।
যন্নামাত্মবতোজ্ঞস্য কিঞ্চিৎ কার্য্যতরং ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
একতামনুযাতস্য ব্যোমবদ্বিততস্য চ।
স্বস্থস্যাত্মবতোজ্ঞস্য স্থিতস্যাত্মন্যচেতসঃ ॥ ৪৪ ॥
শরীরজালনীহার ধূসরা শূন্যকোটরা।
শান্তসংসারসুভগা ত্রিলোকী বিপুলা তটী ॥ ৪৫ ॥
স্ফারব্রহ্মামলাম্ভোধি ফেনাঃ সর্ব্বে কুলাচলাঃ।
চিদাদিত্যমহাভাস মৃগতৃষ্ণাজলশ্রিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
আত্মতত্ত্বমহাম্ভোধি বীচয়ঃ সর্গরাজয়ঃ।
অনুত্তমপদাম্ভোদ বৃষ্টয়ঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
চন্দ্রাগ্নিতপনালোকা ঘটকাষ্ঠাদিসন্নিভাঃ।

শয়েনাহ ইত ইতি। উদারং সর্ব্বত্যাগরিক্তবিপুলাশয়ম্ ॥ ৪২ ॥

কার্য্যতরং অবশ্যকর্ত্তব্যম্। সর্ব্বকামাবাপ্ত্যা কৃতকৃত্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

যথা মৃগতৃষ্ণা সবিতুঃ প্রকাশমপেক্ষ্য সিদ্ধ্যন্তী সবিতারমপেক্ষতে ন তু সবিতা মৃগতৃষ্ণানিমিত্তভূতোপি তামপেক্ষতে তথা তত্ত্ববিদশ্চিৎপ্রকাশমপেক্ষ্য প্রসিদ্ধ্যৎ জগদেব প্রত্যুত তত্ত্ববিদমপেক্ষতাং তত্ত্ববিত্তু পূর্ণানন্দারামঃ কটাক্ষেণাপি জগন্ন পশ্যতি দূরে তস্য তদপেক্ষেত্যাশয়েনাহ একতামিত্যাদিনা। অচেতসোনির্ম্মনস্কস্যাত্মবতস্ত্রিলোকীলক্ষণা বিপুলা মৃগতৃষ্ণা নদীতটী শান্তসর্ব্বসংসারসুভগা সতী শূন্যকোটরা আকাশোদরনিভৈব ন মূর্ত্তরূপাস্তীত্যর্থঃ। অসতামপি বাধিতানুবৃত্ত্যা যাবৎ প্রারব্ধক্ষয়ং প্রতিভাসনির্ব্বাহায় বিশিনষ্টি শরীরজালনীহারেতি ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

জগতস্তত্ত্ববিদাত্মপ্রকাশাপেক্ষাং প্রপঞ্চয়তি স্ফারেত্যাদিনা। জলশ্রিয়ো নদীসমুদ্রাদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্মব্রহ্মাদিতত্ত্বপ্রতিভাসাঃ। যৎ যদি লৌকিকচাক্ষুষাদিদৃষ্টয়োপি প্রকাশাত্মকত্বাৎ ব্রহ্মাম্ভোদবৃষ্টিকল্পা এব তথাপি সুক্ষেত্রে বৃষ্টিবৎ শাস্ত্রদৃষ্টীনামেব পুরুষার্থোপযোগাৎ তা এবোপাত্তাঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রকাশনীয়াশ্চিন্দ্রূপ ত্বিষোমলকণাস্তথা ॥ ৪৮ ॥
বিহরন্তি স্বমাত্মানঃ সংসারবনচারিণঃ।
কামভোগোলপগ্রাস মৃগানরসুরাসুরাঃ ॥ ৪৯ ॥
অস্থিখণ্ডার্গলা মূর্দ্ধ পিধানাঃ স্নায়ুশৃঙ্খলাঃ।
জগদ্দেহা জরজ্জীবরক্তমাংসসমুদ্গকাঃ ॥ ৫০ ॥
বনগালা মৃগা মুগ্ধাঃ পুরসঞ্চারিতা স্থিতৌ।
বালবুদ্ধিবিনোদায় যোজিতাশ্চর্ম্মপুত্রিকাঃ ॥ ৫১ ॥
নৈবম্বিধোদারমনা মনাগপি মহামতিঃ।

অধিষ্ঠানত্বেন তদপেক্ষামুক্ত্বা জড়ানাং প্রকাশার্থমপি তদপেক্ষামাহ চন্দ্রেতি। যদা নির্ম্মলা আদিত্যাদয়োপি তৎপ্রকাশাপেক্ষা স্তদা অত্যন্ত-মলিনত্বাৎ মলকণপ্রায়াঃ পার্থিবাদিধাতবস্তমপেক্ষন্ত ইতি কিং বাচ্যমিত্যা-শয়েন মলকণাস্তথেত্যুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তী"তিশ্রুতেঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং জীবনহেতুবিষয়ানন্দার্থমপি তদপেক্ষামাহ বিহরন্তীতি। স্বোদেহস্তদাত্মনা মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে অনুভূয়তে হিংস্যতে বা যঃ স স্বমস্তথাবিধ আত্মা যেষাং কামভোগলক্ষণানাং উলপানাং তৃণরাজীনাং গ্রাসে মৃগা ইব মৃগাঃ ভবন্তীতি শেষঃ ॥ ৪৯ ॥

মৃগাণাং বনে বিহারে স্বাতন্ত্র্যমস্তি নরসুরাসুরজীবানান্ত দেহপঞ্জরে বদ্ধত্বাদত্যন্তপারতন্ত্র্যাদ্দুঃখমেবেত্যাশয়েনাহ অস্থীতি। জগতাং সর্ব্বেষাং নর-সুরাসুরাদিদেহাজরতামনাদিসংসারকান্তারে জীর্ণানাং জীবানাং পর্য্যায়েণ বন্ধনার্থাঃ রক্তমাংসনির্ম্মিতাঃ সমুদ্গকাঃ সম্পুটকাঃ পঞ্জরাণীতি যাবৎ। কৃতা ধাত্রেতি শেষঃ। পঞ্জরসামগ্রীমেবাহ অস্থীতি। অস্থিখণ্ডা এব অর্গলা বিষ্কম্ভদারূণি যেষাম্। মূর্দ্ধৈব পিধানমূর্দ্ধফলকং যেষাম্। স্নায়বঃ শিরাঃ শৃঙ্খলা লোহবন্ধনানি যেষাম্ ॥ ৫০ ॥

এবং জীবাবিষ্টাশ্চর্ম্মপুত্রিকা এব সংসারবনমালা মৃগাস্ত এব মুগ্ধা দেহ-বিবেকশূন্যা বালানাং স্বল্পবুদ্ধীনাং ভোগপল্লবগ্রাসৈর্ব্বিনোদায় তত্তদ্ভোগ-ভূমিলক্ষণপুরসঞ্চারসংস্থিতৌ ধাত্রা যোজিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ন জ্ঞশ্চলতি ভোগৌঘৈর্ম্মন্দবাতৈরিবাচলঃ ॥ ৫২ ॥
তস্মিন্ কিল পদে রাম জ্ঞস্তিষ্ঠতি মহোত্তমে।
যস্মিংশ্চন্দ্রার্কদেশোপি ন পাতালমিব স্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥
যস্যালোকাল্লোকপালাঃ সমালোকাঃ সুবেদিনঃ।
শরীরং পান্ত্যয়মিব পশ্যন্মূঢ়াঃ ক্ষপার্ণবে ॥ ৫৪ ॥
ন কেচন জগদ্ভাবাস্তত্ত্বজ্ঞং রঞ্জয়ন্ত্যমী।
অপ্যভ্যাসগতাঃ স্ফারহৃদয়ং খমিবাম্বুদাঃ ॥ ৫৫ ॥
ন কেচন জগদ্ভাবাস্তত্ত্বজ্ঞং রঞ্জয়ন্ত্যমী।
মর্কটা ইব নৃত্যন্তো গৌরীলাস্যার্থিনং হরম্ ॥ ৫৬ ॥

তত্ত্ববিদোপি দেহদর্শনাৎ সোপি কিং তথা নেত্যাহ নৈবম্বিধেতি। উদারমনাঃ সর্ব্বত্যাগী প্রাগুক্তমহামতিস্তু এবম্বিধো মনাগপি ন। যদ্বো-পস্থাসিদ্ধত্বাৎ সন্ধিরার্ষঃ। দারেষু দারোপলক্ষিতভোগেষু মনোযস্য এব-ম্বিধোনেতি বা ॥ ৫২ ॥

চন্দ্রার্কমণ্ডলপ্রদেশঃ পাতালমিব পরিচ্ছন্নপ্রকাশোপি ন স্থিতঃ কিং বাহ্যং প্রকাশমানেন স্থিত ইতি। অথবা চন্দ্রার্কসঞ্চারদেশো বিপুল আকাশোপি পাতালং ভূচ্ছিদ্রমিবাল্পভাবেনাপি ন স্থিত ইতি। তাদৃশ-মহাপদে স্থিতস্যাকাশোদরৈকদেশপরিচ্ছিন্নেষু পদেষু কা তৃষ্ণেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

যস্য তত্ত্ববিদ আলোকাৎ চিৎপ্রকাশাৎ লোকপালা ব্রহ্মাদয়ঃ সমা-লোকাঃ সর্ব্বজগৎসাধারণপ্রকাশাঃ সন্তশ্চক্ষুরাদিদ্বারা বহিরন্তর্ব্বুদ্ধ্যা চ সুবে-দিনঃ সম্যগ্ব্যবহারোচিতবোধশালিনঃ সন্তঃ ক্ষপার্ণবে অজ্ঞানসমুদ্রে মগ্নাঃ পশ্যন্ মূঢ়া অশরীরং স্বাত্মানং বিবিচ্য পশ্যন্তোপি মূঢ়াঃ সন্তঃ অয়মজ্ঞজন ইব শরীরাত্মভাবেন শরীরং পান্তি রক্ষন্তি। দৃঢ়াভ্যস্তভোগবাসনাসহকৃতা-ধিকারিকপ্রারব্ধপ্রাবল্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞস্য বৈরাগ্যদার্ঢ্যেন ভোগবাসনাক্ষয়াৎ স্ফারহৃদয়ং নির্ব্বাসনশুদ্ধান্তঃ-করণং কেচন লোকপালভোগ্যা অপ্যমী ত্রৈলোক্যরাজ্যাদিজগদ্ভাবা অভ্যাস-গতাঃ পুনঃপুনঃ পরিশীল্যমানা অপি ন রঞ্জয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

ন কেচন জগদ্ভাবাস্তত্ত্বজ্ঞং রঞ্জয়ন্ত্যমী।
প্রাক্তনপ্রতিবিম্বশ্রী রত্নং কুম্ভগতং যথা ॥ ৫৭ ॥

বজ্রার্পিতোপমমসন্ময়রুমম্বুভঙ্গ
তুঙ্গং তরঙ্গকৃতবিম্বমিবাবলোক্য।
লোলাং তদীহিতসুখেষু রতিং ন যাতি
তজ্জ্ঞঃ কুশৈবললবেম্বিব রাজহংসঃ ॥ ৫৮ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে পূর্ণাশয়স্বরূপবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রাক্তনী কুম্ভাদ্বহিঃস্থিতিদশায়াং রত্নান্তর্দৃশ্যমানাস্তম্ভকুড্যাদিপ্রতিবিম্ব-শ্রীঃ ॥ ৫৭ ॥

উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি বজ্রেতি। তজ্জ্ঞস্তত্ত্ববিৎ। ব্রহ্মলোকান্তং সর্ব্বং জগৎ বৈভবমজ্ঞদৃশা অতিদুর্ভেদত্বাৎ বজ্রার্পিতোপমম্। বিবেকদৃশা অম্বুভঙ্গেষু জলবিলাসেষু তুঙ্গমুচ্ছ্রিতং তরঙ্গেণ স্বাগ্রেকৃতং চন্দ্রাদিপ্রতিবিম্বমিবানির্ব্বচনীয়মস্থিরম্। তত্ত্বদৃশা অসন্ময়ং তুচ্ছমবলোক্য অজ্ঞ ইব তদীহিতসুখেষু লোলাং লৌল্যবতীং রতিং ন যাতি। যথা মদন্তভোগ্যেষু কুৎসিতশৈবলখণ্ডেষু রাজহংসোরতিং ন বধ্নাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
সপ্তপঞ্চাশত্তমঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

—()✻()—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্রৈব বস্তুন্যুদিতাঃ শৃণু রাঘব পূর্ব্বজাঃ।
কচেন গাথা যা গীতা বার্হস্পত্যেন পাবনাঃ ॥ ১ ॥

কস্মিংশ্চিন্মেরুগহনে তিষ্ঠন্ সুরগুরোঃ সুতঃ।
কদাচিদভ্যাসবশাৎ বিশ্রান্তিং প্রাপ চাত্মনি ॥ ২ ॥

সম্যগ্‌জ্ঞানামৃতাপূর্ণা মতির্ন্নারমতাস্য সা।
পঞ্চভূতময়ে মান্যে দৃশ্যেঽস্মিন্ পেলবাত্মনি ॥ ৩ ॥

স তেন নির্ব্বিণ্ণ ইব সদাত্মত্বাদৃতে পদম্।
অপশ্যন্ সমুবাচেদ মেকোগদ্‌গদয়া গিরা ॥ ৪ ॥

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥ ৫ ॥

দুঃখমাত্মা সুখঞ্চৈব খমাশা সুমহত্তয়া।

আরূঢ়স্য পদং পূর্ণং সাক্ষাত্মস্থিতিবোধিনী।
রামায়াত্র বশিষ্ঠেন কচগাথোপদিশ্যতে ॥ ১ ॥

অত্রৈব প্রাগুক্তে বস্তুনি বিষয়ে পূর্ব্বজাঃ পূর্ব্বকালবৃত্তা। বার্হস্পত্যেন বৃহস্পতিপুত্রেণ। অনন্তরাপত্যে পত্যুত্তরপদলক্ষণোণ্যঃ ॥ ১ ॥

অভ্যাসবশাৎ শ্রুতায়া ব্রহ্মবিদ্যায়া মনননিদিধ্যাসনপরিপাকাদিতি যাবৎ॥২

অমান্যে অনাদরার্হে ॥ ৩ ॥

তেন দৃশ্যাস্মরণেন সদাত্মত্বাৎ ঋতে বিনা সদেকাত্ম্যাতিরিক্তং পদং বস্তু অপশ্যন্ একমাত্রপরিশেষান্নির্ব্বিণ্ণ ইবেত্যুৎপ্রেক্ষা। হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা ইদং বক্ষ্যমাণং সমুবাচ ॥ ৪ ॥

যদুবাচ তদাহ কিং করোমীত্যাদিনা ॥ ৫ ॥

সর্ব্বমাত্মময়ং জ্ঞাতং নষ্টকষ্টোঽহমাত্মনা ॥ ৬ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরে দেহে অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ দিক্ষু চ ।
ইত আত্মা ততশ্চাত্মা নাস্ত্যনাত্মময়ং কচিৎ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বত্রৈব স্থিতোহ্যাত্মা সর্ব্বমাত্মময়ং স্থিতম্ ।
সর্ব্বমেবেদমাত্মৈব মাত্মন্যেব ভবাম্যহম্ ॥ ৮ ॥
যন্নাম নাম তৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বমেবাহমান্তরঃ ।
আপূরিতাপারনভাঃ সর্ব্বত্র সন্ময়ঃ স্থিতঃ ॥ ৯ ॥
পূর্ণস্তিষ্ঠামি মোদাত্মা সুখমেকার্ণবোপমঃ ।
ইত্যেবং ভাবয়ংস্তত্র কনকাচলকুঞ্জকে ॥ ১০ ॥
উচ্চারয়ন্নোঙ্কারঞ্চ ঘণ্টাস্বনমিব ক্রমাৎ ।

নন্থ জীবাত্মনো যানি সুখসাধনানি তানি কুরু যত্র তানি প্রাপ্যন্তে তত্র গচ্ছ সুখং তৎসাধনানি চ গৃহাণ দুঃখসাধনানি দুঃখঞ্চ ত্যজেতি চেৎ তত্রাহ দুঃখমিতি। দুঃখং তদুপভোক্তাত্মা জীবস্তদভিলষণীয়ং সুখঞ্চেত্যাদি-সর্ব্বং জগন্মূলান্বেষণে খমাকাশমাত্রং সৎআশাভ্যো দিগ্‌ভ্যো মনোরথেভ্যশ্চ সুমহত্তয়া আত্মময়ম্। স্বার্থে ময়ট্। আত্মৈবেতি জ্ঞাতমতস্তেনৈবানন্দৈ-করসেনাত্মনা নষ্টসর্ব্বদুঃখোঽস্মীতি ন হানোপাদানপ্রয়োজনমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বাহ্যৈরাধিভৌতিকাদিভিরাভ্যন্তরৈরাধ্যাত্মিকৈশ্চ সহিতে উভয়বিভাগ-নিমিত্তভূতে দেহে অধঃ উর্দ্ধং প্রাচ্যাদিদিক্ষু তত্ত্বতোদৃশ্যমানেষাত্মৈব সর্ব্ব-মিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। "আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুর-স্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্ব"মিতি ॥ ৭ ॥

সর্ব্বত্রৈবাধিষ্ঠানভাবেন স্থিতো বিবর্ত্তাত্মককল্পিতবিকারদর্শনে সর্ব্বমাত্ম-ময়ং তত্ত্বদর্শনে তু সর্ব্বমাত্মৈব। এবমনয়া দৃশা অহং পরমার্থাত্মনি ভবামি বর্ত্তে সর্ব্বদৈবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যন্নাম চেতনং প্রসিদ্ধং যৎ কিঞ্চিদচেতনঞ্চ নাম প্রসিদ্ধং তৎ সর্ব্ব-মিত্যর্থঃ। সন্ময় ইতি সদংশস্য সর্ব্বানুগতত্বেন সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

মোদাত্মেত্যস্য বিবরণং সুখমিত্যাদি ॥ ১০ ॥

ইদং ত্বেন কেন প্রমাণেন দৃষ্টং তদাহ উচ্চারয়ন্নিতি। তথাচ শ্রুতিঃ

ওঁঙ্কারস্য কলামাত্রং পাশ্চাত্যং বালকোমলম্।
নান্তরস্থোন বাহ্যস্থো ভাবয়ন্ পরমে হৃদি ॥ ১১ ॥
ব্যপগতকলনাকলঙ্কশুদ্ধো
হৃদয়নিরন্তরলীনবাতবৃত্তিঃ।
গতঘনশরদাশয়োপমানঃ
স্থিত ইতি রাম কচঃ স গায়মানঃ ॥ ১২ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠমহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে কচগাথানাম
অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

"প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শর-বত্তন্ময়োভবেৎ"ইতি। ওঁঙ্কারেঽকারাদিমাত্রাণাং বিরাডাদিবাচকত্বাৎ তুরীয়ং কেনাংশেন দৃষ্টং তমাহ ওঁঙ্কারস্যেতি। পূর্ব্বপূর্ব্বমাত্রাবিরাডাদিস্বার্থৈঃ সহো-ত্তরোত্তরত্র প্রবিলাপ্য বালঃ কেশ ইবোঙ্কারস্য শিরসি লক্ষ্যমাণং সূক্ষ্মং কোমলঞ্চ পাশ্চাত্যমর্দ্ধমাত্রাখ্যং কলামাত্রং সর্ব্বপ্রবিলয়াবধিভূততুরীয়লক্ষকং তুরীয়াত্মনৈব ভাবয়ংস্তদ্ভাবাপন্নঃ সন্ নান্তরকারণস্থো ন বাহ্যকার্য্যস্থশ্চ বক্ষ্যমাণরীত্যা স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তামেব স্থিতিং দর্শয়ন্নুপসংহরতি ব্যপগতেতি। বাতবৃত্তিঃ প্রাণস্পন্দঃ সা চ কলনানিরোধে স্বত এব নিলীনেতি ভাবঃ। গতা ঘনা মেঘা যস্মাৎ তথাবিধো যঃ শরদাশয়ঃ শরদাকাশস্তদুপমানঃ স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ উবাচ।

অন্নপানাঙ্গনাসঙ্গাদৃতে নাস্তীহ কিঞ্চন।
শুভমস্তিতি সম্বাদি মহান্ কিমিব বাঞ্ছতু॥ ১॥
তির্য্যঞ্চঃ পশবোমূঢ়া যেন তুষ্যন্ত্যসাধবঃ।
ভোগৈঃ কৃপণসর্ব্বস্বৈরাদিমধ্যান্তপেলবৈঃ॥ ২॥
বিশ্বাসং যান্তি যে লোকে তৈরলং নরগর্দ্দভৈঃ।
ইতঃ কেশা ইতোরক্ত-মিতীয়ং প্রমদাতনুঃ॥ ৩।
এতয়া তোষমায়ান্তি সারমেয়া ন মানবাঃ।
মৃন্মহীদারুতরবো দেহামাংসময়া অপি॥ ৪॥
অধোভূরম্বরং পৃষ্ঠে কিমপূর্ব্বং সুখায়তু।

বিষয়াসারতা ব্রাহ্মাৎ সংকল্পাদ্বিশ্বকল্পনা।
ধাতুর্নির্ব্বেদবিশ্রান্তিঃ শাস্ত্রসর্গশ্চ কীর্ত্ত্যতে॥ ১॥

প্রাসঙ্গিকীং কচগাথাং সমাপ্য প্রকৃতং ভোগজাতস্য তত্ত্ববিদ্বাঞ্ছাদ্য-যোগ্যত্বোপপাদনমেবানুবর্ত্তমানো বশিষ্ঠো বৈরাগ্যোপদেশায় বিষয়াসারতাং প্রপঞ্চয়তি অন্নপানেত্যাদিনা। ইহ সংসারে অন্নপানাঙ্গনালক্ষণৈর্ব্বিষয়ৈ-র্জ্জিহ্বোপস্থাদীন্দ্রিয়াণাং যঃ সঙ্গঃ তস্মাদৃতে শুভং পুরুষার্থরূপমন্যন্নাস্তি ইতি শ্রুতিস্মৃত্যাপ্তোপদেশানুভবসম্বাদি যথাস্যাৎ তথা নিশ্চিত্য মহান্ পরমপদা-রূঢ় এতেষু ভোগেষু কিমিব বাঞ্ছতু। ন কিঞ্চিৎ তদ্বাঞ্ছাযোগ্যমত্রাস্তীত্যর্থঃ॥১॥ নন্বু মোক্ষ ইব কামোপি পুরুষার্থ এবেতি সর্ব্বৈর্ব্বাঞ্ছনীয় এবেতি যে প্রাহুস্তান্ প্রত্যাহ তির্য্যঞ্চ ইত্যাদি॥ ২॥ ৩॥

সরমা দেবশুনী তৎসন্ততিজাঃ সারমেয়াঃ শুনকাঃ সর্ব্বা মহী মৃদেব সর্ব্বেপি তরবো দারুকাষ্ঠমেব সর্ব্বেপি দেহা মাংসময়া এব॥ ৪॥

মাত্রাস্পর্শানুসারিণ্যো বিবেকপদভঙ্গুরাঃ ॥ ৫ ॥
মোহায়ৈবাপরামৃষ্টাঃ সকলালোকসম্বিদঃ।
সর্ব্বস্যা এব পর্য্যন্তে সুখাশায়াশ্চ সংস্থিতম্ ॥ ৬ ॥
মালিন্যং দুঃখমপ্যেবং জ্বালায়া ইব কজ্জলম্।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ॥ ৭ ॥
লতা নাগেন্দ্রমৃদিতা ধারয়ন্তি ন সম্পদঃ।
পুত্রিকারক্তমাংসস্য কান্তেয়মিতি সাদরম্ ॥ ৮ ॥
স্বদেহনাম্নাস্থিচয়ে শ্লিষ্যতে মোহকক্রমঃ।
সর্ব্বং সত্যমিদং রাম স্থিরমজ্ঞস্য তুষ্টয়ে ॥ ৯ ॥
জ্ঞস্যাস্থৈর্য্যমসত্যঞ্চ জগদ্রাম ন তুষ্টয়ে।

পৃষ্ঠে ঊর্দ্ধভাগে অম্বরমাকাশমেব অপূর্ব্বং সারভূতং কিমস্তি যৎ সুখা-য়েত্যর্থঃ। মিন্বন্তি বিষয়ানিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়াণি তৎস্পর্শানুসারিণ্যঃ। বিবে-কস্য পদে স্থানে তত্ত্বে ভঙ্গুরা বাধ্যমানাঃ ॥ ৫ ॥

অপরামৃষ্টা অবিচাররমণীয়াঃ। লোকসম্বিদোজনব্যবহারাঃ। সর্ব্বস্যাঃ সুখাশায়া বিষয়লাভেনালাভেন বা পর্য্যন্তে। চস্বর্থে। মালিন্যং পাপ-বিষয়াদিকালুষ্যং বিয়োগবিষাদাদিপ্রযুক্তং দুঃখমপি এবং সাম্প্রতিকসুখাস্ত-বদেব সংস্থিতমিতি পরেণ সহান্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়শক্তিক্ষয়াৎ বিষয়সম্পৎক্ষয়াদ্বা ভোগক্ষয়োবশ্যমাপততীত্যাশয়েনাহ আগমেতি ॥ ৭ ॥

সম্পদোবিষয়সম্পদো নিত্যমুপভুজ্যমানা নাগেন্দ্রমৃদিতলতাপ্রায়াঃ সত্যো ন ধারয়ন্তি ক্ষীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। ন কেবলমনিত্যত্বমেব কান্তাদিভোগ্যস্যা-শুচিনরকরূপত্বমপীত্যাহ পুত্রিকেতি। অস্থিচয়ে স্বদেহনাম্না পুরুষেণ রক্ত-মাংসস্য পুত্রিকা পুত্তলিকা ইয়ং কান্তা ইতি বুদ্ধ্যা সাদরং শ্লিষ্যতে। মোহকস্য কামস্যায়ং ক্রম ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অতএবাজ্ঞস্যৈব ভোগস্তুষ্টয়ে ন জ্ঞস্যেত্যাহ সর্ব্বমিতি ॥ ৯ ॥

অস্থিরমেবাস্থৈর্য্যম্। অভুক্তে অভোগেপ্যেষা ভোগতৃষ্ণা বিষায়া বিষ-বন্মূর্চ্ছাং প্রযচ্ছতি কিং পুনর্ভুক্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অভুক্তেপি বিষায়৻ষা বিষমূর্চ্ছাং প্রযচ্ছতি ॥ ১০ ॥
তাং পরিত্যজ্য ভোগাস্থাং স্বাত্মৈকত্বগতিং ভজ।
অনাত্মময়ভাবেন চিত্তং স্থিতিমুপাগতম্ ॥ ১১ ॥
যদা তদৈতদাজাতং জগজ্জালমসন্ময়ম্।
বাসনাবশতোব্রহ্ম-মনসা কল্পিতং বপুঃ ॥ ১২ ॥
তেজসাশ্রিতকুড্যেন হেমাভত্বমিবাত্মনঃ।

রাম উবাচ।

বৈরিঞ্চপদমাসাদ্য মনোব্রহ্মন্ মহামতে ॥ ১৩ ॥
ইদং জগৎ সুঘনতাং কথমানয়তি ক্রমাৎ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

গর্ভতল্পাৎ সমুত্থায় পদ্মজঃ প্রথমঃ শিশুঃ ॥ ১৪ ॥

ভোগবাসনয়ৈবাত্মনঃ অনাত্মদেহাদিময়াত্মভাবনয়া যদা চিত্তং স্থিতিমুপাগতং তদেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নন্থ অস্মচ্চিত্তস্থিত্যনুসারি দেহাদিজগজ্জাতমিতি কথমুচ্যতে বিরিঞ্চিসঙ্কল্পজাতস্য তন্মনোনুসারিত্বস্যৈবৌচিত্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বাস্নেতি। ব্রহ্মণোবিরিঞ্চের্ম্মনসা অস্মদ্বাসনাকর্ম্মাদিবশতস্তদনুসারেণৈব সংকল্পাৎ জগদ্বপুঃ কল্পিতমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অন্যস্যান্যানুসারিরূপকল্পনে দৃষ্টান্তমাহ তেজসেতি। যথা আশ্রিতহেমরজতেন্দ্রনীলাদিকুড্যেন তেজসা সূর্য্যাদ্যালোকেন তত্তদনুসারি স্বরূপং কল্পিতং তদ্বদিত্যর্থঃ। প্রসঙ্গাৎ রামো বিরিঞ্চিমনসো জগৎকল্পনাক্রমং পৃচ্ছতি বৈরিঞ্চেতি। পূর্ব্বোপাসকস্য মনঃ প্রাক্তনং ব্যষ্ট্যভিমানং সমষ্ট্যাত্মতাভাবনাপ্রচয়জন্যসংস্কারপরিপাকেন নিরস্য সমষ্ট্যাত্মনাভিনিষ্পত্তিলক্ষণং বৈরিঞ্চপদমাসাদ্য কার্য্যব্রহ্মভূতং সৎ ইদং জগৎ কথং ক্রমাৎ সুঘনতাং চতুর্ব্বিধভূতগ্রামনিবিড়তাম্। অবান্তরসর্গবিষয়োহয়ং প্রশ্নঃ। আদ্যসর্গক্রমস্য প্রাক্ বহুশ উক্তত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

গর্ভঃ পদ্মকোশস্তল্লক্ষণাৎ তল্পাৎ। সংকল্পজালং সর্ব্বসংকল্পাত্মকমনঃসমষ্টিস্তদ্রূপস্য মনসা স্বেনৈব কল্পিতচতুর্ম্মুখাকৃতেঃ। অথ উত্থানলক্ষণজাগ-

ব্রহ্মেতি শব্দমকরোৎ ব্রহ্মা তেন স উচ্যতে।
সঙ্কল্পজালরূপস্য মনসা কল্পিতাকৃতেঃ।
অকরোত্তস্য সঙ্কল্প-লক্ষ্মীঃ পদমথোত্তরে ॥ ১৫ ॥
ততঃ সঙ্কল্পয়ামাস পূর্ব্বং তেজোমহাপ্রভম্।
শরদন্তে লতাচক্রচক্রীকৃতদিগন্তরম্ ॥ ১৬ ॥
পক্ষপ্রতিমনিস্যূত কর্ম্মণাতিগুণাক্ষরম্।
পুঞ্জপিঞ্জরপর্য্যন্তং হেমজ্ঞাননিভাম্বরম্ ॥ ১৭ ॥
জালহেমলতাজাল জটালনিজমন্দিরম্।
কচৎপ্রসরদুদ্যানা কারকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ১৮ ॥
তং শরীরং মনস্তস্মিংস্ততস্তেজসি ভাস্বরে।

রণকল্পনানন্তরং উত্তরে সর্গে পদং ব্যবসায়মকরোৎ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বব্যবহারাণামাদিত্যাদ্যালোকাধীনত্বাৎ প্রথমমাদিত্যসর্গং বিবক্ষুস্তদু-পাদানসর্ব্বনভোব্যাপি তেজঃসর্গমুক্ত্বা তদেব তেজোবর্ণয়তি তত ইত্যাদিনা। শরৎকালান্তে হিমপাণ্ডুরৈর্লতাচক্রৈরিব চক্রীকৃতং দিগন্তরালং যেন ॥ ১৬ ॥

পক্ষপ্রতিমনি প্রসারিতপক্ষিপক্ষসদৃশে পার্শ্বদ্বয়ে স্যূতকর্ম্মণা তন্তুসন্তান-করণেন অতিগুণং বহুতন্তুকমিব অক্ষরং ক্ষয়ধর্ম্মবর্জ্জিতং শূন্যাত্মকমাকাশং যেন। প্রসৃতৈস্তেজঃপুঞ্জৈর্দ্দিগন্তগতচক্রবালগিরিশিখরচিত্রধাতুসম্ভেদাৎ পিঞ্জরা-দিকপর্য্যন্তা যেন। হেমেব ভাস্বরমনাবৃতাপরিচ্ছিন্নপ্রকাশৈকরসত্বাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞাননিভং চাম্বরমাকাশং যেন ॥ ১৭ ॥

বিকাসায় দলকোটরেষু প্রবিষ্টৈঃ কিরণৈর্জ্জালেষু বাতায়নেষু কল্পিতৈ-র্হেমলতাজালৈরিব ভাস্বরৈঃ কেসরৈর্জ্জটালং নিজমন্দিরং বৈরিঞ্চপদ্মং যেন। একার্ণবতরঙ্গেষু প্রতিফলনেন কচদ্ভির্দীপ্যমানৈঃ প্রসরদুদ্যানবনাকারৈশ্চ-কুণ্ডলৈঃ কিরণাবর্ত্তৈর্ম্মণ্ডিতম্ ॥ ১৮ ॥

তস্মিংস্তেজসি হিরণ্যগর্ভস্য স্বসদৃশমূর্ত্ত্যন্তরকল্পনেন প্রবেশমাহ তমিতি। ততস্তেজোমণ্ডলসর্গানন্তরং চতুর্ম্মুখশরীরাকারেণ স্থিতং প্রাগুক্তং মনঃ তস্মিং-স্তেজসি ভাস্বরং তেজোময়ং তং পুরাণাদিপ্রসিদ্ধমাত্মাকারসমাকারং সম-কল্পয়ৎ ॥ ১৯ ॥

আত্মাকারসমাকারং ভাস্বরং সমকল্পয়ৎ॥ ১৯॥
স ততস্তেজসস্তস্মাদভ্যুদেতি দিবাকরঃ।
জালমণ্ডলমধ্যস্থো জ্বলৎকনককুণ্ডলঃ॥ ২০॥
জ্বলজ্জটাভারধরোপান্তবিস্ফারপাবকঃ।
জ্বালাবিশালাবয়বঃ পূরিতাকাশমণ্ডলঃ॥ ২১॥
অথ ব্রহ্মা মহাবুদ্ধিরন্যাস্তাস্তেজসঃ কলাঃ।
অপাল্যয়দসদ্ব্রহ্মা তরঙ্গানিব সাগরঃ॥ ২২॥
তেপি সঙ্কল্পসম্প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ সমশক্তয়ঃ।
যথাসঙ্কল্পিতং বস্তু ক্ষণাদ্দৃষ্ট্বা পুরগ্রতঃ॥ ২৩॥
সঙ্কল্পয়ন্তো যান্যাংস্তে নানাভূতগণান্ বহূন্।
ভূতেষ্বন্যাংস্তু তেষ্বন্যাংস্তেষ্বন্যান্ বিবিধানপি॥ ২৪॥

স দেবঃ ততস্তস্মাৎ তেজসঃ পিণ্ডীভূতাৎ দিবাকরঃ সন্ অদ্যাপি প্রত্যক্ষমভ্যুদেতি। প্রভাজালাত্মকস্য মণ্ডলস্য মধ্যস্থঃ। জ্বলতী কনককুণ্ডলে যস্য। অথবা দিগ্জাললক্ষণস্য বধূমণ্ডলস্য মধ্যস্থঃ সাধারণঃ। জ্বলন্ প্রকাশমানঃ কনককুণ্ডলভূত ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

জ্বলন্তোজটাভারধরা জ্বালাবলীধারিণ উপান্তেষু বিস্ফারাঃ পাবকা যস্য॥২১॥

তদনন্তরং মরীচ্যাদিপ্রজাপতিসর্গমাহ অথেতি। ব্রহ্মা বিশ্ববৃংহণকর্ত্তা মহাবুদ্ধিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সমষ্টিবুদ্ধ্যাত্মা বা ব্রহ্মা স চতুর্ম্মুখঃ অন্যা আদিত্য-নির্ম্মাণাবশিষ্টাস্তেজসস্তাঃ কলাঃ অপাল্য অপবার্য্য বিভজ্যেতি যাবৎ যন্নবধা অসৎ ক্ষিপ্তবান্ তেপি তেজঃখণ্ডাস্তৎসংকল্পবশাদেব সংপ্রাপ্তসর্ব্ব-সিদ্ধয়স্তৎসমানশক্তয়ঃ প্রজাপতয়ঃ সন্তো যথাসংকল্পিতং বস্তু ক্ষণাদেবা-গ্রতোদৃষ্ট্বা আপুঃ প্রাপুরিতি পরেণান্বয়ঃ। অপপূর্ব্বাদলভূষণপর্য্যাপ্তিশক্তি-বারণনিষেধেষ্বিতি ধাতোর্ল্যপ্। অসু ক্ষেপণে ইতি ধাতোরুদিতোবেত্যন্তি আট্থুকোরভাবশ্ছান্দসঃ॥ ২২॥ ২৩॥

তেভ্যোদেবদানবযক্ষরাক্ষসমানবাদিসর্গপ্রবৃত্তিরিত্যাহ সংকল্পয়ন্ত ইতি। তে প্রজাপতয়ো যান্ যান্ পুত্রপৌত্রপরম্পরয়া দেবদানবাদিজাতিভেদৈর্নানা-বিধান্ ব্যক্তিভেদাচ্চ বহূন্ ভূতগণান্ সংকল্পয়ন্তো বভূবুস্তাংস্তান্ আপুরিত্য-

সংস্মৃত্য বেদাংস্তদনু যজ্ঞক্রমগুণান্ বহূন্।
জগদ্গৃহাদয়ং ব্রহ্মা মর্য্যাদাং সমকল্পয়ৎ ॥ ২৫ ॥
ব্রাহ্মং রূপমুপাদায় মনোনাম মহদ্বপুঃ।
তনোতীত্থমিমাং দৃষ্টিং ভূতসন্ততিসঙ্কুলাম্ ॥ ২৬ ॥
সমুদ্রাচলবৃক্ষাঢ্যাং কৃতলোকোত্তরক্রমাম্।
মেরুভূপীঠদিক্কুঞ্জ জটালোদরমণ্ডলাম্ ॥ ২৭ ॥
সুখদুঃখজরাজন্ম মরণব্যাধিবোধিতাম্।
রাগদ্বেষভয়োদ্বিগ্নাং গুণত্রয়ময়াত্মিকাম্ ॥ ২৮ ॥
মনোহস্তৈর্ব্বিরিঞ্চোথৈর্যৎ যথা কল্পিতং পুরা।
তত্তথৈবাখিলং দ্রষ্টুং দৃশ্যতেদ্যাপি মায়য়া ॥ ২৯ ॥
ইত্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু কেষুচিত্ত্বথ বা পুনঃ।
সঙ্কল্পয়তি সংসারং পরং পশ্যতি চিৎস্থিতম্ ॥ ৩০ ॥
মোহ এবম্বয়োমিথ্যা জাগতঃ স্থিরতাং গতঃ।

ন্নুবজ্জতে। তেষ্বগ্রে মৈথুনসৃষ্টিপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি ভূতেম্বিতি ॥ ২৪ ॥

সঙ্কল্পয়স্ত আপুরিত্যত্রাপ্যনুবর্ত্ততে। ততোযজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি সংস্মৃত্যেতি ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

শারীরৈঃ সুখদুঃখজরাজন্মমরণৈঃ স্বৈর্ম্মানসৈশ্চাধিভিঃ সর্ব্বথা হেয়োয়ং সংসার ইতি বোধিতাম্ ॥ ২৮ ॥

নমু সর্ব্বস্য ব্যবহারস্য বিরিঞ্চিমনঃকৃতত্বে যজ্ঞাদীনাং শারীরত্বমুপাসনাদীনাং মানসত্বমিতি ব্যবস্থায়াং কোহেতুস্তমাহ মনোহস্তৈরিতি। বিরিঞ্চ্যোথৈর্ম্মনোবৃত্তিভির্হস্তৈর্ব্বা যদ্বস্তু যথা দ্রষ্টুং প্রাপ্তুঞ্চ যোগ্যং পুরা কল্পিতং তৎ তথৈবাদ্যাপি ব্যবস্থিতং দৃশ্যতে প্রাপ্যতে চ। তৎকল্পনানুসারেণৈবাস্মেষামপি কল্পনানিয়তেরিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

সমষ্টিদৃষ্ট্যা সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্যষ্টিদৃষ্ট্যা একজীবপক্ষেণ বা কেষুচিৎ স্থিতং মনঃ সঙ্কল্পয়তি চিৎ পশ্যতি। অথবা মন এব চিৎস্থিতং সঙ্কল্পয়তি পরং পশ্যতি চ ॥ ৩০ ॥

সঙ্কল্পনেন মনসা কল্পিতোচিরতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥
সঙ্কল্পবশতঃ সর্ব্বাঃ প্রসবন্তি জগৎক্রিয়াঃ।
সঙ্কল্পবশতোদেবা নির্যান্তি নিয়তিস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥
কোপিতায়াঃ প্রজানাথৈর্জ্জগৎস্বষ্টেঃ কুলোদ্ভবঃ।
ব্রহ্মা সঞ্চিন্তয়ত্যেষ পদ্মাসনগতঃ প্রভুঃ ॥ ৩৩ ॥
মনঃস্পন্দনমাত্রেণ চিত্রং চিত্তং যদুত্থিতম্।
সৃষ্টির্ব্বা ভোগিনী স্ফারা ব্যবহারবিকারিণী ॥ ৩৪ ॥
রুদ্রোপেন্দ্রমহেন্দ্রাদ্যা শৈলসাগরসঙ্কুলা।
পাতালরোদোদিক্স্বর্গ মার্গসঙ্কটকোটরা ॥ ৩৫ ॥
সঙ্কল্পজালমত্যন্তং ময়েদমভিতস্ততম্।
অধুনা বিরতোস্ম্যস্মাৎ বিকল্পোল্লাসনক্রমাৎ ॥ ৩৬ ॥
ইতি নিশ্চিত্য বিরতঃ কল্পনানর্থসঙ্কটাৎ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম স্মরত্যাত্মানমাত্মনা ॥ ৩৭ ॥
তমাসাদ্য তদাভাসে পদে গলিতমানসে।

এবংময় উক্তপ্রকারঃ অচিরতঃ শীঘ্রমেব সঙ্কল্পিতঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

ইত্থং সর্গবিস্তারং প্রপঞ্চ্য তদুপরমে শাস্ত্রনির্ম্মাণে চ কারণং বক্তুং পীঠিকাং রচয়তি কোপিতায়া ইতি। ইন্দ্রবিরোচনাদিভির্দ্দেবাসুরপ্রজানাথৈঃ স্বস্বোৎকর্ষায় মনুষ্যাদিপ্রজাসু ধর্ম্মাধর্ম্মাভিবৃদ্ধয়ে যতমানৈর্ব্বলাৎ সাত্ত্বিকরাজসতামসবৃত্তিষু প্রবর্ত্তনাৎ বধবন্ধজন্মজরামরণাদিক্লেশসহস্রৈঃ কোপিতায়া অতিপীড়িতায়া জগৎস্বষ্টেঃ সকাশাৎ নির্ব্বিণ্নঃ সর্ব্বপ্রজাকুলান্ম্যুদ্ভবত্ত্যাস্মাদিতি কুলোদ্ভব এষ প্রাগুক্তোব্রহ্মা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ সঞ্চিন্তয়তীত্যর্থঃ ॥৩৩॥

মনঃস্পন্দনমাত্রেণ যচ্চিত্তং ব্যষ্টিজীবোপাধিভূতম্। তদুপভোগার্থা ভোগিনী স্ফারা বিস্তীর্ণা ভুবনাদিসৃষ্টির্ব্বেতি যদুত্থিতং ইদং সর্ব্বং ময়া স্বসঙ্কল্পজালমেবাভিতস্ততমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

বিরত ইতি শমং প্রাপ্তঃ সন্ ॥ ৩৭ ॥

তং পরমাত্মানং স্মৃতিমাত্রেণ আসাদ্য প্রাপ্য তদেব আ সমন্তাৎ ভাসতে

সুখং তিষ্ঠতি শান্তাত্মা তল্পেঽধঃশ্রমবানিব ॥ ৩৮ ॥
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ পরাং শান্তিমুপাগতঃ।
অবিক্ষুব্ধ ইবাম্ভোধিরাত্মনাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ৩৯ ॥
ধ্যানাৎ কদাচিদ্ভগবান্ স্বয়ং বিরমতি প্রভুঃ।
বন্ধনাৎ সলিলস্যন্দাৎ সৌম্যত্বাদিব বারিধিঃ ॥ ৪০ ॥
বিচারয়তি সংসারং সুখদুঃখসমন্বিতম্।
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধং রাগদ্বেষভয়াতুরম্ ॥ ৪১ ॥
ততঃ স করুণাক্রান্তমনা ভূতবিভূতয়ে।
করোতীহ মহার্থানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৪২ ।
অধ্যাত্মজ্ঞানগর্ভানি বেদবেদাঙ্গসংগ্রহম্।
পুরাণাদীনি চান্যানি মুক্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৪৩ ॥
পুনস্তৎপদমালম্ব্য পরমাপদ্বিনির্গতঃ।
স্বস্থস্তিষ্ঠতি শান্তাত্মা নির্ম্মন্দর ইবার্ণবঃ ॥ ৪৪ ॥
অবলোক্য জগচ্চেষ্টাং মর্য্যাদাং বিনিযোজ্য চ।
ব্রহ্মা কমলপীঠস্থঃ পুনঃ স্বাত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ৪৫ ॥
কদাচিৎ কেবলং সর্ব্ব সঙ্কল্পপরিহীনয়া।
যদৃচ্ছয়ানুগ্রহার্থং লোকক্রমবদাস্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥
নার্জ্জবং নাস্য সন্ত্যাগো বপুষো ন চ সংগ্রহঃ।

যস্মিংস্তথাবিধে গলিতমানসে সপ্তমভূমিকালক্ষণে পদে সুখং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অধঃসংবৃতাপবরকে ক্লৃপ্তে তল্পে রহসীতি যাবৎ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

বন্ধনাৎ একাকারবৃত্তিধারণানির্ব্বন্ধলক্ষণাৎ ধ্যানাৎ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥৪৩॥ তৎ প্রাগুক্তং সপ্তমভূমিকালক্ষণং পরং পদম্। সৃষ্টিবিক্ষেপলক্ষণাভ্য আ-পদ্ভ্যো বিনির্গতঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

কেবলমনুগ্রহার্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

তর্হি তস্য সমাধিকালে আর্জ্জবং সর্গসংহারাদিকালে তু তস্য সন্ত্যাগো দেহাদিসংগ্রহঃ সর্ব্বরূপেণ নানাত্বং ব্যুত্থানকালে চেতনং পদ্মে স্থিতিরগ্রত্র

নানা ন চেতনং নেহ ন স্থিতির্নাস্থিতিঃ স্থিতা ॥ ৪৭ ॥
সর্ব্বভাবসমারম্ভঃ সমঃ সর্ব্বাসু বৃত্তিষু।
পরিপূর্ণার্ণবাকারো মুক্তশেষোবতিষ্ঠতে ॥ ৪৮ ॥
কদাচিৎ কেবলং সর্ব্ব সঙ্কল্পপরিহীনয়া।
যদৃচ্ছয়ানুগ্রহার্থং লোকানাং প্রতিবুধ্যতে ॥ ৪৯ ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পুণ্যা যা ময়োক্তা মহামতে।
যাতাং বিধিসুরানীকৌ তামেতাং সাত্ত্বিকীমপি ॥ ৫০ ॥
চিৎসর্গোপরমাকাশে ব্রহ্মণো যন্মনঃফলম্।
উদেতি প্রথমঃ সৈব ব্রহ্মত্বং সমবাশ্নুতে ॥ ৫১ ॥
সর্গে স্থিতিং গতে ত্বন্যা যোদেতি কল্পনাপরা।

চাস্থিতিরিতি নানাভাবসমারম্ভেষু চিত্তবৃত্তিষু চাজ্জবদেব বৈষম্যং প্রাপ্ত-মিত্যাশঙ্ক্য ক্রমাৎ পরিহরতি নার্জ্জবমিত্যাদিনা ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

উপসংহরতি এষেতি। ইদানীং মানসঃ প্রজাপতীনাং সর্গঃ তে হি সঙ্কল্প-সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ স্বয়ংপ্রজ্ঞাতজ্ঞানযোগৈশ্চর্য্যাঃ প্রথমো বিধানীকোজ্ঞেয়ঃ। মৈথুনসর্গেপি দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাদীনাং সাত্ত্বিকত্বাৎ সকৃদুপদেশপ্রাপ্তজ্ঞানৈশ্চর্য্যঃ সুরানীকোমধ্যমঃ। মনুষ্যাদিস্তু রজস্তমোগ্রস্তঃ প্রযত্নসহস্রসাধ্যজ্ঞানৈশ্বর্য্যো-নরানীকোধম ইত্যনীকত্রয়বিভাগং মনসি নিধায় তেষাং স্বকারণাসাদিত-চিত্তশুদ্ধ্যনুরূপজ্ঞানোদয়েন ব্রহ্মপ্রাপ্তিং বিভজ্য দর্শয়তি যাতামিত্যাদিনা। তাং বর্ণিতপ্রকারাং এতাং সাত্ত্বিকীং সত্ত্বোৎকর্ষপ্রাপ্যাং ব্রাহ্মীং স্থিতিং বিধিসুরানীকাবপি যাতাং প্রাপ্নুয়াতাম্ ॥ ৫০ ॥

তত্র প্রথমানীকস্য মানসোপাসনাফলত্বাৎ মনোমাত্রজন্মত্বেন সৌক্ষ্ম্যাৎ তৎপ্রাপ্তৌ বিশেষমাহ চিৎসর্গেতি। যৎ যস্মাৎ প্রথমোনীকশ্চিদ্রূপে সর্ব্ব-সর্গোপরমরূপে ব্রহ্মাকাশে ব্রহ্মণো বিরিঞ্চের্ম্মনঃকল্পিতং ফলমিব মনঃফলং সৎ প্রথমমুদেতি অতঃ সৈব স এব। সোচিলোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সুলোপঃ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানৈশ্বর্য্যেণ প্রথমং সম্যগবগমাশ্নুতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিতীয়ানীকস্তৌষধিপল্লববিকারভূতসোমাজ্যপয়ঃসাধ্যকর্ম্মফলত্বেন তৎপরি-ণামতয়া প্রাকৃতাপেক্ষয়া স্থৌল্যাদুপদেশমাত্রমপেক্ষ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি বিশেষং

সা ব্যোমানিলমাশ্রিত্য প্রবিশ্যৌষধিপল্লবান্ ॥ ৫২ ॥
কাচিৎ সুরত্বমায়াতি কাচিদায়াতি যক্ষতাম্ ।
উদেতি প্রথমং সৈষা ব্রহ্মত্বং সমবাপ্নুতে ॥ ৫৩ ॥
যা যৎ সত্বং সমন্বেতি সা তদেবাশু জায়তে ।
জাতা সংসর্গবশতস্তস্মিন্নেব চ জন্মনি ।
বধ্যতে মুচ্যতে বাসৌ স্বয়মম্বারভেদতঃ ॥ ৫৪ ॥
ইত্থং গতা স্থিতিরিয়ং কিল রামভদ্র
সৃষ্টিঃ স্ফুটপ্রকটসঙ্কটকর্ম্মলব্ধা ।

দর্শয়তি সর্গে ইত্যাদিনা। প্রজাপতীনামোষধ্যাদীনাঞ্চ সর্গে স্থিতিং গতে সতি যা সুরানীকলক্ষণাস্থা অপরা প্রথমাপেক্ষয়া ন্যূনা কল্পনোদেতি সা প্রথমং চন্দ্রকলাত্মনা ব্যোমানিলং চাশ্রিত্যৌষধিপল্লবান্ প্রবিশ্য সোমাজ্য-পয়োভাবেনাগ্নৌ হূয়মানা সূর্য্যমণ্ডলে অমৃতাকারপরিণতা প্রজাপতিপ্রভৃতি-ভিরুপভুক্তা তদ্রেতোরূপপরিণতা মৈথুনদ্বারেণেন্দ্রাদিসুরত্বং কুবেরাদিযক্ষাদি-দেবযোনিত্বাং চায়াতীতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥

সৈষা সাত্ত্বিকত্বাৎ মনুষ্যাদ্যপেক্ষয়া প্রথমং প্রজাপতীনামনুগ্রহোপদেশা-দিনা জ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পদা উদেতি অতঃ প্রথমমেব ব্রহ্মত্বং সমবাপ্নুত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

তর্হি কিং সর্ব্বেষাং দেবানাং মুক্তির্নেত্যাহ যেতি। দেবেষু মানবেষু বা জাতা যা ব্যক্তির্যৎ সত্বং জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নং ভোগলম্পটং বা মৈত্র্যা-দিনা সমন্বেতি সা তৎসঙ্গত্যা আশু তদেব জায়তে তাদৃশগুণবতী ভব-তীত্যর্থঃ। ভোগলম্পটসংসর্গবশতঃ স্বয়মপি তথাভূতা সতী বধ্যতে তদ্বিপ-রীতসঙ্গত্যা স্বয়মপি জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্না মুচ্যত ইত্যর্থঃ। তর্হি তৃতীয়া নীকৈঃ কিং কার্য্যং তদাহ স্বয়মিতি। অতোবন্ধমোক্ষয়োঃ সঙ্গানুরূপত্বাৎ স্বয়মেব পৌরুষপ্রযত্নেন সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রশ্রবণাদীনিন্দ্রিয়মনোজয়োপায়াংশ্চা-ম্বারভেৎ। যাবৎ ফলোদয়মভ্যস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

উক্তং সর্ব্বং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি ইত্থমিতি। স্ফুটানি প্রকাশবহুলানি উপাসনানি প্রকটানি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধানি যজ্ঞাদীনি সঙ্কটান্যনর্থফলানি ক-

আবির্ভবেদ্বিবিধবেগবিহারভার
সংরম্ভগর্ভবিধৃতা কলনাপদে সা ॥ ৫৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মিকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে কমলজব্যবহারবর্ণনং নাম
একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

স্মাণি নিষিদ্ধমিশ্রাণি তৈর্নিমিত্তৈঃ ক্রমাৎ লব্ধা বিবিধৈঃ প্রারব্ধবেগৈর্বিহারভারৈঃ ক্রীড়াকৌতুকৈঃ সংরম্ভগর্ভৈঃ ক্রোধলোভসংভৃতৈশ্চ ব্যবহারৈঃ ক্রমাৎ বিধৃতা অবষ্টব্ধা সতী কলনাপদে সর্গোন্মুখে ব্রহ্মণি ইত্থং প্রাগুক্ত-সংকল্পকল্পনয়ৈব গতা প্রাপ্তা আস্থিতিঃ সত্তা যয়া তথাবিধা। সেয়ং ত্র্যনীকাত্মিকা সৃষ্টিরাবির্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

—)(*)(—
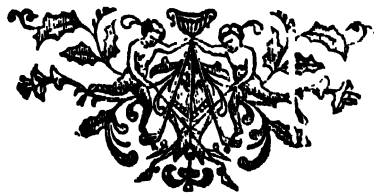
বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্মিন্ ভগবতি ব্রহ্মংশ্চপলং পদমাশ্রিতে।
পিতামহে মহাবাহো কৃতসর্গব্যবস্থিতৌ ॥ ১ ॥
জগজ্জীর্ণারঘট্টেঽস্মিন্ বহন্তি স্বব্যবস্থয়া।
বিপ্রেতভূতঘটয়া রজ্জ্বা জীবিতভৃষ্ণয়া ॥ ২ ॥
ব্রহ্মোদ্ধেষু চ ভূতেষু বিশৎসু ভবপঞ্জরম্।
আবাতেষ্বীশ্বরব্যোম বালমধ্যবিবর্দ্ধিষু ॥ ৩ ॥
মনঃস্বন্যেষু বাতাস্তু লোলাহতকণেষ্বিব।

ব্রহ্মোৎপিতানাং জীবানামিহ দেহগ্রহক্রমঃ।
বর্ণ্যতে সাত্ত্বিকানাঞ্চ প্রাধান্যাদ্বোধভাগিনাম্ ॥ ১ ॥

প্রাগুক্তব্রাহ্মীকসৃষ্টিঃ সা ব্যোমানিলমাশ্রিতেত্যতি সংক্ষেপোক্তক্রমপ্রপঞ্চনেন বর্ণয়িতুং ভূমিকাং রচয়তি অস্মিন্নিত্যাদিনা। ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণি পিতামহে। সুপাংসুলুগিতি সপ্তম্যা লুকি নঙি সম্বুদ্ধ্যোরিতি নলোপনিষেধঃ। চপলং পদং সমাধিব্যুত্থানম্ ॥ ১ ॥

আরঘট্টে ঘটীযন্ত্রে বিপ্রেতানাং মৃতানাং ভূতানাং ঘটয়া সমূহলক্ষণয়া বিপ্রেতানি ভূতান্যেব ঘটা যস্যাং তথাবিধয়া বা ঘটীমালারজ্জ্বা জীবিতং পুনর্দ্দেহগ্রহণেন জীবনং জনঞ্চ তদ্বিষয়তৃষ্ণয়া আরোহাবরোহাভ্যাং বহতি পরিবর্ত্তমানে ॥ ২ ॥

অন্যেষু মনঃসু ঈশ্বরস্য মায়াশবলব্রহ্মণোবালঃ পুত্রভূতং প্রথমজং যৎ ব্যোম তন্মধ্যে বিবর্দ্ধিষু ভ্রমণশীলেষু সৎসু ॥ ৩ ॥

হে রাম ব্রহ্মণি জীবৌঘা অনারতং সততং কেচন উপাধিবিনির্গমাদগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবদ্বিনির্যান্তি। কেচিত্তস্মিন্নেব উপাধিবিলয়াৎ সুষুপ্তাবিব বিশ্রান্তয়ে প্রবিশন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনারতং বিনির্যান্তি বিশন্ত্যন্যে তথাভিতঃ ॥ ৪ ॥
রাম ব্রহ্মণি জীবৌঘাস্তরঙ্গা ইব বারিধৌ।
অনাদ্যন্তপদোৎপন্নাঃ কলনাপদমাগতাঃ ॥ ৫ ॥
ভূতাকাশং বিশন্ত্যেতে ধূম্রশ্রীরিব চাম্বুদম্।
একতাং যান্তি জীবৌঘা ব্রহ্মণ্যাকাশমারুতৈঃ ॥ ৬ ॥
দিনং তন্মাত্রবাতেন তৎপ্রাণাত্মতয়া যথা।
আক্রম্যন্তে প্রচণ্ডেন দৈত্যৌঘেনামরা ইব ॥ ৭ ॥
ভূতপ্রাণানিলং তেন গন্ধবাহেন তেন চ।
নিবিশন্তি শরীরেষু জীবা গচ্ছন্তি বীর্য্যতাম্ ॥ ৮ ॥
ততোজগতি জায়ন্তে ভবন্তি প্রাণিনোঽস্ফুটাঃ।
অন্যা ধূমাদিমা জাতা রাম জীবপরম্পরা ॥ ৯ ॥

উৎপন্না ইত্যস্য ব্যাখ্যা কলনাপদমাগতা ইতি ॥ ৫ ॥

তত্র পূর্ব্বসর্গেঽনুক্তং তৃতীয়ানীকোৎপত্তিক্রমং প্রথমং প্রপঞ্চয়তি ভূতাকাশমিত্যাদিনা। ব্রহ্মণি অধ্যস্তৈরাকাশমারুতৈঃ সহ ক্ষীরোদকবদেকতাং যান্তি ॥ ৬ ॥

ততস্তেজোম্বুভুবামুৎপত্তৌ সত্যাং দিনং প্রকাশং প্রাপ্য শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধলক্ষণতন্মাত্রসহিতেন প্রাগুক্তবায়ুনা তথা তদুপভোগহেত্বমুখ্যমুখ্যোভয়বিধপ্রাণাত্মতয়া চ আক্রম্যন্তে বশীক্রিয়ন্তে ॥ ৭ ॥

এবং লিঙ্গদেহতাং প্রাপ্তাস্তেন প্রাণাত্মভাবেন তেন গন্ধবাহেন ভূততন্মাত্রসহিতবায়ুনা চ সহান্নোদকাদিদ্বারা চতুর্ব্বিধভূতগ্রামাণাং প্রাণানিলমন্নগ্রাসকমপানবৃত্তিভেদং প্রাপ্য শরীরেষু নিবিশন্তি। নের্ব্বিশ ইতি তঙভাবশ্ছান্দসঃ। বীর্য্যতাং রেতোভাবম্ ॥ ৮ ॥

অস্ফুটা অনভিব্যক্তজ্ঞানৈশ্বর্য্যাঃ। তৃতীয়ানীকস্য সর্গক্রমমুক্ত্বা দ্বিতীয়ানীকস্য তমাহ অন্যা ইতি। অন্যা অপি লিঙ্গদেহপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং প্রাগুক্ত এব ক্রমঃ। ওষধিবনস্পতিপ্রবেশেন ক্ষীরাজ্যাদিপরিণত্যাগ্নৌ হুতা আহুতিধূমদ্বারা সূর্য্যমণ্ডলং প্রাপ্য সূর্য্যকিরণদ্বারা চন্দ্রানুপ্রবেশেন বা রংহত্যধিকরণন্যায়েনাহুত্যপরিবেষ্টিতযজমানপ্রাণানাং ধূমাদিমার্গেণ চন্দ্রমণ্ডলানুপ্রবে-

তন্মাত্রবতি তাবস্তিরশূন্যেম্বরকোটরে।
উদেতি যাবৎ ভগবানিন্দুরুদ্দামমণ্ডলঃ ॥ ১০ ॥
ক্ষীরাম্বুধিনিধৌ লোলৈঃ পাণ্ডুবদ্রশ্মিভির্জ্জগৎ।
ততস্তেষ্বতিরম্যেষু চন্দ্ররশ্মিষু সম্পতৎ ॥ ১১ ॥
করোতি বিহগী লোলা বনে প্রেষ্যান্তরেম্বিব।
তেভ্যোপি স্বরসেনৈব যান্তি পীবরতামপি ॥ ১২ ॥
ফলেষু যেষু বধ্নাতি পদমিন্দুকরাৎ ক্ষতা।
জীবালী ক্ষীরপূর্ণেষু মাতুঃ স্তনভরেম্বিব ॥ ১৩ ॥
তাঃ ফলাবলয়ঃ পক্কা ভবিষ্যন্তি মরীচিভিঃ।
তেম্বেব বীর্য্যমাগত্য তিষ্ঠন্ত্যপ্রাপ্তবোধিতাঃ ॥ ১৪ ॥

শাং বা ধূমাদিমার্গং আ জাতা অনুপ্রবিষ্টা ॥ ৯ ॥

সাপি চন্দ্রকলাত্মতাং প্রাপ্তা কল্পবৃক্ষফলেষু রসভাবেনানুপ্রবেশাৎ তদুপভোক্তৃবীর্য্যভাবপরিণামেন দেবগর্ভে জায়তে ইতি ক্রমমভিপ্রেত্যাহ তন্মাত্রবতীত্যাদিনা। প্রাগুক্ততন্মাত্রাত্মকলিঙ্গদেহবতি উদ্দামমণ্ডলঃ পূর্ণো ভগবানিন্দুর্যাবৎ যাবস্তীরশ্মিভির্জ্জগন্তাসয়ন্নুদেতি তাবৎ বিলোলৈঃ পাণ্ডুরূপবদ্রশ্মিভিরশূন্যে পূর্ণে অতএব ক্ষীরাম্বুধের্নিধৌ আশ্রয়ভূতে প্রতিনিধিভূতে বা অম্বরকোটরে সা তিষ্ঠতীতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

ততস্তদনন্তরং তেষু চন্দ্ররশ্মিষু নন্দনাদিবনে সম্পতৎসু। ছান্দসঃ সুপো-লুক্। রশ্ম্যনুসারেণ সম্পতন্তী তস্মিন্ বনে প্রেষ্যা দাসী আন্তরেষু গৃহাভ্যন্তরকৃত্যেম্বিব লোলা ব্যগ্রা বিহগী পক্ষিণীপ্রায়া করোতি প্রবেশমিতি শেষঃ ॥ ১১ ॥

ততস্তস্মিন্ বনে ফলানি তেভ্যশ্চন্দ্ররশ্মিভ্যোঽপি শব্দাৎ রবিরশ্মিভ্যশ্চ নিমিত্তেভ্যঃ স্বরসেনৈব পীবরতাং ক্রমাদুপচয়ং মাধুর্য্যমপি যান্তি ॥ ১২ ॥

এবং রসপূর্ণেষু প্রাগুক্তা জীবালী ইন্দুকরাৎ চন্দ্ররশ্মেঃ ক্ষতা বিভক্তা সতী তেষু ফলেষু পদং স্থিতিং বধ্নাতি যথা শিশুর্মাতুঃ স্তনভরেষু পদং বধ্নাতি তদ্বৎ ॥ ১৩ ॥

মরীচিভিঃ রবিরশ্মিভিঃ। তেম্বেব ফলেষু কশ্যপাদিভিরুপভুক্তেষু বীর্য্যং

প্রসুপ্তবাসনাজাল জীবতা গর্ভপঞ্জরম্।
অধিতিষ্ঠতি বীজশ্রীঃ সুপ্তপত্রা যথা বটম্॥ ১৫॥
যথা কাষ্ঠে স্থিতশ্চাগ্নির্যথা মৃদি ঘটাঃ স্থিতাঃ।
অনেকক্রমযোগেন পরাগত্য মহেশ্বরাৎ॥ ১৬॥
অদৃষ্টান্যশরীরশ্রীঃ ক্রমতে যো ন চোদতি।
স হি সত্যেব জাতিঃ স্যাদুদারব্যবহারবান্॥ ১৭॥
তেনৈব মোক্ষভাগী চেৎ জন্মনা স তু সাত্ত্বিকঃ।
অথৈতাং যোনিমাসাদ্য কৃত্যাং জন্মপরম্পরাম্॥ ১৮॥

বীর্য্যতামাগত্য প্রাপ্য। অপ্রাপ্তবোধিতাঃ মূর্চ্ছিতপ্রায়াঃ॥ ১৪॥

মূর্চ্ছিতজীবানাং প্রবুদ্ধপিতৃমাতৃগর্ভস্থিতৌ দৃষ্টান্তমাহ বীজশ্রীরিতি। যথা-সুপ্তপত্রা অনাবির্ভূতাঙ্কুরবিটপপত্রা বটবীজশ্রীরাবির্ভূতবিটপাঙ্কুরপত্রফলং বট-মধিষ্ঠায় তিষ্ঠতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

ন কেবলং গর্ভ এব মূর্চ্ছিতানামন্নমাশ্রিত্য তিরোহিতস্থিতিঃ কিন্তু মহেশ্বরাৎ প্রলয়ে উপাধিপ্রবিলয়েন প্রাপ্তাদব্যক্তাৎ পরাগত্য নির্গম্যাকাশা-দিভাবে লিঙ্গারম্ভকালে চন্দ্ররশ্ম্যাদ্যনুপ্রবেশকালে চ অনেকক্রমযোগেন প্রবৃত্তিস্তথৈব স্থিতিরিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

এবং গর্ভে প্রাপ্তানাং জন্মনি নিমিত্তভেদাৎ বিশেষং দর্শয়তি অদৃষ্টে-ত্যাদিনা। প্রাগ্জন্মনি ন দৃষ্টা অন্যস্য স্ত্রীপুত্রাদিশরীরস্য শ্রীর্যেন তথা-বিধঃ সর্ব্বতোবিরক্তঃ সন্ যো মরণান্তং কালং ক্রমতে যশ্চ রাগাদিভির্ব্ব-হুভিঃ কর্ম্মকাণ্ডাদিশাস্ত্রৈশ্চৈহিকপারলৌকিকভোগসাধনলৌকিকবৈদিককর্ম্মসু চোদ্যমানোপি ন চোদতি ন প্রবর্ত্ততে। স হি ধীরঃ পুরুষধৌরেয়ঃ (ধৌরেয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ) প্রাগুক্তক্রমাৎ দেবগর্ভে জায়মানঃ সতী অত্যন্তসাত্ত্বিক্যেব জাতিঃ সংস্তত্র জ্ঞানং প্রাপ্য উদারো জীবোন্মুক্তোচিতব্যবহারবান্ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

দেবপদাধিকারপ্রাপ্ত্যনুকূলকর্ম্মোপাসনানুষ্ঠায়িনাং ত্বাহ অথেতি। এতাং দেবযোনিমাসাদ্য কৃত্যাং ছেত্তুং শক্যামপি জন্মপরম্পরাং ভোগলাম্পট্যা-দকৃন্তন্ স্বাধিকারভোগরক্ষার্থমেব প্রাপ্তজন্মা চেৎ স তমোযুক্তোরাজসসাত্ত্বিক ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

রক্ষার্থং প্রাপ্তজন্মাৎ চেৎ তমোরাজসসাত্ত্বিকঃ।
পাশ্চাত্যজন্মনা পুংসো রাম বক্ষ্যামি চাধুনা ॥ ১৯ ॥
প্রাধান্যেন যথাযাতঃ সংসারমিতি সাত্ত্বিকঃ।
স কদাচিৎ ন কশ্চিচ্চ সম্ভবত্যনঘাকৃতে ॥ ২০ ॥
সম্ভবন্তীহ পুরুষা রাম রাজসসাত্ত্বিকাঃ।
প্রবিচার্য্য সমাযাতামন্তধ্যক্ষেহ তদ্ধিয়া ॥ ২১ ॥
প্রাধান্যেন সমাযাতা যে যদা পরমাত্মনঃ।
দুর্লভাঃ পুরুষা রাম তে মহাগুণশালিনঃ ॥ ২২ ॥
যে চান্যে বিবিধা মূঢ়া মূকাস্তামসজাতয়ঃ।
তেষাং স্থাবরতুল্যানাং কিঞ্চ রাম বিচার্য্যতে ॥ ২৩ ॥
কতিপয়া ন গতা ভবভাবনাং
নরসুরাঃ প্রকৃতক্রমজন্মনি।

ইদানীং প্রথমানীকজানাং কেবলসাত্ত্বিকত্বমপুনর্জ্জন্মতাঞ্চাহ পাশ্চাত্যেতি। পাশ্চাত্যেন চরমেণ জন্মনা নরসুরানীকাপেক্ষয়া প্রাধান্যেন প্রাজাপত্যাধিকারেণ সংসারমায়াতঃ কেবলসাত্ত্বিকো বিধ্যনীকো যথা মুচ্যতে ইতি তথা বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

স প্রথমানীকজঃ পুমান্ কশ্চিদপি কদাচিদপি ন পুনঃ সম্ভবতি মুচ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

কে তর্হি সম্ভবন্তি তানাহ সম্ভবন্তীতি। কেবলসাত্ত্বিকস্য পুনর্জ্জন্মাভাবে কোহেতুস্তমাহ প্রবিচার্য্যেতি। যতস্তে প্রাগ্‌জন্মন্যপ্যাত্মতত্ত্বং শ্রবণাদ্যুপায়ৈঃ প্রবিচার্য্য প্রতিবন্ধমাত্রক্ষয়ায় তদ্‌যোগ্যং সাত্ত্বিকং জন্ম সমায়াতা ইহ জন্মন্যপি তেষাং ধিয়া সদৈবাত্মতত্ত্বমেব মন্তব্যং মননেন পরিশীলনীয়ং তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অতএব তে দুর্লভা ইত্যাহ প্রাধান্যেনেতি ॥ ২২ ॥

যে বিধিসুরনরানীকেভ্যোহন্যে রক্ষঃপিশাচাদয়স্তির্য্যঞ্চশ্চ তেষাং স্থাবরাদিতুল্যত্বাৎ জ্ঞানাধিকারকথায়াং বিচারযোগ্যতৈব নাস্তীতি তে অন্যোপন্যস্তা ইত্যাহ যে চান্যেইতি ॥ ২৩ ॥

অহমিব প্রবিচারণযোগ্যতা
মনুগতো ননু রাজসসাত্ত্বিকঃ ॥ ২৪ ॥
স্থিতস্তু তে মহাপদা বিচার্য্যয়ৈবমায়তা।
বিচারয় ত্বমঞ্জসা তদদ্য চেহ ন দ্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে বিচারপুরুষনির্ণয়প্রসঙ্গোপদেশজীবাবতারো নাম ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

তত্ত্বদৌর্লভ্যমেবোপপাদয়ন্নুপসংহরতি কতিপয়া ইতি। প্রকৃতে ক্রমেণ প্রাপ্তেপি উত্তমজন্মনি কতিপয়া এব নরাঃ সুরাশ্চ ভবভাবনাং সাংসারিক-ভোগরুচিং ন গতাঃ। তথাচ বৈরাগ্যমেবাতিদুর্লভমিত্যর্থঃ। কিং বহুনা। অপ্যর্থে ননু শব্দঃ। তেষহমিব জন্মপ্রভৃত্যেব শমদমাদিসর্ব্বগুণসম্পত্ত্যা প্রকর্ষেণাত্মবিচারণযোগ্যতামনুগতোপি নিরন্তরসমাধিসুখবিঘ্নভূতরাজকুলপৌ-রোহিত্যাদ্যধিকারপ্রারব্ধযোগাৎ রাজসসাত্ত্বিক ঈষদ্রজোযুক্তসাত্ত্বিক এব ন শুদ্ধসাত্ত্বিক ইত্যতিদৌর্লভ্যদ্যোতনায় নিরভিমানাদতিশয়োক্তিঃ ॥ ২৪ ॥

মমেব তবাপি বৈরাগ্যশমদমাদিসম্পত্তিপূর্ণত্বমস্ত্যেব কিন্তু মহতঃ পর-মাত্মপদস্য অবিচার্য্যয়া অবিচারণয়া স্থিতস্তৈব মুক্তপ্রকারা সংসারভ্রান্তি-রায়তা বিস্তীর্ণা। তৎপদং ইহ মৎপুরতঃ অদ্যৈব অঞ্জসা শীঘ্রং বিচারয় বিচারমাত্রেণ ত্বমেব চ ইহ প্রত্যক্ষং ন দ্বয়মদ্বয়ং তৎ পরমপদমসীত্যর্থঃ। অবিচার্য্যয়া মহতী আপদা আপৎ তে আয়তা আয়াতা ইতি বা যোজ্যম্ ॥২৫॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

—◌*◌—

বশিষ্ঠ উবাচ।

যে হি রাজসসাত্বিক্যা জাতা ভুবি মহাগুণাঃ।
তে নিত্যমেব মুদিতাঃ প্রকাশাঃ খ ইবেন্দবঃ॥ ১॥
ন খেদমভিগচ্ছন্তি ব্যোমভাগোমলং যথা।
নাপদা ম্লানিমায়ান্তি নিশি হেমাম্বুজং যথা॥ ২॥
নেহন্তে প্রকৃতাদন্যৎ তেনান্যৎ স্থাবরোযথা।
রমন্তে স্বসদাচারৈঃ স্বার্থেভ্যঃ পাদপা যথা॥ ৩॥
নিত্যমাপূর্য্যতাং যাতি সুধায়ামিন্দুসুন্দরী।
রাম রাজসসত্বস্থ মোক্ষমায়াত্যসৌ যথা॥ ৪॥
আপদ্যপি ন মুঞ্চন্তি শশিবচ্ছীততামিব।
প্রকৃত্যৈব বিরাজন্তে মৈত্র্যাদিগুণকান্তয়া॥ ৫॥
নবস্তবকভাবিন্যা লতয়েব বনদ্রুমাঃ।

মুক্তিযোগ্যাঃ প্রশস্যন্তে জনা রাজসসাত্বিকাঃ।
তেষাং বিবেকবৈরাগ্য ক্রমশ্চাত্রোপদিশ্যতে॥ ১॥

যে প্রবিচারণযোগ্যতামনুগতাঃ পুরুষা রাজসসাত্বিক্যা প্রাক্তনকর্ম্মোপাসনয়া ভুবি জাতাঃ॥ ১॥

খেদং মানসং দুঃখম্। ম্লানিং শারীরং দুঃখম্॥ ২॥

যথা স্থাবরো বৃক্ষাদিঃ প্রারব্ধভোগাদন্যৎ নেহতে তদ্বৎ তে প্রকৃতাৎ জ্ঞানতৎসাধনসম্পদোঽন্যন্নেহন্তে। স্বার্থেভ্যঃ স্বীয়পুষ্পফলাদিভ্যো হেতুভ্যঃ॥৩॥

রাজসসত্বস্যোক্তপুরুষস্য ধীঃ শাস্ত্যাদিসুধায়ামুপচিতায়ামাপূর্য্যতামুপচেয়তাং যাতি। অতএব শুক্লপক্ষেন্দুরিব সুন্দরী॥ ৪॥

শীততামিব স্থিতাং সৌম্যতাং শশিবৎ ন মুঞ্চন্তি॥ ৫॥

সমাঃ সমরসাঃ সৌম্যাঃ সততং সাধু সাধবঃ ॥ ৬ ॥
অব্ধিবদ্ধৃতমর্য্যাদা ভবন্তি ভবতা সমাঃ।
অতস্তেষাং মহাবাহো পদমাপদবাসনম্ ॥ ৭ ॥
সততং তত্তু গন্তব্যং গন্তব্যং নাপদর্ণবে।
তথা তথেহ জগতি বিহর্ত্তব্যমখেদিনা ॥ ৮ ॥
আত্মোদয়াশ্চ বর্দ্ধন্তে যথা রাজসসাত্ত্বিকাঃ।
অচিন্ত্যগত্যা সচ্ছাস্ত্রং বিচার্য্যং চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥
অনিত্যতা স্বমনসা বিবিধৈবাশু ভাবতঃ।
আদাবন্তে চ যাং নিত্যং ক্রিয়াং ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনীম্ ॥১০॥
পদার্থানাপদেবাশু ভাবয়েন্নেতরৎ সুধীঃ।
অসম্যগ্‌দর্শনং ত্যক্ত্বা ব্যর্থমজ্ঞানসন্ততিম্ ॥ ১১ ॥

নবৈঃ স্তনকল্পৈঃ স্তবকৈর্ভাবঃ প্রেমা তদ্বত্যা লতয়েব নিত্যা শ্লিষ্টয়া গুণকান্তয়েতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ সাধুভ্যোপি সাধবঃ ॥ ৬ ॥

যত এবং গুণসম্পন্না অতস্তেষামাপদামবাসনমনধিকরণং যৎ পদং তত্তু তদেব যথা গন্তব্যং তথেহ জগতি অখেদিনা মনসা বিহর্ত্তব্যমিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অরাজসা রজঃক্ষয়োপেতাঃ সাত্ত্বিকা. আত্মোদয়াঃ স্বানন্দলাভা যথা বর্দ্ধন্তে তথা অচিন্ত্যগত্যা মূঢ়চিন্তনার্হবিষয়গতিপরিত্যাগেন পুনঃ পুনঃ সচ্ছাস্ত্রং বিচার্য্যং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

এবং ভাবতঃ অত্যাদরেণ সর্ব্ববস্তূনাং বিবিধা নানানিমিত্তোপপাদ্যা অনিত্যতাপি আশু বিচার্য্যা ভবতীতি বিপরিণম্যতে। এতাবন্তং কালমুদারপ্রশংসামুখেন রামায় সদ্‌গুণানুপদিশ্যেদানীং সাক্ষাদেবোপদিশতি আদাবিত্যাদিনা। এবমনিত্যতাং বিচারয়ন্ সুধীর্ব্বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ আদৌ ঐহিকোপভোগায়োপযুক্তাং লৌকিকীমন্তে মরণোত্তরকালে উপযুক্তাং পারলৌকিকীঞ্চ ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনীং ক্রিয়াং তৎফলভূতাং পশুপুত্রধনস্বর্গবিমানাপ্সরঃপ্রভৃতিপদার্থাংশ্চ আপদেবেতি ভাবয়েৎ ন ইতরৎ সম্পদিয়মিতি ভাবয়েদিতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

স্মর্ত্তব্যং সম্যগেবেদং জ্ঞানমর্থমনন্তকম্ ।
কোহং কথমিদং জাতং সংসারাডম্বরং বিভো ॥ ১২ ॥
প্রবিচার্য্য প্রযত্নেন প্রাজ্ঞেন সহ সাধুভিঃ ।
ন চ কর্ম্মসু মংক্তব্যং নানর্থেন সহাবসেৎ ॥ ১৩ ॥
দ্রষ্টব্যঃ সর্ব্ববিচ্ছেদঃ সংসারানুগতঃ সদা ।
সাধুরেবানুগন্তব্যো ময়ূরেণাম্বুদো যথা ॥ ১৪ ॥
অহঙ্কারস্য দেহস্য সংসারস্যাপ্লবস্য চ ।
স্ববিচারমলং কৃত্য সত্যমেবাবলোকয়েৎ ॥ ১৫ ॥
শরীরমস্থিরমপি সন্ত্যক্ত্বা ঘনশোভনম্ ।
বীতমুক্তাবলীতন্তুং চিন্মাত্রমবলোকয়েৎ ॥ ১৬ ॥
তস্মিন্ পদে নিত্যততে সর্ব্বগে সর্ব্বভাবিতে ।
শিবে সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা যথা ॥ ১৭ ॥

ইদং বক্ষ্যমাণপ্রকারং বিচারাত্মকং জ্ঞানমনন্তকমর্থং প্রাপ্তুমিতি শেষঃ। বিধিবদুপগতেন সাধুভিঃ সতীর্থৈঃ সহ প্রযত্নেন সেবাদিনা প্রসাদিতেন প্রাজ্ঞেন গুরুণা হে প্রভো কোহমিত্যাদিসবিনয়প্রশ্নপূর্ব্বকং বিচার্য্য স্মর্ত্তব্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥

শ্রবণাঙ্গতয়া কর্ম্মসন্ন্যাসমাহ ন চেতি। মংক্তব্যং মজ্জনীয়ম্। মস্জের্ভাবে তব্যো মস্জিনশোর্ঝলীতি নুম ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বস্য প্রিয়স্য বিচ্ছেদোবশ্যম্ভাবীতি দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৪ ॥

আন্তরস্যাহঙ্কারস্য ততোবাহ্যস্য দেহস্য ততোপি বাহ্যস্য পুত্রমিত্রাদিসংসারস্য চাপ্লবার্ণবত্তরকল্পস্য প্লবভূতং স্ববিচারং অলং পূর্ণভাবাবসানং কৃত্বা ॥ ১৫ ॥

সত্যমেবাবলোকয়েদিতি যদুক্তং তত্রোপায়মাহ শরীরমিতি। অপিশব্দাদহঙ্কারমপি সন্ত্যক্ত্বা। ল্যবকরণং ছান্দসম্। ঘনশোভনং অত্যন্তং শুভম্। বীতা ব্যাপ্তা মুক্তাবলী যেন তথাবিধম্। ছান্দসত্বাদুপসর্জ্জনহ্রস্বাভাবঃ। ভূতেতি পাঠে স্পষ্টম্। তদন্তর্গততন্তুমিব সর্ব্বদেহাহঙ্কারসাধারণমন্তর্গতং সাক্ষিচিন্মাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

যৈব চিৎ ভুবনাভোগে ভূষণে ব্যোম্নি ভাস্করে।
ধরাবিবরকোশস্থে সৈব চিৎ কীটকোদরে ॥ ১৮ ॥
কুম্ভব্যোম্নোং ন ভেদোঽস্তি যথেহ পরমার্থতঃ।
চিতৌ শরীরসংস্থানাং ন ভেদোঽস্তি তথানঘ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং তিক্তকট্বাদিভেদিনাম্।
একত্বাদনুভূতের্হি কুতশ্চিন্মাত্রভিন্নতা ॥ ২০ ॥
একস্মিন্নেব সততং স্থিতে সন্মাত্রবস্তুনি।
জাতোঽয়ময়মুন্নষ্ট ইতি তেষাং তবেহ ধীঃ ॥ ২১ ॥
ন চ তন্নাম বস্ত্বস্তি যদ্ভূত্বা সম্প্রলীয়তে।
আভাসমাত্রমেবেদং ন সন্নাসচ্চ রাঘব ॥ ২২ ॥
উদ্ভূতেনাপ্রশান্তেন চেতসা সপদি স্থিতম্।
নেহ মোহান্ত আমোক্ষাৎ নেদং যত্তদবস্তু চ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্টান্তসাম্যং দর্শয়তি তস্মিন্নিত্যাদিনা ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

চিদ্ভেদাশঙ্কাং নিরস্যতি কুম্ভেতি। শরীরসংস্থানাং জীবানাম্। চিতৌ চিতি ॥ ১৯ ॥

যথা একপুরুষাস্বাদনীয়তিক্তকট্বাদিরসভেদেপি নানুভবভেদঃ তদ্বৎ দেহাদিভেদেষপীত্যাশয়েনাহ সর্ব্বেষামিতি ॥ ২০ ॥

চেতনেষু চিদ্ভেদ ইব সর্ব্ববস্তুষু সংস্বরূপভেদোঽপি নাস্তীত্যাশয়েনাহ একস্মিন্নিতি। তেষাং জাতাদিবস্তূনাম্। তব ইহ মূঢ়জনেষু প্রসিদ্ধা ধীর্ন শাস্ত্রীয়েত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কীদৃশী তর্হি শাস্ত্রীয়ধীস্তামাহ ন চেতি ॥ ২২ ॥

ন সন্নাসচ্চেত্যুক্তিমুপপাদয়তি উদ্ভূতেনেতি। যত আমোক্ষাৎ উদ্ভূতেনাভিব্যক্তেন অপ্রশান্তেন চ চেতসা স্ফুটং গৃহ্যমাণং সদপি স্বকালে স্থিতং অতোনাসৎ। মোহস্যান্তে নিবৃত্তৌ আমোক্ষাৎ প্রসিদ্ধে ইহ পূর্ব্বকালে ইদং নাস্তি মোক্ষকালে ত্বিদং সুতরাং নাস্তীত্যবস্তু চেতি ন সদপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

কিং কিলাসতি রামেহ মোহজালে স মুহ্যতি
যৎ কিঞ্চিৎ সঙ্গসঙ্গত্যা বিমোহে কারণং হি তৎ ॥ ২৪ ॥
(অসতি জগতি কিং কিলেহ মোহঃ
সতি চ কিমঙ্গ বিমোহকারণং তৎ।
জননমরণসংস্থিতিষ্বতস্ত্বং
ভব খমিবাতিসমঃ সদোপশান্তঃ) ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে মোক্ষোপায়ে
স্থিতিপ্রকরণে জননমরণসংস্থিতি নাম
একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

জ্ঞানসাফল্যপর্য্যালোচনেপি মোহাদেঃ সত্ত্বমত্যন্তাসত্ত্বং বা দুর্ব্বচমিত্যনির্ব্বচনীয়তৈব ফলিতেত্যাহ কিং কিলেতি। মোহজালে অত্যন্তাসতি জ্ঞানেন কিং কিল সমুহ্যতি নিরস্যতি। নিরস্যাভাবে নিরাসকসাফল্যাযোগাৎ। এবমত্যন্তসত্ত্বে বা জ্ঞানেন কিং সমুহ্যতি। সত্যস্য জ্ঞাননিরস্যত্বাদর্শনাৎ। তস্মাৎ যঃ কশ্চিচ্চাসৌ সঙ্গশ্চ যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গো হনির্ব্বচনীয়াধ্যাসঃ তল্লক্ষণয়া সঙ্গত্যা রজ্জুসর্পাদাবিব তৎ দৃশ্যজাতং বিমোহে কারণমিতি পরিশেষাৎ সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠমহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিমতঃ সর্গঃ ।

—(•)(○)(•)—

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ধীরোবিচারবান্ সাক্ষাদাদাবেব মহাধিয়া ।
শাস্ত্রেণ বিদুষা শাস্ত্রং সুজনেন বিচারয়েৎ ॥ ১ ॥
সুজনেন বিতৃষ্ণেন বিদুষা মহতা সহ ।
প্রবিচার্য্য মহাযোগাৎ পদমাসাদ্যতে পরম্ ॥ ২ ॥
শাস্ত্রার্থসুজনাসঙ্গ বৈরাগ্যাভ্যাসসৎকৃতঃ ।
পুরুষস্ত্বমিবাভাতি নিজবিজ্ঞানভাজনম্ ॥ ৩ ॥
ত্বমুদার নিজাচারো ধীরোগুণগণাকরঃ ।
অধিতিষ্ঠসি নির্দ্দুঃখং বীতসর্গমনোমলঃ ॥ ৪ ॥
নূনমুৎসর্জ্জিতাভ্রেণ শরদ্ব্যোম্না সমোভবান্ ।

রামস্য সর্ব্বশাস্ত্রোক্তগুণসম্পত্তিরুচ্যতে ।
অথরস্যাপি সৎসঙ্গপৌরুষাভ্যাং বরস্থিতিঃ ॥ ১ ॥

অচিন্ত্যাগত্যা সচ্ছাস্ত্রং বিচার্য্যং চ পুনঃ পুনরিতি প্রাগুক্তং তৎ কথং বিচার্য্যং তদাহ ধীর ইতি। ধীরো বাহ্যাভ্যান্তরদ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ। বিচারবান্ ঊহাপোহকুশলঃ। সাক্ষাৎ স্বয়মেব "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি" রিত্যাদিশাস্ত্রেণোপগতেন বিদুষা সুজনেন শিষ্যাপরাধসহিষ্ণুনা গুরুণা সহ শাস্ত্রমাদৌ বিচারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সুজনেন শোভনাভিজনেন। মহাযোগাৎ মনোনাশান্তাৎ সমাধেঃ ॥২॥

শাস্ত্রাণাং বেদান্তোপযোগিশাস্ত্রান্তরাণামর্থানাং সৎকর্ম্মসদাচারাদীনাং সুজনাসঙ্গবৈরাগ্যাদীনাঞ্চ নিরন্তরাভ্যাসৈঃ সৎকৃতঃ সংস্কৃতো যঃ পুরুষস্ত্বমিবাভাতি স প্রকৃতশাস্ত্রশ্রবণে নিজস্য প্রত্যক্তত্ত্ববিষয়স্ববিজ্ঞানস্য ভাজনমিত্যর্থঃ। অথবা অধ্যাত্মশাস্ত্রাদিভিঃ সৎকৃতো নিজবিজ্ঞানভাজনং ভূত্বা ত্বমিবাভাতীতি যোজনা ॥ ৩ ॥

উক্তগুণাস্ত্বয়ি সন্ত্যেবেত্যাহ ত্বমিতি ॥ ৪ ॥

ভব ভাবনয়া মুক্তো যুক্ত উত্তমসম্বিদা ॥ ৫ ॥
চিন্তামুক্তকলাবত্যা মুক্তকল্পনয়া স্থিতম্ ।
মনোমুক্তবিভাগঞ্চ মুক্তমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
তবোত্তমানুভাবস্য ত ইদানীং নরা ভুবি ।
চেষ্টামনুসরিষ্যন্তি রাগদ্বেষবিহীনয়া ॥ ৭ ॥
বহির্লোকোচিতাচারা বিহরিষ্যন্তি যে জনাঃ ।
ভবার্ণবং তরিষ্যন্তি ধীমন্তঃ পোতকান্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
তব তুল্যমতির্যঃ স্যাৎ সুজনঃ সমদর্শনঃ ।
যোগ্যোসৌ জ্ঞানদৃষ্টীনাং ময়োক্তানাং সুদৃষ্টিমান্ ॥ ৯ ॥
যাবদ্দেহং ধিয়া তিষ্ঠ রাগদ্বেষবিহীনয়া ।
বহির্লোকোচিতাচারস্তন্তস্ত্যক্তাখিলৈষণঃ ॥ ১০ ॥
পরাং শান্তিমুপাগচ্ছ যথান্যে গুণশালিনঃ ।
অবিচার্য্যাস্ত এবেহ গোমায়ুশিশুধর্ম্মকাঃ ॥ ১১ ॥
যে স্বভাবা মহাসত্ত্যা নৃণাং সাত্ত্বিকজন্মনাম্ ।

ইদানীং রামস্য প্রবোধাজ্জীবন্মুক্ততাং সম্ভাবয়ন্নাহ নূনমিত্যাদিনা ॥ ৫ ॥

তৎসম্ভাবনাবীজং মুক্তমনসোলক্ষণমাহ চিন্তেতি। সর্ব্ববাহ্যার্থচিন্তাভির্ম্মুক্তয়া অন্তশ্চ পরমাত্মনা ক্ষীরোদকবদেকীভাবাৎ কলাবত্যা ব্রহ্মাকারপরিণতিলক্ষণকৌশলবত্যা মুক্তানামনুভবসিদ্ধয়া কল্পনয়া স্থিতং মনো মুক্তমেব নাত্র সংশয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এবং মুক্তমনসস্তব চেষ্টাস্তে প্রাগুক্তা জীবন্মুক্তা ইদানীং রাগদ্বেষবিহীনয়া প্রাগুক্তকল্পনয়া অনুসরিষ্যন্তি ॥ ৭ ॥

পোতকা জ্ঞানপ্রবাহৈস্তৈরন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

কিং তর্হি জীবন্মুক্তস্য মম শরীরত্যাগো যথেষ্টাচরণং বাস্তু নেত্যাহ যাবদ্দেহমিতি। লোকোচিতোধর্ম্মশাস্ত্রসদ্বৃত্তানুসারী আচারো যস্য ॥ ১০ ॥

গোমায়ুধর্ম্মকাঃ স্বার্থকৌশলেন পরবঞ্চকাঃ। শিশুধর্ম্মকা যথেষ্টচারিণো মূঢ়াঃ ॥ ১১ ॥

শুদ্ধসাত্ত্বিকজন্মনাং জীবন্মুক্তানাং যে স্বভাবাঃ স্বাভাবিকাঃ শমদমাদি-

তান্ ভজন্ পুরুষোযাতি পাশ্চাত্যোদারজন্মতাম্॥ ১২ ॥
যানেব সেবতে জন্তুরিহ জাতিগুণান্ সদা।
অথান্যজাতিজাতোপি জাতিং ভজতি তাং ক্ষণাৎ ॥ ১৩॥
প্রাক্তনানখিলান্ ভাবান্ যান্তি কর্ম্মবশং গতাঃ।
পৌরুষেণাবজীয়ন্তে ধরাধরমহাকুলাঃ ॥ ১৪ ॥
ধৈর্য্যেণাভ্যুদ্ধরেদ্বুদ্ধিং পঙ্কাম্মুগ্ধগবীমিব।
তামসীং রাজসীঞ্চৈব জাতিমন্যামপি শ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥
স্ববিবেকবশাৎ যান্তি সন্তঃ সাত্ত্বিকজাতিতাম্।
অতশ্চিত্তমণৌ স্বচ্ছে যদ্রাঘব নিযোজ্যতে ॥ ১৬ ॥
তন্ময়োবিভবত্যেবং তস্মাদ্ভবতি পৌরুষম্।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন মহার্হগুণশালিনঃ ॥ ১৭ ॥
মুমুক্ষবোভবন্তীহ পাশ্চাত্যশুভজাতয়ঃ।
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা ক্বচিৎ ॥ ১৮ ॥
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যন্নাপ্নোতি গুণান্বিতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ ধৈর্য্যেণ বীর্য্যবৈরাগ্যরংহসা।
যুক্ত্যা যুক্তেন হি বিনা ন প্রাপ্নোষি তদীহিতম্ ॥ ১৯ ॥

গুণাস্তান্ ভজন্ অর্জ্জয়ন্ সাধারণোপি পুরুষঃ ক্রমাৎ জ্ঞানং প্রাপ্য পাশ্চাত্যোদারজন্মতাং চরমজীবন্মুক্তশরীরং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তৎ কুতস্তত্রাহ যানেবেতি। উৎকৃষ্টজাতিগুণসেবনে উৎকৃষ্টজাতৌ জন্মলভতে নিকৃষ্টজাতিগুণসেবনে নিকৃষ্টমিতি নিয়মাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাক্তনানিতি। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবমিতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ। অবশ্যং নিকৃষ্টতমেনাপি মোক্ষায়ৈব যত্নঃ কার্য্যঃ পৌরুষাদন্যপরতন্ত্র ফলসিদ্ধেরবশ্যম্ভাবাদিত্যাশয়েনাহ পৌরুষেণেতি। ধরাধরা রাজানঃ পর্ব্বতাশ্চ তেষাং মহাকুলাঃ সেনা বনানি চ নীতিশাস্ত্রানুসারিপৌরুষেণ চ্ছেদনাদিনা চাবজীয়ন্তে লোকে ॥ ১৪ ॥

অভ্যুদ্ধরেৎ বিষয়েভ্যোনিবর্ত্তয়েৎ। তামসীং রক্ষঃপিশাচশূদ্রাদিরূপাং জাতিং যোনিং রাজসীং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদিরূপামন্যাং সত্ত্বতমোমিশ্রসর্পাদিজাতিমপি শ্রিতঃ প্রাপ্তঃ পুরুষঃ ॥ ১৫ ॥

উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি স্ববিবেকেত্যাদিনা। চিত্তমণৌ চিত্তস্ফটিকে। নিযোজ্যতে আসজ্জ্যতে ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

হিতং মহাসত্ত্বতয়াত্মতত্ত্বং
বিধায় বুদ্ধ্যা ভব বীতশোকঃ।
তব ক্রমেণৈব ততোজনোয়ং
মুক্তোভবিষ্যত্যথ বীতশোকঃ ॥ ২০ ॥
পাশ্চাত্যজন্মনি বিবেকমহামহিম্না
যুক্তে ত্বয়ি প্রসৃতসর্ব্বগুণাভিরামে।
সত্ত্বস্থকর্ম্মণি পদং কুরু রামভদ্র
মৈষা করোতু ভবসঙ্গবিমোহচিন্তা ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে বাল্মীকীয়ে দেবদূতোক্তে দ্বাত্রিংশৎ-
সাহস্র্যাং সংহিতায়াং মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে
দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥
স্থিতিপ্রকরণং সমাপ্তম্।

উক্তং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি হিতমিতি। সর্ব্বপ্রাণিনামাত্যন্তিকদুঃখো-পশমোপলক্ষিতনিরতিশয়ানন্দরূপত্বাদত্যন্তহিতমিদমুপদিষ্টমাত্মতত্ত্বং মহাসত্ত্ব-তয়া বিশুদ্ধসত্ত্বগুণোপচয়োপায়ে প্রণিধানবত্যা বুদ্ধ্যা বিধায় আত্মভাবেন স্থিরীকৃত্য বীতশোকোভবেত্যুপদেশ আশীশ্চ। তবোপদিষ্টেন ক্রমেণাস্তো-প্যয়মধিকারিজনোমুক্তোভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

হে রামভদ্র ত্বং বিবেকমহামহিম্না যুক্তে প্রসৃতৈঃ পল্লবিতৈঃ সর্ব্বৈঃ শান্তিদান্ত্যাদিগুণৈরভিরামেঽস্মিন্ পাশ্চাত্যজন্মনি প্রাপ্তে সতি সত্ত্বস্থানাং জীবন্মুক্তানাং কর্ম্মণি সপ্তমভূমিকালক্ষণে পদং স্থানং কুরু এষা বৈরাগ্য-প্রকরণোপবর্ণিতা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধা চ ভবসঙ্গবিমোহচিন্তা ত্বয়ি পদং স্থানং মা করোত্বিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণে তাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতিপ্রকরণে
দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীসর্ব্বজ্ঞসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্য-
শ্রীরামচন্দ্রসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমদ্‌গঙ্গাধরেন্দ্রসরস্বতীপূজ্য-
পাদশিষ্যেণশ্রীমদানন্দবোধেন্দ্রসরস্বত্যাখ্যভিক্ষুণা বিরচিতে
বাশিষ্ঠমহারামায়ণেতাৎপর্য্যপ্রকাশে স্থিতি-
প্রকরণং সমাপ্তম্।
স্থিতিপ্রকরণং সমাপ্তম্।
পূর্ব্বার্দ্ধং সম্পূর্ণম্।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

স্থিতিপ্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! উৎপত্তি-প্রকরণের অনন্তর স্থিতিপ্রকরণ বলি, শ্রবণ কর। ইহা জ্ঞাত হইলে নির্ব্বাণ লাভ হয়[১]।

হে অনঘ! জগতের উৎপত্তি যদ্রূপে মিথ্যা, তদ্রূপে ইহার স্থিতিও মিথ্যা। অতএব, এই জগৎ-নামধারী চিত্তকে ও তাহার বিকার অহং-প্রভৃতিকে তুমি বস্তুভূত বিবেচনা না করিয়া, ভ্রান্তির প্রকারভেদ, সুতরাং অসৎ বলিয়া জানিবে[২]। চিত্রকর নাই, চিত্রের উপকরণ (তুলিকা প্রভৃতি) নাই, রঞ্জকদ্রব্য (রং) নাই, আধার পট নাই, কেবল আকাশে চিত্রিত, এরূপ এক চিত্রপটের সদৃশ এই বিস্তৃত বিশ্ব অতি অদ্ভুতভাবে বিরাজিত। ইহার দর্শকও নাই। যাহাকে দ্রষ্টা বলা যায়, সেও ইহার অন্তর্গত। ইহা কেবল স্বপ্নের ন্যায় অনুভবমাত্র অথবা নিদ্রাবর্জ্জিত স্বপ্নের অনুরূপ[৩]। নগর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে শিল্পীর চিত্তক্ষেত্রে যেমন ভবিষ্যন্নগর নির্ম্মিত (রচিত বা কল্পিত) হয়, এই বিশ্বের নির্ম্মাণ সেইরূপ : গুঞ্জা স্তবক ও গৈরিকস্তূপ বহ্নি নহে, পরন্তু মর্কটেরা দূর হইতে তাহাতে বহ্নিজ্ঞান করিয়া শীত নিবারণ করে। তাহার ন্যায় এই বিশ্ব প্রকৃত কিছু না হইলেও অজ্ঞ জীবগণ ইহাকে বস্তু বিবেচনা করিয়া সুখ দুঃখাদি অনুভব করে[৪]। ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, জলাবর্ত্তের ন্যায় ভ্রম

স্বরূপে প্রস্ফুরিত হইলেও, সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইলেও, এবং আকাশে আলোকের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও, অবস্থিত নভোমণ্ডলে ভ্রমদৃষ্ট শলভপুঞ্জের ন্যায় ও পরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় আধারবিহীন, অথচ অনুভবগম্য হইলেও, সত্যবোধপ্রদ অসত্য মরীচিকার ন্যায় ও মনঃকল্পিত বিস্তৃত নগরের ন্যায় অসম্ময় এবং অতীব সারবান্ রূপে প্রতীয়মান হইলেও, কবিকল্পিত কথার্থের ন্যায় ও স্বপ্নদৃষ্ট অচলের ন্যায় অবস্থিত অথচ অসার[৭।৮]। ইহা ভূতাকাশের ন্যায় বিস্তৃত অথচ শূন্য, শরন্মেঘের ন্যায় অস্থির, এবং অশক্য-ক্ষয় অর্থাৎ অক্ষত বা অবিচ্ছিন্ন[৯]. ইহা আকাশীয় নীলিমার ন্যায় স্নিগ্ধদর্শন অথচ অবস্তু (কোন প্রকার বস্তু নহে)। স্বপ্নদৃষ্ট নারীসঙ্গম যদ্রূপ, ইহার প্রতীতিও তদ্রূপ। ইহা ভোগপ্রদান করে বটে; পরন্তু অনর্থ প্রসবের মূল[১০]। যেমন চিত্রলিখিত উদ্যান দেখিতে সুন্দর, পরন্তু তাহা নীরস ও নিষ্করন্দ, তেমনি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও দেখিতে সুন্দর, পরন্তু রসাদি পরি-শূন্য। যেমন চিত্রলিখিত বহ্নি দেখিতে বহ্নির ন্যায় কিন্তু নিস্তেজ; সেইরূপ, এই বিশ্বও দেখিতে প্রকাশমান, কিন্তু নিঃসার[১১]। ইহা মনোরাজ্য ন্যায় অনুভূতিমাত্র, সুতরাং অসত্য ও অবাস্তব (স্বতঃ অসত্য এবং ফলতঃ অবাস্তব) যেমন চিত্রলিখিত পদ্মাকর (তড়াগ, পুষ্করিণী) সারসৌগন্ধাদিবর্জ্জিত, তেমনি, ইহাও সারসৌগন্ধাদিবর্জ্জিত[১২]। গগনে নানাবর্ণের ইন্দ্রধনুর উদয় যদ্রূপ, এই বিশ্বের উদয়ও তদ্রূপ[১৩]। শুষ্কপত্রপল্লবাদির দ্বারা পরিবৃত কদলীস্তম্ভ জড় ও অরসাত্মক, তদ্রূপ ইহাও জড় ও অরসাত্মক (শুষ্ক)। যেমন নেত্ররোগীরা * আলোকে অন্ধকারের আবর্ত্ত অবলোকন করে, তাহার ন্যায় অজ্ঞান মানবেরা আত্মায় এই জগৎ অবলোকন করে[১৪।১৫]। হে রাঘব! চিত্রাঙ্কিত পদ্মের ন্যায় মকরন্দবিহীন, অন্তঃসারশূন্য এই আভোগী (কল্পিতাকার) জগৎ আপাত রমণীয়। ইহা অসৎ হইয়াও দীপ্তিশালী, অরস হইলেও রসাত্মক, উৎপত্তিবিনাশশীল, জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণধ্বংসী এবং বিস্তৃত নীহারপটলীর ন্যায় অথচ প্রস্ফুরিত হইতেছে। ইহা কাহারও মতে জড়, কাহার মতে শূন্যাস্পদ, কাহার মতে শূন্য এবং কাহার মতে পরমাণুপুঞ্জ[১৬।১৭]। ফলতঃ এই জগৎ ভূতময় না হইলেও ভূতময়, শূন্য হইলেও অশূন্যপ্রায়, এবং দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ বেতালগণের ন্যায় নিতান্ত অসদ্রূপ[১৮]।

---

* এরূপ নেত্ররোগকে ইংরাজীভাষায় কলার্-ব্লাইণ্ড বলে। অর্থাৎ রঙ্-কাণা মনুষ্য।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্যাসাদি ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, কল্পকালে এই জগৎ বীজে অঙ্কুরের অবস্থানের ন্যায় ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, কল্পাবসানে পুনর্ব্বার তাহা হইতে (বীজ হইতে) অঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হয়। জগৎ যদি সত্তাশূন্যই হয়, তাহা হইলে সেই সকল ব্যাসাদি ঋষির বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? হে ভগবন্! ঐরূপ বোধ কি কেবল অজ্ঞদিগের? অথবা জ্ঞানবান্ দিগেরও ঐরূপ মত? এই বিষয় বর্ণন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন[১৯]।[২০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! যাঁহারা বলেন, এই দৃশ্যজাল বীজে অঙ্কুরের ন্যায় মহাপ্রলয়কালে পরব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, তাঁহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ[২১]।* ঐ কথা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মোহজনক। যে কারণে ঐ মত অসত্য, সে কারণ আমি বিস্তৃতরূপে বলি, শ্রবণ কর[২২]। মহাপ্রলয়কালে এই জগৎ বীজে অঙ্কুরের ন্যায় অবস্থিত থাকে, এ বোধ মূঢ়গণের প্রলাপ বা জল্পনা মাত্র এবং ভ্রান্তির প্রকারভেদ। কেন? তাহা বিবেচনা কর[২৩]। বীজ দৃশ্য এবং তাহা হইতে যে অঙ্কুর পত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয়। বীজ ও অঙ্কুরাদি উভয়ই ইন্দ্রিয়গম্য। সুতরাং ধান্যাদি বীজ পত্রাঙ্কুরাদি কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে[২৪]। কিন্তু যিনি চিত্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যিনি অতিসূক্ষ্ম, যাঁহার কারণ নাই, যিনি স্বয়ম্ভু, কিরূপে তিনি এই দৃশ্য জগতের বীজ হইবেন? অর্থাৎ কিরূপে তাঁহাতে এই মূর্ত্ত জগৎ ব্যাসক্ত থাকিবেক? বা অবস্থান করিবেক?[২৫]। যিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি পরাৎপর ও পরমাত্মা, যিনি কোন প্রকার

* বশিষ্ঠ, ব্যাসাদি ঋষির উপদেশকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিতেছেন না বা ব্যাসাদি ঋষিকে সত্য সত্যই অজ্ঞ বলিতেছেন না। বলিতেছেন, দৃষ্টান্ত অংশ ঠিক্ নহে। এইমাত্র বলিতেছেন যে শ্রোতা যেন দৃষ্টান্তের অনুরূপ না বুঝে। মাত্র তাহাই বলা বশিষ্ঠের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত বীজ ও অঙ্কুর। ব্রহ্ম বীজস্থানীয়, এবং অঙ্কুর জগৎস্থানীয়, এরূপ ভাবে বুঝিতে গেলে, লোকে যদি জগতের পৃথক্ সত্তা বুঝে, তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে, এইটুকু বলাই বশিষ্ঠের উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠ পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ঐ মর্ম্ম স্পষ্ট প্রকাশ পাইবেক। বিকারী দ্রব্য ব্যতীত বীজ বলা যায় না। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার সুতরাং ব্রহ্মের বীজত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব, ইত্যাদি কথায় মনোযোগ কর, দেখিতে পাইবে, এবং বুঝিতে পারিবে, বশিষ্ঠ কি বলিতেছেন।

আখ্যায় প্রসিদ্ধ নহেন, এবং কোনও প্রকারে উপলব্ধ হন্ না, কিরূপে তাঁহার বীজতা সম্ভব হইতে পারে ?[২৬]। তিনি এতই সুসূক্ষ্ম যে অযোগী পুরুষের নিকট অসৎ বলিয়া বিবেচিত হন। অর্থাৎ অযোগী পুরুষেরা তাঁহার অস্তিতাও বুঝিতে পারে না। কিরূপে তাঁহাকে বীজ বলা যায়? যদি বীজতাই অপ্রমাণিত হয় তাহা হইলে অঙ্কুর কোথা হইতে হইবে?[২৭]। আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, শূন্য, পরম পদে মেরু সমুদ্র গগনাদি সম্পন্ন বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিবে?[২৮]। যাহা কিছু নহে, কি প্রকারে তাহাতে কিছু থাকিবেক? যাহা কোন বস্তু নহে, তাহাতে বস্তু সমুদয় কিরূপে থাকিবে? যদি থাকে, তাহা হইলে, কি নিমিত্ত তাঁহাতে তাহা দৃষ্ট হয় না? যাহা কোন বস্তুই নহে, তাহা হইতে কি প্রকারে কোথায় কি বস্তু উৎপন্ন হইবে? শূন্য হইতে কি কখন পর্ব্বত উৎপন্ন হইতে পারে?[২৯]।[৩০]। আতপে ছায়ার ন্যায়, সূর্য্যকিরণে তিমিরের ন্যায়, অনলে হিমকণার ন্যায় ও অণুমধ্যে সুমেরুর ন্যায় সুসূক্ষ্ম পরমাত্মায় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান অসম্ভব। পরস্পর বিরোধী আতপছায়াদি পদার্থ কোনও ক্রমে ঐক্য (সহাবস্থিত) হইতে পারে না[৩১]।[৩২]। সাকার বটবীজাদিতে অঙ্কুরের স্থিতি যুক্তিযুক্ত; কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে মহাকার জগৎস্থিতি যুক্তিবিরুদ্ধ [৩৩]। যাঁহারা কারণে কার্য্যাবস্থানের কথা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ কি? লৌকিক প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোনও প্রমাণ ঐ কথা সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। ভাবিয়া দেখ, যাহা দেশান্তরে ও ব্যক্ত্যন্তরে বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়ে পরিদৃষ্ট হয়, কালান্তরে ও ব্যক্ত্যন্তরে আর তাহা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রলয়ে জগতের অবস্থিতির কল্পনা অনুভববিরুদ্ধ[৩৪]। যাঁহারা ব্রহ্মকেই জগৎকার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাদেরও বোধ মোহকলুষিত। কেন না, শ্রৌত প্রমাণ, কার্য্য ও কারণ উভয়ের পৃথক্ সত্তা নির্দ্দেশ করেন না। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতিতে একেরই অস্তিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। * সেইজন্য বলা যায়—যখন একই সত্তা অবধারিত,

* একমেবাদ্বিতীয়ং শ্রুতি কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তা উপদেশ করেন এবং উপদেশের ভাব পর্য্যালোচনে দৃশ্য জগতের অস্তিতা নিষেধ করেন; যেহেতু যদি বস্তু সৎ পদার্থ না হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র ভ্রান্তিকল্পিত হয়, তাহা হইলে তাহার সত্তা তিনকালেই অসিদ্ধ। সুতরাং প্রলয়ে জগৎ থাকার কথা অর্থাৎ বীজবৎ সূক্ষ্মাকারে থাকার কথা ঠিক্ নহে। ঐ সকল

তখন আর কোন্ কারণে কাহার সাহায্যে কি উৎপন্ন হইবেক ?[৩৫]।
অজ্ঞানগ্রস্ত লোকেরাই বুদ্ধিমান্দ্য বশতঃ মাত্র স্বীয় পরিতোষ পোষণার্থ বৃথা কার্য্যকারণভাব কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব,* হে রামচন্দ্র! অজ্ঞানকল্পিত মিথ্যা জগতের মিথ্যা কার্য্যকারণ ভাব দূরে পরিহার করিয়া তুমি এইমাত্র বুদ্ধিস্থ করিবে যে, আদি মধ্য অন্ত বর্জ্জিত একমাত্র সত্য ব্রহ্মই এক্ষণে (সংসারাবস্থায়) জগৎ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই যে জগদ্ভাব, এ ভাব মিথ্যা, ব্রহ্মভাবই সত্য[৩৬]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

কথার মর্ম্মার্থে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, অরুন্ধতী প্রদর্শন ন্যায়ে অথবা শাখাচন্দ্র প্রদর্শন ন্যায়ে (যুক্তিতে) ঋষিরা জীবকে কেবল ব্রহ্মাভিমুখী করিবার জন্য ঐ সকল তটস্থ কথা বলিয়াছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বশিষ্ঠোক্তি ও ব্যাসাদির উপদেশ সকল বলিয়া বিবেচিত হইবেক। উদ্দেশের ভিন্নতা থাকিলে উপদেশের আকার ভিন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে বিরোধ বা পরস্পর ব্যাঘাত দোষ হয় না।

* যখন কোন পৃথক বস্তু নাই তখন ইহা কারণ, তাহা কার্য্য, এরূপ কথা কাল্পনিক ব্যতীত বাস্তব নহে।

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়, তুমি তাহার তত্ত্বজ্ঞ, সেই কারণে তোমাকে আমি বলিতেছি, শুনিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে বেদ্যবিদাম্বর! যখন কোনও কিছু থাকে না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াদির অতীত নির্ম্মল মহান্ চিদাকাশ মাত্র থাকে, তখন যদি তাহাতে জগতের অঙ্কুর থাকিত, তাহা হইলে বল দেখি, সেই অঙ্কুর কোন্ সহকারী কারণের বলে পুনরাবির্ভূত হইতে পারে? যদি সহকারী কারণ না থাকে, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি বন্ধ্যাকন্যার অনুরূপ। বিনা সহকারী কারণে কখনও কেহ অঙ্কুরের উদ্ভব সন্দর্শন করে নাই[২।৩]। হে অঙ্গ! (সস্নেহ সম্বোধন) বিনা সহকারী কারণে অঙ্কুর সমুদিত হয়, অথবা সহকারী কারণ নাই, অথচ কার্য্যোৎপত্তি হইয়াছে, যদি কোথাও (রজ্জুসর্প ও মরু-মরীচিকা প্রভৃতিতে) এরূপ দেখিয়া থাক, তাহা হইলে তদ্দৃষ্টান্তে এইরূপ বুঝাই উচিত যে, একই মূল কারণ ভ্রান্তির মহিমায় জগদ্রূপে দৃষ্ট হই-তেছে[৪]। যখন সৃষ্টি আদিতেও অর্থাৎ প্রলয়কালেও ব্রহ্ম আপনাতে আপনি বিরাজ করেন, তখন আর জগজ্জনকক্রমের বাস্তবতা কোথায়?[৫]। যদি সহ-কারী কারণ স্বরূপ অন্য কিছু বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে জগতের বাস্তব উৎপত্তি অবধার্য্য হইত। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কে সহকারী কারণ ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। পৃথিবীভূত, অথবা অন্য কোন ভূত, কিংবা অন্য কিছু, সৃষ্টির সহায়তা করিবে, এ কথা বলিবার উপায় নাই। কেন না, সে গুলিও পদার্থ বা উৎপন্ন দ্রব্য[৬]। অতএব, প্রলয়কালে জগৎ স্বীয় সহকারী কারণের সহিত পরম পদে বিশ্রান্ত থাকে, এ কথা অজ্ঞের উক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পণ্ডিতগণ কখনই ঐরূপ বলেন না[৭]। হে রামচন্দ্র! জগৎ হয় নাই, হইবেও না এবং বর্ত্তমানেও নাই। কেবল চেতনাকাশই ইদানীং এই জগৎ রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে[৮]। যখন জগতের অত্যন্তাভাবই অবধারিত, তখন ইহা যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহার অন্যথা নাই[৯]। আপাততঃ মনে হয় বটে যে, জগৎ পরস্পর অভাবগ্রস্ত হইয়া প্রধ্বংস বা উপশম আখ্যা প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। জগৎ উপশম

প্রাপ্ত হয় না, চিত্তই উপশম প্রাপ্ত হয়। জগৎ থাকে না, এই লৌকিক কথা কেবল চিত্তের উপশমমূলক[১০]। জগৎ সত্য সত্য সমস্ত বস্তুর সহিত উপশম প্রাপ্ত বা অত্যন্তাভাবগ্রস্ত হয় বলিলেও বস্তুতঃ তাহা সম্পন্ন হয় না। কেন না চিত্ত বিদ্যমান থাকিলে সেই সমস্তের বাসনা বিদ্যমান থাকে; সুতরাং জগতের উপশম—আত্যন্তিক উপশম—অসম্ভব[১১]। হে রঘুনাথ! "জগতের সর্ব্বথা অত্যন্তাভাব হয়" ইহাতে অন্য কোন যুক্তি নাই। ঐরূপ অনর্থজনক বোধ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য[১২]। যাহাকে জগৎ সৃষ্টি বলা যায়, তাহা বস্তুতঃ চিদাকাশে বোধ বিশেষের আবির্ভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই আমি, ইহা আমি নহি, তাহা আমার, এইরূপ বোধ, বিচিত্র কথার ন্যায় মিথ্যা[১৩]। সেই কল্প, সেই কল্পান্ত, সেই কল্পারম্ভ, এই মহাকল্প, এই সৃষ্টির প্রারম্ভ, এই ভাব্যভাবক্রম, এই ক্ষণ, এই বৎসরাদি, এই কল্পাংশ, এই ব্রহ্মাণ্ড, এই অবনী, এই অদ্রি, এই মাস, ঋতু, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, এই জন্ম, এই মরণ, সে সমস্ত গত, এই সমস্ত উপাগত, এই সমস্ত গ্রহ, এবং এই দেশ ও সেই দেশ, তথা সে কাল ও এ কাল প্রভৃতি, অধিক কি, যে কোন ইয়ত্তা, সমস্তই একমাত্র পরাৎপর অনন্ত অনাবৃত শান্ত পরমাকাশ। সেই অনাবৃত মহাকাশ (ব্রহ্ম) ঐ সমস্তের আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। সেই মহাচিদাকাশের এই সকল প্রতিভাস গবাক্ষান্তর্গত পরমাণু সমূহে সহস্রাংশুর প্রতিভাসের ন্যায় পরিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই চিৎসমুদিত অত্যশ্চমৎকার প্রতিভাস, অরূপ ও অনাধার হইলেও সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে[১৪।১৯]। ইহার বাস্তব উদয় ও অস্ত নাই; ইহা জাত বা বিনষ্ট দুএর কিছুই হয় না। দূষিত দৃষ্টির দ্বারা স্ফটিকশিলায় প্রতীয়মান রেখা সন্নিবেশের ন্যায় এই সমস্ত সৃষ্টি নির্ম্মল আত্মায় স্বতঃই প্রস্ফুরিত ও দৃষ্ট হইতেছে। সলিলে দ্রবত্বের ন্যায়, বায়ুতে স্পন্দনের ন্যায়, অম্ভোনিধিতে আবর্ত্তের ন্যায়, দ্রব্য পদার্থে গুণের ন্যায় ও নভোমণ্ডলে নিরাকার নভোভাগের ন্যায় এই উদয়াস্তময় বর্জ্জিত অনন্ত জগৎ একমাত্র শান্ত অনন্ত বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মেই বিস্তৃত রহিয়াছে। জগৎ সহকারী কারণাদির অভাব থাকিলেও জাত হইয়াছে, এ নির্ণয় উন্মত্তের বা বালকের নির্ণয়। হে রামচন্দ্র! তুমি অবিদ্যারূপ দীর্ঘনিদ্রা দূরে বিদ্রাবিত করিয়া ভেদদর্শনস্বপ্নরহিত ও প্রবুদ্ধ হইয়া বিকল্পরূপ অনন্ত শয্যা হইতে সমুত্থিত হওতঃ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত হও[২০।২৫]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমি বুঝিয়াছি, মহাকল্পের অবসান হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মা হইতে সূত্রাত্মা প্রজাপতি প্রথমতঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হয়। সুতরাং এই জগৎও সূত্রাত্মা[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! মহাপ্রলয়ের অবসানে (সৃষ্টির আদিতে) প্রথমতঃ সূত্রাত্মা প্রজাপতি সমুৎপন্ন হন; এই জগৎ সেই সূত্রাত্মা প্রজাপতির সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা সঙ্কল্পনগরের ন্যায় প্রতিভাত। সুতরাং ইহা সূত্রাত্মা। কিন্তু পরমাত্মার স্মৃতি অসম্ভব, তৎকারণে তাহা আকাশীয় বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব[২।৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয় দৈনন্দিন সুষুপ্তির অনুরূপ, সেজন্য জিজ্ঞাস্য—সৃষ্টিপ্রারম্ভে পূর্ব্বকল্পীয় স্মৃতি আবির্ভূত হইবার বাধা কি? উহা কি মহাপ্রলয় সংমোহদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়?[৫]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! পূর্ব্বকল্পীয় তত্ত্ববিৎগণ—যাঁহারা ব্রহ্মাদি নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁহারা নির্ব্বাপিত, সুতরাং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন[৬]। হে সুব্রত! বল দেখি, স্মৃতির পূর্ব্বতন কর্ত্তা কি কেহ থাকে? যে স্মরণকর্ত্তা সে মুক্ত হইলে অবশ্যই স্মৃতি নির্ম্মূলতা প্রাপ্ত হইবে। স্মরণকর্ত্তা না থাকিলে কোথায় কি প্রকারে স্মৃতি সমুদিত হইবে? ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, মহাকল্পকালে সকলকেই একপ্রকার মোক্ষভাগী হইতে হয়। যদি তাহাই হয়, তবে কি প্রকারে স্মৃতি বিদ্যমান থাকিবে?[৭।৮]। অতএব, তুমি যে জগৎস্থিতিকে হিরণ্যগর্ভের স্মৃতিরূপা বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, বস্তুতঃ তাহাও নহে। কেন না, যাহা জগৎস্থিতি তাহাও চিৎপ্রভা অর্থাৎ তাহাও ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তিবিশেষ[৯]। অনাদি অনন্ত চিৎপ্রভাই এই জগতের আকারে প্রকাশ পাইতেছেন[১০]। হে মহাবাহো! যাহা অনাদিসিদ্ধ পরব্রহ্মের নিত্য নিয়মিত সত্তা বা প্রকাশ, তাহা এক্ষণে বিরাট:ব্রহ্মের:জগদাকৃতি আতিবাহিক দেহ। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, দিন ও রাত্রি প্রভৃতি সমন্বিত ত্রিজগৎ পরমাণুতেই অর্থাৎ মনোব্রহ্মেই প্রতিভাত হইতেছে।

আবার সেই পরমাণুতে অর্থাৎ মনোব্রহ্মে এতাদৃশ আকারসম্পন্ন গিরিনদ্যাদি সঙ্কুল অন্যান্য জগৎ ও অন্যান্য পরমাণু এবং তাহার মধ্যে তাদৃশ আকার-সম্পন্ন গিরিনদ্যাদিসঙ্কুল অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডও বিদ্যমান আছে[১১।১৪]। পরন্তু সেই সমস্ত পরমাণু তাদৃশ আকার সম্পন্ন হইলেও বস্তুতঃ কিছুই নহে। যাঁহারা সন্মাত্রদর্শী, তাঁহাদের দর্শনে ইহা অনন্ত ও কেবল সত্তা, এবং তদতিরিক্ত পুরুষের দর্শনে ইহা জগৎ বা নানাপরিচ্ছেদযুক্ত সৃষ্টি[১৫]। তত্ত্ব-দর্শিগণের নিকট একমাত্র অব্যয় ব্রহ্মই প্রস্ফুরিত হন, পরন্তু অজ্ঞগণের নিকট ভাস্বর ভুবনান্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড স্ফুরিত হয়[১৬]।

হে রাম! প্রতিপরমাণুতেই (অর্থাৎ প্রত্যেক মনে) ঈদৃশ আকারসম্পন্ন সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন স্তম্ভের অঙ্গে পুত্তলিকা, তাহার ক্রোড়ে আবার পুত্র ও পুত্রিকা এবং তাহার ক্রোড়ে আবার অন্য পুত্তলিকা, এই ত্রৈলোক্য পুত্তলিকাকে তুমি তদ্রূপ জানিবে। যেমন পর্ব্বতা-ন্তর্গত পরমাণুপুঞ্জ পরমাণুত্বে অভিন্ন হইলেও অসংখ্য, সেইরূপ, ব্রহ্ম-রূপ মহামেরুতে ত্রৈলোক্যরূপ পরমাণু অভিন্ন হইলেও অসংখ্য[১৭।১৯]। যেমন সূর্য্যকিরণে অসংখ্য পরমাণু প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ, চিদাদিত্যের প্রকাশে লক্ষ লক্ষ ত্রৈলোক্যপরমাণু সমুদিত ও প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। ২০। ২১। এই আকাশ যেমন শূন্যরূপে অনুভবনীয়, তেমনি, চিদাকাশও সৃষ্টিরূপে অনুভবনীয়[২২]। ইহাকে যে সৃষ্টিভাবে দেখে তাহার নিকট ইহা সৃষ্ট, এবং যে ব্রহ্মভাবে জানে তাহার নিকট ইহা ব্রহ্ম। সৃষ্টিভাবে জানিলে ইনি জ্ঞাতাকে অধঃপাতিত করেন এবং ব্রহ্মভাবে জানিলে ইনি মোক্ষের কারণ হন[২৩]। বৎস! রামচন্দ্র! তুমি ইহাকে বিশ্ববীজ, বিশ্বকারণ, বিশ্বশাস্তা, বিজ্ঞানাত্মা ও চিদাকাশত্মক ব্রহ্ম বলিয়া জান। কেন না, যে বস্তু যাহা হইতে আবির্ভূত হয়, তাহা তাহাই। যাহা বেদ্য তাহা স্বীয় অন্তর্ব্বোধ, এবং তাহারই অন্য অবস্থা শুদ্ধা চিৎ[২৪]

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, ইন্দ্রিয়জয়রূপ সেতুর দ্বারা এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অন্য কোন ক্রিয়ার বা উপায় দ্বারা নহে[১]। যে জিতেন্দ্রিয় ও বিবেকী, সেই ব্যক্তি শাস্ত্র এবং সৎসঙ্গ দ্বারা এই দৃশ্য বিশ্বের অত্যন্তাভাব অবগত হইতে পারে[২]। হে মনোজ্ঞশ্রেষ্ঠ! যেরূপে এই দুস্তর সংসার সাগর অপগত হয় ও হয় না, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। সে সম্বন্ধে বহু বাক্যে প্রয়োজন নাই; ফল কথা—কর্ম্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ মনঃ বিনষ্ট হইলে এই সংসারবৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া যায়[৩,৪]। হে রামচন্দ্র! তুমি মনকেই সর্ব্বরূপী বলিয়া জানিবে। মনঃ চিকিৎসিত হইলেই জগদ্রূপ মহারোগ প্রশমিত হয়[৫]। লোকমধ্যেও দেখা যায়, মনের লোলতা বা মনন (বিষয়াকারা বৃত্তি) প্রজাত হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু জন্মে না। মনের দেহাকারা বৃত্তিও স্বপ্নের ন্যায় উদ্ভূত হয়, তৎপরে তদনুরূপ বা তদ্যোগ্য ক্রিয়াসাধনোপযোগী দেহ জন্মে[৬]। * দৃশ্যপদার্থের অত্যন্তাসম্ভব ব্যতিরেকে অন্য কোন হেতুর বা উপায় দ্বারা শতকল্পেও মনঃপিশাচ প্রশান্ত হয় না[৭]। দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবরূপ মহৌষধই মনোব্যাধি চিকিৎসার উৎকৃষ্ট উপায়[৮]। মনই মোহগ্রস্ত হয় ও করে এবং মনই মৃত ও জাত হয়। মনঃ আপনাবই চিন্তায় হয় বদ্ধ না হয় মুক্ত হইয়া থাকে। (ব্রহ্মচিন্তনে মুক্ত, অন্য চিন্তায় বদ্ধ[৯])। যেমন নিরাকার আকাশে গন্ধর্ব্বনগরাদি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, চিতে (চৈতন্যে) মনোবৃত্তির প্রভাবে এই বিশ্ব বিস্ফুরিত হইতেছে[১০]। যেরূপ পুষ্পগুচ্ছে আমোদ (সুগন্ধ), তিলকণায় তৈল, গুণীতে গুণ, ধর্ম্মীতে ধর্ম্ম, দিবাকরে রশ্মিজাল, তেজঃপদার্থে আলোক, অনলে উষ্ণতা, তুহিনে শীতত্তা, নভোমণ্ডলে শূন্যতা ও বায়ুতে চঞ্চলতা

---

* মৃত্যুকালে যাহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি সুদৃঢ় হয়, তদ্দেহ ত্যাগের পর তাহার তদনুরূপ দেহাদি উৎপন্ন হয়। তৎপূর্ব্বেও ঐ নিয়মে দেহ হইয়াছিল। সুতরাং জন্ম মরণ প্রবাহ অনাদি।

বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ, এই জগৎ মনোমধ্যেই বিস্তৃতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব, মনই জগৎ অথবা জগতই মনঃ, উভয়ের অন্যতর বিনষ্ট হইলে অন্যতর বিনষ্ট হইয়া থাকে[১১।১৫]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় ধর্ম্ম এবং ভূত ভবিষ্যৎ অবগত আছেন। অতএব, আপনি দয়া করিয়া দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টী আমাকে বুঝাইয়া দিউন যে, বহিরবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান জগৎ কিরূপে মনে অবস্থিত১।২। বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন ঐন্দব ব্রাহ্মণগণ শরীরবিহীন হইলেও তাঁহাদিগের চিত্তে জগৎপরম্পরা দৃঢ়রূপে ছিল, তেমনি, এই জগৎ মনোমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে৩। ইন্দ্রজাল সমাকুল লবণরাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি মনোমধ্যে জগতের অবস্থিতির অন্যতম দৃষ্টান্ত৪। চিরভাবিত ভোগানুরক্তির দ্বারা স্বর্গভোগেচ্ছু ভৃগুতনয়ের ভোগাধিপত্য ও চিরসংসারিত্ব যদ্রূপ, মনোমধ্যে জগতের অবস্থান তদ্রূপ, তাহাও বিদিত হইবে।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! স্বর্গভোগ উদ্দেশে ভৃগুপুত্রের কি প্রকার ভোগানুরক্তি ও সংসারিত্ব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সে সম্বন্ধে ভৃগু ও কাল উভয়ের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর৫।৭।

পূর্ব্বকালে মন্দরশৈলসানুতে ভগবান ভৃগু, অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন এবং তদীয় শিশুপুত্র তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তদীয় সেই পুত্রের নাম শুক্র এবং তিনি অতীব সুন্দরাকৃতি ও বুদ্ধিমান্। প্রকাশ যেমন ভাস্করের সেবা করে, তাহার ন্যায় বালক শুক্র যোগাবস্থ পিতার সেবা করিতেন। ভৃগু অবিশ্রান্ত সমাধিতে নিমগ্ন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন কোন শিল্পী বনে বন্যপ্রস্তর খোদিত করিয়া প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম পুত্রের চিত্ত বালকোচিত ক্রীড়ায় সদা ব্যাসক্ত ছিল। কিছু কাল পরে শুক্রের এরূপ বয়োনুরূপ অবস্থা আসিল—যে অবস্থা জ্ঞানাজ্ঞানের অন্তরালাবস্থার সহিত তুলিত হইতে পারে। (জ্ঞান=আত্মতত্ত্বদর্শন বা মোক্ষাবস্থা। অজ্ঞান=পামর মনুষ্য প্রসিদ্ধ জগৎসত্যতা দর্শন বা ঘোর

সংসারাবস্থা। এ দুএর মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ না এদিক্ না সেদিক্ এরূপ কোন দোলায়মান চিত্তাবস্থা) ঐ অবস্থা আসিলে শুক্র ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তাহার পিতা ভৃগু নির্ব্বিকল্পসমাধি প্রাপ্ত হইলেন[৮,১৩]। পিতা নির্ব্বিকল্প সমাধিগত হইয়াছেন দেখিয়া পুত্র শুক্র জিতশক্ররাজার ন্যায় নিরুদ্বেগ হইলেন। অর্থাৎ তখন আর পরিচর্য্যার প্রয়োজন থাকিল না সুতরাং অবসর পাইলেন। একদা তিনি (শুক্র) এক নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে দেখিলেন, পারিজাতমালাভূষিতা লোলনয়না কোন এক অপ্সরা গগন পথে গমন করিতেছেন। মৃদুমন্দ সমীরণ দ্বারা সেই অপ্সরার অলকা সকল বিচলিত হইতেছে, শরীরস্থ হারাদি অলঙ্কারের সুমধুর শিঞ্জিত হইতেছে এবং তিনি যে প্রদেশ দিয়া গমন করিতেছেন, তদীয় দেহপ্রভারূপ ইন্দুপ্রভাদ্বারা সেই প্রদেশ সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

অনন্তর সেই পরমসুন্দরী অপ্সরাকে দেখিয়া শুক্রের তরল মন পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিল; অপ্সরাও শুক্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত অধৈর্য্য হইল[১৪,১৮]। শুক্র সেই অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দর্শনে মন্মথশর-নিপীড়িত হওয়াতে, তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে অন্যান্য বৃত্তি সকল বিগলিত হইল, তখন তিনি চতুর্দ্দিক সেই রমণীমূর্ত্তিই মনশ্চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন[১৯]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অতঃপর ভৃগুপুত্র উশনা সেই রমণীকে স্মরণ করতঃ নিমীলিত নেত্রে বক্ষ্যমাণ প্রকার মনোরাজ্য অনুভব করিতে লাগিলেন[১]। * যেন তিনি সেই অপ্সরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যোমপথে স্বর্গে গিয়াছেন এবং সে স্থানে গিয়া যেন এই সকল দেখিতেছেন[২।৩]। আহা! এই সেই দৈবী পুরী, এই সেই সুর ও এই সেই সুন্দর সুরসেবিত স্বর্গ, এই সেই সকল মোহিনী ললনা, এই সেই দেববৃন্দ, এই মরুদ্‌গণ, এই অপ্সরাবৃন্দ, আহা! ইহাদের দেহকান্তি গলিত সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং ইহারা পারিজাত কুসুমের ভূষণে বিভূষিত। আহা কি সুন্দরাকৃতি[৪।৫]! অন্যান্য দিকে দেখিতেছেন, মধুপগণ ঐরাবতগণ্ডনিঃসৃত মদে ব্যাসক্ত না হইয়া গীর্ব্বাণগণের সুমধুর গীত একতান মনে শ্রবণ করিতেছে[৬]। মন্দাকিনীতে (স্বর্গনদীতে) অম্ভোজপংক্তি মধ্যে সারস ও বিরিঞ্চির হংস সমুদয় বিহার করিতেছে, এবং সুরনায়কগণ ইহার তটস্থিত উদ্যানে বিশ্রাম, বিহরণ ও বিলাস করিতেছে[৭]। কোথাও তেজঃপুঞ্জসম কান্তিবিশিষ্ট যম, চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, ও বায়ুদেবতা বিদ্যমান রহিয়াছেন[৮]। যুদ্ধপ্রসঙ্গে যাহার দন্তাঘাতে দৈত্যেন্দ্রমণ্ডল প্রোথিত হইয়াছে, সেই ঐরাবত হস্তীকেও দেখিলেন[৯]। যাহারা ভূতল হইতে ব্যোমপ্রদেশে তারকাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাদের দেহের কান্তি সূর্য্য কিরণের সদৃশ, সেই সকল বৈমানিকগণকেও দেখিলেন[১০]। বায়ুসমালোড়িত মেরুসঞ্জাত লতার আস্ফালন দ্বারা যাহার সলিল (জলকণা) দেবগণকে সিক্ত করিতেছে, যাহার তটভূমি অসংখ্য পারিজাতে সমাকীর্ণ, সেই দেবনদী গঙ্গার বীচিমালা যেন নৃত্য করিতেছে দেখিলেন। অন্যত্র দেখিলেন, মন্দারমঞ্জরী সুশোভিতা সুলোচনা চঞ্চলা অপ্সরাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্যান সমূহে ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, কুন্দমন্দার মকরন্দসুগন্ধি

* সেই অপ্সরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বর্গে গমন, ইন্দ্রের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার সম্মাননা, ইত্যাদি এ সমস্তই মনোরাজ্য অর্থাৎ মনোমধ্যে ভাবময়রূপে দর্শন।

সমীরণ চন্দ্রাংশুর ন্যায় সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে[১১,১৩]। যাহা লতারূপ অঙ্গনাগণে পরিব্যাপ্ত, সেই সুখময় নন্দনবন তাঁহার নয়নগোচর হইল। যাহার মনোহর গীতি শ্রবণে সুর ও সুরাঙ্গনাগণ আনন্দভরে নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই স্নিগ্ধনিস্বন বীণাধারী নারদ তুম্বুরু প্রভৃতিকে দেখিলেন[১৪।১৫]। কোথাও দেখিলেন, পুণ্যকর্ম্মকারীরা বহু ভূষণে ভূষিত হইয়া আকাশে উড্ডীয়মান বিমান সমূহে অবস্থিতি করিতেছেন[১৬]। বনলতা যেমন বনের সেবা করে, তদ্রূপ, মন্মথমদে মত্তশরীরা এই সমস্ত সুররমণীগণ দেবরাজের সেবা করিতেছেন[১৭]। যাহার কুসুমসমূহ নীল-কান্ত ও চন্দ্রকান্তমণি অপেক্ষাও সুসুন্দর, এবং কলিকাগুচ্ছ চিন্তামণির সদৃশ, সেই সকল কল্পবৃক্ষ ফল সমূহের দ্বারা যেন উন্নতদন্ত হইয়া শোভ-মান হইতেছে দেখিলেন[১৮]। এখানে লোকত্রয়স্রষ্টা দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায়, দেবরাজ ইন্দ্র, মহাসনে আসীন রহিয়াছেন দেখিয়া উশনা তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন[১৯]। ভৃগুপুত্র শুক্র বাহ্যদৃষ্টি ও শরীর বিস্মৃত হইয়া কেবল মনঃকল্পনায় ঐ সকল দর্শন করিয়া দ্বিতীয় ভৃগুর ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করিলেন[২০]।

অনন্তর দেবরাজ শুক্র কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া তদীয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সমীপে উপবেশন করাইলেন[২১]। এবং বলিলেন, শুক্র! আপনার আগমনে এই স্বর্গ ধন্য হইল, আপনি এই স্থানে যত কাল ইচ্ছা তত কাল অবস্থান করুন[২২]। অনন্তর ভৃগুতনয় শুক্র দেবরাজের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে শুক্র সুরগণ কর্তৃক অভিবন্দিত ও রাজসত্তম দেবরাজের লালনীয় হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন[২৩।২৪]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

—)()(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, শুক্র মরণ দুঃখ অনুভব না করিয়াই অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই ঐ প্রকারে স্বীয় তেজোবলে (স্বকীয় পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে) উৎকৃষ্ট মানসী স্বর্গপুরী প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রাক্তনভাব বিস্মৃত হইলেন[১]। তিনি মুহূর্ত্তকাল শচীপতির পার্শ্বে বিশ্রাম করিয়া স্বর্গ সন্দর্শনে সমুৎসুক হইলেন এবং তৎপরক্ষণেই জনলোভনীয় স্বর্গের শোভা পরম্পরা সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সারস যেমন নলিনী দর্শনার্থ গমন করে, তদ্রূপ, তিনি সুরনারী সমূহ দর্শনার্থ গমন করিলেন[২।৩]। স্ত্রীবৃন্দ মধ্যে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অপ্সরা উদ্যানমধ্যে চ্যুতলতিকার ন্যায়, এবং আকাশে জোৎস্নার ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছে[৪]। রাম! সেই অপ্সরাও তখন ভৃগুতনয়কে দেখিয়া তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্তা হইল এবং ভৃগুতনয় উশনাও সেই বিলাসময়ী অপ্সরাকে দেখিয়া বিগলিতাঙ্গ (অর্থাৎ রসভাবে গদ্গদ ও স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গ) হইলেন। যেন তাঁহার শরীর দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে তিনি নির্নিমেষ নয়নে সেই বরাঙ্গনাকে দেখিতেছেন[৫]।[৬]। নিশিযোগে রোদনপরায়ণা কান্তবিরহিণী চক্রবাকী যেমন নিশান্তে চক্রবাক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া প্রণয়ের আতিশয্য বশতঃ আনন্দিত ও আনন্দিতা হয়, সেইরূপ, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দর্শনে আনন্দিত ও আনন্দিতা হইলেন[৭।৮]। যেমন প্রভাত-কালে অর্ক ও নলিনী উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করে, তেমনি, আজ সেই নন্দন কাননে মনোরথ লাভে পরিতুষ্ট পরিতুষ্টা উক্ত উভয় সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন[৯]। তখন সেই অপ্সরা আপন সমুদায় শরীর অবশ করিয়া কামের প্রতি অর্পণ করিল, এবং অসংখ্য কামবাণ তাহার কোমল অঙ্গে নিপতিত ও বিদ্ধ হইল[১০]। তাহার বিবশাঙ্গ পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় ঢল ঢল করিতে লাগিল। কামতাড়নায় কাঁপিতে লাগিল[১১]। হস্তী যেমন কমলিনীকে ক্ষোভিত করে, তদ্রূপ, কন্দর্প সেই ইন্দীবরনয়না ও হংসসারস-গমনা অপ্সরাকে ক্ষোভিত করিতে লাগিল। তিনি মৃদু বাত বিতাড়িত

পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় থর থর করিতে (কাঁপিতে) লাগিলেন[১২]। অনন্তর সঙ্কল্পিত অভিলাষী শুক্র সেই অপ্সরার তাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া, ভুতভুক্ রুদ্রদেব যেমন মহাপ্রলয় কালে তমঃ (অন্ধকার) কল্পনা (সৃজন) করেন, তাহার ন্যায়, অন্ধকার কল্পনা (সৃজন) করিলেন, তাহাতে স্বর্গের সেই প্রদেশ (নন্দন কানন) তিমিরাবৃত হইল। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানশূন্য হইলেন, অথবা লজ্জারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন[১৩।১৪]। তদ্দর্শনে তত্রস্থ অন্যান্য অপ্সরা স্ব স্ব অভিমত প্রদেশে গমন করিল এবং তাহাতে তাঁহাদের লজ্জারূপ অন্ধকার যেন কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইল। যখন সম্পূর্ণরূপে লজ্জান্ধকার বিদুরিত হইল, তখন, ময়ূরী যেমন বারিদের অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করে, সেইরূপ, মদনশরপীড়িতা বিশালনয়না চপলাপাঙ্গী অপ্সরা ভৃগুপুত্রের নিকট সমাগতা হইল এবং তদীয় হস্তদ্বয় ধারণ করতঃ তত্রস্থ কল্পিত স্ফটিকগৃহমধ্যস্থিত পর্য্যঙ্কে উপগত হইয়া ঐরাবতসংলগ্ন মহা নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সেই ললনা স্নেহসম্বলিত সুমধুর বাক্যে বলিতে লাগিল[১৫।২০]। বলিল, হে অমলেন্দুবদন! দেখুন, স্মরদেব শরাশন বিস্ফারণ করিয়া এই অবলাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে নাথ! আমি আপনার শরণাগতা, আমাকে মদনভয় হইতে রক্ষা করা আপনার উচিত। শরণাগত দীনের প্রতি কৃপা করাই মহাত্মাদিগের নিত্য ব্রত। যাহারা মূঢ়, তাহাদের স্নেহদৃষ্টি নাই, এবং যাহারা রসজ্ঞ নহে (অরসিক), তাহারাই প্রণয়াতিশয্যকে বহু বলিয়া গণনা করে না। কিন্তু যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহারা জানেন, অশঙ্কিত ও দোষরহিত প্রণয় অমৃতস্বরূপ এবং পরমাহ্লাদদায়ক সহস্র নির্ম্মল চন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রণয়ীর পক্ষে প্রণয়জনিত আনন্দ যেরূপ সুখসেব্য, ত্রিভুবনের আধিপত্যও সেরূপ সুখসেব্য নহে[২১।২৫]। রজনী সময়ে চন্দ্রকিরণস্পর্শ দ্বারা কুমুদ্বতীর ন্যায়, আজ্ আমি আপনার পাদস্পর্শ দ্বারা আশ্বাসিত হইলাম[২৬]। চন্দ্রাংশুরসপানে চপলা চকোরী যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, আমি আজ্ আপনার সংস্পর্শরূপ অমৃত পানে সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করিলাম[২৭]। এক্ষণে চরণে সংলীনা ভ্রমরীর ন্যায় আমাকে করপল্লব দ্বারা নিপীড়ন করতঃ অমৃতপরিপূর্ণ স্বীয় হৃৎপদ্মে স্থাপন করুন। হে রাঘব! এই বলিয়া সেই ব্যাঘূর্ণিতভ্রমরনয়না এবং কল্পবৃক্ষের মঞ্জরীসদৃশী কোমলাঙ্গী অপ্সরোরমণী শুক্রের

বক্ষঃস্থলে নিপাতিতা হইল। পরে দ্বিরেফ যেমন পদ্মিনীমধ্যে (পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে) ভ্রমণ করে, তদ্রূপ, সেই দম্পতী সেই সুরম্য বনস্থলীতে ইতস্ততো বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২৮।৩০]।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর ভার্গবের মন ঐরূপ মনঃকল্পিত প্রণয় রসের দ্বারা আপ্লুত ও সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলে,[১] তিনি সেই মন্দারমালাবিভূষিতা অমৃতপানমত্তা অপ্‌সরার সহিত কখন মত্তহংসসমাকুল হেমপঙ্কজশালী মন্দাকিনীতীরে বিহার, কখন পারিজাতকুঞ্জে রসায়ন পান, কখন বিদ্যাধরীগণ সহ মনোহর চৈত্ররথকাননস্থিত লতামণ্ডপে দোলক্রীড়া, কখন শিবানুচর প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দর ভূধরের ন্যায় নন্দনকাননান্তর্গত সরোবর আড়োলন, কখন অব্জিনীসঙ্কুল মেরুস্থলীতে উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নব নব হেমলতাচ্ছন্ন তরঙ্গিণী সমূহে পরিভ্রমণ, কখন বা কৈলাসবনকুঞ্জ মধ্যে দেবগীতি শ্রবণ পূর্ব্বক হরচূড়াবস্থিত চন্দ্রাংশুধবলা শর্ব্বরী ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সেই কনকাম্ভোজদ্বারা আপাদমণ্ডিতা অপ্সরা সেই কৃতহ্রাস মহাতপা ভার্গবের সহিত গন্ধমাদনসানুতে এবং ক্রমে বিলাস ও বিশ্রাম এবং কখন বা বিচিত্র মনোহর লোকালোক তট প্রান্তে ক্রীড়াকৌতুকাদির দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন[২।১০]।

হে রাঘব! ঐরূপে শুক্র সেই কল্পিত অমর মন্দিরে মন্দারতটসমূহে হরিণশাবকগণের সহিত প্রোক্ত প্রকার সুখে ষষ্টি বৎসর বাস করিলেন[১১]। শ্বেতদ্বীপীয় জনগণের সহিত ক্ষীরার্ণব তটে যুগার্দ্ধ অতিবাহিত করিলেন। গন্ধর্ব্বনগরে ও তাহাদের উদ্যানে অশেষ প্রকার সুখলীলা বিরচনার দ্বারা অনন্ত জগৎস্রষ্টা কালের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলেন[১২।১৩]

অনন্তর শুক্র সেই হরিণনয়নার সহিত সেই পুরন্দর পুরে পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশৎ যুগ পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন[১৪]। পরে ক্রমিক ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় হওয়াতে তিনি বিশীর্ণদেহ, উপভোগানন্দবিহীন ও চিন্তাপরবশ হইয়া যোদ্ধা যেমন প্রতিযোদ্ধা কর্ত্তৃক অবনীতলে পাতিত হয়, তেমনি, তিনিও সেই মানিনী রমণীর সহিত বিগলিতদেহ হইয়া অবনীমণ্ডলে

* কাল শব্দের অর্থ এস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মা। তিনি স্বয়ং কল্পে কল্পে জগৎ রচনা করেন। শুক্রও স্বমনোরথ মাত্রে অসংখ্য ভোগ্য রচনা করিলেন, সুতরাং কালের সহিত শুক্রের ঐ অংশে তুলনা।

নিপতিত হইল[১৫,১৬]। দীর্ঘ চিন্তার সহিত ভূতলে নিপতিত শুক্রের ও সেই মহিলার শরীর শীলানিপতিত নির্ঝরের ন্যায় শতধা বিচূর্ণ অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতাবশেষিত হইয়া গেল[১৭]। তখন তাঁহাদের চিত্ত আধারবিহীন হইয়া বিহগের ন্যায় আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[১৮]। পরে সেই চিত্তদ্বয় হিমাংশুর রশ্মিজালে আবিষ্ট হওয়ায় শীঘ্রই হিমকণাত্ব প্রাপ্ত ও পৃথিবীতলে নিপতিত হইয়া পার্থিব রস যোগে ধান্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল[১৯]। তদনন্তর দশার্ণদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ সেই ধান্য পাক করতঃ ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর শুক্র ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করতঃ শুক্ররূপে (রেতঃ) পরিণত হইয়া তদীয় ভার্য্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন[২০]। তথায় মুনিগণসংসর্গে উত্তম বুদ্ধি লাভ করতঃ মেরুগহনে গমন পূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার মন্বন্তর কাল অতিবাহিত হয়। অনন্তর উক্ত স্থানে তাঁহার মৃগীতে এক নরাকৃতি পুত্র সমুৎপন্ন হইল। এ বারও তিনি সেই পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন[২১,২২]। কিরূপে আমার পুত্র ধনশালী, আয়ুষ্মান্ ও গুণবান্ হইবে, নিরন্তর সেই চিন্তায় নিরত হইয়া ধ্যানজ্ঞানাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলেন[২৩]। পরে সেই ধর্ম্মচিন্তাপরিত্যাগী ও পুত্রের নিমিত্ত ভোগ চিন্তায় চিন্তিত শুক্র যথা সময়ে মৃত্যু কর্তৃক সমাক্রান্ত হইলেন[২৪]। তিনি পূর্ব্বদেহে যাবজ্জীবন ভোগচিন্তায় ব্যাসক্ত ছিলেন, সেইজন্য তিনি মৃত্যুর পর মদ্রেশ্বরের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মদ্রদেশের অধিপতি হইলেন। তিনি মদ্রদেশে দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়া জরা কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং চারুতর রাজশরীর পরিত্যাগ করিলেন। হে রাঘব! শুক্র যখন মদ্ররাজশরীরে মদ্রদেশোচিত ও রাজোচিত ভোগসমূহ অনুভব করেন, তখন তাহার তপোবাসনা সঞ্চিত হইয়াছিল। সেই কারণে তিনি সেই তপোবাসনার সহিত রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া সমঙ্গানদীতীরে এক তপস্বীর সন্তান হইলেন এবং গতচিন্ত হইয়া তথায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন[২৫।২৮]।

হে রামচন্দ্র! ভৃগুতনয় শুক্র বিবিধ বাসনাবিশিষ্ট হইয়া বাসনানুরূপ বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করতঃ শরীরপরম্পরা অনুভব করিয়া এক্ষণে সমঙ্গা নদীতটে বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল নিষ্কম্প ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাধিজনিত নিশ্চেষ্টতা বা শীতবাতাদিসহিষ্ণু অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইলেন[২৯]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

—·—)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, শুক্র সমাধিমগ্ন পিতার সম্মুখে অবস্থিত থাকিয়াই ঐরূপ মনোরাজ্য বিস্তার করতঃ বহুসম্বৎসরাত্মক কাল অতিক্রম করিলেন[১]। দীর্ঘকাল পরে সেই সমঙ্গানদীতটে সুসমাহিত শুক্রের স্থূল শরীর শীতবাতাতপাদির দ্বারা জর্জ্জরিত হওয়ায় যথাকালে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল[২]। চঞ্চলস্বভাব তদীয় মন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিচিত্র দশায় ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সমঙ্গাসরিত্তটে বিশ্রান্তি লাভ করিল[৩।৪]। তথা অনন্তবৃত্তান্তঘটিত মনোরাজ্যময়ী সেই সেই সংসার দশা শুক্রদেহ অর্থাৎ স্থূল দেহ নিরপেক্ষ হইয়া অনুভব করতঃ অবস্থিত থাকিল[৫]। মন্দরশৈলসানুস্থিত শুক্রদেহ তাপাদি দ্বারা সংশুষ্ক ও চর্ম্মমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছিল[৬]। বেণুরন্ধ্রপ্রবিষ্ট বায়ুর শীৎকার যদ্রূপ, তদীয় দেহসঞ্চারী সমীরণের শীৎকার তদ্রূপ হইয়াছিল। তাহাতে বোধ হইয়াছিল, যেন তাহা দেহচেষ্টাদুঃখের অবসান হওয়ায় আনন্দ গান করিতেছে[৭]। তদীয় শুষ্কদেহস্থিত সুশুভ্র দন্তমালা দেখিলে বোধ হইত—যেন তাহা সংসারভূমিস্থ গর্ত্তে বিলুণ্ঠিত মনের প্রতি উপহাস প্রদর্শন করিতেছে[৮]। তাঁহার মুখরূপ অরণ্যস্থ জীর্ণ কূপ সদৃশ চক্ষুঃ কর্ণনাসিকাদি স্থানের শূন্য কোটর সকল দেখিলে প্রতীতি হইত, তাহারা যেন বিবেকী দিগকে জগতের শূন্যতা অর্থাৎ স্বাভাবিক অসদ্রূপতা উপদেশ করিতেছে[৯]। শুক্রের সেই আতপসংশুষ্ক শরীরে বর্ষাবারি নিপতিত হইয়া বাষ্পের সহিত বিনিঃসৃত হওয়াতে বোধ হইত —সেই শরীর যেন প্রাক্তন দেহ পরম্পরার অনুস্মরণে সোল্লাস বা সদুঃখ হইয়া আনন্দাশ্রু বা শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে[১০]। সেই দেহ জলদাগমে প্রচণ্ডবায়ুদ্বারা বনভূমিতে বিলুণ্ঠিত, প্রবল বারিধারা পতনে বিগলিত ও গিরিনদীতটে পবনাহৃত পাংশুরাশিতে ভূষিত ও ধাতুরাগদ্বারা রঞ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিল[১১।১২]। যদ্রূপ সচ্ছিদ্র শুষ্ক কাষ্ঠ বায়ুর দ্বারা প্রপূরিত, আন্দোলিত ও নিস্বন(শব্দ)যুক্ত হয়, তদ্রূপ, সেও হইয়াছিল। দেখিলে বোধ হইত, বনমধ্যে যেন মূর্ত্তিমতী তপস্যা তপোনুষ্ঠান করিতেছে। বক্রানুবক্র তদীয় শুষ্কান্ত্র সকল বায়ু বশে এরূপ ত্রাস জনক

শব্দ করিত যে তদ্দর্শনে কবিগণ চর্ম্মময়োদরী অলক্ষ্মীর বলি ভোজনের * শব্দের সহিত তুলনা করিতে বাধ্য হইতেন[১৩।১৪]। ভৃগু প্রচণ্ডতপঃ-প্রভাবে তদীয় পুণ্যাশ্রমস্থ জীবগণের রাগদ্বেষাদি রহিত বা প্রশমিত করিয়া ছিলেন, তাই মাংসাদ মৃগ ও পক্ষিগণ শুক্রের সেই দেহ ভক্ষণ করে নাই[১৫]। ভৃগুতনয় শুক্র যমনিয়মাদির দ্বারা শুষ্কশরীর হইয়া ঐরূপে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, পরে তদীয় নীরস নীরক্ত দেহ সমঙ্গা-নদীতটে শিলোপরি ঐ প্রকারে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল[১৬]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

---

* অলক্ষ্মীর রূপ বর্ণনা উক্ত প্রকারে কৃত হয়। অর্থাৎ তাহার উদর বৃহৎ, শুষ্কপ্রায় ও নাড়ী প্রভৃতি বর্জ্জিত। বলি শব্দের অর্থ পূজার দ্রব্য। হিন্দুরা কুৎসিত দ্রব্যে বাম হস্তে অলক্ষ্মীর পূজা করে। ঈদৃশী অলক্ষ্মীর গলধ্বনি কর্কশ। অলক্ষ্মীর বলি ভোজনের শব্দ, এ কথার দ্বারা ঐ সকল পুরাণ বর্ণিত প্রসঙ্গ স্মরণ করান হইয়াছে।

দশম সর্গ।

—---)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর দেব পরিমাণের সহস্র বৎসর অন্তে ভগবান্ ভৃগুর পরমাত্মদর্শন সমাধি ভঙ্গ হইল[১]। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি তাঁহার সর্ব্বগুণাধার বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না[২]। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে কেবল একটী মনুষ্যকঙ্কাল অবস্থিত রহিয়াছে। তাহা যেন দেহধারী অজ্ঞানের ও মূর্ত্তিমান্ দরিদ্রতার অনুরূপ শোচনীয় অবস্থাযুক্ত[৩]। আরও দেখিলেন, সেই অস্থিময় কলেবরের ছিদ্র সমূহে আতপতাপতপ্ত তিত্তিরি পক্ষীরা নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং তদীয় শুষ্ক নাড়ীসমূহের ছায়ায় ভেক সকল বাস করিতেছে[৪]। নেত্রকোটরে কীটপুঞ্জ অণ্ড প্রসব করিতেছে ও পার্শ্বাস্থির অন্তরালে কোশকার কীট (মাকড়সা) সকল বাস করিতেছে[৫]। দেখিলে বোধ হয়, সেই নরকঙ্কাল বা শুষ্কাস্থি সকল যেন তদীয় প্রাক্তন ভোগবাসনাকে ইদানীং উপহাস করিতেছে[৬]। তাহার শিরোঘট এত মসৃণ ও সুশুভ্র হইয়াছে যে, যেন কর্পূরের প্রভাকেও লজ্জিত করিতেছে[৭]। ঊর্দ্ধগামী ঋজু শিরা সকল শুষ্ক হইয়া অস্থি মাত্র অবলম্বনে রহিয়াছে। তাহা দেখিলেও বোধ হয়, তাহারা যেন আত্মানুসন্ধানার্থ গ্রীবাদেশ দীর্ঘীকৃত করিতেছে[৮]। তাহার বক্ত্র প্রদেশে যে নির্ম্মাংস নাসাস্থি রহিয়াছে, তাহা যেন মুখ মণ্ডলের মধ্যসীমা প্রদর্শনার্থ শঙ্কু (শঙ্কু=খোঁটা) স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে[৯]। সেই কঙ্কালের কন্ধরদেশ উর্দ্ধীকৃত। দেখিলে বোধ হয়, উৎক্রান্ত প্রাণ আকাশপথে কিরূপে গমন করে যেন তাহাই দেখিবার জন্য ঐ শবকঙ্কাল উন্নতগ্রীব হইয়া রহিয়াছে[১০]। জঙ্ঘা জানু উরু বাহু এ সকল যেন দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়াছে। দেখিলে মনে হয়, উহারা যেন পথ পরিশ্রমে কাতর হইয়া পরস্পর পলায়নার্থ বিশ্লিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছে[১১]। ইহার বৃহৎ রিক্তোদর দেখিলে জ্ঞান হয়, তাহা যেন অজ্ঞ হৃদয়ের শূন্যতা বুঝাইয়া দিতেছে[১২]। ভৃগু দুঃখরূপ হস্তীর বন্ধনস্তম্ভসম সম্মুখে তাদৃশ শুষ্ক কঙ্কাল দর্শন করিয়া তথ্য অনুসন্ধানার্থ উত্থিত হইলেন এবং মনে মনে এইরূপ তর্ক বা চিন্তা করিতে লাগি-

লেন। এ কি! এই কি আমার সেই পুত্র! সে কি নাই! উৎক্রান্ত-জীব হইয়াছে[১৩।১৪]! বহুক্ষণ অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যের বিষয় চিন্তা করিয়া অবশেষে স্বীয় পুত্রই নিশ্চয় করিলেন এবং কালের প্রতি সহসা কোপে পরিপূর্ণ হইলেন[১৫]। তাঁহার কোপের কারণ এই যে, কাল তাঁহার পুত্রকে অকালে গ্রাস করিয়াছে। কাল কেন আমার পুত্রকে অকালে গ্রাস করিল? এইরূপ বলিয়া ক্রোধপরবশ ভৃগু কালের প্রতি শাপ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন[১৬]।

অনন্তর অমূর্ত্তস্বভাব হইলেও সর্ব্বভক্ষক কাল এক্ষণে খড়্গপাশধারী কুণ্ডলযুক্ত কবচান্বিত দ্বাদশভুজসম্পন্ন ষড়ানন এবম্বিধ আধিভৌতিক দেহ ধারণ করতঃ কিঙ্কর ও সেনাগণে পরিবৃত হইয়া কোপতপ্ত মহর্ষি ভৃগুর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন[১৭।১৮]। তাঁহার শরীরসমুত্থিত জ্বালাজাল দ্বারা নভোমণ্ডল কুসুমিত কিংশুক শোভিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল[১৯]। তাঁহার করতলস্থ ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতে বিনিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা দিগঙ্গনাগণ যেন কনককুণ্ডল সমূহে অলঙ্কৃত হইল[২০]। তদীয় প্রচণ্ড নিশ্বাস পবন প্রবাহে ভূধর সকল যেন ছিন্নশিখর হইয়া ইতস্ততঃ বিচলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল[২১]। করস্থ করবাল তেজে সূর্য্যমণ্ডল যেন কল্পাগ্নিদগ্ধজগতের ধূমপটল দ্বারা শ্যামায়মান হইয়া গেল[২২]।

হে মহাবাহো রাম! বর্ণিতপ্রকার মূর্ত্তিধারী কাল সেই ক্রুদ্ধ মহামুনির অভিমুখীন হইয়া প্রলয়বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর নিঃস্বনে বলিতে লাগিলেন[২৩]। হে মুনে! লোকমর্য্যাদাভিজ্ঞ পূর্ব্বাপরদর্শী সজ্জনগণ হেতুসত্ত্বেও বিমোহিত হন না; কিন্তু আপনি বিনা কারণেই মুগ্ধ হইতেছেন[২৪]। অনন্ততপা এবং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ আমরা সেই পূর্ণ পরমাত্মার নিয়ম পালনে নিযুক্ত আছি। আপনি প্রোক্ত কারণে আমাদের সকলেরই পূজ্য। অন্য কোন কারণে অর্থাৎ শাপাদির ভয়ে আমরা আপনাকে পূজা করি না[২৫]। বোধ হয় আপনি বিমুগ্ধবুদ্ধি হইয়াছেন, সেই জন্য বলিতেছি, আপনি বৃথা তপঃক্ষয় করিবেন না। প্রলয় মহাগ্নিও আমাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং আপনি শাপদ্বারা আমার কি করিবেন[২৬]? আমি শত শত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াছি, কোটী কোটী রুদ্র উদরসাৎ করিয়াছি ও সহস্র সহস্র বিষ্ণু ভক্ষণ করিয়াছি। বল দেখি আমি কোন্ বিষয়ে অসমর্থ[২৭]? হে ব্রহ্মন্! আমরা ভক্ষক এবং তোমরা

আমার ভক্ষ্য। ইহাই নিয়তি অর্থাৎ স্বভাবের মর্য্যাদা। সুতরাং ইহা স্থির জানিবেন যে, আমরা ইচ্ছার বা রাগদ্বেষাদির বশ্য হইয়া কোন কিছু করি না[২৮]। হে ব্রহ্মন্! অগ্নি স্বয়ংই উর্দ্ধমুখে ধাবমান হয়, সলিল স্বয়ংই নিম্নগামী হয়, ভক্ষ্য স্বতঃই ভক্ষকের বশ্য হয় এবং অন্তক স্বতঃই জন্যপদার্থের অন্ত (বিনাশ) করেন[২৯]। হে মুনে! আমি যে আমার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, ইহা পরমাত্মারই রূপ। কেননা, পরমাত্মা আপনিই আপনাতে উক্ত প্রকারে বিরাজ করিতেছেন[৩০]। যাঁহারা নির্ম্মলজ্ঞানী, তাঁহারা দেখিতে পান, ইহ জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তা কেহ নাই এবং ভোক্তাও কেহ নাই। যাহাদের জ্ঞান রজস্তমে অভিভূত, তাহাদেরই দৃষ্টিতে কর্ত্তাও অনেক, এবং ভোক্তাও অনেক[৩১]। ইহা অবধারিত জানিবেন যে, কর্তৃতা ও ভোক্তৃতা উভয়ই অজ্ঞানের কল্পিত। ঐ সকল কল্পনা অতত্ত্বজ্ঞের, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞের ঐ সকল কল্পনা তিরোহিত[৩২]। পুষ্পনিকর তরুখণ্ডে ও ভূতগণ ভুবন মণ্ডলে স্বতঃ বা স্ব স্বভাবে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে[৩৩]। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন জলের প্রচলনে প্রচলিতপ্রায় দৃষ্ট হয় এবং তাহা যেমন সত্য মিথ্যার অতিরিক্ত অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য, সেইরূপ, কালের সৃষ্টিও সত্য মিথ্যার অতিরিক্ত অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য[৩৪]। যেমন সদোষ চক্ষুঃ রজ্জুতে সর্প সৃজন (দর্শন) করে, তেমনি, ভ্রমান্বিত মনঃই কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্বাদি সৃজন করে[৩৫]। এই যে আমি আপনার সমীপে আসিয়াছি, ইহাও তপস্বী দিগকে মান্য করিতে হয় বলিয়া, শাপ ভয়ে নহে। আমরা প্রতিভার বা অভিমানের বাধ্য নহি। আমরা কেবল নিয়মের বাধ্য[৩৬,৩৭]। প্রাজ্ঞগণও নিয়তির বশ্য হইয়া সর্ব্ব প্রকার ব্যবহার ও চেষ্টা নির্ব্বাহ করেন, অভিমানের বশ্য হইয়া নহে। অভিমান মহাতমঃস্বরূপ[৩৮]। পণ্ডিতগণ ঈশ্বরেচ্ছারূপ নিয়ম পালনার্থ কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া থাকেন। হে মুনিপ্রবর! তুমি সে নিয়ম, অজ্ঞান বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নষ্ট অর্থাৎ ভঙ্গ করিও না[৩৯]। তাদৃশী অজ্ঞানময়ী দৃষ্টিই বা কোথায়? এবং সাত্ত্বিক মহত্ত্ব ও ধীরত্বই কোথায়? ভাবিয়া দেখ, দেখিয়া প্রাজ্ঞজনোচিত প্রজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধের ন্যায় মুগ্ধ হইও না[৪০]। হে মুনে! তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কর্ম্মবিপাকজনিত অবস্থার বিচার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। বিচার না করিয়াই মূর্খের ন্যায় আমাকে অভিশপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছ[৪১]।

হে মহর্ষে! এই জগতে সকল দেহীরই শরীর দ্বিবিধ। তাহা কি তুমি জান না? তন্মধ্যে এক শরীর মনোময়[৪২]। উভয় দেহের মধ্যে এই যে জড় দেহ, ইহা সামান্য কারণে বিনষ্ট হয় এবং মনোময় দেহ নিয়ত ক্রোধাদির দ্বারা পীড়িত ও কদর্য্য হইয়া থাকে[৪৩]। হে সাধো! যেরূপ চতুর সারথির দ্বারা রথ পরিচালিত হয়, তদ্রূপ, মনঃদ্বারা এই দেহরথ পরিচালিত হইতেছে[৪৪]। শিশুগণ যেমন পঙ্কদ্বারা মিথ্যা পুরুষ (পুত্তলিকা) নির্ম্মাণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা আবার সেই পঙ্কে নিমগ্ন করে, পরে আবার অন্যবিধ দৃশ্য নির্ম্মাণ করে, মনঃও সেইরূপ, বিদ্যমান দেহ বিনাশ পূর্ব্বক দেহান্তর কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব, চিত্তই পুরুষ; অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা। তদ্দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহাই প্রকৃত কৃত: এই আমার স্থান, এই আমি আছি, এই আমার দেহ, এই আমার অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, এই আমার মস্তক, এ সমস্ত মনঃই বিধান ও অভিধান (প্রস্তুত ও উল্লেখ) করিয়া থাকে[৪৫।৪৭]। একমাত্র মনঃই জীব হইতে জীবান্তর নাম প্রাপ্ত হইয়া সেই জীবের অনুগামী হয়, পরে অহঙ্কারের বশ্য হইয়া অভিমান প্রযুক্ত স্বয়ং নানাত্ব প্রাপ্ত হয়[৪৮]। চিত্ত দেহবাসনার দ্বারা আপনার পার্থিব শরীর অবলোকন করে; কিন্তু যখন সেই চিত্ত অসত্যময়ী শরীরভাবনা পরিত্যাগ করিয়া সত্য পরব্রহ্ম অবলোকন করে, তখন তাহার পরমা শান্তি জন্মে। তখন তাহার উক্ত প্রকার কল্পনা-সামর্থ্যের বিশ্রাম হইয়া থাকে[৪৯।৫০]।

হে ব্রহ্মন্! তুমি সমাধিমগ্ন হইলে তোমার পুত্রের মনঃ স্বীয় মনো-রথমার্গে বিচরণ করতঃ দূরতর প্রদেশে গমন করিয়াছিল[৫১]। তোমার পুত্রের জীব প্রথমতঃ ঔশনস দেহ (যে শরীরে তিনি শুক্র নামে অভি-হিত হইতেন তাঁহার সেই স্থূল শরীর) ধ্যানের দ্বারা মন্দরপর্ব্বতকন্দরে পাতিত করিয়া নীড় হইতে সমুড্ডীন নভোবিহারী বিহগের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়াছিল[৫২]। তথায় তিনি বিশ্বাচী নাম্নী দেবসুন্দরীর সহিত মিলিত হইয়া কখন মনোহর মন্দারকুঞ্জে, কখন পারিজাত তলে, কখন নন্দনকাননে, কখন লোকপালগণের মনোহর পুরে বিহার করতঃ দ্বাত্রিং-শৎ যুগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন[৫৩।৫৪]। পরে ঐরূপ ঐপরন্ধ্রীত্র ভোগ দ্বারা পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তিনি সেই অপ্সরার সহিত নভোমণ্ডল হইতে কালপক্ক ফলের ন্যায় নিপতিত হইয়াছিলেন[৫৫।৫৬]।

তিনি সেই দেবদেহ আকাশে পরিত্যাগ করতঃ ভূতাকাশে, তৎপরে বসুধাতলে আগমন করতঃ, ক্রমে দশার্ণদেশে ব্রাহ্মণ, কোশল দেশের রাজা, মহাটবীতে ধীবর, ত্রিপথগাতীরে হংস, সূর্য্যবংশে নৃপ, পুণ্ড্রদেশে মহীপতি, শৌরশাম্বে মন্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, স্বর্গে শ্রীমান্ বিদ্যাধর, বসুধা মণ্ডলে মুনিকুমার, মদ্রদেশে মহীপাল, সমঙ্গানদীতটে বাসুদেবাখ্য ব্রাহ্মণ, বিনশনে ভূপাল, কীকটদেশে কিরাত, সৌবীর দেশে সামন্তরাজা, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, কিরাতদেশে বংশগুল্ম, চীনদেশে হরিণ, তালবৃক্ষে সরীসৃপ, তমালবৃক্ষে বনকুক্কুট প্রভৃতি বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন৫৭।৬৩। ঐরূপে তোমার সেই পুত্র বিবিধ প্রদেশে বিবিধ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ এক উৎকৃষ্টব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি একজন সুবিজ্ঞ মন্ত্রবিদ্যাবিদগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন, এবং বিদ্যাধর-পুরপ্রদায়িনী বিদ্যার অর্চ্চনা করতঃ নভোমণ্ডলে বিদ্যাধর হইলেন। হার, কেয়ূর ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে বিভূষিত, নায়িকাগণের আনন্দ-বর্দ্ধক, কন্দর্পের ন্যায় রূপসম্পন্ন, গন্ধর্ব্বপুরভূষণ ও বিদ্যাধরীগণের দয়িত হইয়া পুরুষমনোহারিনী সুন্দরী বিদ্যাধরীগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইতে লাগিলেন৬৪।৬৬। ক্রমে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে তদীয় সঙ্কল্পের সীমা পরি-সমাপ্ত হইলে প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহার শরীর পাবকে শলভের ন্যায় সেই কল্পান্তকালীন দ্বাদশাদিত্যের প্রচণ্ডকিরণে ভস্মীভূত হইল৬৭। তদীয় বাসনা তখন নীড়বিহীনা বিহগীর ন্যায় সেই জগ-ন্নির্ম্মাণরহিত বিস্তৃত নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল৬৮। তৎপরে ব্রহ্মার রজনী (কল্পকাল) অতিক্রান্ত হইলে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সমূহ বিরচিত এবং নানা সংসার সৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সেই বাসনা সেই আদিযুগে বসুধাতলে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইল৬৯।৭০।

হে মুনে! সম্প্রতি আপনার পুত্র পবিত্রতম বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি মতিমান্‌গণের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া সমস্ত শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়াছেন। হে মুনে! আপনার সেই পুত্র স্বীয় বিবিধ বাসনার অনুবৃত্তিদ্বারা ক্রমশঃ খদির ও করঞ্জ প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহের করালকোটরমধ্যে, বিবিধ প্রাণিগণের গর্ভসমূহে ও অশেষবিধ গহন কানন সমূহে ভ্রমণ ও স্বর্গে বিদ্যাধর দেহ ধারণ করতঃ আকল্প অবস্থান করিয়া এক্ষণে সমঙ্গানদীতটে তপস্যা করিতেছেন৭১।৭৩।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

কাল বলিলেন, অহে মুনিবর! আপনার পুত্র এক্ষণে জিতেন্দ্রিয়, জটাধারী ও অক্ষবলয়বিভূষিত হইয়া সেই তরঙ্গিণীর প্রবল কল্লোলধ্বনির দ্বারা শব্দায়মান ও সমীরণসম্পন্ন তীরে অবস্থান করতঃ অষ্টশত বর্ষ ব্যাপিয়া তপস্যা করিতেছেন। যদি আপনি দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সত্বর জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করুন, দেখিতে পাইবেন[১।৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সর্ব্বত্র সমব্যাপী সমদর্শী জগদীশ কাল ঐরূপ কহিলে, মুনিবর জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া পুত্রের চেষ্টিত-পরম্পরা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন[৪]। তাহাতে ক্ষণকালমধ্যে তদীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিদর্পণে স্বীয় পুত্রের বিবরণ সমস্ত প্রতিবিম্বিত হইল[৫]। পরে তিনি সমঙ্গাতট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই মন্দরসানুস্থিত স্বীয় কলেবরে প্রবিষ্ট হইলেন[৬]। অনন্তর তিনি সাতিশয় বিস্মিত ও পুত্রস্নেহে বিগলিত হইয়া কালকে অবলোকন করতঃ কহিতে লাগিলেন[৭], হে ভূত ভবিষ্যতের ঈশ্বর! হে ভগবন্! আমাদের চিত্ত রাগাদিদ্বারা মলিন, সে জন্য আমরা অল্পজ্ঞ। হে দেব! ভবাদৃশ পুরুষগণের বুদ্ধি মলশূন্য বলিয়া কালত্রয়দর্শিনী[৮]। এই জগৎস্থিতি অসত্যরূপিণী হইলেও নানাকার বিকার ধারণ করতঃ সত্যরূপে ভাসমানা হইয়া পণ্ডিত-গণেরও পরমার্থ বস্তুতে ভ্রম উৎপাদন করিতেছে[৯]। হে দেব! ইন্দ্রজাল সদৃশ মায়ামোহবিধায়ক মনোবৃত্তির প্রকৃত রূপ আপনিই অবগত আছেন। কেননা, সমস্তই আপনার অভ্যন্তরবর্ত্তী[১০]। হে ভগবন্! আমার পুত্রের মৃত্যু না থাকিলেও আমি উহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া "কাল আমার অক্ষীণ জীবিত পুত্রকে গ্রাস করিলেন" এইরূপ সম্ভ্রম সম্পন্ন হইয়াছিলাম। হে বিভো! এখন বুঝিলাম, কেবল নিয়তির প্রভাবেই আমার তাদৃশী ইচ্ছা সমুদিত হইয়াছিল[১১।১২]। আমরা সংসারগতির কিছুই অবগত নহি, সুতরাং বিপদে অমর্ষে ও সম্পদে হর্ষে অভিভূত হইয়া থাকি[১৩]। হে ভগবন্! অযুক্তকারীর প্রতি ক্রোধও যুক্তকারীর প্রতি প্রসন্নতাপ্রকাশ অবশ্য কর্ত্তব্য, এ নিয়ম এতৎসংসারে

চিরপ্রারূঢ় (অকাট্য নিয়মে স্থিত)[১৪]। হে জগদ্‌গুরো! যাবৎ জগদ্ভ্রম, তাবৎ উহা জীবের পক্ষে কার্য্য ও অপরিহার্য্য। ইহা কার্য্য তাহা অকার্য্য, ইহা ইষ্ট, তাহা অনিষ্ট, এ সকল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য বটে; পরন্তু জগদ্ভ্রমান্তর্গত ইষ্টানিষ্টসাধন কার্য্যকলাপ হেয় বোধে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর[১৫]। হে ভগবন্! আমি অবিবেক বশতঃ নিয়তির বিচার না করিয়াই আপনার প্রতি ক্রোধ করাতে স্বীয় অজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছি[১৬]। হে দেব! আপনি আজ্ আমার পুত্রের চেষ্টিত সমুদয় স্মরণ করাইয়া দিলেন বলিয়াই আমি আজ্ আমার পুত্রকে সমঙ্গা-নদীতটে দেখিতে সমর্থ হইয়াছি[১৭]। এই ভূমণ্ডলে জীবগণের আতি-বাহিক ও আধিভৌতিক শরীর বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে আতিবাহিক শরীর অর্থাৎ মনোময় শরীর সর্ব্বগামী এবং তাহাই এতৎ জগৎ দর্শন করিয়া থাকে[১৮]।

কাল বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্থূল শরীর শরীর নহে, মনঃই প্রকৃত শরীর, এ কথা যথার্থ। যদ্রূপ কুম্ভকার মানস কল্পনার পর ঘট নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনঃও সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে[১৯]। বালকগণ যেমন মোহ বশতঃ বেতাল দর্শন করে, তেমনি, মনঃও সঙ্কল্প দ্বারা অনাকারের আকার সৃজন করে, আবার সেই স্বসৃষ্ট বস্তুর বিনাশ কল্পনা করে[২০]। ভ্রম, স্বপ্ন, মিথ্যাজ্ঞান এবং সে সকলের বিষয়, ভাস-মান রজ্জুসর্প ও গন্ধর্ব্বনগরাদি, সমস্তই মানসী শক্তির অন্তর্ভূত অর্থাৎ একমাত্র মনেরই কল্পনায় ঐ সকল রমণীয় ও অরমণীয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে[২১]। হে মহামুনে! স্থূল দৃষ্টিতেই মনঃ ও শরীর এই দুই পৃথক্ বলিয়া প্রতীত ও অভিহিত হয়[২২]। কিন্তু হে মুনে! এই যে ত্রিজগৎ, ইহা কেবলমাত্র মনের মনন দ্বারা বিনির্ম্মিত। সুতরাং ইহা মনের মনন (মনোবৃত্তি) ভিন্ন অন্য কিছু নহে[২৩]। ভেদবাসনা সকল চিত্তদেহের অঙ্গীভূত। সুতরাং চিত্ত অজ্ঞানমূলক ভেদবাসনার দ্বারা (ভেদবাসনা= পূর্ব্বানুভূত বিভিন্ন বস্তুবিষয়ক সংস্কার) উত্তেজিত হওয়ায় এই নানাত্বভ্রম দ্বিচন্দ্রাদি ভ্রমের রীতিতে উপস্থিত হইয়াছে[২৪]। মনঃই ভেদবাসনার আবেশে ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দর্শন করে[২৫]। মনঃই "আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়" ইত্যাদিবিধ ভেদ ভাবনা করতঃ কল্পনাসমুত্থিত বিবিধ সংসার অবলম্বন করে[২৬]। হে সাধো!

যাহা মনন, অর্থাৎ যাহা মনের বৃত্তি, তাহা কৃত্রিম, ইহা জানিয়া তুমি তাহা পরিত্যাগ করিবে। করিলে যাহা অকৃত্রিম শান্ত ব্রহ্ম তাঁহার সারূপ্য লাভ করিবে[২৭]। কাল পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যেমন অতি বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও অন্যস্থানস্থিত জল জলত্বে সমান হইলেও সমুদ্রেই অসংখ্য তরঙ্গের ও কল্লোলাদির উদয় হয়, সেইরূপ, সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী মহামহিম পরমাত্মা-সমুদ্রে এই বিশ্বরূপ কল্পনা উদিত বা উত্থিত হইতেছে[২৮।২৯]। সেই ব্রহ্মই স্বস্বভাবে হ্রস্ব ভাবনায় (হ্রস্ব=ক্ষুদ্র। ভাবনা=মনের কল্পনা) ভাবিত হইয়া হ্রস্বতরঙ্গাকারে প্রকটিত হইতেছেন। দীর্ঘভাবনায় ভাবিত হইয়া দীর্ঘ তরঙ্গ প্রকাশ কবিতেছেন[৩০।৩১]। তিনি যেন রসাতল ভাবনায় ভাবিত ও পতন ভয়ে ভীত হইয়া তীরাভিমুখে যাইতেছেন এবং যেন তিনি দীর্ঘকাল ভোগযোগ্য জন্ম পাইয়াছি, এরূপ ভাবনায় ভাবিত হইয়া গিরিবপ্রের ন্যায় (বপ্র=প্রাচীরাকার ক্ষুদ্রপর্ব্বতশ্রেণী) রত্নাদিরশ্মিজালে পরিশোভিত হইতেছেন[৩২।৩৩]। তিনিই চন্দ্র হইয়া আপনার শৈত্যাদি অনুভব করিতেছেন এবং দাবাগ্নি হইয়া আপনার জ্বালাময় শরীর অনুভব করিতেছেন[৩৪]। তিনিই মহাড়ম্বরযুক্ত রাজ্য কল্পনা ও তদভিমানে কৃতকৃত্য হইতেছেন। আবার তিনিই দেহের ছেদ ভেদ দাহ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া রোরুদ্যমান হইতেছেন কিন্তু হে মহামুনে! সমুদ্রে যত প্রকার তরঙ্গ থাকুক, বা উঠুক, সমস্তই জলের অনতিরিক্ত[৩৫।৩৭]। অপিচ, যে সকল রূপের (আকারের) বর্ণনা করিলাম, সে সকলের কিছুই সৎ নহে। সেই সেই পদার্থ ও সেই সেই হ্রস্বদীর্ঘাদি গুণ সমস্তই অসৎ অর্থাৎ স্বরূপে অবিদ্যমান[৩৮]। ঐ তরঙ্গাদি জলাদিরূপের বৈকল্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩৯]। ইহা নষ্ট, তাহা অনষ্ট, ইহা জন্মিল, তাহা থাকিল, এ সকল, উক্তবিধ কল্লোলের পরস্পর মিলন (সমাবেশ) মাত্র অন্য কিছু নহে[৪০]। বস্তুতঃ ঐ সকল অম্বু অর্থাৎ জল ব্যতীত পদার্থান্তর নহে। কাল বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! তুমি সমুদ্রতরঙ্গের দৃষ্টান্তে ইহাই অবধারণ করিবে যে, অতি বিস্তৃত অর্থাৎ পূর্ণ ব্যাপী শুদ্ধ স্বচ্ছ নিরাময় স্ফাররূপ আদ্যন্তবর্জ্জিত ও সর্ব্বশক্তি চিদ্বপুঃ ব্রহ্মে এ সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানের তিরোধান বশে পৃথক্ প্রতীত হইতেছে, পরন্তু ঐ সকলের কিছুই বাস্তব পৃথক্ নহে। সমস্তই ব্রহ্ম[৪১।৪২]। তাঁহার যে নিজশরীরস্থিত বিচিত্রাকার ও চঞ্চল-

স্বভাব নানা শক্তি, সেই শক্তিই এই নানা ভাবোদয়ের কারণ[৪৩]। যেমন জলের তরঙ্গ জলেরই বৃংহণ, তেমনি, ব্রহ্মের বিশ্বাকার বিবর্ত্তন ব্রহ্মেরই বৃংহণ অর্থাৎ বিবর্ত্তবৃদ্ধিভাব। ব্রহ্মই স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি কল্পিত রূপ দ্বারা স্বয়ং বিবর্ত্তিত হইতেছেন[৪৪]। অতএব, যাহা বলিলাম, তদ-তিরিক্তা জগন্নাম্নী কল্পনা নাই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে অল্প মাত্রও ভেদ বিদ্যমান নাই[৪৫]। শ্রুতিও বলিয়াছেন, এই দৃশ্য বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম। এই যে জগৎ, ইহা কেবল ব্রহ্মই। কাল পুন-র্ব্বার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি ইহাই পরিভাবিত করিবে যে, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই। তুমি ব্রহ্মকেই চিন্তা কর, আর সব পরিত্যাগ কর[৪৬]। অর্থাৎ দৃশ্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি করা আবশ্যক। যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একরূপা নিয়তি, তাহা ব্রহ্মরূপিণী। সেই ব্রহ্মরূপিণী মূল শক্তি নানারূপিনী হইয়া পদার্থসমূহে অবস্থান করিতেছে। আত্মস্বরূপভূত বাসনারূপিনী নিয়তি জড় ও অজড় উভয়কেই গ্রহণ করে, পরন্তু চিত্ত অবশেষে চিন্ময় পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়[৪৭।৪৮]।

হে নিষ্পাপ ব্রহ্মন্! স্পন্দনশীল পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় ব্রহ্মের নানা রূপ প্রকাশমান রহিয়াছে[৪৯]। সেই পরমাত্মাই নানা আকার পরিগ্রহ করতঃ আপনার দ্বারা আপনাতে নানাপ্রকারে বিহার করিতেছেন। যেমন বিচিত্র বীচিমালা সলিলব্যতিরিক্ত নহে, সেইরূপ, এ সমস্ত কল্পনা সেই বিশেশব্যতিরিক্ত নহে[৫০।৫১]। যেরূপ শাখা, পুষ্প, ফল, লতা ও কোর-কাদি, সমস্তই একমাত্র বীজে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ, সর্ব্বপ্রকার শক্তি সেই পরব্রহ্মেই বিদ্যমান রহিয়াছে[৫২]। যদ্রূপ উগ্র আতপে বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, সেই দেবেশে বিচিত্রা সদসন্ময়ী বিচিত্রা শক্তি বিদ্যমান দেখা যায়[৫৩]। যেরূপ পয়োদ হইতে বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রধনু সমুদিত হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে শক্তি সমুদায় প্রকটিত হয়[৫৪]। যেমন উর্ণনাভ হইতে তন্তু ও পুরুষ হইতে কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ, সেই অজড় পরব্রহ্ম হইতে তদীয় ভাবনামূলক বিবিধ অজড় ও জড় বস্তুর আবির্ভাব হয়[৫৫]। হে ব্রহ্মন্! মঙ্গলময় পরমাত্মাই আত্মজ্ঞান ভাবনায় ভাবিত হইয়া কোশকার কৃমির ন্যায় জগৎ কোশ বিস্তার করিয়াছেন[৫৬]। পরন্তু, যদ্রূপ মত্ত হস্তী ত্বরায় আলান হইতে বিমুক্ত হয়, তদ্রূপ, তিনিও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় পূর্ণস্বরূপতা ভাবনায় দ্বারা এই সংসার হইতে বিমুক্ত

হইয়া থাকেন[৫৭,৫৮]। আত্মা স্বয়ং যখন যে প্রকার ভাবনা করেন, তখনই তাঁহার তদুপযোগিনী মহতী শক্তি উদ্রিক্ত হইয়া তাঁহাকে সেইরূপে প্রকটিত করে। যেমন প্রাবৃটকালের মহতী মিহিকা (কুয়াশার ন্যায় বৃষ্টি) সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি, তাঁহার ভাবনাও ক্ষণকাল মধ্যে ভাবনীয় বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়[৫৯,৬০]। তাঁহার যখন যে শক্তি উদিত হয় তৎক্ষণাৎ তিনি তদ্রূপী হন[৬১]।

হে ব্রহ্মন্! ঈশ্বরের আবার মুক্তি কি? আত্মারই বা বন্ধন কি? আমি জানি না যে, লোকপ্রবাদসিদ্ধ বন্ধ মোক্ষ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল! (অর্থাৎ বন্ধ মোক্ষ উভয়ই অজ্ঞপরিকল্পিত)[৬২]। বস্তুতঃ বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। আমি দেখিতেছি, সমস্তই তন্ময় (ব্রহ্মময়)। অহো! জগৎ কি অদ্ভুত মায়ায় বিরচিত। অহো কি ব্যতিক্রম! অনিত্য নিত্যকে সদা গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। (অনিত্য=অবিদ্যা। তদ্দ্বারা নিত্য ব্রহ্মের গ্রাস অর্থাৎ আচ্ছাদন)[৬৩]। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, ব্রহ্ম যেক্ষণে চিত্তকল্পনা (মনের সৃষ্টি) করেন, সেই ক্ষণেই তিনি কোশকার কীটের ন্যায় চিত্ত কর্ত্তৃক কবলিত (আচ্ছাদিত) হন[৬৪]। তখন তাঁহা হইতে মনের শক্তিসমুদয় শরীর সম্পন্ন হইয়া কোটী কোটী রূপ ধারণ করে[৬৫]। সেই সমুদয় কল্পিতরূপবতী শক্তি সেই ব্রহ্মে জাত ও সংস্থিত হইলেও চন্দ্রে মরীচির (মরীচি=জ্যোৎস্না) ন্যায় ও সমুদ্রে বীচিমালার ন্যায় পৃথক্‌রূপে পরিদৃশ্যমান হয়[৬৬]। সেই চিদ্রূপজলপরিপূর্ণ অতিবিস্তৃত পরমাত্মরূপ সমুদ্রের সেই সমুদয় শক্তির কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ রুদ্র, কেহ ইন্দ্র, কেহ যম, কেহ চন্দ্র, কেহ সূর্য্য, কেহ কুবের আকারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন উক্ত ব্রহ্মসমুদ্রের এক একটী ক্ষুদ্র লহরী। ব্রহ্মসমুৎপন্ন ক্ষুদ্র লহরীর মধ্যে অন্যান্য লহরী দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সুর, অসুর, নর, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, অহি, গো, অজ, মশক, অজগর প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে কেহ হনন করিতেছে, কেহ অনুষ্ঠান রত আছে, এবং কেহ বা তুষ্ণীম্ভাবে আছে। উহাদের চেষ্টাও অতি চপল অপিচ, কেহ উর্দ্ধে উৎপতিত, কেহ অধঃ নিপতিত, কেহ পরিবল্গিত (ধাবমান) হইতেছে দেখা যায়। কাহার আকার স্থির, কাহার আকার স্থায়ী এবং কেহ বা উৎপন্নপ্রধ্বংসী। সকলেই ব্রহ্মমহাসমুদ্রের বুদ্বুদ

স্থানীয়[৬৭।৬৯]। কোন কোন লহরী অতি চপল। তাহারা বানর, মৃগ, গৃধ্র ও জম্বুক প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে[৭০]। অন্যান্য লহরীর মধ্যে কেহ কেহ এই সংসারস্বপ্নসম্ভ্রমে সুদীর্ঘ জীবিতা, কেহ অত্যল্পজীবিত্ব, কেহ বৃহদ্দেহিতা, কেহ ক্ষুদ্রশরীরত্ব এবং কেহ বা স্বীয় চিরজীবিত্ব বিধায়ক ভাবনাপরায়ণ। তদ্ভিন্ন কেহ দৃঢ় বিকল্পনার দ্বারা বিনাশশীল, কেহ জগতের স্থিরত্বকল্পনায় নিরত, কেহ দৈন্যাদি দোষ সমূহের বশীভূত এবং কেহ কেহ "আমি কৃশ, দুঃখী, আমি অল্পজীবী ও মূঢ়" এই-রূপ ভাবনার দ্বারা দুঃখপরম্পরার বশীভূত হইয়া প্রস্ফুরিত হইতেছে। কেহ কেহ স্থাবরত্ব ও কেহ কেহ জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ভূতলে অনেক শত কল্প অবস্থান করিতেছে এবং কেহ কেহ বা ইন্দুর (চন্দ্রের) ন্যায় জ্ঞানামৃতে পরিপূর্ণ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! মনন-নামধারিণী চিৎসম্বিদ্ এই প্রকারে সেই ব্রহ্মরূপ অর্ণব হইতে বিলোলা লহরীর অনুরূপে সমুদিত হইয়া প্রস্ফুরিত হয়[৭১।৭৫]।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।
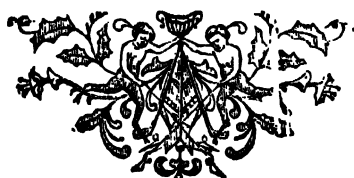
দ্বাদশ সর্গ।

—)(*)(—

কাল বলিলেন, হে মুনিবর! সুর, অসুর ও নর, ইত্যাদি আকারের সম্বিদ ব্রহ্মসমুদ্রের সহিত অভিন্ন। যাহা সম্বিদের ভেদক তাহা মিথ্যা। অর্থাৎ প্রতীয়মান প্রপঞ্চ অসত্য, কেবল একমাত্র মূল প্রতীতিই সত্য[১]। হে ব্রহ্মন্! জীবগণ শুদ্ধব্রহ্ম স্বভাব হইয়াও মিথ্যা বিভাবনের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে অর্থাৎ আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছে: তাই তাহারা "আমরা ব্রহ্ম নহি" অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করতঃ অধোগত হইতেছে[২]। তাহারা ব্রহ্মার্ণবে অবস্থিত থাকিলেও ব্রহ্মব্যতিরিক্ততা চিন্তা করতঃ (অহং এই মিথ্যা পরিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবিত হইয়া) ভীষণ ভবভূমিতে বিমোহিত হইতেছে[৩]। এই যে বিষয়োপলক্ষিত সংবিৎ (জ্ঞান), এ সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসংবিৎ-ই মননের (অহং দেহী, এইরূপ মনোবৃত্তির) দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া জীবকর্ম্ম সমূহের বীজ হইয়াছে। পরন্তু তাহা স্বভাবতঃ অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাতীত। অথবা নির্ব্বিকার ও নিস্ক্রিয়[৪]। হে মুনিবর! এই যে, অন্তঃস্থ সঙ্কল্পের উদ্রেক, ইহাই কর্ম্মপ্রচয়রূপ করঞ্জের বীজ[৫]। এই যে, প্রস্তরসদৃশ জড় শরীরশ্রেণী, এ সমুদায়ই চলন, বিচলন, সঞ্চলন, রোদন ও হাস্যাদিরূপ ক্রিয়ায় সমন্বিত। (তদুপলক্ষিত চেতন ব্রহ্ম ঐ সকল ক্রিয়ায় নির্লিপ্ত)[৬]। পবন যেমন স্বসংস্পৃষ্ট পদার্থকে পরিচালিত করে, স্পন্দিত করে, সেইরূপ, ব্রহ্মচৈতন্যই আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত তুচ্ছ শরীর পংক্তিকে উল্লাসিত, বিলাপিত, পরিম্লান ও বিহসিত করিতেছে[৭]। ঐ সকল শরীরী দিগের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত পরিশুদ্ধ। যেমন হরি হর প্রভৃতি। কেহ কেহ অল্প বিমোহিত। যেমন নর, নাগ ও অমরগণ[৮]। কেহ কেহ অত্যন্ত বিমোহিত। যেমন তরু ও তৃণাদি। কেহ কেহ অজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ় হইয়া কৃমিকীটাদি ভাব প্রাপ্ত[৯]। কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে তৃণবৎ উহ্যমান হইতেছে, তীর প্রাপ্ত হইতেছে না। যেমন উরগ ও নগ প্রভৃতি। কেহ কেহ শাস্ত্রাদি অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিতামাত্র জ্ঞাত হইয়া তদভিমুখীন হইতে না হইতেই কৃতান্ত ও বিঘ্নকারী দুরদৃষ্টরূপ মূষিক তাহাদিগের অবলম্বনীভূত

যোগ ভূমিকার মূল নষ্ট (ছেদন) করিয়া দিতেছে[১০,১১]। কেহ কেহ সেই ব্রহ্মতত্বরূপ মহাম্বুধির অন্তরে প্রবৃষ্ট হইয়া সশরীরে ব্রহ্মস্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা হরি হর ব্রহ্মাদি[১২]। কেহ কেহ অল্পমোহপ্রযুক্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রের মধ্যে অপ্রাপ্তপার অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে[১৩]। কোন কোন ভূত (প্রাণী বা জীব) কোটী কোটী জন্ম উপভোগ করিয়াও পুনর্ব্বার জন্মৌঘসহস্র ভোগ করিবার নিমিত্ত রাগাদির দ্বারা অন্ধপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছে[১৪]। কেহ উর্দ্ধ হইতে অধোভাগে, কেহ বা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর প্রদেশে, এবং কেহ বা অধঃ হইতে অধস্তন স্থানে (অতি নীচ যোনিতে) গমন করিতেছে। হে মহামুনে! সুখদুঃখের আকর স্বরূপ এবম্বিধ অক্ষয় সংসার বিষ কেবল স্বকীয় ব্রাহ্ম ভাবের (অহং ব্রহ্ম, এই জ্ঞানের) বিস্মরণপ্রযুক্তই সমুদ্ভূত হইয়াছে বটে, পরন্তু এ বিষের ব্যাঘাত বা বিনাশ কেবলমাত্র এক গরুড়স্থানীয় পরব্রহ্মের স্মরণ দ্বারা সুসম্পন্ন হয়[১৫,১৬]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ

(*)-

কাল বলিলেন, মুনিবর! সাগরে উর্ম্মিমালার ন্যায় ও বসন্তকালে মাধবীলতায় পল্লবাদির ন্যায় অবস্থিত এই সমস্ত ভূতজাতির মধ্যে যাঁহারা মনোমোহ জয় করিতে সমর্থ হন, তাহারাই জীবন্মুক্ত হইয়া পরিভ্রমণ করেন, অবশিষ্ট নর অজ্ঞতাবিধায় কাষ্ঠ কুড্যাদির সহিত সমান থাকেন। যাহাদের মোহ অল্পীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, তাহারাই তত্ত্ব বিচারের অধীন হয়। (সাধন চতুষ্টয়=নিত্যানিত্য বিবেক, ফলভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি গুণ ও মোক্ষেচ্ছা) বিচারশাস্ত্র কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতুল্য অজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী, উভয়ের জন্য নহে[১।৩], অল্প অজ্ঞ দিগের জন্যই বিচার শাস্ত্রের উদয়। অজ্ঞ অবোধ দিগের উদ্ধারার্থ অর্থাৎ তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানার্থ আত্মজ্ঞজনগণ কর্ত্তৃক যে সকল শাস্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্র অদ্যাপি ইহ জগতে প্রচার প্রাপ্ত রহিয়াছে[৪]। যে সমস্ত জীবের আশয় (অন্তঃকরণ) পরিশুদ্ধ ও দুষ্কৃতসমূহ ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাদেরই নির্ম্মল বুদ্ধি শাস্ত্রসমূহে প্রবর্ত্তিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়[৫]। সূর্য্য যেমন নভোভ্রমণ দ্বারা তিমির বিনাশ করেন, তাহার ন্যায় শাস্ত্রও স্বপ্রচার দ্বারা জীবগণের মনোমোহ বিদূরিত করেন। যাহারা তাহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রাদির দ্বারা মনোমোহ তিরোহিত করিতে না পারে, তাহাদের মন ক্ষীণ হয় না, অধিকন্তু তাহাদের মন নীহারপটলীর দ্বারা দিগন্ত প্রচ্ছাদনের ন্যায় মোহে সমাচ্ছন্ন হয়, হইয়া বেতালের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে[৬।৭]। হে মুনে! মনঃই সমস্ত ভূতজাতির সুখদুঃখভোগী শরীর। এই যে, মাংসময় দেহ, ইহা সুখদুঃখাদিভোগের আধার নহে[৮]। সেইজন্য বলিতেছি, এই ভূতপঞ্চকের বিকার মাংসাস্থিসংঘাত স্থূল দেহকে তুমি মনের কল্পনা বলিয়া জানিবে[৯]। হে মুনে! তোমার পুত্র মনোরূপ দেহ দ্বারা যাহা কল্পনা করিয়াছে তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে; সে বিষয়ে আমরা অল্পমাত্রও অপরাধী নহি[১০]। যে স্বীয় প্রবল বাসনায় যাহা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়; ইতর ব্যক্তির তাহাতে অল্পমাত্রও

হয়, এমন ভুবনেশ কে আছে যে, তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ[১২]। নরকভোগ ও জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই মনের সৃষ্টি। মন অত্যল্প বিচলিত হইলেই দুঃখপ্রদ হয়[১৩]।

হে ভগবন্! এক্ষণে আগমন করুন, আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। আপনার তনয় যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন আমরা সেই স্থানে গমন করি[১৪]। আপনার পুত্র শুক্র প্রথমে চিত্তশরীরদ্বারা স্বর্গাদি উপভোগ করিয়া চন্দ্ররশ্মি যোগে ক্রমে এই ভূতলে মানব হইয়া, এক্ষণে সমঙ্গানদীতীরে তপস্যা করিতেছেন[১৫]। অনন্তর ভগবান্ কাল হাস্য করিতে করিতে ঐরূপ কহিয়া ইন্দুসন্নিভ ভৃগুকে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ভৃগুও "অহো! নিয়তির ব্যবস্থা অতি বিচিত্র" এইরূপ বলিতে বলিতে উদয়াচলে রবির ন্যায় উত্থিত হইলেন[১৬-১৮]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অতঃপর সেই তমালপরিশোভিত মন্দর পর্ব্বতে সেই তেজোনিধিদ্বয় যুগপৎ সমুত্থিত হইয়া সজলদ অম্বরে যুগপৎ সমুদিত পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ঐরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে দিবাবসান হইল। ভগবান্ সহস্রকিরণ যেন সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থই অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সভ্যগণ পরস্পর অভিবাদন করতঃ সায়ন্তন কার্য্য করণার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং নিশাবসানে পুনঃ সূর্য্যোদয় হইলে পুনর্ব্বার সেই সভায় সকলে সমবেত হইলেন[১৯।২০]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! অনন্তর মহাদ্যুতি কাল ও ভৃগু উভয়ে সেই মন্দরাচল হইতে সমঙ্গাতটে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শৈলতট হইতে অবরোহণ করতঃ অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তাহার কোন স্থলে নভশ্চরগণ হেমলতাজালজড়িত কুঞ্জ মধ্যে নিদ্রিত রহিয়াছে[১,২]। কোন স্থলে তাহারা লতাবলয়দোলায় দোলক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের বিলোলনয়নের কটাক্ষনিক্ষেপ যেন নীলোৎপল বিকীরণের অনুকার করিতেছে[৩]। কোন স্থলে ত্রিজগদ্দর্শন সমর্থ সিদ্ধগণ উত্তুঙ্গ শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া উৎসাহ সহকারে তপোঽনুষ্ঠান করিতেছেন[৪]। কোন স্থলে বৃহৎকায় গজযূথপতিগণ অজস্রনিপতিত ধারাসারসদৃশ পুষ্পরাশিতে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব তালবৃক্ষসদৃশ সমুন্নত শুণ্ডসমুদয় উত্তোলন করিতেছে[৫]। কোথাও বা পুষ্পপরাগে অরুণবর্ণ হস্তিগণ মদোন্মত্ত ও নিদ্রাবিহীন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। কোন স্থলে চঞ্চল চমরমৃগগণ পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের চারু চামর হইয়া অবস্থান করিতেছে। কোন স্থলে অজস্রনিপতিত পুষ্প নিকরমধ্যে কিন্নরগণ অবস্থান করিতেছে। কোন স্থলে অসংখ্য খর্জ্জূর তরু অসংখ্য ঋজু শাখা সকল বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে। উৎকট ভ্রমণকারী পাটলবর্ণ বিকৃতবদন বানরেরা ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি খর্জ্জূরাদি ফল নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাতে নিকটস্থ কীচক (কীচক=বাঁশ) শ্রেণীরাও যেন ফলধারী হইয়াছে[৬,৯]। কোন স্থানে দেখিলেন, অমরনারীগণ সিদ্ধগণের (সিদ্ধ=দেবযোনি বিশেষ) সহিত কুসুম ক্রীড়া করিতেছে[১০]। সেই হিমশৈলের কোন কোন তটপ্রদেশ এত নির্জ্জন যে সে সকল স্থানের সহিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মন তুলিত হইতে পারে। কোন কোন স্থানে সরিৎসমূহ যেন সাগররূপ কান্তসমীপ গমনে উৎকণ্ঠিত হইয়া কুন্দমন্দার প্রভৃতি পুষ্পনিকররূপ রঞ্জিত বসন পরিধান ও বাসন্তীপুষ্পরাজিরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতেছে[১১]। কোন স্থানে পুষ্পভার দ্বারা

নমিতাঙ্গ ও পবনকম্পিত বৃক্ষগণ যেন বসন্ত সমাগমে মত্তপ্রায় হইয়া মধুকররূপ নয়ন সমুদয় বিঘূর্ণিত করিতেছে[১২]।

হে রাঘব! তাঁহারা শৈলরাজ হিমালয়ের ঈদৃশী মনোহর শ্রী দর্শন করিতে করিতে শীঘ্রই পুরপত্তনমণ্ডিতা বসুমতীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে সেই লোলতরঙ্গিণী সর্ব্বপ্রকার পুষ্পপাদপে বিভূষিতা সমঙ্গা নদীর তটপ্রদেশে উপনীত হইলেন[১৩।১৪]। অনন্তর মহর্ষি ভৃগু সেই সমঙ্গাতটে উপনীত হইয়া স্বীয় পুত্রকে অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পুত্র দেহান্তর প্রাপ্ত, অন্য ভাবাক্রান্ত, অন্যরূপসম্পন্ন, শান্তেন্দ্রিয় ও সমাধিস্থ। কবিগণ ইহাকে দেখিলে বর্ণনা করিতে অর্থাৎ এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করিতে পারেন যে, তিনি যেন স্থিরচিত্তে অনাদিসংসারের দীর্ঘ পরিশ্রমের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এবং শ্রান্ত হইয়া অবশেষে শ্রম বিনাশের নিমিত্ত চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতেছেন[১৫।১৬]। চিরভুক্ত হর্ষশোকপ্রবাহযুক্ত সংসারজলধি হইতে চিরনির্ম্মুক্ত হইয়া এক্ষণে তাহারই অনন্ত গতি চিন্তা করিতে করিতে নিশ্চল হইয়াছেন। অনাদি কাল হইতে অনন্ত জগদম্ভোনিধির আবর্ত্ত বিবর্ত্তনে পরিভ্রামিত হইয়া এক্ষণে তাহা হইতে চিরমুক্তি লাভ করতঃ শান্তিরূপ মহাশৈল অবলম্বন প্রাপ্ত হওয়ায় পরম সুখে সেই নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট রহিয়াছেন[১৭]। চক্র যেমন অতি ভ্রমণের পর ভ্রমণরহিত ও নিশ্চল হয়, তিনিও যেন সংসার চক্রে অতি ভ্রমণের পর প্রশান্ত, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, সুতরাং শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব বর্জ্জিত হইয়াছেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনে নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিয়া এক্ষণে যেন লোকগতির প্রতি উপহাস প্রয়োগ করিতেছেন। অপিচ, তিনি যেন অখিল প্রবৃত্তি সমূহ পরিজ্ঞাত ও অশেষ ফলরাজির ভোক্তা হইয়া এক্ষণে কল্পনাজালবিবর্জ্জিত, পরমপদাশ্রিত, অনন্ত পরমাত্মায় বিশ্রান্ত, সুতরাং হেয়োপাদেয়সঙ্কল্পবিহীন, প্রবুদ্ধমতি ও সুধীর হইয়াছেন। ভৃগু আপনার পুত্রকে এক্ষণে উক্তবিধ দেখিলেন[১৮।২৩]।

অনন্তর কাল ভৃগুকে তাদৃশ ভাবাপন্ন তদীয় পুত্রকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া অব্ধিগম্ভীর নিঃস্বনে কহিলেন, ঋষে! এই তোমার পুত্র[২৪]। পরে ভগবান্ কাল "ইনি প্রবুদ্ধ হউন" এইরূপ কহিলে, সমাধিনিমগ্ন ভার্গব কালের সেই ঘনগম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বর্ষাসমাগমে শিখণ্ডীর

ন্যায় ক্রমে ক্রমে প্রবুদ্ধ হইলেন[২৫]। এবং চক্ষুরুন্মীলন করিবা মাত্র সম্মুখে যুগপৎ সমুদিত সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় সেই কাল ও ভৃগুকে দেখিতে পাইলেন[২৬]।

অনন্তর ভার্গব সেই তীরভূমিস্থিত কদম্বতলপ্রদেশ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমকান্তি ও হরিহরের ন্যায় সমাগত বিপ্রদ্বয়কে প্রণাম করিলেন[২৭]। পরে তাঁহারা পরস্পর সময়োচিত সমালাপ অন্তে মেরু-পৃষ্ঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ন্যায় তত্রস্থ কোন এক উচ্চ শিলাতলে উপবেশন করিলেন[২৮]।

হে রামচন্দ্র! তৎপরে সেই দ্বিজ (শুক্র) সমঙ্গাতটে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সমাগত কাল ও ভৃগু উভয়কে অমৃতময় বাক্যে কহিলেন[২৯], হে দেবদ্বয়! আমি একসঙ্গে সমাগত হিমাংশুর ও উষ্ণকিরণের ন্যায় আপনাদিগকে দর্শন করিয়া অদ্য পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলাম[৩০]। আমার যে মোহ শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্যা ও উপাসনার দ্বারা বিনষ্ট হয় নাই, সেই মোহ আজ্ আপনাদিগের দর্শনে সম্পূর্ণরূপে সংক্ষীণ হইল[৩১]। মহৎগণের নির্ম্মল দৃষ্টি জনগণের অন্তরে প্রবেশ করতঃ যাদৃশ সুখোৎপাদন করে, নির্ম্মল অমৃতবৃষ্টিও তাদৃশ হর্ষোৎপাদনে সমর্থ হয় না[৩২]। যেমন সমুদিত চন্দ্রসূর্য্যের কিরণে নভোমণ্ডল পবিত্র হয়, তেমনি আজ্ আপনাদিগের চরণস্পর্শে এই প্রদেশ অতীব পবিত্র হইয়াছে। হে দেবদ্বয়! এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, পবিত্রকারী ও ভূরিতেজস্বী আপনারা কে[৩৩]?

হে রঘুনাথ! ভার্গব এইরূপ কহিলে, ভগবান্ ভৃগু সেই পূর্ব্বপুত্র-উশনাকে পুত্র সম্বোধনে বলিলেন, পুত্র! তুমি এখন অজ্ঞানী নহ, প্রবুদ্ধ হইয়াছ। অতএব আপনাকে স্মরণ কর[৩৪]। আত্মস্মরণদ্বারা সমস্তই পরিজ্ঞাত হইবে। অনন্তর ভার্গব ভৃগুকর্তৃক ঐরূপে প্রবোধিত হইয়া কিয়ৎকালের জন্য ধ্যানোন্মীলিতনেত্র হইলেন। অনন্তর তন্মুহূর্ত্তেই তিনি আপনার সমুদায় জন্মান্তরদশা স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তিনি বিস্ময়প্রযুক্ত, ক্ষণকাল বিকশিত-বদন ও আনন্দমনা হইয়া পরে বিতর্কমন্থর-বাক্যে বক্ষ্যমাণ বচনপরম্পরা বলিতে লাগিলেন[৩৫।৩৬]।

"পরমাত্মব্যবস্থিত নিয়তির উদয় হউক। যাহার দ্বারা এই জগচ্চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং যাহার শক্তি, সামর্থ্য ও নিয়মাদি সর্ব্বথা সর্ব্ব-

জনের অবিদিত, সেই নিয়তিরূপ ব্রহ্মের জয় হউক[৩৭]। অহো! আমি অদ্য কল্পান্ত সৃজনের ন্যায় মদীয় অতীত অনন্ত অবিদিত জন্মান্তর ও দশাফল সকল বিদিত হইলাম[৩৮]। অহো! ইতিপূর্ব্বে আমি কত শত কঠিন সংরম্ভ (ক্রোধ ও উদ্যোগ প্রভৃতি) যুক্ত রাজা, রাজপুরুষ, ও উপার্জ্জনভ্রান্তি দর্শন করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি লোকসম্পর্ক শূন্য সুমেরুস্থ দেবভূমিতে বিহার করিয়াছি[৩৯]। অহো! আমি পারিজাতপরিমল যুক্ত মন্দাকিনী জল পান করিয়াছি, তাহার কহ্লার পরিশোভিত তটে ক্রীড়া করিয়াছি,[৪০] মন্দরকুঞ্জে, সুমেরুশিখরে ও কল্পপাদপতলে পরিভ্রমণ করিয়াছি[৪১]। অধিক কি বলিব, এমন কিছুই নাই, যাহা মৎকর্ত্তৃক ভুক্ত, কৃত বা দৃষ্ট হয় নাই[৪২]। এক্ষণে আমি যাহা জ্ঞাতব্য তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছি, যাহা দ্রষ্টব্য তাহা দর্শন করিয়াছি, শ্রান্ত ছিলাম, এক্ষণে চিরবিশ্রান্ত হইয়াছি। আমার সমুদায় ভ্রম বিগলিত হইয়াছে[৪৩]। অতএব হে পিতঃ! এখন চলুন, আমরা সেই মন্দরাচলসংস্থিত মদীয় শুষ্কবনলতাসদৃশ পরিত্যক্ত দেহ দর্শন করিব[৪৪]। আমার বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত কিছুই নাই; তথাপি আমি নিয়তির রচনা পরম্পরা সন্দর্শনের নিমিত্ত বিহার এবং একাত্মবুদ্ধির দ্বারা শুভাবহ ও আর্য্যগণসেবিত বস্তুর অনুস্মরণ করিব। আর আমি পূর্ব্ববৎ মূঢ় থাকিব না, সুতরাং আমার পূর্ব্বতন মতি সম্যক্ সমাগত হইলেও তদ্দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হইবে না[৪৫।৪৬]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সেই তত্ত্বজ্ঞ ত্রয় উক্ত প্রকারে জগতের গতি বিচার করিতে করিতে সমঙ্গাতট হইতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১]; নভোভাগ আক্রমণ করতঃ অম্বুদ মধ্যস্থ ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া সিদ্ধগণের পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন[২]। ঐরূপে আকাশ পথে গমন করতঃ অবিলম্বে সেই মন্দরাচল কন্দরে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন, সেই পর্ব্বতের অধিত্যকায় ভার্গবের সেই পূর্ব্বজন্মোদ্ভূত দেহ গলিত পর্ণের ন্যায় শুষ্ক ও খণ্ডীভূত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে[৩]।

তখন ভার্গব তদীয় সেই পরিত্যক্ত দেহকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া মহর্ষি ভৃগুকে বলিতে লাগিলেন, হে তাত! আপনি যাহাকে বিবিধ-সুখসেবা ভোগ্যের দ্বারা অতিযত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন, দেখুন, এই সেই দেহ শুষ্ক ও সংক্ষীণ হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে[৪]। ধাত্রী (যে সন্তান প্রতিপালন করে, সে ধাত্রী নামে অভিহিত হয়) স্নেহের বশীভূত হইয়া যাহার সমস্ত প্রত্যঙ্গে (প্রত্যঙ্গ=হস্ত পদাদি) কর্পূর ও অগুরু চন্দনাদি অনুক্ষণ বিলেপন করিত, দেখুন, এই সেই দেহ বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত রহিয়াছে[৫]। আপনি যাহার নিমিত্ত মন্দার কুসুম আহরণ করিয়া সুখস্পর্শ সমীরণসঞ্চার ভূমিতে সুশীতল শয্যা রচনা করিতেন, দেখুন, এই সেই দেহ ধরাতলে কি বিকৃত আকারে নিপতিত রহিয়াছে[৬]। সুরসুন্দরীরা এই শরীরকেই যত্ন সহকারে লালন করিত। দেখুন, দেখুন, আমার এই সেই দেহ সরীসৃপগণ কর্ত্তৃক ছিদ্রীকৃত হইয়া ধরাতলে শায়িত রহিয়াছে। হে পিতঃ! যাহা অনুক্ষণ নন্দনোদ্যানে বিলাস করিত, এক্ষণে মদীয় সেই শরীর শুষ্ককঙ্কালতা প্রাপ্ত হইয়াছে দৃষ্ট করুন[৭।৮]। সুরাঙ্গনাগণের অঙ্গসংসর্গার্থ যাহার অবয়বীভূত চিত্তসমুদ্রে উত্তুঙ্গ কামতরঙ্গ উচ্ছলিত হইত, মদীয় সেই দেহ অদ্য সমস্ত চিত্তবৃত্তি রহিত হইয়া শুষ্ক হইতেছে[৯]। হা শরীর! তুমি সেই সমস্ত বিলাস, সেই সমস্ত দশা ও সেই সমস্ত ভাবাদি পরিত্যাগ করিয়া এ কি অভূতপূর্ব্ব প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছ? হা মদীয় দুর্ভাগ্যময় দেহ!

তুমি এক্ষণে শবনামধারী শুষ্ক কঙ্কাল মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া আমাকেও বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছ[১০।১১]। হা ধিক্! আমি, যে দেহে অবস্থিত থাকিয়া নানা বিলাস পরম্পরায় বিহার করিয়াছি, সেই দেহ আজ্ কঙ্কালতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে দেখিতেও ভীত হইতেছি[১২]। অহো! আমার যে দেহের বক্ষঃপ্রদেশে তারাজালসদৃশ মনোহর হারাবলী বিন্যস্ত থাকিত, সেই দেহকে আজ্ পিপীলিকাগণ বাসভূমি করিয়া লইয়াছে[১৩]। বরাঙ্গনাগণ যাহার গলিতকাঞ্চনসদৃশ কান্তি দেখিয়া কামভোগাভিলাষিণী হইত, সেই দেহ আজ্ ভীষণদর্শন কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইয়াছে[১৪]। পিতঃ! দেখুন, দেখুন, বনস্থিত মৃগেরা আমার এই বিকট দর্শন, তাপসংশুষ্ক, বিকৃতবদন ও কঙ্কালময় দেহ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে[১৫]। পিতঃ! দেখুন, দেখুন, আমার শবকঙ্কাল দেহের উদরবিবরে প্রবিষ্ট সূর্য্যকিরণ প্রকাশ দ্বারা কেমন শোভমান হইতেছে। আহা! উহা যেন বিবেকের শোভা[১৬]। অহো! আমার এই শুষ্ক তনু উত্তুঙ্গ শিলাতলে সংস্থিত থাকিয়া যেন সজ্জনদিগকে বৈরাগ্যোপদেশ করিতেছে[১৭]। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির লোভ হইতে বিমুক্ত হইয়া যেন নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করতঃই গিরিতটে শুষ্ক হইতেছে[১৮]। চিত্তরূপ পিশাচ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই যেন এখন এ, সুখে অবস্থিতি করিতেছে। এখন এ দৈবোৎপাদিত বিপদ্ সমূহে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত নহে[১৯]। অহো! চিত্তবেতাল সংশান্ত হওয়ায় মদীয় তনু যাদৃশ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, ত্রৈলোক্যের আধিপত্যও তদ্রূপ আনন্দ প্রদানে সমর্থ নহে[২০]। হে তাত! দেখুন, আমার এই দেহ এখন বিগতসন্দেহ, গতকৌতুক ও কল্পনাজাল পরিত্যাগী হইয়া বনমধ্যে কেমন সুখে শয়ন করিয়া আছে[২১]। হে পিতঃ! চিত্তরূপ মর্কট কর্ত্তৃক শরীররূপ বৃক্ষ অনুক্ষণ আলোড়িত হইয়া সময়ে সময়ে এরূপ বেগে বিচলিত হয় যে তদ্দ্বারা উহা ছিন্ন মূল হইয়া যায়। অর্থাৎ চিত্তই শরীরকে বিবেকাদির অনধিকারী করিয়া তত্রস্থ জীবকে স্থাবরাদি যোনিতে সম্পাতিত করে[২২]। হে পিতঃ! আরও দেখুন, আমার দেহ এক্ষণে চিত্তরূপ অনর্থ হইতে বিমুক্ত হওয়ায় এই ভীষণ পর্ব্বতে সিংহের, জলদের ও গজাদির ভীষণ গর্জ্জনেও ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না অধিকন্তু যেন পরমানন্দস্বরূপে অবস্থান করি-

তেছে[২৩]। হে তাত! আমি দেখিতেছি, জন্তুদিগের সম্বন্ধে অচিত্ততা রূপ শরদাগমন ব্যতীত সর্ব্বদিক্‌ব্যাপিনী মোহরূপা মিহিকার উপশমের অন্ত উপায় নাই[২৪]। অচিত্ততাই শ্রেয়ঃ, অন্য শ্রেয় নাই। যে সমস্ত জনগণ শান্তধী ও বিমনস্কতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই স্ব স্ব মহা বুদ্ধির দ্বারা পরম সুখ সম্ভোগের অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব, হে তাত! আমি আজ্ সৌভাগ্য বশতঃই অদ্য এই বনে মদীয় মনোরহিত, সর্ব্বদুঃখদশা হইতে বিমুক্ত সুতরাং বিগতজ্বর দেহকে দেখিতে পাইলাম[২৫,২৬]।

রাম বলিলেন, ভগবন্! ভার্গব ভৃগুজাত দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ বিবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অপিচ, ভৃগুর উৎপাদিত শরীর বহু পূর্ব্বে পরিত্যক্ত সুতরাং বিস্মৃতির অধিকারে লুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু বহু কাল পরে আজ্ পুনঃ সেই কঙ্কালাবশিষ্ট শরীর দেখিয়া তৎপ্রতি তাঁহার অতিশয়িত স্নেহ ও তদর্থে পরিদেবনা উৎপন্ন হইল, ইহার কারণ কি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[২৭,২৮]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। পূর্ব্বকল্পে এই শুক্রজীবের জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুদায় তদীয় উৎক্রমণ কালে ভৃগূৎপদ্য শরীরাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তৎক্রমে এই ঔশনস দেহ জন্মে যে ক্রমে বা প্রকারে এই শুক্রদেহ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়ে ইনি পরম পদে (মায়া সম্বলিত ঈশ্বরে বিলীন) অবস্থিত ছিলেন, পরে কল্পান্ত কাল আগতে আকাশাদি ভাবে ক্রমিক অবস্থান এবং তৎপরে শাস্ত্রোক্ত ক্রমে শস্যাদি গত হইয়া ভৃগুর হৃদয়ে প্রবেশ ও রেতোভাব প্রাপ্ত হইয়া তদ্ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করতঃ এই শুক্রশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২৯,৩১]। * সেই শরীর ব্রাহ্মণোচিত দশবিধ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া কালক্রমে শুষ্ককঙ্কালরূপে পরিণত হইয়াছে। শত শত শরীর পরিগ্রহ করিলেও শুক্র এই শরীরকে প্রবল প্রাক্তনের ফলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই কারণে এই শরীরের প্রতি শুক্রের মমতাধিক্য আবির্ভূত হইয়াছিল[৩২,৩৩]। যদিও শুক্র শরীরধারণে অনিচ্ছুক ও বীতরাগী, তথাপি, স্বীয় প্রবল প্রাক্তনের বাধ্য হইয়া

* যে ক্রমে শুক্রশরীর উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং যে কারণে শুক্র ভৃগূৎপদ্য শরীরের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াছিলেন, সে ক্রম ও সে কারণ অতঃপরই টীকার আকারে বর্ণন করিব।

প্রাক্তন শরীরের নিমিত্ত অনুশোচনা করিতেছিলেন। কারণ এই যে, কেহই প্রাক্তন অতিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে[৩৪]। * দেহ ধারণের স্বভাব এই যে, যত দিন ভোগ থাকে, তত দিন কেহই তাহার অতিবর্ত্তন করিতে পারে না। জ্ঞানীর দেহই হউক, আর অজ্ঞানীর দেহই হউক, তাহা ব্যবহারী অংশে সমান। প্রভেদ এই যে, জ্ঞানীর দেহ অনাসক্তি পূর্ব্বক এবং অজ্ঞানীর দেহ আসক্তি পূর্ব্বক ব্যবহৃত হয়[৩৫]। সেইজন্য, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, ইহারা লৌকিক ব্যবহারে সমান বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ের মধ্যে দেহের ব্যবহার সমান বটে; পরন্তু উক্ত উভয়ের বাসনা সমান নহে। বাসনা সমান নহে বলিয়াই বন্ধ মোক্ষের ব্যবস্থা স্থির থাকে। মূর্খদিগের বাসনা থাকে, সেইজন্য তাহারা বদ্ধ, এবং পণ্ডিতেরা বাসনা বিহীন হয়, সেই কারণে তাহারা মুক্ত[৩৬।৩৭]। যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ ধীর ব্যক্তিরাও অপ্রবুদ্ধের ন্যায় আপনাদিগকে দুঃখে দুঃখীর এবং সুখে সুখীর ন্যায় অন্যের জ্ঞানগম্য করান[৩৮]। মহাত্মারা দৃশ্য ব্যবহার বিষয়ে ঐরূপ, পরন্তু তত্ত্ব বিষয়ে ঐরূপ নহেন। অর্থাৎ তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা স্থির, অজ্ঞদিগের ন্যায় অস্থির

---

* এক্ষণে যাহাকে শুক্র বলা হইল, এই জীব পূর্ব্ব কল্পে যে সকল সৎকর্ম্ম (উপাসনাদি) করিয়াছিলেন, সে সকল সৎ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল গ্রহপদ প্রাপ্তি। সেইজন্য শুক্র নব গ্রহের মধ্যে অন্যতম। পূর্ব্বকল্পে এই শুক্র, পূর্ব্বকল্পে যে শরীরে গ্রহাধিকার প্রাপক তপস্যাদি করিয়াছিলেন, সে শরীর নাশের সময় অর্থাৎ মরণ কালে সেই সকল তপস্যা জনিত শুভাদৃষ্ট বাসনাকারে তদীয় কর্ম্মাশয়ে আবিষ্ট হইয়াছিল, পরন্তু তাহারই অব্যবহিত পরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হওয়ায় ঐ কর্ম্মাশয় কার্য্যকারী হইতে পারে নাই। পরে পুনঃ সৃষ্ট্যারম্ভ হইলে ঐ জীব ক্রমিক আকাশাদি ভাব প্রাপ্তির পর পৃথিবীতে শস্য ভাব, তৎপরে ভৃগুর খাদ্য হইয়া তদীয় শরীরে প্রবেশ, তৎপরে তাহার রেতঃ হইয়া তদীয় ভার্য্যার উদরে প্রবেশ করতঃ ঐ শরীর লাভ করেন। শুক্র শরীর লাভ করিয়া কতিপয় কর্ম্ম ভোগ করিলেন বটে; পরন্তু মধ্যে কর্ম্মান্তরের ফল ভোগ হওয়ায় (অর্থাৎ অপ্সরালাভাদি ফলের কাল উপস্থিত হওয়ায়) গ্রহাধিপত্যজনক কর্ম্মের ফল অবরুদ্ধ থাকিল। এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই প্রাক্তনবাসনারব্ধ শরীর সন্দর্শনে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগার্থে শুক্রের তৎ শরীরের প্রতি স্নেহের উদয় হইল। শুক্র যদি ঐ শরীরের জন্য পরিদেবনা না করিতেন তাহা হইলে গ্রহাধিকার ভোগের নিয়তি ব্যর্থ হইত। নিয়তির নিয়ম অব্যর্থ বিধায় এবং আধিকারিক ফল অপরিহার্য্য বলিয়া শুক্রের প্রাক্তন শরীরের প্রতি পুনঃ মমতা উপস্থিত হইয়াছিল।

নহেন[৩৯]। যেমন সূর্য্য স্বতঃ স্থির; পরন্তু তাহার প্রতিবিম্ব অস্থির, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞ জীব স্বতঃ স্থির; পরন্তু ব্যবহার বিষয়ে অস্থির[৪০]। জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বস্তুতঃ স্বস্থস্বভাব (অচঞ্চল) হইলেও অস্বস্থের (চঞ্চলের) ন্যায় দৃষ্ট হন। সেইরূপ ব্যবহারকারী জ্ঞানীরা অজ্ঞানীর ন্যায় দৃষ্ট হন[৪১]। ফলত, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিলেও বিমুক্ত। কিন্তু যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ আছেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত থাকিলেও বদ্ধ[৪২]। প্রকাশে তেজের ন্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়েই সুখ, দুঃখ, মোক্ষ ও বন্ধাদি বিদ্যমান আছে[৪৩]। অতএব, হে মহাবাহো! তুমি অন্তরে নির্মল, বাসনাবিহীন ও শান্ত থাকিয়া বহিঃস্থিত লোকাচারের অনুষ্ঠান করিবে[৪৪]। দেহ থাকুক, তাহাতে ক্ষতি কি হইবে? তুমি সর্ব্বপ্রকার এষণা (অভিলাষ) বর্জন করিয়া নিষ্কাম বুদ্ধি অবলম্বনে বাহ্যিক কর্ম্ম সমূহের সম্পাদন কর[৪৫]। বিবিধ আধিব্যাধি-রূপ আবর্ত্তযুক্ত সংসারহ্রদে ও মমতারূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত হইও না[৪৬]। হে কমললোচন! তুমি দৃশ্য বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিও না এবং দৃশ্য বস্তুও যেন তোমাতে অবস্থিতি না করে। তুমি স্বীয় অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ বোধ উদিত করিয়া সুস্থির হও এবং সেই অমলস্বভাব সর্ব্বাত্মা পরম শান্ত অজ বিশ্বপতিকে ভাবনা করতঃ সুখী হও[৪৭।৪৮]।

মহাত্মন্! যদি তুমি মোহান্ধকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুভবদ্বারা সকল বাসনার নিবর্ত্তক অবিদ্যাশূন্য অমলপদ প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা হইলেই আমাদিগের বন্দনীয় হইবে[৪৯]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! অনন্তর ভগবান্ কাল একচিত্ত হইয়া শুক্রের সেই সমস্ত আক্ষেপ যুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গম্ভীরনিঃস্বনে কহিলেন, ভার্গব! তুমি সমঙ্গাতীরস্থিত এই তাপসী তনু (দেহ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্থিবের নগর প্রবেশের ন্যায় তোমার পরিত্যক্ত এই তনুতে প্রবৃষ্ট হও[১।২]। এবং এই শরীরে তপশ্চরণ করতঃ যথাকালে অসুরগণের গুরুত্ব কার্য্য করিবে[৩]। পরে যখন মহাকল্পান্তকাল সমাগত হইবে তখন তুমি এই ভার্গবী তনু পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে আর তোমার শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হইবে না[৪]। তুমি এই প্রাক্তন শরীরেই জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করতঃ মহাসুরেন্দ্রগণের গুরুত্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। হে মহামতে! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, আমরা অভিমত প্রদেশে গমন করি। অর্থাৎ আমরা পরম প্রেমাস্পদ আত্মভাবাবস্থায় গমন করি[৫।৬]।

ভগবান্ কাল ঐরূপ কহিয়া তেজের সহিত সূর্য্যের অস্তাচলে অদৃশ্য হওয়ার ন্যায় সাশ্রুলোচন ভৃগু ও ভার্গবের সাক্ষাতে অন্তর্হিত হইলেন[৭]। অতঃপর মহামতি শুক্র নিয়তি (কালনির্ব্বন্ধ) পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সেই সংশুষ্ক তনুতে প্রবেশ করিলেন। শুষ্ক তরুকে পুষ্পিত করিবার জন্য বসন্ত ঋতুর বন প্রবেশের ন্যায় শুক্র সেই বহুকাল পরিশুষ্ক প্রাক্তন যুবা শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন[৮।৯]। তৎক্ষণাৎ সেই সমঙ্গাতীরবাসী বাসুদেবনামধারী ব্রাহ্মণ শরীর বিবর্ণ ও বিকৃতাঙ্গ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূল লতার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল[১০]। মহামুনি ভৃগু মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কমণ্ডলুজল দ্বারা সেই প্রবিষ্টজীব পুত্র শরীরের শান্তিবিধান করিলে, উহাতে নাড়ী সকল সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত ও প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেমন বর্ষার [illegible] নদীর জল [illegible] পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ, জীবের প্রবেশে সেই [illegible] পরিপুষ্ট হইল। যেমন জলাশয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তদঙ্গে শৈবালাদি অঙ্কুরিত হয় সেইরূপ সেই শুষ্ক শরীরে তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলি নখ ও কেশাদি উৎপন্ন

হইতে লাগিল। এবং অচিরাৎ সেই শরীর সর্ব্বাঙ্গীন শোভায় বিরাজিত হইল[১১।১৩]। এতক্ষণ পরে তাঁহার শরীরে যথাযথ প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করিতে লাগিল (শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল।) অতঃপর তিনি গাত্র উত্থাপিত করিলেন এবং পবিত্রাকৃতি পিতার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন[১৪,১৫]। তাঁহার পিতাও জলদ যেমন অদ্রিতটকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ, স্নেহভরে শুক্রের সেই শরীর আলিঙ্গন করিলেন[১৬]। মহামতি ভৃগু শুক্রের সেই প্রাক্তন শরীর তাদৃশ সুষমান্বিত দর্শন করিয়া হাস্য সহকারে বলিলেন, এই শরীর আমা হইতেই জাত হইয়াছিল[১৭]। অতঃপর সূর্য্য যেমন নিশাবসানে পদ্মাকর সহ শোভমান হন, সেইরূপ, সেই এই পিতাপুত্রদ্বয় পরস্পর শোভা পাইতে লাগিলেন। ভৃগু "এই আমার পুত্র" এবং শুক্র "ইনি আমার পিতা" এই ভাবে ভাবিত হইয়া পরস্পর সুখী হইলেন[১৮।১৯]। যেমন চক্রবাক দম্পতি দীর্ঘকাল বিরহের পর সম্মীলিত হইয়া আনন্দিত হয়, ময়ূর দম্পতি যেমন বর্ষাগমে আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ এই পিতা পুত্র উভয়ে পরস্পর স্নেহপ্রণয়াদিভরে আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন[২০]। অনন্তর তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল তথায় অবস্থিতি করতঃ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমঙ্গাতীরবাসী বাসুদেবাখ্য দ্বিজদেহ ভস্মসাৎ করিলেন। পরে সেই মহামতিদ্বয় কিছুকাল কাননে ভ্রমণ করিয়া আকাশে শশিভাস্করের ন্যায় তথায় অবস্থিতি করতঃ স্থিরপ্রকৃতি ও জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালক্রমে শুক্র অসুরগুরুপদে ও গ্রহত্ব পদে অভিষিক্ত হইলেন[২১।২৩]।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

—)(•)(—

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ভৃগুপুত্রের (শুক্রের) এই অনুভূতির আভাস অর্থাৎ মনোরাজ্য যেরূপ সফল হইয়াছিল, অন্য কোন ব্যক্তির আভাস (চিন্তা বা মনোরাজ্য) সেরূপ সফল হয় না কেন? বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ! শুক্রের চরমজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্ম ও উপাসনাদির দ্বারা তদীয় পূর্ব্বকল্পের সমস্ত দোষের ক্ষয় হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান কল্পে তাঁহার সেই দেহ পরমাত্মা হইতে প্রথম সমুৎপন্ন হওয়াতে জন্মান্তরের অর্থাৎ অন্য জন্মের কলঙ্ক অপনীত সুতরাং শুদ্ধসত্ব হইয়াছিল[১।২]। সর্ব্বপ্রকার এষণা (অভিলাষ) উপশম প্রাপ্ত হইলে যে কেবলমাত্র শুদ্ধচিন্ততা বিদ্যমান থাকে, পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তদুপলক্ষিত চৈতন্যকে নির্ম্মলা চিৎ নামে উল্লেখ করেন[৩]। তৎকালের নির্ম্মলসত্বময় মন যখন যাহা ভাবনা করেন তখনই তাঁহার সম্বন্ধে তাহা আবির্ভূত হয়। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত—যেমন জলের আবর্ত্ত। জলই আবর্ত্তরূপে সমুদিত হইয়া থাকে[৪]। * শুক্রের ঐ সমস্ত বিভ্রমজাল যেমন স্বয়ং

---

* এ অনুবাদে রামের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠের প্রত্যুত্তর বিস্পষ্ট হয় নাই। শ্লোকস্থ শব্দ বজায় রাখিয়া অনুবাদ করিলে প্রায়ই অবিস্পষ্ট হয়, সেজন্য নীচে এক একটী তাৎপর্য্যবোধক নোট বিন্যস্ত করা আবশ্যক হয়। আবশ্যক বিধায় রাম প্রশ্নের ও বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরের তাৎপর্য্য টীকানুযায়ী কথার সঙ্কলন করা গেল। রামপ্রশ্নের অভিপ্রেতার্থ এই যে যেমন শুক্রের মনোরাজ্য সফল হইয়াছিল, অন্যের মনোরাজ্য (মনোরথ) সেরূপ সফল না হয় কেন? বশিষ্ঠপ্রত্যুত্তরের তাৎপর্য্য এই যে, মানসী চিন্তা সফল হওয়ার দুই প্রকার কারণ আছে। অর্থাৎ দুই প্রকার কারণে জীবের সঙ্কল্প সফল হইয়া থাকে। এক সত্যসঙ্কল্পতাজনক চিত্তশুদ্ধি, দ্বিতীয়—মরণ কালে প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বক্ষণে ভাবী ভোগপ্রদ ধর্ম্মাধর্ম্মের উদ্বোধ বা উদয়। প্রাণ বিয়োগের পূর্ব্বক্ষণে যেরূপ মনোবৃত্তি দৃঢ়তর রূপে উদয় হইবে, প্রাণ বিয়োগের পর সেইরূপ দেহাদি ও ভোগাদি হইবে, ইহা নিয়তির অব্যভিচরিত নিয়ম। এই দুই কারণের মধ্যে প্রথমোক্ত কারণে শুক্রের মনোরথ সফল হইয়াছিল। অর্থাৎ শুক্র সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া জন্মিয়া ছিলেন, তাই তাঁহার সঙ্কল্প সফল হইয়াছিল। পূর্ব্বকল্পে শুক্রের যে চরম জন্ম

প্রোথিত (উদয়প্রাপ্ত) হইয়াছিল, প্রত্যেক জীবেরই ঐরূপ বিভ্রম, পূর্ব্ব-সংস্কারপ্রবাহে উৎপন্ন হইয়া থাকে[৫]। যেমন বীজে অঙ্কুর ও পত্রাদি স্বতঃ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, প্রত্যেক ভূতগণে দ্বৈতভ্রম স্বতঃই সমুদিত হইয়া থাকে[৬]। কথিত প্রকারে সমুদিত এই জগৎ দৃশ্যমান হইলেও মিথ্যা। ইহা বাস্তবতঃ উদয় বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না। মায়িক ব্যামোহের ন্যায় ইহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণে প্রতিভাত হইতেছে[৭,৮]। হে মহামতে! যেমন এক জীবের সম্বন্ধে এই সংসারখণ্ড প্রতিভাসিত হইতেছে, অন্যান্য জীবের পক্ষেও এইরূপ বহু সহস্র অলীক সংসার প্রতিভাসিত হইয়া থাকে[৯]। যেমন একের স্বপ্ন ও একের সঙ্কল্প অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ, একের সংসারভ্রম অন্যের অনুভূতিগম্য হয় না। তাহার প্রধান কারণ জ্ঞানবিহীনতা। জ্ঞানবিহীনতা কারণে আকাশে সঙ্কল্পনগর সমূহের ন্যায় এই সমস্ত মিথ্যা নগর দৃষ্টিগোচর হইতেছে[১০,১১]। এই সংসারে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ প্রভৃতি যে কিছু প্রাণী—সমস্তই স্ব স্ব সঙ্কল্পে সুখদুঃখময় দেহধারী হইয়া বিরাজ করিতেছে[১২]। হে রঘুনাথ! আমরাও সঙ্কল্পাত্মক মিথ্যা দেহ ধারণ করিতেছি। এবং মিথ্যায় সত্যতা ভাবনা করিয়া থাকি। অন্যের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে সমর্থ। রস যেমন বসন্তকাল আগতে গুল্মাদিরূপে সমুদিত হয়, তেমনি, সংসার প্রবাহ ও তদন্তঃস্থ বিশ্বনিচয় সমস্তই ঐ প্রকারে সমুদিত হয় সুতরাং মিথ্যা[১৩,১৪]। ব্রহ্মই এই সমুদায় জীব-জগতের আকারে উদিত রহিয়াছেন। প্রথম মায়িক সঙ্কল্পই যে, জগতের আকারে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা তত্ত্বজ্ঞানে প্রকাশ পায়[১৫]। আপনারই স্বভাব অর্থাৎ অনাদি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানের উদরবর্ত্তী চিত্তই জগৎ ভাবে ভাবিত হইয়া জগৎ দর্শন করিতেছে ও অধোগামী হইতেছে[১৭]।

হইয়াছিল, সেই জন্মে তিনি প্রভূত তপস্যাদি করিয়া চিত্তদোষ ক্ষয় করিয়াছিলেন। এতজ্জন্মেও তিনি আধিকারিক হইয়া বিধাতার সঙ্কল্পে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেন। অপিচ তাহার উক্ত শরীর ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত অর্থাৎ নির্দ্দোষ হইয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি বশতঃ তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা নাম্নী সিদ্ধি সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার উক্তবিধ মনোরথ সকল হইয়াছিল। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী হন, তাঁহারাও রাগাদি দোষ বর্জ্জিত হওয়ায় সত্যসঙ্কল্প হন। যাহাদের চিত্ত উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয় না, রাগাদি দোষে কলুষিত থাকে, তাহারা সত্যসঙ্কল্পতা লাভে বঞ্চিত থাকে।

প্রতিভাস কারণেই জগতের অস্তিতা, পরন্তু বস্তু দৃষ্টিতে ইহার নাস্তিতাই স্থিরীকৃত হয়। এই দীর্ঘস্বপ্নরূপ জগজ্জাল চিত্তরূপ দন্তীর আলান (বন্ধন স্থান)[১৮]। বস্তুতঃ চিৎসত্তাই জগৎসত্তা এবং জগৎসত্তাই চিৎ। উভয়ের মধ্যে সত্যবিচার দ্বারা একের অভাব প্রকটিত হইলে উভয়েরই অভাব খাটী হয় পরন্তু তৎকালে সত্তাই বিরাজিত থাকে[১৯]। যেমন পরিমার্জ্জন দ্বারা মণির শুক্লতা জন্মে, তেমনি, সংশাস্ত্র ও উপাসনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা চিত্ত সংশোধিত হয়। চিত্ত সংশোধিত হইলে তাহাতে সত্যেরই প্রতিভা প্রতিফলিত হয়[২০]। চিত্ত দীর্ঘকাল একাগ্রাভ্যাস দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই শুদ্ধ চিত্তের সম্বন্ধে সত্যপ্রতিভাই উদিত হয়[২১]। যেমন মলিন বস্ত্রে শোভন বর্ণ স্থিতি লাভ করে না, তেমনি, মলিন আত্মায় অর্থাৎ চিত্তে অদ্বৈত জ্ঞান স্থিতি লাভ করে না[২২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! শুক্রচিত্তস্থ জগৎ প্রতিভাসাত্মক অর্থাৎ কেবল কল্পনাময়। কিরূপে তাহাতে কাল, ক্রিয়া ও তাহার ক্রম, এ সকলের উদয়াস্ত সত্যস্বরূপে উদিত হইয়াছিল? * বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ! শুক্র ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে পিতার নিকট যেরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তজ্জনিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল ভ্রমজ্ঞান উপার্জ্জন ও তদীয় বাক্য শ্রবণের দ্বারা যে সকল অনুভব বা মানসী আলোচনা করিয়াছিলেন এবং যাদৃশ উৎপত্তি বিনাশাদি ক্রম সমন্বিত সেই সেই বিষয় শাস্ত্রতঃ অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার চিত্তে ময়ূরাণ্ডে ময়ূরের অবস্থিতির ন্যায় সে সকল সংস্কাররূপে স্থিতি লাভ করিয়াছিল। যে সকল সংস্কার তদীয় স্বভাবকোশে অর্থাৎ চিদধিষ্ঠিত সজীব অবিদ্যায় আবদ্ধ ছিল, পরে সেই সকল সংস্কার ক্রমে বীজ হইতে অঙ্কুর, পত্র, শাখা, কাণ্ড, পুষ্প, ফল প্রভৃতির ন্যায় সমুদিত হইয়াছিল[২৩।২৪]। জীব যে প্রকার বাসনায় বাসিত (আবদ্ধ) হয়, অন্তরে সেই সেই রূপই সন্দর্শন করে। এ বিষয়ে স্বপ্রকল্পিত স্বাপ্ন

---

* রামচন্দ্রের জিজ্ঞাস্য এই যে, জগৎভ্রম বাসনানুযায়ী। বাসনা ও সংস্কার, সমান কথা। শুক্রের স্বর্গ ও অপ্সরাদি সম্ভোগের বাসনা বা সংস্কার কোথা হইতে ও কি প্রকারে জন্ম লাভ করিল? তিনি ত পূর্ব্বে কখন ঐ সকল ভোগ বা অনুভব করেন নাই?

শরীরই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যদি তুমি এইরূপ মনে কর যে, শুক্রের ঐ সংসার স্বপ্ন নহে; প্রত্যুত সত্য; তদুত্তর এই যে, কেবল শুক্রের জগৎ কেন? এই দৃশ্যমান সমুদায় জগৎ-ই দীর্ঘস্বপ্ন[২৬]। হে রামচন্দ্র! যেমন নরগণ দিবসে সৈন্যবাসনাবিশিষ্ট হইয়া রাত্রিকালে স্বপ্নে সেই সমস্ত সৈন্য সন্দর্শন করে, সেইরূপ, প্রত্যেক জীব আপনাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার দ্বারা এই সমস্ত সংসার সন্দর্শন করিতেছে[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, গুরো! বুঝিলাম, সংসার মনঃকল্পনাসমুথ, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না যে, সংসার পরম্পরার মধ্যে পরস্পর ঐক্য আছে কি নাই। অর্থাৎ কাহার সহিত কাহার সংবাদীতা বা মিল আছে কি নাই। এক্ষণে এই বিষয়টী আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিয়া মদীয় সন্দেহ অপনয়ন করুন[২৮]। * বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অর্থকোবিদ! মলিন মন কখন শুদ্ধ মনের সহিত সংমিলিত হইতে পারে না। কেননা, মলিন মন অবীর্য্য বা শক্তিহীন অর্থাৎ শুদ্ধ মনের সহিত মিলিতে অসমর্থ। পরন্তু সেই মন যদি সমাধিজ্ঞানাভ্যাস প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধ হয় তাহা হইলে তখন সন্তপ্ত লৌহখণ্ডের সহিত সন্তপ্ত লৌহের ন্যায় পরস্পর একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধচিত্তই শুদ্ধচিত্তের সহিত মিলিত হয়। যেমন একরূপ জল একরূপ জলে অর্থাৎ পরিষ্কৃত জল পরিষ্কৃত জলে মিশ্রিত বা একতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধচিত্তে একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্তের শুদ্ধি কি? বাসনা শূন্যতাই তাহার শুদ্ধি এবং অভূতসম্বেদনই তাহার একত্ব। (অভূতসম্বেদন=ভৌতিক জ্ঞানের পরিমার্জ্জন বশতঃ

* অব্যবহিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যেমন সৈন্যস্থ মনুষ্যেরা দিবসে সৈন্য বাসনা বিশিষ্ট হইয়া রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় সকলেই স্ব স্ব বাসনা কল্পিত নানা সৈন্য দর্শন করে ও সকলেই এক বা অভিন্ন মনে করে। এই কথায় রামের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্য স্বপ্নদ্রষ্টাই দেখে, অন্যে তাহা দেখিতে পায় না। অতএব, দৃশ্য সমূহ যদি স্বপ্নবৎ কল্পিত হয় তাহা হইলে, গুরুদিগের শিষ্য উদ্ধারের প্রবৃত্তি ও শাস্ত্র প্রণয়নাদি, এ সকল স্বপ্নকৃত পরোপকারের ন্যায় মিথ্যা বা বিফল বলিতে হয়। সুতরাং উপদেশ সকল শিষ্যে অনুক্রান্ত না হওয়ায় তাহার মোক্ষের আশা সুদূর পরাহত। শুকও স্বগুরুর উপদেশ উক্ত কারণে লাভ করেন নাই বলিতে হয়। সুতরাং কথিত প্রকার কল্পনা অন্ধপরম্পরার ন্যায় স্থূল ও মূলবিনাশক।

চৈতন্যগত ঐক্য অর্থাৎ যেমন ঘটাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে তদুপহিত আকাশ এক হয় তাহার ন্যায়)। জনগণ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা প্রবুদ্ধ হন, হইয়া অবিলম্বে পরমাত্মসম্পন্ন হন[২৯।৩১]। *

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* ইহার দ্বারা রাম প্রশ্নের এই প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল যে, শাস্ত্রোপদেষ্টা গুরুদিগের চিত্ত সবীর্য্য অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন; এবং শিষ্যদিগের চিত্ত অবীর্য্য অর্থাৎ শক্তিহীন। গুরু-দিগের চিত্ত পরিমার্জ্জিত ও শিষ্যদিগের চিত্ত অমার্জ্জিত। যেমন কোন দেবতা স্বকীয় বীর্য্যবান্ চিত্তের দ্বারা পরকীয় স্বপ্নে প্রবেশ করতঃ বা আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে বর দানাদির দ্বারা অনুগৃহীত করেন তাহার ন্যায় গুরুরাও স্বকীয় বীর্য্যে (ক্ষমতায়) শিষ্য-মনঃকল্পিত জগতের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

অষ্টাদশ সর্গ

—(১)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, শ্রবণ কর। সকল জীবেরই স্ব স্ব কল্পিত সংসার পরস্পর পৃথক প্রায়। তন্মধ্যে যে সকল প্রভেদ উক্ত হইল সে সমস্তই স্থূল জীবের (দেহধারী জীবের) মূল স্বরূপ পরমাত্মার প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১]। প্রতিভাস অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়া। কারণ এই যে, প্রত্যেক জীবেরই সুষুপ্তির পর যে দ্বৈত ব্যবহারের প্রবৃত্তি এবং স্বপ্নে ও জাগ্রতে যে বন নদ্যাদি দৃষ্টি বিষয়ের প্রবৃত্তি অথবা সে সকল হইতে নিবৃত্তি, সে সমস্তই সেই চিদেকরস সর্ব্বব্যাপিনী পরমা সত্তার অধীন যে সকল জীব প্রবৃত্তিভাগী তাহারা সকলেই চিৎশক্তি অবলম্বনে অর্থ দর্শী, অন্য কিছুর দ্বারা নহে। এই প্রত্যক্ষ (অনুভব) প্রমাণে তুমি ইহাই বিদিত হইবে যে, স্ব স্ব সাক্ষিচৈতন্যের উপাধির সম্মিলনে অথবা ব্রহ্মৈক্যের দৃঢ়তায় একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই* পরস্পর পরস্পরের কল্পিত সৃষ্টি সন্দর্শন করে[২।৩]। (সার কথা—একই ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মনোরূপ উপাধির ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রকটিত হয়। সুতরাং সে সকল অবাস্তব। অবাস্তব হইলেও শুদ্ধচিত্তে সে সকল প্রতিফলিত হয়। আরও বিশদ কথা—জীব যখন সাধন বলে সর্ব্বজ্ঞ হয় তখন সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিই সকল সৃষ্টি দেখে, অন্যে নহে)। সৃষ্টিরূপা নদী বহু হইলেও সে সকলের দ্রষ্টা এক। সেজন্য সকল চিত্তের কল্পিত সৃষ্টি সকলেরই নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়[৪]। এক একটী ব্রহ্মাণ্ড যেন এক একটী গুঞ্জা, (গুঞ্জা—কুচফল) সে সকলের মধ্যে কোনটী পৃথক্ সংস্থিত হইয়া পৃথক্ ভাবেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং কোনটি বা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অক্ষয় বা চিরস্থায়ীর ন্যায় অবস্থিতি করে[৫]। কাহার সহিত কাহার সংস্রব নাই এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগুঞ্জা যাহা প্রস্ফুরিত হইতেছে, সে সমস্তই মায়াসমন্বিত ব্রহ্মের বিহার কানন[৬]। পরস্পরের

* সাক্ষিচৈতন্যের, উপাধি অন্তঃকরণ। তাহার সম্মিলন অর্থাৎ শুদ্ধির সমানতা। ব্রহ্মৈক্যের দৃঢ়তা অর্থাৎ চিত্ত সংশোধন দ্বারা চিদাভাসিত চৈতন্যের আবরণ (অজ্ঞান) বিনাশ।

ব্যবহার ও সম্বাদাদির দ্বারা নিবিড় হইলেও সকল জগৎ সকলের দর্শন যোগ্য হয় না। যাহা যাহার কর্ম্মফল ভোগের অনুকূল, সে তাহাই দেখিয়া কাল কর্ত্তন করে। প্রত্যেক সৃষ্টি উক্ত নিয়মের অধীন বলিয়া জীব সকল নিয়মিত রূপেই সৃষ্টি সন্দর্শন করে, তাহার অন্যথা হয় না। অর্থাৎ দেশান্তরীয় ও লোকান্তরীয় ভাব বা সৃষ্টি (অর্থাৎ যে যে দেশে ও যে কালে বিদ্যমান থাকে সে সেই দেশের ও কালের সৃষ্টি ব্যতীত অন্য দেশের ও কালের সৃষ্টি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না[৭]। মনোরূপ উপাধি এক নহে, প্রত্যুত বিভিন্ন। সেজন্য জীবও বিভিন্ন, অর্থাৎ বহু। মনঃ বিভিন্ন বলিয়াই এক মনের মনোরাজ্য (কল্পনা) অন্য মনের ভোগ্য বা অনুভাব্য হয় না। একের মনোরাজ্য অন্যের অনুপভোগ্য, এই সর্ব্বানুভাব্য প্রমাণ মনোভেদ ও তদনুসারে জীবভেদ বুঝাইতে সমর্থ[৮]। ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন মনোরাজ্যই সর্গ বা সৃষ্টি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে। অপিচ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনা একের সহিত অপরের যদি সমান হয় এবং সে সকল যদি এক সময়েই ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইলে ব্যষ্টিই বল, আর সমষ্টিই বল, সকল জীবেরই স্থূল দেহের সত্তা তখন দৃঢ় হইয়া যায়। অর্থাৎ সকলেই সমান রূপে আপনাদিগকে অহং দেহী ইত্যাকারে সন্দর্শন করে। অতএব, কর্ম্মবাসনাদি সমুপস্থাপিত মনোরাজ্যের দৃঢ়তাতেই দেহের অস্তিতা এবং তাহার বিস্মরণেই দেহের অভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে[৯]। স্থূল দেহ ঘটিত মনোভাব নিরূঢ় হইলেই আত্মবিস্মৃতি ও কাল্পনিকী সংসারস্থিতি সংঘটিত হয়। চিৎ পদার্থকে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যকে সুবর্ণস্থানীয় এবং সংসারকে বলয়াদি অলঙ্কার স্থানীয় বিবেচনা করিবে[১০]। যেমন যোগীদিগের যোগপরিশুদ্ধ প্রাণবায়ু অন্য শরীরে প্রবেশ করতঃ তদীয় প্রাণকে ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিচয়কে স্ববশীভূত করিয়া তদ্গত বেদ্য অর্থাৎ তাহাদের অন্তরস্থ মনোরাজ্য জানিতে পারে তেমনি পরিশুদ্ধ মনঃও অন্যান্য সৃষ্টি বা অন্যান্য মনোরাজ্য জানিতে সমর্থ হয়[১১]। জীববৃন্দ অর্থাৎ প্রত্যেক জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয় আশ্রয় করতঃ স্থিত আছে। অবস্থাত্রয়াবলম্বন জীবেরই স্বভাব, দেহের স্বভাব নহে[১২]। যাঁহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহারা জানেন, যেমন জলে লহরী উঠে, আবার লহরীর অবসানে জল হয়, তেমনি, জীবও জাগ্রদাদি অবস্থায় পরিবর্ত্তিত

হয়, পুনঃ তদবসানে তুর্য্যপদে (তুর্য্যপদ=ব্রহ্ম) অবশেষিত হয়। অপিচ, দেহও জীবের অবস্থা প্রভেদ, সুতরাং তাহাও অবস্তু। তত্ত্বজ্ঞগণ আপনাকে জ্ঞান দ্বারা অবস্থাত্রয়াতীত জানিয়া জীবভাব হইতে মুক্ত হন এবং অতত্ত্ববিৎগণ সুষুপ্তির অন্তে পুনঃ দেহাদি ও পৃথিব্যাদি কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হয়[১৩।১৪]। জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর সুষুপ্তির প্রভেদ নাই। সুষুপ্তি উভয় ব্যক্তির তুল্য, পরন্তু ফলের প্রভেদ আছে। অজ্ঞ জীব দেহপ্রেমিক, সেজন্য তাহার সুষুপ্তি পুনঃ সৃষ্টির বীজ (পুনঃ অহং দেহী অহং মনুষ্য ইত্যাদিপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানের কারণ) পরন্ত জ্ঞানী জীব দেহপ্রেমিক না হওয়ায় তাহাদের সুষুপ্তি দেহ সৃষ্টির কারণ হয় না[১৫]। চিদ্বস্তু সর্ব্বগামী অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। সেজন্য একের সৃষ্টি (কল্পনা অন্যের অন্তরে কখন কখন প্রতিফলিত হইয়া থাকে[১৬]। সৃষ্টি সকল কদলী দল কোষের (কদলী=কলাগাছ। কোষ—তাহার বল্কল) এবং ব্রহ্ম কদলীদল মণ্ডপের (আধারের) অনুরূপ। বিবরণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবশীতল ও সর্ব্বদা একরূপ, পরন্তু সৃষ্টি বিভিন্নাকার ও বহুস্তরযুক্ত। কদলী বৃক্ষ বহুপত্রযুক্ত হইলেও কদলীদল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তদ্রূপ শত শত বাহ্য ও আভ্যন্তর সৃষ্টি সৃজিত হইলেও সে সকল ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে[১৭।১৮]। বীজ জলসংযোগে প্রস্ফুটিত ও বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া পুনর্ব্বার বীজভাব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মও মনোরূপে পরিণত হইয়া পুনঃ প্রবোধ দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। বীজ রসকারণ দ্বারা ফলরূপে প্রকাশিত হয়, আবও ব্রহ্মকারণ দ্বারা জগৎস্বরূপে প্রকাশমান হন। এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, যেমন রসের কারণ কি? এইরূপ প্রশ্ন অনুপযুক্ত, তদ্রূপ, ব্রহ্মের কারণ কি, এ প্রশ্নও অনুপযুক্ত। অনাদি নির্ব্বিকার ব্রহ্মে নিমিত্তীভূত বস্তুর বিদ্যমানতার সম্ভাবনা নাই[২১।২২]। অতএব, অসার বিচারণা পরিত্যাগ করিয়া সার মাত্রের গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। অসার বিচারণায় কিছু মাত্র উপকার নাই। সার বিচারেই পুরুষার্থ লাভ[২৩]। ভাবিয়া দেখ, বীজ নিজ শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্কুরাদিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও উক্ত দৃষ্টান্তের অনুরূপে স্বরূপ প্রচ্যুত হইয়া জগৎ স্বরূপে অবলোকিত হন। এই উপদেশ শিষ্যের বুদ্ধিসংশোধক মাত্র; প্রকৃত উপদেশ বা প্রকৃত দৃষ্টান্ত নহে। বস্তুতঃই বীজ আকৃতিসম্পন্ন বলিয়া আকারবিহীন পরম পদের সহিত তুলিত হইতে পারে না[২৪।২৫]।

তবে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং পরমাত্মাই জাত হন, তদ্ভিন্ন আর কিছু জাত হয় না। অতএব, হে রাঘব! তুমি এই মিথ্যা জগৎকে অজাত ও ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে[২৬]। যে দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন করে, সে দ্রষ্টা আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হয় না কোন্ প্রপঞ্চদর্শীর জ্ঞান নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার ব্যবস্থিতি জানিতে পারে? জলভ্রান্তি জন্মিলে তাহার সে জ্ঞানের সত্যতা কোথায়? জ্ঞান যদি সত্যগ্রাহী থাকে তাহা হইলে কি আর মরীচিকায় জলভ্রান্তি জন্মে?[২৭।২৮]। চক্ষুঃ সব দেখে, কিন্তু আপনাকে দেখে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দ্রষ্টা-পদার্থ আকাশ-অপেক্ষা নির্ম্মল হইয়াও স্বীয় স্বরূপ দর্শনে ক্ষমবান্ হয় না[২৯]। যেমন বিনিবৃত্তভ্রম মুক্তাত্মা দ্বৈত দর্শন করে না, সেইরূপ, ভ্রান্ত জীব আকাশের ন্যায় বিশদ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে পরিস্ফুটরূপে দেখে না। অর্থাৎ আপনার প্রকৃত রূপ বুঝিতে পারে না[৩০]। হে রাঘব! বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় বিশদ সত্য; এবং শত শত জীব তাঁহাকে দেখিবার জন্য যত্ন করে সত্য; পরন্তু তাহা তাহাদের ঘটে না। হেতু এই যে, তিনি দৃশ্য, তাঁহাকে দেখা যাইবে, এ ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মদর্শন দূরে পলায়ন করে[৩১]। যে ভাবে ঘটাদি বস্তু দেখা যায়, সে ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মদর্শন দূরে পলায়ন করে। কারণ এই যে, সে ভাবের দর্শকেরা ব্রহ্মের বিশুদ্ধচিন্মাত্রতা অবধারণ করিতে পারে না[৩২]। হে রামচন্দ্র! তাহারা দৃশ্যই দেখে, দ্রষ্টাকে দেখে না। কারণ এই যে, তাহারা জানেনা যে, দৃশ্য নাই, একমাত্র দ্রষ্টাই আছে। সর্ব্বাত্মক দ্রষ্টা দৃশ্যরূপে অবস্থিত হইলে তখন আর দ্রষ্টৃতার সম্ভাবনা কি[৩৩।৩৪]? যেমন বসন্তকালে রস সংযোগে বনখণ্ড লতা পুষ্প ও ফল দ্বারা সমুন্নত হয়, তদ্রূপ, চিদাত্মা যখন যে ভাবে যে মনোবৃত্তির সংযোগে অনুরূপিত হন তখন তিনি সেই ভাবেই উদয় প্রাপ্ত (দৃষ্ট) হন[৩৫]। যেমন বসন্তকালীন রস বৃক্ষশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ফলপুষ্পাদিতে পরিণত হয়, সেইরূপ, চিদাত্মার বিকাশবিশেষ জীবও দেহিরূপে উৎপন্ন হয়[৩৬]। আত্মা যে কোন প্রকারে উদিত (দৃশ্য) হউন, চিন্মাত্রতা পরিত্যাগ করেন না। তিনি নির্ব্বিকারস্বভাব হইলেও নিজ মহিমার নিজে দৃশ্য, নিজে দর্শন, এবং নিজে দ্রষ্টা হন এবং এই জগৎ নামক স্বপ্ন দেখেন[৩৭]। যেমন একই পার্থিব রস নানা খণ্ডাধারে (খণ্ড=শর্করা বা চিনি) অর্থাৎ সেই সেই আধারে (ইক্ষু প্রভৃতিতে) বিভিন্নাস্বাদের খণ্ড সৃজন

করে, সেইরূপ, পার্থিবরসস্থানীয় অহন্তাদি পরমাত্মায় বহু ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে[৩৮]। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ভোগরসও অনন্ত। অর্থাৎ যেমন ভূমি-রস এক হইলেও ইক্ষুতে এক প্রকার আস্বাদ অর্পণ করে, খর্জ্জুরে অন্য প্রকার, সেইরূপ। এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড যেন একটী বন, বিভিন্ন ভাবের চিৎ প্রকাশ (জীববৃন্দ) বৃক্ষ, শত শত দৃশ্য তাহার শত শত শাখা, প্রত্যেকের রস (ভোগ) অনন্ত বা বিচিত্র, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত চিৎ তাহার আস্বাদক। জীবশক্তি (সংস্কারাপন্ন আত্মা) যেখানে যখন যেরূপে উদিত বা উদ্বোধিত হয়, তখন তাহার সেই ভাবেরই সংসার, ইহা বিদিত হও[৩৯।৪১]। কোন কোন জীবের সংসার পরস্পর একরূপ হয়[৪২]। কোন কোন জীব দীর্ঘকাল সংসার বিহারের পর সূক্ষ্ম দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করতঃ সংসারাতীত হয়[৪৩]। হে রাম! তুমি জ্ঞানচক্ষুঃ বিস্তার করিয়া দর্শন কর, দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক পরমাণুর (মনের) মধ্যে সহস্র সহস্র জগৎ বিরাজ করিতেছে। যেমন তিল মধ্যে তৈল অলক্ষ্যরূপে বাস করে সেইরূপ চিত্তমধ্যেও লক্ষ লক্ষ সংসার তাহাদের অলক্ষ্যে অবস্থিতি করে। পরন্তু যখন চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয় তখন তাহা চিন্মাত্রে পর্য্য-বসিত হয়[৪৪।৪৫]। চিৎপদার্থ সর্ব্বগত, তাহা সামান্য কীট হইতে পদ্ম-যোনি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীবে বিরাজিত,—তন্মধ্যে যে সংসার দর্শন—তাহা স্ব স্ব কল্পনা বা বাসনানুসারে ব্যবস্থিত জানিবে[৪৬]। এই যে জগ-দ্দর্শন—ইহা সুদীর্ঘ মহাস্বপ্নের অনুরূপ। ইহা স্ব স্ব অন্তর হইতেই সমুত্থিত। যেমন যেমন বাসনায় বাসিত হয়, চিৎ পদার্থও তেমনি তেমনি দৃঢ়তায় ও সত্যতায় ব্যবস্থিত হয়। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্বপ্ন-কালে সত্য, অন্যকালে মিথ্যা, সেইরূপ, জগদ্দর্শনও সংসারকালে সত্য, মোক্ষকালে মিথ্যা। সত্য মিথ্যা এই দুই অনুভব সূক্ষ্মতম চিৎপদার্থেই স্থিতি লাভ করিতেছে[৪৭।৪৯]। অতএব, চিৎ ও জগৎ, পৃথক কি অপৃথক তাহা বিচার্য্য নহে। দ্বৈত কি অদ্বৈত তাহা চিন্তা করিও না। এই মাত্র চিন্তা বা অবধারণ করিবে যে, উক্ত উভয় যেন আকাশে আকাশ লীন থাকার ন্যায় রহিয়াছে[৫০]। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, এ সমস্তই স্বাত্মভূত চিদংশ। তদ্‌ব্যতীত বস্তন্তর নহে। কারণ এই যে, চিৎ ব্যতীত অন্য কোন বাস্তব বস্তু থাকা অসম্ভব অর্থাৎ যুক্তি-বহির্ভূত। চিৎ ব্যতীত আর আর পদার্থ সকল ভ্রম-বাসনারই অবস্থা

প্রভেদ, ইহাই সুসঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ[৫১]। চিৎপদার্থ পূর্ণ অর্থাৎ মহান্ হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। অন্তঃকরণ সামান্য কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীবে বিদ্যমান ও বিভিন্ন। তাহাদের সকলেরই জগদ্দর্শন স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ। সুতরাং সে সকল অনির্ব্বাচ্য ও মায়িক। যেহেতু মায়িক, সেইহেতু তাহা মিথ্যা। রহস্য এই যে, যেমন কোন ভ্রান্ত বা উন্মত্ত ব্যক্তি আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হয় সেইরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন চিৎ অর্থাৎ জীববর্গ স্বাত্মভ্রান্তিবশতঃ স্বাত্মভূত দ্বৈত অনুভব করিতে প্রবৃত্ত থাকে[৫২।৫৩]। অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চেতনাই আপনাকে দেহাকারে অনুভব করিতেছে, আবার বাহিরে ঘটাদির আকার দর্শন করিতেছে। যে কিছু দৃশ্যের কথা বলিবে, সে সকলের বীজ চিৎ। কোন কোন জীব বাহিরে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব দর্শন না করিয়া সে সকলের অন্তঃস্থতা (অন্তরে থাকা) অনুভব করে। (যেমন বৌদ্ধেরা, বৌদ্ধেরা বলে, বাহিরে যাহা দেখে, তাহা বস্তুতঃ বাহিরে নহে; সমস্তই অন্তরে বা মনোমধ্যে) যেমন। জীব দৈনন্দিন ক্ষুদ্র স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসার-রূপ দীর্ঘস্বপ্ন দর্শন করে। খণ্ড প্রস্তর যেমন পর্ব্বত চূড়া হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে বিলুঠিত হয়, সেইরূপ, অনেক জীব স্বাত্মবিচ্যুত হইয়া সংসাররূপ মহাগর্ত্তে লুঠিত হইতেছে[৫৪।৫৭]। কেহ অপরের সহিত সমান সংসারী, কেহ ভ্রান্তিবর্জ্জিত, কেহবা আত্মজ্ঞান পথে বিরাজিত। এই জগৎ, এই আমি, এই তুমি, এ সমস্তই অন্তঃস্থ সংবিদে স্বপ্নের ন্যায় স্ফুরিত বা উদিত হইতেছে[৫৮।৫৯]। আত্মবস্তু সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্বরূপ। সেই কারণে যে কিছু দৃশ্য সমস্তই তিনি[৬০]। সমষ্টি জীবের অন্তঃস্থ প্রতিভাস (অজ্ঞানকৃত কল্পনা) বশতঃ ব্যষ্টি সমুদায় জীবের উদয় এবং তাহাদেরও অন্তঃস্থ প্রতিভাসে (কাল্পনিক দর্শনে) জীবান্তরের ও পদার্থা-ন্তরের উদয় হইয়া থাকে[৬১]। জীবের অন্তরে জীবের জন্ম, তাহার অন্তরেও জীবান্তরের জন্ম হইতেছে[৬২]। বুদ্ধি যদি দৃশ্য দর্শন হইতে পরাবৃত্ত হইয়া প্রত্যক্ (আত্মা) অভিমুখী হয় তাহা হইলে তখন প্রত্যক্-তত্ত্ব পরিজ্ঞানের উদয় এবং তদ্বলে দৃশ্য দর্শনের ও দৃশ্যের অভাব নিশ্চয় হইয়া থাকে[৬৩]। আমি কি? এ সমস্ত কি? এ বিমর্শ (বিচার) যাহার অন্তরে না উঠে সে বিমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, জীবভ্রান্তিরূপ

দীর্ঘজ্বরভোগ করিয়া ক্রমেই জীর্ণ ও জীর্ণতম হইতে থাকে৬৪। সোঽহং এবং কিমিদং এই দুই রহস্যের বিচার তাহারই সফল হয়—যে ভোগলিপ্সু নহে। অর্থাৎ যে বৈরাগ্যযুক্ত। বৈরাগ্যপূর্ব্বক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগলালসা দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে এবং যাহা পরম বিজ্ঞেয় —তাহা বিজ্ঞাত হয়৬৫। যেমন উপযুক্ত ঔষধের উপযোগে (সেবনে) দেহ আরোগ্য লাভ করে, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারিলে বৈরাগ্যও ফল প্রসব করে৬৬। যাহার বাক্যে বিবেক, পরন্তু চিত্তে অবিবেক, তাহার ভোগ বা ভোগ্য পরিত্যাগ কেবল দুঃখেরই কারণ হয়৬৭। "বায়ু আছে, বহিতেছে" এইরূপ কথায় বায়ু থাকা সিদ্ধ হয় না। তাহার স্পর্শ হওয়া আবশ্যক। যদি স্পর্শ হয় তবেই বায়ু থাকা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যদি ইচ্ছার বেগ হ্রাস হইতে দেখা যায় তবেই বিবেক বা বৈরাগ্য হওয়া স্থির হইবে৬৮। চিত্রিত অমৃত অমৃত নহে, চিত্রলিখিত বহ্নি বহ্নি নহে, চিত্রলিখিত নারী নারীর কার্য্য করে না, সেইরূপ, বাচিক বিবেকও প্রবোধ ফল প্রসব করে না৬৯। প্রথমতঃ বিবেক দ্বারা বিষয়াসক্তির অর্থাৎ ভোগলালসার ক্ষীণতা জন্মে, পরে ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি ও পরিহার বিষয়িণী প্রবৃত্তি প্রক্ষীণা হয়, তৎপরে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা জন্মে। অতএব, একমাত্র বিবেকই পরম পাবন৭০।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশ সর্গ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! জীবের বীজ স্বরূপ পরব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছেন। সেইজন্য জীবপূর্ণ জগতে বহুপ্রকার জীবের অবস্থিতি দৃষ্ট হয়[১]। জীবসমূহ চিদ্‌ঘন বা কেবলা চিৎ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কদলীদলে কীটের ন্যায় এই ধরার উদরে অবস্থিতি করিতেছে[২]। যেরূপ গ্রীষ্মকালে স্বেদ (দোষদুষ্ট, পচা, ঘর্ম্ম, ইত্যাদি) হইতে কৃমি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, শুদ্ধচিৎ আকাশপ্রায় হইলেও যেখানে যেরূপ দৃশ্যের অবস্থিতি তথায় তদ্‌ভোগার্থ আপনা হইতেই তদনুরূপ জীবের উৎপত্তি হয়[৩]। সেই সকল জীবেরা যেখানে যে অভিপ্রায়ে যেরূপ যত্ন করে, বিচিত্র উপাসনা ক্রমাদির দ্বারা তথায় সেইরূপই হইয়া থাকে। সেইজন্য যাহারা দেবযাজী তাহারা দেবযোনি, যাহারা যক্ষপূজক তাহারা যক্ষ জন্ম এবং যাহারা ব্রহ্মধ্যায়ী তাহারা ব্রহ্ম লাভ করতঃ সঙ্কল্পের সাফল্য অনুভব করে। হে রাঘব! ঐ কারণে উপদেশ—যাহা অতুচ্ছ, তাহারই আশ্রয় লওয়া জীবের কর্ত্তব্য[৪।৫]। ভৃগুপুত্র শুক্র, প্রথমে অপ্সরোরূপ দৃশ্য দর্শনে বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে আত্মসংবিদের নৈর্ম্মল্যে (দৃশ্যত্যাগে) মুক্ত হইয়াছিলেন[৬]। অতএব, বালা সংবিৎকে (বালা সংবিৎ=প্রথম বয়সের জ্ঞান) যেরূপে ব্যুৎপাদিত করিবে সেই রূপেই সে অবনামিত হইবেক, ইহা বিদিত হইয়া ব্রহ্মভাবে ব্যুৎপাদিত করা বিধেয়, বৃথা জীবাদি ভাবে পরিভাবিত করা বিধেয় নহে[৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় দশার প্রভেদ কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করুন। স্বপ্নকালে যাহা দেখা যায় তাহাও তৎকালে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং জাগ্রৎ কালে যাহা দেখা যায় তাহাও জাগ্রৎ কালে সত্য বলিয়া বোধ হয়। তবে কেন বলেন যে, স্বপ্নজ্ঞান ভ্রম এবং জাগ্রৎজ্ঞান সত্য?[৮] * বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম!

* অনুভব কালে সত্য বোধ উভয় অবস্থাতেই হয়। পরন্তু প্রাত্যহিক প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ সেই বস্তু এই, এইরূপ স্থির কল্পনা জাগ্রৎ ব্যতীত স্বপ্ন সংবিদে থাকে না।

যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা তাহা জাগ্রৎ এবং যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা না থাকে তাহা স্বপ্ন[৯]। স্বপ্নও যদি কালান্তরে অবস্থিতি করতঃ প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে তাহাও জাগ্রৎ বিশেষ এবং জাগ্রৎ যদি ক্ষণকালের জন্য স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হয় তাহা হইলে সে জাগ্রৎও স্বপ্ন[১০]। অতএব, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় দশার ভেদ—স্থির ও অস্থির ঘটিত। পরিষ্কার কথা এই যে, প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান দীর্ঘস্বপ্নও জাগ্রৎ এবং অপরিস্ফুট প্রতীয়মান ক্ষণিক জাগ্রৎও স্বপ্ন। আরও বিশদ কথা—জাগ্রদ্বুদ্ধির সমান স্বপ্নও জাগ্রৎ এবং স্বপ্নবুদ্ধির সমান জাগ্রৎও স্বপ্ন বলিয়া গণ্য[১১।১৩]। এই শরীরের অভ্যন্তরে এমন এক পদার্থ আছে যাহা জীবিত থাকার প্রধান কারণ। জীবন ধারণের প্রধান কারণ বলিয়া সে পদার্থকে আমরা জীবধাতু বলি। এই জীবধাতুর অন্য নাম তেজ ও বীর্য্য। এতদ্ভিন্ন আরও নাম আছে[১৪।১৫]। ব্যবহার যোগ্য এই শরীর যখন ব্যবহারী (ব্যবহার প্রবৃত্ত) হয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়, কায়িক বাচিক মানসিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ উন্মুখ হয়, ঐ জীবধাতু তখন বায়ু প্রবর্ত্তিত হইয়া সরোবরস্থ জল যেমন কুল্যা দ্বারা ইতস্ততঃ প্রসৃত হয় তাহার ন্যায় সেই সেই কুল্যা স্থানীয় ইন্দ্রিয় পথে ও তৎসংযুক্ত নাড়ী পথে প্রসর্পিত হইয়া থাকে[১৬]। জীবধাতু উক্ত প্রকারে সমস্ত অঙ্গের নাড়ী প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সম্বিদের উদয় হইয়া থাকে। সেই সমস্ত সম্বিদের উদয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার অনুরূপী। অন্তরে যে চিত্ত নামক জগৎভ্রম বা জগদ্‌ভ্রমের বীজ চিত্ত নামক পদার্থ রহিয়াছে, জীবধাতু প্রসর্পিত হইয়া তৎসংযুক্ত হইলেই দৃষ্টানুসারী অর্থাৎ বাসনানুসারী সংবিদের অনুকারী হয়। এই বাসনাময়ী সংবিৎ স্বপ্ন নামের নামী[১৭]। যখন ঐ জীবসংবিৎ নেত্রাদির দ্বারা বহিঃ প্রসৃত হইয়া বাহ্যবস্তুময়ী জ্ঞানের উদয়কারী হয়, তখন সেই বাহ্যদৃষ্টিময়ী সংবিৎ জাগ্রৎ আখ্যা ধারণ করে। এই দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির বা স্থায়ী বলিয়াই নাম জাগ্রৎ[১৮।১৯]। *

* সংবিদের আবার বালকত্ব প্রৌঢ়ত্ব কি তাহা বুঝিবার জন্য রাম জাগ্রদাদি অবস্থা বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সংবিদের অর্থাৎ চিৎ পদার্থের বিশেষ বিশেষ অবস্থা (ঔপাধিক অবস্থা) প্রতিপাদিত হইবে।

সুষুপ্ত্যাদির ক্রম এই যে, মন যখন নিজের দ্বারা ও শারীরিক অথবা বাচিক ক্রিয়ার দ্বারা এই দেহকে বিক্ষোভিত না করে, যখন সেই জীবধাতু এই শরীরে শান্তাত্মা ও সুস্থ হইয়া অবস্থান করে, তখন ঐ জীবধাতু নির্ব্বাত সদনে দীপের ন্যায় হৃদম্বরে বিক্ষোভিত না হওয়ায় এবং নাড়ী প্রভৃতি অঙ্গান্তরে প্রসর্পিত না হওয়ায়, সুতরাং সম্বিৎ কোন কিছুর দ্বারা বিক্ষোভিত না হওয়ায়, চক্ষুরাদি রন্ধ্র দ্বারা বাহ্যে প্রসর্পিত না হওয়ায়, সুষুপ্তি আখ্যায় অবস্থান করিতে থাকে। সম্বিদ তখন তিলে তৈলসম্বিদের ন্যায়, হিমে শীতসম্বিদের ন্যায় ও ঘৃতে স্নেহসম্বিদের ন্যায় জীবে জীবভাবাপন্ন হইয়া প্রস্ফুরিত হয় এবং সেই জীবরূপিণী অংশরূপা চিৎ উপাধিকালুষ্যরহিত ও স্বস্থ হইয়া ব্রহ্মাত্মায় শান্তবাতা দীপশিখার ন্যায় বিচেতনপ্রায় সৌষুপ্তদশা প্রাপ্ত হয়। হে অঙ্গ! যোগিগণ শাস্ত্র ও গুরূপদেশ প্রভৃতির দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া একাগ্রতা সাধন ও বিচার দ্বারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনঅবস্থায় সমভাবে বিচরণ করতঃ সমাধিস্থ হন, ও ক্রমে স্বীয় প্রযত্ন দ্বারা আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করতঃ তূর্য্যব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা) হন[২০।২৫]। বৎস রাম! প্রাগ্বর্ণিত সুষুপ্তি ভোগ সমাপ্ত হইলে পুনঃ প্রাণ কর্তৃক উক্ত জীবধাতু ও সংবিৎ পুনর্ব্বার প্রাক্তন সংস্কারের অনুরূপে চিত্তে উদ্বোধিত বা উদিত হইয়া থাকে এবং সেই কারণে আপনার অন্তঃরস্থ জগৎকে (সংস্কারীভূত জগৎকে) আপনার (চিত্তের) অন্তরে দেখিয়া হৃষ্ট পুষ্ট অথবা ক্লিষ্ট হইতে থাকে। যোগীরা যেমন বীজস্থ বৃক্ষ দেখিতে পান সেইরূপ[২৩।২৭], সুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ সৌসুপ্ত জীব যখন বায়ুধাতু কর্তৃক কিঞ্চিৎ সংক্ষুব্ধ হন তখন তিনি "অহমস্মি" ইত্যাকার অনুভব করেন। এবং ঐ অনুভব অহঙ্কারের উদয় বা জন্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি অধিক বিচলিত হয় তাহা হইলে সে আপনার আকাশগমনাদি অনুভব করে[২৮]। সুষুপ্তি ভোগের পর যদি উক্ত জীব জলধাতু কর্তৃক প্লাবিত হয় তাহা হইলে নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় ভ্রান্তি (স্বপ্ন) দর্শন করে পরন্তু সে সমস্তই চিত্তের অভ্যন্তরে, অন্যত্র নহে[২৯]। পিত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইলে গ্রীষ্মাদি স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, পরন্তু তাহাও অন্তরে, বাহিরে নহে[৩০]। নাড়ী প্রবাহিত রুধিরে আপ্লাবিত বা আচ্ছন্ন হইলে রক্তবর্ণ দেশ, স্থান, কাল (সন্ধ্যা ও উষা সময়) সন্দর্শন করে পরন্তু সে

সকল স্বীয় অন্তরে, বাহিরে নহে। বাহিরে না থাকিলেও বাহিরে থাকার ন্যায় দৃষ্ট হয়[৩১]। অপিচ, নিদ্রিত জীব যে বাসনায় আবিষ্ট থাকে সেই বাসনাই পুষ্ট হইয়া স্বপ্নাকারে প্রতিভাত হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারে অর্থাৎ চক্ষুরাদি স্থানে জীবের অধিষ্ঠান রুদ্ধ হইলেই স্বপ্ন এবং অধিষ্ঠান অনবরুদ্ধ হইলেই জাগ্রৎ, ইহাই স্বপ্নের ও জাগ্রতের প্রভেদ বর্ণনার সংক্ষেপ[৩২।৩৭]। হে মহাবাহো! তুমি এই সমস্ত বিদিত হইয়া এই অসৎ জগতের প্রতি সত্য দৃষ্টি (সত্যতাবোধ) পরিত্যাগ কর। জগৎ-সত্যতা বোধই মরণাদি ক্লেশের কারণ[৩৮]।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

—)(*(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমার নিকট মনের স্বরূপ নিরূপণার্থ যে সকল কথা বলিলাম, সমস্তই তোমার জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ, অন্য হেতু নহে[১]। যেমন অনল সংযোগে লৌহপিণ্ডাদি অনলত্ব প্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ, দৃঢ় নিশ্চয়বান্ চিত্ত যাহা ভাবনা করে তাহার আকারে আকারবান্ হয়[২]। ভাব অভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গাদি অর্থাৎ ত্যাগাদি, মনের কল্পনা ব্যতীত বস্তন্তর নহে। সুতরাং সে সকল সত্যও নহে, অসত্যও নহে অর্থাৎ সে সকল অনির্ব্বাচ্য। মনের যে চপলতা তাহাই এ সকলের কর্ত্তা। মোহযুক্ত মনঃই জগৎস্থিতির কারণ ও কর্ত্তা। যে হেতু মনঃ বিশ্বরূপী, সেই হেতু বলিতে হয়, মনঃই এই সমস্ত বিস্তার করিয়াছে[৩।৪]। বৎস রাম! তুমি মনকেই পুরুষ বলিয়া জানিবে এবং মনোরূপ পুরুষকে শুভ বিষয়ে নিযুক্ত করিবে। জগতে যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতা) আছে সে সমস্তই মনোজয়সাধ্য[৫]। শরীর যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে মহামতি শুক্র জন্মান্তরশত ভ্রমণ করিতে পারিতেন না। অতএব চিত্তই পুরুষ, শরীর তাহার চেত্য (চিত্তের দ্বারা নিষ্পাদ্য)। চিত্ত যন্ময় হইবে, চেত্যও সেই ভাবে নিষ্পন্ন হইবে[৬।৭]। অতএব রাঘব! যাহা অতুচ্ছ, অনায়াস, অনুপাধি ও ভ্রমের অতীত, তুমি যত্ন পূর্ব্বক তাহারই অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তুমি তাহাই প্রাপ্ত হইবে[৮]। মনেরই অভিলষিত বিষয় শরীরের অভিমুখে আগমন করে, শরীরের চাপল্য (স্পন্দন) মনের অভিমুখীন হয় না। হে সুন্দর! তোমার মনঃ অসত্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অভিমুখী হউক[৯]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ

-)(*)(-

রামচন্দ্র বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ হে ভগবন্! আমার এক মহান্ সংশয় রহিয়াছে—যাহা আমার হৃদয় সাগরে কল্লোলের ন্যায় উদ্বেল হইতেছে। তাহা এই যে, একমাত্র নিত্য নিরাময় দিক্‌কালাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন পরম বস্তু—তিনি মনোনাম্নী ম্লানসম্বিৎ প্রাপ্ত হইলেন—তাহা কিরূপে ও কোথা হইতে আগত বা উৎপন্ন হইল[১।২]? যখন তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই এবং সে বস্তু যখন নিত্য নিরঞ্জন, স্বস্থ বা নির্ম্মল, তখন যে তাহাতে মনোরূপ কলঙ্কের বিদ্যমানতা, ইহা অবশ্যই সংশয়ের কারণ[৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সাধু রামভদ্র! অধুনা তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমার মনে হইতেছে, তোমার মতি মোক্ষভাগিনী হইয়াছে[৪]। শঙ্কর প্রভৃতি যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি অচিরাৎ সেই মতি প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই[৫]। কিন্তু হে অনঘ! এখনও তোমার ঐ প্রশ্নের উপযুক্ত সময় হয় নাই। যখন উক্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গ হইবে তখনই তুমি ঐ প্রশ্ন করিও, করিলে তাহার সিদ্ধান্ত অবাধে বুঝিয়া গতসংশয় হইতে পারিবে[৬]। সেই সিদ্ধান্ত কালে, তোমার এই প্রশ্ন বর্ষাকালে কেকোক্তির (কেকা=ময়ূরের রব) ও শরৎকালে হংস রবের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইবে[৭।৮]। যেমন বর্ষাকালের অবসানে নভোমণ্ডলে সহজ নীলিমা বিরাজিত হয়, কিন্তু বর্ষা বিদ্যমান থাকিতে কেবল পয়োদপটলীই সমুত্থিত থাকে, তখন সহজ নীলিমা দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ, তোমার প্রশ্নও উপযুক্ত কালে স্বতঃই প্রব্যক্ত হইবে, এখন হইবে না[৯]। হে সুব্রত! এক্ষণে যাহা হইতে জনগণের উৎপত্তি হইয়াছে সেই মনের নির্ণয়রূপ প্রকৃত বিষয় বর্ণন করা যাউক, ইহাই মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর[১০]। মুমুক্ষু জনগণ শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা এইরূপ নির্ণয় করেন যে, অজ্ঞানমালিন্য অজ্ঞগণেরও অনুভব সিদ্ধ। তদুপহিত চিদ্বস্তু ব্যাক্রিয়া কালে অর্থাৎ যে সময়ে প্রকৃতি সৃষ্টিমুখী হন সেই সময়ে মননধর্ম্মের আবির্ভাবে মন, দর্শন শক্তির উদয়ে চক্ষুঃ, শ্রবণকারণে শ্রোত্র,

এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় ভাবাপত্তিতে কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি) ইত্যাদি আকারে প্রথিত হন[১১]। ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তৃগণ আপন আপন বুদ্ধি ও মত অনুসারে ও বিচিত্র শাস্ত্র দর্শনে সেই একই পদার্থের বিচিত্র নাম, রূপ ও আকার বর্ণন করিয়া থাকেন[১২]। সেরূপ ঘটনা ভেদের কারণ এই যে, মনন-চঞ্চল মন যে যে ভাবের মনন করে সেই সেই ভাবেই পরিণামিত হয়। বায়ু যেমন গন্ধবিশেষের সংসর্গে গন্ধবিশেষের আকারে ও নামে প্রবাহিত হয় সেইরূপ[১৩]। প্রথমতঃ বাসনানুযায়ী মননের (বৃত্তির বা কল্পনার) উদয়, তৎপরে যুক্তির দ্বারা তাহারই অবধারণ, তৎপরে অন্তঃস্থ রঞ্জনা (স্বকল্পিত বিষয়ে স্বীয়তা ও সত্যতা বোধ) এবং পরে তদ্দ্বারা স্বীয় অহঙ্কৃতিকে রঞ্জিত অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন করণ, এবং ক্রমে তাহারই আস্বাদন করিতে থাকে। বিষয়ী দিগের বিষয়াস্বাদ পক্ষেও এই রীতি জানিবে। মন যন্ময়, দেহধারণ ও বুদ্ধ্যাদি, সমস্তই তন্ময়। হে রামচন্দ্র! গন্ধের অন্তঃপ্রবিষ্ট পবন যেমন গন্ধভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায়, মন যে ভাবে ভাবিত হয়, তন্ময় দেহ তাহারই বশীভূত হয়[১৪।১৬]। মনোভাব অনুসারে বুদ্ধীন্দ্রিয় সকল বল্গিত হইলে, চঞ্চল অনিলে রজোরাশির ন্যায় কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও তদনুসারে বল্গিত হইতে থাকে[১৭]। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলে কর্ম্মসকল (ধর্ম্মাধর্ম্ম) নিষ্পন্ন হয়। অতএব বুঝা উচিত যে সমস্তই মনের এবং মনঃই কর্ম্মবীজ। যেমন কুসুম ও গন্ধ উভয়ের সত্তা অভিন্ন, তদ্রূপ, কর্ম্ম ও মন, এ দুএরও সত্তাও অভিন্ন[১৮।১৯]। দৃঢ় অভ্যাসের বশে মন যাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হয়, তদনুরূপ দেহস্পন্দ এবং তাহার কর্ম্মনামক শাখা যথাবৎরূপে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং সমাদর সহকারে অনুরূপ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল নিষ্পাদন করতঃ আশু তাহার ফলাস্বাদ (অনুভব) করিয়া সুখাভিমানী বা দুঃখাভিমানী হয়। মন যে যে ভাব গ্রহণ করে, সে, সে সমুদয়কে সেই বস্তু বলিয়া জ্ঞান করে ও শ্রেয়স্কর বলিয়াও নিশ্চয় করে[২০।২২]। মন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারের জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করে। মনঃ অসংখ্য আকারে অবস্থিত এবং সে সকল আকারও অত্যন্ত দৃঢ় ও পরস্পর বিভিন্ন। সেই সকল দৃঢ় নিশ্চয় অনুসারে এবং স্ব স্ব প্রতিপত্তি (বোধশক্তি) অনুসারে সকলেই স্ব স্ব কল্পিত বিষয়ের পক্ষপাতী হয়[২৩]। কপিল প্রভৃতির মন আপনার প্রতিপত্তির (জ্ঞানের) নিয়ম্যতা স্থাপিত

ও বিস্তারিত করিয়া সাংখ্য নামক দর্শন কল্পনা করিয়াছে[২৫]। কাপিল মনের নিশ্চয় এই যে, আমাদের অভিহিত উপায় ব্যতীত অন্য উপায়ে মোক্ষ হইবে না। যে হেতু তাহাদের চিত্তনিশ্চয় ঐরূপ, সেই হেতু তাহারা আপন আপন জ্ঞান গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া শিষ্যসংসারে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অভিপ্রায়—যেন কেহ মোক্ষ বিষয়ে অন্যমতি না হয়। পরন্তু তাহারা জানে না যে, তাহাদের ঐ নিয়ম জড়কল্পিত অর্থাৎ মাত্র মনঃ কল্পিত সুতরাং ভ্রান্ত[২৬]। ঐরূপ, বৈদান্তিক মনঃও স্বকল্পিত যুক্তির দ্বারা সর্ব্বং ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় করতঃ মুক্তির প্রতি শমদমাদি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে[২৩]। মুক্তিতে কিছু প্রাপ্তি নাই এবং নূতন কিছু হয় না। যাহা স্বরূপ, তাহাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এই নির্ণয় তাহারা স্বকল্পিত ভ্রান্ত নিয়মের (শাস্ত্রের) দ্বারা বিস্তৃত করে[২৭]। * বিজ্ঞানবাদী দিগের মন স্বকীয় বুদ্ধি শক্তির দ্বারা কল্পনা করিয়া বলে—সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধিধারা প্রাপ্তিই মুক্তি এবং তাহার উপায় শমদমাদি সাধন। (সংবৃত্তিক উপপ্লব উপাশান্ত হওয়ার নাম শম এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা সংবরণ করার নাম দম)[২৮]। ইহাদের মতেও মুক্তিতে কোন কিছু নূতন হয় না; স্বাভাবিক নিরুপপ্লব বুদ্ধিধারারূপ আত্মা প্রতিষ্ঠিত থাকে। বৌদ্ধেরা এইরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাদের কল্পনা বা ভ্রান্ত নিয়মাদি শিষ্যপরম্পরায় প্রচার করে[২৯]। ঐরূপ আর্হতেরাও অর্থাৎ জৈনেরাও আপন আপন কল্পনায় আপন আপন মতের শাস্ত্র দর্শন প্রচারিত করিয়াছে এবং আরও অনেকে অনেক প্রকার বিচিত্র কল্পনার দ্বারা স্ব স্ব মতের শাস্ত্র প্রচার করিয়াছে[৩০]। অতএব, এ বিষয়ে এইরূপ অবধারণ করিবে যে, সাগর যেমন রত্ন সমূহের আকর, মনও সেইরূপ নানা আকারসম্পন্ন রীতির, নীতির, আকৃতির ও সংস্থানাদির আকর। সমুদ্র থাকিলেই তাহাতে নিষ্কারণে (অতর্কিত কারণে) বুদ্বুদাদি উত্থিত হয়। তাহার ন্যায় মন থাকিলেই তাহাতে নানা আকারের আকৃতি কল্পনাকারে জন্মলাভ করে। নিম্ব তিক্ত, ইক্ষু মধুর, এ সকল এবং ইহা শীতল, তাহা উষ্ণ, ইহা অগ্নি, তাহা তীক্ষ্ণ, ইহা মৃদু, তাহা

* বেদান্তী দিগের মতে উপেয় তত্ত্ব সত্য, পরন্তু উপায় প্রক্রিয়া কল্পিত। কল্পিত উপায়ে অকল্পিত তত্ত্ব প্রাপ্তি পায়, ইহা বেদান্তিক দিগের মুখ্য মত।

অন্ন, এ সকলও উক্তস্বভাব মনের সৃষ্ট। মন যে প্রকার দৃঢ় অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় সেই প্রকারই উপলব্ধ লাভ করে[৩১।৩৩]। অতএব, যাহা অকৃত্রিম ও নির্ম্মল আনন্দ বা স্বাত্মসুখ, মনুষ্যের কর্ত্তব্য—নিয়মাদি তৎপর হইয়া মনকে তন্ময়ীভাবে ভাবিত করা। মনকে তন্ময়ীভাবে (আনন্দ ব্রহ্ম ভাবে) অভ্যস্ত করিলে মন তাহাই পাইবে এবং তাহাই দেখিবে[৩৪]। দৃশ্যজাল পরিত্যাগ করিলে, তখন আর মন দৃশ্যজালজন্য সুখ দুঃখে আচ্ছন্ন হইবে না[৩৫]। অতএব হে অনঘ! এই দৃশ্য বিশ্ব অপবিত্র, অসদ্রূপ, মোহজনক ও ভয়ের কারণ ও বন্ধনের রজ্জু, এইরূপ ভাবিয়া ইহাকে পরিত্যাগ কর[৩৬]। এই যে দৃশ্য দর্শন, ইহাই মায়া, ইহাই অবিদ্যা এবং ইহাই ভয়াবহ ভাবনা। সম্বিদের যে এতন্ময়তা, অর্থাৎ বিশ্বময়তা, পণ্ডিতগণ তাহাকে কর্ম্ম বলিয়া থাকেন[৩৭]। সংবিৎ যে, দৃশ্যের সহিত একলোল হইয়া আছে, তাহাকেই তুমি মোহ কলুষিত মন বলিয়া বিদিত হও এবং কর্দ্দমসদৃশ মিথ্যা দৃষ্টিকে তুমি মার্জ্জন কর[৩৮]। এই যে দৃশ্যতন্ময়তা, ইহাকেই তুমি সংসার মদ ও অবিদ্যা বলিয়া জান[৩৯]। অন্ধ যেমন প্রচণ্ডতপনালোক দর্শনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, এই অবিদ্যায় উপহত ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না[৪০]। সঙ্কল্প দ্বারা উৎপাদিত এই দৃশ্যতন্ময়তা আকাশ বৃক্ষের সমান। হে মহামতে! যদি ক্রমিক যত্নে অল্পে অল্পে সংকল্প পরিত্যাগ অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে দৃশ্যভাবনা ক্ষীণা ও ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসঙ্কল্প ভাব অভ্যস্ত হইলে তখন বিচার (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক) জন্মে, ক্রমে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন জন্মে, ক্রমে সমাধি অভ্যাস দৃঢ় হয়, তখন দৃশ্যের সহিত আত্মাসম্বন্ধের উচ্ছেদ ঘটনা হয় ও সত্য দর্শনে স্থিরতা জন্মে[৪১।৪২]। যাহার সত্যদৃষ্টি প্রসন্না ও অসত্য দৃষ্টি ক্ষীণা হইয়াছে, তাহাকেই আমরা নির্ম্মলাত্মা ও বিশুদ্ধ চিৎ বলি[৪৩]। যাহার সত্তা, অসত্তা, সুখ ও দুঃখ নাই, যাহার অন্তরে কেবল পরমাত্মভাব বিদ্যমান, যাঁহার অন্তর অনর্থ ভাবনায় (দেহাদির চিন্তায়) সমাকুলিত হয় না, তিনিই সেই আত্মবস্তু লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানি। আকাশ যেমন মেঘজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তাহার ন্যায় যাহার আত্মা অসংখ্য বাসনা জালে আবৃত এবং রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় যে আপনাকে দেহাদি দর্শন করে, সেই ব্যক্তি আপনিই আপনার বন্ধন কর্ত্তা[৪৪।৪৬]।

চিদাকাশ (আত্মা) অবদ্ধস্বভাব, সুতরাং তাঁহার বন্ধনভাব কল্পিত। তিনি নিজেরই কল্পনায় নিজে বদ্ধের ন্যায় হন। তিনি আপনাকে অন্যথা কল্পনা করেন, তৎকারণে তিনি বদ্ধের ন্যায় হন। কিন্তু যখন তিনি কল্পনাজাল পরিত্যাগ করেন, তখন, তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বা পরমপুরুষার্থ সুখে (মোক্ষে) অবশেষিত হন। কুসূলে (ধান্যাধারে) সিংহ ভয় না থাকিলেও, আছে ভাবিয়া ব্যাকুল হওয়া যেরূপ, শরীরের মধ্যে আত্মা, ও তিনি বদ্ধ, এ ভাব বাস্তব না হইলেও, আমি বদ্ধ, এইরূপ ভাবিয়া ব্যাকুল হওয়া সেইরূপ। সিংহভীত ব্যক্তি কুসূল পর্য্যবেক্ষণ করিলেই নির্ভয় হয়। কেননা কুসূলে সিংহ পাওয়া যায় না। তাহার ন্যায় কে বদ্ধ? কাহার বন্ধন? অনুসন্ধান করিলে অবদ্ধ হওয়া যায়। কেননা পর্যাবেক্ষণে আত্মার বন্ধন দৃষ্ট হয় না[৪৭।৫০]। যাহা অতুচ্ছ অনায়াস নিরুপাধি ও কল্পনাতীত ও ভ্রান্তি রহিত, তাহাই পরম সুখের স্বরূপ ও উপাদান। এই জগৎ, এই আমি, ইত্যাকারের ভ্রম বালকগণের সন্ধ্যাকালে বেতালছায়াদর্শনের ন্যায় অলীক। জীবগণের ভাব, অভাব ও সুখদুঃখাদি, সমস্তই কল্পনামূলক[৫১।৫২]। কল্পনামূলক বলিয়াই ঐ সমস্ত ক্ষণমধ্যে তিরোহিত ও আবির্ভূত হইয়া থাকে[৫৩]। মাতাকে গৃহিণীভাবে দেখিলে মাতাও গৃহিণীর কার্য্য এবং গৃহিণীকে মাতৃভাবে দেখিলে গৃহিণীও মাতার কার্য্য সম্পন্ন করে। গৃহিণীভাব উদ্বেলিত হইলে মন্মথের উদয় এবং মাতৃভাব দৃঢ় হইলে মন্মথের বিস্মরণ হইতে দেখা যায়। অপিচ, ফলাফল সকল ভাবানুযায়ী। তাহা দেখিয়া জ্ঞানিগণ কোনও পদার্থের একরূপতা স্বীকার করেন না। চিত্ত দৃঢ়রূপে যে যে ভাব ভাবনা করে[৫৪।৫৬], সেই ভাব, সেই আকার ও সেই ফল সে অবাধে দেখিতে পায়। এমন কিছু নাই যাহা সত্য নহে এবং এমন কিছু নাই যাহা মিথ্যা নহে[৫৭]। এ বিষয়ে এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে যে, যে, বুদ্ধির দ্বারা যে প্রকার নির্ণয় করে সে সেই প্রকারই দেখে। তাহার দৃষ্টান্ত—আকাশে হস্তী ভাবনা করিলে তৎক্ষণাৎ আকাশে হস্তিদর্শন হয়। (আকাশে হস্তিদর্শন মেঘের সংস্থান বিশেষ হইতে সমুৎপন্ন ভ্রান্তিবিশেষ)[৫৮]। অতএব, হে রাঘব! ইহাই অবধারণ কর যে, মানবসঙ্কল্পই সর্ব্বভাবাত্মক[৫৯]। উহা অবধারণ করিয়া তুমি সুষুপ্তের ন্যায় স্বাস্থ্যভাবে অবস্থান কর। চিত্তকে তুমি

স্ফটিকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাকে নিরুদ্ধ কর, তাহা হইলে তাহাতে আর এই জগদ্দ্বৈতের প্রতিবিম্বনা হইবে না। যদি কখন দৈবাৎ চিত্ত জাগরিত হয়, আর তাহাতে এই জগজ্জাল প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে তুমি সেই প্রতিবিম্বনাকে অবস্তু, মিথ্যা অথবা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করিয়া তাহার অনুরঞ্জন পরিহার পূর্ব্বক আত্মাকে অনাদি অনন্ত বিবেচনা করিবে। তোমার চিত্তপ্রতিবিম্বিত সেই সমস্ত অসত্য ভাব যেন তোমাকে রঞ্জিত করিতে না পারে[৩০।৩৩]। জীবের মন স্ফটিক রত্নের সদৃশ। মনন করিলেই মন মন্তব্য পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবেই করিবে। পরন্ত মনন পরিত্যাগ (মন নিরুদ্ধ) করিলে তখন আর কোনও পদার্থের প্রতিবিম্বনা হইবে না[৩৪]।

একবিংশসর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। যে জীব তত্ত্ববিবেকী ও বিচার-পরায়ণ, যাহার চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইয়াছে, যে মনন পরিত্যাগ করিয়াছে, যে আত্মভাবে বিশ্রান্ত হইয়াছে, যে হেয়দৃশ্য পরিত্যাগী ও উপাদেয় আত্মব্রহ্মগ্রাহী, যে আত্মাভিন্ন বস্তু দেখে না, যে দ্রষ্টাকেও দৃশ্য বলিয়া জানে, যে বিজ্ঞাতব্য পরমতত্ত্বে অবস্থিত ও তদনুধ্যানে রত, যে মোহময় নিবিড় সংসারবর্ত্মে সুপ্তপ্রায় এবং যে অত্যন্তবৈরাগ্যপ্রযুক্ত ভোগ সংগ্রহে বিরক্ত ও আশাবিহীন, সেই ব্যক্তিরই অজ্ঞানতা আতপে হিমকণার ন্যায় বিগলিত হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তিই আত্মৈকত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়[১-৫]। যেমন বর্ষা বিগমে বিলোলকল্লোলশালিনী তরঙ্গরঙ্গিণী নদী সমূহ শান্তভাব ধারণ করে, তদ্রূপ, তৃষ্ণার (অর্থাৎ বিষয় লালসার) অপগমে তাঁহারা পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন[৬]। বাসনাজাল মুষিকত্রোটিত পক্ষিবন্ধন জালের ন্যায় ত্রোটিত হইলে এবং হৃদ্গ্রন্থি বৈরাগ্যের তেজে শ্লথ হইলে, জল যেমন কতক ফল (নির্ম্মলীফল) দ্বারা প্রসন্ন অর্থাৎ স্বচ্ছ হয়, তাহার ন্যায় তখন বিজ্ঞান প্রবর্ত্তনে স্বভাব (মন) সুপ্রসন্ন (নিরাবিল) হইয়া থাকে[৭৮]। তখন সে পুরুষ নীরাগ, দোষশূন্য, আসক্তিবর্জ্জিত, একল ও উপাশ্রয়বিহীন (ভোগস্থানত্যাগী) হইয়া পিঞ্জর হইতে বিহগের ন্যায় মোহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়[৯]। তাহার তাদৃশ চিত্ত তখন শান্ত, সন্দেহহীন, দৌরাত্ম্যবিহীন, কৌতুকাদিবিভ্রম রহিত ও পূর্ণ হইয়া পূর্ণ-শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজিত হয় এবং শান্তবাত অর্ণবের ন্যায় সর্ব্বত্র সমভাব ও সমদৃষ্টিতা ধারণ করে[১০।১১]। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারময়ী নিশার অপক্ষয় হয়, সেইরূপ, সে সময়ে তাহার সংসার বাসনার অপক্ষয় হইয়া থাকে[১২]। পদ্মিনী যেমন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় দর্শনে বিকাসমানা হয় তাহার ন্যায় প্রজ্ঞাও তখন চিদ্রূপ ভাস্কর দর্শনে বিকাসিত ও নির্ম্মল-দ্যুতিসম্পন্না হয়[১৩]। সেই ভুবনানন্দদায়িনী হৃদয়হারিণী সত্ত্বগুণশালিনী প্রজ্ঞা তখন শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে[১৪]। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল জ্ঞাতজ্ঞেয় মহামতিরা আকাশকোশের ন্যায়

উদয় ও অস্ত উভয় বিকারের অতীত হন[১৫]। বিচার দ্বারা পরিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব ব্যক্তিকে কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর, সকলেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন[১৬]। যাহার অন্তরে আত্মরূপের প্রাকট্য বিস্তৃত হইয়াছে, যাহার চিত্ত হইতে অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়াছে, কোনও বিকল্প তাহাকে স্বপরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে না[১৭]। তরঙ্গ যেমন জল হইতে আইসে (উঠে) ও জলেই যায় (লয় প্রাপ্ত হয়), সেইরূপ, এই সমস্ত লোক চিত্ত হইতেই আইসে (জন্মে) ও চিত্তেই যায় (লয়প্রাপ্ত হয়)। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই এই চিত্তজাত লোকের (ভোগ্যের) ক্রোড়ীকৃত হয় পরন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহারা উহার অধীন হয় না। অর্থাৎ তাহাদের জন্ম মরণ প্রবন্ধ নাই[১৮]। আবির্ভাব ও তিরোভাব ইহা সংসারেরই ক্রম, উক্ত ক্রমে যাহারা রমমাণ তাহারাই বদ্ধ[১৯]। যেমন ঘটই ভাঙ্গে, তাহাতে ঘটাকাশের ক্ষতি হয় না, তেমনি, দেহই নষ্ট ও দুষ্ট হয়, তাহাতে আত্মার কিছুই হয় না। যাহারা এই রহস্য বিদিত, সেই সকল আত্মজ্ঞগণ দেহ ভূষিতই হউক বা দূষিতই হউক, কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। অতিশীতল বিবেকচন্দ্র সমুদিত হইলে, তখন আর ভ্রমরূপ মরুভূমিতে বাসনারূপ মৃগতৃষ্ণিকা উদিত হয় না[২০।২১]। "আমি কে? এ সকলই বা কি"? যাবৎ না ঐ দুই বিষয়ের বিচার উদিত হয়, তাবৎ এই অন্ধকারোপম সংসারাড়ম্বর বিদ্যমান থাকে[২২]। মিথ্যা ভ্রমের প্রভাবে উদ্ভূত এই শরীররূপ পাদপ (বৃক্ষ), যে ব্যক্তি ইহাকে আত্ম ভাবে না দেখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দ্রষ্টা বা দর্শক[২৩]। এই দেহে দেশ ও কালাদি উপলক্ষে শত শত সুখ দুঃখ আশ্রয় করিতেছে। যে ব্যক্তি সে সকলকে "আমার" মনে না করে, সেই অভ্রান্ত ব্যক্তিই যথার্থ দর্শক[২৪]। এই যে অপার নভোমণ্ডল, এই যে দিক্‌কালাদি এবং এই যে বিচিত্র ক্রিয়া বিক্রিয়া সমন্বিত বিশ্ব, এ সমস্তই আমি এবং সর্ব্বত্রই আমি, যে এইরূপ দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ বা দ্রষ্টা[২৫]। আমি কেশাগ্রের লক্ষভাগের এক ভাগের কোটি কোটি অংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অথচ সর্ব্বব্যাপী, যে আপনাকে এইরূপে দেখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দেখে[২৬]। যে পুরুষ আপনাকে ও ইতরকে (শরীরাদি বাহ্য বস্তু সমুদায়কে) নিত্য অভেদ জ্ঞানের বিষয় করিয়া এবম্প্রকার অবধারণ করে যে "এ সমস্তই চিজ্জ্যোতিঃ, বস্তন্তর নহে" সেই পুরুষই জ্ঞানী বা দ্রষ্টা[২৭]।

যে মহাত্মা সর্ব্বান্তর সর্ব্বশক্তি অনন্তাত্মা অদ্বিতীয় চিংবস্তকে স্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[২৮]। যে প্রাজ্ঞ আপনাকে আধি, ব্যাধি, ভয়, উদ্বেগ, জরা, মরণ ও জন্মাদিশালী দেহী, ইত্যাকারে দর্শন না করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[২৯]। যিনি সর্ব্বদা ও অসন্দেহে অবলোকন করেন যে, আমার মহিমা তির্য্যক্, (আড়্ভাবে) উৰ্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বত্রই বিরাজিত; সুতরাং আমার দ্বিতীয় নাই, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[৩০]। সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত (মালা) থাকে তাহার স্থায় আমাতেই এ সমস্ত গ্রথিত আছে। এবং আমি চিত্ত নহি, ইহা যে ব্যক্তি জানে সেই ব্যক্তিই যথার্থ জ্ঞানী[৩১]। অহং নাই, ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বা কোন বস্তু নাই, কেবল নিরাময় ব্রহ্ম বিদ্যমান, যিনি সৎ অসৎ উভয়ের মধ্যে ঐ প্রকার দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন[৩২]। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রেরই অন্তর্ভূত, তেমনি, এই ত্রৈলোক্য আমারই অন্তর্ভূত, যিনি অন্তরে এই-রূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[৩৩]। যিনি এইরূপ দর্শন করেন যে এই ক্ষুদ্রা ত্রিলোকী মৃতপ্রায় বলিয়া শোকার্হা এবং আপনারই সত্তার দ্বারা ভগিনীর স্থায় পালনীয়া, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[৩৪]। আত্মত্ব, পরত্ব, তত্ত্ব, মত্ত্ব, (আমি তুমি, আত্মপর, ইত্যাদি) এ সকল যাহার দেহাদি সাংসারিক বস্তু হইতে উপরত হইয়াছে অর্থাৎ বিবেক দ্বারা বাধিত (মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত) হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ও যথার্থদর্শী[৩৫]। যিনি দেখেন যে, দৃশ্যসম্বলনরহিত, অব্যাহত-স্ফূর্ত্তি চিন্মাত্রে এই জগজ্জাল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তিনিই যথার্থ দেখেন[৩৬]। সুখ দুঃখ, হেয় ও উপাদেয় ও অন্যান্য দৈহিক ভাব (গুরু, দেবতা ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা ও নিত্যানিত্য বিবেকাদি) সমস্ত আমিই, যিনি এইরূপ দেখেন তিনি কদাপি হীন হন না[৩৭]। যার পর নাই আনন্দ-ঘন আত্মসত্তার দ্বারা ব্রহ্মাদি তৃণান্ত জগৎ আপূরিত, যে আনন্দের কণামাত্র স্পর্শে মিথ্যাভূত জগতে আনন্দের অস্তিতা অনুভূত হয়, আমিই যখন সেই ব্রহ্মানন্দরূপ আত্মা, তখন আর আমার হেয়ই বা কি! উপাদেয়ই বা কি! যাহার দৃষ্টি ঐরূপ সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুদৃক্[৩৮]। যে বস্তু তর্কের অতীত ও চিত্তবৃত্তির বা জ্ঞানের সাক্ষী, এ সমস্তই সেই বস্তু (ব্রহ্ম), এইরূপ বোধ যাহার হেয়োপাদেয় বোধ বিনষ্ট করিয়াছে সেই মহান্ পুরুষই যথার্থ পুরুষ[৩৯]। যে আকাশের

ন্যায় একাত্মা হইয়াছে অথবা সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ কোনও ভাবে অনুরক্ত নহে, সেই ব্যক্তিই মহাত্মা ও মহেশ্বর[৪০]। যিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বিমুক্ত হইয়াছেন, মৃত্যুরও আত্মা হইয়াছেন, স্বস্থ ও তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পরমপদপ্রাপ্ত পুরুষকে আমি নমস্কার করি[৪১]। যিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বৃত্তিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতেছেন সেই ব্রহ্মৈকমতি পরম বোধবান্ সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করি[৪২]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।
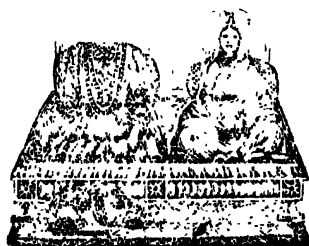
ত্রয়োবিংশ সর্গ।

—)(+)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে উত্তমপদাবলম্বী (জীবন্মুক্ত) পুরুষ এই শরীর-নগরীতে নির্লিপ্ত হইয়া রাজ্য করিতে পারেন, এই উপবনোপমা শরীর নগরী সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরই ভোগ, মোক্ষ ও সুখপ্রদ হয়। এমন কি তিনি কখনই এই শরীরমহাপুরীতে কোনও প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হন না[১।২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিবর! শরীর কি প্রকারে নগরী হইল? ইহাতে নগরীর কি লক্ষণ আছে? আপনি বলিলেন, শরীর নগরীর অধিবাসী যোগী পুরুষ রাজ্যসুখভাগী, সে কথার মর্ম্ম কি? তাহা আমার নিকট বিশদ করিয়া বলুন[৩]। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো রাম! প্রাজ্ঞের পক্ষে এই শরীরনগরী অতিরমণীয় ও সর্ব্বগুণান্বিত। যে হেতু ইহা আত্মজ্যোতিঃরূপ সূর্য্যের আলোকে আলোকিত[৪]। আত্মা ইহার সূর্য্য, নেত্র ইহার বাতায়ন, ইন্দ্রিয়রূপ প্রদীপ ঐ বাতায়ন দিয়া নিরন্তর ভুবনান্তর প্রকাশ করিতেছে। করদ্বয় ইহার (শরীর নগরীর) পথ; এই পথ বিস্তৃত হইয়া (লম্বা হইয়া) পাদরূপ উপবন প্রাপ্ত হইয়াছে[৫]। রোম সকল উক্ত উপবনের লতা, কেশগুচ্ছ গুল্ম, চর্ম্মগত শিরাজাল জালক (গুল্মের মূল), ঐ জালক পাদগুল্ফ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, জঙ্ঘা অবধি উরু পর্য্যন্ত তাহার স্তম্ভ স্থানীয়[৬], রেখাবিভক্ত পাদাগ্রদ্বয় (পায়ের চেটো বা তালু) আধার প্রস্তর, চর্ম্ম ও মর্ম্মস্থান সকল সীমাবিশেষ * এবং সন্ধিস্থান গুলিও সীমা বিশেষ[৭]। তৎপ্রযুক্ত দেখিতে ইহা অতীব সুন্দর। স্তনদ্বয়ে ও উরু দ্বয়ের মধ্যে অথবা মধ্যকায়ের সন্ধি স্থানে যে উপস্থেন্দ্রিয় আছে, তাহাই প্রণালী, এই প্রণালী (জলপ্রণালী) অত্রত্য উপবনের কৃত্রিমা নদী। কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি সুদৃশ্য ক্ষুপ (ক্ষুদ্র বৃক্ষ) দ্বারা সুশোভিত শিরা প্রদেশ সকল এই উপবনের ক্রীড়া শৈল[৮]। ভ্রূ,

* শারীর শাস্ত্রে মর্ম্মস্থানের নির্ণয় আছে। সেই সেই স্থানে অল্প আঘাত লাগিলে মৃত্যু হয়। সীমা—যেমন গ্রামের সীমা—গ্রামের শেষ প্রান্তর। স্তন হইতে দুগ্ধস্রাব হয়, সেজন্য তাহা ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যকায়—ধড়।

ললাট ও ওষ্ঠাদির দ্বারা সুশোভিত রমণীয় বদনোদ্যান পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। ইহার বিহার স্থল কপোল, (কপোল দেখিলে মন তথায় ক্রীড়া করে অর্থাৎ তৃপ্ত হয়।) তাহা কটাক্ষরূপ উৎপলে আকীর্ণ। বক্ষঃস্থল সরোবর, তাহা স্তনরূপ পঙ্কজ দ্বারা শোভিত। গুচ্ছায়মান রোম সমূহে সমাচ্ছাদিত স্কন্ধদেশ এই সরোবরের তীর ভূমি[১০]। উদর এই নগরীর কোষাগার। এই আগার সর্ব্বদা অন্নরূপ ধনে পরিপূর্ণ। উদান বায়ু যখন উদররূপ কোষাগারের কণ্ঠরূপ কবাট উদ্ঘাটিত করে তখন তাহা হইতে মহান্ শব্দ সমুত্থিত হয়[১১]। হৃদয় এই মহাপুরীস্থ বিপণী, বুদ্ধিশক্তি তত্রস্থ রত্ন-পরীক্ষক (ভাল মন্দ বলিয়া দেয়), ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক ঐ বিপণীতে নানাবিধ অর্থ (বস্তু) নীত হয়, এবং দৃষ্টবাসনা (দৃষ্ট বস্তুর সংস্কার) সমূহ সে সকলের পণ্য রূপে গৃহীত হয়। ইহার দ্বার নয়টী, তদ্দ্বারা প্রাণরূপ নগরবাসী অনবরত গমনাগমন করে[১২]। মুখবিবর সিংহদ্বার, দন্ত তাহার গজদন্তনির্ম্মিত কীল কাষ্ঠ, জীহ্বা এই নগরের চণ্ডী (দেবী), ইনি প্রতিদিন চতুর্ব্বিধ অন্নের স্বাদ গ্রহণ করেন[১৩]। রোম সকল এই নগরের শষ্প, এবং কর্ণ কোটর ইহার কূপ। পৃষ্ঠদেশ এই নগরের প্রান্তর[১৪]। নগরে কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র থাকে, এবং সে স্থান (যন্ত্র স্থান) সর্ব্বদা কর্দ্দমিত থাকে। এই দেহ নগরেও তাহার অভাব দৃষ্ট হয় না। পায়ু ও মূত্রদণ্ড যন্ত্র, মূত্র জল, ও পায়ুমল (বিষ্ঠা) কর্দ্দম। চিত্ত উদ্যান, আত্মচিন্তা উদ্যান-স্বামিনী (উদ্যানের অধিপতি)[১৫]। এই নগরে বুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় চর্ম্মরজ্জু দ্বারা চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপ মর্কট সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বদন ইহার বহি-রুদ্যান। এ উদ্যানের পুষ্প হাস্য[১৬]। এই সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরী শরীরনগরী তত্ত্ববিৎগণের সুখের বৈ দুঃখের স্থান নহে এবং হিতের বৈ অহিতের উপকরণ নহে[১৭]। কিন্তু হে রামচন্দ্র! এই দেহনগরী অজ্ঞগণের অনন্ত দুঃখের আগার এবং প্রাজ্ঞগণের অনন্তসুখরত্নের খনি[১৮]। ইহা বিনষ্ট হইলে প্রাজ্ঞগণের মোক্ষরূপ ধনের কিছুই নষ্ট হয় না পরন্তু থাকিলে সমস্তই থাকে (অর্থাৎ সুখপ্রদ হয়)। অতএব, ইহা প্রাজ্ঞগণেরই সুখ-দায়িনী[১৯]। জ্ঞানিগণ ইহাতে আরোহণ করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করেন ও অশেষ ভোগ মোক্ষ অর্জ্জন করেন বলিয়া ইহার নাম জ্ঞানিরথ[২০]। তাঁহারা ইহারই দ্বারা শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদির জ্ঞান, বন্ধু এবং শ্রীলাভ

করেন বলিয়া ইহা লাভদা নামে কথিত হয়[২১]। সুখ, দুঃখ ও ক্রিয়া, এই রথের দ্বারা বাহিত হয় বলিয়া ইহা সর্ব্ববাহী শব্দে অভিহিত হয়[২২]। প্রাজ্ঞগণ এই শরীরপুরীতে ঐরূপে রাজত্ব করেন এবং বাসব যেমন স্বীয় পুরীতে স্থিতি করেন তাহার ন্যায় বিগতজ্বর ও অব্যগ্র হইয়া অবস্থিতি করেন[২৩]। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনই মনোরূপ উন্মত্ত তুরঙ্গমকে কামসন্নিধানে প্রেরণ, প্রজ্ঞারূপ কন্যাকে অধমে সমর্পণ অথবা অজ্ঞানরূপ পররাষ্ট্র বা তাহার রন্ধ্র অন্বেষণ করেন না। তিনি সর্ব্বদা সাবধানতা সহকারে প্রজ্ঞারাজ্যে সংসাররূপ অরিভয়ের মূলস্বরূপ স্নেহকে ছেদন করিয়া বিরাজ করেন[২৪।২৫]। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোন প্রলোভনে এই সুখ দুঃখপরিদেবনাদিসঙ্কুল কামসম্ভোগাদি ভীষণ জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ সংসার-রূপ অসার বা মিথ্যা নদীতে নিমগ্ন হন না[২৬]। তিনি বাহিরে ও অন্তরে সদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনপ্রযুক্ত মনোগত সাগরসঙ্গম তীর্থে অবিরত যথেষ্ট স্নান করিয়া থাকেন[২৭]। ইন্দ্রিয়দৃষ্ট সুখে পরাঙ্মুখ ও ব্রহ্মধ্যানরূপ সুখে নিমগ্ন থাকেন[২৮]। অতএব, বিদিতাত্মাদিগের এই নগরী অতীব সুখাবহা এবং শক্রের অমরাবতীর ন্যায় বিহারস্থলী ও ভোগমোক্ষপ্রদা-য়িনী[২৯]। ইহা স্থিত থাকিলে তাঁহাদের সর্ব্বসুখ থাকে পরন্তু ইহা বিনষ্ট হইলে তাঁহাদের কিছুই বিনষ্ট হয় না সুতরাং ইহাকে সুখাবহ বলায় দোষ হয় না[৩০]। যেরূপ কুম্ভ বিনষ্ট হইলে কুম্ভস্থিত আকাশ বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ, এই দেহনগর বিনষ্ট হইলে তাহার অন্তরস্থ বস্তুর (আত্মার) কিছুই বিনষ্ট হয় না। সর্ব্বগত হইলেও এই দেহনগরাধিষ্ঠাতা পুরুষ (আত্মা) প্রারব্ধভোগ করতঃ অবশেষে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন [৩১।৩২]। অপিচ, অসঙ্গভাবে ক্রিয়োন্মুখ হইয়া কখন কখন ব্যবহার দৃষ্টি সহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, এবং কখন বা পরমার্থ দৃষ্টিতে কিছুই করেন না। অপিচ, কখন প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং কখন বা মনের সহিত লীলাসহকারে বিমানতুল্য হৃৎপুণ্ডরীকে অধিরোহণ করতঃ লীলা বা বিলাস করিতে থাকেন। কখন সর্ব্বলোকসুন্দরী ও অতিশীতলাঙ্গী মৈত্রীরূপা পরমা প্রিয়ার সহিত বিহার করেন[৩৪।৩৬]। ইহার দুই পার্শ্বে দুই কান্তা। এক সত্যতা, অপর একতা। এই দুই কান্তার দ্বারা ইনি বিশাখা দ্বয়ের (তন্নামক নক্ষত্র দ্বয়ের) মধ্যবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভ-মানা[৩৭]। এ অবস্থায়, সূর্য্য যেমন অতি উচ্চ নভোভাগে থাকিয়া পৃথিবী

দেখেন তাহার ন্যায় ইনিও দেখেন—অজ্ঞ লোক সকল লতাজড়িত বনের ন্যায় বিবিধ দুঃখজড়িত হইয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছে[৩৮]। ইঁহার আশা এখন চিরকালের নিমিত্ত প্রপূরিত, সুতরাং এখন সমুদায় ঐশ্বর্য্যশ্রী ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। সেজন্য এখন ইনি অকলঙ্ক পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিরাজিত আছেন[৩৯]। ভোগ সমূহ এখন ইঁহাকে সেবা করিলেও পুনর্জ্জন্মাদি দুঃখ প্রদানে সমর্থ নহে। কালকূট বিষ শিবের অল্পমাত্রও ক্লেশপ্রদ হয় নাই, অধিকন্তু তাঁহার কণ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। তাহার ন্যায় স্রক্ চন্দন বনিতাদি ভোগসজ্ঘ এই জ্ঞানীর আত্মার শোভা-বৃদ্ধিরই কারণ হয়, অন্য কিছুর (সংসার পতনের) হেতু হয় না[৪০]। ভোগ্য বা ভোগ সকল তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সন্তোষের বৈ অসন্তোষের কারণ হয় না। চোর বন্ধুভাবে সেবিত হইলে বন্ধুই হয়, কদাপি শত্রু হয় না[৪১]। জ্ঞানী লোক ভোগসম্পদ্‌কে দূরগামী যাত্রোৎসবযুক্ত নর নারীর অনুরূপ বিবেচনা করেন, করিয়া পরিতুষ্ট হন। (উৎসবলিপ্ত নহে, এরূপ উদাসীন ব্যক্তি দূর হইতে উৎসব কোলাহলকে যেরূপ ভাবে দেখে, জ্ঞানীরা ভোগ সম্পদ্‌কে সেইরূপ দেখিয়া থাকেন)[৪২]। পথিকেরা যেমন পথমধ্যস্থ গ্রাম প্রাপ্তে অশঙ্কিত ভাবে তদ্‌গ্রামের ভাব দেখিতে থাকে, জ্ঞানীরাও তেমনি সংসারের ব্যবহারময়ী ক্রিয়া অশঙ্কিত ভাবে দর্শন করিতে থাকেন[৪৩]। চক্ষু যেমন অযত্নপূর্ব্বক যাদৃচ্ছিক দৃশ্যে নীরাগভাবে নিপতিত হয়, সেইরূপ, ধীরগণের বুদ্ধিও নীরাগভাবে ব্যবহার কার্য্যে নিপতিত হইয়া থাকে[৪৪]। জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ানীত পদার্থ গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে অহংমমাভিমানী হন না। তাঁহাদের পক্ষে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি উভয়ই সমান, সুতরাং তাঁহারা পূর্ণস্বভাবে বিরাজ করেন[৪৫]। (অর্থাৎ অভাব বোধ রহিত হইয়া থাকেন) পিচ্ছাঘাত যেমন সুমেরু শৈলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ, অপ্রাপ্তচিন্তা পরিত্যাগ ও প্রাপ্তিচিন্তায় উপেক্ষা এই দুই কারণে অনুতাপাদি বিষয় দোষ তাদৃশ জ্ঞানীকে ক্ষণকালের নিমিত্তও বিচলিত করিতে পারে না[৪৬]। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই শরীর-নগরীতে সন্দেহ বিগলিত, কৌতুকী ও কল্পনাপরিত্যাগী হইয়া সম্রাটের ন্যায় বিরাজ করেন[৪৭]। যদি অজ্ঞ দৃষ্টি অনুসারে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর উক্ত অবস্থা স্বর্গরাজ্যের (স্বর্গের রাজত্ব) সহিত তুলিত হইতে পারে। পরন্তু

তত্ত্বদৃষ্টি অনুসারে ঐ অবস্থা অতুলনীয়। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় আপনিই আপনার দৃষ্টান্ত এবং আপনাতেই আপনার বিজৃম্ভণ (বিলাস) প্রকট করেন[৪৮]। যেমন অনুন্মত্ত ব্যক্তি উন্মত্ত পুরুষ দেখিয়া অবহাস করে, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞেরা ভোগলম্পট অতৃপ্তেন্দ্রিয় জনগণকে দেখিয়া হাস্য করিয়া থাকেন[৪৯]। একের পরিত্যক্তা স্ত্রী অপরে ইচ্ছা করিলে সে যেমন অবহাসের পাত্র হয়, সেইরূপ, ভোগেচ্ছু ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানীর হাস্যাস্পদ হয়[৫০]। নাগেন্দ্র যেমন অঙ্কুশে বশীভূত হয়, তেমনি, বিষয়-বিদ্ধ মন বিচার দ্বারা বশীভূত হয়[৫১]। তৃষ্ণাই মনোবৃত্তিকে ভোগে নিয়োজিত করে, সুতরাং অগ্রে তাহাকেই বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য[৫২]। কোন্ ব্যক্তি তাড়িত হইয়া পশ্চাৎ সম্মানিত হইলে সে সম্মানকে বহু বলিয়া মনে করে? (অভিপ্রায় এই যে, মন পুনঃ পুনঃ নিগ্রহপীড়িত হইলে ক্রমে হতাশ্বাস হইয়া ভোগস্পৃহা ত্যাগী হইবে)। প্রাবৃট্ যেমন পূর্ণ সরিতের পূর্ণতা বা অপূর্ণ অবস্থার অপূর্ণতা অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ, আর্ত্ত না হইলে সম্মান বহুমান বুঝিতে পারে না[৫৩।৫৪]। অর্ণব যেমন জগৎপূরণযোগ্য সলিল সম্পন্ন হইয়াও অন্য সলিল গ্রহণ করে, সেইরূপ, আত্মা স্বতঃ পূর্ণস্বভাব হইলেও অন্য বস্তুর বাঞ্ছা করে, তাহাতে তাহার দোষ হয় না। শত্রুবদ্ধ ভূপাল অনুগ্রহদ্বারা মুক্তি লাভ করতঃ একখানি মাত্র গ্রাম পাইলে তাহাতেই তাহার পরম সন্তোষ জন্মে, কিন্তু শত্রুকর্তৃক অনাক্রান্ত অবদ্ধ ভূপতি বিশাল রাজ্যকেও বহু বলিয়া বোধ করে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মনঃও প্রথমে দৃঢ় নিগৃহীত ও ভোগসমূহ হইতে অপসারিত হইয়া পশ্চাৎ যৎসামান্য বিষয় সুখ প্রাপ্ত হইলে সেই স্বল্প বৈষয়িক সুখকেই সে সমধিক বলিয়া অনুভব করে[৫৬।৫৭]। মল্লযোদ্ধারা যেমন হস্ত দ্বারা শত্রুহস্ত নিপীড়ন, দন্ত দ্বারা পরদন্ত নিষ্পেষণ ও স্বদেহ দ্বারা রিপুদেহ আক্রমণ করিয়া জয়ী হয়, প্রত্যেক মনুষ্যের সেইরূপে হৃদয়শত্রু ইন্দ্রিয় দিগকে জয় করা অতীব কর্ত্তব্য[৫৮।৫৯]। যাহারা আপন চিত্তকে পরাজয় করিয়াছেন, এই ধরণীতলে সেই সমস্ত পুরুষই সচেতন, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহা-রাই পুরুষগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। হৃদয়গর্ত্তনিবাসী মনোরূপ ঊর্দ্ধমুখ ভুজগ যাহার সম্বন্ধে শান্তভাব প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যথাহীন মহাপুরুষকে আমরা নমস্কার করি[৬০।৬১]।

চতুর্বিংশ সর্গ।

-(*)-

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহানরক সাম্রাজ্য, তাহাতে দুষ্কৃতিরূপ মত্ত মাতঙ্গ, আশারূপ শর, ও ইন্দ্রিয়গণ মহাশক্র। এই শক্র নিতান্ত দুর্জ্জয়[১]। আপনার মুখ্য আশ্রয় দেহকে যাহারা বিনষ্ট করে, সেই সকল নর কৃতঘ্ন। কৃতঘ্নের নিকট কুকার্য্যের কোষ স্বরূপ ইন্দ্রিয়শক্রগণ পরম দুর্জ্জয়[২]। হে রামচন্দ্র! ইন্দ্রিয়গণ গৃধ্রস্বরূপ। কার্য্য ও অকার্য্য তাহাদের পক্ষ (ডানা)। তাহারা এই কলেবররূপ নীড়ে থাকিয়া বিষয়রূপ আমিষের লোভে বঞ্চিত হয়[৩]। যে মহাপুরুষ বিবেকরূপ জালে ঐ ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট গৃধ্র দিগকে বদ্ধ করিতে পারে, ঐ শঠ পক্ষিগণ কদাচ তাঁহার শান্ত্যাদি বিনাশ করিতে পারে না[৪]। যাঁহারা আপাতরমণীয় এই কলেবররূপ কুপত্তনে (কুগ্রামে) বিবেকরূপ ধন সঞ্চয় করতঃ বিহার করেন, তাঁহারা এতদন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় শক্রর দ্বারা অভিভূত হন না এবং এই মৃণ্ময় উগ্র শরীরের অধিপতিত্বে সুখ বোধ করেন না। অর্থাৎ শারীর সুখের অভিমানী হন না[৫]। যাহারা এই শরীর পুরীর ঈশ্বর হইয়া ইন্দ্রিয় ভৃত্যের বশ্য না হয়, মনোরূপ শক্রর অধীন না হয়, সেই সকল শুদ্ধবুদ্ধি নরেরা বসন্ত কালে পত্র পুষ্পাদির ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহারা ইন্দ্রিয় শক্র জয় করিয়াছে, যাহাদের চিত্তের দর্প বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ভোগবাসনা হিম কালে পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান হইয়া যায়। মন যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়াভ্যাস দ্বারা বিজিত হয়, তাবৎ হৃদয়াকাশে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অবস্থান করে ও বাসনারূপ বেতাল নৃত্য করিতে থাকে। আমি মনে করি, বিবেকিগণের মনঃই তাহাদের অভিমত কার্য্য করে বলিয়া ভৃত্য, সৎকার্য্য সাধক বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়রূপ রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে বলিয়া সামন্ত, এবং লালনকারী বলিয়া ললনা, পালনকারী হেতু পিতা ও উত্তম বিশ্বাসভাজন বলিয়া সুহৃৎ[৬।১১]। মন শাস্ত্র দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে দর্শন ও বোধ শক্তির দ্বারা আপনার স্বরূপ অনুভব করতঃ সিদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক বিনষ্ট হয়। সুতরাং মনঃই

প্রবুদ্ধ দিগের পরম পিতা। এই মনোরূপ সুদৃঢ় ও উত্তম মহামণি সুদৃষ্ট, সুমার্জ্জিত, সুপ্রবোধিত ও সদ্‌গুণে গ্রথিত হইয়া বিবেকী দিগের হৃদয়ে পরম শোভা বিস্তার করে। এই মনোরূপ মহামন্ত্রীই জন্মরূপ বৃক্ষের ছেদনকারী কুঠার নির্ম্মাণ করিয়া বিবেকী দিগের হস্তে অর্পণ ও উত্তরকালীন সুফলের নিরতিশয় আনন্দপ্রদান প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্য সমূহ সম্পাদন করিয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! তুমি পরমা সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত এই বহু পঙ্ক কলঙ্কিত মনোমণিকে বিবেকবারির দ্বারা প্রক্ষালন কর এবং ইহারই দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীকরণ করতঃ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হও। আত্মহারা প্রাকৃত লোকের ন্যায় এই উৎপাতপরিপূর্ণ ভীষণ ভবভূমিতে নিপতিত থাকিও না। বিবেকযুক্ত ও সর্ব্বপ্রকার কল্পনারহিত হইয়া সুখে অবস্থান কর। তুমি সংসারমায়াসম্ভাবিত নানা অনর্থসঙ্কুল মহামোহ মিহিকায় (কুয়াশায়) সমাচ্ছাদিত থাকিও না। স্বকীয় নির্ম্মলা বুদ্ধির দ্বারা সত্য বস্তু দর্শন, বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ ও ইন্দ্রিয়শত্রু দিগকে পরাভূত করতঃ ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হও। এই অসত্য শরীরে সুখদুঃখাদি সমস্তই অসৎ। সেইজন্য পুনঃ পুনঃ বলি, তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থা না হয়। তুমি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি প্রাপ্ত হও এবং বিশোক হইয়া অবস্থান কর[১২,২০]। হে মহামতে! তুমি স্বকীয় উত্তমা সুবুদ্ধির দ্বারা "এই জগৎ ও এই আমি" এই বৃথা জ্ঞান বর্জ্জন পূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সুখে পান ভোজনাদি কার্য্য কর। তাহা হইলে জীবন্মুক্ত, অমনস্ক ও অমর হইবে[২১]।

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি ইহলোকে এরূপে বিহার করিবে, যে, যাহাতে তুমি জনগণের সুখের ও বিশ্রামের স্থান হইতে পার। তুমি ধীমান্, সেইজন্য তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্নকর ও আপনাতে শমদমাদি গুণ প্রকটিত কর। হে রঘুকুলপাবন রাম! তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থিতি না হয়; তুমি কেবল ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি প্রাপ্ত ও বিশোক হইয়া অবস্থান কর১।২।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিতেছেন যে, তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থিতি না হয় এবং তুমি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি লাভ করিয়া বিশোক হও। হে পাপতাপহারিন্! হে প্রভো! আপনার ঐ উদার বাক্য কিরূপ অর্থের প্রকাশক তাহা বিস্তৃত রূপে ব্যক্ত করিয়া আমাকে প্রবোধ প্রদান করুন৩।৫।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমার নিকট দাম, ব্যাল ও কটের অবস্থা ও ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের স্থিতি বর্ণন করি, শ্রবণ কর। শ্রবণান্তে যেরূপ ইচ্ছা হয় কর৬। হে মহামতে! আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ অতিমনোরম পাতালপুরে মায়ারূপ মণির অর্ণবস্বরূপ শম্বর নামে এক দৈত্যেন্দ্র বাস করিতেন৭। তিনি মায়াবলে আকাশে নগরসমূহ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে রমণীয় উদ্যান ও তন্মধ্যে মনোহর সুরমন্দির সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই দানবেন্দ্র সর্ব্বদা মায়াবিরচিত শশিভাস্করভূষিত ও আত্মীয়-মণ্ডলে পরিবৃত থাকিতেন৮। তদীয় গৃহে অঙ্গনারত্ন সমূহের গীতির দ্বারা অমরবধূগণের ধ্বনি পরাজিত হইত, এবং তদীয় গৃহ সকল পদ্ম-রাগ প্রভৃতি মহার্হ মণির দ্বারা বিনির্ম্মিত হওয়ায় অমরাচলের শোভা তিরস্কার করিয়াছিল। উক্ত দানব অনন্ত বৈভবে উক্তরূপে সর্ব্বদা পরিপুষ্ট এবং তদীয় উপবনস্থ ক্রীড়া পাদপ সকল সর্ব্বদা চন্দ্রালোকে সমুদ্ভাসিত থাকিত৯।১০। তদীয় ক্রীড়া গৃহ গুলি অনুক্ষণ প্রফুল্লনীলোৎপল ভূষিত থাকিলেও সাধারণ কামিজনের ভয়াবহ ছিল এবং তত্রস্থ হেমপদ্মপরিব্যাপ্ত

সরোবরে রত্নহংসগণ অনুক্ষণ ধ্বনিসহকারে সারসগণকে আহ্বান করিত[১১]। উদ্যানস্থিত হেমপাদপের অগ্রভাগে এক অম্ভোরুহ মুকুলিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিত। তত্রস্থ করঞ্জ কুঞ্জ সমূহও মন্দারপুষ্পের পতনে শোভমান হইত[১২]। তিনি বজ্রধারী অসংখ্য উগ্র দৈত্য সেনায় পরিবৃত হইয়া বাসবকে এবং তদীয় কুসুমোদ্যান নন্দনোদ্যানকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এবং তিনি মায়াবলে সসর্পচন্দনতরুপরিপূর্ণ মলয়াচল নির্ম্মাণও করিয়াছিলেন[১৩।১৪]। তদীয় অন্তঃপুরস্থা সুন্দরী দিগের রূপলাবণ্যে হেম-শ্রীও পরাজিত হইত এবং নানাবিধ পুষ্প সম্ভার দ্বারা তদীয় প্রাঙ্গণ ভূমি সর্ব্বদা প্রস্ফুরিত থাকিত। তদীয় গৃহান্তরালে যে রত্নসমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা দেখিলে বোধ হইত—তদীয় পুরান্তর্গত আকাশ অনুক্ষণ তারকিত রহিয়াছে। তিনি যে ক্রীড়ার্থে মৃণ্ময় শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা চক্রগদাধর বিষ্ণুকেও পরাজিত করণে সমর্থ[১৫।১৬]। সেই পাতাল কুহরের নভোভাগ অমাবস্যা দিবসেও শত শত পূর্ণশশধর দ্বারা সুশোভিত থাকিত। তদ্ভিন্ন, তৎকৃত শালভঞ্জিকারাও (শালভঞ্জিকা=প্রতিমূর্ত্তি, ষ্ট্যাচিউ) যেন তদীয় যুদ্ধোৎসাহে সমুৎসাহিত হইত[১৭]। তদীয় মায়াকৃত ঐরাবত গজ কর্ত্তৃক অমরবারণও ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত হইত। বলা বাহুল্য যে তদীয় অন্তঃপুর ত্রিলোকের যাবতীয় বিভবে সদা পরিপূর্ণ থাকিত[১৮]। সেই সর্ব্বসম্পত্তিশালী সুভগ দৈত্যেন্দ্র সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে সুসেবিত ও সমস্ত দৈত্যসামন্তে পরিবন্দিত হইয়া উগ্র শাসন সহকারে দৈত্যগণকে পালন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং তদীয় মহাভুজ বৃক্ষের বিস্তৃত ছায়ায় অসুরগণ নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিত। তিনি সর্ব্ববুদ্ধির আকর ও সর্ব্বরত্নে বিমণ্ডিত ছিলেন[১৯।২০]। এই দেবোৎসাদনকারী ভীষণাকৃতি দৈত্যেন্দ্র শম্বরের বিপুল সুরনাশন অসুর সৈন্য ছিল[২১]। মায়াবলে একদা শম্বর দেশান্তরগত ও তথায় প্রসুপ্ত হইলে অমরগণ ছিদ্র (অবসর) পাইয়া সহসা তদীয় সৈন্যদল আক্রমণ করতঃ হনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২২]। পরে দৈত্যরাজ শম্বর তাহা অবগত হইয়া মুণ্ডি (এক শ্রেণীর অসুর), ক্রোধ ও ক্রমাদি সামন্ত দিগকে স্বীয়সেনা রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন[২৩]। শ্যেনপক্ষী যেমন কলবিঙ্ক বিনাশ করে, তাহার ন্যায় দেবতারা ছিদ্র পাইয়া ঐ সকল অসুর বল বিনাশ করিতে লাগিলেন[২৪]। দেবগণ কর্ত্তৃক ঐরূপে আসুর সামন্ত সকল পরাজিত হইলে অসুরসত্তম শম্বর

পুনর্ব্বার সাগরতরঙ্গের ন্যায় মহারবসম্পন্ন অন্য সেনা ও সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন[২৫]। দেবগণ সেই সমস্ত সেনা ও সেনাপতি দিগকেও শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারে দানবরাজ শম্বর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অমর বিনাশার্থ অমরপরিপূর্ণ স্বর্গপুর গমন করিলেন[২৬]। মায়াযোধী শম্বর অমরাবাস স্বর্গ আক্রমণ করিলে দেবগণ ভীত হইয়া সিংহ দর্শনে মৃগগণের ন্যায় পলায়নপর হইলেন[২৭]। পরে সেই দৈত্যেন্দ্র অল্পকাল মধ্যেই কল্পক্ষীণ জগতের ন্যায় সেই স্বর্গপুরী শূন্যময় অবলোকন করিলেন[২৮]। যখন তিনি দেখিলেন, স্বর্গপুরী নির্দ্দেব হইয়াছে তখন তিনি স্বর্গপুরীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ রত্নাদি সমুদায় আহরণ পূর্ব্বক তত্রস্থ গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় আলয়ে আগমন করিলেন[২৯]। এই কার্য্য করার পর দেবদানবের পরস্পর বিদ্বেষভাব দৃঢ়ীভূত হইল। অতঃপর দেবতারা ও দৈত্যেরা স্বর্গপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্ব অভিমত স্থানে গমন করিলেন[৩০]। বলা বাহুল্য যে, শম্বর দৈত্য ঐ সময়ে যাহাকে যাহাকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, দেবতারা যত্ন সহকারে পরোক্ষে থাকিয়া তাহাদের সকলকেই নিহত করিয়াছিলেন[৩১]। তাহাতে সে যার পর নাই উদ্বিগ্ন ও কোপে তৃণাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াছিল[৩২]! দেবতারা কোথায় থাকিয়া অনিষ্টাচরণ করে, লোকত্রয় অনুসন্ধান করিয়াও শম্বর তাহা জানিতে পারিলেন না[৩৩]। তখন কোপে অধীর হইয়া স্ববলরক্ষার্থ মায়ার দ্বারা মূর্ত্তিমান্ কালের ন্যায় অতিঘোর অসুরত্রয় সৃজন করিলেন[৩৪]। সেই মায়াপ্রভব অসুরত্রয় যখন আবির্ভূত হইল, তখন বোধ হইল, যেন পক্ষবান্ পর্ব্বতত্রয় আকাশ গমনে উদ্যোগ করিতেছে[৩৫]। এই তিন্ অসুর যথাক্রমে দাম, ব্যাল, ও কট, এই নামত্রয়ে পরিলাঞ্ছিত। ইহারা কোন প্রাক্তন জীব নহে এবং ইহাদের কোন স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম না থাকায় কোনরূপ বাসনাও ছিল না। কেবল চিন্মাত্রের সন্নিধানপ্রযুক্ত (শম্বর-চৈতন্যের দ্বারা) ইহাদের দেহ পরিস্পন্দনস্বভাবে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ইহাদের ভয় শঙ্কা পলায়নাদি কোনও বিকল্প বুদ্ধি ছিল না[৩৬।৩৭]। ইহারা কর্ম্মজীব শম্বরের অংশ ও কর্ম্মকৌশলে নিষ্পন্ন, এবং অন্তর্যামি-চিচ্ছক্তির প্রভাবে উৎপন্ন। সেই জন্য ইহারা অপুষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মবাসনাদির দ্বারা অপুষ্ট। কৃত্রিম অর্থাৎ মায়াকল্পনার সদৃশ। ভোগপ্রযত্নবর্জ্জিত অর্থাৎ শম্বরাসুরের

এক মাত্র মনোবৃত্তি অবলম্বনে (শত্রুপরাজয়রূপ মনোবৃত্তি অবলম্বনে) আবির্ভূত। সমুদায় কথার মিলিতার্থ—ঐন্দ্রজালিক সৃষ্ট মানব বিশেষের সদৃশ এবং তাহারা যে কার্য্যের নিমিত্ত সৃষ্ট সেই মাত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত[৩৮]। অন্ধপরম্পরার ন্যায় অথবা কাকতালীয় ক্রমের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ইহারা কেবল মাত্র প্রকৃত কার্য্যের অনুগামী হইয়াছিল। ইহারা বাসনা-বিহীন হইয়া কার্য্য করিত। যেমন অদ্ধসুপ্ত শিশুরা অঙ্গ পরিচালন করে তাহার ন্যায় ইহারা বাসনা ও অভিমান বিহীন হইয়া শরীরচেষ্টা করিত[৩৯।৪০]। ইহারা পতন, উৎপতন ও পলায়ন, কিছুই অবগত ছিল না। ইহাদিগের জীবন, মরণ এবং যুদ্ধে জয় অথবা পরাজয় এ সকল জ্ঞান ছিল না। ইহারা কেবল "শত্রুগণকে প্রহার করা কর্ত্তব্য" শম্বরাসুরের এতদ্রূপ সঙ্কল্পে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ইহারা সম্মুখে সৈনিক বা সৈন্য দেখিলেই সংহার করিতে উদ্যত হইত[৪১।৪২]।

অনন্তর শম্বর পরিতুষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, এবার মদীয় সেনানিচয় এই তিন্ মায়াসুর কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অবশ্যই জয় লাভ করিবে। সুমেরুর হেমশৃঙ্গ যেমন দিগ্‌গজগণের দন্তনিঘট্টনেও সুস্থির থাকে; দাম, ব্যাল ও কট দ্বারা পরিপালিত মদীয় মহাবল সেনা সকলও তদ্রূপ স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই[৪৩।৪৪]।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দৈত্যপতি শম্বর ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া দাম ব্যাল ও কট এই তিন অসুরে সমন্বিত দেবনাশিনী সেনা ভূতলে প্রেরণ করিলেন[১]। দৈত্যগণ তখন আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক সাগরতটস্থ কুঞ্জ ও পর্ব্বতগহ্বর হইতে ভীষণ রবে সপক্ষপর্ব্বতের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল[২]। তাহারা হস্ত প্রহারে ভাস্করকেও তেজোবিহীন ও রোদসী কোটর (পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়ের মধ্যভাগ অর্থাৎ অন্তরিক্ষ) পরিপূরিত করিল[৩]। দৈত্যগণের উদ্যোগ দেখিয়া অতিভীষণ অক্ষুব্ধ দেবসেনা-সকল নিকুঞ্জ, কন্দর ও সুরাচল হইতে বিনির্গত হইয়া উর্দ্ধপথে গমন করিতে লাগিল[৪]। পরে অকালে মহাপ্রলয়ের ন্যায় অতিভীম সেই দেবাসুর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল[৫]। তখন কুণ্ডলযুক্ত তেজোময় মস্তক সকল দিক্ সকল বিতিমির করতঃ প্রলয়বিপর্য্যস্ত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় ধরা-তলে নিপতিত হইতে দেখা গেল[৬]। যেমন পর্ব্বত সকল মহাপ্রলয় সময়ে প্রচণ্ডপবনাহত হইয়া ঘোর শব্দে বিঘূর্ণিত হয় সেইরূপ আজ্ মহাকায় দেববীর ও দানববীর সকল সিংহনাদ সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল[৭]। তাহাদিগের আঘাতে হিমালয়াদির বপ্র সকল ভগ্ন ও ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং তত্রস্থ সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু সকল ভয়ে পলায়নপর হইল[৮]। হেতিসমূহের পরস্পর আঘাতে যে সকল অনলকণা সমুখিত ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল, সে সকল দূরস্থ দর্শকের তারকারাজি ভ্রম জন্মাইতে লাগিল[৯]। সেই রক্তমাংসময় মহার্ণব তুল্য মহাসমরে তদনুরূপ বেতাল সকল করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল[১০]। কুণ্ডলোদ্যোত শত শত সুরাসুরমুণ্ড অস্ত্রাঘাতে কর্ত্তিত হইয়া রুধির বিকীরণ করতঃ আকাশ প্রদেশ হইতে নিপতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন ভাস্কর শত খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছেন[১১]। এইসময়ে দেখা গেল, ভাস্কর-তুল্য তেজস্বী দৈত্যেরা প্রহারার্থ কল্প বৃক্ষ সকল উৎপাটিত করতঃ উদ্যত হস্তে দিক্ বিদিক্ সমস্তই সমাচ্ছাদিত করিয়াছে। পর্ব্বতরাজি

যেমন কল্পাগ্নির প্রভাবে কণীভূত হইয়া যায়, তাহার ন্যায় যোধগণের অসি নিপাতনে কুলাচল সমূহের বপ্র প্রদেশ কণীভূত হইতে লাগিল[১২।১৩]। অতঃপর দেখা গেল, বায়ু যেমন জলদমণ্ডল আক্রমণ করে, মার্জ্জার যেমন বৃদ্ধ মূষিক আক্রমণ করে, তদ্রূপ, দেবগণ ভ্রষ্টাস্ত্র অসুরগণকে আক্রমণ করিতেছেন[১৪]। এবং অসুরগণও প্রমত্ত হইয়া ভল্লূকের বৃক্ষ আক্রমণের ন্যায় সেই সমস্ত দেবগণকে আক্রমণ করিতেছেন[১৫]। এই সময়ে ভুজরূপ বৃক্ষে শস্ত্ররূপ পল্লব ও হেতিরূপ কুসুম সমুদয় বিরাজিত থাকায় অসুর ও অমরগণ প্রফুল্লকুসুমসুশোভিত বিচরমান দ্রুমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[১৬]। যেমন সুমেরু পর্ব্বতের বন বাতবিক্ষিপ্ত কুসুমে প্রপূরিত হয় সেইরূপ উভয় দলের অস্ত্র শস্ত্র নিপাতনে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল[১৭]। যেমন উড়ুম্বর মধ্যস্থ আকাশে মশকগণের তুমুল সংগ্রাম হয় সেইরূপ আকাশাবকাশে দেবদানব সেনার ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল[১৮]। অনন্তর মহাবলশালী ভীমকায় লোকপাল-দিগের হস্তিগণের ভীষণ গর্জ্জনে সেই সমরকোলাহল কল্পান্তকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত দারুণ হইয়া উঠিল[১৯]। সেই সেই অসংখ্য সৈন্য নিতান্ত নিবিড় হওয়ায় কোথাও স্তূপীভূত ভূভাগের ন্যায়, কোথাও জলভারমন্থর জলদের ন্যায়, কোথাও বা চলদ্দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[২০]। রথের নিষ্পেষণে ও শস্ত্রের প্রহারে অনেক দুর্ব্বল সেনা প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং বাণ বিদীর্ণহৃদয় সেনাগণের ক্রন্দনের ভীষণ ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল[২১]। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে অগ্নি বায়ু প্রভৃতির যেরূপ আচরণ হয়, এই সমর কোলাহল আজ্ সেইরূপ আচরণযুক্ত হইল। অথবা প্রলয়কালে দ্বাদশ আদিত্যের তেজে কাঞ্চন পর্ব্বত দ্রবীভূত হইতে আরব্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দযুক্ত হইল[২২]। কোন মহাস্রোতঃ (প্রবল জলপ্রবাহ) প্রবল বেগে যাইতে যাইতে বাধা প্রাপ্তে পরাবৃত্ত হইলে যেরূপ গম্ভীর জল-গর্জ্জন সমুত্থিত হয়, এই সমরগর্জ্জনকে আজ্ তাহার অনুরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না[২৩]। পক্ষবান্ পর্ব্বত বায়ুভরে সবেগে ধাবিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, এ শব্দ তাহারও অনুরূপ। যদি পর্ব্বতেন্দ্র বিদীর্ণ হয় তাহা হইলে যে শব্দ উত্থিত হয়, এ শব্দ তাহারও অনুরূপ[২৪]। সমুদ্র মন্থন কালে মন্দরাচলের আলোড়ন যেরূপ শ্রোত্রপীড়াকর শব্দ

জন্মাইয়াছিল, এ শব্দ তাহারও সহিত তুলিত হইতে পারে। অমৃত উৎপত্তি হইলে সহসা যে প্রকার জীবগণের হর্ষারাব জন্মিয়াছিল এবং তাহার সহিত তাহাদের ভুজাস্ফোট মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর নিবিড়িত শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, উপস্থিত মহাসমরে সেরূপ শব্দও শুনা যাইতে লাগিল[২৫]।

হে রামচন্দ্র! রণস্থলে ঐ প্রকার ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইলে, সেই বিক্ষুব্ধ সেনাগণের সংগ্রাম ক্রমে অতিভীষণ হইয়া উঠিল। বলোন্মত্ত দৈত্যদানবগণের দ্বারা নগর, গ্রাম, গিরি, কানন ও নিকটবর্ত্তী মানবগণ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল[২৬]। শত শত মহাস্ত্রের দ্বারা ছিন্নভিন্ন দানবীয় মহাবলে দিক্‌সমূহ পরিপূরিত ও উভয় পক্ষীয় বিঘূর্ণিত হেতি সমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল[২৭]। ভুশুণ্ডী অস্ত্রের আস্ফোটে মেরুশৃঙ্গ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল ও নিক্ষিপ্ত শর নিকরে বিকর্ত্তিত দেবদানবগণের মস্তক ইতস্ততো নিপতিত হইতে লাগিল[২৮]। এই সমরসাগরে চক্ররূপ আবর্ত্ত, তাহাতে গতপ্রাণ দেবদানবরূপ তৃণ, সেনাগণের প্রহার শব্দ কল্লোল স্থানীয় হইয়াছিল[২৯]। আয়ুধ নিপাতনপ্রভব উগ্র বায়ুর দ্বারা বৈমানিক ব্রজ নিপতিত, বারুণাস্ত্র প্রয়োগ জনিত সলিলে ব্যোমপত্তন প্লাবিত, তদুপরি হেতি, যান, শূল, অসি ও শক্তি প্রভৃতি মহাস্ত্র সমুদয় প্রবাহিত হইতে দেখা গেল। পক্ষযুক্তশৈলসম ভটগণের আস্ফোটে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ কম্পিত, দৈত্যগণের পার্ষ্ণিপ্রহারে লোকপালগণের পত্তন (স্থান বা পুরী) নিষ্পিষ্ট, এবং নারীগণের ভয় জনিত হলহলা রবে পুরমন্দির সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল[৩১]।[৩২]। কেহ চিৎকার ধ্বনি করিয়া সমর পরিত্যাগ করিতেছে, কেহ রক্তে ধৌতসর্ব্বাঙ্গ হইতেছে, কেহ রক্তকর্দ্দম ম্রক্ষিত হইয়া সমরাঙ্গনে বিলুণ্ঠিত হইতেছে[৩৩]। ভ্রমর যেমন পদ্মিনীবৃন্দে ভ্রমণ করে, তাহার ন্যায় যমরাজ আজ্ যেন প্রাণ হরণের নিমিত্ত লোকপালগণের সেনামধ্যে কখন লুক্কায়িত ও কখন বা যুদ্ধার্থ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় ভীষণাকার দানবগণের গমনাগমন সমুত্থিত শব্ শব্ ধ্বনিতে ও ভয়ঙ্কর ভাঙ্কার শব্দে রণস্থল নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল[৩৪]।[৩৫]। যেমন বৃহৎ বিদীর্ণ পর্ব্বত হইতে নির্ঝর নিপতিত হয়, সেইরূপ, আয়ুধবিদীর্ণ পর্ব্বতাকার দৈত্য দেহ হইতে রক্তস্রোতঃ নির্গত হইতে লাগিল। বীরদেহ-

বিনির্গত রক্তে পর্ব্বত, অর্ণব ও বসুধা অরুণিত হইয়া পড়িল[৩৬]। রাষ্ট্র, নগর, বিপিন ও গ্রাম সমুদায় উৎসন্ন হইয়া গেল। মৃত অসুর, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের অসংখ্য শব রাশীকৃত হইয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[৩৭]। নারাচরাজির দ্বারা বারণগণ সুশোভিত ও মুষ্টিপ্রহার দ্বারা উন্মত্ত ঐরাবতের স্কন্ধদেশ বিনিষ্পিষ্ট হইল[৩৮]।

এই ভীষণ দেবদানবসংগ্রামে প্রলয়পয়োধরের জলধারা বর্ষণের ন্যায় অস্ত্র বর্ষণ আরব্ধ হইল। তদ্দ্বারা পর্ব্বতসমুদয় বিগলিত ও মহাশনিনিষ্পেষণে কুলাচলতটও নিষ্পিষ্ট হইল[৩৯]। হুতাশন যেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত শিখা বিস্তার করিয়া দাবানলের ন্যায় দানবদল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিভীষণমূর্ত্তি দানবগণ অনলোৎসাদনার্থ অঞ্জলিপুটে সমুদ্রজল আনয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেবহুতাশন নির্ব্বাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করতঃ তদ্দ্বারা সেই অতিভীষণ অগ্নি উৎপাদন করিতে লাগিল। অতঃপর দেবগণ শিলাগ্নি নির্ব্বাণার্থ বনদাহতুল্য বহুল ইন্ধনানল প্রস্তুত করিলে সেই অগ্নির তেজে দানবকৃত শিলাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া সলিলপ্রায় হইয়া গেল[৪০।৪১]। দেবতারা দানবকৃত হুতাশন উক্ত প্রকারে নির্ব্বাপিত করিয়া অস্ত্রযোগে কালরাত্রিসম অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর তমঃপটল আবির্ভূত করিলেন, এবং দৈত্যগণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া মায়াসূর্য্য উদ্ভাবিত করতঃ তদ্দ্বারা সেই তমঃপটল উৎসাদিত করিলেন[৪২]। ইহার পরে দেবদানব সংগ্রাম আরও অধিক ভীষণ হইয়া উঠিল। উভয় সৈন্যের মধ্যে অধিক পরিমাণে মহাস্ত্র সৃষ্টি হইতে লাগিল, মায়ামেঘ আবির্ভূত হইয়া মায়াগ্নিবৃষ্টি পান করিল, অগ্নিবমনকারী অস্ত্রসমূহ সীৎকার সহকারে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল[৪৩], শিলা বর্ষণে অসংখ্য যোদ্ধা নিষ্পিষ্ট হইল, বজ্রবর্ষী ভীষণ অস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া শিলাবর্ষী অস্ত্ররাজি নিদ্ধূত করিল, নিদ্রাস্ত্র সমূহ আবির্ভূত হইয়া সৈন্যদিগকে নিদ্রায় অবিভূত করিল, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা প্রবোধাস্ত্র প্রয়োগে তাহার অবহার করিল[৪৪]। এই সংগ্রামসমুদ্র এখন সংঘর্ষরূপ জলজন্তুগণের পরমাশ্রয় হইয়া উঠিল। আকাশ এখন আয়ুধ সম্পাতে নীরন্ধ্র, শিলাস্ত্র বর্ষণে খিলীভূত (ফাঁক রহিত) ও আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণে ভাস্বর। পক্ষে বৃক্ষাস্ত্র প্রয়োজিত হইলে প্রতিপক্ষ হইতে ক্রকচাস্ত্র, বারুণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষিপ্ত, ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োজিত

হইলে বৈষ্ণবাস্ত্র বা শৈবাস্ত্র প্রয়োজিত হইতে লাগিল[৪৫।৪৬]। এই সময়ে দর্শকেরা দূর হইতে দেখিল, অতুচ্চ রথধ্বজের পতাকারাজি যেন চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং বীরগণ ঘোর হুঙ্কার ধ্বনি করতঃ মুহুর্মুহু যেন উদয়াচল ও অস্তাচল উল্লঙ্ঘন করিতেছে[৪৭]। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অবিরত বজ্রপ্রহারে মহাসুরগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা পুনর্ব্বার শুক্রের মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যার প্রভাবে জীবিত হইতে লাগিল[৪৮]। এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া দেবগণ প্রচণ্ড অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জগৎ এখন রুধিরে আপ্লুত। পরক্ষণেই দেখা গেল, পর্ব্বতপ্রতিম অসংখ্য শবীভূত দেহের দ্বারা সমরমহার্ণব পরিপূর্ণ হইতেছে। এই সময় আরও দেখা গেল, অত্যুচ্চ তরুশিখরে মহাশব (বৃহৎ বৃহৎ মৃত দেহ) সকল লম্বমান হইতেছে এবং তালবৃক্ষ অপেক্ষাও সমুন্নত শরসমূহে নভস্তল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। নাচিতে নাচিতে শত শত কবন্ধ সমরপ্রাঙ্গণে সঞ্চরণ আরম্ভ করিয়াছে। শ্রেণীভূত রুধিরাক্ত বীরদেহ সকল ফুল্লকিংশুক বনের সাদৃশ্য বিস্তার করিতেছে[৪৯।৫৩], তাহাদের চঞ্চল বিশাল বাহু দ্বারা আকাশস্থ অম্ভোদ, বিমান, সুর এবং তারকা সকল নিপাতিত হইতেছে। শর, শক্তি, গদা, প্রাস এবং পট্টিশাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বত সমুদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। যদ্রূপ মহাপ্রলয়ে পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘ গর্জ্জন করে তাহার ন্যায় ভীষণ দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিয়া দিগ্গজ সকল প্রতিগর্জ্জন করিতে ত্রুটী করিতেছে না। অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদ্গণ নিস্পন্দভাব অবলম্বন করিলেন। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অমর এবং চারণগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে এখন অনারত ঝঞ্ঝাবাত ও অশনিনিপাত প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারাও প্রাণিগণের অঙ্গসমুদয় খণ্ডিত ও শিলাসমুদয় বিদলিত হইতে লাগিল[৫৪।৫৮]।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভয়জনক ঈদৃশ দারুণ সংগ্রাম সময়ে দেবতাদের ও অসুরদিগের শরীর ব্রণীকৃত হইলে তাহাদিগের সেই শরীরগত্ত হইতে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় রুধিরস্রোতঃ বিনির্গত হইতে লাগিল। এই সময়ে অসুরসেনাপতি দাম দেবতাদিগকে বেষ্টন করিয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিল, ব্যাল তাহাদিগকে আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং তাহাদিগের আলয় সকল করদ্বারা নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল, তথা কট তাহাদিগের নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিল[১।৩]। দেবরাজের বাহন ঐরাবত এখন আর গর্জ্জন করে না, সে পলায়মান, এবং দানবগণ এখন মধ্যাহ্নভাস্করের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও জয়তেজে তেজীয়ান্[৪]। তাহাদিগকে দেখিয়া তখন অগত্যা পতিতাঙ্গ, ব্যথার্ত্ত, রুধিরাক্তকলেবর দেবসেনাগণ ভগ্নসেতু সলিলের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল[৫]। পাবক যেমন ইন্ধনের অনুগামী হয়, তদ্রূপ দাম, ব্যাল, কট, এই অসুরত্রয় সিংহনাদ সহকারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; কিন্তু যত্ন সহকারে চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগের ছায়া স্পর্শও করিতে পারিল না। দৈত্যগণ দেবগণের অনুসন্ধান না পাইয়া আপনাদিগের জয়লাভ বিবেচনা করতঃ প্রফুল্ল হইয়া পাতালতলস্থ প্রভুর নিকট গমন করিল[৬।৮]।

এ দিকে, দেবগণ সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ জয় লাভের উপায় মন্ত্রণার্থ অমিততেজা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন[৯]। চন্দ্রমা সায়ংকালে রক্তসমুদ্রে উদিত হইলে যেরূপ দৃশ্য হয়, ব্রহ্মা রক্তাক্ত কলেবর ও রক্তানন দেবতাবৃন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সেইরূপ দৃশ্যের অনুকার করিলেন[১০]। অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শম্বরের চেষ্টা ও তৎসৃষ্ট দাম, ব্যাল ও কট এই তিন দানবের পরাক্রমের বিষয় নিবেদন করিলেন[১১]। বিচারজ্ঞ ব্রহ্মা ঐ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ ও মনে মনে বিচার করতঃ পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে এইরূপ আশ্বাস বাক্য বলিলেন, যে, হে সুরগণ! সহস্র বর্ষের পর ঐ সকল অসুর হরির হস্তে বিনষ্ট হইবে। অতএব তোমরা সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা

কর[১২,১৩]। হে সুরগণ! তোমরা ঐ দানব ত্রয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ মায়াযুদ্ধ কর ও পুনঃ পুনঃ পলায়ন কর। যুদ্ধাভ্যাস বশতঃ উহাদের অন্তরে বাসনাবীজ (অহমিকা) অঙ্কুরিত হইলে তখন্ উহারা জালবদ্ধ বিহগের ন্যায় পরাজিত হইবে। মুখবিম্ব মুকুরে অর্পিত হইলেই মুকুর তৎপ্রতিবিম্ব গ্রাহী হয়। সেইরূপ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ বিজয়ে উহাদের আশয়ে (অন্তঃ-করণে) অবশ্যই অহঙ্কার উদ্রিক্ত হইবে। অহঙ্কারের উদয়ে অবশ্যই বাসনা (আমরা বিজয়ী, ইত্যাদিবিধ অভিমান।) জন্ম লাভ করিবে। অহং-পূর্ব্বক কৃত কর্ম্মই বাসনার কারণ, ইহা শাস্ত্রে অবধারিত আছে[১৪,১৬]। হে দেবগণ! ইহারা বাসনাবিহীন ও সুখদুঃখবিবর্জ্জিত হওয়াতেই ধৈর্য্যগুণে শত্রুবিনাশ করতঃ দুর্জ্জয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে[১৭]। যাহারা বাসনাসূত্রে বদ্ধ ও আশার বশীভূত, তাহারাই রজ্জুবদ্ধ বিহগের ন্যায় বদ্ধ ও বশীভূত হয়[১৮]। কিন্তু যাহারা বাসনাবিহীন ও সর্ব্বত্র অসংসক্তবুদ্ধি, তাহারা কিছুতেই হৃষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় না। সেই কারণে তাঁহারা সর্ব্বত্র দুর্জ্জেয় হয়। ঐরূপ বীর-ই মহাবীর। যাহার অন্তঃস্থ বাসনায় শরীরের গ্রন্থি পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইয়াছে, সে ব্যক্তি বহুজ্ঞ ও মহৎ হইলেও একৈক বালক কর্ত্তৃক পরাজিত হয়[১৯,২০]। এই আমি, ইহা আমার, এরূপ কল্পনাকারী পুরুষ মহা আপদের ভাজন হয়[২১]। সর্ব্বপ্রকার বাসনার মধ্যে, দেহাদিতে অহংজ্ঞানরূপ বাসনাই মহৎ অনর্থের কারণ। যে তাদৃশ বাসনাবিশিষ্ট, সে সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সর্ব্বত্র হীনতাপ্রাপ্ত হয়[২২]। অসদ্বস্তুতে (মিথ্যা পদার্থে) যে আস্থা, তাহা অনন্ত দুঃখের এবং অস-দ্বস্তুতে যে অনাস্থা, তাহা অনন্ত সুখের আকর। অপরিচ্ছিন্ন ও অপ্র-মেয় আত্মবস্তুকে যে ইয়ত্তার অধীন করে (এই আমি, ইত্যাকার অবধারণ করে), সে আপনারই ছায়ায় আপনি ভীত ও ভ্রান্ত হয়। ত্রিজগৎ মধ্যে যে কিছুকে আত্মাতিরিক্ত ভাবিবে তাহারই দ্বারা বাসনা ও তদ্দ্বারা বদ্ধ হইতে হইবেই হইবে[২৩,২৫]। হে সুরগণ! দাম ব্যাল কট যাবৎ এই সংসারে অনাস্থা প্রদর্শন করতঃ অবস্থিতি করিবে, তাবৎ তোমরা মশক যেমন অনল জয় করিতে পারে না তাহার ন্যায় তোমরা কদাচ তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে না[২৬]। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, জন্তুগণ অহম্ভাবগ্রাহিণী অন্তর্ব্বাসনার দ্বারাই কাতরতা প্রাপ্ত হয়, অন্যথা অমরাচলের ন্যায় অবিচলিত ভাবেই অবস্থিতি করে[২৭]। যাহাতে

বাসনা জন্মে, বাসনা তাহাতেই দিন দিন বৃদ্ধি পায়, ইহা অবধারিত আছে। অতএব হে শক্র! দামাদি শক্রগণ যাহাতে "এই আমি, ইহা আমার" ইত্যাদিরূপ বাসনাযুক্ত হয়, তোমরা তাহারই উপায় বিধান কর[২৮।২৯]। যে কোন বিপদ্ এবং যে কিছু অবস্থা, সমস্তই তৃষ্ণারূপ করঞ্জবল্লীর মঞ্জরী[৩০]। যে ব্যক্তি বাসনাতন্তুবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই বাসনাই তাহার দুঃখের নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ ও সুখের নিমিত্ত উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩১]। সিংহও শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার ন্যায় কি ধীর, কি বহুজ্ঞ, কি কুলজাত, সকলেই তৃষ্ণার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন[৩২]। তৃষ্ণা কি? তৃষ্ণা দেহান্তর্বর্ত্তী হৃদয়রূপনীড়স্থিত চিত্তরূপ বিহগের বাগুরা স্থানীয়[৩৩]। যেমন বালকেরা পাশবদ্ধ বিবশাঙ্গ শ্বাসপ্রবাহযুক্ত বিহঙ্গম গণকে আকর্ষণ করে, তাহার ন্যায় জনগণ বাসনা-বদ্ধ হইয়া কৃতান্তকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে[৩৪]। অতএব, হে শক্র! তোমাদিগের এক্ষণে আর বৃথা আয়ুধ ভার বহনের ও রণপরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। উহাদের যাহাতে অভিমান সমুদিত হয়, তোমরা যত্ন-তৎপর হইয়া সেই বিষয়েরই যুক্তি কর। হে অমরপতে! যাবৎ শক্র-গণের অন্তরে ধৈর্য্য অক্ষুব্ধ থাকিবে তাবৎ কি শস্ত্র, কি অস্ত্র, কি শাস্ত্র, কিছুতেই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। তোমা-দেরসেই দামব্যালকটাদি উন্মত্ত রিপুগণ তোমাদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে অবশ্যই তাহারা অহঙ্কারময়ী বাস-নাকে গ্রহণ করিবে। যখন দেখিবে যে, শম্বরসৃষ্ট অজ্ঞ অসুরেরা বাস-নার আশ্রয়ীভূত হইয়াছে, তখনই তোমরা তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই[৩৫।৩৮]। অতএব, হে অমরগণ! যাবৎ সেই অসুর শক্ররা বাসনাবলিত না হয়, তাবৎ তোমরা যুক্তিযুদ্ধদ্বারা তাহা-দিগকে ব্যবহার পদে জাগরূক কর। তাহা হইলে তাহারা অচিরাৎ বাসনাকবলিত হইয়া তোমাদিগের বশীভূত হইবে, এ বিষয়ে সন্দিহান হইও না। ইহ লোকে কেহই এককালে বিষয়তৃষ্ণাবিহীন নহে। বিলোল সমুদ্রলহরীর ন্যায় এই জগৎপ্রবাহ বাসনারই অন্তরে নিত্য নিত্য প্রবাহিত হইতেছে। অতএব তোমরা অগ্রে তাহাদিগের বাসনা সমুত্তেজিত কর, পশ্চাৎ তাহাদিগের পরাজয় বিষয়ে উদ্যোগ করিও[৩৯।৪১]।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ পিতামহ দেবতাদিগকে ঐ প্রকার বলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন তটে শব্দ করিয়া সমুদ্রে পুনঃ অন্তর্ধান করে, তাহার ন্যায় অন্তর্ধান করিলেন[১]। পরে অনিল যেমন কমলের সুরভি গ্রহণ করতঃ বনবীথিতে গমন করে, তাহার ন্যায় দেবগণ পিতামহপ্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। পরে পদ্মশ্রেণীতে দ্বিরেফের ন্যায় স্ব স্ব মন্দিরে গিয়া কিয়দ্দিবস বিশ্রাম করতঃ পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইলেন[২।৩]।

তাঁহারা যথাযথ যুদ্ধোদ্‌যোগ করিয়া ভীষণ দেবদুন্দুভি ধ্বনিত করিলে, কল্পান্ত জলদ নাদের ন্যায় সেই দুন্দুভি-নিনাদ অসুরগণের শ্রবণকোটরে প্রবিষ্ট হইল[৪]। তখন তাহারা রোষভরে অবিলম্বে পাতালতল হইতে সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডলে সমাগত হইল। এবং পুনর্ব্বার দেবগণের সহিত কালক্ষেপকর সংগ্রাম আরম্ভ করিল[৫]। ক্রোধভরে অসি, শর, শক্তি, মুষল, মুদ্গর, গদা, পরশু, শঙ্খ, চক্র, শিলা, বজ্র, গিরি, অগ্নি, বৃক্ষ এবং অহিমুখ, গরুড়মুখ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল[৬]। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে যেন শত শত ঘনঘোষবতী নদী প্রবাহিত হইল। অসংখ্য মায়িকাস্ত্র এই নদীর জল, সে সকলের বেগ প্রবাহ, তাহা লক্ষ লক্ষ পাষাণ ও বৃক্ষ প্রভৃতির দ্বারা বিক্ষুব্ধ সুতরাং শব্দকারিণী[৭]। ইহার মধ্যপ্রবাহ উল্মূক, শূল, শৈল, প্রাস, অসি, কুন্ত, শর ও তোমর মুদ্গরাদি বহন করতঃ অমরমন্দির বেষ্টনপূর্ব্বক প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তদ্দারা বিবুধালয় সুমেরু প্রভৃতির বপ্রদেশ গঙ্গাবলিত হিমালয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[৮]। কি দেব, কি দানব, উভয় পক্ষ হইতেই পুনঃ পুনঃ বিবিধ মায়া উদ্ভাবিত ও পুনঃ পুনঃ প্রশমিত হইতে লাগিল। এই মায়াযুদ্ধের সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, কখন পৃথিবীময়ী, কখন অগ্নিময়ী, কখন জলময়ী এবং কখন বা বায়ুময়ী মায়া প্রকটিত হইতে লাগিল। যখন

পৃথিবী মায়া বিস্তৃত হয় তখন সামরিক দিগের জ্ঞান হয়—পৃথিবী যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে, অধোগামী হইতেছে ও পাতালস্থ জলে মগ্ন হইতেছে। আগ্নেয়ী মায়া প্রকটিত হইলে বোধ হয়—পৃথিবী যেন এখনই ভস্মীভূত হইবে। জলময়ী মায়ার প্রাদুর্ভাব কালে তাহারা বোধ করে—জগৎ যেন অচিরাৎ একার্ণবে নিমগ্ন হইবে। ঐরূপ, বায়বীয় মায়াকালে বোধ হয়—পৃথিবী যেন পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইতেছে ইত্যাদি[৯]। এবংক্রমের সমর তুমুল হইয়া উঠিলে শৈলোপম আয়ুধসম্পাতে নিকটস্থ ভূধরসমূহ বিঘট্টিত ও বিচূর্ণিত হইল, শোণিতসলিলে সমরমহার্ণব পরিপূর্ণ হইল, তদুপরি প্লবমান দেবদানবগণের মৃতদেহোপরি কুন্তাস্ত্রপংক্তি সকল শৈলোপরি তালতরুরাজির শোভা বিতরণ করিতে লাগিল[১০]। এই মহাসমরে অপর এক দৃশ্য দেখা গেল—যাহার সহিত শিল্পিনির্ম্মিত জীবন্ত লৌহসিংহ তুলিত হইতে পারে। যেন শত শত লৌহসিংহ সজীব হইয়া কুন্ত, শর, শক্তি, অসি, চক্র ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র উদ্গীরণ করিতেছে এবং অবলীলাক্রমে লক্ষ লক্ষ দেবদানবদেহরূপ পর্ব্বত নিগীরণ করিতেছে। সুশাণিত ক্রকচ সমূহ যেন এই মহাসিংহের নখর ও দন্ত, তৎপ্রহারেও শত শত দেবদানব প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল[১১]। তৎপরক্ষণে দেখা গেল, অতিভীষণ মায়াসর্পসকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অসংখ্য দৃষ্টিবিষ বিষধর সৃষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে অব্ধিতরঙ্গের ন্যায় উল্লাস সহকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগের সমুজ্জ্বল নেত্র হইতে যেন বিষাগ্নিশিখা নির্গত হইয়া যুগান্তমার্ত্তণ্ডের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে[১২]। এই মায়িক সর্পাস্ত্র প্রতিসংহৃত হইলে অতিবিষম মায়াসমুদ্র আবির্ভূত হইতে দেখা গেল। বজ্র প্রভৃতি আয়ুধরূপ মকরাদি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ মায়ামহার্ণবের প্রবল তরঙ্গ অতিবেগে জগন্মণ্ডল নিপীড়িত করিতে লাগিল এবং হেতিরূপ মহানদীসমূহ অচলেন্দ্র বেষ্টন করিয়া মহাবেগে ঐ সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিল[১৩]। এইরূপে উভয়পক্ষ হইতে শৈলাস্ত্র, সর্পাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র ও অচলাস্ত্র আবির্ভূত হইতে লাগিল। সুরাসুরগণ এই সময়ে যুদ্ধপ্রাঙ্গনস্থ অন্তরীক্ষে কখন মায়াসমুদ্র, কখন মায়াময় অগ্নিরাশি, কখন দিনকরনিকর ও কখন বা প্রগাঢ় অন্ধকারপটল সমুৎপন্ন করতঃ দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন[১৪]। ক্ষণকাল পরে দেখা গেল, জগৎ মায়া-

সম্ভূত গরুড়গণের গুড় গুড় ধ্বনিতে ও অস্ত্ররূপ আগ্নেয় পর্ব্বতের উপ-দ্রবে কল্পান্ত কালের ন্যায় অসহনীয় হইয়াছে। এই সময়ে আরও দেখা গেল সমুদায় দেবনিবাস ও প্রাণিগণের আবাস যেন দগ্ধ হইতেছে[১৫]। পক্ষিগণ যেমন কলহ কালে কেহ উৎপতিত, কেহ আপতিত, কেহবা নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় অসুরগণ কখন বসুধাতল হইতে গগনে উৎপতিত কখন বা দেবগণ ঊর্দ্ধদেশ হইতে ভূতলে আপতিত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সে ভাবের তিরোভাব হইতে দেখা গেল এবং তৎ পরক্ষণেই দেখা গেল—অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত সুরাসুরগণ যেন অগ্নিবেষ্টিত হইয়া কল্পাগ্নিজ্বালাজ্বলিত হইয়াছেন। পুনরপি তন্মুহূর্ত্তে দেখা গেল, তাঁহারা যেন কল্পানিল কর্ত্তৃক আন্দোলিত পর্ব্বত সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন[১৬।১৭]। এই সময়ে সুরাসুরসৈন্যরূপ পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে অসংখ্য শোণিতনদী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। এতাদৃশ সমরক্ষেত্রে কখন গিরি বর্ষণ, কখন অম্বু বর্ষণ, কখন উগ্র আয়ুধ বর্ষণ, কখন অশনি বর্ষণ ও অগ্নি বর্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমরনীতিজ্ঞ বীরগণ গিরীন্দ্র ভিত্তি বিদলিত করতঃ সে সকল উৎসববিশেষে জনগণ যেমন করিমস্তকে গন্ধচন্দনাদি নিক্ষেপ করে তাহার ন্যায় বীরগণের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন[১৮।২০]। কি দেব, কি অসুর, সকলেই উৎসাহ সহকারে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ দলনার্থ ব্যগ্র হইয়া ঐরাবতসন্ততিসদৃশ পুষ্টকলেবর বীরগণের প্রতি অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করতঃ আকাশমণ্ডলে অনুপম শোভা বিস্তার ও হেতি-হস্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[২১]। ছিন্নশির, ছিন্ন-কর, ও ছিন্ন উরু সুরাসুরগণ ভ্রাম্যমান হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন অমঙ্গল্য শলভকুল চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্ সমূহ ও শৈলরাজি অবরুদ্ধ বা আচ্ছন্ন করিতেছে[২২]। যেন উগ্র মেঘমণ্ডল দ্বারা জগজ্জঠর আচ্ছন্ন হইয়াছে, ভটগণের বাহ্বাস্ফোটনে ও বিনিক্ষিপ্ত শিলাপর্ব্বতাদির দ্বারা ধরিত্রী যেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছেন[২৩]। সুমেরুতুল্য কঠিনাঙ্গ বীরগণের শরীরসংঘর্ষ শব্দে, তথা পরস্পরনিক্ষিপ্ত আয়ুধ, শিলা, অচল এবং বৃক্ষের উগ্র শব্দে এই সংগ্রাম যেন কল্পক্ষয়কালের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে[২৪]। সুর ও অসুর এই দলদ্বয় যেন প্রলয়কালীন বিক্ষুব্ধ জল, অনল ও অনিলের তুল্য হইয়াছেন[২৫]। এই ভীষণ সংগ্রামে সর্ব্বদিক্

হইতে হেতি-আহত বীরগণের অতিকঠোর ভ্রমণশব্দ ও নিপীড়িত ব্যক্তি-গণের শ্রবণকর্কশ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল[২৬]। নভোমণ্ডলের অন্তর্ভাগ মায়ানদীর জলরাশি, অগ্নি, বৃক্ষ, সুরাসুরগণের শবসমূহ, অচল, শিলাসমূহ ও পরিভ্রমণশীল শর, অসি, শক্তি, গদা, অস্ত্র ও শস্ত্র, তথা সুমেরুর প্রত্যন্ত পর্ব্বত সদৃশ দুর্ব্বার করিগণের ভীম দেহ, তথা নিপতিত ভটগণের প্রকাণ্ড কলেবর, এই সকল দ্বারা পরিপূর্ণ হইল[২৭।২৮]। রণদুন্দুভির ধ্বনিতে অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ, রুধিরধারায় ভূধর ও ধরা প্রক্ষালিত এবং রুধিরহ্রদতটক রক্তরক্ত-পিশাচগণের ঘন ঘোর আরাব, এই সকলের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যেন আকুলিত হইয়া উঠিল। অহো! কি ভীষণ সংগ্রাম! এই দেবাসুর সংগ্রাম ক্রমে অবিদ্যাদি দুঃসংস্কারের ন্যায় দুস্তর ও নির্ব্বিকার ব্রহ্মচৈতন্যে জগদ্বিকার আবির্ভাবের ন্যায় দুরভিগম্য হইয়া উঠিল[২৯।৩০]।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশৎ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অসুরেরা বর্ণিতপ্রকারে ভীষণ যুদ্ধাড়ম্বর করিয়া উক্ত প্রকারে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল[১]। তাহারা কখন মায়াযুদ্ধ, কখন বাক্‌যুদ্ধ, কখন সন্ধি, কখন বিগ্রহ, কখন পলায়ন, কখন ধৈর্য্য-সহকারে স্বজনরক্ষা, কখন কার্পণ্য, কখন অস্ত্রযুদ্ধ ও কখন অন্তর্ধান দ্বারা দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের প্রথম যুদ্ধ ত্রিংশৎ বর্ষ ব্যাপী, দ্বিতীয় যুদ্ধ পঞ্চবর্ষ অষ্টমাস ও দশ দিন, তৃতীয় যুদ্ধ দ্বাদশ দিন। এই তিন্ যুদ্ধেই উভয় পক্ষ হইতেই বৃক্ষ, অগ্নি, বজ্র ও পর্ব্বত অনবরত অভিবৃষ্ট হইয়াছিল[২।৩]। দামাদি অসুরেরা ঐ কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে নিমগ্ন থাকায় অল্পে অল্পে তাহাদের অহংবৃত্তি অভ্যস্ত হইয়া আইসে। ক্রমে তাহাদের চিত্ত অহংগ্রস্ত হওয়ায় তাহারা অহঙ্কারের উপরেই আস্থা করিতে লাগিল[৪]। নিকটস্থ বস্তু যেমন দর্পণে অপ্রতি-বন্ধকে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অভ্যাসের আতিশয্য হইতেই তাহারা অহঙ্কারগ্রস্ত হইয়াছিল[৫]। আদর্শে দূরস্থ বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় না। তাহার ন্যায় অভ্যাস বর্জ্জিতের পদার্থবাসনা জন্মে না[৬]। যখন সেই দামাদি অসুরেরা অহঙ্কারময়ী বাসনায় আবিষ্ট হইল, তখনই তাহারা আমার জীবন, আমার অর্থ, ইত্যাদিবিধ ভাবনায় যার পর নাই দীনতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল[৮]। পরে তাহারা মোহাক্রান্ত হইয়া ভববাসনাগ্রস্ত ও আশাপাশে বদ্ধ হইয়া পরম কার্পণ্য (কাতরতা) প্রাপ্ত হইয়াছিল[৯]। যেমন দৃষ্টির দোষে রজ্জুতে সর্পের কল্পনা জন্মে, তাহার ন্যায় দামাদি অসুরেরাও মোহের বশে মমত্বের কল্পনা করিয়া-ছিল। তাহাতেই তাহারা "মম—আমার" এই মিথ্যা জ্ঞানে অবিভূত হইয়াছিল। তখন তাহারা কিসে আমার এই আপাদ মস্তক দেহ চিরস্থায়ী অথবা অবিনাশী হইবে, ভাবিয়া কাতর হইতে লাগিল[১০।১১]। আমার শরীর খুব হৃষ্ট পুষ্ট ও দৃঢ় হউক, আমার ধনাদি সুখহেতু হউক, এই সকল ভাব তাহাদের বদ্ধমূল হইলে তাহাদের ধৈর্য্য অন্তর্ধান

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেবগণ পরিতুষ্ট ও দানবগণ বিনষ্ট হইলে, দাম ব্যাল ও কট অত্যন্ত দুঃখিত ও ভয়বিহ্বল হইল[১]। শম্বর তদ্বার্ত্তা শ্রবণে দাম ব্যাল কটের প্রতি কোপ বশতঃ কল্পান্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া নিকটস্থ দানব দিগকে জিজ্ঞাসা করিল, দাম ব্যাল কট কোথায়[২]? এদিকে দাম ব্যাল কট শম্বরভয়ে ভীত হইয়া নিজমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপ্তম পাতালে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল[৩]। শম্বরের কথা দূরে থাকুক, এখানে যম হইতেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এখানে সাক্ষাৎ মৃত্যুসম নরকপালক যমকিঙ্কর সকল কুতূহলে বাস করে[৪]। তাহারা এই শরণাগত অসুরত্রয়কে অভয় প্রদান করিল এবং প্রত্যেককে মূর্ত্তিমতী দুশ্চিন্তাসদৃশী এক একটী কন্যা সম্প্রদান করিল[৫]। দাম ব্যাল কট ঐরূপে কন্যাত্রয় সহ অভয় লাভ করিয়া ক্রমে দশ হাজার বৎসর সেই সপ্তম পাতালে অতিবাহিত করিল[৬]। তাহারা কু বাসনার বশীভূত হইয়া "এই আমার কামিনী" "এই আমার কন্যা" ইত্যাদি-বিধ সুদৃঢ় মমতা পাশে বদ্ধ থাকিয়া কাল কর্ত্তন করিতে লাগিল[৭]। একদা ধর্ম্মরাজ মহানরককার্য্য পরিদর্শনার্থ যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন[৮]। দামাদি অসুরত্রয় তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া অবগত ছিল না, সুতরাং তিনি তথায় সমাগত হইলে তাহারা তাঁহাকে সামান্য যম-কিঙ্কর মনে করিয়া প্রণাম করিল না। ধর্ম্মরাজ তাহাদের উক্ত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভ্রূস্পন্দন করিবামাত্র তদীয় অনুচরবর্গ সেই সপরিবার অসুরত্রয়কে প্রজ্বলিত অঙ্গারযুক্ত ভীষণ স্থানে নিক্ষেপ করিল[৯।১০]। দামাদি অসুরত্রয় বলপূর্ব্বক প্রজ্বলিত ভূমিতে সংস্থাপিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে দাবানল যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষ ভস্মসাৎ করে তাহার ন্যায় সেই প্রজ্বলিত হুতাশন তাহাদিগকে স্বজনবর্গের সহিত দগ্ধ করিল[১১]। সেই দাম, ব্যাল ও কট উক্ত প্রকারে অসুর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব ক্রূর বাসনার প্রভাবে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

তাহারা বন্ধনাদি ক্রূর কার্য্যকারী যমকিঙ্করগণের সহবাসে থাকিয়া তৎসদৃশী বাসনায় বাসিতাশয় হইয়াছিল বলিয়া প্রথমতঃ বন্ধন ও বধ প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্মকারী কিরাতযোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ কিরাত রাজের কিঙ্কর হইল[১২]। পরে সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া বায়স জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গর্ত্ত সমূহে অবস্থান করিতে লাগিল। বায়স জন্মের অবসানে গৃধ্রজন্ম এবং গৃধ্রজন্মের পর শুকপক্ষিকুলে উৎপন্ন হইল[১৩]। অতঃপর তাহারা ত্রিগর্ত্তদেশে শূকর এবং পর্ব্বতে পার্ব্বতীয় মেষ হইল। তদনন্তর মগধ দেশে কীটজন্ম পরিগ্রহ করিল[১৪]। এই কীটজন্ম তাহাদের দুস্তর দুঃখের কারণ হইয়াছিল।

হে রামচন্দ্র! সেই কুবুদ্ধিশালী অসুরত্রয় ঐ সমস্ত ও অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র জন্মপরম্পরা অনুভব করতঃ এক্ষণে কাশ্মীরদেশীয় অরণ্যে এক কুৎসিত পল্বলে মৎস্যশরীরে অবস্থান করিতেছে[১৫]। তাহারা সেস্থানে দাবাগ্নিক্বথিত (প্রতপ্ত) কর্দ্দমাক্ত জল পান করে ও কষ্টে না মরে না বাঁচে এরূপ জর্জ্জরিত অবস্থায় বাস করে[১৬]। সেই মূঢ়মতি অসুরত্রয় আপন আপন বাসনার অনুরূপ পুনঃ পুনঃ বিবিধ যোনিজন্ম অনুভব করতঃ জললহরীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ উদ্ভব ও বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইতেছে[১৭]। ঐরূপে তাহারা বাসনা তন্তুতে অনুবিদ্ধ হইয়া অপার ভবসাগরে পতিত ও তাহাতে দেহরূপ তরঙ্গের দ্বারা তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ উহ্যমান হইতেছে। হে রাঘব! অদ্যাপি তাহারা উপশম প্রাপ্ত হয় নাই। তুমি আলোচনা কর—বাসনার প্রভাব কিরূপ নিদারুণ[১৮]।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে [illegible] কারণে এবং তোমার বোধ বুদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমাকে [illegible] ব্যাল কটের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। [illegible] বলিয়াছিলাম—“তোমার যেন দাম ব্যাল [illegible] হয়।” তাহার মর্ম্ম এখন বুঝিলে[১]। চিত্ত অবিবেকের [illegible] ভোগের নিমিত্তই ঐরূপ আপদ্ পরম্পরা উপস্থিত হইয়া থাকে[২]। [illegible] দাম ব্যাল কটের সেই সেনাপতিত্বই বা কোথায়? আর তাপত্রয় [illegible] জর্জ্জরিতদেহ জলজন্তুত্বই বা কোথায়? তাহাদের অমরবিদ্রাবণ [illegible] ধৈর্য্যই বা কোথায়, আর কিরাতরাজের ক্ষুদ্রকিঙ্করত্বই বা কোথায়? এবং নিরহঙ্কার চিৎসত্তার উদয়জনিত ধীরতাই বা কোথায়? আর মিথ্যাবাসনার বশ্য অহঙ্কারের কুকল্পনাই বা কোথায়[৩]? একমাত্র অহঙ্কার হইতেই ঐরূপ ও অন্যরূপ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন দুঃসহ সংসারবিষবল্লী (লতা) বিস্তৃত হইয়া থাকে[৪]। অতএব হে রাম! তোমার চিত্ত হইতে অহঙ্কার অচিরাৎ পরিত্যক্ত হউক। তুমি “নাহং—আমি নহি” এইরূপ ভাবনার দ্বারা সুখী হও[৫]। অমৃতময় অর্থাৎ তাপত্রয়রহিত, রসায়ন অর্থাৎ আনন্দৈকরস, এমন যে পরমার্থরূপ চন্দ্রমণ্ডল, তাহা অহঙ্কাররূপ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইলে অদৃশ্য হইয়াই থাকে[৬]। বর্ণিত দাম ব্যাল কট নামক অসুরত্রয় মায়িক সুতরাং অসত্য হইয়াও অহঙ্কাররূপ পিশাচের আবেশে সত্যের ন্যায় সত্তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল[৭]। ইহারা [illegible] ও অসৎ হইলেও একমাত্র অহঙ্কারের গ্রাসে নিপতিত হওয়ায় [illegible] লালসায় অদ্যাপি সতের ন্যায় (সত্যবৎ) কাশ্মীরবনখণ্ডের [illegible] মৎস্যরূপে অবস্থান করিতেছে[১০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! অসতের সদ্ভাব ও সতের অসদ্ভাব হয় না। তবে কিরূপে অসৎ দাম, ব্যাল, কটাদি, সদ্ভাব প্রাপ্ত হইল তাহা আমাকে উপদেশ করুন[১১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবাহো! অসৎ

সৎ হয় না অর্থাৎ যাহা মূলতঃ নাই তাহা কখন হয় না বা জন্মে না, ইহা সত্য, কিন্তু যাহা সৎ (যাহা আছে) তাহা বৃহৎ ও সূক্ষ্ম হইতে পারে (আবির্ভাব অবস্থা দৃষ্টে বৃহৎ ও উৎপত্তি এবং তিরোভাব অবস্থা দৃষ্টে সূক্ষ্ম বা বিনাশ)। যাহা হউক, তোমার অভিপ্রায় কি? অর্থাৎ তুমি কি ভাবে সৎ অসৎ [illegible] করিয়া প্রশ্ন করিতেছ তাহা তুমি আমাকে বিশেষ [illegible] বলিলে আমি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তদ্বিষয়ে তোমার [illegible] বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা [illegible] সৎ। পরন্তু দাম ব্যাল [illegible] মূলতঃ নাই। তাই [illegible] কি প্রকারে সত্যত্ব প্রাপ্ত হইল[১৫]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, [illegible] অসুরেরা যদ্রূপ মায়াময়, আমরাও তদ্রূপ মায়াময়। মৃগতৃষ্ণিকা মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাহার ন্যায় দামাদি অসুরেরা অসত্য হইয়াও সত্যবৎ ব্যবহারের আস্পদ হইয়াছিল। আমরা অসত্য, তথাপি আমরা সত্যবৎ ব্যবহারের আস্পদ হইতেছি। অর্থাৎ গমনাগমন ও অবস্থানাদি করিতেছি[১৬]। স্বপ্নে স্বমরণপ্রত্যয় যদ্রূপ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়,—তুমি, আমি, তিনি, এ সকল প্রতীতিও তদ্রূপ জানিবে। বস্তুতঃ তুমি, আমি, এ সকল ভাব স্বপ্নে স্বমরণ দর্শনের ন্যায় অলীক ও অসৎ[১৭]। যেমন স্বপ্নে কোন বন্ধুর মরণ অনুভূত হইলেও তাহা অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যা, "এই ব্যক্তি মৃত" এরূপ জ্ঞানও তদ্রূপ অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যা। এই জগৎপ্রত্যয়ও তদ্রূপ[১৮]। বলা বাহুল্য যে, এই অলীক জগতের সত্তাবধারণ করিতে যাওয়া মূঢ়েরই কার্য্য। সুতরাং এ বিষয়ে কোনও উক্তি শোভা পায় না। ফলিতার্থে দেখা যায়—বিচারাভ্যাস ব্যতীত ঐ অনুভূতি বিলোপ প্রাপ্ত হয় না[১৯]। অন্তরে যাহার যেরূপ নিশ্চয় দৃঢ়প্ররূঢ়, অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার সে নিশ্চয় কদাচ বিনষ্ট হয় না[২০]। জগৎ অসত্য, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও নিত্য, এই বাক্যে যাহারা উপহাস করে, তাহারা মূঢ় অর্থাৎ তাহারা সারদর্শী নহে। সুতরাং তাহাদের সে উপহাস উন্মত্তপ্রলাপসদৃশ[২১]। মদমত্ত ও বিমদ, অন্ধকার ও সূর্য্য, ছায়া ও আতপ, পরস্পর যেমন এক বা একরূপ হইতে পারে না, তাহার ন্যায় বোধ বিষয়ে অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ উভয়ের একত্ব কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে[২২]। শব (মৃতদেহ) যেমন

শত নিয়োগেও পদোত্তোলন করে না, তাহার ন্যায় বহু যত্নে বুঝাইলেও অজ্ঞলোক অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে দ্বৈতভাব নিরূঢ় তাহারা অদ্বৈত ব্রহ্ম বুঝিবে না[২৩]। সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম, এ কথা অজ্ঞদিগের মুখে আসিবে না। মুখে আসিলেও [illegible] অথবা অজ্ঞদিগের প্রতি ঐ উপদেশ [illegible] তাহারা তপোবিদ্যাদি অনুভবের [illegible] তাহাই সন্দর্শন করিতেছে[২৪]। [illegible] আদিবিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে [illegible] অহং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি [illegible] এ সমস্তই ব্রহ্ম, ইত্যাদি উপদেশ [illegible] অনুভব করেন—এ সমস্তই শান্ত ব্রহ্ম। তাঁহাদের সে অনুভব [illegible] বিলোপ করিতে পারে না[২৬]। যেমন স্বর্ণ ব্যতিরিক্ত অঙ্গুরীয় নাই, তেমনি, পরমাত্মা ব্যতীত অহন্তাদি নাই[২৭]। কিন্তু মূঢ়গণের বুদ্ধিতে অঙ্গুরীয় হেমের অতিরিক্ত এবং ভূতভৌতিকও আত্মার অতিরিক্ত[২৮]। মূঢ়গণ সর্ব্বত্রই মিথ্যা অহন্তাবময় এবং সুধীগণ সত্য পরমাত্মময় অবলোকন করেন। যাহার যে স্বভাব, তাহার তাহা সহসা অপগত হয় না। যে যথার্থ হইয়াছে, তাহা তাহার অপগত হইবার কি যুক্তিযোগ আছে? "আমি ঘট" এ বাক্য যেমন উন্মত্তপ্রলাপ সেইরূপ আমি মনুষ্য, এ বাক্যও অজ্ঞপ্রলাপ [২৯।৩০]। অতএব, আমরা ও দামাদি অসুর বস্তুতঃ সমান অসত্য। সুতরাং তাঁহাদের ও আমাদের সত্যতা ও উদ্ভব সর্ব্বথা অসম্ভব[৩১]। হে রাঘব! একমাত্র সত্য, সম্বেদনরূপ, সর্ব্বগত, শান্ত, নিঃশূন্য, অকিঞ্চিদ্রূপে অবস্থিত, উদয়াস্তরহিত ও নিরঞ্জন চিদাকাশকেই তুমি সত্য বলিয়া জানিবে[৩২।৩৩]। এই সমস্ত সৃষ্টিপরম্পরা সেই নির্ম্মল আকাশে প্রতিভাসরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেমন দোষদূষিত চক্ষুঃ কেশোণ্ডুক দর্শন করে, সেইরূপ, উক্ত পরমাত্মাকাশে পরিকল্পিত আভাস (ভ্রান্তি) সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে[৩৪]। সত্যাত্মা [illegible] আপনাকে যেখানে যখন যে ভাবে দর্শন করেন বা পরিভাবিত করেন, সেস্থানে তিনি তখন সেই ভাবেই প্রকটিত হন[৩৫]। উক্ত চিদ্ব্যোম ভিন্নরূপ ধারণে অসত্যরূপী হইলেও আত্মভাবনার দ্বারা সত্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব, সত্যাসত্যের কোন পারমার্থিক নির্দ্ধারণ নাই। সত্যই বল,

অসত্যই বল, সমস্তই কল্পনাময় বা আত্মভাবনামূলক। অতএব, দামাদি অসুরেরা যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, আমরাও তদ্রূপে উৎপন্ন। সুতরাং ইহা সুস্থির জানিবে যে, উৎপত্তি [illegible] বলিয়া তাহার সত্যাসত্য চিন্তা নিরর্থক। যখন [illegible] বাস্তব উৎপত্তি নাই তখন আর তদ্দর্শনের [illegible] এইমাত্র চিন্তা করিবে যে, সেই [illegible] চিৎ যখন যেরূপে প্রতিভাত হয় তখন তিনি [illegible] হন। [illegible] যখন অস্মদাদি বা দামাদিরূপে [illegible] ([illegible]) হন, তখন তিনিই তদ্রূপতা প্রাপ্ত হন[৩৮।৪০]। যেমন [illegible] মৃগতৃষ্ণিকা, তেমনি, চিদ্রূপ পরমাত্মার স্বরূপ প্রচ্ছাদনই জগৎ। চিদাকাশ যখন প্রবুদ্ধ, তখনই দৃশ্যদর্শন ঘটনা হয় কিন্তু তিনি যখন অবুদ্ধ, তখন তাঁহার মোক্ষ বলিয়া কল্পনা করা হয়। ফলতঃ ঐ [illegible] পরিভাষা মাত্র, বস্তুতঃ চিদতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। অতএব, হে রামচন্দ্র! তুমি এই স্বর্গশ্রীকে ও মোক্ষকে চিদ্ব্যোমেরই রূপ বিশেষ বলিয়া জানিবে। ঐ সম্বন্ধে শব্দভেদ ব্যতীত পদার্থভেদ নাই[৪১।৪৪]। কলুষিত চক্ষুঃ যে কেশোণ্ডুক দেখে, বস্তুতঃ তাহা কেশোণ্ডুক নহে। এই জগদ্দর্শনকে তুমি তদ্রূপ জানিবে। যেমন কেশোণ্ডুক দর্শন কালে দৃষ্টি যাহা তাহাই থাকে অর্থাৎ চৈতন্যের অন্যথা হয় না, সেইরূপ, জগদ্দর্শন কালে পরমাত্মা যাহা তাহাই থাকেন, কোনও বিকারস্পৃষ্ট হন না[৪৫।৪৬]। হে প্রাজ্ঞ! যাহা আছে, তাহা অনুভূতিরই স্বরূপ (অনুভূতি=সাক্ষীচৈতন্য) এবং যাহা অনুভূতি ব্যতিরিক্ত তাহা নাই। তুমি সেই সদ্রূপ শান্ত ব্রহ্মকে অনুভূতিতে মিশাইয়া শোকভয়াদি ভেদ পরম্পরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হও। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, স্ফটিকশিলার অভ্যন্তরের ন্যায় মহাচিতের অন্তরে দৃশ্যমান জগৎ কেবলমাত্র প্রতিভাস, অন্য কিছু নহে। যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় সমস্তই সেই মহাচিৎ। বুঝিতে হইবে, সেই মহাচিৎ-ই তদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই মহারহস্যে বিশ্বাস স্থাপন কর, করিলে সুখী হইবে[৪৭।৪৮]।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

—)(*)(—

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি বুঝিলাম, [illegible] পিশাচাদি বালকের দৃষ্টিতে সৎ হইলেও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসৎ। [illegible] ন্যায় দাম ব্যাল কটাদি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসৎ এবং অজ্ঞ দৃষ্টিতে সৎ। [illegible] আমি জানিতে ইচ্ছা করি—কোন্ উপায়ে কত কালে [illegible] প্রকারে তাহাদের দুঃখের অন্ত অর্থাৎ মোক্ষ হইবে।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! দাম ব্যাল কটের কুটুম্ব [illegible] যমরাজের নিকট ঐ বিষয় প্রার্থনা করিলে যম যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলি, শ্রবণ কর। যম বলিয়াছিলেন, "যে দিন ইহারা [illegible] বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মজিজ্ঞাসু হইবে সেই দিনই ইহারা মুক্তিলাভ করিবে, [illegible] নাই।" রাম বলিলেন, হে মহামুনে! তাহারা আত্মতত্ত্ব কিরূপে ও কোথায় শুনিবে এবং কাহার নিকট অবগত হইবে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, উহারা কাশ্মীর দেশে মহাপদ্মসরোবরের তীর সন্নিহিত এক পল্বলে পুনঃ পুনঃ মৎস্যযোনি পরম্পরা ভোগ করিবে। পরে তাহারা মৎস্যযোনি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া উক্ত সরোবরে সারস জন্ম পরিগ্রহ করিবে। সরোভূষণ সারস জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাহারা সেই মহাপদ্মসরোবরে কখন বিকসিত কহ্লারমালা মধ্যে, কখন প্রফুল্ল সরোজপটলীতে, কখন শৈবালবলিত বনবীথিতে, কখন বিলোল তরঙ্গ পংক্তিতে, কখন বাতবিচলিত কুসুমসমূহে, কখন নীলোৎপলরাজিতে, কখন সুশীতল সীকরনিকরে ও কখন বা শীতস্পর্শ সলিলাবর্ত্তস্রোতে বিহার করতঃ সরোবরসুখ সম্ভোগ করিবে। বহুদিবস ঐরূপ ভোগের পর তাহারা বুদ্ধিশুদ্ধি লাভ করিবে। যেমন সত্ত্বরজস্তমো গুণ বিবেচনা সহকারে পর্য্যালোচিত হইলে বিবেকোদয়ের কারণ হয়, তাহার ন্যায় উক্ত অসুরত্রয় যাদৃচ্ছিকরূপে বিচারবুদ্ধি প্রাপ্তে পরস্পর বিচ্ছিন্ন (একল) হইবে। [illegible] তৎপরে যাহা হইবে শ্রবণ কর। কিছু কাল

পরে তাহারা উক্ত কাশ্মীরমণ্ডলে শ্রীসম্পন্ন ও বৃক্ষপর্ব্বতাদি পরিশোভিত অধিষ্ঠান নামে এক নগর, তাহার ঠিক্ মধ্যস্থলে প্রদ্যুম্নশেখর নামে এক পর্ব্বত, তন্মধ্যভূমে এক বিপুলোচ্চ শৃঙ্গ, যাহা পদ্মমধ্যে কর্ণিকার ন্যায় অবস্থিত, তাহার উপরিভাগে এক অভ্রভেদী গৃহরাজ পর্ব্বতোপরি অত্যুচ্চমহাশালসমসাদৃশ্যে বিরাজিত থাকিবে[১২।১৩]। সেই গৃহের ভিত্তির শিরোভাগে ঈশান কোণে একটি ছিদ্র থাকিবে, দানব ব্যাল প্রথমতঃ সারস দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই অবিশ্রান্তগতিবাতবিধূত তৃণরহিত ছিদ্রের মধ্যস্থিত কোন এক কলবিঙ্ক নীড়ে কলবিঙ্ক (চটক পক্ষী) দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক বাস করিবে ও শ্রুতশাস্ত্র দ্বিজের ন্যায় অর্থরহিত চীচী কুচী ধ্বনি করতঃ অবস্থান করিবে[১৪।১৫]।

ঐ সময় সেই গৃহে যশস্করদেব নামে এক রাজা বাস করিবেন[১৬]। দানব দাম সারস দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই নৃপতির গৃহস্থিত এক বৃহৎ স্তম্ভের পৃষ্ঠে মশক হইয়া অবস্থান করিবে ও সদা ঘুন্ ঘুন্ ইত্যাকার অকঠোর ধ্বনি করিবে[১৭]। উক্ত অধিষ্ঠান নামা নগরের মধ্যভাগে রত্নাবলীবিহার নামে এক ক্রীড়াগৃহ ও তাহাতে উক্ত ভূপালের বদ্ধ মোক্ষদর্শী নরসিংহ নামে এক মন্ত্রী বাস করিবে[১৮।১৯]। কট সারস দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুকপক্ষিদেহ পরিগ্রহ করতঃ উক্ত রাজমন্ত্রিবরের ক্রীড়া সাধন হইয়া রজতপিঞ্জরে অবস্থিতি করিবে[২০]। উক্ত মন্ত্রিরাজ, শ্লোকগ্রথিত দাম ব্যাল কট প্রভৃতি দানবগণের ইতিহাস পাঠ করিবেন এবং সেই শুকরূপী কটাসুর তাহা শ্রবণ করিবে। শুনিতে শুনিতে সে আত্মবিবরণ অবগত হইবে ও আত্মস্মৃতি লাভ করতঃ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইবে[২১।২২]। প্রদ্যুম্নশিখরবাসী চটকরূপী ব্যাল তত্রস্থ লোকের মুখে গানাকারে গ্রথিত স্ববিবরণ কথা শ্রবণ করতঃ আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ নির্ব্বাণাধিকার প্রাপ্ত হইবে[২৩]। রাজমন্দিরস্তম্ভান্তর্গত ব্রণমধ্যবাসী মশকরূপী দামও লোক মুখে প্রসঙ্গক্রমে আত্মবিবরণ শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভের অনন্তর শান্তি লাভ করিবে[২৪]। এইরূপে প্রদ্যুম্ন শৃঙ্গ হইতে চটক, রাজমন্দির হইতে মশক, এবং ক্রীড়াগৃহ হইতে ক্রকর অর্থাৎ শুক যোনি প্রাপ্ত দানব মোক্ষভাগী হইবে[২৫]।

দামব্যালাদির কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—তাহা বলিলাম। মায়াকাণ্ড ঐরূপই জানিবে। এই যে সংসার—ইহাও ঐরূপ। সংসার

দামাদি অসুরের ন্যায় মায়িক অর্থাৎ মিথ্যাভূত হইলেও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইয়া মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অপক্কজ্ঞান জনগণকে বৃথা ভ্রামিত করে। জনগণ দাম-ব্যাল-কটের ন্যায় মূঢ়তা প্রযুক্ত মহৎ পদ হইতে অধঃপতিত হয়। অহো! যাহাদিগের ভ্রূক্ষেপে মেরুমন্দরও বিশ্লিষ্ট হইত তাহাদের তাদৃশী বলবিক্রমসম্পন্না আসুরী দশাই বা কোথায়! আর রাজগৃহান্তে মশকত্বই বা কোথায়! যাহাদের অঙ্গুলিসঙ্কেতে সূর্য্য চন্দ্রও পাতিত হইত, তাহাদের তাদৃশী দেবশাসনী দশাই বা কোথায়! আর প্রত্যন্তগিরিগৃহভিত্তির অন্তর্গত ব্রণে বিহঙ্গী দশাই বা কোথায়! যাহাদের বাহু মেরুশৈলকে পুষ্পমালার ন্যায় অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিতে সমর্থ ছিল, তাহাদের তাদৃশ প্রবল বিক্রমই বা কোথায়! আর জনৈক মন্ত্রিসিংহের গৃহে রজতপিঞ্জরবদ্ধ ক্রকর পক্ষীত্বই বা কোথায়! অহো! চিদাকাশ যে অহং ইত্যাকার রঙে রঞ্জিত হইলে কি কি বিরূপ দুঃখে [illegible] হন তাহা অবধারণ করা যায় না। এতদ্বিষয়ে সংক্ষেপ কথা এই তিনি ঐরূপেই স্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার বিরূপতা অনু[illegible] করিয়া থাকেন। জন্তুগণ আপনারই অসত্য বাসনার তদ্বিজৃম্ভিত [illegible] বুদ্ধিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আপনিই আপনার বন্ধন দুঃখ [illegible] করে। যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে "দৃশ্য অসৎ" এইরূপ অনু[illegible] নির্ব্বাণে সংস্থিত, তাহারাই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ। [illegible] দুঃখবিকারস্বরূপ শুষ্ক তর্কের আশ্রয়ী, তাহারাই পরমার্থ লাভ [illegible] করে এবং জল যেমন নীচগামী হয় তাহার ন্যায় তাহারাও [illegible] হয়। যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ দিগের প্রদর্শিত পথে শ্রুতিশাস্ত্রা[illegible] বিচরণ করে তাহারা অবিনাশী হয় ও পরমা প্রীতি লাভ করে। [illegible] মতিমন্! "ইহা আমার তাহা আমার" এরূপ বুদ্ধি দুর্ভাগ্য ও [illegible] আনয়ন পূর্ব্বক পুরুষার্থকে ভস্মসমাচ্ছাদিতের ন্যায় করিয়া রাখে। উদারাত্মা ত্রৈলোক্যকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, আপদ সমস্ত তাঁহাকে সর্পের জীর্ণত্বক পরিত্যাগের ন্যায় দূরে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যাঁহারা অন্তরে নিত্যসত্যচমৎকৃতির দ্বারা প্রস্ফুরিত, দেবগণ তাঁহাকে [illegible] সহকারে নিরন্তর পালন করেন১৩।৩৯। হে রাঘব! দুরন্ত আপদ্ আক্রম করিলেও বুদ্ধিমান্ পুরুষের অপথে বা অসৎ পথে গমন করা কর্ত্তব্য নহে। দেখ, রাহু অসৎ পথে গমন করতঃ অমৃত পান করিয়া-

ছিল, তাই অমর হইতে পারে নাই; অধিকন্তু শিরশ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাঁহারা সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ রূপ প্রভাকরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা কোনও কালে মোহান্ধকারের বশীভূত হয় না[৪০]। যাহা নিতান্ত অবাধ্য—তাহাও তাঁহাদের বাধ্য (বশীভূত) হয় এবং যে কোন আপদ্—সম্পদ্ রূপে প্রাপ্ত হয়[৪১]। যে সকল পুরুষসিংহ বৈরাগ্য ও শমদমাদি গুণে বিভূষিত—যে সকল মহাপুরুষ ঐ সকল গুণে পরিতৃপ্ত —তথা অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ ও অভ্যাসে অনুরক্ত—তথা সত্য বাক্যে ও সত্য ব্রহ্মে ব্যসনী—সেই সকল মহাপুরুষেরাই যথার্থ নর এবং তাহা-দেরই জন্ম ও জীবন সার্থক। অবশিষ্ট নর নহে, তাহারা পশুবিশেষ। যাহাদের হৃদয়সরোবর সুযশোরূপ চন্দ্রচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত (প্রকাশিত), তাহারা ক্ষীরসমুদ্রের সমান এবং তাহাদেরই মূর্ত্তিতে ভগবান্ হরি সদা শয়ান থাকেন। যাহাদের প্রারব্ধ ভোগ শেষ হইয়াছে, দ্রষ্টব্যও দৃষ্ট হইয়াছে[৪২।৪৩], তাহাদের আবার ভোগলুব্ধতা কি? কেন তাহারা ভাবিজন্মপরম্পরা দ্বারা আত্মবিনাশক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? তুমি যথা-ক্রম, যথাশাস্ত্র, যথাচার ও যথাস্থিতি * অবলম্বন করতঃ ভোগসমুদয়কে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া মুক্ত হও। সাধুজনগণ তোমার গগনপ্রসারিত অনন্ত সদ্গুণ ও সুকীর্ত্তি গান করুন এবং হৃষ্ট হইয়া ভূয়ো ভূয়ো সাধুবাদ প্রয়োগ করুন[৪৫।৪৬]। ঐ সকল সদ্গুণ মৃত্যু হইতে পরি ত্রাণ করে, ভোগ তাহা করে না। সিদ্ধসুন্দরীরা যাহাদের চন্দ্র সদৃশনির্ম্মল যশোগাথা গান করেন, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে চিরজীবিত. অবশিষ্ট মনুষ্য মৃত। উৎকৃষ্ট পুরুষকার, যত্ন ও উদ্যম অবলম্বন করিয়া ও উদ্বেগরহিত হইয়া যথাশাস্ত্র সাধনতৎপর হইলে কোন্ ব্যক্তি না সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়? শাস্ত্রপরতন্ত্র ও সদ্ব্যবহারপরায়ণ ব্যক্তিরাই ফললাভ করিয়া থাকেন[৪৯]। সিদ্ধি পরিপক হইলে তখন তাহার ফলও পরিপুষ্ট (স্পষ্ট) হয়। হে রামচন্দ্র! তুমি শোক, ভয়, আয়াস, গর্ব্ব ও যন্ত্রণা, এ সকল বর্জ্জন করতঃ যথাশাস্ত্র ব্যবহার কর; যেন তোমার জীব

* যথাক্রম অর্থাৎ অধিকারের অনুরূপ। যথাশাস্ত্র অর্থাৎ অধিকারানুরূপ চিত্ত শোধক বিধি ব্যবস্থা। যথাচার অর্থাৎ গুরু ও সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত শিষ্যত্বাদি। যথাস্থিতি অর্থাৎ পর পর উচ্চ ভূমিকায় অবস্থান বা আরোহণ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, [illegible] উৎকর্ষে সাধ্যসিদ্ধি হয়, এই নিয়ম স্মরণ [illegible] করিতে হইবে যে, সমস্তই সাধনের সাধ্য, সাধনের অসাধ্য [illegible] যেহেতু সাধনের (কার্য্যোদ্‌যোগের) অসাধ্য কিছুই নাই, [illegible] তোমাকে বলিতেছি, তুমি সমুদ্যোগ পরিত্যাগ করিও না[১]। [illegible] গণের আনন্দবর্দ্ধন নন্দী সরোবর তীরে ঈশানের সাধনায় [illegible] হইয়া মৃত্যুকেও পরাজয় করিয়াছিলেন[২]। *

---

* কোন [illegible] নামক কোন মুনি সর্ব্বজ্ঞতম পুত্রকামনায় ভগবান্ রুদ্র-দেবের আরাধনা [illegible] তিনি তাঁহার সেই সুদীর্ঘ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুনে! [illegible] সর্ব্বজ্ঞ লোকত্রয়ে দৃষ্ট হয় না। অতএব আমিই অংশরূপে ত্বদীয় পুত্র [illegible] কিন্তু আমার অংশজ তোমার সেই পুত্র ষোড়শবর্ষীয় হইলে কালকবলে [illegible] হইবে। তখন শিলাদ শিববাক্য অন্যথা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার শরণ[illegible] এবং তথাস্তু বলিয়া সেই বাক্যে অনুমোদন করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে তদীয় পত্নীর গর্ভসঞ্চার হইল। শিলাদ পত্নীর গর্ভাবস্থা দর্শন করিয়াও আনন্দ অনুভব করিলেন না। কারণ, তদীয় অন্তঃকরণ [illegible] নিরন্তর উৎকণ্ঠিত থাকিত। কালক্রমে শিলাদপত্নী একটী পূর্ণচন্দ্র[illegible] প্রসব করিলেন। পুত্র শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। [illegible] পুত্রের "নন্দি" এই নাম রাখিলেন। কিছুদিন পরে নন্দি পিতৃমুখে [illegible] মরণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং অবিলম্বে [illegible] বহির্গত হইয়া রুদ্রদেবের আরাধনার্থ এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক [illegible] তীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একান্তচিত্তে স্বীয় মৃত্যু বিজয় কামনায় [illegible] শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকিলেন; ক্রমে তথায় তাহার ষোড়শবর্ষ [illegible] উপস্থিত হইল। তখন সর্ব্বজনবিনাশন মৃত্যু প্রকৃত সময় অবগত হইয়া তাঁহাকে [illegible] বাসনায় পাশ হস্তে অবিলম্বে সেই সরোবরতীরে সমাগত হইলেন এবং তাঁহাকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিলেন। এ দিকে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্ব কালদর্শী ঈশান স্বীয় অংশভূত নন্দির সমুপস্থিত বিপদ্ অবগত হইয়া অবিলম্বে সেই

বলি প্রভৃতি দানব উৎকৃষ্ট সাধন সম্পন্ন হইয়া হস্তিগণের পদ্মবন মর্দ্দনের ন্যায় দেবতাদিগকেও বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন[৩]। মহর্ষি সম্বর্ত্ত, মরুত্তযজ্ঞে ব্রহ্মার [illegible] করিয়া ছিলেন। * মহাতপা [illegible] করিয়া দুর্ল্লভ তপোমার্জ্জিত [illegible] উপমন্যু এক সময়ে (শৈশবে) [illegible] অতিকষ্টে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে পিষ্টাম্বু পান করিয়া [illegible] ছিলেন, সেই উপমন্যু তপঃপ্রভাবে ভগবান্ শঙ্করকে [illegible] সমুদ্রে বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৩]। যে কালের (কাল— [illegible] যম) নিকট অতিবল বিষ্ণু ও ব্রহ্মা প্রভৃতি তৃণবৎ, [illegible] নামক কোন মুনির তপোবলে নির্জ্জিত হইয়াছিলেন[৩]। [illegible] ভর্ত্তৃপ্রাণের অনুগমন, যমদেবতার স্তুতি ও তাঁহার প্রীতিজনক [illegible] প্রভৃতি উপায়ে যমকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় ভর্ত্তা সত্যবানকে [illegible] হইতে প্রত্যানীত করিয়াছিলেন[৮]। হে রাঘব! বহু উদাহরণে প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কথা এই যে, এমন কোন [illegible] অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উদ্যোগের আতিশয্য নাই যাহার ফল দৃষ্ট হয় না। [illegible] তোমাকে বলিতেছি, যিনি অন্তরে ফল লাভের তারতম্য বা [illegible] বিচার করিয়া উৎকট রূপে উদ্যোগ পরায়ণ হন, তিনি [illegible] ফল লাভ অন্তে কৃতার্থ হন[৯]। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, [illegible] তুচ্ছ ফল লাভের প্রত্যাশায় গুরুতর উদ্যোগে তৎপর হওয়া সঙ্গত নহে। যাহা অশেষসুখদুঃখদশা ও ভ্রান্তিদৃষ্টি প্রভৃতির মূলচ্ছেদকর, সেই আত্মজ্ঞান ফল লাভের নিমিত্ত যথোচিত অতিশয় অর্থাৎ শাস্ত্রীয় [illegible] বা উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য[১০]। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভোগাভ্যাসাদি [illegible] দূরিত করা

স্থানে সমাগত হইলেন এবং বাম পদের অগ্রভাগ প্রহারে [illegible] তাড়িত ও সেই দারুণ পাশ ছেদন করিয়া নন্দিকে জরামরণবিমুক্ত করিলেন। এই উপাখ্যান লিঙ্গপুরাণে প্রসিদ্ধ।

* মহাভারতের মতেও মহর্ষি সম্বর্ত্ত মরুত্তযজ্ঞের বিঘ্নকারী। তিনি মহেন্দ্রকে সসৈন্যে সংকল্পের দ্বারা পরাভূত করিয়াছিলেন। এখানে যে দেবতান্তর সৃজনের কথা বলা হইল, ইহা কল্পভেদ অনুসারে মীমাংস্য।

বিধেয়। কেননা, ভোগদৃষ্টিই সর্ব্ব অনর্থের মূল। অনর্থদায়িনী ভোগদৃষ্টি বিনষ্ট করিতে হইলে অগ্রে [illegible] অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিষয়ের বা তদ্ভোগের [illegible] ভোগদৃষ্টিবিনাশীর যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ [illegible] না করিবে? দুঃখ স্বীকার [illegible] অর্থাৎ চিদাত্মাই পরব্রহ্ম [illegible] বটেন, অর্থাৎ সমূল সংসাররূপ [illegible] পুরুষার্থরূপী বটেন, তথাপি, তুমি প্রথমে তাঁহাকে [illegible] ব্রহ্মানন্দদাতা বলিয়া জানিবে[১২]। তুমি অভিমান পরিহার [illegible] কৈবল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার মোক্ষ যোগ্য [illegible] উদ্দেশে সজ্জনসেবায় নিয়ত রত থাকিবে[১৩]। যদি সজ্জনসেবা না কর, তাহা হইলে কি তপস্যা, কি তীর্থ, কি দান, কি শাস্ত্র, কোন কিছুর দ্বারা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই[১৪]। যাঁহার সেবা করিলে লোভ, মোহ ও ক্রোধ দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে [illegible] শাস্ত্রানুসারে আহার বিহারাদি স্বকর্ম্মে রত থাকা যায়, তাঁহাকেই তুমি সজ্জন বলিয়া স্থির করিবে[১৫]। পরে সেই সকল আত্মবিদ্গণের সংসর্গে এই দৃশ্য জগতের অত্যন্তাভাব ক্রমেই জ্ঞানারূঢ় হইতে থাকিবে[১৬]। যখন দৃশ্যের অত্যন্তাভাব অবধারিত হইবে তখন কেবল মাত্র এক পরম বস্তুই অবশিষ্ট থাকিবেন। যখন কেবল এক পরম বস্তু অবধারিত হইবে, অন্য কিছু থাকিবেক না, (অন্য কিছু জ্ঞানারূঢ় হইবেক না,) জীবও তখন সেই পরমে লয় প্রাপ্ত হইবেক। অর্থাৎ তখন আমি জীব, এ বোধ উদিত থাকিবেক না[১৬।১৭]। দৃশ্য মণ্ডল উৎপন্ন হয় নাই, পূর্ব্বেও ছিল না, এবং বর্ত্তমানেও নাই[১৮]। পূর্ব্বে এ বিষয়ে সহস্র সহস্র যুক্তি দর্শিত হইয়াছে এবং বিদ্বান্ মাত্রেই উহা অনুভব করিয়াছেন। সম্প্রতি পুনর্ব্বার উক্ত বিষয়ে যুক্তি কথা বলি, প্রণিধান কর[১৯]। এই যে ত্রিজগৎ, ইহা ত্রিজগৎ নহে। ইহা কেবল সংবিৎ এবং সংবিৎই পরম তত্ত্ব। পাওয়া যায় ও পাওয়া যায় না এরূপ অত্যদ্ভুত মায়ার বিস্তৃতিরূপ আকাশাদি বাস্তবতঃ নাই[২০]। চিৎশক্তির চমৎকারিত্বই জগৎরূপে অনুভূত হইতেছে, সুতরাং ইহা পদার্থান্তর নহে[২১]। এই লোকত্রয়ের মধ্যে যে কোন বিষয়ের অনুভূতি, সমস্তই সেই চিৎসূর্য্যের প্রকিরণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন অংশু-

সশরীর কি অশরীর? উহা কিরূপে পরিত্যক্ত হয়? এবং পরিত্যাগ করিলেই বা কি হয়? তাহা কীর্ত্তন করুন[১৮]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই জগত্রয়ে অহঙ্কার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দুই প্রকার উপাদেয় ও এক প্রকার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য। আমি তোমার নিকট সেই তিন প্রকার অহঙ্কারের বর্ণনা করি, শ্রবণ কর।

আমিই এই সমস্ত বিশ্ব, আমিই অচ্যুত পরমাত্মা, আমা ছাড়া কিছুই নাই, এই উৎকৃষ্ট ভাবকে প্রথমা অহঙ্কৃতি বলে[১৯।২০]। এই অহঙ্কার বন্ধকারণ নহে, প্রত্যুত মোক্ষদায়ক। ইহা জীবন্মুক্ত পুরুষেই বিদ্যমান থাকে, পুরুষান্তরে নহে। আমি এ সমুদায় হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র, ও পরম সূক্ষ্ম, এই ভাবের যে সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাকে দ্বিতীয়া অহঙ্কৃতি বলা যায়। ইহাও বন্ধনকর নহে, প্রত্যুত মোক্ষকর। ইহাও জীবন্মুক্ত পুরুষে বিদ্যমান[২১।২২]। আমি করচরণাদিমান্ দেহ। আমি মনুষ্য, ইত্যাদিবিধ নিশ্চয় মিথ্যাভিমান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মিথ্যাভিমানাত্মক কল্পিত অহঙ্কার তৃতীয়। ইহা অত্যন্ত তুচ্ছ, এবং লৌকিক পুরুষে (অশাস্ত্রবিৎ=মনুষ্যে) বিরাজ করে। এই অহঙ্কারই পরম শত্রু ও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়[২৩।২৪]। বিবিধ আধিপ্রদ এই বলবান্ রিপু কর্তৃক জন্তুগণ একবার অভিহত হইলে পুনঃ আর সে অপারচ্ছিন্নভাবে আবির্ভূত হইতে পারে না[২৫]। এই দুরহঙ্কৃতির দ্বারা জনগণ নিপীড়িতচিত্ত হইয়া বিবিধ সঙ্কটে নিপতিত হয়[২৬]।

যে ভাগ্যবান্ জীব পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ অহঙ্কার প্রাপ্ত হন, সেই সৌভাগ্যশালী জীব লৌকিক অহঙ্কার ও সর্ব্বপ্রকার রাগাদি দোষ দূরে পরিহার পূর্ব্বক মুক্তি প্রাপ্ত হন। তিনি "আমি দেহী নহি" এইরূপ নির্ণয় করিয়া প্রথমতঃ লৌকিক দুঃখপ্রদ তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করেন, পরে প্রথম ও দ্বিতীয় অহঙ্কৃতিকে অন্তরে আবদ্ধ করিয়া সুখে বিচরণ করেন[২৭।২৮]। যাহাকে তৃতীয় ও লৌকিক বলা হইল, সেই অহংকার অত্যন্ত দুঃখপ্রদ এবং ঐ তৃতীয় অহঙ্কারের দ্বারাই দাম ব্যাল ও কট প্রভৃতি অসুরেরা সেই সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তৃতীয় অহঙ্কারের উল্লেখও দুঃখপ্রদ[২৯।৩০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, বুঝিলাম, লৌকিকী তৃতীয়া অহঙ্কৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! দুঃখদায়ী তৃতীয় অহঙ্কার বর্জ্জন করতঃ

সাধুগণ যে প্রকারে অবস্থান করেন ও পরমাত্মা প্রাপ্ত হন, সে প্রকার এবং তাহার প্রণালী আমার নিকট বর্ণন করুন। অপিচ, যাহারা তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের ভাব ও চেষ্টা কিরূপ তাহাও অতঃপর বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শেষোক্ত অহঙ্কার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। অতএব ঐ দুঃখদায়িনী দুরহঙ্কৃতিকে যতই পরিত্যাগ করিবে ততই পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইবে৩২। যে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত শুভা অহঙ্কৃতি অবলম্বনে অবস্থান করেন, সেই পুরুষই পরম পদ প্রাপ্ত হন৩৩। যিনি ক্রমে সর্ব্বাহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া উচ্চতর পদে অধিরোহণ পূর্ব্বক [illegible] হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। পরমানন্দ বোধ লাভার্থ বন্ধহেতুকে মালিন্যময়ী লৌকিকী দুরহঙ্কৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য৩৪।৩৫। শরীরের প্রতি জীবের যে অহং মম ইত্যাদি প্রকারের আস্থা আছে, ঐ আস্থাই পাপময় দুরহঙ্কার। ঐ দুরহঙ্কারের বর্জ্জনই শ্রেয়ঃ ও পরম পদ লাভের উপায়৩৬। বিচার দ্বারা ঐ স্থূল লৌকিক অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান বা ব্যবহার করিলে অধোগামী হইতে হয় না৩৭। যেমন সুতৃপ্ত ব্যক্তি বিষমিশ্রিত সুরস দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু হয়, সেইরূপ, যিনি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি ভোগাস্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা করেন না। ভোগাস্বাদ পরিত্যাগ করিলেই শ্রেয়ঃ তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হয়৩৮। অহঙ্কার অন্ধকারময় কূপ স্থানীয়, তাহা, তাহা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলে তখন আর শ্রেয়োলাভের বাধা হইবে কেন৩৯? হে মহাবাহো! উৎকৃষ্ট পুরুষকার প্রয়োগে অহঙ্কার বিনাশ করিতে পারিলেই ভবসাগরের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আমি অন্য কিছু নহি, আমারই সমস্ত, আমিই সমস্ত" অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই বিশুদ্ধ আত্মসম্বিদ্ অবলম্বন পূর্ব্বক মহাত্মগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন৪০।৪১।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বতঃসী যুদ্ধ করিয়াও বিবেক বশতঃ অহঙ্কার প্রাপ্ত হইল না[১০।১১]। তাহাদিগের মনে কদাচিৎ "আমার বা আমি" ইত্যাকার বাসনা সমুদিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মনে "আমি কে, এই বা কে" ইত্যাকার আত্মবিচার [illegible] উক্ত প্রকার বাসনা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত [illegible] অন্তরের আমি কে, এই বা কি, এই শরীর [illegible] বিচার সমুদিত হওয়াতে দেবগণ তাহাদিগকে কোন [illegible] ভীত করিতে পারিত না[১৩]।

অনন্তর সেই [illegible] অহঙ্কারভয়রহিত যথোপস্থিতকর্মকারী বীর অসুরত্রয় "এই শরীর অসৎ, ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আমাতে বিরাজমান, আমাতে অহঙ্কার বা অন্য পদার্থ নাই" অন্তরে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া উপস্থিত মতে শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং তাহারা বাসনাবিনির্ম্মুক্ত ও অনাসক্তবুদ্ধি হইয়া অবিনাশী রূপে শত্রুদল বিনাশ করিতে লাগিল এবং কার্য্যে অনাসক্ত থাকিলেও তাহারা "প্রভুর কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য" এইরূপ বুদ্ধির অনুগামী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল[১৪।১৭]। তাহাতে বীতরাগ, দ্বেষরহিত সর্ব্বদা সমদর্শী ভীম, ভাস ও দৃঢ় এই নামত্রয়ে পরিলাঞ্ছিত সেই দানবত্রয় দেবসেনাদিগকে বিনা ক্লেশে হত, আহত, শুষ্ক, ক্ষত, বিক্ষত দগ্ধ ও লয় প্রাপ্ত করিতে লাগিল। তখন উক্ত প্রবল পরাক্রান্ত অসুরত্রয় কর্ত্তৃক দেববাহিনী বিক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয়বিচ্যুতা গঙ্গার ন্যায় মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। অতঃপর উক্ত মহাবল অসুরত্রয়ের প্রতাপে ছিন্ন ভিন্ন ও পরাজিত দেবসেনাসকল বাতবিদলিত মেঘমালার শৈলাশ্রয় গ্রহণের ন্যায় ক্ষীরার্ণবশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইল[১৮।২০]। [illegible] যেমন ভুজঙ্গবেষ্টিতা ভয়বিহ্বলা রমণীকে অভয় প্রদান করে, তাহার ন্যায় সেই ভয়হারী হরি শত্রুপরিবৃতা ভয়ার্ত্তা দেববাহিনীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন; কিন্তু যাবৎ তিনি সুরারি বধার্থ ক্ষিরোদকুহর হইতে সমরে সমাগত না হইলেন, তাবৎ অসুরভয়ার্ত্তা সুরবাহিনী সেই ক্ষীরোদসমুদ্রগর্ভেই অবস্থান করিতে লাগিল[২১।২২]।

পরে ভগবান্ বিষ্ণু সুরভয়হরণার্থ ক্ষীরোদকুহর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সমরস্থলে সমাগত হইলেন। তখন অসুরেন্দ্র শম্বরের সহিত তাঁহার ভীষণ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। সেই অকালকল্পান্তসদৃশ দারুণ

যুদ্ধে কুলাচল সকল বিধূনিত হইয়া সমুড্ডীন হইতে লাগিল[২৫]। অসুরগণ ভয়বিহ্বল ও নিরুৎসাহ হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। অসংখ্য অসুর আর্ত্তনাদ সহকারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অসুরাধিরাজ শম্বর বলবাহনের সহিত [illegible] [illegible]। নারায়ণ হস্তে বিনষ্ট হওয়ায় শম্বর [illegible] ভীম, ভাস, দৃঢ়, ইহারাও সেই [illegible] হইল। বায়ু যেমন দীপ নির্ব্বাপিত করে, তাহার [illegible] হরি ঐ সকল অসুরকে নির্ব্বাপিত করিলেন[২৬]।

সেই বাসনাবিহীন অসুরত্রয় উক্ত প্রকারে দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইলে তাহারা আর সংসারগতির কিছুই [illegible] নাই[২০]। অতএব, মনঃ যে বাসনাদ্বারা বদ্ধ হয় ও বাসনাশূন্য হইলে মুক্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হইতেছে। হে রামচন্দ্র! তুমি [illegible] বিবেক-দ্বারা নির্ব্বাসন ভাব গ্রহণ কর[২৭]। বাসনা সম্যক্ বিচারের প্রভাবে বিলীন হইয়া যায় এবং বাসনাবিলয়ে চিত্তও প্রদীপের ন্যায় শমতা প্রাপ্ত হয়[২৮]। সম্যক্ বিচার বা সম্যক্দর্শন (সত্যদৃষ্টি) কি? তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। এ সকল মিথ্যা, একমাত্র পরমাত্মাই সত্য, পূর্ণ ও সৎস্বরূপ, এইরূপ দৃঢ় ভাবনার নাম সম্যক্ দর্শন। সম্যক্দর্শন (দৃষ্টি বা জ্ঞান) অবিচাল্য হওয়া আবশ্যক[২৯]। এই জগৎ আত্মারই অন্য প্রকার প্রস্ফুরণ। সুতরাং ভাব্য ভাবক ভাবনা ও ভাবনার আধার, সমস্তই আত্মা, আত্মাতিরিক্ত পৃথক ভাব্যভাবনাদি নাই। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম সম্যক্দর্শন[৩০]। শব্দ (অর্থসমন্বিত নাম), বাসনা ও চিত্ত এ সকল নাম মাত্র। ঐ নাম মাত্রে অবস্থিত পদার্থজাত সত্য অবলোকনে (ব্রহ্ম বিলোকনে) বিলীন হইয়া গেলে যাহা থাকে তাহাই পরম পদ[৩১]। চিত্ত বাসনা সমাক্রান্ত হইয়াই স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং উহা বাসনাবিমুক্ত হইলে বিদেহ মুক্তি [illegible]। চিত্ত ঘট পটাদি নানা আকারে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া বালকের [illegible] দর্শনের ন্যায় দর্শন করিতেছে। তাহার সেই নানাকারতা [illegible] হইলে তখন আর তাহার উপশম হইতে অবশেষ থাকে না। চিত্তের উপশমই ব্রহ্মাত্মলাভ। শম্বরের চিত্তই দাম ব্যাল কটাকারে ও ভীম, ভাস ও দৃঢ়াকারে পরিণত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় জানিবে। হে রামচন্দ্র!

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাঁহারা অবিদ্যাসমুদ্র ও বিষয়োন্মুখ মনকে জয় [illegible] [illegible], তাঁহারাই সাধু, শূর ও যথার্থ বিজয়ী। এই সংসার [illegible] [illegible] ও দুঃখময়। তাহার নিবারণের একমাত্র উপায় মনোজয় রামচন্দ্র! যাহা জ্ঞানের সার বা অর্থ, তাহা জীবন [illegible] শ্রবণ কর। শ্রবণের পর তাহা অবধারণ করিবে অর্থাৎ [illegible] করিবে। ভোগের ইচ্ছাই বন্ধ এবং তাহার পরিত্যাগই মোক্ষ। তোমার অন্য সন্দর্ভে কার্য্য বা প্রয়োজন নাই। তুমি ইহাই অভ্যাস করিবে যে, যাহা যাহা স্বাদু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিতোষজনক তাহা তাহাই বিষবৎ ও বহ্নির ন্যায় পরিত্যাজ্য। বিষয় ভোগ অভিনিবেশ, তুমি ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার ও সুস্থির করতঃ পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখের অধি-কারী হও। কণ্টকবীজসমাকীর্ণ ভূমি কণ্টক বৃক্ষই প্রসব করে। তদ্রূপ বাসনাক্রান্ত বুদ্ধিও দোষরাশি প্রসব করিয়া থাকে। যে বুদ্ধি বাসনা জালে জড়িত নহে, যে বুদ্ধি রাগদ্বেষাদি রিপুকুল কর্ত্তৃক পরিদূষ্ট হয় না, সেই সুস্থিরা বুদ্ধিই কালে পরমা শান্তি লাভের কারণ হয়। তাদৃশী শুভা মতিই শ্রেষ্ঠবীজবতী ভূমির ন্যায় শান্তিফলপ্রদা হয় ও সদ্-গুণযুক্ত অঙ্কুর সমূহ প্রসব করিয়া থাকে। মনঃ অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিচ্যুত ও প্রসন্ন (স্বচ্ছ) হইলে, মিথ্যাজ্ঞানরূপ মেঘ প্রশান্ত হইলে, সৌজন্য তখন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে। যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যকিরণের প্রসর হয়, সেইরূপ, অন্তরে বিবেক প্রসন্ন হইলে তখন বেণুমধ্যে মুক্তাফলের ন্যায় হৃদয়ে ধৈর্য্যের অবস্থিতি হয়। অন্তঃকরণ আত্মসুখলাভে কৃতার্থ হইলে শান্তিরূপ শীতলছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষ-রূপ গুরু প্রভৃতি ও সাধুসঙ্গ সকল মোক্ষ ফলের জনক হয়। সমাধিরূপ [illegible] বৃক্ষে আনন্দরূপ সুস্বাদু রস প্রস্তুত হইলে মনঃ তখন নিঃসন্দেহ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কাম ও নিরুপদ্রব হয়। চাপল্য, শোক, মোহ, ভয় ও পাপ [illegible] প্রশমিত হইয়া যায়। আরও

[illegible] নিরপেক্ষ ও নিরাধি হইয়া থাকে। তখন সেই [illegible] [illegible] যাহার প্রশান্ত, ও ভববন্ধনগ্রন্থি শিথিল হইয়া থাকে[১৫]। [illegible] নির্মল মনঃ নিজ সম্মুখস্থ সন্দেহরূপ কুপুত্রকে ও তৃষ্ণারূপিণী [illegible] বিনাশ করিয়া জীবন্মুক্তিরূপ পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়[১৬]। মনঃ প্রথমে [illegible] আত্মপীবরতার কারণ বিকল্পজাল পরিত্যাগ করে, ক্রমে ক্ষীণ হয়, পরে সে আপনার ক্ষীণ দেহকে অনায়াসে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে[১৭]।

পরমার্থ দৃষ্টিতে ইহাই দেখা যায় যে, মনের অভ্যুদয়ই বিনাশ এবং মনের বিনাশই মহোদয়। প্রাজ্ঞগণের নিকট মনঃ বিনাশপ্রাপ্ত ও অজ্ঞগণের নিকট তাহা বর্দ্ধনশীল[১৮]। এই জগচ্চক্র, ঐ পর্ব্বতমণ্ডল, ঐ ব্যোমমণ্ডল, প্রভৃতি, সমস্তই মনঃ। মনঃই জনগণের মহাশত্রু ও মনঃই জনগণের পরম মিত্র[১৯]। অঙ্গ! বিকল্পকলুষিত চিত্তে আত্মবিস্মৃতির অন্য নাম সংসারকল্পনাশীলা বাসনা ও মনঃ[২০]। চিদাশ্রিত ও চেত্যানুপাতী চিত্ত জীব শব্দে কথিত হইয়া থাকে। (চেত্য=রূপরসাদি বিষয়। কেননা, তাহাদের সংযোগে চিত্তের বিষয়াকার ও চিত্তের পরিচ্ছেদ ঘটনা হয় সুতরাং বিষয় সকল চেত্য) পরমার্থ পক্ষে আত্মা, সংসারী পুরুষ অর্থাৎ জীব, শরীর অথবা শোণিত, এই তিনের অতিরিক্ত[২১।২২]। যাহা দেহীর দেহ, তাহার সত্তা নাই অর্থাৎ তাহা জড়, কিন্তু যে দেহী সে স্বয়ং, চেতন, নির্লেপ ও আকাশস্বরূপ[২৩]। কদলীস্তম্ভ খণ্ড খণ্ড কর, বল্কল ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া যাইবে না। দেহকেও শত খণ্ড করিলে রুধিরাদি ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইবে না[২৪]। সেইজন্য বলিতেছি, তুমি মনকেই জীব ও নর বলিয়া জানিবে। মনোরূপ জীব আপনার কল্পনায় আপনাকে শরীরাদিবিশিষ্ট দর্শন করে[২৫]। ঐ মনোরূপ জীব আপনারই কল্পনায় কোশকার কীটের ন্যায় আপনিই আপনার বন্ধনের নিমিত্ত বিবিধ বিকল্পজাল বিস্তার করে[২৬]। অঙ্কুর যেমন দেশ ও কালক্রমে পল্লবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় নরেরাও এক দেহভ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশান্তরে ও কালান্তরে অন্য দেহ ভ্রম প্রাপ্ত হয়[২৭]। মনের বাসনা যদ্রূপ, মনঃ তদ্রূপভাব প্রাপ্ত হয় ও

... দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞান পরিহার কর, করিয়া ... উদাস ... । মনঃ যদি প্রথমে শরীরের দ্বারা অর্থাৎ ... সম্পাদন দ্বারা, তৎপরে শাস্ত্র ও সজ্জনাদির দ্বারা, তৎপরে বৈরাগ্য ... দ্বারা স্ফটিক মণির ন্যায় নির্মল ও পরিশুদ্ধ (মার্জিত, ... হইলে তখন তাহাতে এই জগতের রহস্য প্রতিফলিত হইবে। ... হইবে না[৩৪]। মনঃ যে বহিঃ পদার্থে একতান হইতেছে, ... একতান হইতেছে না, তাহাকেই তুমি ক্ষণবিনাশিনী অসত্য- ... বলিয়া জানিবে[৩৫]। মনঃ যখন কি বাহিরের কি অন্তরের দৃশ্য ... পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম পদে লীন হইবে, তখন তুমি জানিবে, ... প্রাপ্ত হইয়াছ[৩৬]। তুমি অসন্ময়ী দৃশ্য দৃষ্টিকে মনের অন্তরম ... জানিবে। বস্তুতঃই বাহ্যপদার্থ সকল মনের রূপ ব্যতীত ... কিছু নহে[৩৭]। যাহা আদৌ ছিল না, পরেও থাকিবে না, ... বর্ত্তমানকাল প্রতীয়মান হয় মাত্র, নিশ্চয়ই তাহা অসৎ। ... মনের এই রহস্য বিদিত নহে, তাহারা অনন্ত দুঃখ অর্জ্জন ... । ... অসৎ নহে, ইহা কেবল আত্মা, এই ভাব উদিত না থাকাতেই ... অসন্ময়ী দৃশ্যশ্রী দুঃখপ্রদা হইতেছে। কিন্তু যদি ইহাকে পরমাত্মরূপে ... করা যায় তাহা হইলে তখন এই দৃশ্যশ্রী ভোগ (...) ও মোক্ষ উভয় ফল প্রদান করিবে[৩৮]। যেমন জলে তরঙ্গের কল্পনা, তাহার ন্যায় আত্মায় এই দৃশ্যজালের কল্পনা। পরন্তু যে জানে, জল পৃথক ও তরঙ্গ পৃথক্, সে, সে বিষয়ে (তরঙ্গতত্ত্বে বা জলতত্ত্বে) অজ্ঞ। কিন্তু যে জানে, জলই তরঙ্গ, সে জলতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ[৪০]। যাহা হেয় অথবা উপাদেয় রূপে উপস্থিত হয় তাহা অসৎ ও দুঃখপ্রদ। যাহা হেয় ও উপাদেয় পরিশূন্য, তাহা অনন্ত বা অসীম পরমার্থ[৪১]। মনঃও দৃশ্য মধ্যে পরিগণিত সুতরাং তাহাও সঙ্কল্পকল্পিত, সেজন্য মনঃও অসন্ময়। হে রাঘব! বল দেখি, যাহা অসন্ময় তাহার বিনাশে শোক কি[৪২]? তুমি স্নেহরহিত বন্ধুর ন্যায় রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত বুদ্ধি অবলম্বনে পৃথিব্যাদি ভূতের ও আত্মার তত্ত্ব অবলোকন কর[৪৩]। যেমন নিঃস্নেহ বন্ধু স্বীয় বন্ধুর সুখদুঃখে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ, যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনিও ভৌতিক

অজ্ঞের চিন্তায় সৃষ্টি চিতের অতিরিক্ত বটে; পরন্তু তাহাও অজ্ঞানের কল্পনা। সুতরাং চিদতিরিক্ত মাত্রই কল্পনা। ফলিতার্থ—চিৎস্বরূপকেই চিদ্ব্যতিরিক্ত ও অন্য প্রকার পদার্থ বলিয়া মনে করে[11]। এই চিৎ অজ্ঞগণের নিকট অসত্তাবাপন্ন হইয়া ঘোর সংসার বিস্তার করে এবং যে জানে তাহার নিকট [illegible] হইয়া প্রকাশিত ও বিরাজিত হয়[12]। এই চিদ্বস্তুর [illegible] তাহারই প্রভাবে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি [illegible]। (অনুভূতির দ্বারাই উহাদের অস্তিতা সিদ্ধি হইতেছে, সুতরাং উহারা অনুভূতি ছাড়া নহে) এবং উক্ত চিদ্বস্তুই জীবের জন্মাদির [illegible] কারণ[13]। উদয়, অস্ত, উত্থান, স্থিতি, গতি, এ সকল তাঁহাতে নাই। তিনি এই জগতে আছেনও বটে, এবং নাইও বটে। তিনি আপনিই আপনাকে অব-স্থিতি করিতেছেন। হে রাঘব! তিনিই এই জগদাকারে বিবর্ত্তিত ও জগৎ নামে প্রকাশমান ও অভিহিত হইতেছেন[14]। যেরূপ তেজের দ্বারা তেজ ও সলিল দ্বারা সলিল স্ফূর্ত্তি পায়, সেইরূপ, উক্ত চিৎ সৃষ্টি-বিভ্রম দ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছেন। (অর্থাৎ জীবের গোচরীভূত হইতে-ছেন)[15]। অবস্থাভেদে ইহার দ্বৈরূপ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমার্থ দশায় প্রকাশ ও শুদ্ধ চিৎ এবং ব্যবহার দশায় আমি আমাকে জানি না, ইত্যা-কারে অপ্রকাশ, অশুদ্ধ (মলিন-) ও অসর্ব্বগ[16]। তিনি যখন অবিদ্যার উদয়ে আপনার পরমত্ব হইতে বিচ্যুত হন তখন তাঁহাতে "অহমস্মি" এইরূপ ভাবের আবেশ হয় ও তৎক্রমে ক্রমশঃ অজ্ঞপদ প্রাপ্তি হয়[17]। অহম্ভাব আবিষ্ট হওয়ার পর সংসার। তাহাতে বৃথা নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনিই ইহা আছে, তাহা নাই, ইহা গ্রাহ্য, ইহা অগ্রাহ্য, ইহা ত্যাজ্য, ইহা অত্যাজ্য, ইহা ইষ্ট এবং ইহা অনিষ্ট, এইরূপ এইরূপ ভেদ ভাব ও তদনুরূপ চেষ্টা প্রকটিত করিতে থাকেন। তিনি বস্তুতঃ কিছু না করিলেও দেহস্পন্দ দৃষ্টে বোধ হয়, যেন তিনিই বিহিত নিষিদ্ধ শত শত কার্য্য করিতেছেন। এবং কখন উর্দ্ধ এবং কখন বা অধো-গত হইতেছেন[19],[20]। আকাশের অবকাশ, বায়ুর স্পন্দন, জলের রস-ভাব, পৃথিবীর কাঠিন্য, তেজের রূপ, বিশ্বের স্থিতি, কালের অস্তিতা, এ সমস্তই চিৎস্বভাবের অনতিরিক্ত[21],[22]। তিনি পুষ্পকেশরসঞ্চিত গন্ধ, মৃৎকোটরস্থিত রস ও ভূতলে ঘ্রাণরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সেই পদা-

ধই পুষ্পপল্লব রাশির বসন্ত, তাপশক্তির নিদাঘ, জলদরাশির প্রাবৃট্, ধান্যাদি শস্যের শরৎ, হিমাচ্ছাদনের হেমন্ত ও শীতলানিলের শিশির। অজ্ঞ লোক যাহাকে সম্বৎসর ও যুগাদি কাল নামে উল্লেখ করে তাহাও চিৎস্বভাবের অন্তর্ভূত। একমাত্র চিৎই তরঙ্গিণীর তরঙ্গলীলার ন্যায় সৃষ্টি লীলা বিস্তার করিতেছেন। [illegible] দ্বারা নিয়তি প্রলয়কালপর্য্যন্ত স্থির ভাবে ধরা (বিধৃ[illegible])

জন্ম মরণ প্রবাহ [illegible] ও বিলীন হইতেছে এবং তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকোটি [illegible] স্বভাবের বশবর্ত্তী মূঢ় প্রাণিগণ উন্মত্তের ন্যায় ইহ জগতে কখন আগত, কখন বা গত হইতেছে; কখন বা ইহতেই অবস্থিতি করিতেছে, কখন ধর্ম্মরূপ স্বার্থ উপার্জ্জন করিতেছে, এবং কখন বা জন্মনাশদরে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে॥৩০।৩৩।

ষট্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ব্রহ্ম হইতে কথিত প্রকারের স্থিরতরঙ্গ [illegible] পুনঃ পুনঃ আগত ও গত হইতেছে। ইহা সেই [illegible] যেমন অগাধ [illegible]

(স্থিরভাব) ধারণ করে, তেমনি, এই আত্মা কিঞ্চিৎ কল্পিত [illegible] ন্যায় দৃষ্ট হয়[৩]। নিদাঘ কালে (নিদাঘ=গ্রীষ্ম) নিরাকার আকাশে নদী [illegible] হইয়া থাকে। (সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তি) তাহার ন্যায় [illegible] ব্রহ্মাকাশেই পরিদৃষ্ট হইতেছে[৪]। আপনি এক প্রকার পরন্তু মত্ত ব্যক্তি মত্ততা বশতঃ আপনাকে অন্য প্রকার দর্শন করে। তাহার ন্যায় চিৎও চিত্তাবেশ বশতঃ অন্যাকারে পরিদৃষ্ট হয়[৫]। [illegible]। এ সকল সৎ, অসৎ, [illegible], ব্রহ্মত্ব নহে, ব্রহ্মের অতিরিক্ত বা অনতিরিক্ত, কিছুই বলিবার যোগ্য নহে[৬]। যাহার দ্বারা তুমি শব্দ, রস, রূপ ও গন্ধ জানিতেছ তাহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে। সেই আত্মাই পরব্রহ্ম এবং সেই পদার্থই সর্ব্বত্র অবস্থিত। তিনি এক, তিনি অনেক, তিনি অতীত, তিনি সর্ব্বগামী, তাঁহার দ্বিতীয় বা অংশ নাই। একত্ব বা নানাত্ব, সমস্তই তাঁহাতে ও তৎকর্তৃক কল্পিত[৭]। ভাব, অভাব, ভাল, মন্দ, এ সকল মায়িক কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৮]। যে হেতু সৃষ্টি আত্মারই রূপভেদ, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টি আত্মাতিরিক্ত নহে। এ বিষয়ে আরও বিবেচ্য এই যে, যদি আত্মাতিরিক্ত বস্তু থাকা প্রমাণিত হইত তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছাদি থাকাও সপ্রমাণ হইত। যখন তাহা নাই অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত পদার্থ প্রমাণ বহির্ভূত। অপিচ, তাঁহার ইচ্ছাদি সম্ভাবও প্রমাণ বহির্ভূত। অতএব, হে রাঘব! যখন কিছুমাত্র আত্মা হইতে ভিন্ন নহে তখন সেই আত্মা কি ইচ্ছা করিয়া কি কার্য্য করিবেন? এবং কি-ই বা লাভ করিবেন[১০]? ইহা বাঞ্ছনীয়, তাহা অবাঞ্ছনীয়, এ সকল ভাব তাহাকে স্পর্শও করে না,

ইহা অবধারণ করিবে। যে হেতু তিনি নিরিচ্ছ, সেই হেতু তিনি কিছুই করেন না। কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম, এ সকল প্রভেদ মিথ্যা, একাত্মতাই সত্য। ইহা আধার, তাহা আধেয়, এ সকল কল্পনাও তাঁহাতে অস্পৃষ্ট। অধিক কি বলিব, দ্বিতীয়কল্পনাও তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে। ইচ্ছা না থাকায় তিনি কোন [illegible] কার্য্য করেন না[১১]। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট [illegible] বর্ণন করিলাম, তুমি ঐ প্রকার অবস্থিতিকে [illegible] ও [illegible] এবং সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বপ্রকার চিন্তা [illegible] সমুদায়ের কর্ত্তা হইবে[১২]। আম করিতেছি, [illegible] অভিমান ধারণ পূর্ব্বক কার্য্য করিলে তুমি দেহের উপচয় অপচয় ব্যতীত অন্য কি সুফল প্রাপ্ত হইবে? তাই বলিতেছি, হে রাঘব! তোমার কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যক্ত হউক, অকর্ত্তৃত্ব ভাবে আস্থা হউক, শ্রুতি ও গুরুবাক্য দ্বারা আত্মপ্রবোধ লাভ করতঃ তুমি সহ, স্বচ্ছ, নির্ব্বিকার ও নির্ব্বাত সমুদ্রের ন্যায় নিষ্প্রকম্প হও[১৩]।

যাহাতে পূর্ণতা লাভ হইবে অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সুখ লাভ হইবে তাহা বহু যত্নে ও সুদূরে ভ্রমণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা স্থির করিয়া তুমি বাহ্য পদার্থের অন্বেষণে ক্ষান্ত হও। তুমি চিদাত্মা, সুতরাং তুমিই পরম[১৪]।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তত্ত্বজ্ঞদিগের যে কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল লোকে দেখে বটে, তাঁহারা আহরণ বিহরণাদি কার্য্য করিতেছেন, ভোগ প্রদানাদিও করিতেছেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের সে কর্তৃত্ব কর্তৃত্ব নহে। অজ্ঞদিগের কর্তৃত্বই কর্ত্তৃত্ব[১]। কর্তৃত্ব কি? বা কর্তৃত্ব কাহাকে বলে? তাহা বিবেচনা কর। অন্তরস্থ মনোবৃত্তির যে নিশ্চয় অথবা তাহাদের পূর্ব্বাপরে ইহা হেয় বা উপাদেয় ইত্যাকার মনোবৃত্তি, তাহাই কর্তৃত্ব শব্দের প্রকৃত অর্থ। তাদৃশ কর্তৃত্ব হইতে বাসনা (সঙ্কল্পদিগের জন্ম) এবং বাসনানুরূপ ফলও উপস্থিত হয়। সে ফল বা তাহা ভোক্তা কার্য্যের পরে অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব, কর্ত্তৃত্ব হইতেই ফল ভোক্তৃত্বের উদয়, ইহাই সংশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত[২]। এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের উক্তি আছে যে, "পুরুষ করুন বা না করুন, বাসনা যেরূপ তদনুরূপ ফল স্বর্গে অথবা নরকে অনুভব করিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না[৩]." অতএব অজ্ঞাততত্ত্ব জনগণেরই কর্তৃত্ব, প্রাজ্ঞগণের বাসনাহীনতা প্রযুক্ত অকর্ত্তৃত্ব[৪]। জ্ঞাততত্ত্বগণ গলিতবাসন, সেজন্য কার্য্য করিলেও তাহার ফল তাঁহাদের ভোগ হয় না। তাঁহারা কেবলমাত্র দেহস্পন্দন করেন, মন তাঁহাদের অনাসক্ত থাকে। যদিও অজ্ঞাতসারে কোনরূপ কার্য্যফল উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা সে ফলকে "এ সমস্তই পরমাত্মা" এইরূপ অনুভব করেন। ভোগাসক্ত অজ্ঞগণ বাহিরে কোন কিছু না করিলেও ফলপ্রসবকারী কর্ম্ম তাহাদের অন্তরে অনুষ্ঠিত হয়। কেননা মনঃকর্ত্তৃক যাহা কৃত হয় তাহাই প্রকৃত কৃত এবং মনঃকর্ত্তৃক যাহা কৃত না হয়, তাহা বস্তুতঃ অকৃত। অতএব হে রাঘব! মনই কর্ত্তা, দেহ কর্ত্তা নহে[৫]। চিত্ত হইতেই সংসার সমাগত সুতরাং তাহা চিত্তময় ও চিত্তে অবস্থিত। এ তত্ত্ব বিচার দ্বারা নিদ্ধারিত হইয়াছে। রূপ রসাদি বিষয় ও তদাকারা মনোবৃত্তি উপশান্ত বা বিনষ্ট হইলে তখন সেই সমুদায়ের বাসনা বা সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। জীব সেই

সংস্কার বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে[৮]। কিন্তু আত্মজ্ঞগণের বর্দ্ধিত অহঙ্কারের বাসনা তেজোযোগে মৃগতৃষ্ণা সলিলের ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহারা তুর্য্যা পদে অবস্থিতি করেন। সেই তুর্য্যা পদ না আনন্দ, না নিরানন্দ, না চল, না অচল, না স্থির, না অস্থির। অথবা সদসদতীত বা বাক্পথের অতীত[১০]। জ্ঞানীদিগের মন অজ্ঞানের ন্যায় বাসনায় নিমগ্ন হয় না। তাঁহারা দেখেন, অজ্ঞদিগেরই মন নিরবচ্ছিন্ন বেদনা-ময়। এ সম্বন্ধে অপর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন এক মনুষ্য গর্ত্তে নিপতিত হয় নাই, শয্যায় শয়ান কিম্বা আসনে উপবিষ্ট আছে, অথচ সে পতনজনক সংস্কারের প্রাবল্যে গর্ত্তপতন দুঃখ অনুভব করে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, গর্ত্তে নিপতিত হইয়াছে অথচ সে তজ্জনিত দুঃখ অনুভব না করিয়া শয্যাশয়ন সুখ অনুভব করিতেছে। এতদ্দৃষ্টান্তে স্থানে এক সিদ্ধান্ত লাভ হয় যে, পুরুষ চিত্তময়। চিত্ত যখন যেরূপ তখন সে সেইরূপ[১১।১২]। অতএব, তত্ত্বজ্ঞ কোন কিছু করুন বা না করুন, তাঁহাদের চিত্ত সদা অসংসক্ত থাকে। কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন, আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নাই। থাকিলে অবশ্য সংসক্তি সম্ভাবনা থাকিত বা করিতে পারিত। না থাকায় তাহা পারা যায় না। জগৎ বা জগদন্তর্গত যে কিছু—সমস্তই আভাস[১৩]। সেইজন্য, তাদৃশ জ্ঞানিজ্ঞেয় পুরুষের আত্মা সর্ব্ববিদিত ও সুখ দুঃখের অতীত। আত্মা সুখ দুঃখের অতীত, এই জ্ঞান যাহাদের দৃঢ় নিশ্চয়ে নিবদ্ধ থাকে তাহাদের ইহা আধার তাহা আধেয় এ সকল দৃষ্টি থাকে না। যাহাদের জ্ঞান ঐরূপ অবধারণে নিমগ্ন থাকে, তাহারা প্রথম সোপানে এইরূপ জানে যে, আমি কর্ত্তা ভোক্তা সর্ব্বপদার্থব্যতিরিক্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সূক্ষ্মতম জীব। অবশেষে স্থির হয় যে, যে কিছু—সমস্তই আমি, আমা ছাড়া কিছু নাই। আমিই সর্ব্বপ্রকাশক ও সর্ব্বব্যাপী। এইরূপ সর্ব্বব্যাপিতা-নিশ্চয় সুদৃঢ় হইলে তৎপরিপাক দশায় স্থির হয়—আমি সুখ দুঃখে অস্পৃষ্ট। তখন তাহাদের লোকব্যবহার, লীলাব্যবহারের সদৃশ হইয়া দাঁড়ায়[১৪]। সঙ্কট অবস্থা আসুক আর হর্ষাবস্থা আসুক, তত্ত্বজ্ঞ মন সর্ব্বদা জ্যোৎস্নার ন্যায় শোভমান থাকে। চিত্ত মৃতকল্প থাকায় তাঁহারা করিলেও কর্ত্তা হন না, নির্লিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা অঙ্গপরিচালননিষ্পন্ন শুভাশুভ কর্ম্মের ফলাফলও অনুভব করেন না[১৫]।

ভাবের, সর্ব্বলোকের ও সর্ব্বগতির বীজ। মনঃ পরিণত হইলে সমস্ত কর্ম্ম পরিহৃত, সর্ব্ব দুঃখ ক্ষীণ ও সর্ব্বকর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয়। মনঃ যেরূপ কর্ম্ম করুক না কেন, প্রাজ্ঞ তাহাতে আসক্ত বা বিরাগযুক্ত হন না, তাহার অনুরঞ্জনা প্রাপ্ত হন না। কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন— আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই[১৬]। মনঃ বালকের ন্যায় নানা [illegible] করুক, জ্ঞানী দেখিবেন, তিনি কিছুই করেন না। তত্ত্বজ্ঞদের সম্বন্ধে মোক্ষকথাও নাই। সমস্তই অজ্ঞগণের জন্য। এ বিষয়ের উপসংহার এই যে, আত্মা অকর্ত্তা ও অভোক্তা। কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত মাত্র[১৭]। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জীবিত জীবের সম্বন্ধে অনিবার্য্য বটে; পরন্তু সে সমস্তই জ্ঞানমালিন্যমূলক। জ্ঞানের মালিন্য বিচারে উন্মার্জ্জিত হইলে তখন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃতাদির নাস্তিত্বই অবধারিত হয়। যাহাদের দৃষ্টি বাসনায় ও বিষয়ে, তাহাদেরই দেবাভিলাষাদি আবির্ভূত হয়, অন্যের নহে[১৮]। যাহাদের চিত্ত অনাসক্তস্বভাব, তাহাদের বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই অর্থাৎ তাহারা নিত্যমুক্ত। বন্ধনব্যবহার ও মোক্ষের উপদেশ সমস্তই বিষয়াসক্তচিত্ত জীবদিগের জন্য। তাহাদের বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই বিদ্যমান[২০]। জ্ঞানিগণের নিকট কেবল আত্মতত্ত্বই উল্লসিত হয়। একারণ [illegible], এ সকল তাহাদের ব্যবহার মাত্রে প্রতিভাসিত[২১]। প্রকৃত পক্ষে বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই, অবন্ধ ও অমোক্ষ, দুএর কিছুই নাই। এই যে সংসারদুঃখ, ইহা অপ্রবোধমূলক, প্রবোধ জন্মিলে ইহা বিলীন হইয়া যায়। মোক্ষ ও বন্ধন বৃথা এবং ঐ দুই কথাও বুদ্ধিকল্পিত। হে রামচন্দ্র! তুমি ঐরূপ মতি (আমি বদ্ধ আছি, কিসে মুক্ত হইব? এতদ্রূপ বুদ্ধি) পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহঙ্কাররহিত, আত্মনিষ্ঠ ও ধীর হইয়া ব্যবহার কর[২২।২৩]। *

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* এই সর্গে মনের স্বরূপ উপদেশার্থ কোথাও আত্মবিস্মৃতির নাম মন, এইরূপ বলা হইয়াছে। মনঃই জগতাকার হইতেছে, এইরূপ বলা হইয়াছে। কোথাও চিত্ত বিষয়াকার হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। এ সকল দৃষ্টে এমন বুঝিতে হইবে না যে, মন ও চিত্ত পদার্থতঃ পৃথক্। মন ও চিত্ত একই বস্তু; তাহার বৃত্তি উদয়ের পার্থক্য দৃষ্টে ঐরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

—()※()—

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে এই বিচিত্র-রূপা সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? কিছু নাই অথচ সৃষ্টি, এ কথা ভিত্তি নাই অথচ চিত্র প্রস্তুত হইল? এই কথার অনুরূপ। অতএব, হে মহাত্মন্! আপনি বলুন, সৃষ্টির প্রকার কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজপুত্র! শ্রবণ কর। এই সমস্ত দৃশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের অনতিরিক্ত। তিনি সর্ব্বশক্তি। যে হেতু সর্ব্বশক্তি সেই হেতু সমুদায় শক্তি ব্রহ্মেই লক্ষিত হয়। সত্ত্ব, মমত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, অনেকত্ব, সাদিত্ব, অনাদিত্ব, সমস্তই সমুদ্র হইতে সলিল রাশির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। তিনি স্বীয় উল্লাসে নানা আকারে প্রকাশিত[১৮]। চিদ্ঘন (ব্রহ্ম) হইতে চিত্ত (চিত্তোপাধিক জীব)। আবার চিত্ত হইতে কর্ম্মময়ী, বাসনাময়ী ও মনোময়ী শক্তি বাহ্নত, দৃষ্ট, ধৃত, জাত এবং বিক্ষিপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্ম হইতে সমুদায় জীবের ও সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে[১৮]।

রঘুকুলপাবন রাম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার এ বাক্যও অতিগহন, অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য। আমি ইহার অর্থ অবগত হইতে পারিলাম না। কোথায় মনঃপ্রভৃতির অতীত ব্রহ্মতত্ত্ব? আর কোথায় ক্ষণভঙ্গুর পদার্থশ্রী? যাহাই হউক, সৃষ্টি যদি ব্রহ্ম হইতেই আপাতত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার ব্রহ্মাকার হওয়া উচিত ছিল। কেননা, যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে বস্তু তদ্রূপাকারই হইয়া থাকে। যেমন দীপ হইতে দীপ, পুরুষ হইতে পুরুষ ও শস্য হইতে শস্য জন্ম লাভ করিয়া থাকে[১১]। যে নির্ব্বিকার হইতে যাহার আগমন (উৎপত্তি) হয়, তাহার তদ্রূপ নির্ব্বিকার হওয়াই উচিত[১২]। অতএব, আপনার সিদ্ধান্ত, নিষ্কলঙ্ক ও পরমেশ্বর চিদাত্মায় কলঙ্কারোপ করিতেছে।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রাঘবের ঐরূপ আপত্তিকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এখনও এ সমস্ত ব্রহ্ম। এ তাঁহার কলঙ্ক অর্থাৎ বিকার নহে। সমুদ্রে

[illegible] জন্মে, বুঝি জন্মে না১৩।১৪। যেরূপ অগ্নিতে উষ্ণতা ব্যতীত আর কিছু দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ, আত্মাতে ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ স্থিতি লাভ করে না১৫। রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জিত, কিন্তু তদুৎপন্ন এই বিশ্ব সদ্বন্দ্ব ও অনন্তদুঃখপরিপূর্ণ। তাই রাম আপনার ঈদৃশী অস্পষ্টার্থ বাক্যের অর্থ অবগত হইতে

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা রাম ঐরূপ কহিলে মুনি শার্দ্দূল বশিষ্ঠ রাঘবকে উপদেশ প্রদানার্থ অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত মনে মনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন১৬।১৭। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া চিন্তা করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, রামচন্দ্রের চিত্ত এখনও তত্ত্ববোধোপযোগী নির্ম্মল হয় নাই। কেবল বাহ্য বস্তু পরিত্যাগে কিয়ৎ পরিমাণে নির্ম্মল হইয়াছে১৮। যাহার মন সম্যক্ নির্ম্মল, সে ব্যক্তিই জ্ঞানী হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার চিত্ত জগতের জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া চিদেকরসভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মোক্ষকথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ। সেই ব্যক্তিই বিবেকী ও [illegible] তাদৃশ মহাত্মগণের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে কোনও প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় না। সুতরাং এই রাঘব যাবৎ না সম্যক্ উপদেশ লাভ করিবেন তাবৎ ইহার বিশ্রান্তি লাভ হইবে না। অর্থাৎ সংশয়াদি নিরাস হইবে না২০। যে ব্যক্তি অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ, "এ সমস্তই ব্রহ্ম" এ উপদেশ তাহার প্রতি কার্য্যকারী নহে। কেননা, তাহারা তখনও দৃশ্য দর্শন করিতেছে, তৎ কারণে তাহাদের মতি তত্ত্ববোধভ্রষ্ট হয়২১। যাহাদের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত, যাহাদের ভোগেচ্ছা বিনিবৃত্ত, "এ সকল ব্রহ্ম" এ সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগেরই পক্ষে উপযুক্ত২২। শিষ্য প্রবোধনের রীতি এই যে, গুরু প্রথমতঃ গুণসম্পন্ন শিষ্যকে শমদমাদি সদ্গুণ শিক্ষা দিয়া বিশোধিত করিবেন, পশ্চাৎ তাহাদিগকে "এ সকল ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য উপদেশ করিবেন২৩। কিন্তু যাহারা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ, তাহাদিগকে "ব্রহ্মই সমস্ত" এ উপদেশ করিলে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে মহানরকেই নিয়োজিত করা হয়২৪। যাঁহাদের ভোগেচ্ছা ক্ষীণ, বুদ্ধি বিকসিত, প্রার্থনা তিরোহিত, সেই সকল মহাত্মা দিগকে "ব্রহ্ম নির্ম্মল, অবিদ্যাকলঙ্ক মিথ্যা বা ভ্রান্তি বিশেষ," এ উপদেশ প্রদান করা

কর্ত্তব্য[২৫]। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমোহ বশতঃ পরীক্ষা না করিয়া শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ করে, সে শিষ্যপ্রতারক বৈ গুরু নহে। সুতরাং সে আকল্প নরক ভোগ করিতে বাধ্য[২৬]।

মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে বলি-লেন, হে অনঘ! ব্রহ্মে কলঙ্ক ঘটনা হয় কি না, তাহা আমি উপযুক্ত সময়ে বলিব এবং তখন তাহা সহজে বা স্বয়ং অবগত হইতে পারিবে[২৭,২৮]। তুমি এখন এই পর্য্যন্ত বুদ্ধিস্থ কর যে, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি, সর্ব্ব-ব্যাপী ও সর্ব্বগত এবং তিনিই আমার অহং-বুদ্ধির অবগাহ্য। যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা মায়ার দ্বারা বিচিত্র কার্য্য করে, সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎস্বরূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ, মায়াতীত আত্মাও স্বাশ্রিত মায়ার দ্বারা মায়াময়ী দৃশ্যশ্রী প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি নিজেই এই সকলের আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা ঘটকে পট ও পটকে ঘট করে, প্রস্তরে লতা ও লতায় প্রস্তর জন্মায়, কল্পবৃক্ষে রত্নস্তবক ও আকাশে বন নগরাদি দেখায়, গন্ধর্ব্ব নগরীর রাজগৃহে বরাঙ্গনা সঞ্চার ও ভূতলে আকাশ ও আকাশে ভূতল প্রভৃতি বিবিধ আশ্চর্য্য প্রদর্শন করে, তাহার ন্যায় তিনিও চিদাকাশে স্বমায়ায় এই সকল পদার্থ রচনা করিয়া থাকেন[২৯,৩৩]। বস্তুতঃই একাদ্বয় অব্যক্তরূপ ঈশ্বরই বিচিত্ররূপ ধারণ করতঃ প্রতীয়মান হইতেছেন[৩৪]। যখন তিনি সর্ব্বরূপে প্রতীয়মান হই-তেছেন, তখন যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেই একই বস্তু বিদ্যমান, তাহাতে আর সন্দেহ কি[৩৫]। সে বিষয়ে হর্ষ, অমর্ষ ও বিস্ময় প্রভৃতির অবসর কোথায়? ধৃতিমান্ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি করতঃ বিস্ময়, হর্ষ ও অমর্ষ প্রভৃতি বিকার পরিত্যাগ করেন[৩৬,৩৭]। যাবৎ না সমদৃষ্টি স্থিতি লাভ করে তাবৎ জগতের বিচিত্র রচনা দৃষ্ট হইতে থাকে। ব্রহ্ম মনুষ্যাদির ন্যায় যত্নপূর্ব্বক বিশ্ব রচনা করেন না, উৎপন্নের বিনাশও করেন না। সাগর যেমন যত্নপূর্ব্বক স্ববক্ষে তরঙ্গ উৎপাদন করে না, উৎপন্ন তরঙ্গের বিনাশও করে না, তাহার ন্যায় তিনিও উৎপাদন ও বিনাশ করেন না[৩৮,৩৯]। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, মৃত্তিকায় ঘট, তন্তুতে বস্ত্র, বীজে বৃক্ষ অবস্থান করে তাহার ন্যায় পরমাত্মায় সমুদায় সৃষ্টিশক্তি বিরাজ করে। সে সকল শক্তির যখন যে শক্তি প্রাকট্য প্রাপ্ত হয় তখন তাহার উৎ-পত্তি হইল, এইরূপ ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। বস্তুতঃ কেহ কর্ত্তা বা ভোক্তা

প্রকার[৮।১০]। এই অসৎ জগতে কতিপয় ভূতজাতি মহামোহদ্বারা সমাক্রান্ত, কতক (সনক প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি) তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও কতক মোক্ষলাভার্থ যত্নশীল। যত্নশীল হইলেও দৃঢ় বৈরাগ্যের অভাবে পুনঃ পুনঃ বিঘ্নের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় কৃতকার্য্য হইতেছে না[১১]। সমুদায় ভূতজাতির মধ্যে ভারতখণ্ডবাসী নরজাতিরাই শাস্ত্রাধিকারী ও অধিক পরিমাণে বৈরাগ্য সম্পন্ন। সেই জন্ত ইহারাই উপদেশের উত্তম পাত্র[১২]।

হে রামচন্দ্র! বহুল-আধি-ব্যাধি—ভয়-মোহ-দুঃখাদির দ্বারা নিপীড়িত ও সংসারমগ্ন হইলেও যে সকল নরজাতি উপদেশ গ্রহণে সমর্থ, সেই সকল রাজসী ও সাত্ত্বিকী জাতি কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[১৩]। স্থিরজল সিন্ধুর তরঙ্গচাঞ্চল্য প্রাপ্তির স্তায় সেই অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী নিরাময় অনাদি অনন্ত বিগতভ্রম অনন্তাখ্য নিষ্পন্দবপু ব্রহ্মের একদেশে তদীয় স্পন্দনসম্ভাবিত চিৎ ঘনতাপ্রাপ্ত হয়[১৪।১৫]।

অবসরপ্রাপ্তে রামচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, অনন্ত আত্মতত্ত্বের আবার একদেশ কি? কি নিমিত্ত তিনি বিকারিতা প্রাপ্ত হন? এবং কি নিমিত্তই বা তাঁহাকে অদ্বিতীয়বিক্রম বলে? বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন— রাম! "তৎকর্ত্তৃক ও তাহা হইতে জাত" ইত্যাদিবিধ বচন-রচনা কেবল শাস্ত্রব্যবহারের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। পরমার্থতঃ তাহাও নহে[১৬।১৭]। বিকারিত্ব, সাবয়বত্ব, দিক্‌সত্তা ও প্রদেশত্ব প্রভৃতি প্রতীত হইলেও ঈশ্বরে ঐ সকল সম্ভাবিত হয় না। অর্থাৎ সপ্রমাণ করা যায় না। যখন ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোনও কল্পনা সম্ভবে না, তখন পূর্ব্বাপর ক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। ঐ সকল শব্দ, মাত্র ব্যবহার কারণে জন্মলাভ করিয়াছে[১৮।১৯]। ইহাও বলা বাহুল্য যে, শব্দ অর্থ বাক্য সমস্ত কল্পনাই ঈশ্বর হইতে জাত ও ঈশ্বরময়[২০]। যেমন বহ্নি হইতে বহ্নি জন্মে, মধুর হইতে মধুর, সেইরূপ তাঁহা হইতে যাহা হয়, সমস্তই তিনি। ইহা জন্ত, তাহা জনক, এ সকল ভেদ কেবল কল্পনাপ্রসূত। ইহা ইহা হইতে সমুৎপন্ন, ইত্যাদি ইত্যাদি জগৎ স্থিতি অর্থাৎ ভেদ ব্যবহার কেবলমাত্র ক্রিয়াশক্তির আতিশয্যমূলক। "ইহা অন্ত ইহা অন্ত" এরূপ শব্দ ও অর্থ উভয়ই উক্তিমাত্রে অবস্থিতি করিতেছে। পরম দেব পরমাত্মার নহে[২১।২৩]। সেই পরম দেব সম্ভূত বর্ণিত প্রকারের মনঃশক্তি হইতেই সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম সকল বা বস্তুজ্ঞান সকল স্বতঃ

প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাহারই দৃঢ় ভাবনার দ্বারা তাহা হইতে অতীষ্ট অর্থ লব্ধ হয়[২১]। এ সকল মাত্র ব্যবহার-রহস্য; বস্তুকমে জন্মজনকাদি ক্রম উক্তিবৈচিত্র্য মাত্র[২২]। তিনি যখন একমাত্র অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী, তখন তিনি কোথায় কি উৎপন্ন করিবেন? সুতরাং তাঁহাতে জন্মজনকাদি ক্রম অসম্ভব বলিয়া অবধারিত হয়[২৩]। উক্তিরও স্বভাব এই যে, সে আপনার উদয়ের পর স্বাশ্রয়তাদাত্ম্যবিরোধী, ভেদ ও দ্বিত্বাদি সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত বা সম্বদ্ধ হয়। * পরমার্থে তাহার যোগ হয় না[২৭]। পরমার্থে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অব্ধিতে উর্ম্মির ন্যায়, সেজন্য পণ্ডিতগণ সে সকলকেও ব্রহ্ম বলেন[২৮]। যিনি ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চিৎও ব্রহ্ম, মনঃও ব্রহ্ম, বিজ্ঞানও ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দও ব্রহ্ম, অর্থ ও তদুভয়ের যোগও ব্রহ্ম, ধাতুও ব্রহ্ম, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্ম, বিশ্বাতীত বস্তুও ব্রহ্ম। তাঁহারা জানেন, জগৎ কেন? ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই [২৯,৩০]। এই অমুক, তাহা অমুক, এ সকল বিভাগ মিথ্যা জ্ঞানের বিকল্পনা। বাক্যের আবার সত্যতা কি[৩১]? বহ্নিই শিখার আকারে জন্মে, সুতরাং শিখা শব্দ শব্দমাত্র ও মনঃকল্পনার নাম মাত্র। বিকল্প মাত্রেই চাঞ্চল্যমূলক; সেজন্য সে সকলের বস্তুতা অসিদ্ধ[৩২]। বিকল্প সকল অসত্য। যাহা সত্য তাহা হইতে তাদৃশ বিকল্প প্রসূত হয়। বিকল্পের প্রসূতি অর্থাৎ জন্মলাভ দ্বিচন্দ্র দর্শনের অনুরূপ[৩৩]। সর্ব্বগামী ও অনন্ত ব্রহ্ম হইতে পদার্থান্তর জন্মের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাহা যাহা তজ্জাত তাহা তাহাই ব্রহ্ম। ইহ জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সত্তা উপপন্ন হয় না এবং "এ সকল ব্রহ্ম" এই শ্রুত্যর্থই পরমার্থ[৩৪,৩৫]।

হে প্রাজ্ঞ! তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত প্রায় এইরূপ হইবে। যখন তাহা হইবে, অর্থাৎ যখন সিদ্ধান্তোপদেশ যোগ্য কাল বা অবস্থা আসিবে, তখন সিদ্ধান্ত কথা বহুযুক্তি ও উদাহরণ সহ বলিব[৩৬]। তোমার অজ্ঞান সম্যক্ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তুমি "ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন কল্পনা

---

* স্বাশ্রয়তাদাত্ম্যবিরোধী অর্থাৎ মিলিত বা সংযুক্ত হওয়া। যেমন গুড় একটী শব্দ, তন্নামক দ্রব্য বিশেষ তাহার অর্থ, পরন্ত গুড় এই কথাটী গুড় দ্রব্যে সংযুক্ত, মিলিত এক বা অভিন্ন হয় না। হইলে উচ্চারণ মাত্রে গুড় কথার অর্থ জিহ্বাস্বাদ্য হইত। অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ কথা কল্পিত সঙ্কেত ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

নাই,” ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে[৩৭]। যেমন অবস্তু সংক্ষীণ হইলে বস্তু প্রসন্ন হয়, তদ্রূপ, কুদৃষ্টিদৃষ্ট বিশ্ব প্রশান্ত হইলে তুমি নির্ম্মল-প্রভ বিস্তৃত পরম পদে স্থান প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই[৩৮]।[৩৯]।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ।

—()※()—

রাম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! যেমন শরৎ কালের দিবস কখন মেঘাচ্ছন্ন কখন আলোকদ্বারা প্রকাশিত হইতে থাকে তাহার ন্যায় আমি ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত নির্ম্মল শশাঙ্ক সদৃশ সুশীতল ও বিচিত্রার্থসম্পন্ন ভবদীয় উপদেশ দ্বারা কখন মোহান্ধকারাচ্ছন্ন ও কখন বা জ্ঞানালোকদ্বারা প্রকাশিত হইতেছি[১।২]। হে মুনিপুঙ্গব মহর্ষে! অনন্ত অপ্রমেয় একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ পরমার্থে কি প্রকারে কল্পনা সমুদিত হইতে ও থাকিতে পারে[৩]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, তোমার উক্ত প্রকার ব্যামোহ আমার বাক্যদোষে নহে। কেননা, আমার উক্তি সকল যোগ্যার্থসম্পন্ন। উহাতে অসঙ্গত, বিরূপার্থ বা পূর্ব্বাপরবিরোধ কিছু মাত্র নাই। তুমি বুদ্ধিমালিন্য বশতঃ মদীয় বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ, তাই তোমার ব্যামোহ বা সন্দেহ হইতেছে। তোমার জ্ঞানচক্ষুঃ সম্যক্ প্রস্ফুটিত ও প্রবোধ সূর্য্য সম্যক্ সমুদিত হইলে তখন আমার বাক্যের বলাবল যথাবৎ অবগত হইতে পারিবে[৪।৫]। আপাততঃ "ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছু নাই" এইমাত্র বুদ্ধিস্থ করিয়া রাখ। উপদেশ্য (উপদেশযোগ্য শিষ্য) দিগের উপদেশ করিবার জন্য শব্দার্থসমন্বিত বাক্য রচিত হইয়া আছে, সে সকল কল্পিত হইলেও তদ্দ্বারা সত্য প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। অতএব, বাক্য সকল ভ্রমান্তর্গত বিবেচনায় ভ্রমমগ্ন হইও না[৬]। যে দিন তুমি জানিবে, অর্থাৎ মদীয় উপদেশের মর্ম্মার্থ তোমার প্রত্যক্ষবৎ গোচর হইবে, সে দিন তোমার, তাহা বাচ্য ইহা বাচক, এ সকল ভেদ পরিত্যক্ত হইবে। যাহা অত্যন্ত নির্ম্মল ও পরম সত্য, তাহাই মদীয় বাক্যের অর্থ[৭]। *

* রামের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠের প্রত্যুত্তর উভয় অংশের সার সংকলন এইরূপ—রামের আশঙ্কা—"এ সমস্তই ব্রহ্ম". "ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নাই" এ সকল কথা "মম মাতা বন্ধ্যা" "আমার জিহ্বা নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যের অনুরূপ, সুতরাং

বাক্যপ্রপঞ্চ উপদেশের নিমিত্ত অর্থাৎ শিষ্য বুঝাইবার নিমিত্ত (শাস্ত্রার্থ শিষ্যে সঞ্চারিত করিবার জন্ত কল্পিত বা বিরচিত) সুতরাং সে সকল অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য; জ্ঞানীর পক্ষে অসত্য। * কলনা, মালিন্ত, মোহ, এ সকল আত্মায় অবস্থিত নহে। আত্মা নীরাগ, নির্লেপ, পরম ও ব্রহ্ম। এবং তাহাই এই জগৎ[৮।১০]। হে অনঘ! আমি এই বিষয়টী পুনর্ব্বার বিবিধ যুক্তিসহকারে বলিব[১১]। বাক্‌প্রপঞ্চ ব্যতীত নিবিড়ান্ধকারতুল্য দুর্ভেদ্য অজ্ঞান দূরীভূত করিতে পারা যায় না[১২]। বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্য রাশির দ্বারা পরিশোধিত অন্তঃকরণাকার অবিদ্যা আপনার বিনাশ কামনায় আত্মদোষনাশিনী বিদ্যার উদয় প্রার্থনা করিতে থাকে। (যেমন পতিব্রতা কামিনী পতিহিতার্থে আপনার মরণ লক্ষ্য করে না, তাহার স্থায় অবিদ্যাও আত্মহিতার্থে স্বমরণ অঙ্গীকার করে।)[১৩]। হে রাঘব! অস্ত্রদ্বারা অস্ত্র, মলদ্বারা মল, বিষদ্বারা বিষ ও রিপুর দ্বারা রিপু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ অবিদ্যা অবিদ্যার দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা নাম্নী মায়া স্বাত্মবিনাশে কাতরা নহে, প্রত্যুত অকাতরা। ইহার অপর স্বভাব এই যে, একবার দৃষ্ট (পূর্ণরূপে চৈতন্ত ব্যাপ্ত) হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়[১৪।১৫]। মায়া অদৃশ্য ভাবে বিবেককে আচ্ছাদিত করিয়া জগদ্বিস্তার করে, পরন্তু, আশ্চর্য্য এই যে, জগৎ যাহার দ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছে, তাহা সে কাহারও নিকট ব্যক্ত করে না। অথচ সে নিজে অলক্ষিত ভাবে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। যদি কদাচিৎ কাহার দৃষ্টিগোচরে পড়ে তবে সে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট বা অস্তগত হয়[১৬।১৭]। অহো! কি আশ্চর্য্য! ঈদৃশী সংসারবন্ধনী মায়া নিতান্ত অসত্য হইয়াও পরম পদে অত্যন্ত সত্য স্বরূপে

অসঙ্গত বা ব্যামোহ জনক। বশিষ্ঠের অভিপ্রায়—যেমন মলিন দর্পণে উত্তম প্রতিবিম্ব পড়ে না, তাহার স্থায় বুদ্ধির অত্যন্ত নৈর্ম্মল্য ব্যতীত মোক্ষ বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ হয় না।

* বাক্যপ্রপঞ্চ অসত্য হইলেও সত্যার্থ বোধ উদ্বোধিত করিতে সমর্থ। যেমন অসত্য স্বপ্নাদি সত্য বস্তুর বোধ জন্মায় তাহার স্থায় অসত্য বাক্যও সত্য বস্তুর বোধ জন্মায়। সেইজন্ত, তত্ত্বজ্ঞান হইলে বাক্‌প্রপঞ্চ কেন, জগৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়। কিন্তু যত দিন না জ্ঞানোদয় হয় তত দিন উহা চক্ষুরাদি প্রমাণের স্থায় কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

বিস্তৃত হইতেছে[১৮]। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, যে পদ অতিনির্ভেদ, সে পদে সে, ভেদ বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে। কিন্তু পরমার্থ পক্ষ— পরম পদে অবিদ্যা নাই। রাম! পরম পদে অবিদ্যা নাই, তুমি এইরূপ দৃঢ় ভাবনার দ্বারা যখন জ্ঞেয় বস্তু প্রাপ্ত ও প্রাজ্ঞ হইবে তখন আমার এই সদুক্তির সাফল্য অবগত হইতে পারিবে[১৯।২০]। কিন্তু যাবৎ না প্রবুদ্ধ হইবে, তাবৎ তুমি মদীয় বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক "আত্মার অবিদ্যা নাই" এইরূপ দৃঢ় ভাবনা অভ্যাস করিতে ক্ষান্ত হইও না[২১]। মনের যে সকল মনন দৃশ্যাকারে নিবিড়িত হইয়াছে সে সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অতিতুচ্ছ। কারণ, মনঃই সেই সেই দৃশ্যাকারে বিজৃম্ভিত হই-তেছে[২২]। যে উক্ত রহস্য অবগত হইয়াছে এবং যাহার অন্তরে একাদ্বয় ব্রহ্মভাব সুদৃঢ়রূপে সংস্থিত, সেই মহাপুরুষ পরমমোক্ষভাগী। যে কিছু চল অচল আকৃতি অর্থাৎ বাহ্য বস্তু সে সমস্তই মোক্ষের প্রতিবন্ধক। প্রাণিগণের বন্ধন রজ্জু রূপ জগৎকে যিনি স্বপ্নভূমির ন্যায় দেখেন, সেই অনাসক্তচিত্ত ব্রহ্ম ব্যক্তি কোনও কালে দুঃখে নিপতিত হন না। মিথ্যাভূত ইন্দ্রিয়দেহাদিরূপ দ্বৈতে যাহাদের অহংবুদ্ধি বিদ্যমান, তাহারা বহু দুঃখপ্রদায়িনী অবিদ্যাসরিতে নিমজ্জিত হয়। কেননা, বিকারিতা প্রভৃতি দোষ আত্মায় অবিদ্যমান। পরমাত্মায় ঐ সকল দোষ সলিলে পাংশুর ন্যায় জানিবে। তত্ত্বজ্ঞগণ জগদন্তর্গত নামের ও নামীর ব্যবহার করেন বটে; পরন্তু সে সকলে তাঁহাদের অনুরঞ্জনা নাই[২৩।২৭]।

যাহা যাহা ব্যবহার প্রয়োজনে আত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, সে সকল আত্মার অব্যতিরিক্ত। যেমন বিনা তন্তুতে পটের স্থিতি অসম্ভব, সেইরূপ বিনা ব্যবহারে ও ব্যবহারিক পদার্থে শাস্ত্রাদির স্থিতি অসম্ভব। রঘুনাথ! অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মা উপলব্ধিগোচর হন না। তৎকারণে সকলেরই অবিদ্যা-নাশক আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। অতএব, বিনা আত্মজ্ঞানে দুস্তরা অবিদ্যা নদীর পার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আবার আত্মজ্ঞানও বিনা শাস্ত্রচর্চ্চায় লাভ করা যায় না। ঐরূপ, বিনা আত্মলাভে অক্ষয় পদ পাওয়া যায় না। অবিদ্যা যাহা হইতেই হউক, অবিদ্যা জন্মিলে তাহা আত্মাকে মলিন করিবে[২৮।৩১]। আত্মজ্ঞানের অভাব কালে যে মলদায়িনী অবিদ্যা স্থিতি লাভ করে, তাহা সেই ব্রহ্মপদ অবলম্বনে, (ব্রহ্মপদ=আত্মা), তুমি এইমাত্র বিদিত হইবে। কোথা হইতে কি প্রকারে জন্মিল সে

বিচার অনাবশ্যক[৩২]। উহাকে কিরূপে বিনষ্ট করিবে, তাহারই উপায় অন্বেষণ কর। বিচারে অর্থাৎ উপায় বিশেষে অবিদ্যা ক্ষীণ ও অস্ত-গত হইলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, অবিদ্যা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিসে ও কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে এবং কিরূপে বিনষ্ট হইল। উহা কোন বস্তু নহে। প্রকাশিত হয় না, দৃষ্টও হয় না[৩৩।৩৪]। যেরূপে এই বিস্তৃতাকৃতি অবিদ্যা জাত ও প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তুমি মনের দ্বারা বলপূর্ব্বক উহাকে বিনষ্ট করিলেই বুঝিতে পারিবে। অন্যথা, কে কবে কোথায় অসত্তের রূপ জানিতে পারিয়াছে। অতিশূর হউন বা অতিপ্রাজ্ঞ হউন, অবিদ্যাবশীভূত না হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি নাই[৩৫।৩৬]। অতএব, যাহাতে রোগরূপিণী অবিদ্যা তোমাকে জন্মমরণদুঃখে নিক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত তুমি যত্নবান্ হও ও তাহার বিনাশচেষ্টা কর। সর্ব্বপ্রকার আপদের সখীস্বরূপা, অনর্থে স্বার্থবোধদায়িনী ও বহুদুঃখপ্রসবিনী অবিদ্যাকে সত্বর সংক্ষীণ কর। তুমি বিবেকবলে সত্বর ভয়, বিষাদ ও আধিব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ বিপদ্ প্রদায়িনী, হৃদয়ে মহামোহপর্টলের অঙ্কুরজননী অবিদ্যাকে বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ভবার্ণবের পার প্রাপ্ত হও[৩৭।৩৮]।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

—()*()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবংশপাবন রাম! তুচ্ছ ও (জ্ঞাননাশ্য) প্রবল অবিদ্যাব্যাধির ঔষধ কি তাহা বলি, শ্রবণ কর। মনোবীর্য্য বিচারার্থ আমি যে রাজস ও সাত্বিক জন্মের বিবরণ বলিয়াছি, এক্ষণে তাহাই পুনঃ বর্ণন করি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর১।২। পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মের সৃষ্ট্যুন্মুখ হওয়া স্তিমিত জল সমুদ্রের সংক্ষোভের অনুরূপ৩।৪। যেমন সমুদ্রগর্ভের জল স্পন্দ ও অস্পন্দ ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, (কোন স্থানে স্পন্দ অর্থাৎ গতিবিশিষ্ট এবং কোন স্থানে নিস্পন্দ অর্থাৎ গতিবর্জ্জিত), তাহার ন্যায় সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম অস্পন্দস্বভাব হইলেও কদাচিৎ কোন এক অংশে স্পন্দশক্তিতে আবির্ভূত হন। আকাশে বায়ু স্বয়ং প্রসারিত হয়, তাহার ন্যায় আত্মাও আপন শক্তিতে আপনি কলনাযুক্ত হন অর্থাৎ সৃষ্ট্যর্থ উন্মুখ হন৫।৬। যেমন দীপ আপন শিখার স্পন্দশক্তিতে উন্নত (পরিবর্দ্ধিত) হয়, তাহার ন্যায়, আত্মাও স্বশক্তিসৃষ্ট শরীরে বিস্তৃতি প্রাপ্ত হন৭। যেমন শরৎকালের সূর্য্যকিরণ সাগরজলকে কনকদ্রবের (কনকদ্রব=গলা সোণা।) ভ্রম জন্মায়, তাহার ন্যায় চিৎসমুদ্র আত্মার প্রস্পন্দে জগৎভ্রম জন্মাইয়া থাকে৮।৯। ব্যোম অর্থাৎ আকাশ অতিন্দ্রীয়, তাহা দেখা যায় না, অথচ তাহাতে কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, যেন মুক্তামালা দোলিত হইতেছে (ইহা দর্শকের দৃষ্টির দোষে)। সেইরূপ, চিদাকাশ স্বতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও তাহাতে এই জগৎচাঞ্চল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। (ইহাও আপন আপন দৃষ্টির বা জ্ঞানের দোষে) ১০। অর্ণবে যে ঊর্ম্মি দেখা যায়, তাহা অর্ণবের সংক্ষোভ। তাহার ন্যায় চিদার্ণবে দৃষ্ট জগৎও চিৎসমুদ্রের আজ্ঞানিক সংক্ষোভ১১। আলোক-কোটরে (সূচ্যাদির ছিদ্রে) আলোকশ্রী যদ্রূপ, চিদ্বস্তুতে চিচ্ছক্তিও তদ্রূপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমাবিষ্ট চিচ্ছক্তিও নিরুপাধিক চিতের অনতি-রিক্ত১২। এই দেবী (চিচ্ছক্তি) স্বীয় শক্তিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রস্ফুরিত হন ও চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা বিস্তার করিয়া আত্মশক্তিকে বিস্তৃত করিতে

থাকেন[১৩]। দেশ, কাল, ক্রিয়া, এ সকল শক্তিও সেই চিৎ শক্তির সখী[১৪]। চিৎশক্তি যখন আপন স্বভাব বিজ্ঞাত হন তখন অনাদি অনন্ত পদে স্থিতি লাভ করেন। এবং যখন আত্মবিস্মৃত হন তখন রূপাদির ভাবনায় প্রবৃত্ত হন। তখন অসংখ্য দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাঁহার অনুগমন করিতে থাকে[১৫।১৬]। তখন অর্ণবের লহরী বিজৃম্ভণের ন্যায় পরমার্থাতিরিক্ত অনন্ত দৃশ্য চিদর্ণবে বিজৃম্ভিত হইতে থাকে[১৭]। যেমন ভাবনার প্রভেদে সুবর্ণ হইতে বলয়াদির ভেদ লক্ষিত হয় তাহার ন্যায় ভাবনার দোষেই আত্মা হইতে চিতের প্রভেদ ব্যবহৃত হয়[১৮]। যেমন দীপ হইতে দীপসমূহ আবির্ভূত হয়, তেমনি, চিদাত্মা হইতে এই সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, তাদৃক্স্বভাব চিদাত্মা হইতেই দেশকালকল্পনা প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছে[১৯]। চিদাত্মা দেশকালপরিস্পন্দনরূপা শক্তির দ্বারা বিস্পষ্ট হইয়া সঙ্কল্পের অনুগামী হন। এবং কলনাপদও প্রাপ্ত হন। (কলনাপদ=সৃষ্টিরূপী পদ)। হে মহাবাহো! চিতের যে রূপটী দেশ কাল ক্রিয়াদির পরিকল্পক, সেই রূপটী শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আখ্যায় পরিভাবিত হইয়াছে। (ক্ষেত্র=শরীর। তাহার জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ। অর্থাৎ চৈতন্যের অহংদেহী ইত্যাকার ভাব)[২০।২১]। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনানুরূপ কল্পনায় অহঙ্কৃতি পদ প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার পদ তাহার কলঙ্ক স্থানীয় এবং তাহা বুদ্ধি শব্দের লক্ষ্য। প্রকারান্তরের বুদ্ধি মনোনামেও অভিহিত হয়। মনঃ আবার ঘনবিকল্পদ্বারা ইন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় এই পাণিপাদাদিমান্ দেহের আকারে পরিণত হয়। দেহপদার্থ উক্ত প্রকারে কল্পিত হইলেও সত্যের সংশ্রবে সত্যবৎ জাত, প্রসূত, মৃত ও জীবিত হইতে থাকে[২২।২৩]। সঙ্কল্প ও বাসনা এই দুই রজ্জুতে বেষ্টিত ও দুঃখজালে বিজড়িত জীব তখন বাহ্যবস্তুস্বরূপিনী চেতনায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তখন সে যেমন যেমন ভাবনার পরিপাক (চিন্তার গাঢ়তা) তেমনি তেমনি ফল অনুভব করিতে থাকে। সেই সেই রূপে জীবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, আকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। অবিদ্যামালিন্যের পরিবর্ত্তনানুসারে তাহার বিভিন্ন যোনি ও দেহ প্রাপ্তি হইতে থাকে। অধিক কি বলিব, সঙ্কল্পময় মন স্ত্রীপুত্রাদি শরীরের আকারে আকৃতিমান্ হইয়া অর্থাৎ সেই সেই প্রকারের বৃত্তি লাভ করিয়া মনোরথরূপ (মনোরথ=মনঃকল্পিত) তুচ্ছ ও পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে

সমাসক্ত হয়[২৬,২৯]। তখন সরিৎ সমুদয় যেমন সাগরের অভিমুখে ধাবমানা হয়, ঋতুমতী গো যেমন বৃষের অনুগামী হয়, তাহার ন্যায় তাহার ইচ্ছাদি শক্তি তাদৃশ চিত্তের অনুসরণ করিতে থাকে[৩০]। তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন চিত্ত ঘনীভূত অহঙ্কারের বশে কোশকার কীটের ন্যায় আপনার কার্য্যে আপনি বন্ধন প্রাপ্ত হয়[৩১]। আত্মা অভিহিত রীতিতে সঙ্কল্পের অনুসন্ধান করতঃ আপনা আপনি বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া "সংসারে বিষম কষ্ট" এইরূপ পরিতাপ ও "আমি বদ্ধ," এইরূপ কল্পনায় মৃত্যুর বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। আত্মা কথিত প্রকার বিকল্পের বশ্য হইয়া হৃদয়কাননে পুনঃ পুনঃ জগৎ জঙ্গলের রাক্ষসীস্বরূপ অবিদ্যার (জন্ম মরণ ভ্রান্তির) উৎপাদন করিতে থাকে। সঙ্কল্পকল্পিত শব্দাদি বিষয় রূপ শুষ্ক ইন্ধন হইতে সমুদ্ভূত রাগরূপ বহ্নির বিস্তৃত শিখার অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া বিদগ্ধ হইতে থাকে এবং শৃঙ্খলবদ্ধ সিংহের ন্যায় সাতিশয় বিবশতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ, বাসনা বশতঃ স্বেচ্ছামাত্র দ্বারা বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সমূহের উপর বিচিত্র ভোক্তৃত্বাদি স্থাপন করিতে থাকে[৩২,৩৫]।

হে রাঘব! বর্ণিত প্রকারের চিত্ত কোন কোন স্থলে মন, কোথাও বুদ্ধি, কোথাও জ্ঞান, কোথাও ক্রিয়া, কোথাও অহঙ্কার, কোথাও পূর্য্যষ্টক, * কোন কোন শাস্ত্রে প্রকৃতি, মায়া, মল, কর্ম্ম, বন্ধ, অবিদ্যা, ইচ্ছা, প্রভৃতি শব্দে পরিভাষিত হইয়াছে[৩৬।৩৮]। তথা ঐ চিত্তই বদ্ধ এবং তৃষ্ণা ও শোক প্রভৃতিতে সমাবিষ্ট ও রাগের বিস্তৃত আয়তন (স্থান)[৩৯]। তথা চিত্তই জরামরণজনিত ভয়ে ব্যাকুল, দুঃখে কাতর, দুর্ভাবনায় নিপীড়িত, ইষ্টানিষ্টবোধ দোষে দুষ্ট, ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হইতে থাকে[৪০]। কর্ম্মবৃক্ষের অঙ্কুররূপ চিত্ত বাসনাসংক্ষুব্ধ ও উৎপত্তি পদে বিস্তৃত হইয়া কল্পিত অনর্থপরম্পরার কল্পনা করিতে থাকে[৪১]। তাহাতে শোকপ্রাপ্ত ও কোশাকার কৃমির ন্যায় স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবদ্ধ হইয়া বাসনানুরূপ স্বর্গ নরকাদি ফল ভোগ করিতে থাকে[৪২]। ঐ চিত্তই জরামরণাদিরূপ শাখা-

---

* কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়গণৌ ভূতপ্রাণমনোগণাঃ।
অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি লিঙ্গং পূর্য্যষ্টকং বিদুঃ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মহাভূত, প্রাণ, মন, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, এই সমষ্টিভূত অষ্টপ্রকারকে লিঙ্গশরীর, সূক্ষ্মদেহ ও পূর্য্যষ্টক কহে।

বিশিষ্ট সংসাররূপ বিষফলপ্রদ দুর্ব্বৃক্ষ। চিত্ত চক্ষুরাদির দৃষ্ট হয় না অথচ সুমেরু অপেক্ষাও গুরুভার ও অত্যন্ত ভয়াবহ[৪৩]। এই চিত্তই নিখিল সংসার, আশাপাশবিধায়ক ও নিষ্ফল বৃক্ষের অনুকারী[৪৪]। এই চিত্তই চিন্তানলে দগ্ধীভূত, কোপরূপ অজগর কর্ত্তৃক চর্ব্বিত, কামাদি কল্লোলে উহ্যমান, আত্মপিতামহকে (আত্মপিতামহ=পরব্রহ্ম) বিস্মৃত, যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় শোকোপহত, বিষয় পাবকে নিপতিত, ছিন্নমূল পদ্মের ন্যায় গ্লানি প্রাপ্ত, বিচিত্র ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুকুল দ্বারা নিপীড়িত, অনন্ত দশায় নিপতিত, বিবিধ সঙ্কটে নিয়োজিত, অপার দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ও অনাদর রূপ সমুদ্রে উহ্যমান হইতেছে। অতএব, হে অমরসঙ্কাশ (দেবতাতুল্য) মহাবাহো! তুমি ত্বদীয় এবম্বিধ অনন্তদুঃখক্লিষ্ট চিত্তরূপ মাতঙ্গকে বিষয়রূপ কর্দ্দম হইতেউদ্ধার কর। হে কৃপার্দ্রহৃদয় অরিন্দম! কামপল্বলনিমগ্ন, ও শীর্ণদেহ বলীবর্দ্দরূপ মনকে সত্বর বলপূর্ব্বক উদ্ধার কর। যে হেতু শুভাশুভ বিষয়ে মলিনীকৃতদেহ, সর্ব্বদা বিচলিত, জরামরণবিষাদদ্বারা মূর্চ্ছিত ও স্বীয় ঈদৃশ সাতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন মনের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহার উদ্ধারে যে ব্যক্তি যত্ন না করে, সেই কঠিনহৃদয় নরাধম নরাকার রাক্ষস[৪৫]।[৫২]।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিদ্বস্তুর ঔপাধিক ভাব জীব। জীবেরা সংশয়ে ও বাসনায় অপবাহিত হইতেছে। তাহারা সকলেই কল্পিতাকার ও ব্রহ্ম হইতে জাত। এবম্প্রকারের জীব অসংখ্য। যেমন নির্ঝর হইতে অসংখ্য জলকণা জন্মে, তাহার ন্যায় ব্রহ্ম পদ হইতে অসংখ্য জীব জন্মিতেছে, এখনও জন্মিতেছে এবং ভবিষ্যতেও জন্মিবে[১]।[২]। স্বস্ব বাসনার আবেশে বিবশ ও বিবিধ দশাগ্রস্ত হইয়া অনবরত ভিন্ন ভিন্ন দেশে, জলে ও স্থলে জলবুদ্বুদের ন্যায় জন্মিতেছে ও মরিতেছে[৩]।[৪]। কোন কোন জীব এতৎ কল্পে একটী মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কোন কোন জীব ততোধিক জন্ম ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে এবং কতকগুলির জন্মের সংখ্যা নাই। কোন কোন জীবের দুই ও তিন জন্ম অতীত হইয়াছে, কোন জীব ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণ করিবে, ও কাহার বা জন্ম অতীত হইয়াছে, কেহ বা সম্প্রতি জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ বা আজও জন্ম গ্রহণ করে নাই, (এতৎকল্পে)[৫]।[৬]। কেহ ক্রমিক সহস্র কল্প ব্যাপিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ একমাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও কেহ বা মোক্ষস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে[৭]। কেহ দুঃখসহিষ্ণু হইয়া নরকে, কেহ অল্প সুখভোগী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে, কেহ অত্যন্তসুখী হইয়া দেবলোকে, এবং কেহ বা সূর্য্যলোকে অবস্থান করিতেছে[৮]। কেহ কিন্নর, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ বিদ্যাধর, কেহ মহোরগ, কেহ সূর্য্য, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ, কেহ মহেশ্বর, কেহ বিষ্ণু, কেহ ব্রহ্মা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ভূপাল, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র, কেহ কুষ্মাণ্ড, কেহ বেতাল, কেহ যক্ষঃ, কেহ রাক্ষস, কেহ পিশাচ, কেহ শ্বপচ, কেহ চণ্ডাল, কেহ কিরাত ও কেহ পুক্কশ দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে করিতেছে ও করিবে। কেহ তৃণ, কেহ ওষধি, কেহ ফল, কেহ মূল, কেহ পতঙ্গ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। কেহ লতা, কেহ গুল্ম, কেহ উৎপল, কেহ কদম্ব, কেহ জম্বীর, কেহ শাল, কেহ তাল, কেহ তমাল জন্ম পাইয়াছে, পাই-

তেছে ও পাইবে[১১।১২]। কেহ বিভবসম্পন্ন মন্ত্রী, কেহ সামন্ত ভূপাল, কেহ চীরাম্বরধারী মৌনব্রতী মুনি, কেহ ভুজঙ্গ, কেহ পতঙ্গ, কেহ কৃমি, কেহ কীট, কেহ পিপীলিকা, কেহ মৃগেন্দ্র, কেহ মহিষ, কেহ মৃগ, কেহ ছাগ, কেহ চমরমৃগ, কেহ সারস, কেহ চক্রবাক, কেহ কাক, কেহ কোকিল, কেহ কমল, কেহ কহ্লার, কেহ কুমুদ, কেহ করভ, কেহ মাতঙ্গ, কেহ বরাহ, কেহ বৃষ, কেহ গর্দ্দভ, কেহ ভ্রমর, কেহ মশক, কেহ পুত্তিকা, ও কেহ কেহ বা দংশ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে[১৩।১৬]। কেহ বিবিধ আপদে সমাক্রান্ত হইতেছে, কেহ বা অতুল সম্পদ প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ স্বর্গপুরে, কেহ বা মহানরকে বাস করিতেছে[১৭]। কেহ নক্ষত্রচক্রে, কেহ বৃক্ষরন্ধ্রে, কেহ সূর্য্যাংশুতে, এবং কেহ বা ব্যোমপদে (আকাশে) অবস্থান করিতেছে। কেহ কেহ তৃণ, লতা ও গুল্ম প্রভৃতির রসাস্বাদে নিরত রহিয়াছে[১৮।১৯]। কোন কোন কল্যাণভাজন মহাত্মগণ জীবন্মুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কোন কোন মহাত্মগণ বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ দীর্ঘকাল পরে মুক্ত হইবেন এবং কোন কোন ভোগলম্পট জীব আপনার কেবলীভাব (নির্ব্বাণ) ইচ্ছা করেন না[২০।২১]। কেহ দিগ্‌দেবতা, কেহ মহাবেগবতী নদী, কেহ বিলাসবতী রমণী, কেহ সু সুন্দর পুরুষ এবং কেহ বা নপুংসকরূপে বিরাজ করিতেছে। কেহ প্রবুদ্ধমতি, কেহ জড়াশয়, কেহ বা সমাধিযুক্ত, কেহ বা জ্ঞানোপদেষ্টা গুরু হইয়া অবস্থান করিতেছে[২২।২৩]।

জীবগণ কেবল বাসনার আবেশে বৈবশ্য প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ ঐরূপ বিভিন্ন বিচিত্র অবস্থায় শত শত আশারজ্জুবেষ্টিত ও কোশধারী হইয়া পক্ষীরা যেমন এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যায় তাহার ন্যায় এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণে তৎপর রহিয়াছে। কেহ মর্ত্ত্যলোকে কেহ স্বর্গে কেহবা নরকে গমনাগমন করিতেছে। ইহারা মৃত্যুর কন্দুক (কন্দুক =খেল্‌না) স্থানীয়[২৪।২৬]। অবিদ্যা ঐরূপ অসংখ্য সঙ্কল্পকল্পনারূপ মায়া উৎপাদন করতঃ এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে[২৭]। জীবসকল যাবৎ না আপনাকে বিদিত হয় তাবৎ তাহারা মূঢ় থাকে ও সংসারে পরিভ্রমণ করে[২৮]। আত্মদর্শী মহাত্মগণ অসত্য পরিহার ও সত্যসম্বিদ্ অবলম্বন করতঃ পরম পদ প্রাপ্ত হন, আর তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন না[২৯] কোন কোন অবোধ নর জন্মসহস্রের পর বিবেক প্রাপ্ত হই-

য়াও পুনর্ব্বার সংসারসঙ্কটে নিপতিত হয়[৩০]। কেহ দেব, ব্রাহ্মণ ও গন্ধর্ব্বাদি উচ্চপদ লাভ করিয়াও তুচ্ছবুদ্ধির প্রাবল্যে পুনর্ব্বার তির্য্যক্ যোনি ও তদনন্তর নরকপ্রাপ্ত হয়[৩১]। কোন কোন প্রশস্তবুদ্ধি মহাত্মা আদিসৃষ্টিতে ব্রহ্মপদ হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই জন্মেই মোক্ষপদে প্রবেশ করেন[৩২]। কেহ এই ব্রহ্মাণ্ডে ও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রাপ্ত হন[৩৩]। বৎস! এতদ্ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও কেহ নাগত্ব, কেহ অসুরত্ব, কেহ দেবত্ব, কেহ বা বিহগত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৩৪]। এ জগৎ যদ্রূপ বিস্তৃতাকার অন্যান্য জগৎও এতদ্রূপ বিস্তৃতাকার। এতৎ জগতের ন্যায় অন্যান্য জগৎও উৎপন্ন, অতীত ও বর্ত্তমানে স্থিত হইতেছে। পরেও যে কত হইবে তাহারও ইয়ত্তা নাই[৩৫]। জীবের বাসনানুসারে অসংখ্য সৃষ্টি হয়। সে সমুদয়ের মধ্যে কেহ গন্ধর্ব্বত্ব, কেহ যক্ষত্ব, কেহ সুরত্ব ও কেহ কেহ বা দৈত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডে জনগণ যেরূপ ব্যবহার পরম্পরায় বিচরণ করে, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও তদ্রূপ ব্যবহার করতঃ অবস্থান করে[৩৬।৩৮]। সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর সমভাবে আবির্ভূত, তিরোভূত, উন্মজ্জিত, নিমজ্জিত ও তরঙ্গিণীর উর্ম্মিমালার ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়[৩৯]। দীপ হইতে আলোকের ন্যায়, সূর্য্য হইতে মরীচির ন্যায়, কুসুম হইতে আমোদের ন্যায়, পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, বারি হইতে তুষার জালের ন্যায়, অব্ধি হইতে উর্ম্মির ন্যায়, কাল হইতে বসন্তাদি ঋতুর ন্যায় অসংখ্য জীবরাশি সেই পরম পদ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই প্রস্ফুরিত হয়। তাহারা অসংখ্য দেহপরম্পরা উপভোগ করিয়া প্রলয় কালে সেই পরম পদেই নিলয়প্রাপ্ত হয়। যেমন তরঙ্গিণীশরীরে বিলোল লহরী জন্মে তাহার ন্যায় পরব্রহ্মেই ত্রিভুবনরচনাকারিণী মোহরূপিণী মহামায়া উক্ত প্রকারে অবিরত আবির্ভূত ও বিস্তৃতিপ্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইতেছে[৪০।৪৪]।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! যে জীব দেহপরম্পরা ভোগ করিয়া মহাপ্রলয়ে পরম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হয়, সে জীব আবার কিরূপে অস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট দেহত্ব প্রাপ্ত হয়? * বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তোমার নিকট ঐ তথ্য কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি কি তাহার অর্থাবধারণে সমর্থ হও নাই? তোমার তাদৃশী পূর্ব্বাপর বিচারযোগ্যা নির্ম্মলা বুদ্ধি কোথায় গমন করিল? যাহা হউক, পুনর্ব্বার বলি, শ্রবণ কর[১।২]।

এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এবং এই যে শরীরাদি, এ সকল কেবল আভাস মাত্র। সুতরাং অসৎ ও স্বপ্নকল্প[৩]। হে অনঘ! হে রাঘব! এই সংসার একপ্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন এবং দ্বিচন্দ্র বিভ্রমের অনুরূপ মিথ্যা। যেমন ভ্রমান্তগত ভ্রান্ত শৈল, তাহার ন্যায়[৪]। যাহাদের অজ্ঞান নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, বাসনা বিগলিত হইয়াছে, চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা এই সংসাররূপ স্বপ্ন দেখিয়াও দেখে না[৫]। হে রামচন্দ্র! জীবস্বভাবপরিকল্পিত এই সংসার আপন আত্মারই অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহা মোক্ষ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবে[৬]। সলিলে আবর্ত্তের, বীজে অঙ্কুরের, অঙ্কুরে পল্লবের, পল্লবে পুষ্পের, পুষ্পে ফলের অবস্থিতির ন্যায় মনের অন্তরে জীবদিগের দেহের অবস্থিতি। শরীর মনেরই বহুবাসনার দ্বারা সমুৎপন্ন হয় সুতরাং ইহা মনেরই প্রতিভাস, (ভ্রমবিশেষ) অন্য কিছু নহে। সৃষ্টির আদিতে মনের প্রতিভাস সকল মৃৎপিণ্ডের ঘটত্ব প্রাপ্তির ন্যায় বাসনাদ্বারা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। যদি উত্তম কর্ম্মের (বাসনার) পরিপাক হয় তাহা হইলে উত্তমদেহ প্রাপ্ত হইয়া

* পরম পদ প্রাপ্তির নাম মুক্তি, এবং মুক্তি হইলে আর দেহ ধারণ হয় না। এই সিদ্ধান্তে রামের আশঙ্কা—যে জীব মহাপ্রলয়ে পরম পদ প্রাপ্ত হয় সে জীবকে অবশ্য মুক্ত বলা যাইতে পারে। যদি তাহারা মুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে কেন?

থাকে[১০]। উত্তম কর্ম্মের ফল উত্তম দেহ। তাহার প্রথম নিদর্শন পদ্মযোনি ব্রহ্মা। পদ্মকোশরূপ গৃহে অবস্থিত বিভু পদ্মজ ব্রহ্মাও মনঃসঙ্কল্পপ্রসূত। তদীয় এই অসীম সৃষ্টি মায়ায়ই রচনাবিশেষ।

রাম পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! জীব যেরূপে মনঃপদ প্রাপ্তে বৈরিঞ্চ্য পদ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে! আমি তোমার নিকট ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ ক্রম বর্ণন করি শ্রবণ কর[১১।১৩]। ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ নিদর্শনে তুমি সংসার স্থিতি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

যাহা দিক্‌কালকল্পনারহিত নির্ম্মল আত্মতত্ত্ব, তাহাই স্বসামর্থ্যে লীলাক্রমে অর্থাৎ স্বতন্ত্রস্বভাব প্রভুদিগের অহেতুক ক্রীড়ার (স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তার যাদৃচ্ছিক ক্রীড়ার) ন্যায়, কল্পিত দিক্‌কালাদি আকার গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। এবং তাহাতেই বিলোল (কল্পনাময় ও চঞ্চল স্বভাব) মন জন্ম লাভ করে। এই মন বাসনারূপ পরিচ্ছদে বিভূষিত, জীব সংজ্ঞার কারণ ও কল্পনা বিষয়ে উন্মুখ। এই মনঃশক্তি ক্ষণমধ্যে আপনার আবির্ভাব কল্পনা করে[১৪।১৬]। * ঐ মনঃশক্তি আত্মতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি কল্পনায় প্রবৃত্ত হয় এবং ক্ষণমধ্যে আকাশভাবনার দ্বারা শব্দ তন্মাত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে স্পর্শতন্মাত্রাত্মক অনিলের ও ত্বগিন্দ্রিয়ের কল্পনা বা সৃজন করে। মনঃ উক্তক্রমে চক্ষুর অদৃশ্য শব্দতন্মাত্রার ও স্পর্শবীজাত্মক বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে অনলের ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সৃজন করেন। এই সময়ে আলোক আবির্ভূত হয়। অনন্তর আকাশ, বায়ু ও অনল, এই তিনের পরস্পর ব্যতিকরে রসতন্মাত্রাত্মক সলিলের ও রসনেন্দ্রিয়ের জন্ম হয়। অতঃপর মনঃ সেই আকাশ, বায়ু, অনল ও সলিলের উপচয় ভাবনায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ বিশিষ্ট গন্ধতন্মাত্রাত্মিকা মেদিনীর ও গন্ধবীজাত্মক ঘ্রাণেন্দ্রিয় সৃজন করেন। মনঃ এই-

---

* যে জীব পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মাহমস্মি, এবং ক্রমে অহংগ্রহ উপাসনায় সিদ্ধ হয়, কল্পশেষে সে বা তাহার তাদৃশ সংস্কৃত মনঃ অব্যাকৃতে লীন থাকে। লীনাবস্থায় মনকে বা জীবকে মনঃশক্তি বলা যায়। এই মনঃশক্তি কল্পারম্ভের প্রথমে আপনার হিরণ্যগর্ভাকারে আবির্ভাব কল্পনা করিয়া হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ পদ্মজ ব্রহ্মা আখ্যা ধারণ করতঃ অন্যান্য সৃষ্টি কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

রূপে পঞ্চ ভূতের সৃজন করেন, করিয়া পঞ্চভূতাত্মক সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণ করেন। এই ভূত সৃষ্টি মন হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে। ঐরূপ ঐরূপ ভাবনার গাঢ়তায় বা পরিপাকে মনঃ আপনাকে ঐ ঐ রূপে দর্শন করেন মাত্র[১৭।২২]। যেমন নভোমণ্ডলে বহ্নিকণার প্রস্ফুরণ হয়, তাহার ন্যায় মনঃ অনন্ত চিদাকাশের একদেশে আপনার সূক্ষ্মভূতপরিবেষ্টিত ও অহং-গর্ত্ত ও বুদ্ধিবীজ সমন্বিত শরীর অনুভব করেন। মনের (মন শব্দ এখানে হিরণ্যগর্ভবাচী) এই শরীর সূক্ষ্ম দেহ, লিঙ্গশরীর ও পূর্য্যষ্টক নামে অভিহিত হয়। পরে সেই মনোরূপ ব্রহ্ম সূক্ষ্ম শরীরে ভাস্বর বৃহদ্বপুঃ ভাবনা করতঃ সেই ভাবনার পরিপাক প্রভাবে বিল্বফলের ন্যায় ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ আপনাকে স্থূলশরীরী বিবেচনা করেন। যেমন মূষানিক্ষিপ্ত গলিত সুবর্ণ মূষারই (মূষা=ছাঁচ) অনুরূপ আকারে প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় উক্ত মনঃ সেই শূন্যাকার ব্যোম মধ্যে স্বকীয় ভাবনার অনুরূপে বিরাজ করতঃ ক্রমে ভাবনার দ্বারা সন্নিবেশ অর্থাৎ আপনকার শারীরিক অঙ্গ বিভাগ কল্পনা করিতে থাকেন। উর্দ্ধদেশে মস্তক, অধোদেশে পাদ, পার্শ্বে হস্ত, মধ্যে উদর, উদরের বিপরীত ভাগে পৃষ্ঠ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া আপনার বিস্তৃতাকার বৃহদ্বপুঃ সৃজন করেন। এই মনোরূপ মহামুনি বাসনা বশতঃ উক্তক্রমে উক্তবিধ মনোরথসৃষ্ট বৃহদ্বপুতে অবস্থান করতঃ প্রকাশিত অর্থাৎ অমল-বিগ্রহধারী হইয়া আবির্ভূত হন[২৩।৩০]।

হে রামচন্দ্র! এই মনোরূপ ব্রহ্মা বর্ণিত প্রকারে কল্পিতাকার অপররূপ-বান্ হইয়া পরমাকাশে অবস্থান করেন। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞান ও সিদ্ধি, এই ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বলোক পিতামহ ও ব্রহ্মা এই আখ্যায় অভিহিত করেন। পরমাকাশসম্ভূত ও দ্রবীভূত কনকপ্রভ এই হিরণ্যগর্ভ কখন কখন চিত্তলীলাদ্বারা আপনাতে মোহ উৎপাদন করেন। কখন কখন পারবর্জ্জিত (অসীম) পরমব্যোম স্বরূপে, কখন বা অনাদিমধ্যান্ত (আদি মধ্য ও অন্ত নাই, এমন এক অখণ্ড) নির্ম্মল সলিলরূপে, কখন বা ভাস্বরজ্বালাজালবিমণ্ডিত কল্পান্ত-কালীন হুতাশনরূপে, কখন হরিদ্বর্ণ কানন সম্পন্ন ভুবনরূপে ও কখন বা ভুবনপালক কনককুণ্ডলবান্ বিষ্ণুস্বরূপে অবস্থান করেন। এইরূপে তিনি স্বয়ং স্বলীলাক্রমে স্থলজলাদিসম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপালক বিষ্ণু-

স্বরূপে অবস্থিতি করতঃ আপনাকেই আপনি পালন করিয়া থাকেন।

ত্রিকালদর্শী অমলজ্ঞান প্রভু ব্রহ্মা আত্মতত্ত্বরূপ ব্রহ্মপদ হইতে প্রথমে উক্ত ক্রমে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ব্রহ্মানন্দ বিস্মৃত (আত্মভাব বিস্মৃত) ও অণ্ডগর্ভে নিদ্রিত হন। পরে নিদ্রা অপগত হইলে, স্বীয় বিস্তৃত ভাস্বর দেহ সন্দর্শন করিতে থাকেন[৩১।৩৭]। প্রাণ ও অপান প্রভৃতি বায়ু সমূহের প্রবাহযুক্ত, ভূতপঞ্চকে বিনির্ম্মিত, রোমকোটিদ্বারা সমাকীর্ণ, দ্বাত্রিংশৎ দশনান্বিত, ত্রিস্থূণ, (উরুদ্বয় ও কশেরু) পঞ্চদেবের আধার (পঞ্চ প্রাণকে পঞ্চ দেব কহে) চরণলাঞ্ছিত, পঞ্চভাগে বিভক্ত (পাণি, পাদ, মস্তক, বক্ষঃ ও কুক্ষি, এবংবিধ পঞ্চভাগ) নবদ্বার যুক্ত, ত্বক্‌প্রলিপ্ত, মসৃণ, বিংশতি নখলাঞ্ছিত, বিংশতি অঙ্গুলি পরিশোভিত; দ্বিবাহু, দ্বিস্তন, দ্বি অক্ষি ও দ্বি কর্ণ, সংযুক্ত ঐ দেহ চিত্তরূপ বিহঙ্গমের নীড়, তৃষ্ণারূপ পিশাচীর নিলয়, জীবরূপ কেশরীর কন্দর, অভিমানরূপ মাতঙ্গের আলান (বন্ধনস্তম্ভ) ও মানরূপ পদ্মের সরোবর স্বরূপ।

অনন্তর তিনি আপনার তাদৃশ রমণীয় দেহ সন্দর্শন করিয়া এইরূপ চিন্তা করেন যে, এই শ্যামবর্ণ অসীম ও বিস্তৃত আকাশ-কুহরে আমার উৎপত্তির পূর্ব্বে কি বিদ্যমান ছিল? ত্রিকালদর্শী, অপ্রতিহতজ্ঞান ও সদ্যোজাত ভগবান্ ব্রহ্মা ঐরূপ চিন্তা পরায়ণ হইলে, অতীতসৃষ্টিপরম্পরা তদীয় জ্ঞানে আবির্ভূত হয়। ধ্যাননিরতচিত্তে তিনি সৃষ্টিপরম্পরা সন্দর্শন করিয়া ক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই স্মরণ ও সঙ্কল্প দ্বারা প্রজা সমুদায়ের সৃজন অর্থাৎ কল্পনা করেন[৩৮।৪৩]। তদনন্তর তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যাভূত বিবিধ আচারপরম্পরা ও চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্র সমূহের কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

হে রঘুনাথ! যেমন মধুমাসের আগমনে পুষ্পশোভা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার ন্যায় মনোনামধারী বিরিঞ্চি হইতে সৃষ্টিশোভা সমাগত হইয়াছে। হে রঘুসুত! পদ্মজরূপধারী মনঃ কর্ত্তৃক এই সর্গলক্ষ্মী সমানীত হইয়াছে এবং বিবিধ বিরচনক্রিয়াবিলাসাদির দ্বারা ইহা স্থিতি প্রাপ্তও হইয়াছে[৪৭।৪৯]।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

—()*()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগৎ উৎপন্ন বস্তুর ন্যায় হইলেও বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা শূন্যকল্প ও প্রতিভাসাত্মক সুতরাং ইহার স্থিতিও মনোবিলাস মাত্র[১]। এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা দেশ বা কাল কিছুই আবৃত বা ব্যাপ্ত নহে। ইহা বৃহৎ ও রূপসম্পন্ন হইলেও নিস্তত্ব ও আকাশরূপী[২]। ইহা সঙ্কল্পময় ও স্বপ্নপুরীর সমান। ইহা যাহাতে অবস্থিত তাহাও শূন্যকল্প, কেবল ও ব্যোমরূপী[৩]। দৃষ্ট হইতেছে সত্য; পরন্তু ইহা আধার পট ও রঙ্গদ্রব্যরহিত চিত্রের সমান। ইহা অকৃত হউক আর কৃত হউক, এই সৃষ্টিশ্রী নভোমণ্ডলে বিচিত্র চিত্রের সমান অর্থাৎ ভ্রান্তিদৃষ্টিতে সমুদিত। ভুবনত্রয় ও তদন্তর্গত দেহাদি সমস্তই মনঃকল্পিত (আদি মন হিরণ্যগর্ভ। ইহা তাঁহারই কল্পনাজাল)। অথবা স্মৃত বস্তুর সদৃশ[৪।৫]। জগৎ কেবলমাত্র আভাস। সুতরাং ঘটপটাদি দৃশ্য সমূহ কোন পৃথক্ বস্তু নহে[৬]। যেমন কোষকার কীট আত্মবন্ধনার্থ কোষ (গুটি) নির্ম্মাণ করে, তাহার ন্যায় আদি মন আপন বাসনার দ্বারা আত্মবন্ধনকোষস্বরূপ এই শরীর রচনা করিয়াছেন[৭]। এমন দুষ্কর দুর্গম্য বা দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই যাহা চিত্ত কর্ত্তৃক কৃত গম্য বা প্রাপ্ত না হয়[৮]। এমন কোন শক্তি নাই যাহা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে নাই। অধিক বলা বাহুল্য; ফলতঃ এমন কিছুই নাই যাহা মনোগুহা আশ্রয় না করে। সর্ব্বশক্তি বিভুমহাপুরুষে সমস্ত পদার্থেরই সত্তা সম্ভাবিত হয়[৯।১০]। নিদর্শন এই যে, মন কল্পনাদ্বারা আত্মজ বপু প্রাপ্ত হয়। হে মহাভুজ রাম! প্রোক্ত কারণে কল্পনাকেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বলা যায়[১১]। কি অসুর, কি নর, কি অমর, সকলেই সংকল্পের প্রভাবে সমুৎপন্ন হইতেছেন এবং সঙ্কল্প উপশমে সকলেই নিঃস্নেহ দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইতেছেন[১২]। হে মহাবুদ্ধি রাম! জগৎকে তুমি আকাশ সদৃশ, কল্পনার বিজৃম্ভণ ও দীর্ঘ স্বপ্নের সমান বলিয়া জানিবে[১৩]। সত্য সত্যই ইহার কিছুই জাত ও মৃত হয় না। যাহা অসত্য তাহার আবার

হওয়া যাওয়া কি? যাহার পরমত্ব নাই তাহা মিথ্যা[১৪]। ইহার বৃদ্ধি নাই, হ্রাসও নাই। যাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই তাহার খণ্ডন (টুক্‌রা টুক্‌রা হওয়া পরিচ্ছিন্ন হওয়া) অসম্ভব[১৫]। হে রাঘব! তুমি মোহের বশ হইও না। তুমি যদি নিপুণ হইয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার ঐ কায়া হইতে সেই ভূমা বস্তু (ব্রহ্ম) উদ্ভূত হইয়াছেন। (ভাবার্থ এই যে, দেহাভিমান ত্যাগ হইলে তখন পরিপূর্ণ চিদ্ব্রহ্মই দৃষ্ট হন)[১৬]। যেমন্ তাপ হইতে মৃগতৃষ্ণিকার উদয়, তাহার ন্যায় মনের নিশ্চয় হইতে অসত্য ব্রহ্মাদি তৃণান্ত জগতের উত্থান[১৭]। যেরূপ দোষদুষ্ট দৃষ্টি নভোমণ্ডলে দ্বিচন্দ্র দর্শন করে, নৌকারোহীরা যেমন তীরবর্ত্তী বৃক্ষের প্রচলন্ দর্শন করে, সেইরূপ, অজ্ঞেরাই এই মনোরথবপুঃ মিথ্যা জগৎকে আকৃতিমৎ বিবেচনা করে[১৮।১৯]। সেইজন্য বলিতেছি, তুমি মনের মননির্ম্মিত এই অসন্ময় জগৎকে ইন্দ্রজালের বা শাম্বরিকী মায়ার ন্যায় জানিবে[২০]। জগৎ যখন মনোরচিত, তখন অবশ্যই অবধার্য্য হইতেছে, এ সমস্তই মনের অপগমে ব্রহ্ম। যে হেতু সমস্তই ব্রহ্ম, সেই হেতু পদার্থান্তরের অস্তিতা অসম্ভব[২১]। "এই স্থাণু" "এই পর্ব্বত" এরূপ এরূপ বোধ বিভ্রম সমুত্থিত ও মনোভাবনার দৃঢ়তা মূলক। সুতরাং এ সকল অসৎ। যাহারা অবিবেকী, কামী ও ভোগতৃষ্ণায় ব্যাকুল, তাহাদেরই মনে জগতের স্থিতি ও স্বর্গনরকাদির আরম্ভ দেখা যায়। হে রামচন্দ্র! সেই কারণে আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, অজ্ঞজনগণের মননীভূত জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যাহা জগদ্ভ্রমের আধার (ব্রহ্ম) তাহারই ভাবনা কর[২২।২৩]। যেমন মহা আড়ম্বর যুক্ত স্বপ্ন ভ্রান্তি বৈ সত্য নহে, তাহার ন্যায় এই দীর্ঘস্বপ্নসদৃশ চিত্তপরিকল্পিত বৃহৎ জগৎকে ভ্রান্তি বলিয়া জানিবে[২৪]। এই সংসারাড়ম্বর আশাভুজঙ্গের বসতি স্থান। সেজন্য ইহার পরিত্যাগ বিধেয়[২৫]। "ইহা অসৎ" এইরূপ জ্ঞান করিবে এবং কদাচ ইহার প্রতি মনোনিবেশ করিবে না। কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক জানিয়া শুনিয়া মৃগতৃষ্ণিকার অনুধাবন করে[২৬]? যে ব্যক্তি সঙ্কল্প-সমুত্থিত আপাতরমণীয় মনোরথময়ী ভোগশ্রীর অনুগমন করে, সেই মূঢ় দুঃখভাজন হয়[২৭]। যে ব্যক্তি বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অবস্তু কামনা করে, সে বস্তু প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয়[২৮]। রজ্জুকে সর্প ভাবে গ্রহণ করিলেই ভয় কম্পাদি জন্মে। তাহার

তায় ইহাকে জগদ্ভাবে গ্রহণ করিলেই সর্বনরকাদি ভোগ হয়[২৯]। ইহার স্থায়িত্বও ভাবনার অনুরূপে নিষ্পন্ন। জলান্তর্গত চন্দ্রচাঞ্চল্যের ন্যায় মিথ্যা সমুদিত ভাব বিশেষ দ্বারা মূর্খেরাই প্রতারিত হয়। পরন্তু তবাদৃশ প্রাজ্ঞগণ প্রতারিত হন না[৩০]। বহ্নি ভাবিয়া তুষারস্তূপে শীত নিবারণের চেষ্টা আর গুণসংঘাত দেহে সুখ লাভের চেষ্টা সমান জানিবে[৩১]। এই অড়পঞ্জর দেহাদি অসৎ ভোগপ্রদ। হৃদয়ে নগর নাই, অথচ মন তন্মধ্যেই নগর নির্ম্মাণ করিয়া সুখ দুঃখের কল্পনা করে[৩২]। অতএব, গন্ধর্ব্বনগরাকার মিথ্যাভূত এই জগৎ কেবল চিত্তের ইচ্ছাতেই পরিবর্তিত ও চিত্তের অনিচ্ছাতেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব্বনগর (ভ্রান্তি বিশেষ) যেমন কল্পনা মাত্রে আরূঢ় হইয়া দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় ইহাও কল্পনা মাত্রে আরূঢ় হইয়া দৃষ্ট হইতেছে[৩৩]। হে রামচন্দ্র! প্রোক্ত কারণে ইহার বিনাশে জ্ঞানীর কিছুই বিনষ্ট হয় না এবং ইহার অবস্থিতিতেও জ্ঞানীর কিছুমাত্র স্থিতিলাভ করে না[৩৪]। মন যে হৃদয় মধ্যে নগর নির্ম্মাণ করে, তাহা সমৃদ্ধ হইলেই বা কি? ভগ্ন হইলেই বা কি[৩৫]? যেমন ক্রীড়াসক্ত বালকদিগের হৃদয়ে পুত্তলিকা বিবাহাদি কল্পনার উদয় হয়, সেইরূপ, প্রোক্ত মন হইতে অনবরত জগতের উদয় হইতেছে[৩৬]। যেমন ঐন্দ্রজালিক জলবর্ষণে কাহার কিছু নষ্ট ভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হয় না, যেমন পুত্তলিকা ব্যবহার বিষয়ে বালকদিগের শোকাদি হয় না, তাহার ন্যায় জগতের উদয়ে ও নাশে জ্ঞানী দিগের শোক বা অভাব বোধ হয় না[৩৭]। যাহা অসৎ তাহার অসত্তায় কাহার কি ক্ষতি হয়? তাহা হয় না। অতএব, সংসারে হর্ষের ও বিষাদের স্থান বা বস্তু নাই[৩৮]। যাহা অত্যন্ত অসৎ তাহারও বিনাশ নাই। যাহা নাই তাহার আবার বিনাশ কি? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে দুঃখশোকাদির অবসর কোথায়? যাহা নিতান্ত সৎ অর্থাৎ অনশ্বরস্বভাব তাহারও নাশ নাই। সুতরাং তাহাও সুখদুঃখের স্থান বা কারণ নহে[৩৯।৪০]। যাহা সর্ব্বদা অসৎ তাহার আবার হ্রাস বৃদ্ধি কি? যদি হ্রাস বৃদ্ধি না থাকে তাহা হইলে তজ্জনিত হর্ষবিষাদের প্রসঙ্গ কি[৪১]? অতএব, এই অসত্যভূত মিথ্যা ও প্রপঞ্চভূত সংসারে এমন কি উপাদেয় আছে, যাহা প্রাজ্ঞগণের বাঞ্ছনীয়[৪২]? যখন সর্ব্বময় ও সত্যভূত ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং তাহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তখন আর এমন কি হেয়

আছে, যাহা প্রাজ্ঞগণের বর্জ্জনীয়[১৩]? মূর্খগণই এই সংসারে বিনাশ-জনিত শোকদুঃখে অভিভূত হয়, প্রাজ্ঞগণ তাহাতে (সুখদুঃখে) লিপ্ত হন না[১৪]। যাহা পূর্ব্বে কখন উৎপন্ন হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না, বুঝিতে হইবে—তাহা বর্ত্তমানেও নাই। যে ব্যক্তি ঐরূপ বিচার করিয়াও অসতের বাঞ্ছা করে তাহার অসত্তাই দৃষ্ট হয়। যাহা আদৌ সত্য এবং অন্তেও সত্য তাহা বর্ত্তমানেও সত্য, যিনি এইরূপ জ্ঞান করেন অর্থাৎ জানেন, তাহার দর্শনে সমস্তই সর্ব্বদা সৎ (পূর্ব্বোক্ত অসৎ জগৎ এবং সম্প্রতি উক্ত সৎ ব্রহ্ম)[১৫।১৬]। অতএব, হে রামচন্দ্র! বালকেরাই অর্থাৎ অবোধ মনুষ্যেরাই অসত্যভূত জলচন্দ্রের বাসনা করে, উত্তম ব্যক্তিরা অর্থাৎ অভিজ্ঞ লোকেরা তাহা করে না[১৭]। বালকগণই বিভূতাকার অবস্তু নির্ম্মাণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদিগের সেই অচিরস্থায়ী সন্তোষ সুখের নিমিত্ত হয় না। পরন্তু কষ্টের নিমিত্তই হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞগণ কখনই সেইরূপ অনর্থ সন্তোষের বাসনা করেন না। হে রাজীবলোচন! তুমি বালকের ন্যায় হইও না। সর্ব্বদা সুস্থিরচিত্ত হইয়া অবিনশ্বর আত্মাকে সন্দর্শন কর। জগতের ন্যায় আমার দেহও অসৎ এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহার বিনাশজনিত শোক পরিত্যাগ কর। অথবা এই জগৎ আমার ন্যায় সৎ, এইরূপ বিচার করিয়া নাশ ভয় পরিত্যাগ কর[১৮।১৯]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন ইত্যবসরে ভগবান্ সহস্ররশ্মি অস্তাচলশিখরে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠদেব সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থ সভা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সভ্যগণও পরস্পর অভিবাদনাদি করতঃ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলনে। পর দিন সূর্য্যোদয় ইহলে সকলেই আবার সভায় আগমন করিলেন[২১]।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

—)(•)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আপাতরমণীয় ধনে ও পুত্রদারাদিতে শোকের অবসর কৈ? অর্থাৎ তাহা শোক স্থান নহে। ইন্দ্রজালের ক্ষণবিধ্বংসিতা দেখিয়া কে কবে রোদনাদি করিয়াছে? স্ত্রীপুত্রগণ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অসৎ ও অবিদ্যার অংশ। সুতরাং তাহারা সুখিত হউক, আর দুঃখিত হউক, সুখদুঃখের বিষয় নহে। মৃগতৃষ্ণানদী পরিবর্দ্ধিত হইলে সলিলার্থীর তাহাতে আনন্দ কি? প্রত্যুত তাহাতে তাহাদের দুঃখই পরিবর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ ধনপুত্রাদি পরিবর্দ্ধিত হইলে কেবল দুঃখই পরিবর্দ্ধিত হয়; সন্তোষ পরিবর্দ্ধিত হয় না। কোন্ মূঢ় মহামোহের পরিবর্দ্ধনে আশ্বস্ত হয়? যাহাতে মূর্খগণের রাগ—প্রাজ্ঞগণের নিকট তাহা বিরাগস্থান। হে রাঘব! নশ্বরস্বভাব ধনাদিতে হর্ষের উপাদান কি আছে? বিবেকিগণ ঐ সকল বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করেন, হর্ষ বিষাদ অনুভব করেন না। অতএব, হে রাঘব! তুমিও এই সংসার ব্যবহারের তত্ত্বজ্ঞ হও, হইয়া নষ্টকে উপেক্ষা কর এবং প্রাপ্তকে (সদা প্রাপ্ত আত্মাকে) গ্রহণ কর। পণ্ডিতের লক্ষণ এই যে, অনাগত ভোগের বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও আগত অর্থাৎ বর্ত্তমান ভোগে ভোক্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করা। উক্ত লক্ষণ দ্বয় যুক্ত পণ্ডিত পুরুষ দুঃখদায়িনী মোহপ্রদায়িনী ভ্রমময়ী সংসার ভূমিতে প্রবুদ্ধ থাকিয়া এইরূপে বিহার করেন—যাহাতে মূঢ়তা আক্রমণ করিতে না পারে। তুমিও আততায়ী সংসার ভ্রমে এরূপ প্রবুদ্ধ থাকিবে —যেন মূঢ়তা আগমন না করে। প্রাজ্ঞগণ এই সংসারাড়ম্বর দর্শন করেন না, প্রপঞ্চরহিত তত্ত্বজ্ঞানকেই সম্যক্ দর্শন গোচরে রাখেন। যাহারা সংসারে মুগ্ধ হয়, তাহারা অতি কুবুদ্ধি। "ইহা অসৎ" যিনি এইরূপ জানিয়া বিষয়ের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অবাস্তবী অবিদ্যা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। যে কোন যুক্তি অবলম্বনে দৃশ্য মিথ্যার অনুশাসন করিতে পারিলে বিষয়াস্থা নিবৃত্ত হয় ও বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য বাড়িতে থাকে। "আমিই অখিল জগৎ" যাঁহার বিমল-

যি এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা বিভূষিত, তাঁহারই বিষয়াস্থা বিনষ্ট হয় সুতরাং তিনি কখনই ভবসাগরে নিমজ্জিত হন না[১২।১৩]। হে সুমতে! তুমি সৎ ও অসৎ এই দুয়ের মধ্যগত শুদ্ধ সন্মাত্র বুদ্ধি অবলম্বন অর্থাৎ মাধ্যস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক বাহ্যাভ্যন্তরস্থ দৃশ্য নিচয়ের গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবে না[১৪]। সর্ব্বদা উদাসীন থাকিবে। তুমি কার্য্যবান্ হও তাহাতে ক্ষতি নাই, পরন্তু তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত, স্বস্থ, বাসনাবিবর্জ্জিত ও নভোমণ্ডলের ন্যায় নীরাগ হইয়া অবস্থান করিবে। যে কর্ম্মনিষ্ঠ প্রাজ্ঞের ভোগে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দুয়ের কিছুই নাই, সে সলিলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় ভোগদ্বারা বা কর্ম্মদ্বারা বিলিপ্ত হয় না[১৫।১৬]। তোমার ইন্দ্রিয়গণ দর্শন বা স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্য করুক বা না করুক; তুমি সে সমুদায়ে অনিচ্ছু ও আত্মবান্ হও[১৭]। তোমার কিছু করুক আর না করুক, তুমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মমত্ব বন্ধন করতঃ নিমগ্ন হইও না। কেননা "ইহা আমার" এ বোধ অসৎ। হে রামচন্দ্র! যখন তোমার হৃদয়ে ইন্দ্রিয়ার্থশ্রী আস্বাদিত না হইবে, (ঐন্দ্রিয়ক সুখ ভুলিয়া যাইবে), তখনই তুমি বিজ্ঞাত-বিজ্ঞান ও ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে[১৮।১৯]। ইন্দ্রিয়সুখ আস্বা-দনের পর তাহাতে যদি অরুচি জন্মে, তাহা হইলে ইচ্ছা না করিলেও মুক্তি সুসম্পন্ন হইবে[২০]। তুমি প্রজ্ঞাবলে চিত্তকে বাসনা হইতে পৃথক্ করিবে। যিনি বাসনাম্বুপরিপ্লুত সংসারসমুদ্রে তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণী আরো-হণ করিয়াছেন, তিনিই ইহা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ; অপরে নহে[২১।২২]। তুমি ক্ষুরধার অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও উদার বুদ্ধি অবলম্বন ও ধৈর্য্য সহকারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর, পরে স্বীয় পদে প্রবেশ কর[২৩]। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানপ্রবর্দ্ধিতচিত্ত জীবন্মুক্ত প্রাজ্ঞ তত্ত্ববিদ্‌গণ যেরূপে আহার বিহারাদি করেন, তুমি তদ্রূপে আহার বিহারাদি ব্যবহার করিবে। মূঢ়েরা যেরূপে করে, সে রূপে করিবে না[২৪]। তুমি আচার বিষয়ে জীবন্মুক্ত মহাত্মা ও মহাবুদ্ধিধর দিগেরই অনুগামী হইবে। ভোগলম্পট দিগের অনুগামী হইও না[২৫]। যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বা জগত্তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা জগদ্গত কোনও ব্যবহার ত্যাগ বা বাঞ্ছা করেন না। পদার্থের উপস্থিতি অনুযায়ী সমুদায় ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হন। তত্ত্বদর্শীরা প্রভুত্বাভিমানের বশ ও ভোগলক্ষীর অভিলাষী হন

না[২৬।২৭]। তাঁহারা সর্ব্বনাশে ক্ষিপ্ন ও দেবোদ্যানে হৃষ্ট হন না। তাঁহারা নিয়তির অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগের অনুবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করেন[২৮]। তাঁহারা দেহরূপ রথে অবস্থান করতঃ ইচ্ছাবিহীন হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারের অনুবর্ত্তনা করেন[২৯]। হে রাম! তুমিও বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছ; প্রজ্ঞাবলে স্বস্থতা লাভ করিয়াছ, সুস্পষ্ট দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ, নির্ম্মল ও মৎসররহিত হইয়াছ। তাই তোমাকে বলিতেছি, তত্ত্বদর্শিগণের ন্যায় ভাব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতলে বিহরণ কর, তাহাতে তোমার সিদ্ধি প্রাপ্তির বাধা হইবে না। হে অনঘ! তুমি সমুদায় বাঞ্ছিত বিষয় পরিত্যাগ ও কৌতুক দর্শন বাসনা পরিহার করতঃ স্বস্থ ও পরম শীতল হইয়া মহীতলে বিচরণ কর[৩০।৩২]।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! বিমলাশয় মহামুনি বশিষ্ঠ এই প্রকার আশ্বস্ত বাক্যে রামচন্দ্রকে সমাশ্বাসিত করিলে মহামতি দশরথাত্মজ সেই সকল বাক্যদ্বারা পরিমার্জ্জিতান্তঃকরণ হইয়া দর্পণের ন্যায় প্রভা প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই জ্ঞানামৃতময় মধুর উপদেশদ্বারা বিরাজিতান্তঃকরণ হইয়া পূর্ণ শশধরের ন্যায় পরম শীতলতা প্রাপ্ত হইলেন[৩৩]।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

——()*()——

অতঃপর রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে "হে বেদবেদাঙ্গপারগ হে সর্ব্বধর্ম্ম-বিশারদ হে তত্ত্ববিদ্ হে ভগবন্!" এইরূপ সম্বোধন করতঃ বলিলেন, আমি ভবদীয় নির্ম্মল বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মবিকাশকারী জ্ঞানপ্রভ সূর্য্যবৎ সমুদিত উদার বাক্যপরম্পরা দ্বারা আশ্বস্তপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছি। আপনার এই বিবিক্ত বিবিধ যুক্তিযুক্ত সুনির্ম্মল উপদেশবাক্যরূপ অমৃত শ্রবণপাত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না। অপিচ, হে ভগবন্! আপনি রাজসিক ও সাত্ত্বিক জীব জাতির ও কমলোদ্ভব পিতামহের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিলেন, উহা পুনর্ব্বার সুস্পষ্ট-রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, কীর্ত্তন করুন[১।৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মা, শত শত বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র, সহস্র সহস্র নারায়ণ অতীত হইয়া গিয়াছেন। এখনও এই ব্রহ্মাণ্ডে ও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে বিবিধাচার সুরাসুর বিরাজ করিতেছেন। এবং ভবিষ্যতেও অনন্তব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ ভূরি ভূরি সুরাসুরগণ আচার বিচার সম্পন্ন হইবেন[৪।৬]। সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি দেবগণের সৃষ্টি ইন্দ্রজালের ন্যায় বিচিত্র[৭]। সেই সমুদয় সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলি সৃষ্টি শিবকর্ত্তৃক, কতকগুলি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক, কতকগুলি বিষ্ণুকর্ত্তৃক ও কতকগুলি মুনিগণদ্বারা উদ্ভাবিত[৮]। ব্রহ্মা কখন পদ্ম হইতে, কখন সলিল হইতে, কখন অণ্ড হইতে ও কখন বা আকাশ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন[৯]। কোন ব্রহ্মাণ্ডে শিব, কোন ব্রহ্মাণ্ডে বাসব, কোন ব্রহ্মাণ্ডে পুণ্ডরীকাক্ষ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য কর্ত্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[১০]। কোন সৃষ্টিতে পৃথিবী তরুগণে নিবিড়িত, কোন সৃষ্টিতে নরগণে পরিপূর্ণ, কোন সৃষ্টিতে ভূধরগণে পরিবৃত[১১]। কোন সৃষ্টির পৃথিবী মৃত্তিকাময়ী, কোন সৃষ্টির প্রস্তরময়ী, কোন সৃষ্টির হেমময়ী ও কোন সৃটির তাম্রময়ী[১২]। যেমন একব্রহ্মাণ্ডে আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা নাই,

এইরূপ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও জানিবে। কত শত সূর্য্যাদির ন্যায় প্রকাশ পদার্থ ও কত শত অপ্রকাশময় পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে তাহারও ইয়ত্তা নাই[১৩]। যদ্রূপ সমুদ্রে লহরীমালার উদয় ও লয় হয় তাহার ন্যায় এক ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাকাশে অসংখ্য জগৎ-পরম্পরা কখন আবির্ভূত ও কখন তিরোভূত হইতেছে[১৪]। বিশ্বশ্রী সমুদ্রে তরঙ্গের ও মরুভূমিতে মৃগসরিতের ন্যায় পরব্রহ্মেই বিদ্যমান, অন্যত্র নহে। যেমন সূর্য্যরশ্মিস্থ ত্রসরেণু অসংখ্যেয়, তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডজালও অসংখ্যেয়[১৫।১৬]। যেমন মশককুল বর্ষাকালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ লোকসৃষ্টিও কালে কালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হই-তেছে[১৭]। উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মা সৃষ্টিপরম্পরা যে কবে বা কোন্ কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা কাহার জ্ঞানগম্য হয় না[১৮]। কোন্ তরঙ্গটী প্রথম? কোন্ সময়ে তরঙ্গের প্রথমারম্ভ? তাহা যেমন জানা যায় না, সেইরূপ, সৃষ্টিতরঙ্গেরও প্রথমতা বা আদিমত্ব জানা যায় না। এইমাত্র জানা যায়—সৃষ্টি উৎপন্ন পদার্থ বটে; পরন্তু তরঙ্গের ন্যায় অনাদি প্রবাহে প্রবাহিত। (যেমন এক তরঙ্গের উত্থান, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তরঙ্গের পতন, তাহার ন্যায় এক সৃষ্টির আবির্ভাব, তৎপূর্ব্বসৃষ্টির তিরোভাব, এইমাত্র তথ্য বুদ্ধিস্থ করা যায়) ভাবিতে গেলে, এ সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ অন্য সৃষ্টি এবং সে সৃষ্টির পূর্ব্বেও তদ্রূপ অন্য সৃষ্টি ছিল, এরূপ অনাদিভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়[১৯]। যেমন নদীর তরঙ্গ হয় আর যায়, তাহার ন্যায় সুরাসুর প্রভৃতি অসংখ্য ভূতজাল পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও বিলীন হইতেছে[২০]। যেমন বৎসরে সহস্র সহস্র ঘটিকা অতিবাহিত হইতেছে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বে সহস্র সহস্র ব্রহ্মা, ইন্দু ও ব্রহ্মাণ্ড পরিক্ষীণ হইতেছে[২১]। এই ব্রহ্মপুরের অর্থাৎ ব্রহ্ম সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে বিস্তৃত ব্রহ্মস্থান, তাহাতে এইরূপ অনেক অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড পঙ্ক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে[২২]। যদ্রূপ শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া আকাশেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মে অন্যান্য ব্রহ্মপুরী (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে[২৩]। মৃৎপিণ্ডে ঘটের ও অঙ্কুরে পল্লবের অবস্থিতির ন্যায় ব্রহ্মাকাশেই সৃষ্টিপরম্পরা বিলীন হইয়া থাকে, কালে তাহা প্রক-টতা প্রাপ্ত হয়[২৪]। ব্রহ্মচিদাকাশে অনন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডপঙ্ক্তি দৃষ্ট হয় বটে, পরন্তু সে সকল দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে[২৫]। সে সকল

মূর্খপরিকল্পিত আকাশলতার স্তায় অসত্য। মূর্খেরা বুঝিতে অক্ষম হই-য়াই সে সকলের সত্যতা অনুভব করে[২৬]। সৃষ্টিবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞগণের দৃষ্টি এই যে, এই বিচিত্রাকার ব্রহ্মাণ্ডপঙ্‌ক্তি জলদ হইতে বৃষ্টির স্তায় পরব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত হয় এবং যেমন সলিল ও বৃষ্টি উভয় অভিন্ন বা একই বস্তু, তাহার স্তায় সৃষ্টি ও ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ এক বা অভিন্ন। অপিচ, সৃষ্টি উৎকৃষ্টই হউক বা নিকৃষ্টই হউক, তাহা যে পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন সে বিষয়ে সংশয় নাই[২৭।৩১]।

হে রামচন্দ্র! কোন কল্পে প্রথমে নভোমণ্ডলের সৃষ্টি হয়, পরে সেই ব্যোম হইতে ব্যোমজ প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হন[৩২]। কোন কোন কল্পে প্রথমে বায়ু আবির্ভূত হয়, পরে সেই বায়ু হইতে বায়ুজ প্রজা-পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হন[৩৩]। কখন প্রথমে তেজের সৃষ্টি হয়, পরে সেই তেজ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তারূপে আবির্ভূত হন[৩৪]। কখন প্রথমে বারির সৃষ্টি হয়, পরে সেই বারি হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা বারিজ নামে উৎপন্ন হন[৩৫]। কখন বা প্রথমেই পৃথিবী স্ফারতা প্রাপ্ত অর্থাৎ আবির্ভূত হয় সুতরাং সেই পৃথ্বী হইতে পার্থিব প্রজাপতি আবির্ভূত হন[৩৬]। যখন প্রত্যেক ভূত অপর চারি ভূতের অংশ গ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ স্থূল হইতে থাকে তখন সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজা-পতি তদ্দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে প্রবৃত্ত হন (স্থূল সৃষ্টি বা ব্যবহার যোগ্য সৃষ্টি আরম্ভ করেন)[৩৭]। * পূর্ব্বকল্পে উপাসনাপ্রভাবে প্রকৃতিলীন উপাসক-আত্মা এতৎকল্পে আপনার বাসনানুযায়ী ভাবে আবি-র্ভূত হওয়ার নিয়ম থাকায় কেহ বায়ুর আধিক্যে, কেহ তেজের আধিক্যে, কেহ বা জল ভূতের আধিক্যে অহং-অভিমান-ধারী হন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে সেই সেই ভূতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা

---

* তন্মাত্রাময়ী পৃথিবী স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি তন্মাত্রাত্মক ভূতের প্রত্যে-কের অষ্টমাংশ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য স্থূল হয়। এইরূপ জল স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, তেজ স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, বায়ু স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, আকাশ স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যে-কের অষ্টমাংশ গ্রহণ করতঃ পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য স্থূল হয়। এইরূপে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়, তৎপরে সূক্ষ্মভূতোৎপন্ন প্রজাপতির কর্তৃত্ব প্রকট হয়।

বায়ু[৩৮]। অনন্তর সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতির দেহাবয়ব হইতে সৃষ্টি পরম্পরা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাঁর ক্রম এই যে, তাঁহার মুখাবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি শব্দ এবং সে সকলের অর্থ অর্থাৎ তজ্জাতীয় মনুষ্যাদি উৎপন্ন হয়। কোন কোন কল্পে পদাবয়ব হইতে, কোন কোন কল্পে পুরোভাগ হইতে এবং কোন কোন কল্পে পশ্চাদ্ভাগ হইতে সৃষ্ট্যারম্ভ হয়। কোন কোন কল্পে নেত্রভাগ হইতে এবং কখন বা হস্তাবয়ব হইতে সৃষ্ট্যারম্ভ হয়[৩৯]। কোন কোন কল্পে সেই নারায়ণাখ্য পুরুষের নাভিভাগে প্রথমতঃ পদ্ম জন্মে, এবং তৎপদ্মে প্রজাপতি ব্রহ্মা পরিবর্দ্ধিত হন। পদ্মে পরিবর্দ্ধিত হন বলিয়া তাঁহাকে পদ্মজ পদ্মযোনি প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করা হয়[৪০]। রাম! অকস্মাৎ অর্থাৎ আপনাআপনি বা বিনা হেতুতে প্রজাপতির জন্ম ঘটনা কি প্রকারে হইতে পারে? এরূপ আপত্তি হইতেই পারে না। কারণ এই যে, সমস্তই মায়ার প্রভাব। মায়ার রচনা স্বপ্নের ন্যায় ও ভ্রান্তির ন্যায় মিথ্যা। মায়ার রচনা মনোরাজ্যের অনুরূপ[৪১]। যদি আপনারই নাভিপদ্মে আপনার জন্ম সম্ভব হয় ত * অসঙ্গস্বভাব জ্ঞপ্তিরূপ ব্রহ্মে জগদাকার আবির্ভূত হয় এ তথ্য অসম্ভব হইবে কেন? বালকের মনোরাজ্য (খেয়াল) হয় কেন? এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর[৪২]। কখন কখন মনস্তত্ত্বের অনুরঞ্জনায় সেই শুদ্ধ নির্ম্মল চিদাকাশে আপনা আপনি সুবর্ণময় ব্রহ্মগর্ভ অণ্ডস্বরূপে আবির্ভূত হয়[৪৩]। কখন বা সেই মনোনামক পুরুষ আপনাকে জলরূপে সৃষ্ট করিয়া আপনিই তাহাতে বীজরূপী হন ও সেই সলিলে সেই বীজ (সৃষ্টিবীজ) রোপন করেন। তাহাতে সেই বীজ কখন পদ্মাকারে কখন বা অণ্ডরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড নামে বিখ্যাত হয়[৪৪]। সেই অণ্ড হইতে কখন ব্রহ্মা, কখন ভাস্কর, কখন বরুণ, কখন বায়ু প্রজাপতি নাম

* নারায়ণ ও ব্রহ্মা তত্ত্বতঃ একই পদার্থ। অতত্ত্ব অর্থাৎ মায়িক উপাধি অনুসারে ঐ একের দ্বিত্ব কল্পনা হয়। আপনার নাভিপদ্মে আপনার আবির্ভাব, এ কথা ঐ ভাবের কথা। যেমন আত্মা এক পরন্তু শরীর ভিন্ন বলিয়া পিতা ও পুত্র এই সংজ্ঞা জন্মে তেমনি। শাস্ত্রকারেরা বলেন; "আত্মা বৈজায়তে পুত্র" আত্মাই পুত্র রূপে জন্মেন। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তাহার ন্যায় নারায়ণই ব্রহ্মা হন, বা নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মার একটা উপাধি মাত্র বৃদ্ধি হয়, অন্য কিছু হয় না।

ধারণ করতঃ আবির্ভূত হন[১৫]। হে রাম! এইরূপে একাধর প্রত্যক্ আত্মার এবম্বিধা অসতী ও বিচিত্রা সৃষ্টিপরম্পরা ও ব্রহ্মার বিচিত্র উৎপত্তিপরম্পরা অতীত হইয়াছে[১৬]। আমি তোমার নিকট দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত একটীমাত্র প্রজাপতির উৎপত্তি বর্ণন করিলাম। ফলতঃ সৃষ্টিবিষয়ে কোন নিয়ম নাই[১৭]। এই সংসার কেবল মনেরই বিজৃম্ভণ, এইমাত্র বুঝাইবার জন্ত সৃষ্টিক্রম বর্ণন করিলাম। বস্তুতঃ সৃষ্টির কোন নিয়ত ক্রম বা উদ্দেশ্য নাই[১৮]। সৃষ্টি কল্পনার মধ্যে আমি যে সাত্বিকী রাজসী প্রভৃতি জাতি ও বর্ণ বিষয়ক বর্ণনা করিয়াছি, তাহাও ঐরূপ জানিবে[১৯]।

সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয়। কেবল সৃষ্টি নহে, কি সৃষ্টি, নাশ, সুখ, দুঃখ, কি অজ্ঞান, কি জ্ঞান, কি বন্ধ, মোক্ষ, স্নেহ, অস্নেহ, সকলই পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে[২০.২১]। দেহাদির উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত দীপের উৎপত্তি বিনাশ উপমিত হয়। দীপ অল্পকাল স্থায়ী, ব্রহ্মার দেহ না হয় অধিক কাল স্থায়ী। ব্রহ্মার দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ বিষয়ে ঐরূপ কালকৃত প্রভেদ ব্যতীত উৎপত্তি বিনাশ অংশে কোনরূপ প্রভেদ নাই[২২]। সুতরাং এই উৎপত্তি ও বিনাশ ভাব পদার্থের অবস্থা বিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সমস্তই পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইতেছে। জগৎও চক্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে[২৩]। মন্বন্তরের আরম্ভ, সৃষ্টির আরম্ভ, কি কল্পপরম্পরার উদয়, নানা প্রকার কার্য্যদশা, দিবা ও রাত্রি, সমস্তই পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব অবলম্বন করিয়া চিদাকাশে আবর্ত্তিত প্রবর্ত্তিত নিবর্ত্তিত হইতেছে। এই প্রাতঃকাল গেল, আবার প্রাতঃকাল আসিল, এই দিন গেল, আবার দিন আসিল, এ সকল কেবল আন্তর পরিচ্ছেদ জনিত ভ্রান্তি মাত্র। বস্তুতঃই এ সমুদায়ই আন্তর। যেমন লৌহ পিণ্ডের আঘাতের অভাব কালে প্রস্তরে (চকমকীর পাথরে) বহ্নিকণা লুক্কায়িত থাকে, তাহার ন্যায় এই সমস্ত ভাব চিদাকাশে মায়া ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে[২৪।২৬]। তাই কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত[২৭]। যাহা চিদ্বিবর্ত্ত, তাহা সর্ব্বাত্মক। এবং তাহা সর্ব্বদা ঈদৃশী। যেমন লোচন হইতে দ্বিচন্দ্রের উদয় তাহার ন্যায় চিদ্বিবর্ত্ত হইতে সৃষ্টির উদয়[২৮]। যেমন চন্দ্র হইতে মরিচিমালা

আগমন করে, তাহার ন্যায় চিৎ হইতে এই সমস্ত আগমন করিয়া তাঁহাতেই প্রতিভাত হয়[৩২]। রাম! যদিও এই সংসার সেই সর্ব্বশক্তি চিদাত্মায় প্রতিভাত হইতেছে, তাহা হইলেও তাহা কিছু নহে। কেননা, তাঁহাতে অসংসারশক্তিই সত্যরূপে বিদ্যমান। যে হেতু তাঁহাতে সংসার সত্যরূপে নাই সেই হেতু দৃষ্ট সংসার মিথ্যা। হে সাধো! এই জগৎকে আপাততঃ যে ভাবে দেখা যায়, এ ভাব ইহার প্রকৃত বা যথার্থ নহে। তবে এরূপ দেখা যায় কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, সর্ব্বশক্তিতার মধ্যে এরূপ সংসারশক্তিও নিহিত আছে, পরন্তু তাহার মর্য্যাদা বা সার চিৎশক্তি। যে হেতু চিৎশক্তিই সার, সেই হেতু জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা দর্শন করিলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, সংসাররূপ দৃষ্ট হয় না। তাহা উপপন্নও হয় না। মোক্ষ হইলে সংসার থাকিবেক না, সুতরাং সংসারের অবধি বা সীমা মোক্ষ, এ কথাতেও বুঝা যায়, সংসার এখনও স্বরূপতঃ নাই। হেতু এই যে, সংসার অজ্ঞান বিরচিত বলিয়াই জ্ঞান তাহাকে বিদূরিত করে। যাহা বাস্তব সৎ পদার্থ তাহার বিনাশ অসম্ভব। তবে যে ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা সত্যব্রহ্মরূপ (অধিষ্ঠানের) আধারের মহিমা। সত্য ব্রহ্মে সংসারের আরোপ বলিয়া, সংসারের প্রতিও সত্যতা বোধের উদয় হয়[৩৩।৩৪]। কিন্তু অজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কেবল অনবরত সংসাররূপই দৃষ্ট হইবে। অজ্ঞ দৃষ্টিতে অনবরত দৃষ্ট হয় বলিয়া এই সংসারমায়া প্রকারান্তরে নিত্য, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মে বলিয়া সে ভাবে অনিত্য। মীমাংসকেরা যে বলে, জগৎপ্রবাহ নিত্য, তাহা উক্ত কারণ বশতঃ। দৃশ্যজাল বিদ্যুন্মালার ন্যায় অনারত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, ইহা সহজে উপপন্ন করা যায় (যুক্তি দিয়া বুঝান যায়)। চিরকাল সমানরূপে ও সর্ব্বত্র সূর্য্য চন্দ্র উদিত হয়, দিক্ কাল চিরকাল আছে; জগৎও নিত্যকাল বিদ্যমান, ইহা কখনও বিনাশী নহে, এই যে কল্পনা, এ কল্পনা বা ঐরূপ বোধ কল্পনামাত্রের বিলাস হইলেও সত্যের ন্যায় প্রচলিত রহিয়াছে[৩৫।৩৭]। ঐ সকল সত্যতুল্য প্রতীতিও পরমকারণ পরমাত্মায় উপপন্ন হয়। বলা বাহুল্য যে, এমন কোনও কল্পনা বা আরোপবুদ্ধি নাই—যাহা সেই পূর্ণ পরমাত্মরূপ অধিষ্ঠানে না হইতে পারে[৩৮]। এই জগৎ, এতদন্তর্গত জন্ম, মরণ, সুখ, দুঃখ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দিক্, কাল, আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত,

সমস্তই পুনঃ পুনঃ জন্মে ও বিনষ্ট হয়। সৃষ্টি ও প্রলয় পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। যেমন একই সূর্য্যের কিরণ নানা গৃহের নানা গবাক্ষে নানা আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় একই পরমাত্মা নানা কল্পিত পদার্থে নানা ভাবে প্রকট প্রাপ্ত হন। দৈত্য, দানব, লোক, লোক সমূহের ব্যবহার ক্রম; স্বর্গ, অপবর্গ, ইন্দ্র, চন্দ্র, নারায়ণ, দেব, এ সকল যে কতবার আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াছে ও হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। দিক্‌সকল, চঞ্চলপ্রভা বিদ্যুৎ; চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, বায়ুদেব, ইহাদেরও উদয় ও অন্তর্ধান, বিদ্যুতের উদয়ের ও অন্তর্ধানের ন্যায় অগণ্য[৬৯]।[৭২]। এই যে রোদসীরূপ নলিনী (উপরে স্বর্গ, নীচে পৃথিবী, সমুদায়ের নাম রোদসী।), সুমেরু ইহার কর্ণিকা, সহ্যাদি পর্ব্বত ইহার কেসর, প্রাণিপুঞ্জের পুণ্য ইহার সুগন্ধ, ভোগ মকরন্দ, এ নলিনীও অজস্র প্রস্ফুটিত ও বিগলিত হইয়া আসিতেছে[৭৩]। এই যে ভাস্কররূপ সিংহ, এ সিংহও পুনঃ পুনঃ আকাশরূপ কানন আক্রমণ করতঃ কিরণরূপ নখর দ্বারা অন্ধকাররূপ হস্তিযূথ বিনাশ করিতেছে[৭৪]। চন্দ্রও যে কতবার স্বীয় সুন্দর করে দিগঙ্গনা দিগকে বিভূষিত করিয়াছেন তাহার গণনা নাই[৭৫]। স্বর্গরূপ বৃক্ষ হইতে ভোগদ্বারা পুণ্যকর্ম্ম-ক্ষয়কারী রাশি রাশি জীবরূপ পুষ্প পুণ্যক্ষয়রূপ মহাবাতে বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইতেছে[৭৬]। কালরূপ কপিঞ্জল পক্ষী কার্য্যক্রীয়ারূপ পক্ষ দ্বারা সংসার সৃজন আরম্ভ করিয়া যৎকিঞ্চিৎকাল পট পট রব করিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে[৭৭]। স্বর্গলোকরূপ পদ্মে এক ইন্দ্র-ভ্রমর আসিয়া বসিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে সে আবার চলিয়া গেল, অপর এক ইন্দ্র-ভ্রমর আসিয়া বসিল[৭৮]। এইরূপ, এক কলি আসিয়া পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, আবার সত্য আসিয়া পবিত্রতা স্থাপন করিতেছে[৭৯]। এই-রূপে কালরূপ কুম্ভকার মাসবৎসরাদি চক্রের আবর্ত্তনে অজস্র ভৌতিক শরীরাদি প্রস্তুত করিতেছে[৮০]। এই জগৎ যে কতবার অশুভগ্রস্ত ও শুষ্ক কাননের ন্যায় শুষ্ক হইয়াছে ও হইবে তাহার গণনা কে করে[৮১]? । কতবার যে আদিত্যগণ উদিত হইয়া জগতের সর্ব্ব বস্তু দগ্ধ করিয়া ইহাকে শ্মশানসম করিয়াছে ও করিবে তাহারও গণনা নাই[৮২]। কত-বার পুষ্করাদি মেঘ উদিত হইয়া জল বর্ষণে জগৎকে একার্ণব করি-য়াছে। কতবার এই জগৎ বায়ু তেজ জল পৃথিবী পরিশূন্য হইয়া

পুঙ্খকর হইয়াছে ও হইবে। জীবেরা কতিপয় বৎসর মাত্র জীবন অনু-ভব করিয়া পুনর্ব্বার জীর্ণদেহ হইয়া অনির্দ্দেশ্য আত্মায় প্রলীন হয়। ভ্রান্ত জীব যেমন শূন্যে গন্ধর্ব্বনগর কল্পনা করে তাহার ন্যায় পুনঃ পুনঃ এক এক আদিম মন (ব্রহ্ম) এক এক সময়ে বহু জগতের কল্পনা করিয়া থাকেন[৮৩।৮৬]। হে রামচন্দ্র! প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির অবসানে পুনঃ প্রলয়, ইহা চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। তাই বলিতেছি, মহামায়ার এবম্বিধ আড়ম্বরের আবার সত্যাসত্য নির্ণয় কি[৮৭।৮৮]? আমি যে তোমার নিকট দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, ইহা কেবল সংসার চক্রের আভাস মাত্র বুঝাইবার অভিপ্রায়ে। অত-এব, ইহা বাস্তব বস্তুশূন্য ও কল্পনারচিত, এই মাত্র নিশ্চয় করা দাশূ-রোপাখ্যান শ্রোতার কর্ত্তব্য[৮৯]। অজ্ঞানকল্পিত দ্বিচন্দ্রের ন্যায় এই জগৎ মনঃকল্পিত হইয়া বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র সত্য ব্রহ্মসত্তাই ইহার সত্তা ও সার। সুতরাং বুঝিতে হইবে, তিনিই এই জগৎস্বরূপে অধুনা বিরাজ করিতেছেন। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, বলিয়াছি, তোমার ইহাতে ভয় মোহের কারণ নাই[৯০]।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

—()*()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা সর্ব্বদা লৌকিক বৈদিক কাম্য কর্ম্মে রত, যাহাদের আশয় ভোগ ও ঐশ্বর্য্য (উচ্চ জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য=অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি। সাধারণ জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য ধন রত্নাদি।) দ্বারা আহত, যাহারা সত্যলিপ্সু নহে, সেই সকল আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক শঠেরা ব্রহ্মতত্ত্ব সন্দর্শনে সমর্থ হয় না[১]। যাহারা ভোগবিরত, যাহারা বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা ইন্দ্রিয়গণের বশ্য নহে, তাহারাই এই সমস্ত জগদাকারে দৃশ্যমানা মায়া উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ হয়[২]। বিচারবান্ জীব "এই জগৎ কেবল মায়ার রচনা" এইরূপ বুদ্ধি উদিত করতঃ ইহার প্রতি উদাসীন হন এবং ইহাকে অতিশয়িত হেয় জ্ঞান করেন। সেই জন্য তাঁহারা এতৎপ্রতি যে অহঙ্কারময়ী মায়া অর্থাৎ যাহা অহং মম ইত্যাদি নানা ভাবের মূল, তাহাকে অনায়াসে সর্পের জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগের ন্যায় পরিত্যাগ করেন[৩]। যেমন ভৃষ্ট বীজ দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে নিপতিত থাকিলেও অঙ্কুরোৎপাদন করে না, পরন্তু যথা কালে মৃত্তিকা লীন হইয়া যায় (পচিয়া মৃত্তিকা হয়), তাহার ন্যায় অহং-মম-ত্যাগী অনাসক্ত জীব দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও কর্ম্মলিপ্ত হন না এবং তদ্দেহ নাশের পর আর জন্ম গ্রহণ করেন না[৪]। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই আধিব্যাধিনিপীড়িত ক্ষণবিনাশী শরীরের হিতচেষ্টা করে; প্রকৃত আত্মহিতের চেষ্টা করে না[৫]। হে রাঘব! তুমি অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞ শরীরের সমীহিত (চেষ্টিতপরম্পরা) পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিও না। কেবল মাত্র আত্মপরায়ণ হইবে[৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিলেন যে, সংসারচক্র কেবল মনঃকল্পিত, সুতরাং মিথ্যা বা সারশূন্য। অপিচ, এই দৃশ্য ব্যাপার দাশূর আখ্যায়িকার সমান। হে ব্রহ্মন্! আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইহা কিরূপে দাশূর আখ্যায়িকার সমান। তাই আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, দাশূর-আখ্যায়িকা কি? আপনি আমার

বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত সেই দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন[৭]। বশিষ্ঠ বলি-লেন, রাম! জগৎ মায়াময়, এই তথ্যের বর্ণন ব্যপদেশে আমি দাশূর আখ্যায়িকা বর্ণন করি, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর[৮]।

এই বসুধাতলের কোন এক স্থানে অতিবিস্তৃত ও মনোরম এক জনপদ আছে, তাহার নাম মগধ[৯]। তাহার কোন কোন স্থানে কদম্ব-বন; এবং কোন কোন স্থানে তালশ্রেণী পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। তত্রস্থ বৃক্ষে বহু বিচিত্র বিহঙ্গ নিরন্তর মধুরস্বরে গান করিয়া থাকে এবং সে স্থান সর্ব্বদা বহু আশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে[১০]। ঐ জনপদের সীমান্তঃ প্রদেশ নীলবর্ণ শস্যক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত এবং সে সকলের অদূরে আশ্চর্য্যপূর্ণ ও শোভাময় উপবন সমূহ বিরাজিত রহি-য়াছে। সেই স্থানের তরঙ্গিণী সকল কমল কহ্লার প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র পুষ্প সমূহে শোভমানা[১১]। তত্রত্য উদ্যান সকল দোলাবিলাসে ও অঙ্গনাগণের গানে উৎসবান্বিত[১২]। এই জনপদের কোন এক স্থানে এক পর্ব্বত আছে। তাহার তট ভূমি কর্ণিকার বৃক্ষে, কদলীবনে ও কদম্বশ্রেণীতে সর্ব্বদা শোভমানা। তত্রস্থ বৃক্ষ সকল সর্ব্বদা পুষ্প ফলে শোভমান এবং তন্নিকটস্থ সরোবর সকল হংস কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষি-গণের কল কল রবে পরিপূর্ণ[১৩।১৪]।

এবম্বিধ বিশেষণ সম্পন্ন পরম রমণীয় ও বৎপরোনাস্তি বিচিত্র বৃক্ষা-দির ও বিহঙ্গমাদির আশ্রয়ীভূত পর্ব্বতোপরি এক পরম ধার্ম্মিক ও মহাতপস্বী মুনি বাস করিতেন। তাঁহার নাম দাশূর। দাশূর অতীব বীতরাগী ও বিশুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান এক কদম্ববৃক্ষে ছিল। অর্থাৎ তিনি এক কদম্বতরুর শাখোপরি অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা মহাতপোযোগে নিমগ্ন থাকিতেন[১৫।১৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! এই তপস্বী কি নিমিত্ত বিপিন মধ্যে বাস করিতেন? এবং কি নিমিত্তই বা কদম্বতরুপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেন[১৭]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! দাশূর মুনির পিতা শরলোমা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় উক্ত পর্ব্বতে বাস করিতেন[১৮]। যেমন দেবগুরু বৃহস্পতির একমাত্র পুত্র কচ, তেমনি উক্ত মুনিরও একমাত্র পুত্র দাশূর। মুনিবর শরলোমা প্রিয়তম পুত্র দাশূরের সহিত ঐ অরণ্যে জীবন যাপন করিতেন[১৯]। মুনিবর শর-

লোমা প্রিয় সন্তান ধর্ম্মাত্মা দাশূরের সহিত সেই গিরিবনে বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়া যথাকালে মুক্তনীড় বিহগের ন্যায় স্বদেহ পরিত্যাগ করতঃ সুরলোকে গমন করিলেন[২০]। দাশূর পিতৃবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া পিতৃবিরহিত কুররপক্ষীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন[২১]। পূর্ব্বে মাতৃবিয়োগ, পরে পিতৃবিয়োগ, এই উভয় বিয়োগে দাশূর সাতিশয় কাতর অর্থাৎ পরম গ্লানি প্রাপ্ত হইলেন এবং শোকসন্তপ্তচিত্তে হৈমন্ত পঙ্কজের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন[২২]। অনন্তর, অদৃশ্যশরীরিণী বনদেবী সেই বালক ঋষিপুত্রকে এই বলিয়া সমাশ্বাসিত করিলেন যে, হে ঋষিকুমার! তুমি প্রাজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় রোদন করিতেছ কেন? তুমি কি বুঝিতেছ না যে, সংসারের অস্থিরতা স্বাভাবিকী[২৩।২৪]? হে সাধো! এই সংসারে যাহারা আগমন করে তাহাদের গতি ও স্থিতি সর্ব্বদাই ঐরূপ অশাশ্বত (অনিত্য)। ব্যবহার দৃষ্টিতে পার্থিব পদার্থ উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল স্থিতি প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়[২৫]। হে মননশীল! এই সংসারে যে কিছু দৃষ্ট হয়, এমন কি ব্রহ্মাদি মহা মহা প্রাণী, সমস্তই বিনাশের অধীন[২৬]। অতএব, হে মুনে! তুমি মাতা পিতার মরণে বৃথা শোক করিও না। যেমন দিবাকর উদিত হইলে তাহার অস্ত অবশ্যম্ভাবী, তাহার ন্যায়, জাত বস্তু মাত্রেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার নিমিত্ত শোক বা দুঃখ বহন করা উচিত নহে[২৭]। যেমন শিখণ্ডী (ময়ূর) মেঘধ্বনি শ্রবণে সমাশ্বস্ত হয়, তাহার ন্যায় রক্তাক্ষ ও অশ্রুমুখ দাশূর উক্ত অশরীরিণী বাণী (আকাশ বাণী) শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন[২৮]। অতঃপর উত্থিত হইয়া যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যপরম্পরা নির্ব্বাহ করিলেন এবং উত্তম পদ (মুক্তি) লাভার্থ দৃঢ়তা সহকারে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন[২৯]। সেই বিপিন মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা করিতে করিতে শ্রোত্রিয়তা লাভ করিলেন, অর্থাৎ বেদার্থবিচারনিষ্ঠ হইলেন[৩০]। শ্রোত্রিয়তা লাভে পবিত্র হইলেও জ্ঞেয়তত্ত্ব (ব্রহ্মতত্ত্ব) অজ্ঞাত থাকায় তাঁহার চিত্ত এই ধরণীতলে বিশ্রান্তি লাভ করিল না। অর্থাৎ পৃথিবীতলে বাস তাঁহার অরুচিজনক হইল[৩১]। ধরাতলের সমস্ত স্থান শুদ্ধ হইলেও তিনি "যেন অশুদ্ধ" এইরূপ জ্ঞানের দোষে কুত্রাপি রতি লাভ করিতে পারিলেন না[৩২]।

পরে বৃক্ষাগ্র শুদ্ধ, এইরূপ মনে করিয়া বৃক্ষাগ্রে বাস মনোনীত করিলেন। কিন্তু বৃক্ষাগ্র বাস নিতান্ত দুঃসাধ্য, সেজন্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে স্থির করিলেন, আমি এরূপ কঠিন তপস্তা করিব—যাহাতে পক্ষীর ন্যায় অনায়াসে বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও পত্র সমূহে অবস্থান করিতে পারা যায়[৩৩।৩৪]।

দাশূর মনে মনে ঐরূপ চিন্তা অর্থাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তথায় যজ্ঞোপযোগী বহ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে মনোরথ সিদ্ধি কামনায় আপনার স্কন্ধদেশ হইতে মাংস উৎকর্ত্তন করতঃ সেই ভীম হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন[৩৫]। অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেখিলেন, ব্রাহ্মণ অতি দুষ্কর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেবগণ যদি এই বিপ্রের কণ্ঠমাংস মদীয় মুখদ্বারা ভোজন করেন, * তাহা হইলে এই বিপ্রের কণ্ঠমাংসের সহিত সমগ্র দেবগণের কণ্ঠদেশ বিনষ্ট হইবে। ভগবান্ পাবক ঐরূপ চিন্তা করিয়া, পূর্ব্বে যেমন বৃহস্পতির সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, তাহার ন্যায় দাশূর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং ধীর বচনে কহিলেন, হে মুনিকুমার! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। হে সাধো! যেমন ভাণ্ডারস্বামী স্বীয় ভাণ্ডার হইতে, উৎকৃষ্ট মণি গ্রহণ করে, তেমনি তুমিও আমার নিকট হইতে স্বীয় অভিমত বর গ্রহণ কর; তোমার অভিষ্ট অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে[৩৬।৩৮]।

ভগবান্ হুতাশন ঐরূপ কহিলে বিপ্রকুমার পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং স্তব স্তুতি অন্তে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি এই ভূত পরিপূর্ণ বসুধামণ্ডলের কোন স্থান পবিত্র মনে করিতেছি না। সেইজন্য, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এইরূপ বর প্রদান করুন, যাহাতে আমি অনায়াসে বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থান করিতে পারি[৩৯।৪০]।

দেবগণের মুখস্বরূপ ভগবান্ হুতবহ মুনিপুত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন এবং জলদপটলে বিদ্যুমালার ন্যায় নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইলেন। ভগবান্ ঈশ্বর অন্তর্হিত

* শাস্ত্রকারেরা বলেন, "অগ্নিমুখা দেবাঃ" অগ্নিই দেবতাদের ভক্ষণসাধন মুখ। অর্থাৎ দেবতারা অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত ঘৃতাদি দ্রব্য ভোজন করেন, করিয়া তৃপ্ত হন।

হইলে বিপ্রকুমার কাম্য লাভ জনিত সন্তোষে পূর্ণেন্দুসপ্রভ বদনকান্তি ধারণ করিলেন। তদীয় ঈষৎ হাস্যে সেই দ্যুতিমান্ বদনচন্দ্র ঈষৎ বিকশিত ও সুশুভ্র দশনপংক্তি বিস্তার পূর্ব্বক প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কবি তাঁহার সে মুখশোভা দেখিলে অবশ্যই বলিতেন—তদীয় তাদৃশ বদনে যেন যুগপৎ শশি ও পদ্ম সমুদিত হইয়াছে॥৪৩।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিপ্রকুমার স্বাভিমত বর প্রাপ্ত হইয়া তপস্যা হইতে বিরত হইলেন এবং স্বীয় বাসোপযোগী বৃক্ষের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি পরিচালন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই কাননের মধ্যভাগে এক বৃহৎ কদম্ববৃক্ষ রহিয়াছে। এই বৃক্ষ এত উচ্চ যে দেখিলে মনে হয়, যেন গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধস্থ মেঘমণ্ডল স্পর্শন করিতেছে। ভাস্করদেব যখন মধ্যাকাশে আগমন করেন, তখন যেন তদীয় অশ্ব এই বৃক্ষের স্কন্ধদেশে পদ স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ শ্রমাপনোদন করিয়া সুখী হয়[১]। ইহার বিটপ সকল এমন সুদীর্ঘ ও সুনিবিড় যে দেখিলে বোধ হয়, এই বৃক্ষ যেন আপন সুদীর্ঘ ও অসংখ্য বাহু বিস্তৃত করিয়া অনাবৃত দিক্‌কুক্ষির বিতানকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। শাখায় শাখায় অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষ যেন কুসুমরূপ নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিঙ্মণ্ডল দর্শন করিতেছে[২]। ভ্রমর সকল বায়ুবিধূত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, সে দৃশ্য দোদুল্যমান মুখস্থিত চঞ্চল কুণ্ডলের সহিত তুলিত হইতে পারে। বায়ুর দ্বারা পল্লবাগ্র এরূপ সঞ্চালিত হইতেছে যে, কোন কবি তাহা দেখিলে বলিতেন, বৃক্ষ যেন স্নেহপরবশ হইয়া দিগঙ্গনাদিগের মুখ প্রমার্জ্জন করিতেছেন[৩]। লতাবিশেষে বিজড়িত পল্লবাগ্রভাগে অরুণবর্ণ কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষ তাম্বূলরাগযুক্ত সহাস্য আস্যে বনমালিকা দিগকে উপহাস করিতেছে[৪]। এই বৃক্ষ অরুণবর্ণপুষ্পরেণুদ্বারা সুশোভিত ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান এবং ইহার শিরঃপ্রদেশ মণ্ডলাকার ও বিস্তৃত। ইহার বিটপজাল যেন সিদ্ধগণের গমনাগমন পথ অবরোধ করতঃ ঊর্দ্ধপ্রদেশে দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অবস্থান করিতেছে[৫]।[৬]। ইহার বিস্তৃত বিটপ পংক্তির উপরিভাগে ও লতাবিজড়িত শাখাসংকটে চকোর পক্ষিগণ গান করিতেছে এবং স্কন্ধদেশে ময়ূরগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকায় এরূপ দৃশ্য হইয়াছে যে, যেন, অম্বুদমণ্ডলে রামধনু রহিয়াছে[৭]।

শুভ্রবর্ণ চমর মৃগেরা ইহার প্রত্যেক স্কন্ধকোটরে অবস্থান পূর্ব্বক কখন বহিরাগত হইতেছে, কখন বা কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় দেহার্দ্ধ বাহির করিতেছে, কখন বা একবারে কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইতেছে[৮]। কপিঞ্জল কুলের কলরবে, কোকিল কুলের কাকলীতে ও জীবঞ্জীব পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে এবং চকোরনিচয়ের কুজনে এই বৃক্ষ সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে[৯]। অসংখ্য কলহংস এই বৃক্ষে কুলায় নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতেছে। অহো! সে সুষমা দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষটী যেন স্বর্গবিশ্রান্ত সিদ্ধগণের রাজ্য বা দেশ[১০]। এই মহান্ বৃক্ষ নবপল্লব মণ্ডিত ও বিলোল মঞ্জরীসমূহে পরিবৃত। এ অবস্থা প্রবালহস্ত বিলোল অপ্সরোগণসমাকীর্ণ স্বর্গের অনুকার করিতে সমর্থ[১১]। শ্যামবর্ণ মঞ্জরী ও পত্র সমূহে শ্যামীকৃত এবং মারুতহিল্লোলে প্রস্ফুরিত অরুণবর্ণ কুসুমরেণুসংকুল লতাসমূহে বিমণ্ডিত। এ দৃশ্য ইন্দ্রধনুবিমণ্ডিত জলধরপটলের সুষমা তিরস্কার করিতে পারক[১২]। ইহার সহস্র সহস্র শাখা আকাশ-কোটর পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাহাও চন্দ্র সূর্য্যরূপ কুণ্ডলালঙ্কৃত ভগবান্ বিষ্ণুর বিশ্বরূপ সম[১৩]। ইহার তলপ্রদেশে নিষণ্ণ নাগেন্দ্রগণ, উপরে গ্রহ নক্ষত্রগণ, মধ্যভাগে লতা পুষ্পাদি মধ্যে পক্ষিকুল অবস্থিত[১৪]। এই তিন্ ভাগই নাগেন্দ্রসংকুল পাতালের, গ্রহগণ পরিপূর্ণ ব্যোমমণ্ডলের ও বৃক্ষলতা প্রাণী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ভূতলবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডোদরাকাশের সহিত উপমিত হইতে পারে[১৫]। ইহার পল্লব প্রদেশস্থ পুষ্পরেণুসমাচ্ছন্ন কলিকাজাল তারানিকরমণ্ডিত ব্যোমমণ্ডলের সহিত, এবং চঞ্চলবিহগপরিপূর্ণ কুলায়কুলসংকুল স্কন্ধদেশ জনপরিপূর্ণ জনপদ সমাচ্ছন্ন ভূতলের সহিত, তথা মঞ্জরীরূপ পতাকাসমন্বিত পুষ্পরূপ রত্নবিমণ্ডিত শ্বেতবর্ণ পুষ্পদ্বারা ধবলীকৃত চকোর ভ্রমর শুক কোকিল ও সারিকা প্রভৃতির কুজন ও প্রতিকুজনযুক্ত নিবিড় লতাকুঞ্জের অন্তরালরূপ গবাক্ষবিশিষ্ট ও পক্ষিরূপ জনগণের ঘনসঞ্চারসম্পন্ন বনদেবতাগণের অন্তঃপুরের সহিত দৃষ্টান্তীকৃত হইতে পারে[১৬.২০] অবিরত পুষ্পকেশর নিপতিত হওয়াতে এই বৃক্ষ অবিরত নিপতিত নদীসমূহসংকুল পর্ব্বতের ন্যায় ও মন্দ মন্দ সমীরণ দ্বারা বিচলিত পত্র পুষ্প সমূহে আচ্ছাদিতস্কন্ধ হওয়াতে বাতবিচলিত অভ্রপটলাবৃত ভূধরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পর্ব্বত যেমন নদীবৃন্দে রাজমান, তাহার ন্যায় এই বৃক্ষ গানকারী ভৃঙ্গশ্রেণী পরিশোভিত পুষ্প-

স্তবকে রাজমান। ভূধর যেমন সুশুভ্র মেঘের দ্বারা শোভা ধারণ করে তাহার ন্যায় এই অত্যুচ্চ বৃক্ষও পুষ্প পল্লবাদির দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন কোন মহাচল (বর্ষপর্ব্বত) উপত্যকাস্থ তরুপুঞ্জে আবদ্ধ, তাহার ন্যায় এই মহাবৃক্ষও মাতঙ্গকটঘৃষ্ট শিকাসমূহের (কট=গণ্ডদেশ। হস্তীর গণ্ড ঘর্ষণে ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ শিকড়) দ্বারা আবদ্ধ[২১।২৩]। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পার্ষদবৃন্দে পরিবৃত, তাহার ন্যায় এই বৃক্ষও বিচিত্র পক্ষিবৃন্দে পরিবৃত[২৪]। ইহার নিকটবর্ত্তী বল্লীগণ মারুতহিল্লোলে যেন কোন অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে এবং এই বৃক্ষ যেন স্বীয় স্তবকরূপ বিলোল অঙ্গুলিদ্বারা উহাদিগকে অভিনয় কার্য্যের নিষ্পাদনপ্রকার দেখাইয়া দিতেছে[২৫]। অধিক কি বলিব, কি মূল, কি কোটর, কি শাখা, কি পত্র, কি পুষ্প, ইহার সকল অঙ্গই মনুষ্য মৃগ পশু পক্ষীর প্রার্থনীয়, সুতরাং বৃক্ষটী যেন "আমার সর্ব্বাঙ্গ সফল, জন্ম সুসার্থক," এই ভাবের ভাবুক হইয়া পরিতোষে ও আহ্লাদে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছে[২৬]। লতারূপিণী বহু কান্তার আমিই একমাত্র কান্ত, এতদ্রূপ আভিমানিক সুখের উল্লাসে বৃক্ষ যেন ভ্রমরগীতিচ্ছলে রসগান করিতেছে[২৭]। যেন আদর সহকারে কোকিলকুলের ধ্বনি দ্বারা কুসুমপ্রার্থী ব্যোমচারী সিদ্ধগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় অঙ্গ হইতে পুষ্প সমূহ উন্মোচন করতঃ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতেছে[২৮]। পুষ্পরূপ কুণ্ডলের নির্ম্মল দীপ্তি প্রদীপ্ত হইয়া লতা পুষ্প ফলের উল্লাস জন্মাইতেছে এবং যেন তদীয় প্রান্তস্থিত পঞ্চ পুণ্যমহীরুহকে উপহাস করিতেছে[২৯]। অপিচ, এই বৃক্ষ ঊর্দ্ধগ খগমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া যেন পারিজাত বৃক্ষকে জয় করিতেই উদ্ধগ্রীব হইয়া ব্যোমান্তরে ধাবিত হইয়াছে[৩০]। ইহার সহস্র সহস্র স্তবকের মধ্যভাগে শ্যামবর্ণ ভৃঙ্গগণ প্রস্ফুরিত হওয়াতে বৃক্ষ যেন অসংখ্য নেত্রসম্পন্ন সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে[৩১]। ইহার সহস্র গুচ্ছে সহস্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে তাহাও যেন সহস্র মণিসম্পন্ন সহস্র ফণাশালী অনন্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন, নাগরাজ পাতালতল হইতে সমুত্থিত হইয়া নভোদর্শনের নিমিত্তই ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছেন[৩২]। ভস্মবিভূষিত কলেবর ভগবান্ শঙ্কর কেবল ভক্তগণেরই শঙ্কর, কিন্তু এই বৃক্ষ পুষ্পরেণুবিভূষিত হইয়া শঙ্করাকার

ধারণ করতঃ ছায়া, পুষ্প ও ফল প্রদান দ্বারা সমস্ত ভূতবর্গেরই শঙ্কর স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইহার শাখাসমূহ বিকসিত ও মুকুলিত পুষ্পে পরিশোভিত, দলরাজিতে সুশোভিত এবং বিবিধ কুসুমপরিপূর্ণ লতানিকরে বিমণ্ডিত হইয়া রমণীয় মণ্ডপ সমূহের ন্যায় ও বিবিধ বিচিত্র বিহগকুলের অনবরত গমনাগমন দ্বারা নাগরগণের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়াতে এই বৃক্ষ যেন বিবিধ মণ্ডপ পরিপূর্ণ ও নগরবাসিগণসংকুল ব্যোমপুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে৩৩।৩৪।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তম সর্গ।

—()✻()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! ভূমি অপবিত্র, এতদ্বিধ বুদ্ধিশালী দাশূর তাদৃশ ফলপল্লবশাখাযুক্ত অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু যেমন একার্ণবকালে বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায়, দাশূর তন্মুহূর্ত্তে সেই আকাশস্তম্ভ সদৃশ উন্নত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন১।২। এই বৃক্ষের একটী ব্যোম-সংলগ্ন অত্যুচ্চ শাখা, দাশূর তাহারই প্রান্তস্থিত পল্লবে আরোহণ পূর্ব্বক তপস্যার্থ উপবিষ্ট হইলেন, তখন আর তাহার অপবিত্রতাজনিত তপো-বিঘ্নকর চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকিল না৩। সেই বৃক্ষের একটী অভি-নব কোমল পল্লব তাঁহার আসন হইল, তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক তিনি কৌতুক বশতঃ ক্ষণকালের নিমিত্ত একবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন৪। দেখিলেন, দিক্‌সমূহ যেন অপূর্ব্ব দশটী অঙ্গনা, তাহারা যার পর নাই অদ্ভুত সুষমা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শৈলরাজের অত্যুচ্চ শিখর যেন তাহাদের স্তন, সরিৎসমূহ তাহাদের একাবলী হার, নীল নভোমণ্ডল তাহাদের কবরী, চঞ্চল মেঘশ্রেণী যেন তাহাদের অলকাবলি৫, নিবিড়িত বৃক্ষের শ্যামল পল্লবাবলী যেন তাহাদের বসন, পুষ্পরাশি তাহাদের কর্ণভূষণ, সাগর যেন তাহাদের বিধৃত পূর্ণকুম্ভ, প্রফুল্ল পদ্মিনী-বৃন্দ যেন তাহাদের করবিধৃত পুষ্পগুচ্ছ, পবনবাহিত কুসুমগন্ধ যেন তাহাদের মুখ মারুত, পক্ষিগণের কলরব যেন তাহাদের অস্ফুট কণ্ঠ-নিনাদ, নির্ঝর পাতের প্রগাঢ় নিস্বন যেন তাহাদের নূপুরধ্বনি৬।৭, স্বর্গ যেন তাহাদের মস্তক এবং পৃথিবী যেন তাহাদের পদতল, বন সকল যেন রোমশ্রেণী, জাঙ্গল প্রদেশ যেন উরুস্থল, চন্দ্র ও সূর্য্য যেন তাহাদের কুণ্ডল৮, শালী প্রভৃতি শস্যের ক্ষেত্র সমূহ যেন তাহাদের প্রত্যঙ্গ বিভাগ, পর্ব্বতশিখরসংলগ্ন শুভ্র মেঘ খণ্ড সমূহ যেন তাহাদের মস্তকস্থ কেশের প্রাবরণ৯, পরিপূর্ণ মহাসমুদ্র যেন তাহাদের দর্পণ, নক্ষত্রবৃন্দ যেন

তাহাদের ঘর্ম্ম বিন্দু[১০], ঋতুসম্ভূত কুসুমনিচয় যেন তাহাদের স্তনকঞ্চুক, সূর্য্যকিরণ যেন তাহাদের ব্যবহার্য্য কুঙ্কুম দ্রব, চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না-রাশি যেন তাহাদের চন্দনপ্রলেপ[১১]। এবম্বিধ দিগঙ্গনাগণ যেন ভুবনরূপ অন্তঃপুর আলো করিয়া রহিয়াছে। দাশূর আরও দেখিলেন, কুসুম-মণ্ডিতা এতাদৃশী দিগঙ্গনাগণের পয়োবাহরূপ (মেঘরূপ) পরিধান বস্ত্র বাতবিধূত হইয়া কখন প্রসৃত ও কখন বা প্রস্খলিত হইতেছে[১২]।

পঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তম সর্গ।

——(*)(○)(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! দাশূর সেই কদম্ববৃক্ষ আরোহণান্তে দিক্‌সকল অল্পকালের নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া শূরের ন্যায় উৎসাহের সহিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও উগ্রতর তপস্যায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। বনবাসীরা তাঁহাকে উক্ত প্রকারে তপস্যা করিতে দেখিয়া, কদম্বদাশূর নামে বিখ্যাত করিল[১]। কদম্বদাশূর কদম্বশাখাদলে উপবেশন পূর্ব্বক প্রথমতঃ বর্ণিত প্রকারে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে তাহারই অব্যবহিত ক্ষণে স্বীয় চিত্তকে তাদৃশ দিক্ সমূহ হইতে আকর্ষণ করিলেন এবং বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন[২]। পরম তত্ত্ব কি? দাশূর তাহা জানিতেন না। কিন্তু অন্যকে যাগাদি ক্রিয়া করিতে দেখিয়া ছিলেন, তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং এক্ষণে তিনি তপস্যায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত শুদ্ধি কামনায় মানস যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন[৩]। সেই অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষের নভোগত পল্লবাগ্রে উপবিষ্ট দাশূর মনে মনে অগ্ন্যাধান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত যজ্ঞই সম্পাদন করিলেন। ধ্যান মাত্র অবলম্বনে বহুবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে তাঁহার দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। এই দশ বৎসরে তিনি মানস কল্পনায় বিপুল দক্ষিণাযুক্ত গোমেধ, অশ্বমেধ ও নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞও সুসম্পন্ন করিলেন[৪।৫]। তাদৃশ দীর্ঘ কালের পর অর্থাৎ দশ বৎসরের পর তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও সুপ্রশস্ত হইল। চিত্তনৈর্ম্মল্য উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার অন্তরে তখন হটাৎ আত্মপ্রসাদজনিত জ্ঞান অর্থাৎ পরম তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইল[৬]। তখন তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশান্ত হইল, মায়াবরণ বিশীর্ণ ও বাসনারূপ চিত্তমল একবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেল। এই বিগলিত অজ্ঞানাবরণ ও বাসনাবিহীন দাশূর একদা সেই কদম্বের অগ্রপ্রান্তে নির্ব্বাত নিস্পন্দ দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক বিলোলকুসুমবসনা, কান্তবদনা, বিশালাক্ষী, মদঘূর্ণিত-

লোচনা, নিলোৎপলভূষিতা, আমোদশালা, রূপলাবণ্যবতী, লোকললামভূতা কামিনী তাঁহার সম্মুখে লতার উপরিভাগে কুসুমভারাবনত লতার ন্যায় অবনতবদনে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তিনি সেই অনিন্দিতাঙ্গী লজ্জাশীলা অবনতবদনা বনদেবীকে দর্শন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কে? কি নিমিত্তই বা তুমি পুষ্পগণের বয়স্যারূপিণী হইয়া এই লতা-দলে অবনতবদনে অবস্থান করিতেছ? মহাতপস্বী দাশূর ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মৃগশাবাক্ষী গৌরবর্ণা পীনপয়োধরা বনদেবী মৃদুমধুর স্বরে বক্ষ্যমাণ স্নিগ্ধাক্ষরযুক্ত বচনপরম্পরা বলিতে লাগিলেন[৭।১২]। এই ধরা-তলে যে কিছু বাঞ্ছিত অথচ দুষ্প্রাপ্য, সে সমস্তই একমাত্র মহতের সেবায় লাভ করা যায়। কেননা মহতের নিকট প্রার্থনা অব্যর্থ বা অমোঘ। হে ব্রহ্মন্! আমি এই লতাকীর্ণ ও ভবদীয় কদম্বসমলঙ্কৃত বিপিনের বনদেবতা। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথীতে নন্দনবনে মদনোৎসবোপলক্ষে বনদেবীগণের সমাগম হইয়াছিল। আমিও সেই ত্রিলোকললনাগণের সভায় গমন করিয়াছিলাম[১৩।১৫]। সে স্থানে গিয়া আমি দেখিলাম, মদীয় সমস্ত বয়স্যাই পুত্রবতী। কেন? তাহা জানিনা, আমার মনে তদ্দর্শনে আপনার অপুত্রবতীত্ব নিবন্ধন সাতিশয় দুঃখের অনুবন্ধ উপস্থিত জন্মিয়াছিল। তদবধি আমি দুঃখকাতরা হইয়াই আছি। তাই আজ আমি ভাবিলাম, সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ কল্পতরুসদৃশ আপনি এই স্থানে বিদ্যমান থাকিতে আমি কি নিমিত্ত অপুত্রিকা থাকিয়া অনাথার ন্যায় শোকসন্তপ্ত হই[১৬।১৭]? অতএব, হে ভগবন্! অনুকম্পাবিতরণ পূর্ব্বক আমাকে পুত্রফল প্রদান করুন। নচেৎ আমি ত্বদীয় সম্মুখে পুত্রদুঃখদাহের শান্তি বিধানার্থ মদীয় এই দেহ প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব[১৮]।

মুনিশার্দ্দূল দাশূর সেই তন্বঙ্গী বনদেবীর উক্তবিধ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং হাস্য সহকারে তাঁহার হস্তে একটি পুষ্প প্রদান করিয়া বলিলেন[১৯], হে কোমলাঙ্গি! তুমি স্বস্থানে গমন কর। যদ্রূপ উৎকৃষ্ট লতা প্রসূন প্রসব করে তাহার ন্যায় তুমি এক মাসের পর একটী সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণনয়ন জগৎপূজ্য পুত্র প্রসব করিবে[২০]। কিন্তু তুমি কষ্টকর অবস্থা প্রাপ্তে মরণে কৃতসঙ্কল্প ও বীতরাগিনীর ন্যায় হইয়া আমার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ, সেই কারণে তোমার পুত্রটী

তত্ত্বজ্ঞানী হইবে, অন্য বনদেবী পুত্রদিগের ন্যায় ভোগলম্পট হইবে না[২১]।
দাশূর ঐরূপ কহিলে প্রসন্নবদনা বনদেবী "আমি এই স্থানে থাকিয়া মুনিপুঙ্গবের পরিচর্য্যা করিব" এ ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং অবিলম্বে স্বভবনে গমন করতঃ একাকিনী বাস করিতে লাগিলেন[২২,২৩]। পরে যথাকালে তাঁহার একটী উৎকৃষ্ট পুত্র জন্মিল। ক্রমে মাস ঋতু ও সম্বৎসর অতিবাহিত হইল। দীর্ঘকাল পরে প্রসূত পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় হইল। উৎপলনয়না বনদেবী এই সময়ে পুত্র সহ দাশূর মুনি সমীপে সমাগতা হইলেন[২৪]। অনন্তর প্রণামান্তে, ভ্রমরী যেমন সহকার (আম্র-বৃক্ষ) সমীপে মধুর নিনাদ করে তাহার ন্যায় তিনি বিনয় মধুর বাক্যে চন্দ্রনিভানন মুনিপুঙ্গবের সমীপে উপবেশন করতঃ নিম্নলিখিত বাক্য-পরম্পরা সকল বলিতে লাগিলেন[২৫]। "ভগবন্! এই সেই আপনার ও আমার সুখাবহ পুত্র! আমি ইহাকে সমস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়াছি[২৬]। কেবল এই বালক সে জ্ঞান লাভ করে নাই—যে জ্ঞানে জীব পুনঃ সংসার চক্রে পরিবর্ত্তিত হয় না[২৭]। হে বিভো! অধুনা আপনি কৃপা করিয়া ইহাকে জ্ঞানে উপদিষ্ট করুন। কোন্ ব্যক্তি বংশধর পুত্রকে মূর্খ করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হয়[২৮]?

বনদেবী ঐরূপ কহিলে মহাত্মা দাশূর বলিলেন, অবলে! তোমার এই পুত্র আমার শিষ্য হইল, তুমি ইহাকে এই স্থানে রাখিয়া স্বস্থানে গমন কর। মুনি এই বলিয়া বনদেবীকে বিদায় করিলে, বনদেবী পুত্রকে মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন[২৯]। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ বালক মুনির শিষ্য হইলেন বলিয়া তদীয় সম্মুখে অতি সংযতভাবে উপবেশনাদি করিতে লাগিলেন। এবং গুরুশুশ্রূষা ও ব্রতচর্য্যা প্রভৃতি ক্লেশ পরম্পরার সহিত সময়াতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৩০]। অতঃপর তিনি প্রথমতঃ গুরুর বিচিত্র উক্তিপরম্পরা শ্রবণে পরোক্ষরূপে আত্মবিজ্ঞান লাভ করিলেন, অনন্তর দীর্ঘকাল পরে তাহা অপরোক্ষ পথে আনীত করিলেন। যাহাতে তাহার তত্ত্বজ্ঞান অনুভূতি পথে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, মুনি তদর্থ যত্ন সহকারে বিবিধ দৃষ্টান্ত, আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও সহস্র সহস্র জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পরম্পরা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের যদ্রূপ দৃঢ় বা অবিচাল্য ব্রহ্মজ্ঞান, পুত্রেরও সেইরূপ দৃঢ় বা অবিচাল্য ব্রহ্মজ্ঞান হউক, এই

ভাবে ভাবিত হইয়া ঋষি বিবিধ প্রকার কথাক্রম অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তি উত্তরবিধ কথা যোগারূপে বলিতে লাগিলেন৩১।৩৩। তাহাতে পুত্রেরও ক্রমশঃ বোধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল৩৪।

একপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ।

——(*)(○)(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, একদা আমি কৈলাসনিলয়া মন্দাকিনী সলিলে স্নান করিবার মানসে অদৃশ্যভাবে সেই দাশূর মুনির কদম্বতরুর উপরিভাগস্থ গগন পথে গমন করিতে ছিলাম। সেই স্নান উপলক্ষ্যে আমি নভোমণ্ডলান্তর্গত সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া রাত্রিকালে সেই দাশূর মুনির উন্নত কদম্বতরু প্রাপ্ত হইলাম। সেই অত্যুচ্চ তরুবর প্রাপ্ত হইলে, যেমন পদ্মকোষ মধ্য হইতে ভ্রমরধ্বনি শুনা যায় তাহার ন্যায় সেই তরু কোটর হইতে দাশূর মুনির বক্ষ্যমাণ মধুর বচনপরম্পরা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল[১,৩]।

দাশূর বলিতেছেন, পুত্র! আমি তোমার নিকট এই সংসারের উপমা স্বরূপ এক আশ্চর্য্য আখ্যায়িকা বলিতেছি, শ্রবণ কর[৪]। এই জগতে মহাবীর্য্যশালী খোথ নামে এক ভুবনবিখ্যাত রাজা আছেন। এই রাজা শ্রীমান্ ও ত্রিভুবন আক্রমণে সমর্থ[৫]। ভুবননায়কগণ দেবগণ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতারা এই রাজার অনুশাসন (আদেশ) অবনত মস্তকে বহন বা প্রতিপালন করিয়া থাকেন[৬]। এই রাজা এরূপ সাহসী, সাহসপ্রিয় ও কৌশলসম্পন্ন যে, ত্রিভুবনে কেহই তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ নহে[৭]। তাঁহার সুখদুঃখপ্রদ কার্য্যসংরম্ভ এত অধিক যে, গণনা করা কাহারও সাধ্য নহে[৮]। ত্রিভুবনে এমন বীর্য্যশালী কেহই নাই, যিনি এই অতুলবীর্য্য মাহাত্মা রাজাকে শস্ত্র, অস্ত্র বা পাবক দ্বারা আক্রমণ করিতে সমর্থ হন। আকাশ যেমন অনাক্রম্য সেইরূপ এই খোথ রাজাও অস্ত্রাদির অনাক্রম্য[৯]। ইনি লীলাক্রমে যে সমস্ত সৃষ্টি করেন, কি হর, কি হরি, কি মহেন্দ্র, কেহই তাঁহার শতাংশের একাংশ নির্ম্মাণে সমর্থ নহেন[১০]। এই মহাবাহুর উত্তম, অধম ও মধ্যম, ত্রিবিধ দেহ বিদ্যমান, সমস্ত জগৎ উক্ত দেহত্রয়ে আক্রান্ত রহিয়াছে[১১]। এই ত্রিশরীর রাজা অতিবিস্তৃত আকাশে সমুৎপন্ন হইয়া তাহাতেই স্থিতি লাভ করতঃ পক্ষীর ন্যায় তাহাতেই পরিভ্রমণ করেন[১২]। ইনি আপনার

উৎপত্তির ও স্থিতির স্থান অনন্ত আকাশে সুরম্য মহানগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদীয় বিনির্ম্মিত উক্ত মহানগর তিন্ ভাগে বিভক্ত, চতুর্দ্দশ মহারণ্যে বিভূষিত, বন ও উপবন সমূহে পরিবৃত, অত্যুচ্চ ক্রীড়াপর্ব্বতে পরিশোভিত, বিলোল মুক্তালতায় বিজড়িত, ও সপ্তবাপীবিশিষ্ট। তাহা একটী শীতল ও একটী উষ্ণ অক্ষীণ দীপদ্বয়ে আলোকিত এবং ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতিরূপ দুঃখ সুখ এই দ্বিবিধ বাণিজ্যের পথে সুশোভিত করিয়াছেন[১৩।১৫]। ভূপতি এবম্বিধ অতিবিশাল নগরে জঙ্গম জীবের সঞ্চরণ যোগ্য অনেক প্রকার অপবরক (স্বকীয় আচ্ছাদন স্থান অর্থাৎ গৃহ) নির্ম্মাণ করিয়াছেন[১৬]। সেই সমস্ত অপবরকের অর্থাৎ গৃহের মধ্যে কোন গৃহ ঊর্দ্ধে, কোনটী অধঃপ্রদেশে ও কোনটী বা মধ্যস্থানে সংস্থাপিত। সে সকলের মধ্যে কোন কোন গৃহ বিলম্বে বিনষ্ট হয় এবং কোন কোন গৃহ শীঘ্র বিনষ্ট হয়[১৭]। ঐ সমস্ত গৃহ শ্যামবর্ণ তৃণসমূহে আচ্ছাদিত, নবদ্বারযুক্ত, বহুবাতায়নবিশিষ্ট, সর্ব্বদা বায়ুসঞ্চারযুক্ত, পঞ্চদীপপ্রকাশিত, স্থূণাত্রয়ে (স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন্ স্থানে) সমন্বিত। এই সকল গৃহের কাষ্ঠ সকল শুক্লবর্ণ, তথা স্নিগ্ধ মসৃণ মৃত্তিকাদির দ্বারা প্রলিপ্ত, এবং বহির্গমন পথ সমূহে পরিবৃত রহিয়াছে[১৮।১৯]। রাজা তাহার রক্ষাবিধানের নিমিত্ত আলোকভীরু (যে আলো দেখিলে ভয় পায়। পলায়ন করে।) মহাযক্ষ সমুদয় মায়ার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহারা সর্ব্বদাই উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে[২০]।

পুত্র! মহীপতি এই নগরে এতদ্বিধ যক্ষগণসংরক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরম্য গৃহ সমুদয় প্রস্তুত করতঃ নীড়মধ্যে বিহঙ্গমের ন্যায় সেই সকল গৃহের মধ্যে কত প্রকার ক্রীড়া করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তত্রত্য যক্ষগণের সহিত ক্রীড়ায় বশীভূত হইয়া কিয়ৎকাল বিহার করতঃ তথা হইতে পুনঃ প্রস্থান করিয়া থাকেন[২১।২২]।

বৎস! এইরূপে সেই অব্যবস্থিতচিত্ত রাজা সেই মহানগরে অবস্থান করতঃ কখন কখন ইচ্ছা করেন যে, অন্য নগর নির্ম্মাণ করিব এবং তদন্তর্গত গৃহে বাস করিব। ঐরূপ বাসনা করিয়া তিনি ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সহসা পুরী হইতে বেগে বহির্গত হন এবং গন্ধর্ব্বনির্ম্মিত নগরের ন্যায় নবনির্ম্মিত পুরীতে প্রবেশ করেন[২৩।২৪]। এই চঞ্চলমতি রাজার অন্তরে কখন কখন বিনাশবাসনাও সমুপস্থিত হয়। অনন্তর সেই

বাসনার দ্বারা তিনি অচিরাৎ স্বনগরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হন। পুনরপি জল হইতে তরঙ্গের উদ্গতির ন্যায় আপনা হইতে বা আপনার আত্মা হইতে আপনি পুনরুদ্গত হইয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন[১৫।১৬]। কখন বা ইনি ব্যবহারপরম্পরায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই ইচ্ছাদ্বারা শত্রু, রোগ ও দারিদ্র্যাদির দ্বারা অভিভূত হন এবং " আমি অজ্ঞ, এখন আমি কি করি, আমি এখন অত্যন্ত দুঃখগ্রস্থ হইয়াছি " এইরূপ শোক করিতে থাকেন। কখন বা প্রাবৃট্কালীন নদীবেগের ন্যায় পূর্ব্বানুভূত সুখ স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ সুখানুশয়ী হইয়া হর্ষে অতিশয় প্রফুল্ল হন। পুত্র! সেই মহামহিম মহীপতি বায়ুবিতাড়িত সরিৎপতির ন্যায় কখন বল্গিত, কখন জৃম্ভিত, কখন বা প্রস্ফুরিত হন, কখন বা অপ্রকাশিত বা লুকায়িতপ্রায় হন[১৭।১৮]।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই মহারজনীতে এবং সেই জম্বুদ্বীপান্তর্গত বৃহৎ কদম্ববৃক্ষে অতি পবিত্রাশয় ও পিতা পুত্র উভয়ের ঐরূপ কথোপকথন শুনিয়াছি। পিতা ঐরূপ কহিলে, পুত্র সেই পবিত্রাশয় পিতাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করিলেন[১]।

পুত্র কহিল, পিতঃ! আপনি যে খোথনামে বিখ্যাত উত্তমাকৃতি মহারাজার কথা বলিলেন, তিনি কে? আপনি তৎকথা উপলক্ষ্যে আমাকে যে কি বলিলেন? কি উপদেশ প্রদান করিলেন? তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমি তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। ভবিষ্যৎ পুরীই বা কোথায়? এবং বর্ত্তমানে তন্মধ্যপ্রবেশই বা কি? ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান একাধারে বা এক সময়ে সংঘটন অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং আপনার কথার মর্ম্ম আমার বুদ্ধিগম্য না হওয়ায় আমি মোহ অনুভব করিতেছি। অতএব, আমার মোহ ভঙ্গের নিমিত্ত আপনি উহা বিশদ করিয়া বলুন[২।৩]।

পিতা কহিলেন, পুত্র! আমি তোমাকে উহার তত্ত্বকথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে তুমি অনায়াসে সংসারচক্রের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে[৪]। আমি আখ্যায়িকাচ্ছলে যাহার কথা বলিলাম, তাহাকে তুমি অবস্তু, বৃথা আরম্ভসম্পন্ন ও অসৎ অর্থাৎ প্রকৃত অস্তিতাশূন্য অজ্ঞান সমুথ বিস্তৃত সংসার বলিয়া জানিবে[৫]। পরমাকাশ অর্থাৎ মায়াসম্বলিত ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে প্রথমতঃ সঙ্কল্পপ্রধান (যাহার প্রধান কার্য্য কল্পনা করা।) মন (সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন) মায়িক বিকারে (মায়ার পরিণামে) আবির্ভূত হয়। সেই প্রথমোৎপন্ন মনকে আমি খোথ বলিয়াছি। খ আকাশ, তাহা হইতে উথ অর্থাৎ উৎপন্ন সুতরাং খোথ। ইনি আপনা আপনি প্রবৃত্তি বাসনার প্রভাবে জন্মেন, এবং নিবৃত্তি বাসনার দৃঢ়তায় লয় প্রাপ্ত হন[৬]। এই যে এত বিস্তৃত বিচিত্র ভাবান্বিত জগৎ দেখিতেছ, এ সমস্তই তাহারই রূপ। কেননা, মন বা সঙ্কল্পাত্মক পুরুষ

জাত হইলেই এ সকল জন্মে এবং তাহারই বিনাশ হইলে এ সকল বিনষ্ট হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যখন মনের থাকা না থাকা অনুসারে এ সকলের থাকা না থাকা সংঘটন হয়, তখন এ সকল মনেরই রূপ বিশেষ, অন্য কিছু নহে[৭]। যেমন শৃঙ্গ ও শাখা মহীধরের ও মহীরুহের অবয়ব, সেইরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি উক্ত মনের রূপান্তর অর্থাৎ অবয়ব বিশেষ[৮]। অর্থাৎ সেই আদি মনের কল্পিত। যাহাতে কোন জগৎ নাই ও ছিলনা ও থাকিবে না, তাদৃশ ব্রহ্মাকাশে তিনিই বিরিঞ্চিত্ব পদ প্রাপ্তির পর এই জগত্রয়রূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত মন নিজে অচেতনস্বভাব হইলেও ব্রহ্মচৈতন্যের অনুগ্রহে চেতন বিরিঞ্চি (প্রজাপতি ব্রহ্মা) হন। তাহার জগন্নির্ম্মাণও তদ্রূপ অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিভাস (বিবর্ত্ত বা কল্পনা) ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৯]। বিরিঞ্চির স্বকল্পিত মহাপুরে অর্থাৎ তাঁহার সঙ্কল্পময় ব্রহ্মাণ্ডে যে চতুর্দ্দশ মহারথ্যা বা মহামার্গ আছে বলিয়াছি, তাহা সূর্য্যাদি প্রভায় প্রদীপ্ত চতুর্দ্দশ ভুবন। চতুর্দ্দশ ভুবনে জীব দিগের গমনাগমন হয় বলিয়া সে সকল মহামার্গ। নন্দনাদি উদ্যান পরম্পরাকে বন ও উপবন বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ক্রীড়া পর্ব্বতের কথা বলিয়াছি, সে সকল সহ্য, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। উষ্ণস্পর্শ ও শীতস্পর্শ দুইটী দীপের কথা বলা হইয়াছে, তাহার একটী সূর্য্য ও অপরটী চন্দ্র[১০]।[১১]। নদীস্থ তরঙ্গপংক্তি সূর্য্যরশ্মিপ্রতিফলিত হইয়া মুক্তামালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতীতি অনুসারে আমি নদী সমূহকে মুক্তালতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি[১২]। ক্ষীর সমুদ্র ইক্ষু সমুদ্র প্রভৃতি সমুদ্র সপ্তককে ঐ নগরের সরোবর বা বাপী বলিয়াছি[১৩]। বলিয়াছি যে, উক্ত পুরী ত্রিধা বিভক্ত, তাহার মর্ম্ম—অধঃ উর্দ্ধ ও মধ্য। অধোভাগ পৃথিবী, উর্দ্ধভাগ স্বর্গ এবং মধ্যভাগ অন্তরীক্ষ। ইহারই মধ্যে পুণ্য ও পাপরূপ ধনে ধনী নর, অমর ও পুণ্যবহিষ্কৃত ম্লেচ্ছ বণিকেরা বাণিজ্য বা পরস্পর ক্রয় বিক্রয় (পাপ পুণ্য অর্জ্জন ও প্রত্যর্জ্জন) করিতেছে[১৪]। উক্ত সঙ্কল্পপুরুষ বা খোখ রাজা স্বীয় ব্রহ্মাণ্ডনগরে সঙ্কল্পের দ্বারা বিচিত্র অপবরক অর্থাৎ ক্রীড়াগৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন বলা হইয়াছে। সে সকল গৃহ দেহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। দেহ অসংখ্যবিধ, সুতরাং বিচিত্র। দেবদেহ উর্দ্ধ বিভাগে, মনুষ্যদেহ অধোবিভাগে, নাগাদিদেহ অধোবিভাগে (পাতালে)

এবং খেচরদেহ মধ্য বিভাগে (অন্তরীক্ষে) সংস্থাপিত রহিয়াছে[১৫।১৬]। এই দেহরূপ ক্রীড়াগৃহ গুলি প্রাণবায়ুরূপ বাতযন্ত্র দ্বারা সঞ্চালিত হয়। ইহার গাত্রে মাংসরূপ মৃত্তিকার প্রলেপ আছে এবং শুভ্রবর্ণ অস্থি ইহার কাষ্ঠ। ত্বক্ তাহার উপরিভাগকে মসৃণ করিয়া রাখিয়াছে[১৭]। ঐ সকল ক্রীড়া গৃহের মধ্যে কতকগুলি শীঘ্র ও কতকগুলি বিলম্বে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বলিয়াছি যে, ঐ সকল গৃহ শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত, সে সকল শ্যামল তৃণ কেশ ও লোম[১৮]। নয়টী দ্বারের কথা বলিয়াছি, সে গুলিকে তুমি কর্ণ অক্ষি নাসিকা প্রভৃতি নয়টী স্থান বুঝিবে। ঐ সকল বাতায়ন স্থানীয়, কেননা তদ্দ্বারা অনবরতঃ পুরমধ্যে বায়ুর সঞ্চার রহিয়াছে। হস্তাদি এই গৃহের প্রতোলী (বারাণ্ডা) এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় তন্মধ্যস্থ পাঁচ প্রদীপ[১৯।২০]। খোখ রাজা মায়ায় (নিজ কল্পনা শক্তির) দ্বারা মহাযক্ষ সৃজন করিয়া তাহাদিগকে পুররক্ষক করিয়াছেন, তাহারা পরম-আলোক-ভীত, এ কথার অর্থ—অহং মম ইদং অভিমান যক্ষ ও তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের বিনাশক। ভাবিয়া দেখ, অহংকারই শরীর বিধৃত রাখিয়াছে কি না? মরণকালে অহং-অভিমান ত্যাগের পর তদ্দেহ আর থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে অহং-অভিমান তদ্দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য এক ভাবময় দেহ আশ্রয় করে। (কল্পনা করিয়া লইয়া তদাশ্রয়ে স্থিত হয়)। পরম আলোক আত্মতত্ত্বজ্ঞান, তাহার উদয়ে ঐ সকল অভিমান অন্ধকারের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করে। অথবা মরিয়া যায়। এ রহস্য শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বিদিত আছেন[২১]। অতুলপরাক্রম খোখ রাজা দেহরূপ ক্রীড়াগৃহে মিথ্যাসঙ্কল্পসমুত্থিত অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষগণের সহিত অনুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন[২২]। যেমন কুসূলে (ধান্যাধারে) মার্জ্জার, ভস্ত্রায় বায়ু এবং শুক্তিতে মুক্তা, সেইরূপ দেহে অহঙ্কার। অর্থাৎ অহঙ্কার দেহ নহে, দেহে অবস্থিত ও দেহ হইতে স্বতন্ত্র[২৩]। উক্ত রাজা উক্ত দেহগৃহে অহঙ্কারাদি যক্ষগণের সহিত কখন বিচরণ কখন বা বিলাস করেন। কখন বা দীপের ন্যায় শান্তিপ্রাপ্ত হন[২৪]। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, যখন তাহার ইচ্ছা হয় তখন তিনি ভবিষ্যৎ নূতন পুর প্রস্তুত করেন, তাহার অর্থ এইরূপে অবগত হইবে যে, সাঙ্কল্পিক বস্তুই ভবিষ্যৎ বস্তু বলিয়া উদাহৃত বা উল্লিখিত হয়। যখন তিনি কোন বস্তুর সঙ্কল্প করেন তখন তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন। তাই বলা হই-

রাছে, তিনি তখনই ভবিষ্যৎ ও নবনির্ম্মিত-পুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[২৫]। এই রাজা দেহগৃহমধ্যে বিবিধ ক্রীড়া করতঃ সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া যখন শ্রমশান্তির নিমিত্ত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সুষুপ্ত হন, তখনই সর্ব্বসঙ্কল্প রহিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্তপ্রায় হন। তিনি স্বীয় সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা জাত হইয়া কেবল অনন্ত দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন; কখনও তাহার পরমানন্দ লাভ হয় না[২৬]। বালক কল্পিত যক্ষ (ভূত প্রেত) যেমন বালকদিগের সঙ্কল্পমাত্রপ্রসূত, সেইরূপ, খোখ রাজাও আপন সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন। তাহার এ উৎপত্তি দুঃখের বৈ আনন্দের নহে[২৭]। এই যে বিস্তীর্ণ জগদ্দুঃখ, ইহাও কল্পনার বা সঙ্কল্পের প্রভাব। যদি কখন তাহার (সঙ্কল্পের) অসদ্ভাব ঘটনা হয়, তখন দেখা যায়, জগদ্দুঃখের গন্ধমাত্রও থাকে না। অন্ধকারই বস্তুদর্শনাভাবরূপ আন্ধ্যের হেতু, অন্ধকারের অভাবে তাহার অভাব অর্থাৎ তাহা থাকে না[২৮]। যেমন কোন চঞ্চল কপি একদা তক্ষকর্ত্তৃক অর্দ্ধবিদারিত কাষ্ঠমধ্যে বৃষণ রুদ্ধ হওয়ায় আপনারই চেষ্টার দ্বারা প্রোথিত কীলক উৎপাটিত করিয়া পরিশেষে মহাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় এই খোখ রাজাও অর্থাৎ মনঃও স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বকীয় দুঃখদ চেষ্টার দ্বারা দুঃখিত হইয়া রোদন করিয়া থাকেন। যেমন কোন গর্দ্দভ একদা যদৃচ্ছাক্রমে উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ে তাহার মুখে অকস্মাৎ কোথা হইতে একবিন্দু মধু নিপতিত হওয়ায় সে তাহার আস্বাদে আনন্দ কল্পনা করিয়া সর্ব্বদাই উর্দ্ধ মুখে থাকিত, তেমনি, এই খোখ রাজাও স্বসঙ্কল্প-কল্পিত কিঞ্চিন্মাত্র বিষয়ানন্দ অনুভব করিয়া নিরন্তর তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে[২৯।৩০]। যেমন চঞ্চলমতি বালকের কোন কার্য্যের স্থিরতা নাই, তাহার ন্যায় ইহারও স্থিরতা নাই অর্থাৎ সে কখন বিরতি, কখন রতি ও কখন বা বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩১]। পুত্র! তুমি ইহাকে (মনকে) যত্নপূর্ব্বক ভাব (বহির্ম্মুখ বৃত্তি) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। এ যাহাতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অর্থাৎ আত্মাভিমুখী হয়, তাহা কর[৩২]। এই সঙ্কল্পপ্রধান খোখ রাজার অধম, উত্তম ও মধ্যম দেহ আছে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ তমঃ সত্ত্ব ও রজঃ। এই তিনই জগৎস্থিতির কারণ[৩৩]। ঐ তিন্ দেহের মধ্যে যাহা তামস দেহ তাহার বিবরণ এই যে, তমঃপ্রভাবে প্রাকৃত চেষ্টাপরম্পরাদ্বারা অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

পরম্পরা দ্বারা কার্পণ্য অর্থাৎ নরক দুঃখ ভোগ করে, পরে কৃমিকীটাদি দেহ প্রাপ্ত হয়। সাত্ত্বিক দেহের বিবরণ এই যে, সত্ত্ব প্রাবল্যে ধর্ম্মপরায়ণতা লাভ করিয়া মোক্ষের সন্নিহিত হইতে থাকে। রাজসিক দেহের বিবরণ এই যে, রজোগুণের উত্তেজনায় লোকব্যবহারপরায়ণ হইয়া স্ত্রীপুত্রগণের সহিত সংসারে অবস্থান করে, তাহাতে তাহারা তুল্যরূপে দুরবস্থা বা সু-অবস্থা প্রাপ্ত হয়[৩৩।৩৫]। হে বুদ্ধিশালিন্! সঙ্কল্পময় খোথ রাজা যখন ঐ তিন্ প্রকারই পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি আপনাকে পরম পদের দিকে অগ্রসর করেন, করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন[৩৭]। অতএব, হে পুত্র! তুমিও ত্রিবিধ দেহসম্পন্ন সঙ্কল্পরূপ মনকে নির্ব্বিকল্প মনঃদ্বারা বিনষ্ট কর, বাহ্য দৃষ্টি ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার দৃষ্টি উভয়ই পরিত্যাগ কর, এবং সঙ্কল্প সমুদয় ক্ষয় কর[৩৭।৩৮]। তুমি যদি সহস্র বৎসর যৎপরোনাস্তি কঠোর তপোনুষ্ঠানে রত থাক, যদি তুমি বিস্তৃত শিলাখণ্ডে আপনার স্বদেহকে চূর্ণ বিচূর্ণ কর, যদি তুমি প্রজ্বলিত হুতাশনে অথবা ভীম বাড়ব বহ্নিতে প্রবিষ্ট হও, যদি তুমি কণ্টকসমাকীর্ণ শ্বভ্রমধ্যে নিপতিত হও, যদি তুমি প্রচণ্ডবেগবিঘূর্ণিত খড়্গাধারের দ্বারাও স্বদেহ খণ্ড খণ্ড কর, যদি তুমি মহেশ্বর, ব্রহ্মা, অথবা বিষ্ণু কর্ত্তৃক গৃহীতমন্ত্র বা উপদিষ্ট হও, যদি তোমার দুঃখে লোকপতি মহেন্দ্রও করুণাক্রান্ত হন, আর যদি তোমার সঙ্কল্প ক্ষয় না হয়, তবে তোমার পরিত্রাণ নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবে। তুমি পাতালে যাও আর স্বর্গে যাও, অথবা এই স্থানেই অবস্থান কর, একমাত্র সঙ্কল্প ক্ষয় ব্যতিরেকে কোন প্রকারে ও কুত্রাপি তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে না। সঙ্কল্প বিনাশ ব্যতীত দুঃখোপশমের অন্য উপায় নাই[৩৯।৪২]। অতএব, তুমি পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক বাধারহিত, বিকারশূন্য ও পরম পাবন সঙ্কল্প উপশমের জন্য যত্নবান্ হও[৪৩]। হে অনঘ! একমাত্র সঙ্কল্পরূপ তন্তুতে নিখিল ভাবপরম্পরা আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সঙ্কল্পতন্তু বা বাসনাতন্তু ছিন্ন হইলে দেখিবে, বিষয়ভাব সকল কোথায় পলায়ন করিয়াছে। কোথায় গেল, কি হইল, তাহাও জানিতে পারিবে না[৪৪]। জগৎ অসৎ হইয়াও সৎ এবং সৎ হইলেও পরমার্থতঃ অসৎ। যখন ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন ইহার সত্যতা কোথায়? হে তাত! সঙ্কল্প দ্বারা যাহা যখন কল্পিত হয়, তখন তাহা সৎ

বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, তুমি কোনও বিষয়ের সঙ্কল্প করিও না। সঙ্কল্প ক্ষীণ হইলেই চিৎ চেত্যত্ব পরিত্যাগ করিবে। অতএব, তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাগত ব্যবহারে অন্তমনস্কের ন্যায় প্রবৃত্ত থাকিবে॥৭৭॥ সত্য ব্রহ্ম অসত্য মায়ার প্রচ্ছাদনে যোনি-পরম্পরা হইতে প্রাণিরূপে সমুত্থিত হইয়া থাকেন এবং অনাত্মময় ও অনর্থভূত জন্মমরণাদি সংসারদুঃখপরম্পরা বৃথা ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব হে অনঘ! যাহা আত্মসদৃশ নহে, অর্থাৎ নিত্য নিরঞ্জন আত্মার অনুপযুক্ত, সেই অনন্ত সংসারের অসৎ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিবার নিমিত্ত তোমার মরণে প্রয়োজন কি? মরিলেই জন্ম, জন্মিলেই অনর্থ। প্রাজ্ঞগণ ব্রহ্মপদই অবলম্বন করিয়া থাকেন; কদাচ দুঃখপ্রদ সংসারকে অবলম্বন করেন না। অতএব, তুমিও বিকল্পজাল পরিত্যাগ ও পরমার্থ গ্রহণ করতঃ সুষুপ্তচেতা হইয়া পরম সুখের নিমিত্ত সেই অদ্বিতীয় পরম পদের সাধনা কর॥৮॥০০।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—()*()—

পুত্র কহিল, হে পিতঃ! সঙ্কল্প কি প্রকার? কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? কিসে তাহা বৃদ্ধি পায়? এবং কিসে তাহা বিনষ্ট হয়[১]? দাশূর বলিলেন, অসীম আত্মতত্বের রূপ সত্তাসামান্ত। ঘটসত্তা, মঠসত্তা, নদী-সত্তা, নদসত্তা, ভূধরসত্তা, এ সকলকে বিশেষ সত্তা বলে। ঐ সকল বিশেষ সত্তায় যে ঘটাদি বিশেষণ সংলগ্ন আছে তাহা বিগলিত হইলে যে অসীম নির্ব্বিশেষ সত্তা খাঁটী হয়, তাহাকেই আমরা সত্তাসামান্ত বলি। ঐ সত্তাসামান্ত আর চিৎ-তত্ব তুল্য কথা। চিৎতত্ব যে অবিদ্যা সম্বলনে স্বরূপাবস্থান ত্যাগ করিয়া চেত্যোন্মুখ হয়, পণ্ডিতেরা সেই চেত্যোন্মুখ-তাকে অবিদ্যাবীজোদ্ভব সঙ্কল্প বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর বলিয়া বর্ণন করেন। (চেত্য=চিতের প্রকাশ্ত। চিৎ বা চৈতন্ত কোন প্রকার অবিদ্যাবিকারে প্রতিবিম্বিত হওয়া অর্থাৎ প্রথম বিকারকে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া আর চেত্যোন্মুখ হওয়া সমান কথা।)[২] লেশমাত্র প্রাপ্তসত্তা সেই অঙ্কুর অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে এবং মেঘের স্তায় সর্ব্বতোভাবে চিত্তাকাশে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে[৩]। এতাদৃশ সঙ্কল্পবৃক্ষ চিতের অনন্ত দুঃখের নিমিত্ত স্বয়ং জাত বা উদ্ভূত হয়। এবং পরিবর্দ্ধিতও হয়। সঙ্কল্পবৃক্ষের জন্ম কদাচ সুখের নিমিত্ত নহে। যেমন বীজই অঙ্কুরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, চিৎশক্তিও আপনার স্বরূপাতিরিক্ত চেত্য ভাবনা করে, করিয়া বিস্পষ্ট সঙ্কল্পভাব ধারণ করে[৪]। ক্রমে এক সঙ্কল্প হইতে আর এক সঙ্কল্প। এবংক্রমে সঙ্কল্পের জন্ম ও ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে থাকে[৫]। অর্ণব যেমন জলমাত্র, তদ্রূপ এই জগৎও সঙ্কল্প মাত্র। অতএব, সঙ্কল্পই সংসার, সঙ্কল্পই দুঃখ, তদ্ভিন্ন সংসার বা দুঃখ নাই[৬]। এই জগৎ সঙ্কল্পমাত্র বটে, মৃগতৃষ্ণা সলিলের ও দ্বিচন্দ্রের স্তায় অসত্যও বটে, পরন্ত তাহা সত্যের স্তায় জাত ও বর্দ্ধিত হয়। ইহার জন্ম কাকতালীয় স্তায়ে ও বিভ্রমমূলক[৭]। হে পুত্র! মাতুলিঙ্গ নামে এক ফল আছে, তাহা

ভক্ষণ করিলে চাক্ষুষ পিত্ত দূষিত হইয়া যায়। চাক্ষুষ পিত্ত দুষ্ট হইলে শ্বেতেও কনক অর্থাৎ পীত ভ্রম জন্মে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, চিৎ অণুমাত্র অজ্ঞান দোষে দুষ্ট বা কলুষিত হওয়ায় অসত্য সঙ্কল্প যেন কোথা হইতে আপনা আপনি আগমন করে[৮]। তাই বলিতেছি, তোমার হৃদয়স্থ সঙ্কল্প অসত্য, তাহার জন্মও অসত্য, স্থিতিও অসত্য। এই রহস্য জ্ঞানগোচর হইলে তখন আর সে অসত্যতাও থাকে না। যাহা কেবল সত্য পরমাত্মা, তন্মাত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে[৯]। এই আমি, ইহা আমার, এই সমস্ত ভাব অর্থাৎ পদার্থ বা বস্তু, এ সকল সুখের অথবা দুঃখের হইলেও মিথ্যা। সুতরাং ঐ সকলের প্রতি অনাস্থা জন্মিলে তখন আর পরিত্যাগের কিছুই থাকিবে না[১০]। তুমি স্বীয় সঙ্কল্প বশতঃই "আমি জাত" এইরূপ ভ্রান্তির দ্বারা বিমোহিত হইতেছ। তোমার আবার জন্ম কি? তুমি কদাচ ঐরূপ মিথ্যা সঙ্কল্প করিও না। সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবনা কর; তাহাতে পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে[১১।১২]। সঙ্কল্পপরিত্যাগের জন্য যে প্রযত্ন, তাহা সর্ব্বপ্রকার ভয়ের বিনাশক। ভাবনার অভাব হইলেই সঙ্কল্প সংক্ষীণ বা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে[১৩]। শিরীষকুসুম দলন করিতে বরং কথঞ্চিৎ কষ্ট আছে ত সঙ্কল্পদলনে কিছুমাত্র কষ্ট নাই[১৪]। কেননা, সঙ্কল্প ভাবনামাত্র পরিত্যাগে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, হে পুত্র! সঙ্কল্পরূপ শিরীষপুষ্প বিদলনের নিমিত্ত করস্পন্দরূপ যত্নও করিতে হয় না। কেবল মাত্র ভাবনাপরিত্যাগে উহা অর্দ্ধনিমেষ কাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে[১৫।১৬]। হে অঙ্গ! তোমার সঙ্কল্প প্রশমিত ও তুমি স্বীয় আত্মায় স্থিতি প্রাপ্ত হইলে তোমার সকল অসাধ্যই সুসাধ্য হইবে, তখন তোমার কিছুই দুঃসাধ্য থাকিবে না[১৭]। তুমি আপনারই মনের দ্বারা মনকে ও সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পকে বিনাশ করিবে, তাহাতে আবার দুষ্করতা কি? সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পের ছেদন, এ কথার অর্থ—সঙ্কল্প করিব না, এইরূপ সঙ্কল্পের দ্বারা এবং মনের দ্বারা মনের ছেদন, এ কথার অর্থ—নির্ব্বিকল্প মনঃদ্বারা সবিকল্প মনকে প্রশমিত করা। হে মহামতে! সঙ্কল্প উপশমিত হইলেই নিখিল সংসারদুঃখ সমূলে উন্মূলিত বা বিনষ্ট হইবে[১৮।১৯]। মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা, এ সমস্তই সঙ্কল্পের রূপভেদ। সঙ্কল্পার্থ ব্যতীত ঐ সকলের অন্য কোন অর্থ নাই। যে হেতু সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য পদার্থ নাই, সেই হেতু তুমি পৌরুষ অবলম্বনে

হৃদয়স্থ সংকল্প ছিন্ন কর; বৃথা শোক করিও না[২০।২১]। এই আকাশ যেমন শূন্য, জগৎও এতদ্রূপ শূন্য। উক্ত উভয় বিকল্পসমুত্থিত সুতরাং অসৎ বা অলীক[২২]। * এই জগৎ কখনও হয় নাই। কেবল মাত্র ভাবনারূপ সংকল্প ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে। যে ভাবনা ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে সে ভাবনা ক্ষয় হইলে ইহার কি থাকিবে[২৩]? ইহা যে সম্পূর্ণ অসৎ তাহা সহজে বিজ্ঞাত হওয়া যায়। অবহেলা দৃষ্টিতে ইহাকে অবস্তু ভাবে দর্শন করতঃ আত্মামাত্রের ভাবনা করিলে ইহার অসত্তা প্রত্যক্ষীকৃত হয়। তাহা হইলে তখন আর স্ত্রীপুত্রাদিতে স্নেহ বা আস্থা প্রবর্ত্তিত হয় না। যখন আস্থা ক্ষয় হইলে সুখদুঃখ ও ভাবাভাব সমুৎপন্ন হয় না, তখন যে সুখদুঃখাদি কেবল বিভ্রমমূলক ও জগৎ অসৎ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না[২৪।২৬]। বাসনাবলিত ও উদ্ভূতশক্তি অবিদ্যাপ্রভব মনোরূপ জীব বাসনার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগদ্রূপ মানস নগর বিস্তৃত করিতেছে। কখন বা বিনষ্ট ও কখন বা উৎপন্ন করিয়া তদ্ব্যবস্থায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। জীব হৃদয়কাননের মর্কট। সে আত্মসদৃশ ক্রীড়ায় রত হইয়া কখন দীর্ঘতা এবং কখন বা হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইতেছে[২৭।২৯]। যেমন অগ্নিকণায় তৃণ নিক্ষিপ্ত করিলে তাহা প্রদীপ্ত হইয়া নিঃশেষ হয়, সেইরূপ, এই জগৎও সংকল্প দ্বারা বিস্তৃত হইয়া অবশেষে সংকল্পের বিরামে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হে পুত্র! সংকল্প যখন তড়িদগ্নির ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী, ভ্রমপ্রদ, জড় ও জড়তাকারক এবং অসম্যর, তখন ইহার চিকিৎসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি অনায়াসে ইহার চিকিৎসা করিতে সমর্থ। কারণ, যাহা অসৎ তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না। যাহা সৎ তাহার চিকিৎসা করাই দুঃসাধ্য; কিন্তু যখন ইহা নিতান্ত অসৎ, তখন ইহার চিকিৎসায় পরিশ্রম কি? আত্মার সংসারমালিন্য যদি অঙ্গারের মলিনতার ন্যায় সত্য হইত, তাহা হইলে

* একটা শব্দ বা নাম আছে, পরন্তু বস্তু নাই। বস্তু নাই তথাপি নাম শুনিলে এক প্রকার জ্ঞান বা মনোবৃত্তি জন্মে। সে জ্ঞান, বস্তু না থাকায় মিথ্যা, অসৎ ও ভ্রম বিশেষ। যেমন অশ্বডিম্ব নাম আছে, বস্তু নাই। আকাশকুসুম নাম আছে, বস্তু নাই। সুতরাং ঐ সকল নামশ্রবণজনিত জ্ঞান বিকল্পজনিত ও অসৎ। এই জগৎও নাই অথচ নাম আছে ও জ্ঞান হইতেছে। কাযেই জগৎও বিকল্পজনিত ও মিথ্যা।

তাহা পুরুষার্থসলিল দ্বারা (পুরুষার্থ=মুক্তি) ধৌত হইত না। কিন্তু যখন ইহা আত্মার তণ্ডুলে তুষকঞ্চুকের ন্যায় অবস্থিত, তখন ইহা পৌরুষ-প্রযত্নে অবশ্যই ধৌত বা বিনষ্ট হইবে। হে পুত্র! এই সংসারমল কেবল অজ্ঞগণের দুঃখের নিমিত্তই তাহাদিগের নিকট অঙ্গারে মলিনতার ন্যায় সত্যভাবে সমুদিত হয়। কিন্তু প্রাজ্ঞগণের নিকট ইহা তাম্রে কালিমার ন্যায় ও তণ্ডুলে তুষের ন্যায় যত্ন দ্বারা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, যত্ন দ্বারা ইহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, তুমি ইহার বিনাশে উদ্যত হও৩৭।৩৮। যখন এই সংসার অসৎ বিকল্প জ্ঞানে সমুত্থিত হইয়াছে, তখন ইহা অত্যল্প যত্নেই লয়-প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। কোন্ অসদ্বস্তু দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে? যেমন দীপালোকে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, যেমন চক্ষু নির্ম্মল হইলে দ্বি-চন্দ্রভ্রম তিরোহিত হয়, তদ্রূপ, আত্মবিচার সমুদিত হইলেই এই অসৎ সংসার বিলীন হইয়া থাকে৩৯।৪০। এই সংসার সত্যবৎ দৃষ্ট হইলেও যখন ইহা মূলতঃ অসত্য, তখন তোমার ঈদৃশীসংসারের ভাবনা পরি-ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ এই সংসারে তোমার বা আমার বলিতে কিছুই নাই। এবং তুমিও এই সংসারের কিছু নহ। অতএব তুমি অবিলম্বে এই অনর্থভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। হে পুত্র! তোমার অন্তর হইতে মহাবিভব বিলাসাদি ভ্রান্তি সমুদয় সত্বর উপশম প্রাপ্ত হউক এবং তুমি স্বীয় সর্ব্বপ্রকার বিলাসের সহিত আত্মতত্ত্বরূপ পরম পদে বিলাস কর৪১।৪২।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—()*()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি সেই রাত্রে কদম্বগত দাশূর ও তৎপুত্র উভয়ের বর্ণিতপ্রকারের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া নভস্তল হইতে সেই কদম্বতরুর সন্নিহিত প্রদেশে বৃষ্টিবিহীন মেঘের পর্ব্বত শৃঙ্গে ও নভোগত পক্ষীর বৃক্ষাগ্রে পতনের ন্যায় নিঃশব্দে ফলপুষ্পসঙ্কুল কদম্ববৃক্ষের অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়াছিলাম[১।২]। দেখিলাম, মহামুনি দাশূর ইন্দ্রিয়নিগ্রহে মহাশূর ও তপস্তেজে হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী[৩]। অধিক কি বলিব, তাঁহার শরীর হইতে বিনির্গত ব্রাহ্ম্য তেজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমূহের ন্যায় ধরাতল কাঞ্চনীকৃত করিতেছে। অপিচ, সূর্য্যদেব যেমন ভুবনকোষ প্রতপ্ত করেন, তাহার ন্যায় দাশূর স্বীয় তেজঃপ্রভায় সেই বৃক্ষ প্রজ্জ্বলিতপ্রায় করিয়া রহিয়াছেন[৪]। অনন্তর তিনি আমাকে দেখিবামাত্র পত্রাসন বিস্তার করিয়া দিলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা আমার যথোচিত সৎকার করিলেন[৫]। কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও তৎসহ সংসারতারণক্ষম তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ বাক্যনিচয় বলাবলি করিলাম, তদনন্তর কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই মহামুনির কদম্বাশ্রমের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, মহাত্মা দাশূরের প্রসাদে মৃগগণ অব্যাকুলিতচিত্তে সেই লতামণ্ডিত বৃক্ষের কোটর প্রদেশে অবস্থান করিতেছে[৬।৭]। আরও দেখিলাম, ঐ বৃক্ষ শশাঙ্কধবল চমরপুচ্ছসমূহে ও শুভ্রবর্ণ মেঘমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে[৮।৯]। তাহা হিমবিন্দুসমূহরূপ মুক্তামালায় ও পুষ্পনিকররূপ অলঙ্কারসমূহে বিভূষিত[১০]। কদম্বপুষ্পের রেণুরূপ চন্দনরেণুতে বিচর্চ্চিত। বৃক্ষটী যেন সিন্দূরবর্ণ পল্লবরূপ রক্তাম্বরধারী ও পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া লতাঙ্গনার সহিত বিবাহার্থী বরবেশ ধারণ করিয়াছে[১১।১২]। মঞ্জরীসমাকীর্ণ লতামণ্ডপসমূহে বিমণ্ডিত হইয়া পতাকাকীর্ণ উটজ সমূহে পরিব্যাপ্ত মহোৎসবযুক্ত পুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে[১৩]। আরও বলিতে পারি,

মৃগগণ তদঙ্গে গাত্র কণ্ডূয়ন করায় তত্রস্থ পুষ্পসকল রেণু পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল রেণু তাহার (বৃক্ষের) সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হওয়ায় দেখিতে এরূপ হইয়াছে যে, বনবাসীরা যেন এক ধূলিধূসর উত্তুঙ্গ বৃষমল্লকে উপান্ত্য বনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে[১৪]। তত্রস্থ ময়ূরগণ পুষ্পপরাগে পাটলবর্ণ। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতেরা যেন সন্ধ্যা মেঘের শিশু পুত্র দিগকে (সন্ধ্যা মেঘের শিশু পুত্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড) এই বৃক্ষের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছে[১৫]। আরও মনে হয়, এই বৃক্ষ যেন এক বিলাসী পুরুষ, কিম্বা বনদেবী, অথবা বনদেবী দিগের নিলয়। যে যে অংশে ইহার বিলাসী পুরুষের ও বনদেবতার সহিত তুলনা হয় তাহা বলিতেছি। ইহার নব পল্লব গুলি যেন অলক্তক রঞ্জিত করশাখা, ফুল্ল পুষ্প ঈষৎ হাস্য, পুষ্পমধু মধুপানের বিপ্রুষ, (ফুংকার করিলে যে বিন্দু বিন্দু বা কণা নির্গত হয় তাহাকে বিপ্রুষ বলে) পুষ্পের উপরিভাগস্থ কেশর পুলক, বায়ুসমান্দোলিত পুষ্প ভারাধিত শাখাগ্রের প্রচলন মধুপানমত্ততার প্রস্খলন, মুকুল সকল নিদ্রালস চক্ষু, গুচ্ছীভূত পুষ্পপ্রকর স্তন, পুষ্পপরাগ সমাচ্ছাদিত সর্ব্বাঙ্গ কুঙ্কুমরঞ্জিত বসনের (পরিধানের) অনুকারী, লতাবিতানের মধ্যভাগ বাসস্থান, তাহার মধ্যগত অবকাশ (ফাঁক) বাতায়ন, পুষ্প পত্রাদির চঞ্চলতা দোলাবিলাস, পক্ষীর কলরব আলাপ, পুষ্পোপবিষ্ট ভ্রমর সকল চক্ষুর নীলবর্ণ তারক (মণি)[১৬।২০]। হে রাঘব! তাহার সুষমার কথা আর বলিব! অপর এক দৃশ্যের বর্ণনা এই যে, অসংখ্য উন্মত্ত ভ্রমরমিথুন যেন পরস্পর প্রণয়োচিত ধ্বনি সহকারে কখন পুষ্পগর্ভরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং কখন বা তথা হইতে বহিরাগমন করতঃ সানন্দে ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। নীলবর্ণ মক্ষিকা (মৌমাছি) গণ যেন উপান্ত্য বনের সংবাদ দিতেছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহারা যেন উৎকর্ণ করিয়া কি শুনিতেছে। কখন বা ফলাগ্রভাগে বিশ্রাম, কখন বা অন্তর শাখায় অবস্থান, কখন বা পত্রপুট মধ্যে অবস্থান, কখন বা নিলীন ভাবে অবস্থান করিতেছে। এই স্থানের মৃগেরা যেন বনস্থলীর সরলস্বভাব শিশু পুত্র। এই স্থানের পক্ষিগণ নিরুপদ্রবে সুবিশ্বস্তভাবে কুলায়মধ্যে অবস্থিত। ইহার ফল যখন সুপক্ক হইয়া নিপতিত হয়, তখন উপান্তস্থিত (নিকটবর্ত্তী) মৃগাদি তদ্ভক্ষ-

পার্শ্ব আগমন করিয়া মণ্ডলাকারে অবস্থান করে[২১।২৬]। ভ্রমরগণ যেন অরিগণের ভয়ে চুপ্ করিয়া পুষ্পগুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছে। পল্লবমণ্ডিত পুষ্পগুচ্ছ সমূহের সুগন্ধে সমুদায় বন আমোদিত। চতুর্দ্দিক্ পুষ্পপরাগ ও ফলাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অধিক কি বলিব, এই তরুশ্রেষ্ঠের এমন পত্র নাই, যাহা তত্রত্য প্রাণিগণের উপকারী নহে। মৃগগণ বিশ্বস্তভাবে ইহার গলিত (পতিত) পত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং পক্ষিগণ নিঃশঙ্কচিত্তে ইহার প্রত্যেক কচ্ছপ্রদেশে (কচ্ছ=পত্রের নিম্নভাগ) নিলীন রহিয়াছে[২৭।৩০]।

অশেষগুণবিশিষ্ট তাদৃশ বৃক্ষ দেখিতে আরম্ভ করিলে আমার পক্ষে সেই তমস্বিনী মহোৎসবসদৃশী আনন্দবর্দ্ধিনী হইয়াছিল। অনন্তর আমি হৃষ্টচিত্তে কিয়ৎকাল সেই বৃক্ষের চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া পরে মহাত্মা দাশূরের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত মহামতি দাশূরের সেই সর্ব্বগুণাকর শিষ্যকে বিজ্ঞানালোকরম্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদানও করিলাম[৩১।৩২]। তাহাতে সেই বনদেবীর পুত্র পরম বোধ প্রাপ্ত হইল। বিজ্ঞানগর্ভ বিচিত্র কথোপকথনে সেই শর্ব্বরী মূহুর্ত্তকালের ন্যায় অতিবাহিত হইল। প্রভাতকালের আগমনে তারকানিকর অদর্শন প্রাপ্ত হইল। তখন আমি দাশূর মুনির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অমরনদীতে গমন করতঃ স্নানাদি স্বাভিমত কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিলাম এবং পুনর্ব্বার নভোমার্গে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলাম[৩৩।৩৬]।

হে রঘুনন্দন! আমি তোমার নিকট দাশূরোপাখ্যান. কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা দাশূর যাহা কহিয়াছেন, সে সমস্তই সত্য। জগৎ প্রতিবিম্বতুল্য অসত্য ও অসৎ। জগতের উক্তবিধ রহস্য বিজ্ঞাপনার্থই আমি তোমার নিকট দাশূরাখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি দাশূর মুনির দৃষ্টান্ত দ্বারা অবাস্তব বস্তু পরিত্যাগ ও বাস্তব বস্তু গ্রহণ করতঃ উদারাত্মা হও। তুমি দাশূরসিদ্ধান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মা হইতে ব্যর্থ কল্পনা সকল পরিত্যাগ ও আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করতঃ অচিরাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হও[৩৭।৪০]।

দাশূরোপাখ্যান সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

—()॰()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এ সকল কিছু অর্থাৎ কোন বস্তু নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি এ সকলের অনুরঞ্জনা পরিত্যাগ কর। যাহা নাই তাহার প্রতি বিচারশীল দিগের আস্থা কি ? যদি দেখা যায় বলিয়া দেহাদির কোন সত্তা থাকে তবে সে সত্তা তুমিই ; কেননা, তুমি আছ বলিয়াই তোমার নিকট সে সকল আছে। অতএব তুমি আপনাতে অবদ্ধভাবনা হও, জড় জগতের ভাবনায় আত্মাকে বদ্ধ করিও না। যদি ইহার সত্তা অসত্তা উভয় থাকা অবধারণ কর, তথাপি ভাবনার প্রয়োজন নাই। যাহা চলাচলস্বভাব তাহার ভাবনায় বদ্ধ হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত ? রাম! যদি জড় জগতের স্বতন্ত্র অস্তিতা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, নির্ম্মল আত্মতত্ত্বই ঈদৃশভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা কোন কর্ত্তার কৃতি বা কার্য্য নহে এবং ইহাতে কর্ত্তৃকর্ম্মাদির কোনরূপ ক্রমও নাই। অমুক কর্ত্তা, অমুক কর্ম্ম, এরূপ প্রতীতি আভাসমাত্র অর্থাৎ বুদ্ধির বিভ্রাট্ মাত্র। বুদ্ধির বিভ্রাট্ বা বিপর্য্যয় আকস্মিক। অকর্ত্তৃকই হউক আর সকর্ত্তৃকই হউক, তুমি চিত্তে ইহার ভাবনা রাখিও না। আত্মা যখন নিরিন্দ্রিয় তখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মা ইহার কর্ত্তা হন তবে তাঁহার সে কর্ত্তৃত্ব জড়ের কর্ত্তৃত্বের অনুরূপ। (যেমন লোকে বলে, মঞ্চ ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ করিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, মঞ্চের শব্দকর্তৃত্ব উপচার ব্যতীত বাস্তব নহে)। যেমন কাক গমনের পর তাল ফলের পতন দেখিলে লোকে বলে কাক তাল ফেলিয়া গেল, বস্তুতঃ কাক তাহা ফেলে নাই, সেইরূপ জগৎকেও লোকে আত্মার কৃত বলে, অথচ আত্মা ইহাকে করে নাই। ইচ্ছা, জ্ঞান, যত্ন, এই তিনের দ্বারা যাহা কৃত, তাহাই প্রকৃত কৃত অর্থাৎ কার্য্য এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তাই প্রকৃত কর্ত্তা। জগৎ কার্য্য সে প্রক্রিয়ায় কৃত বা নিষ্পন্ন না হওয়ায় ইহাকে আকস্মিক ব্যতীত

প্রকৃত কর্ত্তৃকৃত বলা যায় না। যাহা কাকতালীয় ন্যায়ে জন্মে তাহা যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছ। সুতরাং তাহাতে ভাবের (অস্তিতার) অনুসন্ধান নিতান্ত অজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেহ করে না[৮]।

হে রামচন্দ্র! বর্ত্তমানে ইহা অনুক্ষণ দেখা যাইতেছে ও ভবিষ্যতেও ইহা পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইবে। এ ভাবে (এরূপ দেখা অনুসারে) ইহা আছে ও অবিনাশী। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ইহা নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং ইহার বাস্তব সত্তা নাই। অর্থাৎ ইহার অস্তিত্ব কোনও কালে নাই। অপিচ, ইহা সর্ব্বদাই অনুমানে অবস্থান করে সুতরাং ইহার বিনাশও অবাস্তব[৯।১০]। যখন ইহার বিনাশ ও অবিনাশ উভয়বিধ অবস্থা দৃষ্ট হয় তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা এক অকিঞ্চিৎ তুচ্ছ ও অনির্ব্বাচ্য। যাহা বাস্তব সত্য তাহার কি কখন ক্ষয় আছে? না বিনাশ আছে? থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু যিনি আদ্যন্তবর্জ্জিত বিজ্বর ও সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অতীত তিনি (পরমাত্মা) কেন ইহাতে বৃথা কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া খেদ প্রাপ্ত হইবেন? তাহা কদাচ সম্ভব নহে। ভাব ও অভাব উভয় অবস্থান্বিত ঈদৃশ দৃশ্য মূলে একই মিথ্যা হইতে জন্মিয়াছে। ইহা যতই প্রৌঢ়, যতই দীর্ঘ, এবং যতই স্থিরা হউক, আত্মা ইহার সন্নিধানে আছেন বলিয়া ইহার তদনুযায়ী সত্তা বা অস্তিতা আছে। তিনি কর্ত্তা হন হউন, পরন্তু ইহার সহিত একলোল হইয়া দুঃখানুভব করা উচিত নহে[১১]। মনুষ্যের পরমায়ু শত বৎসর, তাহা অনন্তকালের নিকট নিমেষের লক্ষৈক ভাগ অপেক্ষাও অল্প ও তুচ্ছ। কেনই বা আদ্যন্তরহিত পরমাত্মা তাদৃশ শত বৎসরের নিমিত্ত মিথ্যা বিষয়ের অনুগামী হইবেন? যদি এমনও হয় যে, জগতের ভাব সকল (পদার্থ) স্থিরস্বভাব, তাহা হইলেও চৈতন্যস্বভাব আত্মার ইহাতে আস্থা করা শোভা পায় না। কেননা, জগতের ভাব জড়, কিন্তু তিনি চেতন। জড় ও চেতন এই দুই বিসদৃশ ভাবের পরস্পর সংশ্লেষ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে[১২।১৩]? যদি ইহাই স্থির হয় যে, জগদ্ভাব অস্থির, অর্থাৎ ক্ষণধ্বংসী, তাহা হইলে ত ইহার প্রতি আস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেই পারে না। কেননা ফেনতুল্য নশ্বর পদার্থের প্রতি আস্থা স্থাপন করিলে দুঃখ পাওয়ার স্থিরতাই আছে[১৪]। অতএব হে মহাবাহু রাম! জগৎ স্থায়ী হউক,

আর অস্থায়ী হউক, ইহাতে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। কেনের পর্ব্বত স্থায়ী হউক, আর অস্থায়ী হউক, বুদ্ধিমান লোক তৎপ্রতি অনুসক্ত হন না (তাহাতে আরোহণ করে না। কেননা, কখন ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহা জানা যায় না)[১৩]। আত্মা ইহার কারণ সত্য; কিন্তু কর্ত্তা নহেন। দীপ যেমন আলোকের কারণ হইলেও কর্ত্তা নহে, তেমনি, আত্মাও জগৎ কার্য্যের কারণ হইলেও কর্ত্তা নহে, অধিকন্তু তিনি উদাসীন[১৭]। সূর্য্য হইতেই দিবস হইতেছে, অথচ সূর্য্য দিবসকার্য্য করিতেছেন না। দিন যাইতেছে কিন্তু রবি যাইতেছেন না। তিনি আপনারই আস্পদে (স্থানে) রহিয়াছেন। যেমন অরুণানদীর জলের আবর্ত্ত, সেইরূপ এই জগতের স্থিতি ও বিস্তৃতি *। হে রাঘব! যদি তুমি প্রমাণপরিশুদ্ধ চিত্তে নিপুণ হইয়া ঐরূপ বিচার ও অবধারণ করিয়া থাক, তথাপি তোমাকে বলি, তুমি পদার্থ ভাবনা করিও না। কে অলাতচক্রের, স্বপ্নের ও ভ্রমের ভাবনা করিয়া ক্লেশ পায়[১৮।২১]? জীব আপনা আপনি আকস্মিক ভাবে আসিয়াছে, সেজন্য সে সৌহার্দ্দের পাত্র নহে। ভ্রান্তিজনিতদৃশ্যের প্রতি কাহার সৌহার্দ্দ থাকে[২২]? যেমন শীতকাতর ব্যক্তি উষ্ণভ্রান্তিময় চন্দ্রে, তাপার্ত্ত ব্যক্তি শীতলভ্রান্তিযুক্ত অর্কে ও তৃষ্ণার্ত্ত জীব মৃগতৃষ্ণিকা জলে আস্থা ত্যাগ করে, তাহার ন্যায় তোমারও জগতের আস্থা ত্যাগ করা উচিত। যেমন সঙ্কল্পপুরুষ, স্বপ্ন, যেমন দ্বিচন্দ্রভ্রম, তেমনি এই জগদ্ভাব। অতএব তুমি যে হও সে হও, কিছুমাত্র ভাবিবে না, এবং অন্তরস্থ এই সকল দৃশ্যের ভাব ভাবিও না। ভাবনা পরিত্যাগ করিবে এবং লীলাসহকারে বিহার করিবে।

* অরুণানদীর তীর স্বভাবতঃ শিলাসঙ্কটযুক্ত। পরন্তু সেরূপ শিলাসঙ্কট সম্বন্ধে সে উদাসীন। অর্থাৎ সে তাহা করে নাই। তদীয় জলের পরিমাণাদিও নিয়মানুসারী, সে পক্ষেও সে উদাসীন। অর্থাৎ তাহাও সে করে নাই। কিন্তু তাহার তাদৃশ তীর ও জলের প্রপূরণ উভয়ের সান্নিধ্য বশতঃ ঘোরতর আবর্ত্ত জন্মে। তাই বলিয়া কি উক্ত নদী আবর্ত্তের কর্ত্তা হইল? এইরূপ মনে করা উচিত যে, কোন এক প্রকার আকস্মিক কারণে ঐ আবর্ত্ত জন্ম লাভ করিয়াছে, অরুণা তাহা করে নাই। এইরূপ, চিৎ ও জড় দুয়ের সন্নিধানে এই অযথা ও আশ্চর্য্য দৃশ্য (জগৎ) আকস্মিক ভাবে জন্ম লাভ করিয়াছে মাত্র, আত্মা ইহা করেন নাই। আত্মার উপর কর্তৃভার স্থাপন করা নিতান্ত অযুক্ত।

যেমন ইচ্ছারহিত দীপের সন্নিধান মাত্রে আলোক প্রবর্ত্তিত হয়, যেমন ইচ্ছারহিত রত্নের সন্নিধানে অন্ধকার তিরোহিত হয়, যেমন ইচ্ছারহিত সূর্য্যের সন্নিধান মাত্রে জগৎ-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, যেমন মেঘের উদয় কালে নিরিচ্ছ কুটজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তদ্রূপ ইচ্ছারহিত দেবের সত্তাসন্নিধান মাত্রেই এই জগৎ স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই মনে করিতে হইবে যে, আত্মা ইচ্ছারহিত, সুতরাং অকর্ত্তা এবং তাঁহার সন্নিধান আছে, তাই সে ভাবে তিনি কর্ত্তা। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া তিনি কর্ত্তা নহেন, ভোক্তাও নহেন। আবার সময় এবং সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত হওয়ায় কর্ত্তাও বটেন, ভোক্তাও বটেন[২৩।৩২]। হে অনঘ! আত্মাতে উক্ত প্রকারে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান আছে। উভয়ের মধ্যে যদ্দ্বারা তোমার শ্রেয়োলাভ হয়, তুমি তাহারই আশ্রয় লও অর্থাৎ তাহাই স্থির কর[৩৩]। যদি তুমি "আমি কর্ত্তা নহি" এইরূপ ভাবনাকে সুদৃঢ় করিতে পার তাহা হইলে যদৃচ্ছাক্রমে সমুপস্থিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও তুমি তাহাতে লিপ্ত হইবে না। যাহার আমি কর্ত্তা নহি, কিছু করিনা, এইরূপ নিশ্চয় আছে, চিত্তের অপ্রবৃত্তি হেতু তাহার ভোগসংশক্তি জন্মে না[৩৪।৩৫]। লোকে দেখে বটে যে, যেন সে ভোগ করিতেছে বা ভোগ ত্যাগ করিয়াছে, পরন্তু উক্ত উভয় ভাবেই সে অনাসক্ত। তাদৃশ বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ ভোগ সমূহ করুক বা না করুক, তাহার নিকট উভয় পক্ষই সমান। তাই বলিতেছি, "আমি অকর্ত্তা" নিত্য এইরূপ ভাবনায় চিত্ত রাগহীন হইলে সর্ব্বত্র এক সমতারূপ পরমামৃত অবশিষ্ট বা বিদ্যমান থাকে। আর যদিও "আমিই সমস্ত করিতেছি" এইরূপ মহাকর্ত্তৃতা অবলম্বন কর, (ব্রহ্মের ন্যায়) তাহা হইলে সে ভাবও মন্দ নহে; প্রত্যুত তাহাও উত্তম। কেননা, তাহাতেও শ্রেয়োলাভ হইবে। আমিই জগতের একমাত্র কর্ত্তা, ইহাতে অন্য কর্ত্তা নাই, অন্তরে এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইলে রাগদ্বেষাদি থাকার সম্ভাবনা কি? আমি জগতের কেহই নহি, স্বাভাবিকী নিয়তির দ্বারাই আমি এরূপ হইয়াছি, আমার এই দেহ অন্য কর্ত্তৃক জাত, অন্য কর্ত্তৃক লালিত, অন্য কর্ত্তৃক পালিত ও অন্য কর্ত্তৃক দগ্ধ হইতেছে, অন্তরে এরূপ অকর্ত্তৃভাব দৃঢ়ীভূত হইলেও হর্ষামর্ষক্রমের সম্ভাবনা থাকে না। একমাত্র আমারই সুখাসুখ বিস্তারের

নিমিত্ত আমিই এই জগতের ক্ষয়োদয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, অন্তরে এরূপ এককর্ত্তৃভাব দৃঢ়তরীভূত হইলেও খেদোল্লাসাদি তিরোহিত হয়[৩৬।৪১]। ঐরূপ এককর্ত্তৃতার দ্বারা খেদোল্লাসাদি বিলীন হইলে একমাত্র সমতাই অবশিষ্ট থাকে। সেই সত্য পরা সমতায় যাহার চিত্ত অবস্থিত, সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনই জন্মমরণ দুঃখে নিপতিত হয় না। অথবা হে রাঘব! তুমি কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয় পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান কর। "এই আমি, উহা আমি নহি, আমি ইহা করিতেছি, আমি উহা করিতেছি না" জনগণ স্বীয় দুঃখের নিমিত্তই ঐরূপ ভাবময়ী দৃষ্টির অনুসন্ধান করে। আমি দেহী, এইরূপ নিশ্চয় করতঃ যাহারা দেহে স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই স্থিতিকে কালসূত্র নামক নরকে স্থিতি, মহাবীচিনামক নরকের বন্ধনী ও অসিপত্রবন নামক নরকের সংস্থিতি বলিয়া জানিবে। অতএব সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইলেও যত্নসহকারে ঐরূপ স্থিতি পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্ষেমাকাঙ্ক্ষিগণ ঐরূপ কুক্কুরমাংসবাহিনী চণ্ডালিনীসদৃশী মাংসভারবাহিনী দেহস্থিতি হইতে দূরে অবস্থান করেন। এই অনর্থদায়িনী স্থিতিকে দৃষ্টিপথ হইতে দূরে পরিহার করিতে পারিলে দৃষ্টি তখন মেঘবিহীন জ্যোৎস্নার ন্যায় পরম নির্ম্মলা হইয়া প্রকাশ পায়। তখন সেই বিমল দৃষ্টি দ্বারা অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়[৪২।৪৮]। হে সাধো! আমি কর্ত্তা নহি, এই দেহাদি আমার নহে, তুমি অন্তরে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করতঃ অবস্থান কর; অথবা আমিই একমাত্র কর্ত্তা, সমস্ত জগৎই আমি, এইরূপ নিশ্চয় করতঃ সর্ব্বোত্তম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হও। অথবা আমি কে? আমি কেহই নহি, এইরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া পদজ্ঞ উত্তম সাধুগণ যে পদে অবস্থান করেন, সেই পরম পদের আশ্রয় গ্রহণ কর[৪৯]।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—)(*)(—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বলিলেন, আত্মা অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা ও অভোক্তা হইয়াও ভোক্তা, কিছু না করিলেও ভূত কৃৎ, বুঝিলাম, তাহাই সত্য ও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত[১]। তিনি উক্ত প্রকারে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বগামী। এই পৃথিবীতে যেমন চতুর্ব্বিধ জীব শরীরের অবস্থান, তাহার ন্যায় সেই চিন্ময় দেবে এই সকলের ও ভুবনের অবস্থিতি; অথচ তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত[২]। এ রহস্য আমি এখন আপনার উক্তিপরম্পরা শ্রবণে বোধগম্য করিতে পারিয়াছি[৩]। সত্য বটে; সেই দেব উদাসীন ও নিরিচ্ছ; সুতরাং তিনি কোন কিছু করেন না এবং ভোগও করেন না, তথা তাঁহারই সত্তায় সমগ্র লোক সত্তা প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত, এ ভাবে তিনি করেন এবং ভোগও করেন, এরূপ বলা যায়[৪]। কিন্তু হে ভগবন্! উহা ছাড়া আমার হৃদয়ে আর এক মহান্ সংশয় জাগরূক রহিয়াছে। অতএব, সূর্য্য যেমন আলোক দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তাহার ন্যায় উপদেশ প্রদান দ্বারা আমার সে সংশয় দূরীভূত করুন[৫]। হে ব্রহ্মন্! "ইহা সৎ, ইহা অসৎ, তাহা এই, এই আমি, উহা আমি নহি," ইত্যাদিবিধ অজ্ঞানমূলক কল্পনাজাল সেই একাদ্বয় পরব্রহ্মে কিরূপে স্থান লাভ করে? যেমন সূর্য্যে অন্ধকারের কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ তেমনি ব্রহ্ম-সূর্য্যেও ঐরূপ ঐরূপ আজ্ঞানিক কল্পনাও যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তাই আমার জিজ্ঞাস্য—নিতান্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ আত্মায় প্রথম কল্পনা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল[৬।৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি সিদ্ধান্ত কালে তোমার এই প্রশ্নের এমন অকাট্য উত্তর প্রদান করিব যাহার দ্বারা তুমি ঐ তত্ত্ব অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারিবে[৮]। রাম! যত দিন না মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হও, তত দিন তুমি এরূপ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বোধগম্য করিতে পারিবে না[৯]। রাম! যেমন যুবকেরাই কান্তাগীতবাক্য শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র, সেই-

রূপ, নির্ম্মলাশয় পুরুষই ঐরূপ প্রশ্নের সদুত্তর গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র[১০]।

অনুরাগকথা বালকের নিকট বৃথা হয়। তাহার স্থায় অর্দ্ধবোধবান্ ব্যক্তির নিকট উদার কথা বৃথা হইয়া থাকে[১১]। শরৎকাল উপস্থিত হইলে তখন নাগরঙ্গ প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হইতে দেখা যায়, বসন্তকালে নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তদ্রূপ, পুরুষের সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণের ফলাফলও সময় সাপেক্ষ[১২]। রং যেমন নির্ম্মল বস্ত্রে উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়, মলিন বস্ত্রে নহে, তাহার স্থায়, উদার বিজ্ঞান কথাও পরিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়, মলিন বুদ্ধিতে নহে[১৩]। আমি ইতিপূর্ব্বে একবার এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি; কিন্তু বিস্তৃতরূপে বর্ণন না করায় তুমি তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে পার নাই[১৪]। যখন তুমি আপন আত্মজ্ঞানে আপনাকে অবগত হইতে পারিবে, তখনই তুমি স্বয়ং ইহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিবে[১৫]। যখন তুমি বোধপ্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল আত্মায় অবস্থান করিবে, তখন আমি সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হইব এবং তখনই এই প্রশ্নের উত্তর বিস্তারক্রমে বর্ণন করিব। রাম! আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি সুপ্রসন্ন হইলেই তদ্দ্বারা আপনাকে জানা যায়, ইহা নিশ্চয় জানিবে। তিনি কর্ত্তা কি অকর্ত্তা, তাহার বিচার প্রণালী বলা হইল। বলা হইল বটে; কিন্তু যাবৎ অখণ্ডব্রহ্মাত্মভাবের উদয় না হয় তাবৎ বিচার করিলেও বাসনা ক্ষয় হয় না। সেজন্য বাসনা ক্ষয়ের কতিপয় উপায় বর্ণন করি, প্রণিহিত হও[১৬।১৮]।

বৎস রাম! বাসনার দ্বারাই বন্ধন, এবং বাসনার ক্ষয়েই মোক্ষ। অতএব প্রথমে তুমি সংসার বাসনা পরিত্যাগ কর, পশ্চাৎ মোক্ষ কামনায় বাসনাকে (সংস্কারকে)ও পরিত্যাগ করিবে[১৯]। বাসনা বিনাশের প্রথম পীঠিকা বৈরাগ্য। সুতরাং প্রথমতঃ যাহাতে তামসী বাসনা অর্থাৎ দুর্গতিজনক তমঃপ্রধান ও মানুষ্যাদিজনক রজঃপ্রধান বিষয়ের বাসনা পরিত্যাগ হয় তাহার চেষ্টা করিবে। পরে মৈত্র্যাদি বিষয়ক নির্ম্মল বাসনা অবলম্বন করিবে। * তৎপরে সে বাসনাও পরিত্যাগ

---

* দুর্গতিজনক বাসনা—নরকোৎপাদক কর্ম্মের ইচ্ছা অর্থাৎ পাপাচরণে প্রবৃত্তি। মানুষ্যাদিজনক রজঃপ্রধান বিষয়ের বাসনা—সকাম কর্ম্মে অথবা পুণ্যপাপ মিশ্রিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি। নির্ম্মলবাসনা—নিষ্কাম কর্ম্মে স্থিতি এবং যোগশাস্ত্রোক্ত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই গুণচতুষ্টয়ে সুসিদ্ধ। সর্ব্বভূতে দয়ার নাম মৈত্রী, তাহাদের দুঃখে

করিয়া চিদ্বাসনাতৎপর হইবে। যখন তুমি মন ও বুদ্ধি সমন্বিত চিদ্বাসনাকেও বিলীন করিতে পারিবে তখন তুমি নিরবচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্বে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া বিশ্রান্তি পদে স্থিত হইতে পারিবে[২০।২২]। অতএব, যাহাতে তুমি প্রাণস্পন্দন, কল্পনা, কাল, প্রকাশ ও তিমিরাদি, ইত্যাদিবিধ বাসনাবাসিত বিষয় ও ইন্দ্রিয় সমুদয়কে ও সমূল অহঙ্কারকে উন্মূলিত করিয়া ব্যোমের ন্যায় প্রশান্তমনোবৃত্তি সুতরাং কেবল চিন্ময় হইতে পার, তাহার যত্ন করিবে[২৩।২৪]। হে মহামতে! যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত ভাবাভাব উন্মূলিত করিয়া অব্যগ্র অবস্থায় অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত এবং তিনিই পরমেশ্বর[২৫]। যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত আস্থা বিতাড়িত করিয়াছেন, পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সমাধি বা অন্যান্য কার্য্যাদি করুন বা না করুন, মুক্ত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহার মন হইতে বাসনা বিগলিত হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না, এবং কর্ম্ম না করিলেও অকরণজনিত প্রত্যবায় প্রাপ্ত হন না। অধিক কি বলিব, তিনি সমাধি ও জপাদি দ্বারাও ফল প্রাপ্ত হন না[২৬।২৭]। পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল বিচারের পর এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, বাসনাপরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে কদাচ উত্তম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না[২৮]। দশদিক্ পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া অনেকে অনেক দেখেন বটে, কিন্তু বস্তু দেখেন, এরূপ লোক কয়টী লোক[২৯]? যিনিই হউন, তাঁহারা যাহা দেখেন তাহা অবিদ্যমান। অর্থাৎ যাহা দেখেন তাহা নাই। মনুষ্য প্রায়ই বহিঃপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, সেই কারণে তাহারা বাহিরে ইষ্ট ও অনিষ্ট এবং তদুভয়ের প্রাপ্তি ও পরিহার উদ্দেশে চেষ্টিত হয়[৩০]। তাহারা যাগ যজ্ঞ দান হোম পূজা পরোপকার প্রভৃতি যে কিছু কার্য্য করে সমস্তই তাহারা দেহপ্রেমের প্রেরণায় করে, আত্মানন্দের জন্য নহে[৩১]। কি পাতালে, কি ব্রহ্মলোকে, কি স্বর্গে, কি বসুধাতলে, কি অন্তরীক্ষে, এরূপ প্রাজ্ঞ অতি বিরল, যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে হেয়োপাদেয় প্রভৃতি অসদুত্থিত নিশ্চয় পরম্পরা বিগলিত হইয়াছে। জনগণ ত্রিভুবনের রাজত্ব

দুঃখিত হওয়ার নাম করুণা, তাহাদের সুখে সুখী হওয়ার নাম মুদিতা এবং তাহাদের দুর্ব্বৃত্ততায় উদাসীন থাকারই নাম উপেক্ষা।

প্রাপ্তই হউক, জলধর মধ্যেই প্রবেশ করুক, অথবা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করুক, আত্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত কুত্রাপি বিশ্রান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। যে সমস্ত মহামতি জরা ও জন্ম বিনাশার্থ ইন্দ্রিয়রূপ মহাশত্রুর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, তাঁহারাই পূজ্য[৩২।৩৩]।

স্বর্গ বল, পাতাল বল, ভূতল বল, যে স্থানে যাও সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত পাইবে, ষষ্ঠবস্তু পাইবে না, সুতরাং কোন্ মহাত্মা স্বর্গে বা মর্ত্তে গিয়া তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়[৩৪]? প্রাজ্ঞ লোক তত্ত্বযুক্তির সহিত বিচরণ করেন, তাই তাঁহাদের নিকট সংসার গোষ্পদ তুল্য। অজ্ঞ লোক সেরূপে বিচরণ করে না, সেই কারণে তাহারা দেখে, সংসার উন্মত্ত মহার্ণব তুল্য[৩৭]। যাঁহাদের চিত্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড কদম্বগোলকের ন্যায় অতিক্ষুদ্র সুতরাং সমস্তই তাঁহাদের প্রাপ্ত; প্রাপ্তব্য কিছু নাই। সেজন্য তাঁহারা দান, আদান, ভোগ, কিছুই করেন না[৩৮]। হে রামচন্দ্র! যাহাদের বুদ্ধি মহতী নহে, তাহাদের সম্বন্ধে এ সমস্ত আধি স্বরূপ। এই সকল তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্ত মূঢ়গণ যে লক্ষ লক্ষ প্রাণিবিনাশন সমরাদি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সেই কার্য্যকে ও তাহাদিগকে ধিক্[৩৯।৪০]। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, স্বর্গাদির দ্বারা আত্মার কোনরূপ উন্নতি বা অবনতি হয় না। সুতরাং ত্রিজগৎ প্রাপ্তে তাঁহার কি বল বৃদ্ধি হইবে[৪১]? এক দিকে শৈলশতব্যাপ্ত ও অপরদিকে জলব্যাপ্ত এই পৃথিবী পরিমাণে কতটুকু যে তদ্দ্বারা সর্ব্বত্যাগী বিপুলাশয় মহাপুরুষের মানসোদর পূরণ করিতে পারে[৪২]? এ জগতে, পাতালতলে ও স্বর্গলোকে এমন কিছু নাই যাহা তত্ত্বজ্ঞগণ প্রয়োজন বোধ করিবেন[৪৩]।

হে মহামতে! একতাপ্রাপ্ত, বিগলিতমনা, ব্যোমবৎ বিস্তৃত, স্বস্থ ও আত্মরত তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট নির্ম্মল ও ভাস্বর ব্রহ্মই অমল সমুদ্র। এই সমুদ্র আকাশকোটরসন্নিভ অপার, অপর্য্যন্ত ও অতিবিস্তৃত। এ সমুদ্র শরীররূপ নীহারজালে বিবলিত, ত্রিলোকরূপ বিপুল তটে পরিবেষ্টিত ও কুলাচলরূপ ফেনদ্বারা মণ্ডিত ও সৃষ্টিরাজিরূপ তরঙ্গে রঞ্জিত। ইহা হইতেই অদ্ভুতম পদরূপ জলধরমণ্ডল সমুত্থিত হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টিরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারই বিপুল তট-প্রদেশে চিৎসূর্য্যের মহান্ আলোক এবং তাহা হইতেই এই জগৎশ্রীরূপ মৃগতৃষ্ণানদী সমুদ্ভূত হইয়া ঘোর সংরম্ভসহকারে প্রবাহিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা প্রতারিত হইয়া

কামভোগরূপ তৃণভোজী এবং তৎসৃষ্ট সংসাররূপ অরণ্যে সুরাসুরনরাদি অরণ্যচারী মৃগগণ বিচরণ করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি, এ সকল তদীয় আলোককণায় আলোকিত, অর্থাৎ প্রকাশিত[৪৭।৪৮]। এই বনে কতকগুলি চর্ম্মপুত্রিকা বা পুত্তলিকা (চামড়ার পুতুল) অবোধ দিগের বুদ্ধি বিনোদনের উপায় স্বরূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে। ঐ সকল পুত্রিকা (পুত্তলিকা) এক একটী পেট্রা মধ্যে নিহিত বা স্থাপিত। পেট্রার অর্গল অস্থিখণ্ড, মস্তককপাল (মাথার খুলি) তাহার পিধান, স্নায়ু তাহার শিকল[৫০।৫১]। কিন্তু যাহারা মহাবুদ্ধি ও উদারমনা তাঁহারা ঐ সকল চর্ম্মপুত্রিকা (পুত্তলিকা) হইতে স্বতন্ত্র। বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ, ভোগসমূহ তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না[৫২]। জ্ঞানীরা এরূপ অত্যুচ্চ পদে অবস্থান করেন যে, যে পদ বা যে স্থান হইতে চন্দ্রসূর্য্যাদির স্থান পাতাল অপেক্ষাও নিম্ন[৫৩]। লোকপাল সকল যে আলোকে সমালোকিত হন, তত্ত্বজ্ঞগণ সেই আলোকে বিরাজ করেন[৫৪]।

হে মহামতে! আকাশে অম্বুদের উদয় হয় কিন্তু অম্বুদ আকাশের অনুরঞ্জন করে না। তাহার ন্যায় হৃদয়াকাশে জগদ্ভাব সমুদিত হয় বটে; কিন্তু তাহা তত্ত্বজ্ঞগণের অনুরঞ্জনে সমর্থ হয় না[৫৫]। পূর্ব্বে পার্ব্বতী বহুযত্নেও মহেশ্বরের অনুরঞ্জন করিতে সমর্থা হন নাই, * তাহার ন্যায় এই জগৎশ্রীও তত্ত্বজ্ঞগণের সম্মুখে নৃত্য করিয়াও তাঁহাদিগকে রঞ্জিত করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা কেবল মর্কটের ন্যায় অনর্থ নৃত্য করিতে থাকে[৫৬]। রাজহংস যেরূপ তুচ্ছ শৈবালে অনুরক্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ এই ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ বিলোল বিষয়সুখভোগে অনুরক্ত হন না। অধিক কি, কোনও জগদ্ভাব তত্ত্বজ্ঞের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় না[৫৭।৫৮]।

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

* দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হিমালয় কন্যার অপর নাম পার্ব্বতী। যে দিন সতী প্রাণ ত্যাগ করেন সেই দিন হইতে মহেশ্বর মহাযোগ অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হন। এ দিকে পার্ব্বতী বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে দেবতাদের অনুরোধে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যত্নবতী হন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা পারেন নাই। অধিকন্তু শিবের কোপে কামের বিনাশ ঘটনা হয়। এ ইতিবৃত্ত পুরাণে বিখ্যাত।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—)(•)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই বিষয়ে বৃহস্পতি পুত্র কচ যে গাথা (গাথা=শ্লোক বিশেষ) গান করিয়াছিলেনন বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুমেরুর অন্তর্গত কোন এক গহন বনে সুরগুরুপুত্র কচ ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করিতেছিলেন। অভ্যাসে পটুতা জন্মিলে সহসা একদিন তিনি আত্মায় বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। অর্থাৎ আত্মতত্বসাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইলেন১।২। তাঁহার বুদ্ধি তত্বজ্ঞানরূপ অমৃতে পরিপ্লাবিত হওয়ায় তাঁহার বৃত্তি পঞ্চভূত দৃশ্যজাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইল৩। তাদৃশ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত কচ সর্ব্বত্র একমাত্র আত্মাই অবস্থিত, এই রহস্য বা ব্যাপার অবলোকন করতঃ যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রীতমনে হর্ষগদ্‌গদ্‌বচনে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন৪, অহো! আজ্ আমার করণ, গমন, গ্রহণ, ত্যাগ, সমস্তই স্রক্ সর্পের ন্যায় তিরোহিত হইয়াছে। যেমন মহাকল্পে সমস্তই জলে পরিপূর্ণ হয় তাহার ন্যায় আজ্ এই বিশ্ব আত্মায় পরিপূর্ণ দেখিতেছি৫। অহো! আমি দেখিতেছি, সুখও আত্মা, দুঃখও আত্মা, আশাও আত্মা, আকাশও আত্মা ও সমস্তই আত্মা। আজ্ আমি আপনা আপনি নষ্টকষ্ট (যাহার ক্লেশ নাই সে নষ্টকষ্ট) হইয়াছি। বাহিরেও আত্মা, অন্তরেও আত্মা, নিম্নেও আত্মা, উর্দ্ধেও আত্মা, সমস্ত দিকেই আত্মা, এখানে আত্মা, ওখানে আত্মা, সর্ব্বত্রই আত্মা, সমস্তই আত্মময়, ও আত্মাই সমস্ত, আত্মা নহে এমন কিছুই নাই৬।৭। আমি এখন আত্মাতেই অবস্থিত। এমন কোন বস্তু বিদ্যমান নাই যাহা আত্মা হইতে অতিরিক্ত। কি চেতন, কি অচেতন, সমস্ত পদার্থই সন্ময় আত্মারই রূপান্তর। যে হেতু আমিই সমস্ত, সেই হেতু আমার আর কোন কিছুর অভাব নাই; আমি একার্ণবের ন্যায় সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া সুখে অবস্থান করিতেছি৮।৯।

হে রামচন্দ্র! বৃহস্পতিপুত্র কচ সেই কনকাচল সুমেরুর অন্তর্গত কুঞ্জমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘণ্টানিনাদস্বনে ওঁ ধ্বনি

করিলেন। যেমন সেই ধ্বনির বিরাম হইল, তেমনি তিনি তূর্য্যপদ প্রাপ্ত হইলেন এবং বাহ্যান্তরবিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার কলনাকলঙ্ক বিগলিত ও প্রাণবায়ুর বৃত্তিনিচয় অন্তর্বিলীন হইল। তখন তিনি বিগতভ্রম, শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া মেঘ-বিহীন শরদাকাশের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন[১০।১১]।
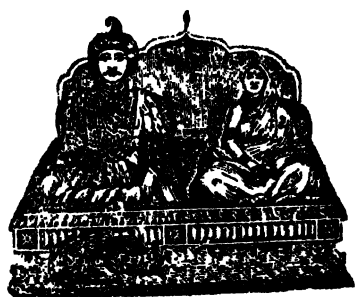
অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

—(•)(○)(•)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যাহারা অন্নপান বা স্ত্রীসম্ভোগাদিতে কিছুই শ্রেয়ো নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা এই জগতে কি বাঞ্ছা করিবেন[১]? পশুরা, পক্ষীরা ও অসাধু মূঢ় মানবেরা আদি-মধ্যান্ত-ভঙ্গুর বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত হয়[২]। এক দিকে কেশ ও এক দিকে রক্তমাংসাদি। তাহারই সমবায়ে প্রমদাতনু (নারীমূর্ত্তি)। যাহারা তাহাই বাঞ্ছা করে, তাহারা নরগর্দ্দভ[৩]। কুকুরেরাই তাহা পাইয়া পরিতুষ্ট হয়, যাহারা প্রকৃত মানব, তাহারা নহে। সমুদায় মহী মৃত্তিকাময়ী, সমস্ত তরু কাষ্ঠময়, এবং সমুদায় দেহ মাংসময়[৪]। নীচে মৃত্তিকা, এবং পৃষ্ঠে আকাশ, ইহাতে এমন কি অপূর্ব্ব বস্তু আছে—যাহা সুখ দিতে পারে? সমস্তই ইন্দ্রিয় স্পর্শের অনুসারী, বিবেকের নিকট ভঙ্গপ্রবণ, সুতরাং কেবল মাত্র মোহপ্রদ, অবিচার রমণীয় ও ব্যবহার মাত্রের আস্পদ। বলা বাহুল্য যে সমস্তই পরিণাম বিরস[৫।৬]। যেমন দীপের মালিন্য কজ্জল, তেমনি, ভোগের মালিন্য দুঃখ। মনের ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মাত্রেই দুঃখপ্রদ, আগমাপায়ী সুতরাং অনিত্য[৭]। বিষয় সম্পদ পুনঃ পুনঃ ভোগে ভোগে হস্তিপদ বিদলিত লতার ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অহো! মোহের কি অদ্ভুত ক্রম! যাহারা অস্থিরচিত্ত তাহাদিগকে রক্তমাংসময়ী পুত্তলিকাকে দেহ ভ্রমে আলিঙ্গন করাইতেছে। (তাহাতে আমার আমি ইত্যাকার অভিমান জন্মাইতেছে।) হে রাঘব! যাহারা অজ্ঞ তাহাদের নিকট ঐ সকল স্থির, সত্য ও সুখের স্থান। কিন্তু যাহারা জানে তাহাদের নিকট এ সমস্তই অস্থির, অসত্য ও অতুষ্টির স্থান। এই দৃশ্যজাল অতি দুরন্ত বিষ। এ বিষ ভক্ষণ না করিলেও ইহার স্মরণ (ভাবনা) বিষমূর্চ্ছা প্রদান করে[৮।১০]। সেইজন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি ভোগের আস্থা দূরে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মগতির ভজনা কর। আত্মময়ী ভাবনা বিদ্যমান থাকিলে বিষয়ভোগ নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হয় না। চিত্ত যখন অনাত্মভাবনায়

২

স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তখনই এই জগজ্জাল আবির্ভূত হইয়া থাকে। বলিতে কি, ব্রহ্মও অনাত্মভাবনায় কল্পিত বৃংহণ প্রাপ্ত হন[১১।১২]।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মন বিরিঞ্চিপদ * প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ক্রমে অর্থাৎ কোন্ প্রণালী অবলম্বনে এই জগৎকে চতুর্ব্বিধ জীব সৃষ্টির দ্বারা নিবিড়িত করেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই প্রথম শিশু পদ্মযোনি বিরিঞ্চি পদ্মকোষরূপ শয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়াই "ওঁ ব্রহ্ম" এই শব্দ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ব্রহ্মা নাম হইয়াছে। তখন ইহার আকৃতি কোটী কোটী সঙ্কল্পময় মনের সমষ্টিমাত্র ছিল। পরে তিনি আপনার কল্পনায় আপনার চতুর্ম্মুখতা নিষ্পাদন করিয়াছেন। তৎপরে তিনি পর পর সৃজন করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন[১৩।১৪]। তাহাতে প্রথমতঃ মহাপ্রভাযুক্ত সুতরাং আলোকপ্রধান ও সর্ব্বনভোব্যাপী এক মহাতেজ আবির্ভূত হইয়াছিল। শরৎকালের অবসানে তুষারধবল লতাচক্র যেমন দিগ্‌বিভাগ পরিবেষ্টিত করে তাহার ন্যায় সেই মহাতেজ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে সেই মহাপ্রভ তেজের উভয় পার্শ্ব দিয়া শত শত তেজ বিচ্ছুরিত (নির্গত) হইতে লাগিল। পক্ষীরা পক্ষ বিস্তার করিলে যেমন তাহাদের পক্ষে শত শত ক্ষুদ্র পালক গ্রথিত থাকা দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় মনোব্রহ্মার উভয় ভাগ হইতে বিনিঃসৃত সেই সকল মহাতেজ যেন সেইরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। অর্থাৎ সেই মূল তেজোমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে কদম্বগোলকে

---

* পূর্ব্বকল্পীয় উপাসকের ব্যষ্টি অভিমানী মন সমষ্টি উপাসনায় (আমিই সব, এই ভাবের উপাসনায়) দৃঢ়তার দ্বারা আপনার ব্যষ্টিত্ব দূর করিয়া সমষ্টিতায় পরিণামিত হইয়াছিল। পরে কল্পারম্ভ কালে সেই উপাসনাসিদ্ধ সমষ্টি মন প্রথমতঃ বিরিঞ্চি অর্থাৎ প্রথম স্রষ্টা ব্রহ্মা হইয়া কথিত প্রকারে আবির্ভূত হন। হইয়া প্রথমতঃ সূর্য্য সৃজন করেন। সূর্য্য সৃজনের পর অগ্নি ও অন্যান্য তেজ ও মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের সৃজন করেন। এ সকল তাঁহার মানসী সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায় ক্রমেই ঐ সকল আবির্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় অঙ্গ হইতে শতরূপা প্রভৃতি নারী সৃজিতা হয়। নারী সৃজনের পর রৈতসী সৃষ্টির আরম্ভ। পূর্ব্বোপার্জ্জিত সুকৃতের বা শুভাদৃষ্টের অনুবলে ব্রহ্মপুত্র দিগের বিনা রেতে জন্ম হইয়াছিল। সেরূপ শুভাদৃষ্ট না থাকায় অন্যের সেরূপে জন্ম হয় নাই ও হইতেছে না। অন্যান্য পুরাণে এই সৃষ্টির বিষয় বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ফলকথা—ব্রহ্মার মানস পুত্রের ন্যায় মানসী কন্যাও কতকগুলি হইয়াছিল তৎপরে আর তিনি মানস মানসী পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করেন নাই।

কেশরের ন্যায় অসংখ্য কিরণ গাঁথা রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। সেই সকল বিপ্রসৃত তেজ অসীম, পিঙ্গরবর্ণ, বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় ভাস্বর ও ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় নির্ম্মল[১৬।১৭]। পদ্মজ ব্রহ্মা তাহার মধ্যগত হওয়ায় তিনি সেই প্রভাজালাত্মক মণ্ডলকে আপনার শরীর বলিয়া স্থির করিলেন। তেজোমণ্ডলমধ্যগত সেই দেব অদ্যাপি পিণ্ডাকৃতি দিবাকর হইয়া লোকের প্রত্যক্ষ হইতেছেন[১৮।২১]। অনন্তর তিনি সূর্য্যমণ্ডল নির্ম্মাণের পর অন্যান্য তেজোমণ্ডলও সৃজন করিলেন। অগ্নি-নামা তেজ সেই সূর্য্যাংশুর প্রান্তস্থিত[২২]। পরে সেই পূর্ব্বোক্ত তেজের অংশ বিশেষ হইতে তদীয় সঙ্কল্পে মরীচি প্রভৃতি অবান্তর প্রজাপতি জন্মিলেন। তাঁহারাও পদ্মজের সঙ্কল্পে পদ্মজের ন্যায় সিদ্ধসঙ্কল্প ও তুল্য-ক্ষমতা সম্পন্ন। তাঁহারা যখন যেরূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ তাহাই তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাহাতেই ক্রমে বর্ত্তমান ভূতগণের অর্থাৎ প্রাণিগণের আদিপুরুষ সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল[২৩।২৪]। পরে মৈথুনধর্ম্মের দ্বারা সেই সমস্ত ভূতগণের পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। * বহুল প্রজার সৃজন হইল দেখিয়া তাহাদের নিমিত্ত পূর্ব্বকল্পাধীত বেদ স্মরণ করিয়া প্রকাশ-প্রাপ্ত করিলেন, পশ্চাৎ তদনুযায়ী ক্রমে যজ্ঞাদি কার্য্য হইতে লাগিল এবং অন্যান্য শাস্ত্র মর্য্যাদাও স্থাপিত হইল[২৫]।

এইরূপে সেই বিশ্ব বৃংহণ কর্ত্তা মনোব্রহ্মা সঙ্কল্প দ্বারা সস্থরজস্তম এই ত্রিগুণসম্পন্ন বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত করিয়াছেন। ইহা সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নানাবিধ লোক, মেরু, মেরুপীঠ, সুখ, দুঃখ, জরা, জন্ম, মরণ, আধি, ব্যাধি, রাগ, দ্বেষ, উদ্বেগ ইত্যাদি বহুভাবে পরিপূর্ণ[২৬।২৮]। তিনি আদিসর্গে যে যে বস্তুর কল্পনাময়ী সৃষ্টি বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা দৃষ্ট হইতেছে[২৯]। হে রামচন্দ্র! তুমি ভাবিয়া দেখ, যখন ইহা মনোরূপ পদ্মজের সঙ্কল্প সমুদ্ভূত, তখন ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু

* প্রলয়কালে সমুদয় জীব ব্রহ্মে বিলীন ছিল। পরে পুনঃ কল্পারম্ভ কালে কতক-গুলি জীব ব্রহ্মার মানস পুত্র ও মানসী পুত্রী রূপে আবির্ভূত হইল। এবং কতক গুলি ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতাকাশে কিছু কাল থাকিয়া স্থূল ভূত সৃষ্টির পর সমুদায়ের সমবায়ে রক্তমাংসাদিময় শরীর গ্রহণে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই জন্য তাহা-দের দ্বারায় মৈথুন ধর্ম্মের ও তাহা হইতে পুত্র পুত্রীর জন্মারম্ভ হয়।

নহে। একমাত্র সঙ্কল্পদ্বারাই এই জগজ্জাল ও দেশকালক্রিয়াদি সমুৎপন্ন হইয়াছে। দেবগণও সঙ্কল্পে সমুৎপন্ন হইয়া নিয়তির নিয়মে অবস্থান করিতেছেন। অতএব, মোহই এ সকলের স্থিরতা বুদ্ধির মূল। অধিক কি বলিব, জগতের সমুদায় কার্য্যই সঙ্কল্প হইতে প্রসূত। পদ্মাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মা সৃষ্ট্যর্থ যখন যাহা চিন্তা করেন তখনই তাহা তাঁহার মনঃস্পন্দে অর্থাৎ সঙ্কল্পে সৃষ্ট হয়। এবং উক্ত ক্রমেই এই বিচিত্রব্যবহারময়ী সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে। রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও শৈল, সাগর, পাতাল, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি, সমস্তই তদীয় সঙ্কল্পিত সৃষ্টির কোটরে অবস্থিত৩৪।৩৫। সেই পদ্মজ ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিকে আপনারই সঙ্কল্পজাল সমুত্থিত সুতরাং মায়িক বা মিথ্যা বলিয়া জানেন, তখন আর তিনি সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টি হইতে বিরত হন। আমি আর এরূপ বিকল্প কল্পনা করিব না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি অনর্থসঙ্কুল কল্পনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনিই আপনাকে অনাদি অনন্ত পরম মহৎ পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন৩৬।৩৭। তখন তাঁহার মনোবৃত্তি বিগলিত ও অহঙ্কার তিরোহিত হয় এবং তিনি স্বয়ং নির্ম্মল পরম প্রশান্ত অবিক্ষুব্ধ হইয়া বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় অপার অপর্য্যন্ত নির্ম্মল শান্ত আত্মায় পরম সুখে অবস্থান করেন। এইরূপে তিনি কখন সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টিকল্পনা করেন এবং কখন বা সৃষ্টিকল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত পরমাত্মায় অবস্থান করেন৩৮।৩৯। সেই প্রভু ভগবান্ কখন কখন ঐরূপে ধ্যান হইতে বিরত হন, এবং কখন বা সুখদুঃখ সমন্বিত শত শত আশাপাশে বিবলিত এবং রাগ দ্বেষ ভয় প্রভৃতিতে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের তত্ত্ব বিচার করেন৪০।৪১। অনন্তর তিনিই করুণাক্রান্ত হইয়া প্রাণীদিগের মঙ্গলার্থ বিবিধ মহার্থযুক্ত অধ্যাত্মজ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র, বেদ ও বেদাঙ্গ প্রভৃতির সংগ্রহ এবং পুরাণাদি প্রকট করেন৪২।৪৩। পরে পুনর্ব্বার আবার তৎপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অবলম্বন করিয়া এই পরম আপদ হইতে উত্তীর্ণ, স্বস্থ ও শান্ত হইয়া অবস্থিতি করেন৪৪। কমলপীঠস্থ ব্রহ্মা এক এক বার জগচ্চেষ্টা দর্শন ও মর্য্যাদা স্থাপন করেন এবং পুনঃ কেবল আত্মায় অবস্থান করেন৪৫। সেই সঙ্কল্পপরিহীন পদ্মজ ব্রহ্মা কখন কখন যদৃচ্ছাক্রমে লোকানুগ্রাহী হন৪৬। অপিচ, ত্যাগ, শরীরগ্রহণ, সৃষ্টিরূপে নানাত্ব, পরে স্থিতি, অন্তত্র অবস্থিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্ট

নানা ভাবের সমারম্ভ (অর্থাৎ মহান্ আড়ম্বর) যে কিছু বলিবে, সকল অবস্থায় বা সকল সময়ে তিনি পরমার্থকল্পে যুক্ত ও পরিপূর্ণ একার্ণব-তুল্য[৫৭।৫৮]। তিনি যে কখন কখন প্রবুদ্ধ হন তাহাও জীবানুগ্রহার্থ[৫৯]।

হে মহামতে! আমি যে তোমার নিকট এই পবিত্র ব্রাহ্মী স্থিতি বর্ণন করিলাম, এ স্থিতি প্রজাপতিগণ ও দেবগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার মানসী চিন্তার ফলস্বরূপ, সেই হেতু তাঁহারা প্রোক্ত ব্রহ্মারই অনুরূপ[৬০।৬১]। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি-সম্পন্ন। পরে তাঁহাদের দ্বারা যাঁহারা সৃষ্ট হন তাঁহাদের মধ্যে কেহ সুর, কেহ যক্ষ, তাঁহারা উপদেশ শ্রবণ মাত্রে ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ[৬২।৬৩]। ফল কথা এই যে, দেব হউক, আর মনুষ্য হউক, সকলেই সত্ত্বগুণানুসারে মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন। তথা সত্ত্বগুণানুসারে ভোগলম্পট ও ভোগ-বিমুখ হন। মোক্ষও তদনুসারে শীঘ্র ও অশীঘ্র হয়। হে রামভদ্র! এই জগৎস্থিতিকে তুমি এইরূপ জানিবে যে, ইহা স্ফুট, প্রকট ও সঙ্কট, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে। স্ফুটকর্ম্ম=জ্ঞানবহুল কর্ম্ম অর্থাৎ উপাসনাদি। প্রকটকর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ যাগ যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম। সঙ্কটকর্ম্ম অর্থাৎ অধোগতির কারণীভূত অবৈধ কর্ম্ম। মিশ্রকর্ম্মও এতন্মধ্যে নিবিষ্ট আছে বলিয়া জানিবে। ঐ সকল কর্ম্মের অনুসরণ, তজ্জনিত বিবিধ প্রারব্ধের উৎপত্তি, সে সকলের বেগ, তদনুযায়ী আহার বিহার, ক্রীড়া কৌতুক, তদ্ঘটিত ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির উদয় বা উত্তেজনা, তদ্ঘটিত ব্যবহার পরম্পরা, এবংক্রমে এই অনীকত্রয়যুক্ত সৃষ্টি ব্রহ্মার কল্পনায় পরব্রহ্মে আবির্ভূত ও স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে[৬৪।৬৫]। *

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

---

* অনীক ত্রয়ের বিবরণ এই যে, প্রথম বিধ্যনীক অর্থাৎ মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণের সৃষ্টি। তৎপরে মিথুন ধর্ম্মে প্রজাত সুরানীক অর্থাৎ দেব গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ প্রভৃতি। তৎপরে তৃতীয় অনীক মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি। এতন্মধ্যে প্রথম অনীক উৎকৃষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যে, এই অনীক ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মানস পুত্র। সেই কারণে উৎকৃষ্ট। এই অনীকে সত্ত্বগুণ অধিক এবং সে সত্ত্ব উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অতি যৎসামান্য রজস্তমের সম্বন্ধ যুক্ত। সেই কারণে এই অনীক স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী। দ্বিতীয় অনীক মধ্যম। কারণ এই যে, ইহারাও সত্ত্বহুল অর্থাৎ প্রচুর সত্ত্বগুণোৎপন্ন। ইহারা সেই কারণে সকৃৎ উপদেশে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ। তৃতীয় অনীক অধম। কারণ এই যে, ইহারা রজোতমোগ্রস্ত হওয়ায় সহস্র সহস্র প্রযত্ন অবলম্বনের পর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ষষ্ঠতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! কল্পান্তকালে ব্রহ্মলীন জীবেরা (মহাপ্রলয়ে জীবগণ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। পরে আবার তাঁহা হইতে বহিরাগত হয়) ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে প্রকারে বা যে ক্রমে দেহ পরিগ্রহ করে, সে ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মার সমাধি ভঙ্গ * হইলে অর্থাৎ তিনি প্রবুদ্ধ হইলে সৃষ্টির বা কল্পান্তরের প্রারম্ভ হয়[১]। অর্থাৎ যেমন পদ্মমধ্যে ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইলেন, অমনি অন্ত কল্পের প্রারম্ভ হইল। কল্পের প্রারম্ভ হইল, এ কথার অর্থ এই যে, জীবজগৎ যেন এক অপূর্ব্ব ঘটীযন্ত্র, তাহা এক্ষণে পুনর্ব্বার আপন ব্যবস্থায় বা পূর্ব্ববৎ বহমান হইল। কল্পান্তমৃত জীবসংঘ তাহার ঘট, জীবিততৃষ্ণা অর্থাৎ পুনর্ব্বার দেহ গ্রহণের ইচ্ছা তাহার রজ্জু, দেহে জীবিত থাকা তাহার জল[২]। ফলকথা—জীবদিগের পুনঃ আরোহ অবরোহ অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ ও ঊর্দ্ধগতি অধোগতি হওয়া আরব্ধ হইল। ঈশ্বরের প্রথম পুত্র যে ব্যোম অর্থাৎ মনঃসমষ্টিরূপ ব্রহ্মা, তাঁহারই মধ্যগত প্রলয়বিলীন ব্যষ্টি মন। সে সকলের মধ্য হইতে কতকগুলি পক্ষীর ন্যায় ভবপিঞ্জরে প্রবেশ করিল। কতক ব্রহ্ম লাভার্থে বিচলিত হইতে লাগিল, কতক অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় বিনির্গত হইতে লাগিল, এবং কেহ বা সুষুপ্তের ন্যায় তাঁহাতেই বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইল[৩,৪]। (অর্থাৎ অসংখ্য জীব মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে একীভূত বা মিশ্রিত প্রায় হইয়া-

---

* এ সমাধি পূর্ব্বকল্পের সমাধি। যে উপাসক ব্রহ্মাহমস্মি এবংপ্রকারে সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই উপাসক সে কল্পের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই রূপেই ছিলেন। তাঁহার তৎকল্পের দেহাদি লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল তাঁহার অগণ্যসংস্কারযুক্ত মনোমাত্র বিদ্যমান ছিল। সমাধি বশতঃ সে মনঃও সুষুপ্তের ন্যায় বা নাস্তিপ্রায় হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সেই সমাধি বা যোগনিদ্রা অপসৃত বা ভঙ্গ হইল।

গিয়া এক হইয়াছিল, এখন আবার সেই সকল জীব পূর্ব্বকৃত জ্ঞান কর্ম্মের সংস্কার অনুসারে কেহ সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, কেহ বা বিচ্ছিন্ন হইল না। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইল না, তাহারা সেই ব্রহ্মশরীরে বা সমষ্টি মধ্যে থাকিয়া গেল। যাহারা থাকিয়া গেল তাহাদের কেহ কেহ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকিল, কেহ বা নির্ব্বাণ লাভার্থ সমাধিগত হইয়া থাকিল। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইল, তাহারাই দেহী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে যাহারা পক্ষীর নীড় ত্যাগের ন্যায় সমষ্টি পরিত্যাগ করিয়া বহিরাগত হইল, তাহারা বক্ষ্যমাণ ক্রমে দীর্ঘকাল পরে শরীরী হইয়াছিল এবং যাহারা অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র রূপে অযোনিসম্ভব শরীরী হইয়াছিল। মরীচ্যাদি ঋষি সেই অযোনিসম্ভব শরীরী অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস পুত্র)।

হে রামচন্দ্র! সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহার ন্যায় অনাদিমধ্যান্ত (যাহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই) পরব্রহ্মে জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপন্ন কি না ব্রহ্মার কল্পনায় বিস্পষ্ট হওয়া°। ধূম যেমন মেঘ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় তাহারা অর্থাৎ সেই সকল জীবেরা প্রথমে ভূতাকাশে প্রবেশ করে। পরে তাহারা আকাশের ও বায়ুর সহিত ক্ষীরনীরের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া যায়°। পরে তেজ জল ও পৃথিবী সৃষ্ট হইলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রায় সংসৃষ্ট হয় এবং এই সময়ে বায়ু তাহাদিগকে আক্রম করে। অর্থাৎ বায়ু তখন তাহার প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। (বায়ু যেমন প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি, তেজঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও অন্যান্য ভূত অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়।) বিশদ কথা—উক্ত ক্রমে প্রথমে লিঙ্গদেহ জন্মে। এই লিঙ্গদেহস্থ জীবগণ আকাশ ও মারুত কর্ত্তৃক তেজ ও অম্বু যুক্ত ভূতলে আনীত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই তন্মাত্রগণের সহিত সমবেত হয়। এবং বায়ু তাহাদের স্থানীয় হইয়া তাহাদিগকেও বিবশীকৃত করে। পরে আকাশ ও মারুত সমাক্রান্ত প্রাণাত্মতাপ্রাপ্ত জীব সংঘাত সেই মারুতের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণবাতের সহিত মিলিত হয় ও ওষধি প্রভৃতিতে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করে। তদনন্তর সেই সকল ওষধি দেহিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া

তাহাদিগের শরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই রেত স্ত্রী গর্ভে নিষিক্ত হয়, তৎপরে দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অনভিব্যক্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তৃতীয় অনীকের উৎপত্তি এবং লিঙ্গশরীরের ও স্থূল শরীরের উৎপত্তির ক্রম এইরূপ। * এক্ষণে দ্বিতীয় অনীকের উৎপত্তি ক্রম বলি শ্রবণ কর। দ্বিতীয় অনীকের লিঙ্গদেহোৎপত্তি একই ক্রমে অর্থাৎ প্রোক্ত ক্রমে হইয়া থাকে। তৎপরে তাহারা যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যের সংস্কার বলে অর্থাৎ স্ব স্ব অদৃষ্টের তেজে ধূমাদি মার্গে চন্দ্রমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে তাহারাই দেবতা ও দ্বিতীয় অনীক। অবান্তর ক্রম এই যে, যাহারা ওষধি বা বনস্পতিতে প্রবেশ পূর্ব্বক ফলপুষ্পাদি রূপে পরিণত হয় তাহারা যজমান কর্ত্তৃক অগ্নিতে আহুত হইয়া আহুতি সমুত্থ ধূমের সহিত সূর্য্যমণ্ডল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্ররশ্মিতে নিপতিত এবং সেই ইন্দুকিরণের সহিত রসভাব প্রাপ্ত হইয়া কল্পবৃক্ষ (দেবলোকের বৃক্ষ) ফলমধ্যে প্রবেশ করে। সে সকল সূর্য্যকিরণদ্বারা পরিপক্ব হইলে দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া ভোক্তার শরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর দেবীগণের গর্ভে মূর্চ্ছিতপ্রায় ও সুপ্তবাসন (সুপ্তবাসন=অনুদ্বুদ্ধ-সংস্কার) হইয়া অবস্থান করে। পরে দেবজন্ম পরিগ্রহ করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করে। দ্বিতীয় সুরানীকগণের ও তমোগুণযুক্ত রাজস সাত্ত্বিক জাতির অর্থাৎ তৃতীয় অনীকের (মনুষ্যাদির) সৃষ্টি এইরূপ। হে রামচন্দ্র! যেমন কাষ্ঠে অগ্নি, বট বীজে বট ও মৃত্তিকায় ঘট থাকে, পরে বিবিধ ক্রমে সে সকল বহিরাগত হয়। তাহার ন্যায় প্রোক্ত

---

* যাঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র ও প্রজাপতি (কশ্যপ প্রভৃতি), কেবল তাঁহাদেরই দেহ অযোনিসম্ভব অর্থাৎ রেত রক্ত সম্ভূত নহে। পরন্তু দেহ হওয়ায় দেহের ধর্ম্ম ভক্ষণাদি ও রেতোরক্তাদি সমস্তই তাঁহাদের ছিল। সুতরাং তাঁহারাও শস্যপ্রবিষ্ট জীব ভক্ষণ করিতেন ও শস্যপ্রবিষ্ট জীবেরা তাঁহাদের দেহেও রেত রূপে পরিণত হইয়াছিল। জীব রেতেই থাকে, স্ত্রীদিগের আর্ত্তব রক্তে থাকে না। সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে, জীব রেতেই অবস্থান করে, আর্ত্তব রক্তে নহে। আর্ত্তব রক্ত দেহোৎপত্তির উপকরণ মাত্র। যে রেতে জীব থাকে না, সে রেতে সন্তান জন্মে না। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হওয়ার ও প্রত্যেক সংসর্গে সন্তান না হওয়ার ঐ রহস্যই অন্যতম কারণ।

মহেশ্বর হইতে জীব সকল নানা ক্রমে বহির্গত হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে স্ত্রীপুত্রাদি অবলোকন করেন নাই, অর্থাৎ আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, যাঁহারা মরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বভোগে বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারাই পরজন্মে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত ও জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া উদার ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকেন[৭।১৭]। ঐরূপ দেবজন্ম ও মনুষ্যজন্ম সাত্ত্বিক জন্ম বলিয়া গণ্য। কিন্তু হে মহাবাহো! যাঁহারা দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়াও ভোগলম্পট হন, তাঁহাদিগকে তুমি রাজসসাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট প্রথম জাত বিধানীকের অর্থাৎ পিতামহসৃষ্ট সাত্ত্বিক প্রজাপতি গণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন না[১৮।২০]। রাজসসাত্ত্বিক পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করতঃ অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা আত্মবোধ প্রাপ্ত হইয়া যখন সাত্ত্বিকত্ব প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন না। তখন সেই সমস্ত মহাগুণশালী দুর্লভ পুরুষগণ জীবন্মুক্ত হইয়া পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন। যাহারা তামসপ্রধান অর্থাৎ রাক্ষস-পিশাচ তির্য্যগাদি, তাহারা স্থাবরতুল্য জ্ঞানহীন। সেজন্ত আত্মজ্ঞান বিচার তাহাদিগের নিকট বিরাজ করে না[২১।২৩]।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাঁহারা রাজসসাত্ত্বিক উপাদানে জন্ম লাভ করেন তাঁহারা নিত্যপ্রমুদিত ও প্রকাশগুণান্বিত[১]। আকাশ যেমন সর্ব্বদাই নির্ম্মল তাহার ন্যায় তাঁহারাও অমলস্বভাব; সেজন্য তাঁহারা কদাচ বা কোনও সময়ে খেদ প্রাপ্ত হন না। যেমন সুবর্ণপদ্ম রাত্রিকালেও অম্লান থাকে তাহার ন্যায় তাঁহারা দিবা রাত্র অম্লান থাকেন, সমূহ আপদেও ম্লান হন না[২]। যেমন পাদপগণ প্রারব্ধ ভোগ ব্যতীত অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, তদ্বৎ তাঁহারাও প্রারব্ধানুযায়ী ভোগ ব্যতীত ভোগান্তরের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সর্ব্বদা সদাচারে অবস্থান করেন[৩]। হে রামচন্দ্র! যেমন শীতলতা হিমাংশুকে পরিত্যাগ করে না, তাহার ন্যায় মোক্ষদায়িনী শান্তিসুধাপরিপূর্ণা তত্ত্বধীরূপা শশাঙ্কসুন্দরী বিপদেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না[৪]; প্রত্যুত বন্ধুর ন্যায় তাঁহাদিগের অনু-গমন করে। সেই সমস্ত সাধুরা স্বভাবতঃ মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সর্ব্বদা বিরাজিত, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন ও সর্ব্বগুণার্ণব। সমুদ্র যেমন মর্য্যাদা (তীরভূমি) উল্লঙ্ঘন করে না, তাহার ন্যায় তাঁহারাও বেদবিহিত সীমা উল্লঙ্ঘন করেন না। হে মহাবাহো! সেই কারণে তাঁহারা আপদ্ শূন্য পথে গমন করিতে সক্ষম। যে পথ বা যে পদ নিরাপদ, সেই পথে বা সেই পদে গমন করাই উচিত। যাহা কেবল আপদের সমুদ্র তাহাতে গমন করা উচিত নহে। জগতে এরূপে বিহরণ করিবেক যাহাতে আপদের সমুদ্রে পড়িয়া খেদ প্রাপ্ত হইতে না হয়[৫।৮]। অতএব, তুমিও সর্ব্বাপদ্‌বিবর্জ্জিত রাজস-সাত্ত্বিক পদে অবস্থান করতঃ সর্ব্বখেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহার কর। হে রঘুনাথ! যাঁহারা রজঃক্ষয়যুক্ত সাত্ত্বিক, তাঁহারা যেমন যেমন আত্মো-ন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন তেমনি তেমনি পুনঃ পুনঃ সৎ-শাস্ত্রার্থ বিচারে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্রই এই বিচিত্র ভাবনিচয়ের উপাদান ও তাহার অনিত্যতা বোধ-

গম্য করেন। তদন্তে তাঁহারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ ঐহিক ভোগের উপযুক্ত অন্নপানাদি ও যশঃ কীর্ত্ত্যাদি ও পারলৌকিক সুখ ভোগের উপযুক্ত স্বর্গ, বিমান ও অপ্সরঃ প্রভৃতি, এ সকলকে নিতান্তই তুচ্ছ ও আপদ্ স্থান বিবেচনা করেন। তাদৃশী বৈরাগ্যযুক্ত সাধু তখন আমি কি? এই সংসার আড়ম্বর কিসে হইল? এই সকল বিষয়ের বিচার করেন, করিয়া কৃতার্থ হন। অর্থাৎ ঐরূপ বিচারে মিথ্যা জ্ঞানের অপনয়ন হয় সুতরাং এ সকল অজ্ঞানেরই সন্ততি (বংশ) এইরূপ অবধারণ হয়[৯।১১]। সেইজন্ত সাধুরা ও প্রাজ্ঞ পুরুষেরা অনন্তজ্ঞানরূপ পরম পুরুষার্থলাভ প্রাপ্তির আশায় আমি কে? এ আড়ম্বর (সংসার) কোথা হইতে কি প্রকারে আসিল? সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তায় রত থাকেন। অপিচ, তাঁহারা সাধুগণের সহিত ঐরূপে ঐ সকল বিচার করতঃ অনর্থসঙ্কুল কার্য্যে মগ্ন হন না এবং তৎসহ বসতি অর্থাৎ সম্বন্ধ স্থাপনও করেন না[১২।১৩]। অতএব, ময়ূর যেমন মেঘের অনুগমন করে, তাহার ন্যায় সংসারস্থ সমুদায় প্রিয় বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তত্তাবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু ও সৎসঙ্গের অনুগমন করা কর্ত্তব্য[১৪]। ব্যর্থ বোধে অহঙ্কার, দেহ ও সংসারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা সত্য তাহারই দর্শনে (ব্রহ্ম দর্শনে) নিমগ্ন হওয়া বিধেয়। অনিত্য দেহের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য চিন্মাত্রের ভাবনাই শ্রেয়স্কর[১৫।১৬]। চিৎ-তত্ত্বই নিত্য, তাহা যার পর নাই অধিক বিস্তৃত, সর্ব্বগ, সর্ব্বভাবন, শিবস্বরূপ, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বময় বলিয়া উদাহৃত হয়। সূত্রে যেমন মুক্তা-নিচয় গ্রথিত থাকে তাহার ন্যায় একমাত্র চিৎতত্ত্বে এই ত্রিভুবন গ্রথিত রহিয়াছে[১৭]। যে চৈতন্য ভুবনসন্দর্ভে, যে চিৎ ব্যোম মণ্ডলে, যে চিৎ ধরাবিবরকোষে (অর্থাৎ পাতালাদি লোকে) সেই চিৎ অতিক্ষুদ্র কীটে বিরাজ করিতেছে[১৮]। যেমন ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের ভেদ নাই, একই আকাশ ঘটে, পটে, তথা অন্যত্র অবস্থিত, সেইরূপ, শরীরাবচ্ছিন্ন চিৎ ও অনবচ্ছিন্ন চিৎ এক বা অভিন্ন। একই চিৎ শরীরে শরীরে ও শরীরের বাহিরে বিরাজ করিতেছে[১৯]। যখন সমুদায় জীবেরই তিক্ত কটু কষায়াদি বিষয়ে একই অনুভব, তখন আর চিতের বা চৈতন্যের একত্ব পক্ষে সংশয় কি[২০]? যখন একমাত্র সদ্‌বস্তু সর্ব্বত্র বিদ্যমান তখন "এ জাত, এ মৃত," এ সকল ভাব ভ্রান্ত। যাহা হয় ও যায়,

তাহা বস্তু নহে। তাহা আভাসমাত্র ও অনির্ব্বাচ্য[২১,২২]। যখন মোক্ষকালে এ সকল বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ এ সকলের অস্তিতা রজ্জু সর্পের ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায় এবং এ সকল পূর্ব্বেও ছিল না, তখন ইহা অসৎ। আবার ইহাও বলা যায় যে, যখন ইহা আমোক্ষ অপ্রশান্ত চিত্ত দ্বারা প্রকাশ্যভাবে গৃহীত হইতেছে, তখন ইহা সৎ। অতএব, ইহা সৎও বটে; অসৎও বটে। তন্মধ্যে অসৎ পক্ষই বাস্তব এবং সৎপক্ষ কেবল মোহসলিলে উহ্যমান[২৩,২৪]।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

তম সর্গ।

——)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, ধীর ব্যক্তি প্রথমতঃ বিচারপরায়ণ হইয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষের সহিত শাস্ত্রাবলম্বনে শাস্ত্রার্থ বিচার করিবেন। যাঁহার সহিত বিচার করিবেন তাঁহার সৌজন্য ও অলুব্ধতা গুণ থাকা আবশ্যক। তাদৃশ মহাপুরুষের সহিত তত্ত্ববিচার করতঃ যোগাবলম্বী হইলে মহৎ পদ পাওয়া যায়[১,২]। যিনি বেদবেদাঙ্গপরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা সুজন গুরুর উপদেশে সৎসঙ্গপরায়ণ ও বৈরাগ্যাভ্যাসদ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন, সেই ভবাদৃশ মহাত্মাই আত্মবিজ্ঞান লাভের ভাজন[৩]।

হে মহাবাহো! তুমি সম্প্রতি উদারাচার, ধীর, সদ্‌গুণাকর ও সর্ব্ববিভ্রমরহিত হইয়া আত্মাতে সুখে অবস্থান করিতেছ, ভবভাবনাবিমুক্ত ও সম্বিদ্‌সংযুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই মেঘরহিত শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছ, তোমার মন চিন্তামুক্ত, কল্পনামুক্ত, মুক্তবিভাগ ও মুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই ভূমণ্ডলের নরগণ তোমার দৃষ্টান্তে রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া তোমার পদবী অনুসরণ করিবে[৪,৫]। যাহার মতি তোমার মতির অনুরূপ, যে তোমার ন্যায় সুজন ও সমদর্শী, সেই ব্যক্তিই আমার অভিহিত জ্ঞানদৃষ্টি লাভের যোগ্য। তাহারা বাহিরে লোকোচিত আহার বিহারে বিচরণ করিলেও সেই সমস্ত ধীমান্ আত্মজ্ঞানরূপ পোতে আরোহণ করিয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই[৬,৭]।

হে রামভদ্র! যাবৎ দেহ, তাবৎ তুমি রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া বাহিরে লোকোচিত আচারে অবস্থান করিবে পরন্ত অন্তরে যেন তোমার এষণা-ত্রয় পরিত্যক্ত থাকে[১০]। (এষণাত্রয়—ধনাদির ইচ্ছা, স্ত্রীপুত্রাদির ইচ্ছা, বিবিধ শিল্প বিদ্যাদি শিক্ষার ও যশঃ মান উপার্জ্জনের ইচ্ছা) গুণশালী মহাপুরুষেরা যেরূপে পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের ন্যায় সেইরূপে পরমা শান্তি লাভ কর। যাহারা শৃগালধর্ম্মী অর্থাৎ পরবঞ্চক শঠ এবং যাহারা শিশুধর্ম্মী অর্থাৎ অবোধ ও যথেচ্ছাচারী, তাহারা অবিচার্য্য অর্থাৎ তাহাদের কোনও দৃষ্টান্ত স্মরণ পর্য্যন্ত করিতে নাই[১১]। তুমি গৃহীত জন্ম মহাপুরুষ দিগের সেই সেই উৎকৃষ্ট স্বভাব ভজনা করিবে[১২]। হে প্রাজ্ঞ! জন্তুগণ ইহলোকে উৎকৃষ্ট হউক আর নিকৃষ্ট হউক, যেরূপ জাতির (যেরূপ জন্মবিশিষ্ট লোকের। নীচ জন্ম বিশিষ্ট ব্যক্তির অথবা উৎকৃষ্ট জন্ম বিশিষ্ট ব্যক্তির। অভিহিত নীচতা ও উচ্চতা সত্ত্বরজস্তমোগুণানুসারে গ্রাহ্য।) ভজনা করে, পরলোকে তদ্রূপ জন্মই লাভ করিয়া থাকে। জীবগণ স্বকর্ম্মবশে প্রাক্তন ভাবপরম্পরাই প্রাপ্ত হয়। পৌরুষদ্বারাই যে স্বাভিমত ফল উৎপন্ন হয় তাহা বলা বাহুল্য। জন্তুগণ নিকৃষ্ট জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহার মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত পৌরুষ প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা, একমাত্র নীতিশাস্ত্রানুসারী পৌরুষ বলে (পুরুষকারের প্রভাবে) কি সসৈন্য পরা-ক্রান্ত রাজা, কি নিবিড় বনসংকুল ভীষণ পর্ব্বত, সমস্তই নির্জ্জিত হইয়া থাকে[১৩।১৪]। কি রাজসী জাতির, কি তামসী জাতির ও কি অন্য জাতির, সকল জন্তুগণই (সকল ব্যক্তিই) ধৈর্য্য সহকারে পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক বুদ্ধিকে পঙ্কনিমগ্ন গাভীর ন্যায় বিষয়ভোগ হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলেই বিবেকবলে শুদ্ধসাত্ত্বিক জাতিতে অবস্থিত ও জীবন্মুক্ত হইতে পারে[১৫।১৬]। হে রাঘব! অন্তরস্থ চিত্তরূপ মণিতে যে অবস্থান ও তন্ময়ত্ব, তাহাই উৎকৃষ্ট বিভব ও উত্তম পৌরুষ। গুণশালিগণ সেই পৌরুষ প্রযত্নের দ্বারা সাত্ত্বিক শুভ জাতিত্ব লাভ করতঃ মুমুক্ষু হইয়া থাকেন। কি পাতালে, কি ভূতলে, কি স্বর্গে, এরূপ দুষ্প্রাপ্য কিছু নাই, যাহা গুণান্বিত গণ পৌরুষ বলে প্রাপ্ত না হন।

হে সর্ব্বগুণাভিরাম রামভদ্র! ব্রহ্মচর্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য, বৈরাগ্য, বেগ-সম্পন্ন ও যুক্তিযুক্ত পৌরুষ অবলম্বন করিতে না পারিলে অত্যন্ত শুভ

কলগ্রহ আত্মতত্ত্ব লাভে সমর্থ হইবে না। অতএব, এক্ষণে তুমি মহাসত্ত্বগুণান্বিত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতঃ পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বীতশোক হও। তুমি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ও বীতশোক হইলে ইহলোকে জনগণ তোমার দৃষ্টান্তানুসারে বীতশোক ও মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি, তুমি বিবেক মহিমাযুক্ত সাত্ত্বিক পদ লাভ করতঃ জীবন্মুক্ত হও। আশীর্ব্বাদ করি, ভবলয়রূপ বিমোহচিন্তা তোমাতে যেন স্থান প্রাপ্ত না হয়[৫০।৫১]।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

স্থিতিপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত।

—○()*()○—

উৎপত্তিপ্রকরণের ১০১ সর্গের টিপ্পনী।

বালকাখ্যানের মধ্যে কোন রূপক কল্পনা নাই। আখ্যায়িকাটী এই মাত্র তাৎপর্য্যে অভিহিত যে, বিচারানভিজ্ঞ ব্যবহারিক জীব দিগের জগৎপ্রতীতি বালপ্রতীতির সদৃশ। অর্থাৎ যুক্তাযুক্ত জ্ঞান শূন্য বালকেরা যেমন উপকথা শুনিয়া তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে, এবং আখ্যানস্থ পদার্থকে ও আখ্যানকে সত্য মনে করে, তাহার ন্যায় অজ্ঞ মনুষ্যেরাও, দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দেখা যায় বলিয়া, জগৎকে সত্য মনে করে ও তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে। বস্তু নাই অথচ কথা (নাম) আছে, যেমন আকাশকুসুম, তাদৃশ কথা যে জ্ঞান জন্মায়, সে জ্ঞান শাস্ত্রে "বিকল্পজ্ঞান" নামে কথিত হয়। এই বিকল্প জ্ঞান অন্য এক প্রকার মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান। জগৎ বিষয়েও যে কথা বা নামনিচয় প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ও তজ্জনিত যে জ্ঞান হইতেছে, সে জ্ঞানও ঐ বিকল্পজ্ঞান বলিয়া গণ্য। কেননা, জগৎও সত্য পক্ষে নাই। এই মিথ্যা নাম ও মিথ্যা জ্ঞান এত নিরূঢ় যে, সহসা কেহই অসত্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। এইটুকু মাত্র রহস্য আবেদন করা বশিষ্ঠের অভিপ্রেত এবং তদর্থই বালকোপখ্যানের অবতারণা। অতএব, বালকোপাখ্যানে অন্য কোন পদার্থের রূপক নাই, ইহাই টীকাকার দিগের মত। তবে যদি কেহ রূপক কল্পনা করিয়া তাহা ভঙ্গ করতঃ রূপকীয় বস্তু বুঝিতে চাহেন, তাহা হইলে এইরূপ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

সংকল্প বিকল্প ও তদাত্মক মন এই তিন্ রাজপুত্র। ইহারা শূন্য নগরের রাজা অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনার কর্ত্তা। ইহাদের পিতা মাতা নাই। অর্থাৎ কাহার জঠরে উৎপন্ন নহে। সুতরাং বিবান্ধব। ইহারা চিন্তাযোগে বহুদূর যায় ও কষ্ট পায়। ইহারা যে তিন্‌টী বিশ্রাম বৃক্ষ পাইয়াছিল, তাহা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত এই তিন্ অবস্থা। তাহারা যে তিন নদী প্রাপ্ত হয় তাহা স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন লোক। তাহাদের প্রাপ্ত ভবিষ্য নগর পরলোক। তত্রস্থ বন ও গৃহাদি পারলৌকিক ভোগের প্রতীতি। তত্রস্থ ভবন তিন্‌টী মোহ, মহামোহ ও অতিমোহ অথবা পাপ পুণ্য ও পাপপুণ্যের মিশ্রণ; কিম্বা

অহং মম ইদং এই তিন্ জ্ঞান। কাকম স্থালী তিন্
কাল। ৯৯ দ্রোণ তণ্ডুল—এগার ইন্দ্রিয় দ্বারা উপার্জ্জিত সাত্ত্বিকাদি ভেদে ৯৯ প্রকার কর্ম্ম। অর্থাৎ পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এক অন্তরিন্দ্রিয়। ইহাদের দ্বারা সত্ত্ব, রজোমিশ্রিত সত্ত্ব, তমোমিশ্রিত সত্ত্ব (এইরূপ রজঃ, সত্ত্বমিশ্রিত রজঃ, তমোমিশ্রিত রজঃ, তথা তমঃ, সত্ত্বযুক্ত তমঃ ও রজোযুক্ত তমঃ) এবং ক্রমে ৯, ইহার এগার গুণ কর্ম্ম অর্থাৎ ৯৯ প্রকার কর্ম্ম কৃত হয়। ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এই শরীর অবলম্বনে হইয়া থাকে সুতরাং ঐ তিন্ শরীরকে তিন্ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মুখ নাই কথার অর্থ বাক্‌শক্তি নাই। অর্থাৎ জড়। আত্মার সাহায্য ব্যতীত জড় শরীরের বাক্‌শক্তি কেন, কোনও ক্ষমতা নাই। উক্ত রাজপুত্রেরা অদ্যাপি তথায় আছে, ইহার অর্থ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত বিদ্যমান থাকে। থাকিলেই প্রবৃত্তি স্রোত প্রবাহিত হয়। সুতরাং পুনঃ পুনঃ ইহ-পর-লোকে গমনাগমন, শরীর ধারণ, ও ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। এ সমস্তই মায়ার পরিণাম সুতরাং মিথ্যা।

স্থিতিপ্রকরণের ২৯ সর্গের টিপ্পনী

প্রথমে উদ্রেক বা উৎপত্তি, পরে তাহার সঞ্চার বা স্থিতি, তৎপরে তাহার বৃদ্ধি, ঘনতা বা গাঢ়ভাব, দেহাত্মাভিমানের এই তিন অবস্থা। দেহাত্মাভিমান উদিত হইয়া যতই বাড়ে ততই জীব আত্মহারা হয়, হইয়া দুঃখ হইতে দুঃখান্তর অনুভব করে। প্রত্যেক অভিমানেরই উদ্রেক, সঞ্চার, গাঢ়তা, এই অবস্থাত্রয় দৃষ্ট হয়। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রথম প্রথম কিছু কিছু তেজ থাকে, তাই শারীরিক মানসিক ও বাচিক ক্ষমতা পরিচালন করিয়া জীব স্বার্থাভিমান চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে সঞ্চার অবস্থায় তেজোহীন হয়। অনন্তর গাঢ়তা অবস্থায় অবসন্ন হয়। দামাদি অসুরদিগেরও ক্রমিক উক্ত অবস্থাত্রয় হইয়াছিল। তাই তাহারাও প্রথমে শারীরিক বল (১), বীর্য্য (২), শিক্ষা (৩), উৎসাহ, তেজ (৪) প্রয়োগ বা পরিচালনা (৫), সম্প্রয়োগ (৬) অভিযোগ (৭), বিদ্যা (৮), নীতি (৯), নিয়ম (১০), এই ১০ প্রকার এবং মানসিক ঐ দশ প্রকার, তথা বাচিক ঐ দশ প্রকার অনুসারে ৩০ প্রকার ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল। পরে দ্বিতীয়াবস্থা আসিলে হীনতেজ হইয়াছিল। মানুষ যতই হীনতেজ হয় ততই ছল ও কৌশল লক্ষ্য করিতে থাকে। দামাদি অসুরেরাও হীনতেজ হওয়ায় ছলে বলে কলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল। সে অবস্থায় তাহারা দেবতাদিগকে দণ্ড দিতে অক্ষম, কাযেই দণ্ড ব্যতিরেকে সাম, দান, ভেদ, সন্ধি, বিগ্রহ, এই পাঁচ নৈতিক উপায় এবং মায়াযুদ্ধ, কূটযুদ্ধ, অন্তর্ধান, গোপন যুদ্ধ, কূট অস্ত্র, কূট নীতি, বাক্‌বিতণ্ডা ও নিষ্ফল দাম্ভিকতা, এই ৮ এবং ঐ সকলেরই অবান্তর ব্যাপারে আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, যুদ্ধে বৈমুখ্য, অনুৎসাহ, ভ্রান্তি, বৈক্লব্য, ব্যামোহ, দৌর্ব্বল্য, দুশ্চিন্তা, দিগ্‌ভ্রান্তি, এই ১০ এবং তৎপরে তাহারা দেহাভিমানের গাঢ়তায় পাছে আমি মরি, পাছে আমার স্বজন মরে, সেই চিন্তায় ও ভয়ে কাতর হইয়া যুদ্ধত্যাগ, পলায়ন, প্রচ্ছন্নস্থিতি, শরণ লওয়া, যাচ্ঞা করা (মারিও না বলিয়া প্রার্থনা করা), দেশত্যাগ, ধনাদি পরিত্যাগ, জয়েচ্ছা পরিত্যাগ, হীনতা, দীনতা, লঘুতা ও কামুকত্ব, এই ১২ প্রকারই স্বীকার করিয়াছিল। প্রথম অবস্থা ৩০ বৎসর, দ্বিতীয়াবস্থা ৫।৮।১০ দিন, এবং শেষোক্ত অবস্থা ১২ দিন, এ কথার অর্থ উক্ত প্রকারে বুঝিলে অসমঞ্জস হয় না অথবা ঐ প্রকার রূপক বিবেচনা করিলেও অসঙ্গত হয় না, এবং প্রকৃত বৎসর সংখ্যাদি গ্রহণ করিলেও দোষ বা অসমঞ্জস হয় না।